# CONTENTS

## MONDAY, THE 26TH MAY, 2003.

# Tuesday, The27Th May, 2003.

## Wednesday, The 28Th May, 2003.

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY. ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

## Monday, the 26th May, 2003

The House met in the Assembly House, Agartala at 11. 00 A.M. on Monday, the 26th May, 2003.

## PRESENT

The Hon'ble Speaker in the Chair, the Deputy speaker, the Hon'ble Chief Minister, 17 Ministers and 40 Members

## QUESTION'S AND ANSWERS

**মিঃ স্পীকার ঃ-** আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উওর প্রদানের জন্য প্রশ্ন গুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে ।আমি পর্য্যায় ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উওর প্রদান করবেন, শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া** (অম্পিনগর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চন নং - ৩৭

**শ্রী মানিক সরকার** (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চন নং - ৩৭

**প্রশ্ন**

১) গত ১লা মার্চ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর নির্বাচনোওর সন্ত্রাসে রাজ্যে মোট কয়টি বাড়ীঘর কিংবা দোকান ঘর বা দলীয় অফিস অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হয়েছে অথবা ভাংচুর হয়েছে, ( বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২) এই সন্ত্রাসে কয়জন আহত হয়েছেন,

৩) সন্ত্রাসীদের কয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে , এবং

৪) ঐসব ঘটনায় যারা বাড়ীঘর ছাড়া হয়েছেন তাদের ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

**উত্তর**

১) ৩৩টি বাড়ীঘর, ৬০টি দোকানঘর, ৩টি নির্বাচনী অফিস উদর ভস্মীভূত হয়েছে । ৮টি ঘর, ২০ টি দোকান এবং ১টি দলীয় অফিস ও ১ টি নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করা হয়েছে ।বিভাগ ভিওিক হিসাব নিম্ন তালিকা 'ক' -তে দেওয়া হল ।

২৬.৫.২০০৩ ইং, ১১.০০ (ললিতা), (৩)

নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসের বিবরণ ( ১লা মার্চ ২০০৩ইং থেকে ৩০শে এপ্রিল ২০০৩ইং পর্য্যন্ত )

| ক্রমিক নং | মহকুমার নাম | থানার নাম | মামলার নম্বর | আহত ব্যাক্তির সংখ্যা | গ্রেপ্তার করা ব্যাক্তির সংখ্যা | পুড়ে যাওয়া বাড়ীর সংখ্যা | ধ্বংস হওয়া বাড়ীর সংখ্যা | পুড়ে যাওয়া দোকানের সংখ্যা | ধ্বংস হওয়া দোকানের সংখ্যা | পুড়ে যাওয়া পার্টি অফিসের সংখ্যা | ধ্বংস হওয়া পার্টি অফিসের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ধর্মনগর | চোড়াইবাড়ী | ২ | ৭ | ২৬ | ৫ (কুড়ে ঘর) | - | - | - | - | - |
| ২ | ধর্মনগর | ধর্মনগর | ২ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ৩ | কাঞ্চনপুর | দামছড়া | ১ | ২ | | - | - | - | - | - | - |
| ৪ | কাঞ্চনপুর | কাঞ্চনপুর | ২ | ৬ | ১ | - | - | - | - | - | - |
| ৫ | কৈলাশহর | কৈলাশহর | ৩ | ১ | ৬ | - | - | - | - | ৩ (বুথ) | - |
| ৬ | কমলপুর | কমলপুর | ২ | ৭ | - | ২ (বাড়ী) | - | - | - | - | - |
| ৭ | কমলপুর | সালেমা | ১ | - | ৪ | - | - | - | - | - | - |
| ৮ | গন্ডাছড়া | গন্ডাছড়া | ২ | ১ | - | ৩ (বাড়ী) | - | - | - | - | - |
| ৯ | উদয়পুর | আর.কে.পুর | ১০ | ৫ | ১ | ১১ (কুড়েঘর) | - | ৩৮ | - | - | - |
| ১০ | অমরপুর | বীরগঞ্জ | ১ | - | ১৪ | ১ (বাড়ী) | - | - | - | - | - |
| ১১ | সদর | সিধাই | ৯ | - | - | - | ৩ (বাড়ী) | - | ১ (দোকান) | - | ১পার্টি অফিস |
| ১২ | সদর | এয়ারপোর্ট | ১ | ২ | ১৯(৬ জন আত্মসমর্পন কারী) | - | - | - | - | - | - |
| ১৩ | সদর | পূর্ব আগরতলা | ৩ | ৩ | ৮ | ৪ (বাড়ী) | ১ (বাড়ী) | ৮ (দোকান) | - | - | - |
| ১৪ | সদর | পূর্ব আগরতলা | ১২ | ১৯ | ১(৩জন আত্মসমর্পকাবী) | - | ২ (বাড়ী) | ৮ (দোকান) | - | - | - |
| ১৫ | সদর | রানীর বাজার | ১ | ১ | | ২ (বাড়ী) | - | - | - | - | - |
| ১৬ | সদর | জিরানিয়া | ২ | - | ১৯ | - | - | - | ১ (দোকান) | - | - |
| ১৭ | খোয়াই | খোয়াই | ৩ | ১ | - | ১ (বাড়ী) | ১ (বাড়ী) | - | ৩ (দোকান) | - | - |
| ১৮ | খোয়াই | কল্যানপুর | ১ | ২ | - | - | ১ (বাড়ী) | - | ১ (দোকান) | - | - |
| ১৯ | খোয়াই | তেলিয়ামুড়া | ৫ | ৫ | ২৩ | ৩ (বাড়ী) | - | - | ১৩ (দোকান) | - | - |
| ২০ | বিশালগড় | বিশালগড় | ৫ | - | ২ | - | - | ৬ (দোকান) | ১ (দোকান) | - | ১ বুথ অফিস |
| ২১ | বিশালগড় | আমতলী | ১ | - | ১৪ | - | - | - | - | - | - |
| ২২ | সোনামুড়া | সোনামুড়া | ২ | - | ১৪ | - | - | - | - | - | - |
| ২৩ | সোনামুড়া | মেলাঘর | ১ | ১ | ২ | ১ (বাড়ী) | - | - | - | - | - |
| ২৪ | সোনামুড়া | যাত্রাপুর | ১ | - | ১৮ | | - | - | | | - |
| | | সর্বমোট | ৭৩ | ৬৩ | ৪<br>১<br>১১৭ জন আত্মসমর্পনকারী | ৩৩ | ৮ | ৬০ | ২০ | ৩ | ১ বুথ ১ পার্টি অফিস |

২) ৬৩ জন আহত হয়েছেন ।

৩) ১৭৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ।

৪) ঐসব ঘটনায় যারা বাড়ীঘর ছাড়া হয়েছেন তাদের ফেরৎ পাঠাবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । জেলা শাসকদের এ ব্যাপারে রিপোর্ট পাঠাবার জন্য বলা হয়েছে এ ব্যাপারে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহাধীন ।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন ফেরৎ পাঠাবার একটা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । কিন্তু এখনও এমন কতগুলি এলাকা আছে যেখানে বিশেষ করে কংগ্রেস, আই. এন. পি.টি যে সমস্ত যৌথ দলীয় অফিস আছে এই দলীয় অফিসগুলি ও খোলতে সাহস পাচ্ছে না হুমকীর কারনে । যেমন, অম্পিতে সমস্ত অফিস ভাঙ্গঁচুর করা হয়েছে এবং এখনও এই অফিস ঘর খোলতে দেওয়া হচ্ছে না । এই রকম আরো আছে যেমন, মুহুরীপুরে এবং বাইখোরায়, নতুন বাজার এবং অমরপুরে এখনও খোলা যাচ্ছে না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোলার ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আমি এখানে তথ্যের ভিত্তিতে জবাব দিয়েছি । মাননীয় সদস্যের কাছে যদি এই রকম সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকে আমি অনুরোধ করব জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, এবং সেখানে নিশ্চয়ই যথোপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে । মন্ত্রীতো গিয়ে খোলাতে পারে না অফিস । অফিস খোলার জন্য যারা দল চালান তাদের উদ্যোগ থাকতে হবে, জনগণের মধ্যে ভিত্তি থাকতে হবে। অফিস তো জনগণ খোলবে মন্ত্রী কি করে গিয়ে অফিস খোলে দেবে ? কিন্তু যদি দেখা যায় মেজর কেউ নিচ্ছেন তার জন কারও অফিস খোলতে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে প্রশাসনের তরফ থেকে নিশ্চয়ই আমরা ব্যবস্থা নেব । সেইদিক থেকে আমি মাননীয় সদস্যকে বলব জেলা প্রশাসনের সাহায্য নিন । যদি দেখা যায় তারপরেও কিছু করা যাচ্ছে না এমন যদি ঘটনা থাকে নিশ্চয় আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করব । এটা হওয়া উচিৎ না । ভোট হয়ে গেছে আর ভোট হোক বা না হোক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল আছে দলের অফিস থাকবে দলের অফিস খোলতে দেবে না কেন ? যারা খোলতে দেয় না এটা তাদের দুর্বলতা। পরিস্কার কথা আমি বলব এটা জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন না হলে পরে অন্যদের অফিস বন্ধ রাখবে কেন, এটা তো হওয়া উচিৎ না ।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেদিন রেজাল্টআউট হল (গননার দিন) সেদিনই সন্ধ্যা দে ৬০ বছর, তার উপর আক্রমন হল, তার সিরিয়াস অবস্থা তার ছেলে চঞ্চল দে অমরপুরের তার দোকানঘর ভাঙ্গঁচুর হল, অষ্টরানী দাস (মালবাসা) সবিতা দাস, উজ্জ্বলা দাস, (মালবাসার) তার শাখা ভেঙ্গেঁ দেওয়া হয়েছে । আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে তারা সবাই কংগ্রেস, আই. এন. পি. টি. দলের সমর্থক । এই সমস্ত ঘটনার পেছনে মন্ত্রী, এম. এল. এ., এবং নেতাদের একটা দলের মদত আছে । অথএব এটা একটা স্বৈরতন্ত্রের নগ্ন চেহারা এটা স্বীকার করেন কিনা ?

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নির্বাচনের পরাজয়ের পর যে হতাশা গুলি তৈরী হয়েছে এর থেকে বের হওয়ার জন্যে এবং দলীয় কর্মীদের মনবল রক্ষা করার জন্য এই জাতীয় কথাবার্তা বলবার চেষ্টা করছেন আমরা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছি । আমি অনুরোধ করব কি করে বিশ্বাস করেন যে কোন একটা দল যারা নির্বাচনের জয়ের পরে সরকারে এসেছে তাদের মন্ত্রীরা, বিধায়কেরা, দলের নেতারা উপরের দ প্তরের তারা এই সমস্ত কাজগুলি উৎসাহিত করতে পারে না । এটা তো কমনসেন্স- এ এডমিট করে না, এটা ঘটনা । কিছু কিছু ঘটনাতো এই রকম হয়েছে । আমরা শাসকদলের পক্ষ থেকে নিন্দা করেছি । এই বিধানসভায় দাড়িঁয়ে আমরা কথা বলেছি । এটা নিশ্চয় কারুর দিক থেকে কাম্য নয় । কাজেই এটা ঘটনা নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে তাৎক্ষনিক কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে বিষয়গুলো সবার চেষ্টায় একটা জায়গায় চলে এসছে । এটা যেভাবে এখানে বলছেন এইভাবে বলা উচিৎ না ।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা অন থার্ড মার্চ, ২০০৩ ইং তারিখে আপনি যখন নির্দেশ দিলেন পুলিশকে তখন পুলিশ অমরপুর শহরে এরেষ্ট করেছিল । কিন্তু ক্ষমতাশীল সি পি এম দলের একটা বিরাট মিছিল সেখানে থানা ঘেরাও করে এবং তাদেরকে ছাড়তে বাধ্য করে । সেখানে ক্ষমতাশীল দলের মেম্বারও ছিলেন, এই খবর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এই সেশানের আগে কনটিনিউয়িং তুলেছেন সেই মেম্বারও উত্তর দিয়েছেন এবং যাকে ইঙ্গিত করে আপনি এই কথা বলছেন । তারপরে আপনারা দুইজনেই সেখানে যাবেন এবং আপনার কনষ্টিটিউনসিতে কোন একটা জায়গায় গোলমাল হয়েছে মীমাংসার চেষ্টা করা দরকার আপনি আমার দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন । আমি আমাদের মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমাদের সদস্য ও আপনার সঙ্গেঁ কথা বলেছেন এবং আপনারা দুইজন মিলে যাবেন ।

**শ্রী সমীর দেব সরকার** (খোয়াই) ঃ-সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন, তাব মধ্যে নির্বাচনের পরে বামফ্রন্টের কাজ করার পক্ষে গোপালনগরে চন্দ মালা দেববর্মা এবং চাম্পাহাওয়ায় মা ও মেয়ে দুইজনকে খুন করা হয়েছে উগ্রপন্থী লাগিয়ে এই তথ্য এই সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করা আছে কিনা ? এরপরেও নানান জায়গায় বামফ্রন্টকে ভোট দেওয়ার অপরাধে পাড়া ছাড়া করা হয়েছে এই তথ্যগুলো এর মধ্যে আছে কিনা ?

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে প্রশ্ন করলে কি জবাব দেওয়া যায় ?

**শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস** (বামুটিয়া) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের ফলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মাননীয় মুখমন্ত্রী মহোদয় সেই এখানে দিয়েছেন । আমার মনে হয় এটা সঠিক না আরোও বেশী হবে । যাই হউক একটা সরকারী ভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদেবকে আর্থিক সাহায্য বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া । এখনও অব্দি ক্ষতিপূরণ পেয়েছে এটা আমার জানা নেই ।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা একটা আলাদা প্রশ্ন, এই রকম একটা প্রশ্ন আছে খুব সম্ভবতঃ মাননীয় সদস্য কাজল দাস মহোদয় এনেছেন । কিন্তু এটা রেভিনিউ দপ্তরকে দায়িত্ব দিয়েছি সমস্ত রাজ্য থেকে সবটা তথ্য সংগ্রহ করে কংক্রিট ফর্মে এখনই দেওয়া যাচ্ছে না । আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে । আমরা ঘোযনা দিয়েছিলাম এস ডি এম-রা মূলত থাকবে তার উপর ডিসট্রিক মেজিসষ্ট্রেট আছে তা চারা এই বিষয়গুলো দেখবে । এগজেকটলি তথ্যটা দিতে পারছি না । তবে কিছু কিছু পাচ্ছে ।

**মীঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী মাধব সাহা ।

**শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা** (মাতাবাড়ী) ঃ- স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪০ ।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস** (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪০.

<u>প্রশ্ন</u>

১) উদয়পুর মহকুমায় ইন্দিরা নগর গাঁও পঞ্চায়েতে এফ. সি. আই. -এর ফুড গোডাউন নির্মান করার পরিকল্পনা আছে কিনা ,

২) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত গোডাউন নির্মানের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

<u>উত্তর</u>

১) হ্যাঁ ।

২) খাদ্যগুদাম নির্মান কল্পে সমস্ত ব্যাবস্থা ভারতীয় খাদ্য নিগমের দিল্লিতে অফিসের বিবেচনাধীন ।

**শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গোডাউন নির্মান করার জায়গা কোথায় নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী

জানাবেন কিনা এবং এই কাজটা শুরু করার জন্য আমি যতটুকু জানি এফ সি আই-এর বিভিন্ন অফিসররা এসেছেন এবং জায়গা দেখেছেন । কাজটা ২০০৩ইং সনে শুরু হবে কিনা ?

**শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস** (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে জায়গার বিষয়টা যেহেতু ৫০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পূর্ণ একটি খাদ্য গুদাম তৈরীর পরিকল্পনা করার জন্য । ভারতীয় খাদ্যগুদামের অফিসাররা এসেছেন এবং তারা এগুলো দেখে গেছেন। তাদের তদন্তে রিপোর্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনার্থে প্রেরন করেছেন । ঐ রিপোর্ট ভারতীয় খাদ্য গুদাম দিল্লি অফিসে বিবেচনাধীন আছে । প্রসেসে আছে কিন্তু আমরা কংক্রিট ফর্মে আমরা বলতে পারছি না ।

**মীঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক কুমার রায় ।

**শ্রী দীপক কুমার রায়** (বড়জলা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৭২ ।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৭২ ।

<u>প্রশ্ন</u>

১) মোহনপুর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ২০০২ থেকে ২০০৩ ইং সালের অর্থবর্ষে বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে প্রস্তাবিত কাজগুলি শেষ করা হয়েছে কিনা,

২) হয়ে থাকলে, তাহার বিবরন, এবং

৩) না হয়ে থাকলে তাহার কারন সম্পর্কে ?

<u>উত্তর</u>

১) প্রত্যেক মহকুমার মহকুমা শাসক বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে কাজগুলো মনিটরিং করে থাকেন । এবং প্রতিটি কাজের হিসাব রাজ্যের পরিকল্পনা দপ্তরকে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় বিধায়ক -এ দিয়ে থাকেন । মহকুমা শাসক প্রেরিত তথ্য অনুসারে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে ২০০২-২০০৩ ইং সালে মাননীয় বিধায়ক দ্বারা প্রদত্ত সব কাজগুলো শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই মোট চারটি কাজ শেষ হয়েছে।

২) নিম্ন লিখিত চারটি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, (ক) বড়জলা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রাস্তার দুখেশ চৌধুরীর বাড়ী থেকে রবীন্দ্র দাসের বাড়ী পর্যন্ত ৪৫০ মিটার রাস্তার বিশেষ মেরামত । (খ) ইন্দ্রনগর মসজিদ্ থেকে হরিপদ দেবের বাড়ী হয়ে পি ডব্লু ডির রাস্তা হয়ে রাস্তার ইটের কাজ ৫১০ মিটার । (গ) নতুন পল্লীর উমানাথ শর্মার কাছ থেকে গোর্খাবস্তী পর্যন্ত গলিপথে ইট বিছানো ৮০ মিটার । (ঘ) গোর্খাবস্তীব নতুন পল্লীতে মন্টু নন্দীর বাড়ী থেকে স্বপন দেবনাথের বাড়ি পর্য্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মান ৮০ মিটার ।

৩) বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের ২০০২-২০০৩ ইং সালের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম কিস্তি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ২০০২ সালের ২৭শে জুন, সদর মহকুমা শাসকের দেওয়া হয় । এই টাকায় ২০০২-২০০৩ ইং সালের জন্য মাননীয় বিধায়ক দ্বারা নির্দিষ্ট কোন কাজ শুরু এবং চারটে কাজ সম্পূর্ণ হয় । এই কাজের খরচের হিসাব প্রকল্পের নির্দেশাবলি অনুযায়ী ৭ই জানুয়ারী ২০০৩ সালে পরিকল্পনা দপ্তরে পাঠানো হয় । বিধায়ক এলাকা প্রকল্পের নির্দেশাবলি অনুযায়ী ৯ই জানুয়ারী ২০০৩ সালে রাজ্য পরিকল্পনা দপ্তর দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সদর মহকুমা শাসককে দেন । কিন্তু ১১ই জানুয়ারী হইতে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন সমস্ত কাজের উপর ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের বিধিনিষেধ আরোপিত হয় । এই বিধি নিষেধ মার্চের প্রথম সপ্তাহ অব্দি চলে । তারপর সদর মহকুমা শাসক বকেয়া কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মোহনপুরের বিডিও কে দিয়ে দেন । কিন্তু ৩১শে মার্চের মধ্যে ঐ কাজগুলো সম্পূর্ণ করা যায় নি । আশা করা যাচ্ছে কিছু দিনের মধ্যে কাজগুলো শেষ হয়ে যাবে ।

**শ্রী দীপক কুমার রায় ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন নির্বাচনের নির্দেশ অনুযায়ী যথা সময়ে

কাজগুলো শেষ করা যায় নি ।আমি সেপ্টেম্বর মাসে সুখময় স্কুলের ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাংক এবং ক্যামপাস হল দুটোকে ঠিক করার জন্য ১৭ হাজার ৩৯৫ টাকা প্রস্তাব করেছিলাম দেওয়ার জন্য এবং যথারীতি সেংশান মেমো ইস্যু করা হয়েছিল এস ডি এম থেকে, তারপর আমি ব্যাক্তিগত ভাবে বি ডি ওর সঙ্গেঁ টেলিফোনে যোগাযোগ করি, তখন উনি বলেছেন সেংশান মেমো পেয়েছি কিন্তু প্লেইজ করা যাচ্ছে না ।তার পর আমি এস ডি ওর সঙ্গেঁ যোগাযোগ করেছি উনি বলছে যে আমি তাড়াতাড়ি করে দিচ্ছি ।এই করে সেপ্টেম্বর , অক্টোবর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর চার মাস চলে গেল ।কিন্তু যেই কাজটা এক মাসে হওয়ার কথা সেই কাজটা চার মাসেও হয় নি ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য ক্লেরিফিকেশানটা সংক্ষিপ্ত করুন ।

**শ্রী দীপক কুমার রায় ঃ-** স্যার, ক্লেরিফিকেশানটা পরিস্কারভাবেই মন্ত্রী মহোদয়কে বলছি । দুটো কাজ গত ২৮.০৩.২০০৩ইং ওয়ার্ক অর্ডার সেংশান করা হয়েছে অফিস থেকে ।চন্দ্রপুর গাও পঞ্চায়েত আন্ডার মোহনপুর ব্লক এলংউয়িথ ব্রিক ওয়াল নির্মানের জন্য ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ।

**মীঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য এক সঙ্গেঁ স্পেসিফিক আনুন ।

**শ্রী দীপক কুমার রায় ঃ-** স্যার, এক সঙ্গেঁই বক্তব্য এ প্রশ্ন রাখছি ।বিধায়কের টাকাটা আত্মসাৎ, মেরে দিচ্ছে পঞ্চায়েত ।আমাদের কাছে কোন ফান্ড থাকে না ।ফান্ড থাকে গভঃ মেন্টের কাছে ।তাহলে গর্ভনমেন্টের কাজ করবেন না ।২৮.০৩.২০০৩ ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছে এখনো এই কাজগুলিকে হাতে নেওয়া হয়নি ।এইকোয়েশ্চান গুলি প্লেস করার পর হাউসে কাজ স্লথ গতিতে শুরু হচ্ছে ।কাজেই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ এই যে কাজ করতে গিয়ে এস. ডি.ও করছে না, করছে না বিডিও ডিপার্টমেন্ট করছে না ।এইভাবে ডেভেলাপমেন্ট ওয়র্কিগুলি স্তব্ধ করে রাখা হয়েছে ।পেন্ডিং করে রাখা ।এই কাজগুলি দ্রুত ত্বরান্তি করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে কাজগুলির কথা বলেছেন, ঘটনা হল কাজগুলি ধরা হয়েছে দেরিতে এবং ৪/৫ মাস আগে কাজগুলি ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে।কিন্তু টাকা প্লেস করা হয়নি তাতে কাজের অসুবিধা হচ্ছে ।এই রকম হতে পারে কিছু কিছু জায়গায় ।তবে এটা হওয়া কাম্য নয় ।কারন টাকাটা দেওয়া হচ্ছে কাজের জন্যই স্বভাবতই বিধায়করা যেখানে কমিটমেন্ট করেন সেখানে কাজটা দ্রুত করা উচিত ।কিছু দুর্বলতা থাকতেই পারে সেখানে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই ।আর কাজটা আমরা শুরু করেছি কিন্তু অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে ।সেই দিক থেকে যে বিষয়টা এখানে এনেছেন সেই কাজগুলি তেমন বড় নয় ।সব মিলিয়ে বছর ৫ লক্ষ টাকার বেশী খরচা করা হয় না।এই ৫ লক্ষ টাকা খরচা করার জন্য এক বছরে ছোট ছোট যে কাজগুলি দেওয়া হয় সেইগুলি দ্রুত তার সঙ্গে হতে চেষ্টা হয় সেটা সংশ্লিষ্ট দপ্তর যাতে উদ্যোগ, ভূমিকা নেয় নিশ্চয় আমরা দেখব ।প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট উপর টাকা পয়সার হিসাব রাখেন অর এজেন্সি গুলির বিডিও এ. এস. ডি. এমও দের দিয়ে করাই ।এখানে টাকা খাওয়ার প্রশ্ন নয় ।প্রশ্ন তা নয় প্রশ্নটা হচ্ছে ফান্ড প্লেসমেন্ট এবং সঙ্গে কাজটা করিয়ে নেওয়া ।মাননীয় সদস্য দীপক বাবু এই যে প্রশ্নটা আনলেন এতে কাজের তৎপরতা মাননীয় সদস্যের এলাকায় কাজের তৎপরতা বাড়লনা মুখ্য মন্ত্রীর এলাকায়ও কাজের তৎপরতা বাড়বে এবং যারা এই প্রশ্নগুলি এনেছেন সেটা আমাদের সাহায্য করলেন ।এবং যারা এই কাজগুলি করলেন আমি মনে করি করা উচিত নয় ।বুঝার চেষ্টা করা উচিত ।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে বিধায়ক এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পে যে প্রশ্নটা এসেছে এটা কাজ করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছেন একটা নির্দেশ দেওয়া আছে, প্ল্যানিং এন্ড কোর্অডিনেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে অর্থ বছরের মধ্যে কাজ না হলে অর্থ লেপস হয়ে যাবে এই রকম একটা সমস্যা সৃষ্ট দেখা দিয়েছে সুতরাং আমরা আমার

অনুরোধ থাকবে প্ল্যানিং এন্ড কো - অর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সংশ্লিষ্ট এস. ডি. ও দের এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ যাতে দেওয়া হয় । আমাদের সঙ্গে এস. ডি.ওদের মিটিং হয়েছে সমস্যা নিয়ে এটা প্রেকটিক্যালি ফ্যাক্ট । মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ও জানেন । এই ব্যাপারে ব্যাপারগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সার্কুলার, ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে কিনা ?

দ্বিতীয়তঃ ডেভেলাপমেন্টের কাজটা রাজ্যেই হচ্ছে এটা বিধায়কই করুন আর পঞ্চায়েতই করুন আমার মনে হয় এই ৫ লক্ষ টাকা এই টাকার পরিমান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে। কারন ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক করার জন্য টাকার প্রয়োজন হয় । আমার বিধানসভা এলাকায় একটা ট্রাইবেল এরিয়া আছে সেখানে একটা ব্রীজ বানাতে পারছি না। তাও একটা ডিফিকালটি কারন এক সাথে ৫ লক্ষ টাকা জমা দিতে পারছি না । বলছেন আড়াই লক্ষ টাকা হলে হবে তাই বলছি কাজটা হবে কি ? সুতরাং এসেট ক্রিয়েট হবে না । তাই আমার মনে হয় এসেট ক্রিয়েট করার জন্য এম. এল. এ. ডেভেলাপমেন্ট ফান্ড যেটা আছে সেটাকে আরও বৃদ্ধি করা হোক । এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইজ এ্যা এপ্রোপ্রিয়েট পার্সন আমি মনে করি । উনি এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ নেবেন কি ?

থার্ড হচ্ছেঃ আমার এলাকায় আমি যখন এক্সরে মেশিন দিয়েছিলাম প্রচুর টাকা খরচ করে এম. এল. এ ডেভেলাপমেন্ট ফান্ড থেকে এবং ওপেন হল থার্ড জানুয়ারী কিন্তু এখন হচ্ছে মে মাস সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং আমি চিঠি দিয়েছি যদি টেকনিশিয়ান দিতে পারেন তাহলে এক্সরে মেশিন দেবেন নতুবা দেবেন না এবং এই ব্যাপারে এগ্রিও করেছেন । আমি সহ, সব পঞ্চায়েত সহ এবং এক্স এম. এল. এ রাধা মোহন বাবু সহ ওপেন করলাম ।

Standing circular has henceforth unitl further order Shri Dipak Bhowmik Radiographer attached to the Cancer Hospital Agartala, West Tripura is directed to perform his duty at Mohanpur PHC Tripura West, every Thursday for public interest.

আজ পর্য্যন্ত ৫ মাস চলছে সরকারের নির্দেশ সত্বেও আজ পর্যন্ত এক দিনের জন্যও যায় নি । আমি নিজে যাওয়াতে আমাকে লজ্জা দিয়েছে । পরবর্ত্তী সময়ে স্বাস্থ্য কমিশনারকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম এবং তখন উনি বলেছেন ইউদিন মিনিমাম পসিব্যাল টাইম । আই স্যাল মনিটর দিস স্টেটাস এ্যান্ড কাম ব্যাক টু ইউ সর্টলি । এটা হল এপ্রিল আর এটার চিঠি হল ডিসেম্বর মাসের ৭.১২.২০০২ ইং সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে তারপর ৬ মাস চলে গেছে কিন্তু রেডিওগ্রাফারের দেখা নেই। তাহলে কাজ চলবে কি ভাবে? সুতরাং এই ভাবে চললে তো প্রবলেমের সৃষ্টি হবে । আমি তিনটা পয়েন্ট বলেছি এইগুলির উওর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্পেসিফিক ভাবে উত্তর দিলেই হবে ইলাবরেটর দরকার নেই ।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে যেটা বলেছেন যে বছরের জন্য টাকা বরাদ্ধ সে বছরে খরচ না হলে ল্যাপস্ হয়ে যাবে । আসলে এটা ঠিকই কিছু সমস্যা আছে, এটা যদি সবটা না করা যায় ল্যাপস্ হয়ে গেলে অসুবিধা হবে। তাই এটা পরের বছর যাতে খরচ করা যায় তার জন্য একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত । আমরা যেটা ফলো করেছি পার্লামেন্টে যে প্রসিডিউর তারা এড্প্ট করেছেন সেটা ফলো করেই আমরা করেছি । ওখানে যদি বিষয়টা এই রকম থাকে আমাদের কাজ করার ক্ষেত্রে কোন সুবিধা নেই । আমার ধারনা সম্ভবতঃ পার্লামেন্টে এই ব্যবস্থাটা আছে। সেই অনুযায়ী এসেছে একর্ডিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট থেকে । আমরা নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি যেহেতু ব্যাপারটা আবার উঠেছে আমরা ব্যাপারটা চেক -আপ করে দেখব এটা যাতে অসুবিধা না হয় । কিন্তু এটা বলা দরকার এক বছরের টাকা তো চার বছর পর খরচ করলে হবে না । এই বছরের টাকাটা বড়জোর পরের বছরের ৬ মাসের মধ্যে শেষ করা উচিত । আর একটা প্রবলেম হচ্ছে এজেন্সীতে যারা কাজ করবে তাদের অনেকগুলি কাজ করতে হয়, ফলে ওটাও উন্নয়নের কাজ এতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্যরা যে কাজটা প্রেফারেন্স দিয়ে এখনই করতে চাইছেন হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে করার ক্ষেত্রে একটু অসুবিধাহয়ে যেতে পারে। সেজন্য আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যরা এডজাস্ট করে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে টাকা বাড়ানো । এই মুহূর্তে টাকা বাড়ানোর চিন্তা আমরা করছি না কারন সেই রকম পজিশান নেই । ভবিষ্যতে এটা চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ আছে । সেটা আমরা নিশ্চয়ই চিন্তা করে দেখব কিন্তু কোন কমিটমেন্ট করছি না।

তৃতীয়তঃ যেটা, সেটা খুবই দুখঃজনক এবং এই যে ভদ্রলোক যাকে দেওয়া হয়েছে, প্রথমতঃ আমার নিজের মনে হয়েছে সিদ্ধান্তটাই ঠিক না । ক্যান্সার হাসপাতালে একজন রেডিওগ্রাফার, তাকে একদিনের জন্য পাঠানো ঠিক নয় । ওখানে থেকে পাঠানোর সিদ্ধান্তটা আমার মনে হচ্ছে গোড়াতেই বোধ হয় কিছু দুর্বলতা থেকে গেছে । অন্য কোন জায়গা থেকে দেওয়া উচিত । ক্যান্সার হাসপাতাল ভেরি ইমপরটেন্ট এবং রেডিওগ্রাফারের সংখ্যা খুব কম । প্রব্লেম হচেছ এটা আমাদের । এই জায়গায় মাননীয় মন্ত্রী এখানে আছেন, আমি উনাকে অনুরোধ করব একটু চেক-আপ করুন । চেক-আপ করার পর প্রথমতঃ অর্ডার করার পর কমপ্লাই কেন করলেন না বিষয়টা একটু অ্যানকোয়ারী করা দরকার । দ্বিতীয়তঃ সত্যি সত্যি এই কর্মচারি বন্ধুটির পক্ষে ক্যান্সার হাসাপতালের দায়িত্ব পালন করে, ওখানে এই কাজটা করা আদৌ সম্ভব কিনা । যদি সম্ভব না হয়, যেহেতু বিধায়কের সঙ্গের কথা বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে তিনি যন্ত্রটা কেনার ব্যাপারে সাহায্য করবেন, এটা চালাবার জন্য লোক লাগে, সেই লোকের ব্যবস্থা অন্যভাবে করার জন্য আমি অনুরোধ করব ।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র রায়** (বনমালীপুর) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে দেখা যাচ্ছে, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট থেকে এস,ডি,ওর কাছে ফান্ডটা যায় । কিন্তু এস, ডি, ওর কোন ইনফ্রাস্ট্রাক্চার নেই । আয়দার আগরতলা পৌর এলাকা হলে মিউন্যাসিপ্যালিটি বা পি ডব্লিউ ডি'কে টাকাটা দেওয়া হয় বা ব্লক এলাকায় বি ডি ও'কে দেওয়া হয় । এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে এস ডি ও'র ইনফ্রাস্ট্রকচার করার জন্য যাতে এস, ডি, ও নিজেই কাজটা করাতে পারে একটা সাব-ডিভিশানে তার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, যাতে দ্রুত কার্যকরী হয়।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক্ষুনি আমরা এভাবে ভাবছি না । এস, ডি, এম-র অনেক কাজ । এখন পদবীটা এস ডি ও না এস ডি এম বলি আমরা । তার অনেক কাজ । উনাকে যদি সব কাজেই দেওয়া হয়, উনি একটা কোর্ডিনেটরের ভূমিকা নেন । কাজেই এই জায়গায় স্পেশিফিকেলি, এখানে রাস্তা , ওখানে কুয়া, ওখানে স্পান পাইপ সব দায়িত্ব তাকে আলাদা সেট-আপ দিলে পরে সম্ভব না । তিনি আবার ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বও পালন করেন । বি ডি ও রা আছেন তারা ব্লকে কাজ করছেন, নগর গুলির মধ্যে নগর পঞ্চায়েত আছে বা মিউন্যাসিপ্যাল কর্পোরেশান আছে, তারা দেখবেন । দেখা যাক, আমাদের-ত এখন খুব একটা বড় সমস্যা হয়নি । যদি আমরা বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই, যেমন সমস্যা আসবে, তেমন বিচার করে আমরা ব্যবস্থা নেব ।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন** (আগরতলা) ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প কোন অর্থ বৎসর থেকে শুরু হয়েছে । কারন নির্বাচনের প্রাক্ মুহুর্তে, প্রচারে মুখ্যমন্ত্রীকে বসিয়ে রেখে বিভিন্ন প্রার্থীরা ওখানে প্রচার করেছেন ৫ বৎসরে বিধায়ক উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা কোথায় গেছে ? আমাদের যারা বিধায়করা ছিলেন, ওখানে প্রচার করা হয়েছে উনাকে সামনে বসিয়ে রেখে যে আপনার এলাকার বিধায়ককে জিজ্ঞাসা করুন যে গত পাঁচ বৎসরে বিধায়ক উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা কোথায় গেছে ? কিন্তু দুঃখের বিষয়, যিনি প্রার্থী তিনি নাও জানতে পারেন বা যিনি প্রচার করছেন তিনি নাও জানতে পারেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এটা চেপে গেছেন, এটা ক্ল্যারিফিকেশান করেন নি আম জনতার কাছে যে, না এই গত ২ বৎসর ধরে কাজটা শুরু হয়েছে । ৫ বৎসরের অর্থ গায়ের করার কোন স্কোপ নেই বিধায়কদের । আত্মসাৎ করার কোন স্কোপ আছে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন । দ্বিতীয়তঃ টাকা বাড়ানোর ব্যাপারে যে আমাদের বিরোধী দলনেতা বলেছেন, প্র্যাকটিক্যালি কিছু টাকা না বাড়ালে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং টাকাটা ওয়েস্টেজ হচ্ছে । বিশেষ করে রাস্তা এবং নর্দমার ব্যাপারে যদি ৫ লাখ টাকার এসটিমেট করা হয় একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আর একটা জায়গা পর্য্যন্ত । কিন্তু দেখা কিছু হওয়ার পর গ্যাপ থেকে যায়, কাজটা সম্পূর্ন করা যায় না টাকার অভাবে । এতে বিভিন্ন সমস্যা

দেখা দেয় । তাই টাকাটা না বাড়লে যে উদ্দেশ্যে খরচ হয় সেই উদ্দেশ্যটা ফুলফিল হয় না ।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, একটা ঘটনা এরকম আছে । যেভাবে তিনি বলে গেলেন অবলীলাক্রমে মুখ্যমন্ত্রীকে বসিয়ে রেখে সমস্ত জায়গায় উনার দলের লোকেরা এটা বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন এটা ঠিক না । এবং যে জায়গায় এই বক্তৃতা হয়েছিল এটা বিরোধী দলনেতার বিধানসভা কেন্দ্রে । (বিরোধীদের উদ্দেশ্যে) আমার সাথে হয় নি, কার সাথে হয়েছে আমি জানি না । পাঁচটা মিটিং ঐদিন করেছি এবং এই পাঁচটার দুই নম্বর মিটিং -এ ঐ এলাকার বামফ্রন্টের যিনি প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি নবীন মাননীয় সদস্যও সেটা জানেন তিনি আর বক্তৃতা করার সময় একটা জায়গায় এই প্রসঙ্গটা তুলেছেন, এখানে করাপশনের প্রশ্নে বলেন নি, বলেছেন আপনাদের এলাকায় এই টাকা থেকে কি হয়েছে আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন । কেন হল না, ভোটের সময়তে যিনি দাঁড়িয়েছেন তিনি আসবেন এবং তার বক্তব্যে এটাও ছিল যে ৫ বছর ধরে, এটা ঠিক । মিটিং শেষ করার পর আমি ঐ সদস্যকে বলেছি যে, এটা ভুল , এটা ঠিক না, ৫ বছর না স্কীমটা চালু হয়েছে মাত্র দুই বছর হয়েছে, আর টাকা হচ্ছে ৫ লক্ষ টাকা এবং এটা বুঝতে হবে যে, ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে একটা কন্স্টিটিউয়েন্সির সব জায়গায় কাজ করা যায় না । কারণ এটা প্রপার্টি ডিসট্রিবিউশন না, এটা বুঝতে হবে । এই সদস্যের সঙ্গে আমি আরও তিনটা মিটিং করেছি । কাজেই যদি আপনার কাছে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে যে কোন একটা পার্টিকুলার প্রকল্পে টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেই টাকা খরচ করা হয় নি বা এটা মিসইউজড হয়েছে, সেই সম্পর্কে বলবেন, না হলে না জেনে বলবেন না , এটা ঠিক না । তাহলে কিন্তু আপনি অসত্যবাদী প্রতিপন্ন হবেন । এবং তার পরে আমার সঙ্গে যে তিনটা মিটিং করেন তাতে কোন জায়গায় এই প্রসঙ্গ তিনি তুলেন নি । কাজেই প্রশ্নটা যেটা দাঁড়াচ্ছে যে, মুখ্যমন্ত্রীকে বসিয়ে রেখে প্রশ্ন করেছে এটা ঠিক না, এক নম্বর । দ্বিতীয়ত হলো, যেটা বলেছেন টাকার প্রশ্ন, সেই টাকাতো আমি বলেছি যে, এই মূহূর্তে টাকা বাড়াবার কোন চিন্তা আমাদের নেই । আপানারা যে উন্নয়নের কথা বলছেন, সরকারতো উন্নয়নের জন্যই পয়সা খরচা করবে, কিন্তু এই টাকাটা কম টাকা এটা বুঝতে পারছি আমরাও এবং এটা বাড়ানো যায় কিনা সেটা ভবিষ্যতে চিন্তা করা যাবে ।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** স্যার, উনি বলেছেন টাকা মিসইউজ হয়েছে কিনা , আমরাতো টু ইনিশিয়্যাটিভ্ প্রপোজ্যাল।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- ঠিক বলেছেন , টাকা মিস্ইউজ হয়েছে কিনা প্রশ্নটা মেম্বারের না, প্রশ্নটা যে এজেন্সীকে দিয়ে কাজটা করানো হবে তাদেরকে ধরতে হবে এটা । কারণ এম এল এরা তো নিজে গিয়ে টাকা খরচ করেন না । এই যে এম পি রাও যেমন করছেন, তারা কি নিজে গিয়ে টাকা খরচ করছেন না কি, সেটাতো ডিস্ট্রিক্ট্ মেজিস্ট্রেট -এর স্টোর থেরে টাকাটা খরচ হবে বা হচ্ছে । কাজেই এম এল এদের কিছু করার নেই , কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে কি , মানুষের মধ্যে সন্দেহগুলি তৈরী হচ্ছে কেন আমি বলছি, অন্যভাবে নেবেন না । দেখা গেল উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলছে যে, এই টাকা থেকেজনপ্রতিনিধি তার তহবিলে টাকা জমাচ্ছে । তো আমরাতো খবর শুনে অনেক সময় বিভ্রান্ত হতে পারি । আমাদের এখানে এই রকম কোন অভিযোগ এখনও আমাদের কাছে আসেনি ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী রাজেশ্বর দেববর্মা ।

**শ্রী রাজেশ্বর দেববর্মা (টাকারজলা) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার -১২৪

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার -১২৪

**প্রশ্ন**

**১) পশ্চিম ত্রিপুরার টাকারজলায় ফায়ার ব্রিগেড চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?**

**২) যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ হবে এবং (৩) যদি না থাকে তার কারণ কি ?**

**উত্তর**

১) আছে। (২) আর্থিক সঙ্গতির উপর ভিত্তি করেই স্থাপনের কাজে হাত দেওয়া হবে।

৩) ১ এবং ২ নং প্রশ্নের উওরের পরিপ্রেক্ষিতে ৩ নং প্রশ্ন আসে না। হবে একটু সময় লাগবে।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা এবং কাজল চন্দ্র দাস, যৌথভাবে এনেছেন।

**শ্রী কাজল চন্দ্র দাস** (কল্যানপুর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার -১৪২।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার -১৪২।

**প্রশ্ন**

১) ইহা কি সত্য, যে রাজ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের নেপকোর নিকট কয়েক কোটি টাকা দেনা রয়েছে,

২) যদি সত্য হয় তার কারণ কি এবং

(৩) কত কোটি টাকা নেপকো বিদ্যুৎ দপ্তরের নিকট পাওনা রয়েছে ?

**উওর**

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য। (২) প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে টাকা পরিশোধ করা যায় নি।

৩) মার্চ ২০০৩ইং পর্য্যন্ত নেপকো দপ্তরের নিকট মোট ৮০.৪০ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা** (রইমাভ্যালি) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না, এই যে ৮০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে তার জন্য বার বার নেপকো থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরকে হুমকি দিচ্ছে যে আপনারা যদি টাকা মিটিয়ে না দেন তাহলে আমরা বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেব। এই ধরনের নেপকো থেকে হুমকি কিংবা চাপ আছে কিনা রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, বছরের পর বছর কি কারনে এত টাকা বকেয়া রয়ে গেলো কেন তা সময়মত পরিশোধ করা হয়নি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী মানিক দে** (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে অতিরিক্ত প্রশ্ন করেছেন তার উওরে আমি বলছি যে আমাদের রাজ্যে বিদ্যুৎ আনা হয় সাধারনতঃ নেপকো, এবং সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের এন, এইচ, পি, সি, থেকে। আমরা তাদের কাছ থেকে যে বিদ্যুৎ আনি তার দাম প্রতি ইউনিট ৩.৫০ থেকে ৪.০০ টাকা পড়ে। সেখানে আমরা রাজ্যে সরবরাহ করি ১.৫০ টাকা পার ইউনিট। স্বাভাবিক কারনে ঘাটতি থেকে যায়। তারপর বিভিন্ন ভাবে হুক লাইন দিয়েও বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে। ৩০.৯.২০০২ ইং পর্য্যন্ত নেপকোর কাছে আমাদের বকেয়া ছিল। ৪৯.৪৯ কোটি টাকা। সেটা আমরা সিকিউভাইজেসানে গিয়েছি। আর এরপর ১.১০.২০০১ থেকে ৩১.৩.২০০৩ পর্য্যন্ত তাদের পাওনা হয়েছে ২০.৮১ কোটি টাকা। এই টাকা আমাদের দিতে হবে। এই টাকাটা আমরা কিস্তিতে পরিশোধ করে দেব।

**শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ-** সাপ্লি মেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না, নেপকো থেকে যে বিদ্যুৎ আনা হয় তার টাকা বছরের পর বছর বকেয়া থাকে। এবং যখন নেপকো থেকে চিঠি দিয়ে চাপ দেয় যে টাকা পরিশোধ না করলে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেব তখন দপ্তর থেকে চেক ইস্যু করে দেওয়া হয় যেটা ব্যাংকে গিয়ে বাউন্স হয়ে যায়, এটা সত্যি কিনা ?

**শ্রী মানিক দে** (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের চেক বাউন্স হয়ে যায় সেটা সম্পূর্ন অসত্য। তারা যখনই তাগদা দিচ্ছে তখনই তাদের টাকা পরিশোধ করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই অবস্থা যে শুধু আমাদের তা নয় সারা উওর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির একই অবস্থা। কিছুদিন আগে শিলং -এ উওর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির একটি মিটিং হয়। তাতে তারাও জানিয়েছেন যে একইভাবে সিকিউডাইজেনে তারা গিয়েছেন।

স্যার, রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা সব সময় এক রকম থাকে না শীত -গরমে এর তারতম্য হয়। গরমকালে বিদ্যুতের চাহিদা একটু বেশী থাকে। শীতকালে রাত্র ১১টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত এটার চাহিদা থাকে ৯০ থেকে ৯৫ মেগাওয়াট। সকাল

৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ৭০ থেকে ৭৫ মেগাওয়াট ।আবার বিকাল পাঁচটা থেকে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত ১৬০ মেগাওয়াটের বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় ।এখন আমাদের এখানে যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে তাতে গ্যাস ভিত্তিক উৎপাদন ৭০ মেগাওয়াট । এছাড়া নীপ্‌কো আমাদের সময়ে সময়ে ২৫-৪০ মেগাওয়াচ বিদ্যুৎ সরবরাহ্ করছে ।আমরা তাদেরকে বলেছি যে রাজ্যের বিদ্যুতের নূন্যতম যে চাহিদা রয়েছে সেটা যেন নিশ্চিত করে আমাদের সরবরাহ্ করে ।এটার ভিত্তিতে সময়ে সময়ে আমাদের লোড শেডিং দিতে হচ্ছে ।

**শ্রী কাজল চন্দ্র দাস** ঃ- সাপ্লি মেন্টারী স্যার, মাসিক রেভিনিউ ঘাটতির পরিমান কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী মানিক দে** (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আলাদা করে প্রশ্ন আনা হলে আমি উওর দিতে সক্ষম হব ।তবে বছরের হিসাব আমাদের কাছে একটা রয়েছে ।গত বছর- এর আনুমানিক যে হিসাবটা আমার রয়েছে সেটা হলো, গত বছর আমাদের সংগ্রহের পরিমান প্রায় ৫৩ কোটি টাকা ।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা** ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা নতুন কিছু না ।বিদ্যুৎ দপ্তর সব সময়ই ভর্তুকী দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে ।এটা দীর্ঘদিন ধরেই ত্রিপুরা রাজ্যে চলে আসছে ।বিদ্যুৎ-এর বকেয়া টাকার অংক প্রায় ৮০ কোটি টাকা ।এত টাকা কখনও বকেয়া ছিল বলে আমার কোন ধারনা নেই ।দপ্তরের বকেয়া লক্ষ লক্ষ টাকা যেটা রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরের বিদ্যুতের বাবদ পাওয়ানা সেটা আদায় করতে পারে না ।যেমন, পুরসভা, এম. আই. এফ. সি. পূর্ত দপ্তর -এই রকম বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে যে সমস্ত দপ্তর থেকে বিদ্যুৎ দপ্তর রেভিনিউ কালেক্‌শান করতে পারছে না ।এবং লাইন কেটেও দিতে পারছে না ।এখন মিনিমাম যে চার্জ করা হয়েছে সেটাই যথেষ্ট মনে হচ্ছে ।জ্বালাক না জ্বালাক মিনিমাম চার্জটা দিতেই হবে ।এই নিয়ম করা হয়েছে ।তারপরে এত কোটি টাকা বকেয়া থাকার কারনটা কি ?

দ্বিতীয়তঃ মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গেঁ নীপ্‌কোর বক্তব্য কিন্তু মিলছে না ।নীপ্‌কো বলছে আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ্ করতে চাই ।৮৪ মে. ওয়াট তাদের ক্যাপাসিটি ।দুটি মেসিন চালালেও ২১ করে ৪২ মে. ওয়াড উৎপাদন হয় । ওরা নাকি তাদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহ্ করতে পারে না ।২৫ মে.ওয়াট চাইলে দুটো মেসিন ওদের চালাতে হবে । তাহ্‌লে বাকী বিদ্যুৎ কোথায় যাবে ? বাইরে থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করেও কেন লোড শেডিং করতে হচ্ছে মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী মানিক দে** (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে বিষয় গুলি বলেছেন এব কিছু বিষয় আমি আগেই উল্লেখ করেছি ।এখন মূল যে প্রশ্নটা উনি করেছেন সেটা হল নীপ্‌কো বিদ্যুৎ দিতে চায় ।আমরা সংগ্রহ করছি না কেন ? প্রথম যে বিষয়টা বলতে চাই, সেটা হলো নীপ্‌কো আমাদের বলছে তারা আমাদেরকে বিদ্যুৎ দিতে চায় - তবে আমাদেরকে সেটা ২৪ ঘন্টা নিতে হবে ।আমাদের রাজ্যের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় ৭০ মে.ওয়াট উৎপন্ন করি । এটা আমাদের চলে যায় ।দিনের বেলা যে নীপ্‌কো আমাদের একই হারে বিদ্যুৎ দেবে সেটা নিয়ে আমরা কি করব ? সেটাতো আমরা ব্যবহার করতে পারছি না ।তাহ্‌লে যে বিদ্যুৎ আমরা ব্যবহারই করতে পারব না তার টাকা কোথা থেকে দেব ।এই জন্য আমরা বলেছি আমাদের রাজ্যের পিক্-আওয়ারে বেশী বিদ্যুৎ সরবরাহ্ কর ।তারা বলছে পারবে যদি সেটা ২৪ ঘন্টা একই হারে নেই ।কারণ, ও.এন. জি. সি. থেকে গেইল বা প্রেট্রোলিয়াম মন্ত্রক বা গেইল যে গ্যাস আমাদের দিচ্ছে সেই গ্যাসটা ২৪ ঘন্টার জন্য সরবরাহ্ করছে ।আমরা আমাদের টারবাইনে আমাদের যে গ্যাসটা পুড়িয়ে ফেলব আমাদেরতো গ্যাসটার টাকা দিতে হবে দফতরকে, গ্যাসের টাকা দিতে হবে ।তাদের বক্তব্য হলো তারা বিদ্যুৎ ২৪ ঘন্টা দিতে পারবে ।কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব না ।আমাদের দিনের বেলায় যে চাহিদা সেই চাহিদা অনুযায়ী আমরা নেব এবং পিক আওয়ারে বাকি বিদ্যুৎটা দিয়ে দাও ।কিন্তু তাদের সেই দাবী সবটা আমাদের পক্ষে মানা

সম্ভব না । কারণ, এই টাকা আমরা কোথা থেকে দেব বিদ্যুৎটা কোথায় ব্যবহার করব ? বাকি যেটা বলেছেন যে বিভিন্ন দফতরের কাছে টাকা পাওয়ানা আছে কিনা, হ্যাঁ পাওয়ানা আছি । কনজিউমার্সদের কাছে যেমন পাওনা আছে তেমনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের কাছে একটা বিরাট অংকের টাকা পাওয়ানা আছি । আমরা বিষয়টি রাজ্য সরকারের দৃষ্টিতে নিয়েছি , নেওয়ার পরে গত অর্থ বছরে বিভিন্ন দফতর থেকে কিছু টাকা তারা পরিশোধ করেছেন, এবং পরিশোধ করার জন্য একটা সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার থেকে নিয়ে অর্থ মন্ত্রকে জানিয়ে দেওয়া যে বিদ্যুৎ দফতরের যে বকেয়া গুলি আছে সেই বকেয়াগুলি যাতে ধীরে ধীরে পরিশোধ করে নেওয়া হয় । আমরা দ্রুত সংগ্রহ করতে পারি ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের সমস্ত দফতরের দৃষ্টিতে বিষয়টি নেওয়া হয়েছে । এবং অর্থ মন্ত্রক ও আমাদের বলেছে তারাও সাহায্য করবে বকেয়া টাকা যাতে আমরা সংগ্রহ করতে পারি ।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন** ঃ- সাপ্লি মেন্টারী স্যার, মার্চ ২০০৩ইং সাল অব্দি ৮০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা মানে বকেয়া আছে নিপকোর কাছে । এরমধ্যে ইনটারেস্ট, লাইবেলেটিজ কত এবং আসল বকেয়া কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

**শ্রী মানিক দে** (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন করলে উওর দেওয়া যাবে । কারণ, এখানে ইন্টারেস্ট লাইবেলিটিজ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন এখানে নেই । কাজেই, এখনই তথ্য দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না । যদি আলাদাভাবে প্রশ্ন থাকত তাহলে আমি উওর দিতে পারতাম ।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন** ঃ- স্যার, ইনটারেস্ট নিয়ে হচ্ছে ৮০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা , অরজিন্যাল বকেয়া কত এটা উনি বলতে পারবেন না ?

**শ্রী মানিক দে** (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, যেহেতু এটা কোন আলাদা প্রশ্ন নেই তাই এই তথ্য এখনই আমার হাতে নেই। উনি যদি জানতে চান তাহলে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব পরবর্তী সময় জানিয়ে দেওয়া হবে ।

**মিঃ স্পীকার** ঃ- ঠিক আছে ।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, এখানে লাইবেলিটিজ এবং আসল কত এটা বলতে পারবে না, এটাতো রিলেটেড ?

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া** ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা নেপকো ছাড়া আরো অন্যান্য যে সমস্ত জায়গাতে আমাদের দেনা আছে তার মানে রিপেমেন্ট অব্ লোন এন্ড ইনটারেস্ট এই সব মিলে কত দেনা আছে ?

**শ্রী মানিক দে** (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এমনিতে যেটা আছে মার্চ, ২০০৩ইং পর্য্যন্ত নেপকো ৮০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, এন. এইচ. পি. সি. ৬ কোটি ৬৩ লক্ষ, পিঁ. জি. সি. আই. এল. ৮ কোটি ৪৯ লক্ষ, এন. ই. আর. এল. টি, সি. ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা মোট ৯৬ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ।

**মিঃ স্পীকার** ঃ- মাননীয় সদস্য জ্যোর্তিময় নাথ ।

**শ্রী জ্যোতির্ময় নাথ** (কদমতলা) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার - ১৮৩।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার - ১৮৩।

**প্রশ্ন**

**১) ইহা কি সত্য, হোমগার্ড কর্মীদের চাকুরীর সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন পেন্‌সন দেওয়া হয় না ,**

**২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তাদের পরিবারের লোকদের কথা চিন্তা করে শীঘ্রই কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না,**

**৩) যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ তা চালু করা হবে, এবং ?**

**৪) না নেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ ?**

**উওর**

১) হ্যাঁ,

২নং, ৩নং, ৪নং প্রশ্নের উওর ঃ-

হোমগার্ড একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন । কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণয়ন করা নিয়মাবলী ও নির্দেশিকা অনুযায়ী এই সংগঠন গঠন করা হয়েছে ।

উক্ত নিয়মাবলী ও নির্দেশিকা অনুয়ায়ী পেন্‌সন দেওয়া কোন নিয়ম না থাকার পেন্‌সন সম্ভব নয় ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য মন্ত্রী পদ্ম দেবর্বমা।

**শ্রী পদ্ম দেবর্বমা**(রামচন্দ্রঘাট) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার - ১৯৬।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার - ১৯৬।

**প্রশ্ন**

১) ডাইনী আখ্যা দিয়ে হত্যার সঙ্গে জড়িত দোষীদের আদালতে বিচারের জন্য রাজ্যে আলাদাভাবে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা,

২) যদি না হয় তবে তার কারণ ?

**উত্তর**

১) না ।

২) ডাইনী আখ্যা দিয়ে হত্যা অন্য কোন হত্যা বা খুনের মতোই দন্ডনীয় অপরাধ ।

এই হত্যা ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ ধারা মোতাবেক দন্ডনীয় । তাই সাধারণ হত্যা বা খুনের মতোই এই হত্যার বিচাব সাধারণ আদালতে হয়ে থাকে ।

**শ্রী পদ্ম দেবর্বমা** ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, ডাইনী এবং ডাইনী আখ্যা দিয়ে খুন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সব থেকে বেশী এবং এখন পর্যান্ত কত জনকে খুন করা হয়েছে ?

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা বেশী করে দেখা যায় । এটা একটা সামাজিক কুসংস্কার। গত পাঁচ বছরে ৫ জনকে খুন করা হয়েছে । এবং বর্তমানে আদালতে তিনটি মামলা চলছে ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেবর্বমা ।

**শ্রী রবীন্দ্র দেবর্বমা ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার - ২০০

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার - ২০০

**প্রশ্ন**

১) গত ১লা জানুয়ারী ২০০৩ইং হইতে ২০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি উগ্রপন্থী আক্রমণের ঘটনা হয়েছে, এবং

২) এই আক্রমনে কয়টি অপহরণ, খুন, গৃহদাহ হয়েছে ? ( আলাদা আলাদা হিসাব)

**উওর**

১) ১২২ (একশত বাইশ)টি ।

২) ৭১ (একাওর) টি অপহরণ, ৬৭(সাতষট্টি)টি খুন এবং ৮ (আট) টি গৃহদাহ ।

**শ্রী রবীন্দ্র দেবর্বমা ঃ-** সাপ্লি মেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এখন পর্য্যন্ত উগ্রপন্থী দ্বারা আক্রান্ত কতজনকৈ কিভাবে সাহায্য করা হয়েছে ?

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে সরকারের একটা নীতি নির্দেশিকা আছে। সেই নীতি নির্দেশিকা অনুসারেই সাহায্য ও সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে যারা উগ্রপন্থী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তাদের পরিবারে যদি চাকরীর উপযুক্ত প্রার্থী থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই পরিবারের একজনকে সরকারী চাকরী দেওয়া হয়। আর চাকরী করার উপযুক্ত লোক যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। এছাড়াও ক্রিয়াকর্ম করার জন্য তৎক্ষনিক কিছু টাকা দেওয়া হয়। আগে এই সমস্ত ব্যাপারে কিছুটা দেরি হত। এখন সেই রকম কোন অভিযোগ নেই। ডি এম এবং এস ডি এমদের তাদরকীতে কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। এই ব্যাপারে রিভিনিউ দপ্তরে একটা কমিটি আছে। সেই কমিটি চাকুরীর ক্ষেত্রে তদারকী করে।

চাকুরী ইত্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে একটু সময় লাগে। কারণ এইগুলি প্রসেস্ করে আসতে হয়, রেভিনিও ডিপার্টমেন্ট একটা কমিটি আছে তারা দেখেন এবং বিভিন্ন দপ্তরের কাছে পাঠান, তাদের যদি শূন্য পদ না থাকে আমরা বলেছি সুপারনিউমারী পোস্ট ক্রিয়েট করেও তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য এইগুলি নিয়ে এখন ভাবতে হচ্ছে আগামী দিনে কি পদ্ধতি এবং ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারি।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা** ঃ- ১১২টি ঘটনা এই চার মাসে ঘটেছে এটা নর্মাল মনে হচ্ছে না যে সাহায্য দিয়েই এটা শেষ কথা না, টাকা দিয়েই শেষ সাহায্য না। এই উগ্রপন্থী আক্রমন বন্ধ করা জন্য বা কমানোর জন্য সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন ?

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই বলে থাকি। আবার একই কথা আমাকে বলতে হবে। রাজ্য সরকারের হাতে সবটা না আবার রাজ্য সরকারের দায়িত্ব এরিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন না। এবং যে সময়টা আমি বললাম সেটা হলে ভোটের আগে থেকে। এবং সেই সময় টার্গেটই ছিল সন্ত্রাসবাদীদের এই সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের মধ্যদিয়ে যে সরকারটা মানুষ নির্বাচন কবে পাঠালেন তারা যাতে আসতে না পারে। কাজেই সেই লক্ষ্য নিয়ে তাদের আক্রমনের তীব্রতা সেই সময়ে দারুনভাবে তারা বাড়িয়েছিল। এই যে সংখ্যাটা চার মাস পাঁচ মাসে একটা অস্বাভাবিক সংখ্যা, সেটা মাননীয় সদস্য নিজেও জানেন এটার কারনটা।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা হচ্ছে- এটা বন্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা, বন্ধ করার জন্য আমাদের যে ব্যবস্থা হচ্ছে, বাংলাদেশের ঘাঁটি ভাঙ্গার জন্য বলছি, সেটা আমরাতো ভাঙ্গতে পারবনা। আমরা নাম দিয়েছি তথ্য দিয়েছি, যথাসম্ভব সংখ্যা সংগ্রহ করে দিয়েছি, ইভেন তাদের ফায়ার পাওয়ার কি আছে সেটাও যেটা সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেটাও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেওয়া কোন তথ্য কন্ট্রাডিক্ট করেননি। আমরা যা হিসাব দিয়েছিলাম তার চেয়ে বেশী সংখ্যক ক্যাম্প বাংলাদেশে লোকেটেড সেই তথ্য ইউনিয়ন হোম মিনিস্টারী দেওয়া তথ্য থেকে বের হয়ে এসেছে। আর দ্বিতীয়ত ঃ আমরা বলছি ওখান থেকে যারা এখানে সন্ত্রাস চালাচ্ছে তাদের নামের তালিকা আছে বাংলাদেশ সরকার যাতে তাদেরকে ভারত সরকারের হাতে তুলে দেয়। তৃতীয়ত হচ্ছে, বর্ডার -এ কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া, চার বি এস এফ -এর সংখ্যা বাড়নো। আমরা ঠিকমত বি এস এফ পাচ্ছি না, আমাদের যেটা দরকার। আমাদের কথা না, আগে আমরা জানতাম ১৮ ব্যাটেলিয়ান, এখন বি এস এফের সর্ব্বশেষ যিনি আই জি এখান থেকে বদলি হয়ে গেছেন তিনি বলেছেন যে ২২ ব্যাটেলিয়ান লাগবে এটা দিতে দেরী করলে ৫ বছর পর ২২ দিলেও কিছু লাভ হবে না। এটা এক্ষনি দিতে হবে। এটা হচ্ছে তাদের বক্তব্য। তার পরে আমরা যেটা বলছি - যে আমাদের এখানে সেনাবাহিনী দাও। এটা ভি আই পি দের নিরাপওার জন্য না। তাদেরকে দিলে পরে এই কাজটা করতে সুবিধা হবে। সেটা সবটা তারা দিতে পারছেন না। সি আর পি আছে তাদের সবটা স্টেংকট এডিকুয়েটনা। এবং এর মধ্যে যেটা আমরা বলছি যে একটু বয়স্ক হয়ে যাচ্ছেন, তাদের একটু অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। তাদের কে তারা রিপ্লেইস করার চেষ্টা করছেন। আর আমরা আমাদের স্টেট থেকে

যেটা করছি টি এস আর এর সংখ্যা বাড়াচ্ছি তাতে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সাহায্য করছেন । মর্ডানাইজেশান স্কীম সেই স্কীমে কিছু ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি । কিন্তু এইগুলি শেষ কথা না । পাশাপাশি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে -যে দুর্বলতা সুযোগ নিয়ে কান্ডকারখানাগুলি করছে এবং বিশেষ করে উপজাতি দরদী সেজে সন্ত্রাসবাদীরা আসলে এরাই এখন উপজাতিদের সবচেয়ে বেশী সর্ব্বনাস করছে । জায়গায় উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । তৃতীয়ত, আমরা যেটা বলছি- যে তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা দরকার । আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে আমরা কথা বলব, আমাদের সঙ্গে না হলে পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন । কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা অনুরোধ করেছি । আমাদের মন্ত্রীসভা থেকে আমরা প্রস্তাব নিয়েছি । আর যারা ফিরে আসছে তাদেরকে আমরা পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করছি ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** প্রশ্ন পর্ব শেষ । যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন-এর মৌখিক উওর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির উওর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নগুলির উওর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি ।

## ANNEXURE - 'A' - 'B'

## MATTER RAISED BY MEMBERS

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** স্যার, আমি আপনার দৃষ্টিতে একটা বিষয় নিচ্ছি, গত ১৭ই মে রাত্র ৭.৪৫ মি. নাগাদ স্থানীয় বাংলা দৈনিক বিবেক পত্রিকা অফিসে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন দুস্কৃতিকারি আচমকা পত্রিকা অফিসে ঢুকে, এবং বিবেক পত্রিকার জনৈক সাংবাদিককে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করে এবং ঐ সময়ে রিপোর্টার এবং স্টাফ না থাকায় একজন পেস্টিংম্যান ছিলেন তাকে হুমকি দেয় এই বলে যে আগামী কাল থেকে যদি মন্ত্রী অনিল সরকারের বিরুদ্ধে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহলে পত্রিকা অফিস ভাংচুর ও জ্বালিয়ে দেওয়া হবে । তাদের হুমকিটি পত্রিকার সম্পাদককে জানিয়ে দিতে বলে । উরা অনিল সরকার জিন্দাবাদ, দলিত রাজ জিন্দাবাদ, এই সব স্লোগান দেয় । এরপরেই আর একটা ঘটনা, ঐ দিনই একটু পরেই স্থানীয় জনপদ পত্রিকার দিলীপদের বাড়ীতে ঐ হামলাকারীরা হামলা সংগঠিত শুরু করে । উনি বাড়ীতে ছিল না উনার স্ত্রীকে হাতে ধরে টানাটানি করে এবং উনার একটা ইয়ং গার্ল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে ওকে ভয় দেখায় এতে সে ভয় পেয়ে যায় । এই রকমই ঘটনা ঘটেছে ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এটা তো আপনি কলিং এটেনশান এবং রেফারেন্সে আনতে পারতেন । আপনি এনেছেন একটা আজকে কিন্তু এটাও আনতে পারতেন ।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** কলিং এটেনশান তো ইচ্ছা করলে ৩৫ টি জমা দেওয়া যাবে না, সেটারও প্রভিশান আছে । এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কালে স্যার, ঐ পত্রিকা অফিসে এবং আমি সাথে সাথেই স্যার বিবেক পত্রিকা এবং ঐ জনপদ থেকে ঐ ইষ্ট পি এস ঘটনা জানানো হয় । এবং এফ আই আর দাখিল করা হয়, এবং অপজিশান হিসাবে আমাকেও একটা কপি দেয় । আমি সাথে সাথেই পরের দিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনি এবং আমি অবশ্যই বলি ইমিডিয়েট স্টেপ নিন ও শুধু এটাই নয় দুস্কিতিকারীদের গ্রেপ্তার করুন ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** একটা ফর্মে তো আলোচনা করতে হবে মাননীয় বিরোধী দলনেতা ।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** স্যার, এটা আমি শুন্য কালে এনেছি ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** শুন্য কাল বলতে তেমন কিছু নয়,

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** স্যার, আছে ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** পয়েন্ট অব অর্ডারগুলোই সাধারনতঃ শুন্য কালে প্লেইস করা হয় ।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** আছে স্যার, গত কিছু দিন ধরে বিবেক পত্রিকায় মাননীয় মন্ত্রী অনিল

সরকারের দুর্নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশিত হয় । এবং একটি পত্রিকাতে ও এমনিতে তথ্য দপ্তর থেকে কোন প্রতিবেদন পাঠানো হয় নি । আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি এই ব্যাপারটা ইমিডিয়েট দেখুন । স্যার, আমি এই ব্যাপারে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষন করছি । এখন আবার বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেছে । কালকে যেতে পারেন-নি কম্পিউটার স্টাফ চেক করা হয়েছে আশ্রম চৌমহনি এবং ঐ এলাকায় ।

**শ্রী সুধন দাস** :- স্যার, নির্দিষ্ট ফর্মে আলোচনা করা উচিত । এইভাবে আলোচনা চলবে নাকি ।

**মিঃ স্পীকার** :- আপনি যে ফর্মে আনছেন, এটা শুধু পয়েন্ট অব অর্ডারে আনা যায় ।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) :- আইনের বই দেখলে হবে না । জিরো হাওয়ার ইন দ্যা পার্লামেন্ট ।

**মিঃ স্পীকার** :- আমি তো বলছি আপনারা ও জানেন ।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) :- আমি এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়েছি এই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন** :- এরা দাঁড়ালে সাউন্ড দেয়, কি ভাবে দেয় ?

**মিঃ স্পীকার** :- সবাইর ক্ষেত্রেই সাউন্ড দেওয়া হয় ।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) :- আমার বক্তব্য হল ঐখানে যেন ঐ পত্রিকাগুলি চলতে পারে এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করা । নাম্বার টু যারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের খোঁজে বের করা এবং গ্রেপ্তার করা । নাম্বার থ্রি যে ঘটনাটা বেশী সেনসেটিভ যে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি অভিযোগ উঠেছে পত্রিকাগুলিতে কেচ্চা উঠেছে সেই ব্যাপারে দুর্নীতি তদন্তের ব্যবস্থা করবে কিনা ? না হলে এইগুলি ধামচাপা পড়ে যাবে । এই ব্যাপারে আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি । আমি চিঠিও দিয়েছিলাম শুধু এক নজরে এসেছে । আমি বলেছিলাম বিধানসভার অধিবেশনের শুরুর আগেই যেন এই ব্যাপারটা আমাকে জানানো হয় । আমার চিঠিটা এখানে আছে ।

**মিঃ স্পীকার** :- মাননীয় লিডার অব দি হাউস কিছু বলবেন কিনা ।

**শ্রী মাণিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে উনার চিঠি পাওয়ার আগেই তো আমি জেনেছি । বিবেক পত্রিকা থেকে কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি । দীলিপ দে নামে যে ভদ্রলোক উনি সম্ভবত জনপদ পত্রিকার কে কেন্দ্র করে বলছেন । পত্রিকাটা এখন বন্ধ আছে । তিনি আমাকে রাত্রিবেলা ফোন করেছেন । সেই অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়া সেটা পুলিশ নিয়েছে পুলিশকে আমরা বলে দিয়েছি মন্ত্রী পক্ষে বলেছে না বিপক্ষে বলেছে এটা আলাদা প্রশ্ন পুলিশের ব্যবস্থা পুলিশকে নিতে হবে । আমি যা দেখলাম দুইজন সেখানে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের জেল হয়েছে এবং বিবেক পত্রিকার ওখানে ঐদিন রাত্রি থেকেই সেখানে গার্ডের ব্যবস্থা আছে । বিবেক পত্রিকার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রশ্ন অন্ততঃ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরবর্তী সময় কোন প্রশ্ন এখানে আসে নি । দ্বিতীয়তঃ আপনি একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন কেচ্ছা । আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিল কয়েকটা পত্রিকা থেকে এই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ? উনি বলেছেন এইগুলি নিম্নমানের প্রচার এইগুলির সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে আমার বিবেক বাধে এবং রুচিতে বাধে । এই হচ্ছে উনার বক্তব্য । তার থেকে মনে হচ্ছে যে এইগুলি ঠিক না । এরপরে যদি আরো কিছু থাকে তাহলে মাননীয় মন্ত্রীই বলতে পারবেন ।

**শ্রী অনিল সরকার** (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, যে কথাগুলি উঠেছে আমার মনে হয় বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ নেতৃবৃন্দ জানেন । সেই পত্রিকা এই বিধানসভা চলাকালে একটা ইস্যু ক্রিয়েট করার জন্য সিরিয়েলি গত এই মাসের ১০ তারিখ থেকে একটার পর একটা লেখে চলছে । এবং আমি মনে করি এইগুলি সব বেইসলেস্ অসত্য এবং অত্যন্ত

নিম্নমানের এবং আমার ইমেজকে যতটুকু আছে থাক বা না থাক আপনাদের কাছে মোটেই নেই আমি জানি। আর থাকলেও স্বীকার করবেন না এটাকে নষ্ট করা জন্যই কাজটা করেছে । আমি কয়েকটা হেডিং পড়ে যাচ্ছি - "এদের চালচলন বলিউডের তারকাদের হার মানায় আমারা শ্রেনী সংগ্রামকে নসাৎ করার পথে হাঁটছেন মন্ত্রী," "শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তরটি যেন বিলগ্নীকরন মন্ত্রী অরুন শৌরীর দপ্তর," শেরউডের টিকিট কিন্‌লে বদলি ফ্রি , প্রমোশন ফ্রি, "খাট কিনলে বউ ফ্রি" । কত সম্পত্তির মালিক অনিল সরকার । দলিতদের পরিবর্তে কুকুরদের চুম্বন করেন মন্ত্রী অর্থাৎ মন্ত্রী কাছে দলিতরা কুকুরের চাইতে অধম যা সমস্ত দলিতদের মনে আঘাত দেওয়া হয়েছে । শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকারের গুন্ডা বাহিনী ঐটা তারা নিউজে দিয়েছে আমি কিছু বলিনি । জয়েন্ট এন্ট্রাস কেলেঙ্কারীতে সুধীর বাবুকে ছাড়িয়ে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী । এটা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার যে রেজাল্টবের হয় একমাত্র আমি যখন নাকি পেলাম তখনই যে সিটগুলি খালি থাকে ট্রাইবেলের সিট খালি থাকে সেগুলির এস. সিকে দেওয়া হয়, এস. সি. যখন পাওয়া যায় না তখন জেনারেলকে দেওয়া হয় এজ পার নর্মস সেটা ৯৫ এ নাকি হয়েছে আর এটা এখন তোলা হয়েছে । এই ধরনের পুস্তক কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী । এইগুলি সম্পূর্ন বেইসলেস কারন রতন বাবুতো দুইবার গিয়েছেন । ওদের বাড়ীতে উনি তো আমাদের পাড়ার জামাই তাছাড়া গোপাল বাবু তো আমাদের এম.এল. এ. কাজেই আপনারা তদন্ত করে দেখুন না সত্য কিছু পান কিনা। আপনারা নির্বিঘ্ন চিত্তে তদন্ত করে দেখুন কিছু পান কিনা, আমার পরিস্কার বক্তব্য সংবাদপত্রকে চতুর্থ স্তম্ভ মনে করে যদি কোন সংবাদপ ত্র জনপ্রতিনিধিদেরকে অযাতিতভাবে. অবাঞ্চিতভাবে যেখানে সেখানে নগ্ন করা তার চরিত্র হরণ করা যে কোন লোককে যদি করে প্রত্যেক পত্রিকার কিছু সৎ পাঠক আছে তারা ভাষা বা খবরের সত্যতা তাদের মধ্যে বিষয় হেরিটিটেড করে সেগুলিতেদেখা যায় তারা প্রতিবাদও করতে পারে । এবং আমি এই ঘটনা নিন্দা করেছি পুলিশকে বলেছি সঠিক পথে চলার জন্য এবং তারপরেও লেখা এখন পর্যন্ত বন্ধ হয় নি । আমার সিট একেবারে ওপেন ।

আমি বলছি তো আপনারা একটা বেসরকারী কমিটি করে আপনারা তদন্ত করুন ।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, সত্যিই উনি এই বিষয়ের উপর আবেগ জড়িয়ে পড়ছিলেন । আবেগ তো থাকা উচিৎ। কারণ ঘটনা এমনভাবে লেখা হয়েছে, আসলে ঘটনা পড়লে দেখা যায় মারাত্মক । একটা অসত্য সংবাদ বের হলে কাঞ্চনপুরে আন্ত্রিক একটা লোক মারা গেলে এই খবর কিন্তু আই সি টি দপ্তর থেকে সাথে সাথে প্রতিবাদ করা হয় । যে ঘটনা সত্য নয় । উনি একজন দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী কেন উনি একটা ব্যবস্থা গ্রহন করলেন না ।

**শ্রী অনিল সরকার** (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, আইনগত কি ব্যাবস্থা নেওয়া যায় আমার আইন উপদেষ্টা সেটা ভাবছেন । এই ধরনের নোংরা বিকৃত মস্তিষ্ক লেখকদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য করাও ঠিক না । এটাতে আমি ঘৃনা বোধ করি ।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, উনার ডিফেন্স নেওয়ার জন্য উনি আইন জীবিদের সাথে পরামর্শ করবেন । এটা অন্য ব্যাপার । রাজ্যের মধ্যে যদি কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি সম্পর্কে ছাপা হয়, আমরা নর্মাল কোর্সে দেখি কি পেপার কাটিং হয়ে দপ্তরে যায় এবং যে সব কনসানিং দপ্তর দে উইল টেইক এ্যাকশান । আমার বক্তব্য হলে জয়েন্ট এন্ট্রাস নিয়ে ১৯৯৫ ইং সনে আমার কাছে কতকগুলো নাম দিচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে । ১৯৯৫ ইং সনে যে জয়েন্ট এন্ট্রাস হয়েছিল পরবর্তী সময় এস. টি., এস. সি. যাদের ভেকেন্ট পোষ্ট এস. টির পর এস. টি., এবং এস. সির পোষ্টকে জেনারেলদেরকে দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। সেখানে মেরিট লিষ্ট মেইনটেইন করা হয়েছে কিনা ? এবং আমার কাছে অভিযোগ রয়েছে সেই মেরিট লিষ্টে ইরেগুলারিটি হয়েছে, এই ইরেগুলারেটিস করতে গিয়ে কোন ধরনের অর্থ আদান প্রদান হয়েছে কিনা ?

গন্ডগোল

**মিঃ স্পীকার ঃ-** প্লিজ মাননীয় সদস্য, প্লিজ্ মাননীয় মন্ত্রী উওর দিয়েছেন তো ।

**শ্রী সুধন দাস ঃ-** আপনারা এই্ অধিকারটা নাই তো, এই্ অধিকারটা একমাত্র স্পীকারের আছে ।

গন্ডগোল

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় বিরোধী দলনেতা, মাননীয় বিরোধী দলনেতা বসুন, বসুন ।

গন্ডগোল

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গেঁ আমার সুমধুর সম্পর্ক । কিন্তু এটা দেখালে তো চলবে না । যদি দেখা যায় কোন দপ্তরে দুর্নিতী রয়েছে সেটা যদি আমি দপ্তরের নলেজে আনতে পারি এবং যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনতে পারি , কেন ১৯৯৫ ইং জয়েন্ট এন্ট্রাস হউক আর গত বছর বই কেলেংকারি হউক , কেন তদন্ত করে দেখা হবে না ? সেই দপ্তরের রেকর্ড রয়ে গেছে ইনভেষ্টিগেশান টিম করুন, কত সাহস আছে । দুর্নীতির ব্যাপারে তদন্ত করা হবে কিনা ?

**শ্রী অনিল সরকার** (মন্ত্রী) ঃ- দুর্নীতি সম্পর্কে আমি পরিস্কার একদম পরিচ্ছন্ন । আপনাদের সেই নৈতিকতা সেই সাহস সম্পর্কে আমার ধারনা আছে । যে কোন বিষয়ে তদন্ত হবে । কেন তদন্ত হবে না ? আমি অনেক পরিস্কার ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** ঠিক আছে , মাননীয় বিরোধী দলনেতা এইভাবে হলে তো চলবে না হাউস । তারপরে অনেক বিজ্নেস আছে । উনি তো বলেছেন এরপরে তো আর এটা নিয়ে কথা থাকেত পারে না ।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- ঠিক আছে তাহলে কমিটি গঠন করা হউক ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** দুর্নীতি দপ্তর করেছে উনি বলেছেন, এটা নিয়ে আবার কি কমিটি হবে । এই ভাবে তো চলবে না।

গন্ডগোল

## THIRD REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE – Adopted

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো- " বিজনেস্ এ্যাড্ভাইজারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও গ্রহন করা "। বর্তমান অধিবেশনের ২৬শে মে সোমবার, ২০০৩ইং তারিখ হইতে ২৮শে মে, বুধবার ২০০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস্ এ্যাডভাইজারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্টি সুপারিশ করেছে তার তৃতীয় রিপোর্টটি এই সভায় পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ২৬শে মে, সোমবার, ২০০৩ ইং তারিখে হইতে ২৮শে মে, বুধবার, ২০০৩ইঁ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস্ এ্যাডভাইজারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্টি সুপারিশ করেছে তার তৃতীয় রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস এ্যাডভাইজারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত "।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি ।

প্রস্তাবটি হলো ঃ-

**" বিজনেস্ এ্যাড্ভাইজারী কমিটির কর্তৃক সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত " । উক্ত প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি** ভোটে গৃহিত হলো ।

গন্ডগোল

**মিঃ স্পীকার ঃ-** প্লিজ বসুন, প্লিজ বসুন মাননীয় সদস্য, প্লিজ মাননীয় বিরোধী দলনেতা বসুন।

প্লিজ , প্লিজ, এই সভা ২০ (বিশ) মিনিটের জন্য মুলতবী রইল ।

২০ মিঃ মুলতবীর পর

## REFERENCE PERIOD

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন রেফারেন্স পিরিয়ড । একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যদের নিকট হইতে পেয়েছি । সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি । নোটিশটি দিয়েছেন যৌথভাবে মাননীয় সদস্য শ্রী পদ্ম কুমার দেববর্মা এবং মাননীয় শ্রী জয় গোবিন্দ দেবরায় ।

**শ্রী জয় গোবিন্দ দেবরায়** (রাধাকিশোরপুর) **ঃ-** স্যার রেফারেন্সটি হচ্ছে . " প্রভিডেন্ট ফান্ড ও সল্প সঞ্চয়ে সুদের হার কমিয়ে দেওয়ার সম্পর্কে "।

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ- স্যার এই বিষয়ে ২৮ মে ২০০৩ এ উত্তর দেব ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** অপর একটি রেফারেন্সে নোটিশ পেয়েছি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী জ্যোর্তিময় নাথ । উল্লেখিত বিষয়টির গুরুতর অনুধাবন করে উৎথাপনের অনুমতি

**শ্রী জ্যোর্তিময় নাথ ঃ-** গত ১২ ৫.২০০৩ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত , "ধর্মনগরে গণধোলাইয়ে হত ডাকাত আহত দশ গ্রামবাসী সংবাদ সম্পর্কে"।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উল্লেখিত বিষয়রে উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য । আজ যদি সময় না পান তাহলে মন্ত্রী মহোদয় সময় চেয়ে নিতে পারেন ।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২৮মে, ২০০৩ এই ব্যাপারে জানাব ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** একটি কার্যসূচীর রেফারেন্সে উল্লেখিত বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । রেফারেন্সটি এনেছিল যুগ্মভাবে শ্রী প্রসান্ত দেববর্মা এবং শচীন্দ্র দেববর্মা । বিষয়বস্তুটি হল "স্বাবলম্বন কর্মসূচীতে অগ্রগতি সম্পর্কে "। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য ।

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী প্রসান্ত দেববর্মা এবং শ্রী শচীন্দ্র দেববর্মা আনীত রেফারেন্স, স্বাবলম্বন কর্মসুচীর অগ্রগতির সম্পর্কে । রাজ্যে কর্ম প্রত্যাশি যুবক যুবতীদের কর্ম সংস্থানের জন্য উপযুক্ত করে প্রশিক্ষনের প্রেরনা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিস্থিত হয়েছে স্বাবলম্বন কর্মসূচী প্রক্রিয়ার সংস্থা । এই সংস্থার কাজ শুরু হয়েছে ২০০১ সালের জুলাই মাসের থেকে। বিগত প্রায় দুই বছরে গ্রামীন ও জেলা উন্নয়নের সংস্থারে মাধ্যমে প্রায় ১৭০০ বেকার যুবক যুবতীদের চিহ্নিত করেন। তাদের মধ্যে ৭০০ জনকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষন দিয়েছে । প্রশিক্ষনের বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে, উদ্যোগী উন্নয়নে ও ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ক পরামর্শ । পশুপালন. হস্ত তাঁত ও হস্ত কারো সেলাই ও পোষাক তৈরী , গাড়ী ও অটোরিক্সা চালানো ও মেরামত করা , উয়েলডিং এবং কার্পেটিং এবং ওয়াররেন্টিং কমপিউটার প্রয়োগ এবং মেরামত, সিমেন্ট ফিল্টার, গ্রিল ইত্যাদি । রাজ্যস্তরে প্রশিক্ষনগুলিতে যে সমস্ত সংস্থা সাহায্য নিয়েছে সে সব সংস্থার মধ্যে রয়েছে রাজ্য সরকারের পশু সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর , রাজ্য সরকারের হস্ত তার্ত ও কারো শিল্প উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্পের নিগমের পরামর্শতা বিভাগ, কিন (আগরতলা) রামকৃষ্ণ মিশন (আমতলী), অর্কনীড় (সেকেরকোট), এপটেক ( কমপিউটার কেন্দ্র) দিব্যদ্বয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, চেবরি (খোয়াই) । সেই সঙ্গেঁ জেলাস্তরে কিছু পশুপালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষন দেওয়া হয় । এগুলি ছাড়া রাজ্যের বাইরে কেরালায় কুট্টায়মে রাবার বোর্ডের সহায়তায় এই রাজ্যের ৯ জনকে উদ্যোগী কার্পেনটারকে রাবার বোর্ডের উপর বিশেষ প্রশিক্ষনের জন্য পাঠায় এবং

এইবছর ১৭জন উদ্যোগীকে ফুড প্রসেসিং প্যাকেজিং এ তিন মাসের জন্য ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং ইনড্রাষ্ট্রিতে পাঠানো হয়েছে এই সংস্থাটি গর্ভনমেন্ট ইন্ডিয়ার রিকগনাইজড। প্রশিক্ষনের পর প্রাইম মিনিষ্টার রোজগার যোজনায়, স্বর্ন জয়ন্তী স্বরোজগার যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পে মনোনীত করা হচ্ছে। এগুলি ছাড়া সাবলম্বন ক্ষেত্রে বিশেষ ভর্তুকীতে সরাসরি সরকারের ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। অরুন্ধতীনগরে দুই একর জায়গা নিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষন কেন্দ্রটি কনষ্ট্রাকশন পারমান্টে করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারি।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন** ঃ- এই কর্মসুচী রুপায়নে জাতীয় ব্যাংকগুলির অর্থ যোগানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ভূমিকা রয়েছে কিনা ?

**শ্রী পবিত্র কর** (মন্ত্রী) ঃ- এই বিষয়ে আমাদের রাজ্য সরকারের সঙ্গেঁ বিভিন্ন ব্যাংকগুলি মিটিং হয়েছে। এবং ব্যাংকগুলির কমিটি রয়েছে তাদের সঙ্গেঁ আমরা যুক্ত করি এই কর্মসুচীতে। তাদের পরামর্শও নিয়েছি। আমাদের স্টেট লেভেল কমিটি থ্রুতে এগুলি স্পনসর্ড করলেই তারা ঋণ দেবে। এখন পর্য্যন্ত তারা ৬টি ইউনিটিকে এই কর্মসূচীতে ঋন দিয়েছে। যদিও পি. এম. আর. ওয়াই., মার্জিনমানি মত সেই ঋণগুলিতে তারা ঋণ দিচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে সরাসরি কোন নির্দেশ নেই। ব্যাংকগুলি আমাদের কমিটিতে পরামর্শ ক্রমেই এই উদ্যোগটা নিয়েছে।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন** ঃ- স্যার, স্বাবলম্বন কর্মসূচী আওতার মধ্যে কতজন ঋণ পেয়েছে ?

**শ্রী পবিত্র কর** (মন্ত্রী) ঃ- এখন পর্যন্ত আমরা এই পি. এম. আর. ওয়াই ৯১টি কেইস স্পনর্সড করেছি। তাতে ৫৩টি কেইস সেংশান হয়েছে এবং ৯টি ডাইভারসন স্কিমের আওতায় রয়েছে। ৯টি কেইস ডাইভারস আছে পি. এম. আর. ওয়াই এই স্কিমে। আমরা তাদের ট্রেনিং দিয়েছি। তারা এপ্লাই করেছে পি. এম. আর. ওয়াই-এ যাওয়ার জন্য। আমরা আমাদের দিক থেকে স্পনসর্ড করেছি তাদের। আর ডাইরেকলি ৫টি মাত্র কেইসে ব্যাং দিয়েছে।

**শ্রী রতন লাল নাথ(বিরোধী দলনেতা)** ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশন স্যার, এই সাবলম্বন কর্মসূচীকে কার্য্যকর করার জন্য রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা কমিটি রয়েছে সেটা হচ্ছে অরগানাইজেশন সেন্টার। আর একটা হচ্ছে এগজিকিউটিভ কমিটি চীফ সেক্রেটারীর নেতৃত্বে। নোডাল ডিপার্টমেন্ট ইজ ইন্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। আমার কাছে খবর রয়েছে নোডাল ডিপার্টমেন্ট, ইন্ডাষ্ট্রি। আর নোডাল অফিসার হল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট। তাহলে ইন্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট এটাকে মনিটর করছে কি ভাবে ? দেখা গেল নোডাল ডিপার্টমেন্ট হল আন্ডার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার হল্ নোডাল অফিসার আর ট্যাকস্ ফোর্স যেটা করা হয়েছে সবগুলির চেয়ারম্যান হল এস. ডি. ওরা। আর সেখানে রিলেটেড আর ট্যাকস্ ফোর্স যেটা করা হয়েছে সবগুলির চেয়ারম্যান হল এস. ডি. ওরা। আর সেখানে রিলেটেড যে ডিপার্টমেন্টগুলি ডি. এ. এখানে বেনিফিসিয়ারী সিলেকটেড করে এবং সেখানে ব্যাংকের কর্তৃপক্ষও থাকে। এখন এটাকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট কিভাবে মনিটরিং করছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহশায় জানাবেন কি ?

**শ্রী পবিত্র কর** (মন্ত্রী) ঃ- মনিটরিং হচ্ছে, যেহেতু নোডাল অফিসার থাকলেও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অফিসার সেই নোডাল অফিসারের আন্ডারে কাজ করছেন। আর টোটাল বিষয়টা জেলাতে কো-অর্ডিনেশন করছেন ডি. এম-রা। ডি. এম-রা ডিষ্টিকট্ লেভেল বিভিন্ন যে সেলফ্ এমপ্লয়মেন্ট স্কীম টোটালটাই ডি.এম-রা মনিটরিং করেন। ইভেন পি.এম. ও মার্জিন মানি কোন ব্যাংক কয়টা কোটা এবং কোন ডিষ্ট্রিকে কত ভাগ হবে সেটাও ডি. এম-রা ভাগ করেন। কিন্তু ইন্ড্রাষ্টি ডিপার্টমেন্ট পি. এম. ওরা এবং মার্জিন মানির কাজ আমরা করি। তাতে আপনি যেটা বলেছেন কিছু প্রবলেম তো আছেই এই বিষয়টা রিভিউ করার জন্য। রিভিউ করে সেইম ডিপার্টমেন্ট হলে বেটার হয়। সুতরাং সেইভাবে প্রস্তুতি হচ্ছে। এখন পর্য্যন্ত অসুবিধা হয় নি তবে সেইম ডিপার্টমেন্ট হলে সুবিধা হয়।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশন স্যার, টাক্স ফোর্স চেয়ারম্যান যেই থাকুক

আমার কাছে খবর রয়েছে আপনারা ১৭৯০টা কেইস কনসিডারেশনে নিয়েছেন, ৬০৯টার মত কেইস ট্রেনিং দিয়েছেন, স্পনসর করেছেন ফর ব্যাংক হেলপের জন্য ৯১টা সঙ্গে সেংশান করেছেন এবং ৫টা ডাইরেকটলি হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল পি.এম. আর. ওয়াই., এস. জি. এস. ওয়াই মার্জিন মানি স্কীম এইগুলি সেন্ট্রল স্কীম অলমোষ্ট সেইম থিং। তাহলে নূতন করে স্বাবলম্বন কর্মসূচী ওখানে তো সাবসিডি এস. জি. এস. ওযাই এবং পি. এম. আর. ওয়াই মার্জিন স্কীম এইগুলি অলমোষ্ট সেইম অথচ ঐগুলিতে কিন্তু সাবসিডি রয়েছে। এখানে রাজ্য সরকার স্বাবলম্বন কর্মসূচীতে সাব সিডি দিচ্ছে না। এখন লোকদের ট্রেনিং দরকার। কারন এইগুলিতে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু এই স্কীম রাজ্যে সাকসেস হচ্ছে না। যদিও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর. বি আই এবং নাবার্ডকে ১০০ পারসেন্ট যাতে ব্যাংকগুলি ঋণ মঞ্জুর করে এর জন্য তদারকীর ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে ঋণ মঞ্জুর করার জন্য তদারকীর ব্যবস্থা নেই। আমি তো দেখেছি সংখ্যা অনুযায়ী এখানে স্বাবলম্বন কর্মসূচীর উদ্যোগই ব্যর্থ হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কোন তথ্য আছে কি ?

**শ্রী পবিত্র কর** (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, স্বাবলম্বনের মূল কর্মসূচী হল ট্রেইনড পার্সনেল তৈরী করা। এই মূল থিমটা প্রথম তৈরী হয় এবং ব্যাংকে আমরা পাঠাব। ব্যাংকের যাতে আমাদের বেকার যুবক যুবতীদের ঋণ দিতে অসুবিধা হয় স্কীম করে দেব। তাদেরকে করার জন্য। এখনও আমরাও এক বৎসর পরে রিভিউ করতে দেখেছি যেভাবে ব্যাংক দেওয়ার কথা এটা দিচ্ছে না। অন্যান্য স্কীমগুলিতে যেহেতু সাবসিডি আছে ব্যাংক এগুলি বেশী দিচ্ছে। আমাদের একটা মিটিং হয়েছিল, সেই মিটিং-এ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। সেই মিটিং-এ আলোচনা হয়েছে, আমরা স্পেশিয়েলী চিন্তা-ভাবনা করিছ, এইটা ওয়ার্ক আউট করার জন্য আমাদের অফিসারদের বলা হয়েছে। মূলতঃ যারা ওভার এইজ হয়ে গেছে, যাদেরকে আমরা অন্য কোন স্কীমে নিতে পারছি না, সেই জায়গাতে আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের কোন সাবসিডি দিয়ে হলেও আমরা কিভাবে তাদেরকে স্বাবলম্বী করতে পারি, এই বিষয়টা পরীক্ষা নীরিক্ষা করছি। আমরা অফিসারদের বলেছি, অন্যান্য স্কীমের সংগে মিলিয়ে এটা করা যায় কিনা, এবং এটা আমাদের চিন্তা ভাববনার মধ্যে আছে যাতে স্বাবলম্বন করার ব্যাপারে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যাতে তারা নিজের পায়ে দাড়াঁতে পারে।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। পি. এম. জি. আর. ওয়াই যে স্কীম তাতে যে স্পনসর্ড যে কেইস তাতে দখো যাচ্ছে ন্যাশানালাইজ্‌ড যে ব্যাংকগুলি আছে, তারা স্পনসর্ড স্কীমের অ্যাগেইনস্টে একটা বিরাট অংশে তারা টাকা দিচ্ছে না। তাদের সংগে যখন রিভিউ করা জন্য বসি তখন তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যেসমস্ত নাম স্কীমের অ্যাগেইন্‌স্টে দেখা যাচ্ছে, সেই স্কীম সম্পর্কে তাদের নিজেদের কোন ধারনা নাই। দে আর নট স্কিম। হয়ত অনেকেই আছে, যারা অনেস্টলি এই টাকাটা নিয়ে কিছু করতে চায়, যেহেতু তারা স্কিল নয়, তার জন্য সে পারছে না। আর একটা কথা যেটা বলছেন সেটা হল, একটা কথা বলে টাকা নিচ্ছে, সেই টাকাটা অন্য খাতে খরচ করে ফেলছে। এতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, তাদের যে ঋনের টাকাটা ফেরৎ দেওয়ার কথা, সেই টাকা ফেরৎ পাচ্ছে না। টাকা আটকে যাচ্ছে তাদের। এতে নতুন করে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করছে। ইট ইজ এ রিয়েল প্রোব্লেম। এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাদেরকে আমরা বললাম, তাদেরকে আমরা ট্রেনিং -এ ব্যবস্থা করি। পাশাপাশি আমরা যেটা চাইছি, সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের স্কীম প্রজেক্ট সেটা ঠিকই আছে। আমরা স্টেট গভর্ণমেন্ট থেকে আমরা কি করতে পারি এতেও তাদের মতামত চাইলাম। তারা সেখানে বলল যদি প্রপারলি ট্রেইন্‌ড লোক, স্কীল্‌ড লোক সেখানে প্রজেক্ট সাবমিট করে আমরা সেখানে পরীক্ষা করে দেখে প্রজেক্ট ভায়োবল্ হয় তাদেরকে আমরা কেন সাহায্য করব না ? আমরা নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করব। এই জায়গায় আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং এটা জানা থাকা ভাল এইযে বিভিন্ন মডিউল প্রজেক্ট আমরা নিলাম। তাতে প্রথম যে কপিটা আমরা করি সেখানে ন্যাশানালাইজইড ব্যাংকের

প্রতিনিধিরা ছিলেন, অ্যাক্সপারটাইজ যারা আছে তাদেরকে ডাকলাম, তাদেরকে বললাম যে, তোমরা আমদের সাজেস্ট কর , কি পদ্ধতিতে গেলে পরে আমদের রাজ্যের বেকার যারা , চাকরীর ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না বা অনেকেই চাকরী চায় না , তারা এই ধরনের কাজকর্ম করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চান, তাদেরকে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি । সেইসময়ে একটা স্টেট লেবেলে একটা কমিটি বসে তিন মাস সময় নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা করার পর তাদের একটা রিপোর্ট আমাদের কাছে সাবমিট করে। এবং যে ডিসিশান দেওয়া হয় তাতে একটা মনিটরিং কমিটি থাকবে , সেই কমিটির চেয়ারম্যান হবে চীফ মিনিষ্টার । তার একটা অ্যাগজিকিউটিভ বডি থাকবে, সেই অ্যাগজিকিউটিভ বডির চেয়ারম্যান হচ্ছে চীফ সেক্রেটারী ,আর ডিসট্রিক্ট লেবেলে যেটা তার চেয়ারম্যান হচ্ছে ডিসট্রিক্টের সভাধিপতি । অ্যাগজিকিউটিভ যে কমিটি যারা ফাইন্যাল এই জিনিসগুলি করবে তার চেয়ারম্যান হচ্ছে ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট । স্টেট লেবেল কমিটি এবং ডিসট্রিক্ট লেবেলের কমিটিতে ব্যাংকের লোকেরা আছে । তাতে যেমন ন্যাশনালাইজ ব্যাংকের লোকেরা আছেন, তেমনি আমাদের স্টেটের কোঅপারেটিভ ব্যাংক আছে, গ্রামীন ব্যাংক আছে, ল্যান্ড ডেভালাপমেন্ট ব্যাংক আছে । আমরা বলেছি আরবান ডেভালাপমেন্ট ব্যাংককেও রাখার চেষ্টা কর। এটা তারা দেখবে । তারা প্রথমেই যে সিলেক্শান করে ওপেন অ্যাডভারটাইজমেন্ট করার পর, সিলেক্শান করার সময় তারা বিষয়টা দেখার চেষ্টা করে যে, লোকটা দরখাস্ত করল, আসলে সে এটা করতে পারবে কিনা ? ইন্টারভিউ যখন নেয় তখনই তারা ঠিক করে, সেখানে তাদের মোটিভ থাকে যিনি দরখাস্ত করলেন আসলে এই লোকটার করার আগ্রহ আছে কিনা । বুঝার মাপকাঠির কথা যদি বলেন এটাতো আমি বলতে পারছি না। ইন্টারভিউ দিয়ে তাদের বুঝার ভিওিতে তারা মোটামুটি একটা অ্যাসেস্‌মেন্ট করে তাঁরা দেওয়ার চেষ্টা করেন । তারপর ট্রেনিং শুরু হয় । ডিউরিং ট্রেনিং এইযে ডিসট্রিক্ট লেবেলের কমিটিগুলি আছে, স্টেইট লেবেলের কমিটি আছে বা অ্যাগজিকিউটিভ লেবেলের কমিটি আছে এবং তাতে যে অ্যাক্সপারটাইজ আছেন তারা ওখানে অবজারভ্ করেন । অবজারভ্ করার পরে ওখানে গিয়ে দেখেন যে না এই ১০ জনকে আমরা ট্রেনিং দেওয়াচ্ছি । এই ১০ জনের মধ্যে ৫ জন বা ৩ জন দেখা যাচ্ছে রিয়েলি দে আর সিরিয়াস । দে ওয়ান্ট টু ডু সামথিং । এই সমস্ত কেইসগুলি তারা রিকমেন্ড করেন এবং এগুলি ব্যাংকে যায় । প্রবলেম লাইস হিয়ার, তার পরেও নেশন্যালাইজ ব্যাংক যেগুলি আছে তারা এই জায়গায় প্রপারলি রেসপন্স করতে পারছে না । এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন আমরা ভাবতে শুরু করেছি আমাদের স্টেট কোপ্যারেটিভ্ ব্যাংক যেগুলি আছে, ল্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক আছে বা আরবান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক আছে এগুলির এক একটার এক এক রকম স্পেসিফিক্ পারপাস আছে, এদেরকে এর সঙ্গেঁ লিংক করে কি করে আমরা আমাদের রাজ্যের বেকার ছেলে মেয়েদের সাহায্য করতে পারি এবং গ্রামীন ব্যাংক মূলত আদেরই ব্যাংক , তাদের সঙ্গেঁ কথা হয়েছে , তারা সাহায্য করতে চান । কিন্তু নেশন্যালাইজ ব্যাংকে র যারা প্রতিনিধি তাদের সঙ্গেঁও আমরা কথা বলেছি যে, প্লীজ হেলপ্ আস । আলোচনা যখন করেন তখন তারা কী নীতিবাচক কোন ভূমিকা নেন না, তো দে আর্ ডিক্টেটেড বাই দা ডিসিশন অ্যান্ড পলিসি অব্ দা রিজার্ভ ব্যাংক অভ্ ইন্ডিয়া । তারা যেভাবে ডিক্টেড্ করবে এরা সেইভাবে গাইডেড হয়, এটা প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে আমাদের এবং আমাদের যে সিটি রেসিও নর্থইস্টার্ন রিজয়নে এটা দারুন হবে ফন্ট করে যাচ্ছে। আমাদেরতো অনেক নীচে চলে যাচ্ছিল , তো সেটাকে চেষ্টা করে করে আমরা ২৯,৩০,৩১-এর মধ্যে এনেছি । গ্রামীন ব্যাংক দারুনভাবে নীচে চলে গেছে, এর কারন হচ্ছে এক্সট্রিমিস্ট প্রবলেম, এটাও গত দুই বছরে খানিকটা তারা রেইস করছে । যে প্রশ্নটা এখানে এসেছে আমাদের মেইন লক্ষ্যটা হচ্ছে যার থেকেই তারা ঋণ নিক , যে প্রজেক্টের আগেই নিস্টে তারা ঋণ নিক আসলে সেটা যাতে সে করত পারে, তার জন্য তার মিনিমাম যে, এক্স্প্যাটিজ এটা তাকে ডেভেলাপ করতে সাহায্য করা এবং তার জন্য যতটুকু লাগে সেটাকেও মাথায় রেখে আমরা এখানে শিপার্ডের পাশে জায়গা নিয়ে নূতন করে সেখানে বাড়ী করেছি এবং সেখানে একটা ট্রেনিং দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি । মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে প্রশ্নটা এনেছেন যে,

নোডাল অফিসার যাকে করা হল তিনিতো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের ডিরেক্টর । আসলে ঘটনাটা তা না, উনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের ডিরেক্টর ঠিকই আছে, তার সেই দায়িত্বের বাহিরে আমরা তাকে এই দায়িত্বটা দিয়েছি । কারণ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় এই অফিসার বন্ধুটিকে আমরা দেখেছি এই কাজে একটা এক্সট্রা ইনিশিয়্যাটিভ নিয়ে হি হ্যাড বিন ট্রায়িং টু হেলপ্ । তো তিনি একজন আই এস অফিসার, ব্রাইট অফিসার, কাজেই সে পার্টিকুলার একটা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে থাকবে, আর একটা দায়িত্ব নিতে পারবে না ঘটনা তাত না। আমাদের যারা কমিশনার আছেন সচিব আছেন তারাতো দুই তিনটা ডিপার্টমেন্টের কাজ করেন । সেই জায়গায় তাকে আমরা নোডাল অফিসার হিসাবে আইডেন্‌টিফাই করেছি । ফলে উনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের ডিরেক্টর হিসাবে ওখানে দায়বদ্ধ। আর স্বাবলম্বনের নোডাল অফিসার হিসাবে তিনি দায়বদ্ধ হচ্ছেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের কাছে । আমাদের মাননীয় স্পীকার সাহেব যিনি উনার দপ্তরের হাতে আমরা এটা রেখেছিলাম, তিনি স্পীকার হয়ে গেছেন ফলে আমরা এখন এটা তুলে নিয়ে গেছি। এটা এখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের হাতে আছে । ফলে এটা ঘটনা যে এই অফিসারটির কথা ভেবেই আমরা এটা করেছি, সেই অফিসারটি চিরদিন এখানে নাও থাকতে পারেন, তিনি চলেও যেতে পারেন । এই প্রশ্নটাকে মাথায় রেখে তার জন্য ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ভিতর থেকে একজন কাউকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যিনি ব্যাপারটা দেখবেন । আমি যেটা বলছি যে, আমরা যেভাবে চাইছি শুরুটা সেভাবে হয়েছে, একটু সময় লাগবে এটাকে নির্দিষ্ট স্টেইজের মধ্যে পৌঁছতে বা পৌঁছাতে । আমরা যেটা ভাবছি সেটা হল, বয়স যাদের পার হয়ে গেছে যদিও সাবসিডি দেওয়ার আমাদের কোন সিদ্ধান্ত নাই, এটা এক্‌টিভ্‌লী আমরা চিন্তা করছি যে, কিভাবে তাদের আমরা সাহায্য করতে পারি, এখনও কোন কমপ্লিট ডিসিশনে আমরা পৌঁছাইনি ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** একটু একটা কথা বলি, টাইমতো প্রায় শেষ, দৃষ্টি আকর্ষণী তিনটার রিপ্লাই আছে, তারপর নূতন দুইটা আছে এবং এই দুইটার মধ্যে প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য সুধন দাস মহোদয় আর দ্বিতীয়ত এনেছেন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- তাহলে রিপ্লাই তিনটা লে করে দিন ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** ঠিক আছে, রিপ্লাই তিনটা লে করে দেব।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, আমি একটু বলছি, টি এস আই সির ক্যান্‌সাল্‌টেটিভ্ ডিভিশন অভ্ টি এস আই সির অর্থাৎ এটার উদ্যোগ আর একটা স্বদ্যোগী স্বনির্ভর সোসাইটি রয়েছে সেটার সঙ্গে এটার কোন লিংক -আপ রয়েছে কিনা এবং যদি না থাকে এটার কতটুকু স্বার্থকতা হয়েছে ?

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তো চট করে আমি বলতে পারছি না। তবে ওটার সঙ্গে এটার কোন লিংক নাই । কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, প্রশ্নটা যেহেতু উঠল আমার মনে হয় স্বাবলম্বনে যেহেতু একটা নোডাল এজেন্সী হিসাবে কাজ করছে তো স্টেটে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব তিনি যেহেতু শিল্প মন্ত্রী কাজেই টি এস আই সির মধ্যে যেহেতু সেটা আছে ইউ মে টেক কেয়ার অব্ যদি এর সঙ্গে কোন লিংক ওরা চায়, যদি পাঁচটা ছেলেকেও আমরা সাহায্য করতে পারি লেট মি সি ইট ।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার ঃ-** আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস মহোদয়ের নিকট থেকে । নোটিশটি পরীক্ষ -নীরিক্ষা করে উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি । নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ- " কল্যানপুর থেকে এক ইঞ্জিনীয়ার সহ অপহৃত চার - এ. ডি. সি-র সদস্যর দপ্তর থেকে এন. এল. এফ. টির, স্বঘোষিত এরিয়া কমান্ডার কুখ্যাত জঙ্গী গ্রেপ্তার, এই শিরোনামে গত ২০শে, ২০০৩ ইং তারিখে ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ

সম্পর্কে" ।

আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি । যদি তিনি এক্ষনি বিবৃতি দিতে না পারেন তবে কবে দিতে পারবেন তা যেন অনুগ্রহ্ করে জানান ।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের হাতে তো সময় বেশী নেই তাই আমি চেষ্টা করব আগামী ২৮.৫.০৩ ইং তারিখে এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** আমি আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে ।আমি নোটিশটি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে উহা উৎথাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি ।**নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো** ঃ- " উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সংশ্রব থাকব কারনে সম্প্রতি কেন্দ্রিয় সরকারের গৃহমন্ত্রক কর্তৃক ত্রিপুরার ৬৯ (উনসত্তর) টি .এন. জি. ও.কে. কালো তালিকা ভুক্ত করা সম্পর্কে " ।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেবার জন্য অনুরোধ করছি । যদি তিনি আজ দিতে না পারেন তবে কবে দিতে পারবেন সেটা জেন অনুগ্রহ্ করে জানান ।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-. মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু এই বিষয়টি কেন্দ্রিয় সরকারের গৃহমন্ত্রকের সঙ্গেঁ যুক্ত তাই চেষ্টা করব যদি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা যায় তবে আগামী ২৮.৫.০৩ ইং তারিখে এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** আজকে যে সকল দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর একটি বিবৃতি দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলি সভার টেবিলে লে করে দেবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনরোধ করিছ ।

এই সভা আজ বিকাল ২ (দুই) ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতবী রইলো ।

**AFTER RECESS AT 2.00 PM**

## LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE

Mr. Speaker :- Now the Business before the House, Laying of a copy of " The Report of the Committee on Collapse on one Span of RCC Bridge under construction over river Howrah on Khayerpur- Chaturda Debata Temple Road."

Now, I respect the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department to lay the copy of the above mentioned Report on the table of the House.

Mr. Badal Choudhury ( Minister) :- Mr.Speaker Sir, I beg to lay of a copy of the Report of the Committee on Collapse of one span of RCC Bridge under construction over river Howrah on Khayerpur- Chaturda Debata Temple Road. on the table of the House.

Mr. Speaker :- Hon'ble Members are requested kindly to collect the copy of the above mentioned Report from NOTICE OFFICE of Tripura Legislative Assembly.

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, গত অধিবেশনে এখানে একটা প্রশ্ন উঠেছিল যে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের সংখ্যা কত ? আমি তখন বলেছিলাম যে আগামী ২৬শে মে এটা প্লেইস্ করা হবে ।এখন আমি সেটাও পেশ করছি ।

Sir,

I beg to lay a statement showing the number of employees under the Govt. of Tripura on the table of the house.

**মিঃ স্পীকার ঃ-** ঠিক আছে ।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** আর একটা ও তো লে করার কথা ছিল ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** কোনটা ?

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** ঐ এন. বি. সি. সির. নিম্নমানের কাজ সম্পর্কে । উনি আশ্বস্ত করেছিলাম যে এই ব্যাপারে রিপোর্ট হাউসে প্লেইস্ করা হবে । এটা করলেন অথচ ওটা করলেন না । তারমানে বোঝা যাচ্ছে ওটার মধ্যে কিছু একটা আছে । বেড়িয়ে আসুক ।

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এই ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি আমি দেই নাই ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** না, মাননীয় সদস্য আপনি প্রসিডিংস্ দেখতে পারেন । এটা একটা সর্ট ডিস্কাসান ছিল ।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** স্যার, তদন্ত রিপোর্টতো জমা পড়েছে । এটাওতো একটা এনকোয়ারী রিপোর্ট যেটা উনি এখন লে করলেন । তাহলে লে করতে উনার অসুবিধাটা কোন জায়গায় ?

**মিঃ স্পীকার ঃ-** সেটা নিয়ে ঐদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । তারপর এই নিয়ে ওয়াক-আউট হল । কমিটমেন্ট নেই ।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** তাহলে কি উনি কাউকে আড়াল করছেন ? কেন ?

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা নিয়ে আর কোন আলোচনার দরকার আছে কি ?

## PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT

**Mr. Speaker :-** Now the Business before the House, " Presentation of of Report of the Subject Committee -I and the Subject Committee I-II .

Now, I resquest the Hon'ble Chief Whip Shri Samir Deb Sarkar, Chairman of the Subject Committee-I to present a copy of the first Report of the Committee on the table of the House.

**Shri Samir Deb Sarkar**, (Chairman of the Subject Committee-I)

Mr. Speaker Sir, I beg to present a copy of the first Report of the Subject Committee - I on the table of the House.

**Mr. Speaker :-** Now, I resquest the Hon'ble member Shri Amitabha Dutta, Chairman of the Subject Committee -II to present a copy of each of the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th Report of the Committee on the table of the House.

**Shri Amitabha Dutta**, (Chairman of the Subject Committee -II) :- Mr. Speaker Sir, I beg to present a copy of each of the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th Report of the Committee - II on the table of the House.

**Mr. Speaker :-** Now, I resquest the Secretary, Tripura Legislative Assembly to make necessary arrangement to distribute the copies of the above mentioned Reports amongst the Hon'ble Members in the House.

## GOVERNMENT BILL-Introduced

**Mr. Speaker :-** সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ- " The code of Criminal Procedure (Tripura Seventh Amenment ) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)."উৎথাপন ।আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে ।

**Shri Manik Sarkar (Chief Minister) :-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে , " The code of Criminal Procedure ( Tripura Seventh Amenment ) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)."

এই সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চাইছি ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে কর্তৃকউৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি ।

**মোশানটি হলো ঃ-** "The Code of Criminal procedure (Tripura Seventh Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)." এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

অতএব, এই সভা অনুমতি দিয়েছে কাজেই বিলটি উৎথাপন হলো ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় উৎথাপিত বিলটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ।

## ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী রতন লাল নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে " শর্ট ডিসকাশান অব্ মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স " এর উপর একটি নোটিশ পেয়েছি এবং জন জীবনের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সেটির উৎথাপনের অনুমোদন দিয়েছি ।

নোটিশটির বিযয়বস্তু হলো ঃ- রাজ্যে ও. বি. সি. সম্প্রদায়ের জনগণের স্বার্থে শিক্ষা, চাকুরী সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের তবফ থেকে শীঘ্রই সংরক্ষন ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রযোজনীয় প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া সম্পর্কে ।"

উক্ত নোটিশটির বিযয়বস্তুর উপর আগামী ২৭শে মে, মঙ্গলবার ২০০৩ইং তারিখে সভায় আলোচনা হবে ।

## SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো , 'শর্ট ডিসকাশান অন্ দি মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স' ।আজকের কার্য্যসূচীতে একটি শর্ট ডিসকাশান নোটিশ আছে ।নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় ।

নোটিশটি বিযয়বস্তু হলো ঃ- " Devolution / Transfer of power and adequate Fund to the T.T.A.A. D.C."

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আনোচনা আরম্ভ করতে। যদি আর কেউ আলোচনা করতে চান তাহলে নাম পাঠিয়ে দেবেন ।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ-** স্যার আমি আলোচনা করব।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, ধন্যবাদ, আমি জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ।স্যার, এই বিষয়টি নিয়ে এই সভায় অনেকবার আলোচনা হয়েছে কিন্তু যতক্ষন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী না হবে ততক্ষন পর্য্যন্ত আমরা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আমাদের বাব বার এই আলোচনার জন্য এই সভায় উৎথাপন করতে হচ্ছে ।এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যারা উপজাতিদের দরদী অন্যের থেকে বেশী বলে দাবী করে থাকে তাদের জমানায় বার বার একটি বিষয় উৎথাপন করা এটা নিশ্চয় শুভনীয় নয় ।আমাদের আশা বিশ্বাস ছিল যে এটা আন্তরিকতা সহকারে স্বশাসিত জেলা পরিষদকে পিছিয়ে পড়া ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠির উন্নতির স্বার্থে এটাকে দেখা

হবে । কিন্তু ২০০০ সালের ২৮শে মার্চ গেজেট নোটিফিকেশন করে সরকারের পক্ষ থেকে একসট্রা অর্ডিনারী ইস্যু আগরতলা, থার্সডে, মার্চ ২৮, সেখানে বলা হয়েছে গেজেট নোটিফিকেশন হলে সেটা আইনে পরিনত হয়ে কার্যকিরী হওয়ার পথে সাধারনতঃ তাই নিয়ম । কিন্তু আমরা দেখেছি রাজ্য সরকার সেখানে ৯টি দফতর স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অধিক ক্ষমতার বিষয়টা যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ। কিন্তু রাজ্য সরকার তার ক্ষমতার মাধ্যমে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকেকিছু ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরন করতে পারে সেই হিসাবে সরকার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ তথা ত্রিপুরা রাজ্যের ১০ লক্ষ উপজাতিদের সেই দাবী এবং তাদের আশা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকেএকটু ক্ষমতা রাজ্য সরকার বাড়িয়ে দেবেন । সেখানে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ ও নিয়েছিলেন এবং সেখানে ৯টি দফতর স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্তের কথা গেজেট নোটিফিকেশন করে ঘোষনা করেছিলেন । সেখানে কোন্ কোন্ দফতর রয়েছে তারও উল্লেখ ছিল যেমন এগ্রিকালচার ইনক্লুডিং হর্টিকালচার, ফিসারী, অ্যানিমল রিসোর্স ডেভলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন, পি. ডাব্লিউ. ডি. ইনক্লুডিং, আই. এফ. সি., পি. এইচ. ই. সহ, ৬ নাম্বার- পাওয়া ডিপার্টমেন্ট, ৭ নাম্বার - হেলথ এন্ড ফেমিলী ওয়েলফেয়ার, ৮ নাম্বার- আর ডি, ৯ নাম্বার- পঞ্চায়েত । স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের উপর রাজ্য সরকার বিমাতৃক সূলভ আচরণ করে চলেছে । স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে বিমাতৃক সূলভ ব্যবহার করা মানে হচ্ছে ত্রিপুরার উপজাতিদেরকে বিমাত্রিক সূলভ আচরণ করা । তাদের উপর অবিচার করা । স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের আইন অনেক দিন আগে রচনা করা হয়েছে । সংবিধানে নথিভুক্ত করা হয়েছে । কিন্তু দীর্ঘদিন তৎকালীন টি এউ জে এস এই রাজ্যের উপজাতিবে সার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন করার ফলে প্রয়াত তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের সংবিধান সংশোধন করে ত্রিপুরাকে সেখানে যুক্ত করে ১৯৮৪ ইং সালে রাজ্য জেলা পরিষদর চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখেছি যে স্বশাসিত জেলা পরিষদে যে ক্ষমতা রয়েছে, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদে কাজ করার যে সুযোগ রয়েছে রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জেলা পরিষদ , পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রামপঞ্চায়েত এই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । জেলা পরিষদ ,পঞ্চায়েত সমিতিতে ডাইরেক্ট ফান্ড ফ্লোডিং এর সুযোগ আছে । কেন্দ্রীয় সরকার সেই সুযোগ করে দিয়েছে । কিন্তু স্ব-শাসিত জেলা পরিষদে সেই সুযোগ নেই । কারন সেখানে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে আছে । রাজ্যের স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ অভ্যন্তরস্থ যে সকল পিছিয়ে পড়া জনসাধারণ আছে যদি তাদেরকে উন্নতি করতে হয় তাহলে সকলেই এই ব্যাপারে সহমত পোষন করা দরকার । আজকে যার কারণে সেখানে প্রশ্ন উঠেছে যে এ ডি সিকে আরও অধিক ক্ষমতা দেওয়া হউক । আমরা ও সেখানে দাবী করছি যে বর্তমান এ ডি সিকে অটনোমাস স্ট্যাট হিসাবে ঘোষণা করে সেখানে বসবাসকারী উপজাতিদের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা যাহাতে উন্নত করা যায় । অনেকে এই দাবীকে নানা রকম দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়েছে । সেখানে রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে । জেলা পরিষদে আমরা কি দেখছি— সেখানে অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যু, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, সেখানে রাস্তাঘাট হচ্ছে না সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা অচল হয়ে আছে । সেখানে কোন চিকিৎসার সুযোগ নেই । সমস্ত দিক থেকে জেলা পরিষদ এলাকা অচল অবস্থা । এখানে ট্রেজারী ব্যাঞ্চের সদস্যরা আলোচনা করে থাকেন যে উগ্রপন্থীর কারণে এ ডি সিতে কাজ করতে পারেন না । এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি শুধু উগ্রপন্থীকে দোষ দিয়ে পার হওয়ার প্রবণতা । স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে যদি উন্নত করতে চাই তাহলে সেখানে টাকা দিতে হবে। গতবারও দেখিছি জেলা পরিষদের বরাদ্ধ খুব বেশী বাড়ানো হয় নাই । আর এবার তো একটি পয়সাও বাড়ানো হয় নি । আগে যেখানে আছে সেই রকমেই রয়ে গেছে । তাহলে এ ডি সি এলাকাই ব্রিজ হয় না, এ ডি সি এলাকায় স্কুলের উন্নতি হয় না, রাস্তার উন্নতি হয় না, স্বাস্থ্যের পরিষেবার উন্নতি হয় না। তাহলে কি করে হবে ? রাজ্য সরকার যদি সেখানে তার আর্থিক অবস্থা অবরোধ করে তার নূন্যতম পরিচালনা ক্ষেত্রে সহায়তা না করে তাহলে আমরা কি করে আশা করতে পারি এ ডি সি এলাকা উন্নত হবে ।

স্যার, ২০০২ ইং ২০০৩ ইং সনে আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি - নিয়ম কি হচ্ছে - এডিসি এলাকা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের তিন ভাগের দুই ভাগ নিয়ে গঠিত এবং সেখানে তাদের আইন মোতাবেক যে সমস্ত রিসোর্স রয়েছে তা থেকে তার ট্যাক্স অব শেয়ার ডিস্ট্রিক কাউনসিলকে দেওয়ার কথা, সেখানে ট্যাক্স ইন এগ্রিকালচারে ইনকাম কত ? টোটাল যে আছে তার ফিফটি পারসেন্ট ডিস্ট্রিক কাউনসিলকে দেওয়ার কথা । তার পরে আদার ট্যাক্সেস্, ইনকাম এক্সপেনডিচার প্রভিশানের ট্যাক্সেস্ সেখানে ২৫ পার্সেন্ট ডিস্ট্রিক কাউন্সিল পাওয়ার কথা। তার পরে ল্যান্ড রেভিনিউ সেখানে ৪০ পার্সেন্ট ডিস্ট্রিক কাউনসিলকে দেওয়ার কথা, ফরেস্ট রিভিনিউ সেখানে ৭৫ পারসেন্ট ডিস্ট্রিক কাউনসিলকে দেওয়ার কথা। কিন্তু সেইগুলি কি রাজ্য সরকার ডিস্ট্রিক কাউন্সিল সেগুলি দিচ্ছে? কত টাকা রেভিনিউ হচ্ছে ডিস্ট্রিক কাউনসিল থেকে কত আসছে এবং ডিস্ট্রিক কাউন্সিলের কত পাওনা সেটা আজ পর্যন্ত ত্রিপুরার জনগণ জালন না। ক্ষমতায় সেখানে যেই আসুক, এখানে বিতর্ক হয়তো আসতে পারে বর্তমানে সেখানে আই এন পি টি প্রশাসনে আছে , বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখনও রঞ্জিত বাবু চিৎকার দিয়ে বলতেন, তখন রাজ্য সরকারেও বামফ্রন্ট এবং এ ডি সি তেও বামফ্রন্ট পরিচালিত ছিল। তখনও তো উনাকে চিৎকার দিয়ে বলতে হতো যে আমাদেরকে টাকা দেওয়া হয় না । যা প্রাপ্য আমাদেরকে দেওয়া হয় না । কে ক্ষমতায় আছে সেটা বড় কথা নয়, যে কোন দল সেখানে প্রশাসনে থাকতে পারে । কিন্তু তার নায্য যে পাওনা সেটা দেওয়া হচ্ছে কিনা ? সেটা নিয়ে হচ্ছে প্রশ্ন । সেখানে যেই ক্ষমতায় থাকুক না কেন তাকে যদি নূন্যাতম ক্ষমতা না দেওয়া হয়, তার প্রাপ্য যদি না দেওয়া হয় তা হলে আমবা কোন দিন দাবী করতে পারি না যে যারা এ ডি সি এলাকায় বসবাস করছে তাদের উন্নতি হবে । স্যার, এখানে বলতে হয় উওরপ্রদেশে দেখিছি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার পর্যন্ত পঞ্চায়েত চালায় । ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দিয়েছে । আর রাজ্যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল একটা সেখানে তার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরন করতে একফোটা চাইছে না । ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সেটাকে দিন দিন বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করে এমন প্রমান করতে চাইছে ভবিষ্যতে এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের আর দ রকার নেই । সেই জায়গায় তারা পৌঁছে দিতে চাইছে । স্যার, এখানে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে টাকার কথা ২০০২-২০০৩ইং সালে । এ ডি সিকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে এ ডি সি-র প্ল্যান ফান্ডে ২৯২৯-৯০ লক্ষ টাকা । সেয়ার অব টেক্সেসে ফান্ডে ৯১৭.৫০ লক্ষ টাকা। মোট ৩৮৪৭.৪২ লক্ষ । এর পরে এডুকেশান পারপাসে শিক্ষা ক্ষাতে ৩৩৪১.২০ লক্ষ , সোসাল এডুকেশানে ৩৯৫.৪৩ লক্ষ, মোট হচ্ছে ৩৭৭৬.৬৩ লক্ষ । সেখানে টোটাল যদি আমরা দেখি সেখানে কত টাকা কম দেওয়া হয়েছে ? সেখানে শুধু এডুকেশান সাইডে ৪৬০.৬৯ লক্ষ কম দেওয়া হয়েছে সেখানে ।

এই ভাবে আমরা প্রতি বছর দেখছি টোটাল যে বাজেটটা ধরা হয় যেটা বাজেট বইয়ে দেখানো হয় কিন্তু যখন ফ্লু অব ফান্ড করা হয় তখন সেখান থেকে ৬. কোটি ৭ কোটি বছরে সেখান থেকে কমিয়ে দেওয়া হয়। এখন ডিসট্রিক্ট কাউন্সিলে যে টোটাল ফান্ড সেখানে তার বেতন ভাতা, গাড়ী বাবদ সমস্ত খরচ করে ৭২ কারোর ৮৪ কোরোরসের মধ্যে ৭২ কোটি টাকা খরচ শুধু তার স্টাফ বাবদে চলে যায়। তাহলে আর থাকে কত ১২ কোটি টাকা। একটা ডিসট্রিকট কাউন্সিলে দুইভাগের তিন ভাগের দুই ভাগ ত্রিপুরার সেখানে সে ১২ কোটি টাকা দিয়ে রাস্তা করবে, পাকা ব্রীজ করবে সমস্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ইস্কুল গুলি ভাল করে চালাবে আসা করা যায়। তাই দোষ দিলেই তো হল না।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য একঘন্টা তো টোটাল সময়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু, এবং মাননীয় সদস্য বীরজিৎ সিনহা আলোচনা করবেন। একটু সংক্ষেপ করলে ভাল হবে।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ-** আমার এখানে অনেকগুলি ডকুমেন্ট আছে। ডিসট্রিকট কাউন্সিলের এলাকায় বে আইনি ভাবে একটা পঞ্চায়েতে সেই দিন পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে পারলেন না। যে ডিসট্রিকট কাউন্সিল এলাকার ভিতেরে আর একটা ভিলিজ কমিটি সেখানে গঠন করতে পারে কিনা? এখানে একটা প্রশ্ন এখানে জয়েন্ট

সেক্রেটারী ডি কে চৌধুরী গভর্ণমেন্ট নর্থ ত্রিপুরা ২৪.৭.২০০০ ইং সালে উনি একটা নোটিফিকেশন করেছিলেন। নোটিফিকেশান করে বলেছিলেন ডিসট্রিকট কাউন্সিল এলাকায় এই গাঁও সভাতে এই এই চেয়ারম্যান হবেন। এই মেম্বার হবে। স্যার, এটা কি করে হয়। ডিসট্রিকট কাউন্সলে পঞ্চায়েতের আইন স্পষ্টভাবে লেখা আছে। পঞ্চায়েতের আইন ডিসট্রিকট কাউন্সিলের এলাকায় বলবৎ হবে না। সেখানে ডিসট্রিকট কাউন্সিল ঠিক করবে। কিন্তু এখন যদি বলে যে আমাদের স্কীমগুলি ব্লকের মাধ্যমে যাচ্ছে আমর। তার জন্য একটা কমিটি গঠন করেছি। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের স্কীম অনেক ত্রিপুরায় আছে, তাহলে সেন্ট্রাল গভণমেন্টকে আর একটা কমিটি গঠন করে দিতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে। যে সেন্ট্রাল কমিটি বলে এই স্কীমগুলি পরিচালনা করার জন্য সেখানে সেন্ট্রাল গর্ভণমেন্টের একটি কমিটি থাকবে যেটা তৈরী করবে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট। তাহলে স্টেট গভর্ণমেন্ট ডিসট্রিকট কাউন্সিলের জন্য যেগুলির জন্য যেটা আইনের বর্হিভূত এই এটা পারে কিনা স্যার, চলছে কিন্তু। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনার তাকুমবাড়ীর যে রাস্তাটা যতনবাড়ীর একটু পরেই সেখান থেকে কেউচই পাড়া পর্যন্ত একটা রাস্তা ডিসট্রিকট কাউন্সিল কী একটা রাস্তার ওয়ার্ক অর্ডার করে আবার ব্লকের দিকে ঐ রাস্তা ওয়ার্ক অর্ডার করে। আর যখন ডিসট্রিকট কাউন্সিল করে ফেলল---- দেখল তখন স্টেট করল কি টাকাটা নিয়ে খেয়ে ফেলল। এই ভাবে হচ্ছে স্যার, একেই ওয়ার্কঅর্ডার একেই জায়গাতে কারণ ডিসট্রিকট কাউন্সিলের এবং ষ্টেটের কমিটি দুইটা মিলেনর কোন সুযোগ নেই। তাদের কে ডাকা হয় না যার কারনে এইভাবে দুর্নীতি হচ্ছে এবং বে আইনি ভাবে কাজ হচ্ছে। এখানে ৯ টা দপ্তরের একটা অবিলম্বে রাজ্যের চীফ সেক্রেটারী কেন্দ্রীয় মিঃ পিলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনি চিঠি দিয়েছেন ২০০১ ইং এ রাজ্যে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে যে ৯টি দপ্তর এটা রাজ্যের চীফ সেক্রেটারীকে লেখেছেন অবিলম্বে এই ৯টি দপ্তর তাদের হস্তান্তর করা হোক এবং কার্য্যকরী করা হোক। এতগুলি ইন্‌স্ট্রাক্শন থাকার পরেও রাজ্য সরকার কেন করছেন না তার জন্যই আমি এই সভায়উৎথাপন করব এবং আবেদন করব যে ডিস্‌ট্রিকট কাউন্সিলকে বঞ্চিত করে রাখার, উপজাতিদের বঞ্চিত করে রাখার, অবনতির মুখে ঠেলে দেওয়া, শত শত মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার একটা চক্রান্ত বামফ্রন্ট সরকার করছে এবং তা থেকে মুক্তির জন্যই আমি এখানে সর্বসম্মতি ক্রমে সকলের কাছে আবেদন রাখব যাহাতে এই ৯টি দপ্তর অবিলম্বে তাদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তৎসঙ্গে এবং অর্থ যেটার বাজেট এখনও পাশ হয় নি ডিস্‌ট্রিকট কাউসিলের অর্থটা অন্ততঃ পক্ষে ১০ পারসেন্ট বাড়িয়ে দেওয়া দরকার এবং যেটা রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রেও সেই রকমভাবে বাড়ায় কিন্তু ডিসট্রিক্ট কাউনসিলের ক্ষেত্রে একটি পায়সাও কেন বাড়ানো হল না সেটা পরিবর্তন করে বাড়ানো জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা মহোদয়।

**শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা** (কৈলাসহর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা মহাশয় যেটা উৎথান করেছেন এটা পূর্ণ সমর্থন করে আমি হাউসে আবেদন রাখব যে ত্রিপুরার উপজাতিদের সমস্যা একটাজ্বলন্ত সমস্যা। উপজাতিরা বিপন্ন, উপজাতি এলাকাতে প্রশাসনেব যে সুযোগ তা পৌঁছতে পারেনি। যেটুকু পৌঁছেছে সেটা সঠিকভাবে হচ্ছে না এটা সবাই স্বীকার করে, আন্ত্রিকে মৃত্যু হচ্ছে, স্বাস্থ্য পরিষেবা ঠিকভাবে পৌঁছছে না, পানীয় জল পৌঁছছে না। কিন্তু আজকে উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য সবাই বিশেষ করে বামপন্থী যারা আছে ত্রিপুরার উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য খুব করে বলেন, চিৎকার দেন, দরদে পড়েন। কিন্তু বাস্তবে যা দেখছি যে অটোনোমাস ডিসট্রিক্ট কাউনসিল গঠন হয়েছে এবং ত্রিপুরার যে অটোনোমাস ডিসট্রিকট কাউনসিল এটা রবীন্দ্র বাবু বলেছেন এটা সত্যি যে তিনভাগের দুই অংশকে নিয়ে অটোনোমাস ডিসট্রিক্ট কাউনসিল সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও সচ্চল হয় নি। অথচ যে বাজেট এ.ডি.সি.তে প্রনয়ন হয়েছে এটা অতি অল্প বাজেট। এখানে বেশী করে অর্থ বরাদ্দ করা দরকার যে দপ্তরগুলো অটোনোমাস ডিসট্রিক্ট কাউনসিল সংবিধান মোতাবেক পাওয়ার কথা সেই দপ্তরগুলো ওদের হাতে হস্তান্তর করা অত্যন্ত জরুরী। এটা আজকে অত্যন্ত

পরিতাপের বিষয়, বিশেষ করে বামপন্থীরা যারা ট্রেজারী বেঞ্চে আছেন তারা বিশেষ করে গণতন্ত্রের কথাবলেন। একবার আমরা ত্রিপুরাতে কংগ্রেস যুব সমিতি সরকার ছিল সেই সময় তারা খুব চিৎকার করেছিলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা বলে তখন কি হয়েছিল সেই সময় যখন আমরা সেই সময় পঞ্চায়েত নির্বাচন দিতে পারি নি। এটার একটা মাত্র কারন প্রাইমিনিষ্টার ছিলেন তখন রাজীব গান্ধী সেই সময় লোকসভাতে একটা আইন প্রনয়নের জন্য একটা প্রস্তাব উৎথাপন করেছিল (বিল) ত্রিস্তর পাঞ্চায়েত ব্যবস্থা। সেই সময় আমাদের রাজ্যে নির্বাচন দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও আমরা নির্বাচন দেই নি এই কারণে যে আইনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল ত্রিপুরায় সেইভাবে যদি নির্বাচন দেওয়া হত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যদি আইন পাশ হয়ে যেত তাহলে বছরে দুইবার নির্বাচন করতে হত। সেইজন্যই আমরা নির্বাচন দেই নি। অথচ এটা নিয়ে বামপন্থীরা খুব চিৎকার করেছে গণতন্ত্র হত্যা করেছি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় অটোনোমাস ডিসট্রিক্ট কাউনসিলের মধ্যে আইন মোতাবেক সেখানে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হওয়ার কথা এবং সেই ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার দিচ্ছে না এবং সেখানে ডেভেল্যাপমেন্ট কমিটি করে সদলীয়, লোকদেরকে বসিয়ে প্রথম প্রথম ডেভেল্যাপমেন্ট কমিটি করার আগে সেখানে ইঙ্গিত কমিটি ছিল, যেলোক দেখবেন না কিন্তু ইঙ্গিতে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী চলত। কিন্তু এখন একটা কমিটিহয়েছে ডেভেল্যামেন্ট কমিটি এবং এ.ডি.সি. থেকে করা হয়েছে ভিলেজ কমিটি। সে এরিয়াতে ডেভেল্যাপমেন্টের কাজ করবে এ.ডি.সি. পরিচালিত ভিলেজ কমিটির হাতে এক পয়সাও থাকে না। অথচ পঞ্চায়েতের জন্য যে ডেভেল্যাপমেন্ট কমিটি হয়েছে তাদের হাতে প্রচুর টাকা সেই টাকার সিকিভাগও খরচ হচ্ছে না। কিন্তু বিধানসভাতে আমাদের মাননীয় সদস্য সুধন দাস মহাশয় একটা প্রশ্ন করেছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে যে প্রতি পঞ্চায়েতে একজন করে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী থাকছে না। যদিও মিনিষ্টার মহোদয় বলেছেন প্রত্যেক পঞ্চায়েতে একজন করে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আছে। আজকে এখানে বলা হচ্ছে উগ্রপন্থীর কথা, উগ্রপন্থীর কথা বলে উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটা অজুহাত উগ্রপন্থী আছে আমরা যাব না। অথচ বৎসরের বরাদ্দ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এলাকাতে কিছু হচ্ছে না। প্রেকটিক্যালি রাস্তা হচ্ছে না কিন্তু কাগজে পত্রে রাস্তা হয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে সরকারের নীরব ভূমিকা অত্যান্ত উদ্বেগ জনক আমরা মনে করি। উগ্রপন্থীদের কথা ভুলে গিয়ে বামফ্রন্ট উগ্রপন্থী তুষনে ব্যবস্থা আছে। যদি আপনারা উপজাতিদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই এডিসির পাওয়না টাকা আপনারা মিটিরে দিতে হবে। এডিসি এরিয়াতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যাতে ঠিকভাবে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ব্যবস্থা আপনারা করতে হবে। এবং ৯ টি দপ্তর অতি সত্তর ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি উপজাতিদের উন্নয়ন চান। আমাদের কাছে তথ্য আছে সমস্ত টাকা ডেভেলাপমেন্ট করে এডিসির মধ্যে সেই টাকা নিয়ে আপনারা উগ্রপন্থীকে টাকা দিচ্ছেন। এটা আমাদের কাছে তথ্য আছে। বামফ্রন্টের উগ্রপন্থী তোষন নীতি বন্ধ না হলে এডিসির উন্নয়ন স্তব্ধ হবে। তার জন্য আমি মনে করব এডিসির যে ৯ টা দপ্তর অতি সত্তর হস্তান্তর করা দরকার। এবং এই বিধানসভায় যাতে ঘোষনা হয় সরকারের পক্ষ থেকে যে আমরা উপজাতিদের উন্নয়নের বাধা হয়ে ধারাব, যদি আপনারা বাধা না হয়ে ধারান তাহলে বিধানসভার চলতি অধিবেশনে আপনারা ঘোষনা করব যে আমরা ৯টা দপ্তর হস্তান্তর করব। ভিলেইজ কমিটি নির্বাচন হওয়া সম্পর্কে ঘোষনা করবেন। এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা** (ছাওমনু) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই প্রাক্তন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার অঘোর দেববর্মা উত্তর দিয়ে শুরু করছি, এটা ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০০২ইং সালে আমি একটি প্রশ্ন করেছিলাম, ইহা কি সত্য ২৮.০৩.২০০০ ইং তারিখে গেজেট নোটিফিকেশান করে ত্রিপুরার সরকার ৯টি দপ্তর এডিসির হাতে হস্তান্তরের প্রস্তাব করেছিলেন। উত্তরে বলেলেন সত্য নহে। সত্য হলে উক্ত প্রস্তাব কবে নাগাদ কার্য্যকরি হবে। প্রশ্ন আসে না। কার্যকরি না হলে তার কারন কি ? প্রশ্ন আসে না। এই হচ্ছে গেজেট নোটিফিকেশান। গর্ভনমেন্ট অব ত্রিপুরা আর ডি,

পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট, নাম্বার ১৪(১) ৫১ পি ই (টি আর) ৯৭১৮৫২২ - ৬২৯ ডেটেড আগরতলা ২৮ মার্চ, ২০০০ ইং এখানে ৯ টা দপ্তরের কথা বলা হয়েছে। একটা সরকারের এই রকম মিথ্যা কথা একজন মন্ত্রীর মুখে বলা ঠিক হয়নি। উনি যদি মন্ত্রী থাকতেন তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে প্রিভেইলেইজ আনতাম। এখন যে এস.টি দপ্তরের মিনিষ্টার উনি স্বীকার করেছেন। হ্যাঁ এই রকম আছে কিন্তু ইনফারষ্ট্রাকচারের অভাবে আমরা এখনই এটা করতে পারছি না। সেটা আলাদা কথা, একটা যুক্তি সংঙ্গতির মধ্যে থাকা কিন্তু একটা সরকারী ঘোষনা সিদ্ধান্তকে একেবারেই অস্বীকার করা কতবড় অন্যায়, হাউসকে মিস লিডিং, হাউস না শুধু সমস্ত ত্রিপুরার মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করা। আরেকটা আছে যে টি টি এ এ ডি সি রাজ্য সরকার সর্বমোট কতজন সরকারী কর্মচারী ডেপুটেশানে রয়েছে, এর মধ্যে সাধারণ প্রশাসন দপ্তরে আই এ এস অফিসার একজন, টি সি এস গ্রেড- ওয়ান তিনজন, টি সি এস গ্রেড টু পাঁচ জন, আই এফ এস অফিসার একজন, সহকারি সচিব পাঁচ জন, এডমিনিসষ্ট্রেটিভ ১৫ জন, প্রশ্ন উক্ত কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবৎ মাসিক কত টাকা ব্যয় হয়। বলছে দুইকোটি ৬৫ লক্ষ ৫ হাজার ৫৮২ টাকা। এই টাকা রাজ্য সরকার এ ডি সি হাতে হস্তান্তর করেন কিনা ? উত্তরে বলেন হ্যাঁ করেন। না করলে তার কারন কি ? প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এ. ডি. সি. এই টাকা পায় না। অন্য কর্মচারীদেরকে দেয় এরা ট্রান্সফার ফান্ডের। আই এ এস এবং আই পি এস, টি সি এস এগুলোর টাকা দেয় না। এই ভাবে মিথ্যা মিসলেইড করবে কেন ? তারপরে আরেকটা আছে ১৯৯৫-৯৬ ইং ২০০১-২০০২ ইং অর্থ বছরে এ ডি সি প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ কত ছিল এবং ঐ সময়ে সরকারের বার্ষিক বাজেটে অনুমোদিত অর্থের পরিমান কত টাকা ছিল ? এবং ঐ সময়ে এ ডি সিকে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল ? একটা হচ্ছে এস্টিমেটেড বাজেট আরেকটা হচ্ছে এপ্রোভ বাজেট বাই দ্যাস্টেট গর্ভনমেন্ট, আরেকটা হচ্ছে ফ্লো অব ফান্ড। কিন্তু বাজেটে যেটা এপ্রোভ হয়েছে ঐ টাকা তো দেওয়া উচিৎ আমি বাজেট আমি বলছি না, যেটা এপ্রোভ বাজেট ১৯৯৫-৯৬ ইং স্টেট বাজেট হয়েছে ৪১ কোটি ৫২লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ৪২ কোটি টাকা বেশী দেওয়া হয়েছে। ৯৬-৯৭ ইং সন ৪৫ কোটি এখানে ৪৭ কোটি দেওয়া হয়েছে, ৯৭-৯৮ ইং সনে ৪৯ কোটি দেওয়া হয়েছে ৫১ কোটি, ৯৯-২০০০ ইং সনে ৬৫ কোটি সেখানে দেওয়া হয়েছে ৭৫ কোটি দেওয়া হয়েছে। ২০০০-২০০২ ইং সনে দেওয়া হয়েছে ৭৩ কোটি টাকা । কিন্তু ২০০২ এখানে ৮০ কোটি সেখানে দেওয়া হয়েছে ৮৫ কোটি টাকা। ২০০২-২০০৩ (বছর ভিত্তিক) বাকী টাকা রয়েছে ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু এডিসির বাজেটে বলা আছে এরিয়াস ডিউজ রিসিভ ফর এডুকেশন ডির্পাটমেন্ট ৪৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ডির্পামেন্টের ৪ কোটি টাকা পাওয়া রয়েছে। এই বকেয়া টাকাগুলি মোট ৪৯ কোটি টাকা। প্রাক্তন সি.ই.এম. রনজিৎ দেববর্মা এডিসি ক্ষমতা থাকাকালীন সময়ে থেকেই পাওনা ছিল। তিনি বার বার এই প্রশ্নটি এডিসিতে তুলেছিলেন। এটা হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশন। ডি.জি. এইচ (দাঁর্জিলিং গোঁর্খা হিল অকাউন্সিল) এটা ৫ম তপশীল নয় ৬ষ্ঠ তপশীল নয়। এটা ওয়েষ্টবেঙ্গল লেভেলে এন্ড এ্যাক্ট নাম্বার ১৩ অব ১৯৯৮ অনুসারে ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্ট নিজস্ব ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন করেছে। এটা ইনফ্রাক্টচার ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসিকে ফলো করে তৈরী করা হয়েছে। ত্রিপুরার প্রথম এডিসি ৮২ সালে গঠন হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব থাকাকালীন ওই ৮২ সালের বামসরকার মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন আইনি পরামর্শ নিয়ে আমাদের দিক থেকে ৪১টি এমেন্ডমেন্ট দিয়েছিলাম। তার মধ্যে বাম সরকার থেকে ১০-১২টি এমেন্ডমেন্ট গ্রহণ করেছিলেন। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল তৈরী করা হয়েছিল সেটাও নৃপেনবাবুর গঠিত ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলকে অনুসরণ করেই তৈরী করা হয়েছে। এখন যে গোঁখা হিল কাউন্সিল পশ্চিম বাংলায় গঠিত রয়েছে এটা রাজ্যের এডিসি অনুসরণে তৈরী হয়েছে। এটা সপ্তম তপশীল প্যারার অনুসারে (সংবিধানে) করা হয়েছে। গোর্খা হিল কাউন্সিল মোট দৈর্ঘ্য ২৪৭৪ মাইল। মোট জনসংখ্যা ৬৯৩ হাজার । মোট দপ্তর রয়েছে ২৬টি এবং আরও ৪টি দাবীর মধ্যে রয়েছে। প্রাইমারি স্কুল ৭৭৫ জুনিয়ার বেসিক স্কুল ৪৬, হাইস্কুল ৫৬, এবং হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল ৩৫। এটা সবটা ট্রান্সফার কাউন্সিল। ডিষ্ট্রিক্ট হাসপাতাল ১টি। সাব ডিভিশনাল হাসপাতাল ২টি, রোনাল হাসপাতাল

১টি, ব্লক হাসপাতাল আমাদের এডিসি'তে নেই। কিন্তু গোর্খা হিল কাউন্সিলের ব্লক হাসপাতালটি চালু হয়েছে। প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ১৭টি, প্রাইমারি সাব হেলথ সেন্টার ১৪০টি। এগুলি সবাই ট্রান্সফার হয়ে গেছে। ২০০২-০৩ ইং স্ট্যান্ট প্ল্যানে ৭০১ লক্ষ হিল এফেয়ার্রসি, ৪৫২ লক্ষ (সি.এস.এস) সেন্ট্রাল স্পর্নড স্কিম ৭৯১ লক্ষ ,স্পেসিয়াল সেন্ট্রাল এসিসটেন্ট ২ কোটি ৩০ লক্ষ ট্রান্সফার ফান্ড ২ কোটি । মোট গ্রান্ড টোট্যাল ২৪১৩ লক্ষ টাকা । এটা ছোট ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ২৪১ কোটি টাকা বারাদ্ধ থাকে । ত্রিপুরার এ ডি সি এরিয়া আয়তন দুই গুণ বড় । এখানে গতবছর বরাদ্ধকৃত টাকা ছিল ৮০ কোটি টাকা । ইট নট সাফিসিয়েন্ট । সে'ানে পি. এম.আর .ওয়াই মত স্কীমগুলি সবটাই গোর্খা হিল কাউন্সিল ইমপ্লিমেন্ট করে । এটা তো একটা নন্ সিডিউল কাউন্সিল । আর সিডিউল কাউন্সিল এটা অবস্থিত কাঁবিয়াং লং এ । কনসটিটিউশনের আরটিকেল নাম্বার ২৪৪(২) অনুসারে কাঁবিয়ালং ও এন. সি. হিল গঠিত । ১৯৯৫ ইং সালে পার্লামেন্ট আর একটা এমেন্ডমেন্ট এনে ৩১টা দপ্তর সেখানে ট্রান্সফার করেছে। সেখানে ১৩টি কলেজ উচ্চ শিক্ষার জন্য রয়েছে । প্রাইমারি স্কুল , হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল রয়েছে কিন্তু গোর্খাল্যান্ড থেকে কম । এস.সি. ও এস. টি সমস্ত স্কীমগুলি ওখানকার ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সরাসরি ইমপ্লিমেন্ট করে । নট অনলি দ্যাট সেখানে এডিশনাল চীফ ইঞ্জিনীয়ার অব্ পাবলিক ওয়াকার্স ডিপার্টমেন্ট এবং সি. এস. সির মত স্কীম সবগুলিই ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে বাই দি ডিস্ট্রিক কাউন্সিল । এই কারবিয়ালং এর এলাকা কত ? আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে একটু বড় ১০ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার এবং পপুলেশন সাড়ে আট (৮) লক্ষ । ত্রিপুরা থেকে অনেক কম এবং তার বাজেট কত ? সাড়ে তিন শত কোটি টাকা এরপর ও কিন্তু সেখানে উগ্রপন্থী আছে । আমরা যখন সেখানে গেছি তখন আমাদের বলা হল যে, ডাকবাংলো থেকে বের হবেন না । আমাদের বন্দী করে রেখেছে এস্কর্ট দিয়ে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন ।

**শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা ঃ-** আমি শেষ করছি স্যার । ত্রিপুরাতে যদি এইভাবে চলে তাহলে কেন হবে নায় ? কাজেই এটা একটা ক বন । প্রত্যেক সম্প্রদায়ই চায় তার একটা আপলিফট্মেন্ট ডেভেলাপমেন্ট এবং ইউদাউট মানি ইউ নট্ ইনসিটস্ ফর ডেভেলামেন্ট । কাজেই এটা তো আছেই যেটা রাজ্য সরকার অনেক কিছু করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের যেটা দাবী ছিল য এমন কিছু করা যেমন গুর্খা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে যদি ২২ কোটি টাকা স্পেশাল এসিস্টেন্ট দিতে পারে তাহলে কেন ত্রিপুরাতে দিতে পারবেন না । হোয়াট ইজ দি রং ইউথ ত্রিপুরা । আমাদের ১০০ কোটি টাকা স্পেশাল এসিস্টেন্ট দিলে কি ক্ষতি হবে ? অনেক বেকারদের চাকুরী হবে । এ. ডি. সির কোন কাজ নেই শুধু বেতন দেওয়া ছাড়া । এখন বাম বন্ধুরা বলছেন এ. ডি. সি. কোন কাজ করে না , দুর্নীতি করছে তা দুর্নীতি তো সর্বস্তরে আছে । পিকিং -এ ১৯৯৮ইং সালে পৃথিবী ব্যাপী একটা সম্মেলন হয়েছিল এর মধ্যে ভারতবর্ষ নাম্বার ওয়ানে আছে দুর্নীতিতে । কাজেই ত্রিপুরা যে দুর্নীতির বাইরে হবে এটা ভাবাই যায়না । দুর্নীতি সর্বস্তরেই আছে । ভারতীয়দের ট্রেডিশন কালচার হিসাবে রাজ্য সরকারের মধ্যে এটা প্রভাবিত ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শেষ করুন ।

**শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা ঃ-** শেষ করছি স্যার, কাজেই মূল কথা হচ্ছে গর্ভনমেন্ট যেটা এ্যাসিউর করেছেন, অন্যটা না হোক এইগুলি কেন হবে না ? ২,৪,৩ এম কনষ্টিটি শনের ক্লজ অনুসারে এ.ডি. সিতে পঞ্চায়েত আইনের কোন ধারা কার্য্যকরী হবে না । ইমপজিশন অব পঞ্চায়েত এ্যাক্ট্ ইন এ. ডি. সি.কে নিজের দ্বারা কাজ করতে দেওয়া হবে না । ৯টা ডিপার্টমেন্ট কেন আরও ডিপার্টমেন্ট দিলেও এ. ডি. সি. কাজ করতে পারেন । বামফ্রন্ট সরকারের সব সময়ই একটা চিন্তা হয় যে এ. ডি. সির হাতে ক্ষমতা দিয়ে তারা চালাতে পারবেন কিনা । দিয়ে দেখুন চালাতে পারে কিনা ? বামফ্রন্ট সরকার যদি না থাকে তাহলে রাজ্যে তো একটা না একটা সরকার থাকবেই কাজেই আন্ডার.এষ্টিমেট করবেন না ।

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরি** (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, যে ইস্যুটা নিয়ে এখানে শর্ট ডিউরেশান ডিসকাশানের জন্য এসেছে। এখানে ৯টি দপ্তর যেটা ২৮শে মার্চ ২০০০ ইং একটা নোটিফিকেশন হয়েছিল, সেটাকে ডিপার্টমেন্ট গুলি আবার সেই অনুযায়ী পাওয়ার ডেলিকেট করার ব্যাপারে ইস্যু হবে। এ ডি সি'কে আরও বেশি এমপাওয়ার করার প্রশ্ন সেখানে এসেছে। ইস্যুটা নিঃসন্দেহে বিতর্কিত ইস্যু না। এ ডি সি'র কাছে মোর পাওয়ার, আমাদের রাজ্যের পশচাদপদ মানুষের উন্নয়ন তার সাথে সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন যুক্ত। এ সম্পর্কে কোন রকম বিরোধ বা দ্বিমত সেখানে নেই। আমি সেই জায়গায় পরবর্তী প্রশ্নে আসার আগে যে নোটিফিকেশন ইস্যু, হয়েছিল এই সম্পর্কে পরিষ্কার করতে চাইছি। যে এটা ঠিক যে একটা নোটিফিকেশান হয়েছিল পঞ্চায়েত ডিপাটমেন্ট থেকে, এটা অ্যালংগউইথ থ্রি টায়ার পঞ্চায়েত। শুধুমাত্র এ ডি সি'কে দেওয়া না। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সেভেনটি থার্ড অ্যামেডমেন্ট অনুযায়ী। ঠিক সেই রকমভাবে পাওয়ার ডেলিকেট করার জন্য। সাবসকোয়েন্টলি পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেছে, এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার প্রশ্নে আমরা সেখানে ডিপার্টমেন্টালি অ্যাকজামিন করতে গিয়ে এটা দেখেছি যে আমাদের ডিপার্টমেন্টগুলির যে স্ট্রাকচার ঠিক এক্ষুনি যদি থ্রি টায়ার পঞ্চায়েতের কাছে যদি সঁপে দিতে চাই, ঠিক সেই রকমভবে, কাজগুলি আন্ডারটেইক করার ব্যাপারে তেমন পরিকাঠামো গড়ে উঠে নি। তা এই নয় যে, এটা হবে না। এই নিয়ে আর, ডি মিনিষ্ট্রি তারাও জাতীয় পর্যায়ে অনেক সম্মেলন করেছেন এবং কতগুলি স্টেটকে এটাও বলে দিয়েছে যারা পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে পারেনি, পঞ্চায়েত নির্বাচন করে ২৯টি সাবজেক্ট হ্যান্ড ওভার করার জন্য। আমরা চেয়েছিলাম, শুধু ত্রিস্তর পঞ্চায়েত কেন, আমাদের এ ডি সিও আছে, তাদের কাছেও আমরা সমানভাবে করব। যদিও সেই রকম প্রভিশান আমাদের সংবিধানে নাই। ডিউ টু লেক অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা এখনও এটা করতে পারছি না। এই ব্যাপারটা সরকার আন্তরিকভাবে দেখছে কিভাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা করতে পারা যায়। কাজেই শুধুমাত্র এ ডি সি'র জন্যই আমরা করছি এই রকম অভিযোগ উৎথাপন হওয়া এটা অমূলক। এ ডি সি'র উন্নয়ন খাতে, ট্রাইবেল এলাকার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের বাজেটে যে কর্মসূচি সেখানে কম দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক না। এটা যদি ঠিক হত তাহলে আমাদের রাজ্যে সোসিয়েল কালচারেল ইকনমি প্রোগ্রাম, এটা শুধুমাত্র যে স্কুল পাকাবাড়ি করা নয়, কিছু নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা নয়, এটা ওভারঅল ডেভালাপমেন্ট করার জন্য বিগত তিন বৎসরে যে কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, তার বহুলাংশে আমরা সফলতা অর্জন করতে পেরেছি। তার দরুণ ইনঅ্যাক্সেসিব্ল এরিয়াতে বা আন্ডার প্রিভিলেজড, আনঅ্যাড্রেসড যে সমস্ত পিওপিল বা যেখানে তার হ্যাবিটেশান আছে সেখানে অনেকগুলি ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে উঠেছে এবং যেখানে ডিসটারবেন্স নই, সেই জায়গায় তার সুফলও আমরা করতে পেরেছি। কাজেই এ ডি সি এলাকার প্রতি রাজ্য সরকারের নজর বা তার দৃষ্টি ভঙ্গী ঠিক সেই রকম নেই এটা মোটেই ঠিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ যে প্রশ্নটা উঠেছে বাজেট নিয়ে, বাজেট আমাদের রাজ্যে যেমন যেমন ভাবে আমাদের প্ল্যান সাইজ ইত্যাদি আমরা করে থাকি ঠিক সেই রকমভাবে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে ডিসট্রিবিউশন সেখানে হয় এবং আমি বলতে পারি গত বছরও যেমন প্রথম একটা বাজেট চাওয়া হয়, তারপর শেয়ার অব ট্যাক্সেস এটা রবীন্দ্রবাবু তখন উথাপন করেছিলেন যে, কি পারসেন্টে যাবে এই শেয়ার অব ট্যাক্সেস। শেয়ার অব ট্যাক্সেস-এর ক্ষেত্রে বাজেট ঠিক আছে, এটা বাড়তেও পারে আবার কমতেও পারে, আবার ঠিক থাকতেও পারে। কিন্তু শেয়ার অব ট্যাক্সেসর ক্ষেত্রেতে গভর্নমেন্টের কখনও একটা নয়া পয়সা ব্যায়ান পারসেন্টও সেখানে কম দেওয়ার কোন প্রভিশন বা সুযোগ সেখানে নেই। যেমন, এবার ২০০৩-০৪ ইং অর্থ বছরের যে বাজেট পেশ করা হল সেখানে একটা স্যার্টেন অ্যামাউন্ট ধরা হয় শেয়ার অব ট্যাক্সেস হিসাবে হয়তো বা দেখা যাবে ২০০৪ ইং বৎসরের মার্চ মাসের ৩১ তারিখে গিয়ে যে শেয়ার অব ট্যাকসেস অনেক বেশি উঠেছে, বাজেটে যেটা ধরা হয়েছিল বেং বাজেটে যেটা দেখানো হয়েছে তাতে এটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন এখানে একটা প্রভিশন

আছে, সেই রকমভাবে পরবর্তী সময়তে এক্সেস্ যেটা কালেক্শন্ হয় তার পারসেনটেইজ অনুযায়ী যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেরকমভাবে এ ডি সি'কে সেখানে দেওয়া হয়। কাজেই শেয়ার অব্ট্যাক্সে্স এটা ফরেস্ট থেকে হোক বা আদার রেভি নিউ কালেক্শন্ থেকেই হোক এডিসিকে কম দেওয়ার কোন প্রশ্ন সেখানে আসে না এবং এটা কখনওই সে রকম হয় না। বাজেটের ক্ষেত্রেতে ঠিক সে রকম ভাবেত স্যাবস্ট্যান্শিয়াল হয়তো বা হাই রাইস্ সেরকম হয় না এবং এ বছরও হয়নি, এই সম্পর্কে এটা ঠিক আছে। তারপর যেটা বলা হয়েছে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে, পঞ্চায়েত আইন সেখানে চলতে পারে না, পঞ্চায়েত সেখানে কাজ করতে পারে না বা পঞ্চায়েত সেক্রেটারিরা সেখানে কাজ করা উচিৎ না। তা পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট বা গাঁও পঞ্চায়েত নির্বাচন কর তো সেখানে আমরা কাজ করছি না এ ডি সি, তাকে যে বরাদ্দটা দেওয়া হয়েছে সেই বরাদ্দ অনুযায়ী সুচারুভাবে সুন্দরভাবে পঞ্চায়েতের সেই এলাকাতে কাজ করতে তো কোন অসুবিধা নাই এবং নিশ্চয়ই এমন কোন রকম বাধা বা নিষেধ সেখানে নাই। কারণ এডিসি তো এই রাজ্যেরই অধীন একটা এলাকা। সেই জায়গাতে এডিসির আটোনোমাসীকে খারিজ করে যে আমরা সেখানে তাকে অ্যানক্লোজ করে সেখানে কোন কাজ করছি এমনটাতো না। সেখানে এডিসির যে বরাদ্দ বা বাজেট এবং তার যে কর্মসূচি নিয়ে সেখানে কাজ তারা করছে তার সঙ্গে ইনএডিশন্ হিসাবে রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই সেই জায়গাত রোড, ড্রিংকিং ওয়াটার, আদার ফ্যাসিলিটিস, এডুকেশন এগুলি সেখনে নিতে পারে এবং গভর্নমেন্ট ঠিক সেই রকমভাবে পজেটিভ মেনার নিয়ে কাজ করছে। আমরা সেখানে নতুন ব্লক করেছি, ১৯৯৩ ইং সাল পর্যন্ত সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের ব্লকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯টি, আমরা এখানে আরও ২১টি নতুন ব্লক বাড়িয়ে সেটাকে করেছি ৪০টি। এবং দেখা যাবে এই নতুন ২১টি ব্লকের মধ্যে বেশির ভাগ ব্লক হচ্ছে এডিসি এরিয়ার মধ্যে, তো কেন ? কারণ এই সব জায়গায় বেসিক এমিনিটিদের পৌঁছাতে হবে। কাজেই সেই জায়গাতে এডিসির সঙ্গে উন্নয়নের ক্লেশ হওয়ার তো কোন কারণ নেই। বরংচ সেখানে যদি আরও বেশি কোঅপারেশনের মাধ্যমে কাজ করা যায় তাহলে এডিসির উন্নয়ন আরও বেশি দ্রুগগতিতে এবং ব্যাপকভাবে সেখানে পৌঁছানো যাবে। এখন এই জায়গায় এডিসির কর্মোদ্বয় সম্পর্কে আমরা সব সময় আগ্রহী হয়ে আছি, আমাদের কোন রকমের দ্বিমত সেখানে নেই। এবং রাজ্য সরকার থেকেও আমরা দাবি করছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং গত বছরগুলিতে স্বম্ভবত গত বছরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যে সমস্ত রাজ্যগুলিতে এডিসি আছে সেই সমস্ত রাজ্যগুলির কাছে তারা মন্তব্য চেয়ে পাঠিয়েছেন যে, এডিসির আইন সংশোধন করতে হলে কি রকম আইন হওয়া দরকার। সেই জায়গায় যেটা মাননীয় সদস্য শ্যামাবুব বলেছন এন সি গিলের কথা, তো তারা এটাকেও রেফার করেছেন। আমরা আমাদের রাজ্য সরকার এগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে এবং আমাদের রিপ্লাইও আমরা মিনিস্ট্রি অব হোম অ্যাফেয়ারস থেকে দিয়েছি। এটা সম্পর্কে এখনও কোন ফয়সলা হয় নি।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ-** এক্সকিউজ মি স্যার, আমি গত ২৫টি তারিখ হোম মিনিস্ট্রির সঙ্গে দেখা করেছি, তখন সেখানে তারা আমাকে বলল যে, স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে এজ সাচ কোন রিকমেনডেশন বা প্রপোজেল আমরা পাইনি। এখন কোনটা ঠিক আমি জানি না, আমি ওনার ইনফরমেশনের জন্য বলছি।

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরি** (মন্ত্রী) ঃ- হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। তারা যখন কার্বিয়ালং এর যে অ্যামেন্ডমেন্টটা হয়েছে সেরকমভাবে তারা তার নমুনা পাঠিয়েছেন, এটা করতে হবে বলেন নি। তো আমরা তার ভিত্তিতে আমাদের এখানে আলাপ আলোচনা করছি।

এখানে কার্বিআর্লং বা ডি জি, এস টি, সম্পর্কে যেটা উল্লেখ করা হয়ছে তাদের কতগুলি এডভান্টেজ আছে আর আমাদের কতগুলি ডিজ এডভান্টেজ আছে। দার্জিলিংএ আমিও গিয়েছি এবং দেখেছি সত্যি তারা ৬ষ্ঠ তপশিলেও না-৭ম তপশিলে গঠিত হয়েও যে পাওয়ার এনজয় করছে সেটা একটা মডেল বা উদাহরণ হতে পারে। এমন ডি জি, এ, টি-র যে রকম

কনন্টিনিউয়াস-আমাদের এ ডি সি সেরকম ভাবে নয়। তো এতবেশ জাগলারি যে সেখানকার মত আমাদের এখানে এটা চালু করা সম্ভব নয়। এই কারণে যে অ্যামেন্ডমেন্ট সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য চাওয়া হয়েছে আমরা এক একটা ইন্টেরিম মন্তব্য দিয়েছি। আমরা বলেছি যে আমাদের এটা সম্পর্কে তাদরে রিয়েকশন জানার পর ইফ নেসাসারি এবং সেনাসারী তো হবেই সেই জায়গা এম ই সি-কে আবার আমরা জানাব এবং ইফ নেসাসারি এম ই সি-র সাথে টেস্ট গভার্নমেন্ট বসবেন। কাজেই এই জায়গায় যে এমপাওয়ারমেন্ট সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোন দ্বিমত নেই। আমরাও চাই এমপাওয়ারমেন্ট হোক এবং এ ডি সি-তার কাছে যে পাওয়ার আছে বর্তমানে থ্রি টায়ার পঞ্চায়েত সমিতিগুলি যে পাওয়াটা এনজয় করে-যেমন তাদের সভাধিপতি বা তার নিচের স্তরে যে পাওয়ার এনজয় করে-সেখানে এ ডি সি-তে কোন কোন ক্ষেত্রে সে পাওয়ারটাও তারা এনজয় করে না। কাজেই ইট রিকুয়ারস্ আমেন্ডমেন্ট। আমরাও চাই সংবিধান সংশোধন করে এই যে সমস্ত বিষয়গুলি ক্লিক করা হয়েনি-যে পাওয়ারগুলি কিভাবে ভেস্টেড হবে বা তারা এনজয় করবে। এম ই সি-র তরফ থেকে কিন্তু সে রকমভাবে কোন রকম পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি।

এখানে যে প্রশ্নটা এসেছে এটা আমাদের দোষারূপ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা বলছি না। আমাদের রাজ্যে উগ্রপন্থার কারণে উপজাতি এলাকায় উন্নয়ন সেখানে ব্যাহত হচ্ছে। এই ব্যাপারে কোন রকম ইমোশন বা অন্য কোন রকমভাবে চিন্তা থেকে না বলে এটা আজকে দেখা দরকার। যেমন, আমাদের রাজ্য সরকারের কতগুলি স্কীম কেন এ ডি সি-র কাছে গেল না। এই সম্পর্কে ডিবেট হতে পারে এবং হচ্ছেও। এবং এই যে ৯টা ডিপার্টমেন্ট ছাড়া কেন আরও অনেক ডিপার্টমেন্ট তো দেওয়া দরকার-কেন দেওয়া হয় নি ? এই জন্য নিশ্চয়ই আলোচনা হবে। এগুলি দেওয়া যাবে না-সে কথা আমরা বলছি না। কিন্তু এটাতো অস্বীকার করার কোন সুযোগ নাই। আজকে এ ডি সি এলাকাতে প্রাইমারি স্কুলগুলিতো এ ডি সি-র হাতে তোলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন একটা বড় ধরনের প্রজেক্ট দেওয়া হচ্ছে না। কারণ বড় ধরনের প্রজেক্ট করতে গেলে সেটা এ ডি সি'র পক্ষে করা সম্ভব না। তার জন্য সেরকম কোন এলটমেন্ট নেই। এটা যুক্তি হতে পারে। কিন্তু একটা প্রাইমারি স্কুল চালানোর জন্য তার যে বেতন ভাতা, ডি এ-র টাকা সেটা ট্রেন্সফার ফান্ডের মাধ্যমে হাড্রেড পার্সেন্ট সেখানে ফ্রো হয়। তার পরেও রাজ্য সরকার এই স্কুলগৃহ তৈরি করার জন্য এবং ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্পের মাধ্যম ৫০০ অধিক স্কুলে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা গৃহহীনতায় না ভোগে। তারপর ব্লক এডভাইসারী কমিটি থেকে নানা রকম কাজ করা হচ্ছে এ ডি সি এলাকায় বালোয়ারী স্কুল সেগুলি চালানোর জন্য সেখানে সহযোগিতা করা হয়।

কিন্তু আমরা কি বলতে পারি এটা চলছে ? আমরা কি বলতে পারি আজকে শিক্ষা ব্যবস্থা যা উন্নয়নের অন্যতম শর্ত-এগুলি হচ্ছে ? হচ্ছে না। এটা আমাদের সকলকে ভাবা দরকার। কার সঙ্গে কার লিংক আছে আমি সে কথা বলছি না। সেই জায়গায় আমরা কি একটি বারের জন্যও এ ডি সি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শুনেছি যে স্কুল চালানোর জন্য এ ডি সি এলাকায় শিক্ষা-সংস্কৃতি তার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উগ্রপন্থীদের ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু করেছে ? তার বলুক না, এটা ঠিক না। ত্রিপুরা রাজ্যের একটা অংশের মানুষের তথা উপজাতিদের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে- এজ দেয়ার এনি ইনস্টেন ? এনি আপীল হেজ বিন সেইড বাই এডিসিই অথরিটি ? হয়েছে ? তাহলে আমরা কি করে বুঝব তারাও চাইছে ? উগ্রপন্থী কারণে ব্যাহত হচ্ছে এটা ঠিক। কিন্তু উগ্রপন্থী সমস্যা উপজাতিদের উন্নয়ন, এ ডি সি এলাকার উন্নয়ন কারণ নয়-এভাবে বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। তাহলে সেখানে যারা ভুল কাজ করছে তাদের কাছে কোন রকম ম্যাসেজ যাবে না। এবং সামগ্রিক ভাবে আমাদের এই উন্নয়ন-ট্রাইবেলদের পিছিয়ে থাকা আরও বেশি প্রলম্বিত হবে। কাজেই সেই জায়গায় যে আলোচনা এখানে উঠেছে আমি আবারও বলছি, যে ডিপার্টমেন্ট এগুলি হেন্ড ওভার করার প্রশ্নে-এটা শুধু এ ডি সি'র ক্ষেত্রেই নয় রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রেও আমরা এখনও করতে পারি নি। এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার আরও বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে পরীক্ষা-

নিরীক্ষা করে দেখছে। এম পাওয়ারমেন্টের প্রশ্নে আমরা একমত। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা রাজ্য সরকারও বলছি। সমানভাবে পজিশান-অপজিশান এমনকি পলিটিক্যাল লেভেলেও যাতে এটাকে টেইক-আপ করা হয় নিশ্চয়ই সামগ্রিকভাবে রাজ্যের উন্নয়ন, শুধু এ ডি সি'র উন্নয়ন না এটা আমরা করতে পারব। আমি এটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

## CENSURE MOTION

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্যগণ, সভার পরবর্তী কার্য্যসূচীর হলো, সেন্সার মোশান। আমি মাননীয় বিরোধী দল নেতা রতনলাল নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি এবং নোটিশটির বিষয়বস্তু উপর আলোচনার অনুমতিও দিয়েছি। নোটিশনিটর বিষয় বস্তু হলো ঃ- "That this house note with deep surprise at the failure to act by the Home Minester of Tripura to protect the lives and properties of the people at Jageswarnagar and Moharcharra on 7th may, 2003 where in altogether 30 people were killed."

এখন আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে মোশানটির উপর আলোচনা শুরু করার জন্য ানুরোধ করছি।

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সেন্সার মোশানের বিষয়টি হলো "That this house note with deep surprise at the failure to act by the Home Minister of Tripura to protect the lives and properties of the people at Jageswarnagar and Moharcharra on 7th May 2003 where in altogether 30 people were killed."

অর্থাৎ গত ৭ই মে, ২০০৩ই তারিখে যজ্ঞেশ্বরনগর এবং মোহরছড়ার জনগণের জীবন-সম্পত্তি রক্ষায় যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার কারণে একই দিনে ৩০ জন মানুষকে হত্যার করার ফলে এই সভায় আমি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিন্দা বা ভর্ৎসনা প্রস্তাব আনতে বাধ্য হয়েছি স্যার। এর পাশাপাশি একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যর্থতায় এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। আমি আশা করি এই প্রস্তাবটা এই হাউসে যারা রয়েছেন সবাই সমর্থন করবেন। স্যার, প্রথমেই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে এবং সঠিক সময়ে যখন উদ্‌বেগ জনক পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে এই সময়ে এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে এই হাউসে আলোচনা অনুমতি দেওয়ায় প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ, আমার দুঃখবোধ হচ্ছে, আমার করুণা হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আমরা নিন্দা প্রস্তাব জানাতে হচ্ছে। যে দিন মোশান এলাউ হয়েছিল সেই দিন উচিৎ ছিল মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করা। কারণ, রাজ্যের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি স্যার, আপনি যান নি কিন্তু ডেপুটি স্পিকার-এর নেতৃত্বে আমরা গিয়েছিল, এই হাউসের অনেক সদস্য সেখানে গিয়েছেন। কিভাবে তাদেরকে মারা হয়েছে কিভাবে আগুন লাগানো হয়েছে ছোট্ট একটি শিশু নাম স্বপ্না মল্লিক একমাত্র একটি বাচ্চা বেঁচে আছে এক বছরের। তাদেরকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। একটি ২৬ দিনের ছোট্ট বাচ্চাকে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এবং মোহরছড়ার একই অবস্থা। কি যজ্ঞেশ্বরনগর কি মোহরছড়া সেখানে নীরিহ লোককে হত্যা করা হয়েছে। স্যার, আজকে আমরা উনার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব জানাতে হচ্ছে অর্থাৎ উনাকে আমি নিন্দা জানাচ্ছি। নিন্দা উনার প্রাপ্য ভর্ৎসনা উনার প্রাপ্য এটা সত্য। কিন্তু আমরা কি দেখেছি আমরা মূল্যবোধের রাজনীতি করি দায়বদ্ধতার কথা বলি এখানে দাঁড়িয়ে তত্ত্ব কথা বলি। দেখা গেছে আমাদের দলের লালবাহাদুর শাস্ত্রী থেকে শুরু করে মাধবরাও সিন্ধিয়া,

লালবাহাদুর শাস্ত্রী একটা রেল দুর্ঘটনার কারণে উনার মূল্যবোধের রাজনীতি দেখাতে গিয়ে দায়বদ্ধতা দেখাতে গিয়ে ব্যর্থতার দায়টা উনার উপর নিয়ে উনি পদত্যাগ করেছিলেন। সেই রকম ভি পি সিং সেই রকম মাধবরাও সিন্ধিয়া এই রকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং কেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করলেন না এটা আমি বুঝতে পারছি না। আমার করুণা হয় আমরা সংবিধানের নামে শপথ নেই এই সংবিধানের নামে মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিয়ে বলেছেন-I will bear true faith and allegiance *to the* constitution of India as by law established,that I wil faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the state and that *I* will do right to all manner of people in accordance to with the constitution. সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে বলছে আমি আই উইল ডিচার্জ বাই দি ডিউটি ফেইথফুলি এন্ড কনসামলি। এই সংবিধানের রয়েছে আর্টিকেল ৯৯, এ আমাদের যে কোন জায়গায় বসবাসের অধিকার আছে। আমি কি এই রাজ্যে এই অধিকার পাচ্ছি? যজ্ঞেশ্বরনগর থাকতে পারছি, আমি কি পারছি গন্ডাছড়ায় থাকতে? তাহলে এই সংবিধানে আমি শপথ নিয়ে বলছি অথচ আজকে এখানে সংবিধান লংঘিত হচ্ছে। আর্টিকেল-১৯ কি বলছে? আমার যে কোন জায়গায় চলাচলের অধিকার আছে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী নিজে পারবেন নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়া যে কোন জায়গায় যেতে? পারবেন না। তাহলে আজকে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? এখানে কেন হবে না? আইন এবং অপরাধ যখন একই শয্যায় সঙ্গী হয় তখন একই রকম হয়। আইন এবং অপরাধ একই শয্যায় শয্যাশায়ী। প্রশাসন এবং বৈরী একই জায়গায়, প্রশাসন এবং বৈরী একই বিছানায় তাহলে এই রকম হবে না কেন? যা হয়েছে পঞ্চবটি, বাগান বাজার, জারুলবাছাই, তুইদু, টাকারজলা, গৌরাঙ্গটিলা, হীরাপুর, সারা রাজ্যে বৈরী দ্বারা সাধারণ মানুষ শ্রমিক থেকে বিচারক পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না। লাস্ট স্তম্ভ ছিল সংবাদপত্র তার উপরও আঘাত। স্যার, আমি প্রথমেই ভয় পেয়েছিলাম-যেদিন মানীয় অর্থ মন্ত্রী মনারচক নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন যে কেন্দ্রীয় প্রশংসায় উনি পঞ্চমুখ। ঠিক আছে উনি একজন মন্ত্রী হিসাবে বলতে পারেন। কিন্তু তা বলে পলিট ব্যুরোর একজন সদস্য মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কি বলছে ? বিজেপি'র বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন নয়। তখনেই কিন্তু আমার ভয় লেগেছে। তখনেই আমার ভয় লেগেছে রাজ্যে আগামী দিনে কি হবে সম্প্রদায়িক শক্তি এবং সন্ত্রাসবাদী শক্তি। স্যার, উগ্রপন্থীদের সাথে কাদের যোগাযোগ এই প্রশ্ন অনেক দিন ধরে মুখ্যমন্ত্রীর অনেক জায়গায় অনেকবার বলেছেন। রঞ্জিৎ দেববর্মা-টাইগার ফোর্সের কমান্ডার কে? তার বাবার নাম হচ্ছে কৃষ্ণ দেববর্মা সিমনা এলাকার, সি পি এমের বিরাট বড় নেতা। এন এল টি র কমান্ডার কে? উপেন্দ্র রিয়াং, উনার বাবার নাম কি? বিন্দুরাম রিয়াং। সিপিএমের নেতা এই বিধান সভার সদস্য ছিলেন। সুতরাং, এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না। ছামনুতে গিয়ে দেখিছি-প্রতিবিন্দু চাকমা কে? রতনজয় ত্রিপুরা কে। সেখানে ৭২ জনকে নিয়ে একটা বাহিনী করেছে সি পি এমের একটা উগ্রপন্থী দল তৈরি করেছে। আজকে ঐ এলাকার হাজার হাজার মানুষ বাড়ী-ঘর ছাড়া। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে বলছে যে বিরোধী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু বাইরে গিয়ে বলছে অন্য রকম। গৌহাটি গিয়ে বলেন-ত্রিপুরা প্রসঙ্গে উল্লেখ করে মানিক সরকার বলেন উপজাতি ও অনুপজাতি জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য শাসক গোষ্ঠি সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করে। ডেইলী দেশের কথা, আমার কথা নয়। এবং পর পর লেখেছে। পর পর তিন দিন দেখার পরে চুপ আর কিছু বললাম না। জগেশ্বর নগরে যখন তদন্ত সঠিকভাবে চলছিল-সারা রাজ্যে পোস্টার লাগানা হয়েছে এই যে দেখুন-সিমনা কালিবাড়ির গণহত্যার মূল পান্ডা রবীন্দ্র দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সিপিএম, সিমনা লোক্যাল কমিটি এই রকম সারা রাজ্যে ছাপিয়ে দিল। স্যার আমি আপনাকে বলছি, যখন তদন্ত সঠিকভাবে চলছিল তখন তদন্তকে অন্যপথে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এটা করা

'য়েছে। পুলিশ যখন সঠিক পথে চলছিল তখন, পুলিশ এই লাইনে যেও না, এই দিকে ঘোর। তা হলে এখানে প্রশ্নটা কেন? কি কারণটা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে প্রশ্ন করলে বলেন মাননীয় সদস্য-এর কাছে কোন তথ্য থাকলে আপনি পুলিশকে দিন। যদি উনার কথাটাই সত্যি হয় তাহলে ঐ সি পি এম দলের নেতারা কেন পুলিশকে সাহায্য করছে না? কেন মিটিং করে মিস গাইড করছে তদন্ত কার্য। অর্থাৎ পুলিশকে নিজেদের দলের সদস্য হিসাবে ট্রিট করছে। সেটা কেন? আমাকে যেমন মুখ্যমন্ত্রী উপদেশ দেন, কেন উনার দলের সদস্যদের সেই উপদেশ দেন না? স্যার, দেখুন মোহরছড়ার ঘটনা, কি বলছে "গুলিতে আশে পাশের বাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দারা গুলির শব্দের পাশের ড্রেইনে পরে আত্মরক্ষা করে। যে পথে সন্ত্রাসবাদীরা এসেছিল এবং ফিরে যায় সেই পথে স্থানীয় বিধায়ক কাজল দাসরে বাড়ি তার বাড়িতে অবশ্য গুলি লাগে নি" ডেইলি দেশের কথা। কি ধরনের নেক্কার জনক ঘটনা। মোহরছড়া থেকে কাজল দাসের বাড়ি ৮ কিমি। মোহরছড়ার মানুষ পত্রিকা যে দিন বের হয়েছে সেখানকার মানুষ নিন্দা করেছে। কিন্তু বিলোনিয়ার একটা লোক তো জানে না আসলে কাজলবাবুর বাড়িটা কোথায়? কি ভাবে ব্লাক মেনিং, গুলি লাগেনি, ৮ কিমি দূরে গুলি লাগে? কি উদ্দেশ্য-এ যাচ্ছে কিসের কি উদ্দেশ্যে কি বুঝাতে চাইছেন? মিনিমাম সেন্স এবং রেসপনসিবিলিটি আছে? এটা দলীয় মুখপাত্র? একটা তদন্ত যখন চলছে তখন সব দিকে উল্টা পাল্টা বক্তব্য রেখে ছেয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এই ঘটনাগুলির জন্য যা হচ্ছে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে নিন্দা করব না? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিন্দা করব না? ভৎসনা করবে না? উনি ভৎসনা পাওয়ার যোগ্য। এটা এপ্রপিয়েট ওয়ার্ড, তাও সেটা কম। স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য বিজয় রাংখল মহোদয় রয়েছেন, নির্বাচনের আগে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বলে বেড়াল যে তার বিরুদ্ধে পুলিশ কেইস রয়েছে। হ্যাঁ কেইস আছে। তা হলে উনাকে গ্রেপ্তার করা হলো না কেন? কেন উনাকে নিয়ে রাজনীতি করা হলো? কোন উত্তর আছে? নেই। কারণ এটা হচ্ছে গেইন। তার অর্থ হচ্ছে শুধু মাত্র গদি ধরে বসে থাকা। রাজনীতি করে ধূয়া তুলার জন্য। রবীন্দ্র দেববর্মা যদি দোষী হয় তাহলে তদন্ত করে দেখবে। কেন সভা করে মিটিং মিছিল করে বলে দিচ্ছেন নাম। স্যার, তথ্য জানা অর্থাৎ মোহরছড়ার ঘটনায় বা সিমনার ঘটনায় যদি তথ্য আমার কাছে থাকে যদি সেই তথ্য জানার পরে আমি তাঁদের লাইফ এবং প্রোপারর্টি রক্ষা করতে পারি নি তাহলে আমি ব্যর্থ নই? আর যদি তথ্য জানা থাকে, তাহলেও ব্যর্থ। কেন তাদের রক্ষা করা যায় নি? এখন প্রশ্ন হলো ব্যর্থ কিনা? আমার সন্দেহ আছে, আসলে ব্যর্থ নয়। উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে এই ঘটনাগুলি করা হচ্ছে। যখন কংগ্রেস আই এন পি টি রাজ্যে শান্তি সম্প্রতি রক্ষা করার চেষ্টা করছে ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেলদের মধ্যে তখন দীর্ঘদিন আগে থেকে খুব প্ল্যান করে যে শান্তি সম্প্রতির দরকার নেই ঘোলা জলে মাছ ধর ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেলের মধ্যে গন্ডগোল লাগিয়ে রাখ, উগ্রপন্থীদের দিয়ে এই সব নিরীহ মানুষ, এস সি, এস টি এবং ওবিসি সাধারণ মানুষ তাদেরকে হত্যা কর। এর ফলে যাতে একটা জাতিদাঙ্গা লাগার উপক্রম হয়। স্যার, আমি কেন বলছিলাম, নৃপেন চক্রবর্তী যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শেষ সময়টায় আগরতলা শহর শহরতলিতে এক সাথে প্রচুর ডাকাতি আরম্ভ হয়েগিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী তখন পরিষ্কার বলেছিল যে তিন দিনের মধ্যে ডাকাতি বন্ধ হতে হবে। বন্ধ কিন্তু হয়েগিয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী পলিটব্যুরো সদস্য রাজনৈতিক নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতির কারণে যখন হাজার হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্থ এবং কংগ্রেস ও আই এন পি টি র বাড়ী ঘর লুণ্ঠিত, বাড়ীঘর লুটপাট করা হয়েছে দোকানে লুটপাট করা হয়েছে এবং ১৬ জনের মতো বিরোধী দলের লোককে হত্যা করা হয়েছে এই নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে। তখন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পলিটব্যুরো বলার পরেই কর্মীরা কিন্তু থামছে না। তাই উনার বলার মধ্যে কোথাও গ্যাপ রয়ে গেছে অথবা উনার দলীয় স্তরে উনার কমান্ড নাই। এই দুটোর একটা আমাদের মানতে হবে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিন্দা জানাব না? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতিটা এস ফার কন্সস্টিটিউশান কার বিষয়, রাজ্যের বিষয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব গর্বের সঙ্গে

বলে বাংলাদেশের উপর এততি ঘাঁটি রয়েছে ৫৫ বা ৬০ যাই বলুক। এবং আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন এত একসপার্ট নিজের দেশের খবরটা ছাড়াই বর্হিদেশের খবর পর্যন্ত দেয়, তাহল উনার এনটেনার স্ট্রেংথ ইজ মেকসিমাম। আর রাজ্যের ভিতরে কোথায় কি আছে কে এটা কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছেন? টাকারজলায় বেশি লোক মারা যাচ্ছে তাতে আপনাদের সমর্থিত লোককে কংগ্রেস কে, আই এন পি টি কে, সি পি এম তা নয়, এই যে হীরাপুরে ঘটনা হল তাত ২০ জন টি এস আর মারা গেলে যারা এট্যাক করতে এসেছে তাদের সঙ্গে এস এল আর কারবাইন এ কে ৪৭ ছিল প্রচুর লোডেট একটা এট্যাক করতে আসবে এই যে সমস্ত লোডেড এল এম জি ছিল, কারবাইন ছিল, এস. এস. আর ছিল গুলি কাঁধে করে নিয়ে যেতে নিশ্চয় টাকারজলা থেকে রাতারাতি আখাওড়া বর্ডার পাস হয় নি। তারা কোথায় ছিল নিশ্চয়ই তাদের একটা ঘাঁটি আছে এটা বলছেন না কেন? এইগুলি বলার দরকার নেই। স্যার, এই যে সিমনা থেকে আরম্ভ করে সিমনা, মোহরছড়া, কল্যাণপুর অর্থাৎ বড়মুড়া রেঞ্জ অ্যান্ড লংতরাই রেঞ্জ টোট্যাল সেই ১৯৪০ থেকে আরম্ভ করে সি পি এম এর দুর্গ থেকে দুর্গ এই জায়গাগুলিতে এটা হল সি পি এমের টেইল এলাকা তাহলে এই জায়গুলিতে কেন আক্রমণ করছে এবং করানো হচ্ছে? সেখানে কেউ যদি স্থান না দেয় তাহলে কি সম্ভব এটা চিন্তা করার বিষয়।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** রতনবাবু আপনার ২০ মিনিট হয়েছে। শ্রী রতন লাল নাথ এখানে যদি আপনি সেন্সার মোশনে বাধা দেন তাহলে হয় না স্যার।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** আপনি আমার কথা শুনুন। আগে আমি তো চেয়ারে আছি এক ঘণ্টা টোট্যাল আলোচনার জন্য তারপর প্রাইভেট মেম্বার রেজিউলেশান আছে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে অন্যেরা কি বলবে আপনি সবটা সময় নিলে? তারপর মুখ্যমন্ত্রী বলবে।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** স্যার, সময় অনেক আছে, এখানে যে একটা প্রাইভেট মেম্বার রেজিলিউশান আছে এটা বাদ যাবে কারণ অলরেডি ডিসকাস ইন দ্য হাউস সাবলম্বন কর্মসূচির ব্যাপারে অলরেডি ডিসকাস। কারণ এটা আর এখানে উৎথাপন হবে না।

**মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ-** না............ টাইমটা এক ঘণ্টা দেওয়া হয়েছে। এক ঘণ্টার বেশি টাইম দেওয়া যাবে না।

**শ্রী বাদল চৌধুরি** (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, ৫ টার মধ্যে শেষ করতে হবে।

**শ্রীরতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- তাহলে আজকে এই জিনিসটা আনা হয়েছে কেন, এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন আজকে এক ঘণ্টার জন্য আনা হয়েছে?

**মিঃ ডেপুটি স্পীস্কার ঃ-** এটা চেয়ার থেকে ১ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। শর্ট ডিসকাশান ১ ঘণ্টার বেশি হয় না।

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, রাজ্যে ফোর্সে সংখ্যা কি অবস্থা মাথা ভারী পুলিশ প্রশাসন ৮৩ তে কত ছিল ১ ব্যাটেলিয়ান। এট প্রেজেন্ট ১০ ব্যাটেলিয়ান। মানে সংখ্যার ১০ গুণ বেড়েছে। উগ্রপন্থীর সংখ্যা কি ১০ গুণ বেড়েছে? না কত জন আজকেরসংবাদে ১৪০৫। ডি জি এক জন, এ ডি জ এক জন আই জি পি ৬ জন, ডি আই জি ১০ জন, এস পি অফিসার ২৪, এডিশনাল এস পি, ডেপুটি কমান্ডান্ট ১০ জন ডি এস পি, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট ৯৮, ইন্সপেক্টর ১০৯, সাব ইন্সপেক্টর ৫৬৩ জন এবং ৫১ হাজার ফোর্স রয়েছে। এছাড়া এস পি ও রয়েছে, এছাড়া সি আই এস এফ রয়েছে। আর বি এস এফ এর কথা আমি বললাম না। স্যার, অথচ এই রাজ্যে এস এল সি সি একটা কমিটি রয়েছে, আসামে সামরিক কমান্ডের নেতৃত্বে কান্ড আর এখানে চীফ সেক্রেটারিকে কমান্ড। চীফ সেক্রেটারি ভাল মানুষ তাই হ্যাভ নাথিং টু সে।

স্বজ্জন মানুষ, শিক্ষিত মানুষ হোক কিন্তু উনার বৈরী কার্যকলাপে কি প্রশিক্ষণ রয়েছে। উনি কি প্রকরণ জানেন, উনি জানবেন কি ভাবে ওরা যেভাবে এডভাইজ দেবে তাই চলবে। সুতরাং এই বিষয়গুলি দেখার ব্যাপার রয়েছে। স্যার, চীফ সেক্রেটারি একটা সার্কুলার দিয়েছেন ৩০ জুন ৯৮ ইং এই রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বৈরী সহযোগী রয়েছে, ভারতবর্ষে হয় এটা প্রথম রাজ্য ৯৮ ইং এ জানার পর্যে উনি ক্ষমতায় বসেছেন মোষ্ট প্রভেবলি এপ্রিল ৯৮ ইং এ। দুই মাস পরে সার্কুলার বিভিন্ন দপ্তরে সেই সময় ৫০০ ছিল, এট প্রেজেন্ট কত আমি জানি না। এবং বৈরী সহযোগী রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, কিছু ব্যবস্থা হয় নি? বলছে তাদেরকে ট্রেন্সফার করে দাও। ট্রেন্সফার করে দিলেও সে উগ্রপন্থীর সাথে লিঙ্কটা রাখতে পারে। একটা সরকার চলতে পারে এইভাবে। আজকে আবার একটি পেয়েছি ৬৯টি, গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী বলছিলেন গর্ব করে আমাদের সভাপতি বীরজিৎ সিনহা যখন বললন মণিপুরের সব এন জি ও গুলি সব খারাপ। আর একটা রাজ্য সম্বন্ধে কিভাবে বলে তা আমি জানি না। ত্রিপুরা সম্বন্ধে বলছেন না আমাদের এখানে সব ভাল দ্যাট মিনস্ কি বলছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ৬৯টি ত্রিপুরার এন জি ও'কে বেক লিসটেড করেছে। কিসের জন্য? উগ্রপন্থার সাথে যোগাযোগ আছে বলে এবং সেই এন জি ও গুলি কারা সেগুলির সাথে সরকারের সুসম্পর্ক রয়েছে সেই সব এন জি ও'দেরই করা হয়েছে। স্যার, তাহলে এই ঘটনাগুলির জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি ভৎসনা জানাব না, নিন্দা জানাব না, নিন্দাতো উনার পাপাই এটাকে উনার গলার মালা করে দিতে হবে। স্যার, যে লোকগুলি মারা গেল খুব ভাল করে যদি মেগনিফাইন গ্লাস দিয়ে দেখা যায় দেখা যাবে উনার সাদা এই পাঞ্জাবীটার মধ্যেও কালো দাগ রয়েছে রক্তের দাগ রয়েছে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় বিরোধী দল নেতা শেষ করুন। এটা কি আনলিমিটেড টাইম চলবে এটা। এটা হয় নাকি?

**শ্রীরতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** স্যার, এই রাজ্যে মন্ত্রী বিমল সিনহা হত্যা হয়েছে, উনার পিরিয়ডে মধুসূধন সা' হত্যা হয়েছে, এম এল এ, এখানে দিনের বেলায় আগরতলা শহরে সুখরাম দেববর্মাকে হত্যা করা হয়েছে। তাহলে একটি ঘটনা উৎঘাটিত করতে পেরেছে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এবং আজও হাউসে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করেছেন। খু· হয়েছে আমার কাছেও তথ্য রয়েছে, উত্তর দেওয়া আগে বলেছে এতগুলি খুন হয়েছে, আজকে কমিয়ে বলেছে।

উনার পিরিয়ডে আর দশ মাস বাকি থাকতে। সাধারণ আইন শৃংখলা পারসেন্টেজ কি, নির্বানের আগে টি এস আর ঘুচিয়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু ক্যাম্পগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছে কেন? সেইগুলি কেন প্রত্যাহার হচ্ছে টি এস আর তো আমাদের রাজ্যের বাইরে নয়। স্যার, থানাগুলিকে এত দুর্বল করা হয়েছে ইন্সপেক্টর ১০৯ জন আমার হিসাবে, পুলিশ স্টেশান ৫১ টা, সবগুলি পুলিশ স্টেশনে ইন্সপেক্টর আছে? নেই, কেন নেই? সাব-ইন্সপেক্টরের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচশ সামথিং, কয়জন করে থাকা উচিৎ। স্যার, এইগুলি আজকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। স্যার, দেখুন আরেক মন্ত্রীর কি বক্তব্য, যে মোহনপুর বাজারে আগামী তিন বছরের মধ্যে আক্রমণ হবে এবং এটা বৈরীদের বাজার হবে-আমি অনিল সরকার কথা দিয়ে যাচ্ছি। কি করবেন আপনারা আর কত জায়গায় আক্রমণ করতে চান? এখানে টি এস আর কমান্ডেন্ট সব বাইরে থেকে রিটায়ার্ড বি এস এফ অফিসার, কেন আমার রাজ্যে অফিসার ৎ ই, একজন কে. সি. পন্ডিত, উনার বয়স ষাট সরকারি পলিসির বিরুদ্ধে উনাকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় বিরোধী দলনেতা বসুন। আমি আর সময় এলাউ করতে পারছি না। এক ঘণ্টার মত বলেছেন। আর দিতে পারব না।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ-** স্যার, আর পাঁচ সাত মিনিট।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** না, না, আমি আর এলাউ করতে পারব না।

**শ্রীরতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, যে ধরনের সেনশার মোশান রাজ্যে বিরাজ করছে সেখানে কথা বলতে হবে স্যার।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** আপনি সময় দিতে পারেন এতে আমার আপত্তি নেই, সুদীপ বাবু ও গোপালবাবুর নাম পাঠিয়েছেন উনারা না বললে আপনি বলতে পারবেন।

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, টি এস আরের লোক নিয়োগ হচ্ছে, বাইরে থেকে নিয়োগ হয় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি। টাকা নিয়ে নিয়োগ হয়, একজন কমান্ডারকে ধরা হয়েছে, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রেপ্তার করা হয় নি, কেন গ্রেপ্তার করা হলো না ? সিকিউরিটি ইলেকটেড এক্সপেনডিচার একটা আছে, কোটি কোটি টাকা আসে সে টাকা ধলাই জেলার এস পি যিনি ছিলেন বর্তমানে এখানে এস পি ওয়েস্ট ৯৯-২০০০ সালে মার্চ মাসের লাস্ট ডেইটে সেখানে এক কোটি টাকা ড্র করা হয়েছে। সব লুট হয়েছে কোন ইনকুয়েরি করা হয়েছে ? আর প্রত্যেক বছর বছর টি এস আর-রা মিজোরামে স্কুল অব ট্রেনিং তার জঙ্গল ফায়ার সেখানে ৪০-৫০ জন করে গ্রুপ করে টি এস আর যায়, তাদের এস টি এফ ট্রেনিং নিয়ে আসে সে এস টি এফ-রা রাজ্যে কত আছে প্রায় ৪০০ এর উপরের তাদের এচিভমেন্ট কি ? একটা আইটেম দেখেছি তারপর আমি ডিজিকে জানিয়েছি, জানলাম তারা শুধু ভি. আই. পি. দে'র ডিউটি দেবে, তাহলে বিরোধী দলের ভি. আই. পি. যারা আছে তাদের ডিউটি দেয় না, এই এস টি এফের ব্যাপারটা কি বলে আমি ডিজিকে চিঠি দিয়েছি এখন পর্যন্ত উত্তর দেয় নি। এস. পি. ওয়েরলেস কে, একজন হরিয়ানা থেকে আনা হয়েছে রিটায়ার্ড সি. আর. পি. এফ অফিসার, সে পুত্রবধু হত্যার দায়ে হরিয়ানাতে জেলে ছিল। স্যার, অবস্থাটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়েছে। স্যার, ৯৭ এ যখন কম্যুনিয়াল রাইট হয়েছিল গৌরাঙ্গ টিলায় সে সময় রাজ্য সরকার একটা স্পেশাল এস. আই. টি (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশান টিম) করে দিয়েছিল, অনেকগুলি ঘটনার জন্য প্রায় পনের ষোল টা গণ হত্যা হয়েছিল এবং বলেছে ২ মাসের মধ্যে এদের রিপোর্ট দিতে হবে, কেউ কেউ সারেন্ডার করেছে আবার কেউ কেউ এরেস্টও হয়েছে। চার্জশিট দেওয়ার পরে একটি কেইসে কনবিকশান হয় নি, আমার বাবা যদি মারা যায় আমি সাক্ষী দেব না, হতে পারে, যাদের বাড়ি ঘরের লোক মারা গেছে তাদের সাক্ষী ছিল, তারা কেন সাক্ষী দিল না এই ব্যাপারটা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীখবর নিয়েছেন ? দুরকম হতে পারে ....... সাক্ষী দিলে পরে তারা ফিরে এসে বাড়ি থাকতে পারবে না তাদের নিরাপত্তার বিধান নেই, দুই তাদেরকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, এই চিন্তাটা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করেছে কি ?

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** এবার শেষ করুন না।

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, দশরথবাবুর আমলে এই রাজ্যের আইন শৃংখলা এখন থেকে বেটার ছিল কে বলেছে,মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, একই দিনে উত্তর দিয়ে বলছে আমার আমলে এত খুব দশরথবাবুর আমলে এত খুন, তাহলে কি বলব আমরা কি ব্যর্থ নই। হয় উনি কিছু একটা লুকিয়ে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে এই ঘটনাগুলি করাচ্ছেন। আমি দিল্লি গিয়ে উনার কথায় ফোর্সের কথা বলেছি, আমাকেওরা বলছে তোমার কত ফোর্স চাই, আমি তখন বলেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন না রাজ্যপালকে দিয়ে বলাচ্ছে, অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে লেখা পর্যন্ত সৈন্য দিতে হবে, কত, সেই রকম আমি যদি কারোর কাছে টাকা চাই বলতে হবে যে কত টাকা লাগবে। তার মানে নিশ্চয় গোড়ায় গলদ। আপনারা ভালভাবে জানেন কি ভাবে আপনারা জিতেছেন, সেই জন্য জনরোষ হতে পারে এ্যডভান্স এটাক্, অফেন্স ইজ্ দ্য বেস্ট ডিফেন্স এই জন্য আক্রমণ করেছেন। স্যার, বার বার উনার জন্য বলছি নিন্দা প্রস্তাব যথেষ্ট নয়। সুতরাং আমি অনুরোধ করব উনাকে আমার সাথে একমত হয়ে ভৎসর্না জানাবেন তিরস্কৃত করবেন

এবং নিন্দা জানাবেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয় আমার মোশান প্রত্যাহার করে নেব। রাজ্যের মানুষকে বাঁচানোর জন্য উনার মেনে হয় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। এই কথা বলে আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করার আহ্বান রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** আমি দুঃখিত আমি আর সময় দিতে পারছি না, নাম দিয়েছেন কিন্তু সময় আর দিতে পারছি না। আপনি ৫ মিনিট বললে বলতে পারেন।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, হোম মিনিষ্টার দেখলাম এই হাউসে আসল হাসতে হাসতে। রতন বাবু কি কথা বলল জানি চেহারাট দেখছি আস্তে আস্তে লালের দিকে যাচ্ছে। পার্সোন্যালি আমি উনাকে শ্রদ্ধা কবি, কিন্তু এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে হি হেজ মিজাররেবলী ফেইল এজ হোম মিনিষ্টার। উনার এক্সপানশন দেখে মনে হচ্ছে যে উনি কাউকে সরাষ্ট্র দপ্তর হস্তান্তর করতে রাজি নয়, যেহেতু উনি ক্ষমতা লোভী। সে একজন রাজ্যের মিসক্লাইথ বংশীয় লোক। উনি ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের উগ্রপন্থীর সংখ্যার হিসাব দেখিয়েছেন মোট ৭৫০,৮৫০ জন। ২০০২ ইং সালের সেপ্টেম্বর হিসাব দিয়ে বলেছেন টোট্যাল একস্ট্রিমিষ্ট-১৪৮০-জন আর আজকে উনি বলেছেন টোটাল একস্ট্রিমিস্ট্র সংখ্যা ১৪০৫। গ্রেজুয়েলি ৭৫০-৮৫০ দেখিয়ে ১৪০৫। ১৯৯৮-২০০০ ইং পর্যন্ত একস্ট্রিমিষ্ট সারেনডার করেছেন ৫০৭ জন। এরেস্ট হয়েছে ৪৪১ জন। এনকাউন্টারে মারা গেছেন ১২৪ জন। মোট ১০৭২ জন (ওই ১০৭২ জনের মধ্যে রয়েছে গ্রেপ্তার বরণ, এনকাউন্টার, আত্মসমর্পনরা) আমি যদি ১৪৮০ সংখ্যায় হিসাব দেখায় তাহলে বর্তমানে ৪০৮ জন উগ্রপন্থী রাজ্যে থাকার কথা। আর যদি ২০০০ ইং মার্চ মাসের পর্যন্ত হিসাব নেই তাহলে ২২৪। দ্বিতীয়তঃ বাজ্যে বর্তমান ফোর্সের সংখ্যা প্রায় ৯১ হাজার। উগ্রপন্থী সংখ্যা ১৪০৫। এটা পর্যাপ্ত পরিমাণ নয়? তাহলে সাফিসিয়েন নয় এই সব উগ্রপন্থী মোকাবেলার ফোর্স তাহলে হচ্ছে না কেন? উনার সদিচ্ছা নেই। কারণ উদের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন নির্বাচন বৈতরণীটাকে পার করতে হবে কারণ। শুধু কংক্রিট প্লে নয়। কেন আজকে উগ্রপন্থীদের একটা ডেড লাইন দিয়ে সারেনডার করতে বলে না? কেন নির্দিষ্ট সময় দিয়ে আলোচনায় বসল না? আলোচনায় রাজী না হলে কেন উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে কেমপেইন করে না। হোয়াই ফর দি এটিটিউড টু দি একস্ট্রিমিষ্ট? স্যার, যোগেশ্বরনগর এবং মোহরছড়ায় হত্যাকান্ডের কথা বলা হয়েছে, দেখুন পুলিশ প্রশাসন দপ্তর কি ব্যবস্থা চলছে? যখন ঘটনাটা ঘটল এই রাজ্যের উনার মত ডারেকটর জেনারেল অব্ পুলিশ ছুটিতে। দায়িত্ব কার ছিল, এডিশনাল ডাইরেক্টর অব পুলিশ প্রণয় সহায় উনি অসুস্থ হয়ে ছুটিতে। ৩৩ জন মারা যাওয়ার পরে দুই দিন বাদে একটি মিটিং হয়। সান্যাল সাহেব কোথায়? উনিও ছুটিতে। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ধর্মনগরেও গন্ডোগোল? সেখানে এস. পি. ত্রিপাটি উনিও অন লিফএ। উনি কাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন? এন দেববর্মাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। অফিসার রামা রাও সাহেব, বালি সাহেব, কর সাহেব সেই সব অফিসারদের বসিয়ে রাখা হয়েছে। স্যার, উত্তর জেলার উদ্বেগজনক অবস্থা। ওখানে ডি. এম ছুটিতে। এস. ডি. এম ছুটিতে। ধর্মনগরে এস. সি. এম. এস. কুলুম্বি অন লিভ। দায়িত্ব দিয়ে গেছেন কাকে? এডিশন্যাল ডি. এম. টি কে চাকমা উনিও অন লিভ-এ। একজন জুনিয়ার ডিসি উমিয়ন সিং এর কাছে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। এটা কি প্রশাসন, এটা কি পুলিশ দপ্তর? উনারা এই ভাবেই চালাচ্ছেন? লিডার অব্ দি অপজিশান রতনবাবু তিনি উনার ভাষণে কে. সি. পন্ডিতের কথা উল্লেক করেছেন এবং বলেছেন লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে চলে গেছেন! উনার নামে এফ. আই. আর. হয়েছে অথচ স্পেশাল সেক্রেটারি নেপাল সিনহা (হোম ডিপার্টমেন্ট) উনি কে. সি. পন্ডিতকে এ্যাক্সটেনশন দেওয়ার প্রপোজল ইনিসিয়েট করেছেন। কে. সি. পন্ডিতের বিরুদ্ধে এফ. আই. আর করা হয়েছে তা সত্ত্বেও উনাকে অ্যাক্সটেনশন দেওয়ার প্রপোজাল করা হয়।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** আমি স্যার, ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** আপনার কথা মত ১০ মিনিট হয়ে গেছে।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** টি. এস. আর কুকুরের মত মারা যাচ্ছে। কিছু দিন আগেও অনেক টি. এস. আর মারা গেছে। এটা ভেহিক্যাল নিয়ে ওদের মুভমেন্ট করা কথা নয়, মিনিমাম অ্যাট এ্যা টাইম তিনটা (৩) গাড়ি নিয়ে ওদের মুভমেন্ট করতে হবে। গাড়ির অভাব দেখিয়ে ওদের একটা গাড়িতে ঢুকিয়ে আনা হচ্ছে অথচ উনি স্পেশাল সেক্রেটারি থাকাকালীন উনার বাড়িতে এমন কি এখনও গিয়ে দেখুন ওয়ারলেস সেট, কম্পিউটার, পুলিশের জিপসি গাড়ি এখনও উনার বাড়িতে পড়ে আছে। টি. এস. আর. মারা যাচ্ছে কারণ দুর্গম এলাকায় এই যে তুফান-বৃষ্টি হচ্ছে তার জন্য তাদের সে রকম টেন্টের বা থাকার ব্যবস্থা করা হয় নি। যার জন্য ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তাদের বসবাস করতে হচ্ছে। এমন কি তাদের বন্দুক রাখার জায়গা পর্যন্ত নেই, খাওয়ার জলের অভাব, বিদ্যুৎ নেই এবং পাহাড়ী এলাকায় চলার মত বুটও তাদের দেওয়া হয় না। পাওয়ারের অভাবে তাদের ওয়ারলেস সেট গুলি চার্জ করতে পারছে না। ইনটেরিয়র হিলি এরিয়াগুলিতে টি. এস আর. রাখা হয়েছে. কিন্তু তাদের কমব্যাট করার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। উগ্রপন্থী সমস্যা একটা ভাইটাল সমস্যা। এই রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা এটাকে কিভাবে মোকাবিলা করা যায়, এটার সৃষ্টি কিভাবে হল, কোন রাজনৈতিক দল এর পেছনে মদত জুগিয়ে যাচ্ছে, এই সমস্তত জিনিস এই রাজ্যের মানুষের জানা দরকার। কারণ এই রাজ্যের মানুষ অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। আমরা বামফ্রন্ট সরকারের দিকে আঙ্গুল তুলছি, বামফ্রন্ট সরকার অপজিশানের দিকে আঙ্গুল তুলছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বিভ্রান্ত। তাই এই বিভ্রান্ত থেকে কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে আমি অনুরোধ করব মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মূখ্যমন্ত্রীর কাছে যে, যদি উনার সৎ সাহস থাকে তাহলে সুপ্রিম কোর্টের যে কোন বিচারপতিকে দিয়ে এটা তদন্ত কমিশন গঠন করুন, দেখা যাক এই উগ্রপন্থীদের পেছনে কোন রাজনৈতিক দলেব মদত আছে? সেই সাহস আপনার আছে কি? যদি থেকে থাকে তাহলে আজকে হাউসে আপনার বক্তব্যেব মধ্যে আপনি বলবেন। যখন রাজনৈতিক নির্বাচন আসে যেন ১৯৯০ সালে এ. ডি. সি. নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে ঐ মেলারমাঠ পার্টি অফিসে বসে নৃপেন চক্রবর্তী, দশরথ বাবুরা বলেছিলেন ট্রাইবেলদের কন্সলিডেট করতে হবে।

যে অ্যাবনরমেলি ট্রাইবেলদের গ্রোথ রেইট ২৩ শতাংশে এসে গেছে। তার পরও এ. ডি. সি'র নির্বাচনকে সামনে রেখে বলেছিলেন। তারপর ৯১ এর সেনসাসে দেখা গেছে ট্রাইবেলদের যে গ্রোথ রেইট সেটা অনেক বেশি। কাজেই এই যে ট্রাইবেল যুবকদের মিসলেড করা, বিভ্রান্ত করা, প্ররোচনা করা, অ্যানটি ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া এটা বামফ্রন্ট করেছে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** স্যার, ভি. এল. ভোরা আমলে ২০০০-২০০১ ইং সনের কিছুটা অ্যাক্সট্রিমিষ্ট কমবেট হয়েছিল। যদিও স্ট্যেটিস্টিক্স টানি তাহলে দেখা যায় ভি. এল. ভোরার সময় আইনশৃঙ্খলার কিছুটা উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু বামফ্রন্টের চক্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভি. এল. ভোরা রাজ্য থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এখন একজন অথর্ব, দুর্বল একজর ডাইরেক্টার জেনারেল অব পুলিশ বসিয়ে রেখেছেন।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য আপনাকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে। বসুন। আর বললে আমি অ্যাক্সপানজ করে দেব।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** স্যার, এস. এল. সি. সি'র চেয়ারম্যান হচ্ছে চীফ সেক্রেটারি। আপনি জানেন, হি স্যুড নো

ইট। যে চীফ সেক্রেটারি নাউ-এ-ডেইস হি ইজ বিজি। আমি খবর পেয়েছি ৯টা কম্পিউটার উনার আছে। সরকারের কম্পিউটারগুলি। কোথা থেকে এসেছে? আই. আই. টি ডাইরেক্টার থেকে একটি, হোম ডিপার্টমেন্ট আন্ডার সারান্ডার অ্যাসট্রিমিষ্ট হেড থেকে একটি, আই. সি. এ. টি থেকে ১টি, ডিসট্রিক্ট ব্লাইন্ডনেস ফোরাম থেকে ১টি, স্পোর্টস অথরিটি থেকে ১টি, রাবাব বোর্ড থেকে ১টি, সি. এস. অফিস, এস. এ. ডিপার্টমেন্ট থেকে ১টি, শিপার্ড থেকে ১টি, ডি. জি. পুলিশ ফান্ড থেকে ১টি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য প্লীজ বসুন, আপনি ১০ মিনিটের উপর বক্তব্য রেখেছেন আমি অ্যাকসপানজ করে দেব।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** কাজেই আমি বক্তব্য শেষ করার আগে বলছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খুব প্রব্লেমে আছে। বিরোধী দলনেতা যে সেম্সর মোশান এনেছেন যদি মিনিমাম রেসপনসিবিলিটি থেকে, মিনিমাম নৈতিকতাবোধ থাকে, যদি সব সময় সাদা জামা কাপড় পড়েন, চরিত্রটাও যদি সেইরকম হয়, তাহলে এক মুহূর্তও দেরি না করে উনার পছন্দমত মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী আছেন, মাননীয় কেশব মজুমদার মহোদয় আছেন, অ্যাফিশিয়েন্ট লোক, তাদের হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়ার অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রী মানিক সরকর** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে মোশনটি মুভ করা হয়েছে তার উপর মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং বিরোধী দলের কংগ্রেস বেঞ্চের অপর সদস্য সুদীপ রায় বর্মন মহোদয়দের বক্তব্য আমরা শুনেছি। আমি খুব বেশি সময় নেব না, নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না। এখানে এই মোশানে যে কথাগুলি বলা হয়েছে আমি এই মোশনের মধ্যেই আমার কথা সীমাবদ্ধ রাখব, এই মোশানে বলা হয়েছে ফেলিউর টু অ্যাক্ট হোম মিনিস্টার অব্ ত্রিপুরা, যদিও যজ্ঞেশ্বরনগর এবং মোহরছড়ার ইনসিডেন্ট এই দুইটার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর সাথে এই জাতীয় ঘটনা সেখানে যেখানে ঘটেছে সেগুলিও প্রসঙ্গত এখানে এসেছে। প্রথমেই যজ্ঞেশ্বরনগর এবং মোহনছড়ায় সন্ত্রাসবাদীদের বর্বরোচিত আক্রমণে যারা নিহত হয়েছে তাদের স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। নিহত এবং আহতদের পরিবার পরিজনদের আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমার নিজের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছি এবং সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি। এরই পাশাপাশি যে ব্যর্থতার কথা বলেছেন সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে যে কথাগুলি আমি বলতে চাইছি দায়িত্ব নিয়ে আমরা বলতে পারি ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার অতীতের যে কোন সরকারের চাইতে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবার প্রশ্নে যে সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছি অতীতের কোন সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। এখানে সন্ত্রাসবাদীদের বিষয়টাই বিশেষ করে এসেছে এই বিষয়ের উপরই আমি আমার কথা বলা সীমাবদ্ধ রাখব। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার প্রথমে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে উপদ্রুত যে এলাকা চিহ্নিত হয়েছিল, যেটা নির্ধারিত ছিল ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারে বসে সামগ্রিক রাজ্যের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অনুভব করেছিল যে এই এলাকাটা সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য আর একটু বাড়ানো দরকার। আমরা সিদ্ধান্ত করি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানাই যে, এটাকেআর একটু এক্সটেন্ড করা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রস্তাবে সহমত পোষন করেন।

চতুর্থত ঃ উপদ্রুত এলাকায় থানার সংখ্যা বাড়ানোর। পুলিশ স্টেশন এবং ফুলফ্রেজেড পুলিশ স্টেশনের সংখ্যা বাড়ানোর। আমরা আমাদের আর্থিক সীমাবরদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে যতটুকু সম্ভব সেটা করছি। প্রসঙ্গতঃ শুধু পুলিশ স্টেশন বাড়ানো না, সেখানে থানাগুলিতে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো, পুলিশ অফিসার, মাঝারিস্তরে পুলিশ অফিসার, কনস্টেবলস ইত্যাদির

সংখ্যা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা আমরা করছি। তাছাড়া আগে আমাদের পুলিশের অস্ত্রভান্ডারে সেকেলে ৩০৩ রাইফেলই শুধু ছিল তা দিয়ে তারা কাজ করেছেন। এখন সেই সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র গুলিকে রিপ্লেস করে আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে থানা গুলিকে সজ্জিত করা হয়েছে।

পঞ্চমত ঃ পুলিশের ওয়ারলেস যেটা তারা আগে ব্যবহার করতেন সেটা সেকেলে ধরনের। এখন সে জায়গায় অত্যাধুনিক ওয়ারলেস সিস্টেম চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ষষ্ঠত ঃ আমাদের নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করছি। যেমন, আমরা যখনই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উগ্রপন্থী মোকাবিলা করার জন্য ফোর্স চাই তখনই তারা আমাদের বলেন যে আপনারা আপনাদের নিজেদের শক্তি দিয়েই সেটা মোকাবিলা করার চেষ্টা করুন, কথাটা সত্যি। সেজন্য আমরা আমাদের টি. এস. আর. বাহিনীর আরও নতুন ব্যাটেলিয়ন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। গত পাঁচ বছরে আমরা টি. এস. আর-এর নতুন চারটা ব্যাটেলিয়ন করেছি। অষ্টম ব্যাটেলিয়ন কাজ করছে। নবম ব্যাটেলিয়নের ট্রেনিং শেষ হয়েছে। তাদের আমরা কাজে লাগাব। দশম ব্যাটেলিয়নের ট্রেনিং শুরু হবে। কাজেই শুধু সৈন্য বাড়ালেই চলবে না। আমাদের এখানে সন্ত্রাসবাদীরা গেরিলা কায়দায় লড়াই করছে। এই রকম জায়গায় আমাদের টি. এস. আর. বাহিনীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য চেষ্টা করছি। আমরা এই সেনা বাহিনীর সাহায্য নিচ্ছি। এবং কচুছড়াতে টি. এর. আর-এর বিশেষ ট্রেনিং স্কুল চালু করেছি। এবং এই ট্রেনিং স্কুল সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আগামী দিনে মডেল স্কুল হতে পারে। এই রকম স্কুল চালাবার জন্য একসপার্ট আনার ব্যবস্থা করেছি। একই সাথে আমাদের রাজ্যে কনস্টেবল এবং হোমগার্ডস যারা তাদেরও আভ্যন্তরীন আইন শৃংখলা রক্ষার কাজে স্পেশাল ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করেছি। সম্ভবত অন্য রাজ্যে এই রকম ব্যবস্থা নেই। সব চেয়ে বড় কথা যেটা, দুর্গম এলাকায় যে সমস্ত জায়গাগুলি খালি ছিল, কারণ সন্ত্রাসবাদীদের একটা কৌশল ছিল বড় সড়কের কাছে যেখানে মিশ্র জন বসতি এলাকা আছে সেই জায়গা আক্রমণ করে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেওয়া। এথনিক ক্লেস যাতে সেখানে হয়। ফলে নিরাপত্তা শক্তি যেটা খুব সীমিত-এটাকে ভেতরে পাঠানো যাবে না। এটা প্রধান সড়কের কাছে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর ওরা সীমান্ত এবং প্রধান সড়কের কাছে যে মাঝখানের জায়গাটা সেটা দিয়ে নির্বিবাদে মুভ করতে পারবে। সত্যিই এটা আমাদের একটা সময় দারুণ সমস্যা তৈরি করেছিল। ধীরে ধীরে সবটা মোকাবেলা করার মত অবস্থায় পৌঁছতে না পারলেও গত প্রায় বছর খানেক যাবৎ আমরা ভেতরে দুর্গম এলাকায় প্রায় সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় সীমান্তে অন্য ফোর্স ডেপলয় করার জন্য কতগুলি প্রবলেম আছে। কারণ ওটা দেখার দায়িত্ব বি. এস. এফ-র। ওখানে অন্যদের যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় আর্মি ডেপলয় করা যাবে না। এটা আন্তর্জাতিক বাধা-নিষেধ আছে। এই রকম প্ররিস্থিতিতে হয় সি. আর. পি. এফ বা আমাদের ফোর্স যাবে। সেই জায়গাতে অনাদের পাঠানো খুব কঠিন হচ্ছিল। কারণ, সি আর. পি. এফ বা আদার যে বাহিনীগুলি আমাদের রাজ্যে কাজ করছে তাদের অনেক রকমের চাহিদা। সব চাহিদা আমাদের পক্ষে পূরণ করা কঠিন। সেই জায়গায় আমাদের যে টি. এস. আর আছে আমরা তাদেরকে পাঠানোর চেষ্টা করছি। গত প্রায় বছর খানেক যাবৎ দুর্গম এলাকায় এবং সেগুলি বলব, স্টেটিজিক লোকেশান। যদিও সব স্টেটেজিক লোকেশান আমরা কাভার করতে পারি নি। তবে অধিকাংশ জায়গাতে তাদের আমরা প্লেইস করতে পেরেছি। যে কারণে আমরা দেখেছি, কিছু হাহাকার উঠেছিল। টি. এস. আর. আমাদের এখানে আনা যাবে না। আমি এইগুলি বলে সময় নষ্ট করতে চাইছি না। ওখানে তাদেরকে আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি। তাতে আমাদেরসাফল্য আসতে থাকে। এরই পাশাপাশি আমরা যেটা ঘোষণা করেছি, সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে এই লড়ায়ে নিরাপত্তা কর্মীরা-এটা রাজ্য পুলিশ কর্মী হউক টি. এস. আর. হউক কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হউক যারা সাফল্য দেখাবে তাদেরকেই আমরা স্পেশাল ইনটেনসিভ দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আমাদের রাজ্যের যে সমস্ত

পুলিশ বা টি. এর. আর আছে তারা যখন তাদের কাজে সাফল্য দেখাবে তখন তাদেরকে আউট অব টার্ন প্রমোশন দেওয়ার ব্যবস্থা করব। এবং এতে আমরা লক্ষ্য করেছি ঝুঁকি নেওয়ার যে মানসিকতা সেটা সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রে বেড়েছে। তাই আজ সাফল্য আসছে। প্রত্যাশিত পর্যায়ে না হলেও সাফল্য কিন্তু আসছে। এগুলি আমাদের রাজ্যের নিজস্ব সীমাবদ্ধ সামর্থের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা। পাশাপাশি এস. পি. ও আমাদের নিয়োগ করতে হয়েছে। কি প্রেক্ষাপটে এস. পি. ও আমাদের নিয়োগ করতে হয়েছে? এটা নিয়ে ব্যাখ্যা করে আমি সময় নিতে চাই না। এটাও আমাদের রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত। সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্ত ক্রাইমের সঙ্গে যারা যুক্ত, গরু চোর, চুরি-ডাকাতি এদেরকে মোকাবিলা করতে বি. এস. এফেকে সাহায্য করার জন্য, থানা-পুলিশকে সাহায্য করার জন্য গ্রামরক্ষী বাহিনীর ব্যবস্থা ছিল। সেই গ্রামরক্ষী বাহিনীকেও সাধারণ আইন শৃংখলার পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্ম মোকাবিলার প্রশ্নে কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে-তার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকেও ট্রেনিং দিয়ে খুব উন্নতমানের আগ্নেয়াস্ত্র না হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে যাতে কাজে আসতে পারে এই রকম জায়গায় আমরা তাদেরকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছি। গ্রামের লোকরা গ্রামরক্ষী বাহিনীতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে আসছেন। যদিও তাদের সঙ্গে এস. পি. ও-দের মধ্যে পার্থক্য আছে। এস. পি. ও-দের আমরা টাকা দেই। গ্রামরক্ষীদের আমরা টাকা দিতে পারি না-এই ব্যাপারে কোন প্রভিষশান নেই। আমরা দেই না। এর বাইরে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলি যে বর্ডারটা বন্ধ করতে হবে। এটা আমাদের হাতে না। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একমত। বি. এস. এফ-র সংখ্যা বাড়াতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সঙ্গে একমত। মাননীয় বিরোধী দলনেতা স্বরাষ্টর দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন। কত বাহিনী চান? উনি বলতে পারেন নি। তার পরে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। এই যে হিসাব এখানে দিলেন এই সব বিষয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের জানা আছে। সর্বশেষ যখন আমি কথা বলে ঐ সীমানার যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা মোহরছড়ার ঘটনা এই ঘটনার আগে ভোটের পরে এই ঘটনাগুলির আসে হতাশা থেকে। সন্ত্রাসবাদীরা বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আধাজল খেয়ে নেমেছিল। তাদের যে হতাশা তার থকে বেরিয়ে আসবার জন্য যে আক্রমণগুলো করেছে সাথে সাথে ট্রাইবেল পরিবারগুলো গ্রাম ছাড়া হচ্ছে, খুন হচ্ছে। এবডাকটেড হচ্ছে, নন-ট্রাইবেল এলাকাও এফেকটেড হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যখন আমি কথা বলতে যাই, ভোটের আগে নির্বিঘ্নে ভোট সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত যে বাহিনীটা তারা পাঠিয়ে ছিলেন সেই বাহিনীটার সবটা তুলে নেবেন না, এদের আরও কিছুদিন রাখার ব্যবস্থা করুন। যদি কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ না করতেন পরিষ্কারভাবে বলতেন যে না আমরা দেব না। তা তো বলেন নি। তারা বলবার চেষ্টা করেছেন অন্ধ্রে, ছত্রিশগড়ে, বিহারে, ঝাড়খণ্ডে এবং পার্টলি কর্নাটকে লেফটিস্ট এক্সাস্ট্রামিষ্ট মাথা ছাড়া দিচ্ছে। ওখানে পাঠাবার মত আমাদের হতে আলাদা ফোর্স নেই। আমরা বুঝতে পারছি আপনার ঘটনা কি পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচন মোকাবেলা করছেন। আপনাদের এখানে রাখতে পারলে ভাল হত। কিন্তু আমাদের নিয়ে আসতে হবে আমাদের সহযোগিতা করুন। আমরাতো রাস্তায় ব্যারিকেড করে এদেরকে আটকিয়ে রাখতে পারি না। সরকার যখন সিদ্ধান্ত নেয় তারা তুলে নিয়ে চলে যাবে আমরা প্রতিবাদ করতে পারি। চিঠি যোগাযোগ সমস্ত কিছু আমরা করেছি শেষ পর্যন্ত এতটুকু করা গেছে সবটা তুলে নিয়ে গেছেন। এমনকি ভোটের আগে যে অতিরিক্ত বাহিনী দিয়েছিলেন তার আগে থেকে যে আমাদের এখানে সি. আর. পি এফ কাজ করছে ১৪ ব্যাটেলিয়ন তার থেকেও ২ ব্যাটেলিয়ন তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেটাকে আমরা এখন পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে পেরেছি। বি. এস. এফের বড় অংশটা তুলে নিয়ে গেছেন। এটা ৯ ব্যাটেলিয়নে চলে এসছিল। আমাদের চাপে পড়ে আরও ২ ব্যাটেলিয়ন দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ১ ব্যটেলিয়ন রাজ্যে পৌঁছে গেছে আর এক ব্যাটেলিয়ন আসবে। যে ব্যাটেলিয়ন এসছে তাদের এখন ট্রেনিং চলছে। এবং আমার কথা না এখানে যিনি বি. এস. এফের. আই জি-র দায়িত্ব

নিয়েছেন, তার আগে যিনি আই. জি-র দায়িত্বে ছিলেন। যারা দায়িত্বকালীন সময়ে ভোট সম্পন্ন হয় তিনি এখন দিল্লিতে চলে গেছেন। আর কিছু দিন পর তিনি চাকুরি থেকে অব্যাহতি নেবেন। তিনি বি. এস. এফ. অফিসারদের মধ্যে মোস্ট সিনিয়র অফিসার। আমাদের বর্ডার ম্যানেজমেন্টের জন্য শুধু ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত না ভারতবর্ষের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যে সীমানা আছে সেই সীমানা নিয়ন্ত্রণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তার জন্য আমেরিকাতে, ইউ. এস-এ কেন্দ্রীয় সরকারের একটা টিম পাঠিয়েছিলেন। সেই টিমে বি. এস. এফ-র প্রথম সারির নেতৃত্বে ছিলেন তার মধ্যে আমাদের রাজ্যের ঐ যে আই. জি. তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। এবং ত্রিপুরা বাংলাদেশ বর্ডারের জন্য একটা স্পেশাল প্রজেক্ট ভারতের কয়েকটি বর্ডারের জন্য তারা সেখানে সুপারিশ করেছেন। তার মধ্যে ত্রিপুরা বাংলাদেশ বর্ডারের একটা স্পেশাল প্রজেক্ট তিনি সেখানে প্রস্তাব করেন। সেই ভদ্রলোক যখন চলে যাবেন চাওয়ার আগে শেষবারের মত আমার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাস করেছিলাম আপনি তো চলে যাচ্ছেন, আমাদের থাকতে হবে আপনি বিরাট অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করেছে, কিছু দিন পর অবসর নেবেন। আপনার কি অভিমত আমাদের রাজ্যের ব্যাপারে ? তিনি নিঃসংকোচে বলেছেন এই বর্ডার-এর জন্য মিনিমাম ২২ ব্যাটেলিয়ন বি. এস. এফ. লাগবে। এবং যদি অতিদ্রুত এই জায়গায় আমরা এই বি. এস. এফের সংখ্যা বাড়াতে না পারি তাহলে আগামী পাঁচ সাঁত বছর পর পরিস্থিতিটা নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে চলে যাবে। ২০ ব্যাটেলিয়ন দিলেও লাভ হবে না। আমি বললাম এই কথা আমাকে বললে লাভ হবে না। আপনিতো হেড কোয়ার্টার যাচ্ছে, আপনি কি সেখানে গিয়ে বলবেন ? অলরেডি তিনি বলেছেন আই হেভ রিকমনডেড ইট এবং তিনি বলেন আমি যখন ওখানে ফিরে যাব আমি এটার পক্ষেই কথা বলার চেষ্টা করব। আমার ধারণা এই যে ৯ থেকে ২ ব্যাটেলিয়ন বাড়ল আমি জানি না তবে আমার ধারণা সম্ভবত এই তৎকালীন সময় আমাদের রাজ্যে যিনি আই. জি ছিলেন তিনি এখন অপারেশনের দায়িত্বে আছেন ডেপ্লয়মেন্টে। সম্ভবত, সেখানে তাঁর বদান্যতা আমাদের খানিকটা সাহায্য হয়েছে, না হলে এটাও বোধহয় এই মুহূর্তে আমরা পেতাম না। এবং এই যে সমস্যাগুলো আমরা বলেছি হোম মিনিস্টার কাছে, যে বাংলাদেশের ক্যাম্পগুলি বন্ধ করুন, বাংলাদেশ সরকারকে বলুন। আমাদের এখানে বাংলাদেশ-এর মন্ত্রী এসে বলেছেন যে আমাদের নাকি হেলিকপ্টারে করে ঘুড়িয়ে তারা দেখিয়ে দেবেন বাংলাদেশে কোন জায়গায় ক্যাম্প নেই। তো আমাকে যখন জিজ্ঞাস করছে তখন আমি বললাম যে আমাকে নেওয়ার দরকার কি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং হোম মিনিস্টারকে নিয়ে গেলেই হয়, তারা দেখে আসুক। এখন তো আমরা তথ্য দিচ্ছি না, হোম মিনিস্ট্রী তথ্য দিচ্ছে। আমরা দিয়েছি ৫১টা ক্যাম্প আর হোম মিনিস্ট্রী প্রথম দিয়েছে ৯৫টা ক্যাম্প আর এখন দিচ্ছেন ১০৫টি ক্যাম্প আছে। এই সবগুলো ত্রিপুরার না। সেখানে নাগাল্যান্ড, আসাম, মণিপুর, মেঘালয় এই সব জায়গারও সেখানে ক্যাম্প আছে। ঐ সবগুলোতো টাইগারফোর্স এবং এন. এল. এফ. টি র ক্যাম্প না, অন্যান্যরাও আছে। বি. এন. সি. টি র ক্যাম্প বাংলাদেশে আছে। এই রিপোর্ট আমাদেরকাছে এখনও নেই। কিন্তু বাকি তিনটা আছে। সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি ভারত সরকারের তরফ থেকে গত তিন বছর ধীরে ধীরে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই যে ঘটনা ঘটল সিমনা সংলগ্ন গ্রামটিতে, আমি সেই জায়গায় গিয়েছি। সেখানে মূল ঘটনাটা হয়েছে সেখান থেকে আট কিমি দূরে বি. এস. এফ-এর ক্যাম্প আছে তারপর হচ্ছে বর্ডার। সেই বর্ডারের কিছু দূরে গিয়ে একটা বি. ডি. আর এর ক্যাম্প। তার পর চা'র বাগান আছে, ছনের বাগান আছে, জঙ্গল আছে। সেই বি. ডি. আর এর ছি দূরে গিয়েই সাতছড়ি চা বাগানে এ. টি. টি. এফ-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্রাঞ্জিট ক্যাম্প আছে। আমি তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম তাহলে এই ব্যাপারে আপনারা কি করছেন ? তারা বলছেন যে যখনই আমরা তাদের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিনিটং করছি তখনেই তাদেরকে বলছি। ঐ জায়গায়, ঐ পারের ক্যাম্পে গিয়ে পুলিশ কি করবে, বি. এস. এফ কি করবে, আসাম রাইফেল্ল কি করবে, সি. আর. পি. এফ কি করবে ?

এটা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আবার দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আমাদের বন্দুত্বের সম্পর্ক আছে। চট করে তো সবকিছু করা যায় না। এমনিতে ভারতের চারি দিকে যে সমস্ত রাষ্ট্র আছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক খুব একটা ভাল না। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ। শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক খুব একটা ভাল না। নেপালের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব একটা ভাল না তিক্ত মধুর না। আর এদিকে বাংলদেশে আর অপর দিকে ছোট একটা রাষ্ট্র মায়ানমার এই যে চারি দিকে যে পরিস্থিতি সেখানে আমরা বন্ধু বাড়াব না শত্রু বাড়াব। কাজেই বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হবে। সুতরা ভারত সরকারের কাছে এটা একটা সমস্যা। তবুও বলছি ভারত সরকারের কাছে যে তাদের মাটি ব্যবহার করে আমাদের রাজ্যে রক্তের হুলি খেলছে। এটা কত দিন দেওয়া যায়? কাজেই ভারত সরকারের তরফ থেকে তাদের চাপ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরাই বলেছি ক্যাম্পগুলো ভাঙ্গতে বলুন, আমরা যে লিস্ট দিয়েছি এই লিস্ট গুলো ভ্যারিফাই করুন। এদের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদেরকে ভারত সরকারের হাতে তুলে দিতে বলুন। বর্ডার ফেন্সিং এর ব্যবস্থা করুন। ফেন্সিং-এর ব্যপারে ত্রিপুরা বামফ্রন্ট ১৯৭৮ ইং সাল থেকে বলছে। আর্মির লোকরা এক সময় এর বিরোধীতা করেছে যে বার বার ফেন্সিং দেওয়া মানে টাকার অপচয়। এখন সেই আর্মির লোকেরা এখন বলছে যে না এটা করতে হবে। বি. এস. এফের লোকরা বলছে যে না এটা করতে হবে। তাহলে রাজ্য সরকার হিসাবে আমাদের যা যা করা সেই কাজগুলি আমরা করছি। যে গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে করা যেটা আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে সেইগুলি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে নিচ্ছি। শুধু আজকে নয়, আমি সব সময় বলে এসেছি যে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সব জাগাতেই বলছি- দিল্লির প্রেস কনফারেন্সে বলছি, আগরতলা প্রেস কনফারেন্স বলছি সব জায়গাতে আমরা বলে এসেছি। তৃতীয় যেটা- উপজাতি দরদী দেখিয়ে যে সমস্ত কান্ড কারখানা করছে, আমরা তাদেরকে বলি উপজাতি উন্নয়নের কিছু করতে হবে আমাদেরকে চার্ট অব ডিমান্ড দাও। স্বাধীন ত্রিপুরা, স্বাধীন উত্তর পূর্বাঞ্চল বলে যারা স্লোগান দিচ্ছেন এটা নিয়ে কথা বলুন আমাদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে কোন আপত্তি থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলুন। স্বাধীন ত্রিপুরা স্লোগান দেওয়া মানে স্বাধীন ত্রিপুরা হলে পরে সেখানে একটা কিছু আছে যে আমরা এই করব। আমরা বামফ্রন্টরা যেমন বলি সমাজতন্ত্র করতে চাই। যদি সেখানে কেউ প্রশ্ন করে আমরা বলব যদি সমাজতন্ত্র হয় তাহলে আমরা এই এই করব। সেখানে একটা পরিকল্পনা আছে। এই কারণেই আমি বলছি যদি স্বাধীন ত্রিপুরায় লক্ষ্য হয় তাহলে কি করবেন স্বাধীন ত্রিপুরার পর। আপনারা সেই পরিকল্পনা নিয়ে আসুন। মানুষ খুন করা, অপহরণ করা, উন্নয়নের টাকা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাওয়া, বাড়ি-ঘরে আগুন দেওয়া, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে হস্তক্ষেপ করা, দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করা, দেশদ্রোহীর ভূমিকা নেওয়া এর সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোথায়? এই জায়গায় আমরা বামফ্রন্ট সরকার, বামফ্রন্ট এদের বিরুদ্ধে আইডলজিকেল ক্যাম্পইন করছি, পলিটিকেল ক্যাম্পেইন করছি। আর কেউ করছে না। নো আদার ফোর্স পলিটিক্যাল পার্টি ওয়াকিং ইন ত্রিপুরা, কেউ করছে না। এদের বিরুদ্ধে কথা বলছে না। চতুর্থ হচ্ছে-যেটা আমরা করছি সেটা হচ্ছে ডেভলাপমেন্ট। ইয়েস, ট্রাইবেল অংশের মানুষ যে এলাকায় বসবাস করছেন সেই এলাকার অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে অনেক পেছনে, একটা হতাশা তৈরি করেছে, তার থেকে বিক্ষোভের জন্ম নিয়েছে। সেই বিক্ষোভ থেকে যারা হাতে অস্ত্র নিয়েছেন তারা ভুল পথে গেছেন। আমি এখনো বলব তারা ভুল পথে গেছেন। তাদের নেতৃত্বের ছোট একটা অংশকে বাদ দিলে পরে বড় অংশ মিসলেড হচ্ছে, জঙ্গলে ঘুরছেন, মানুষ ধরছেন, মানুষ খুন করছেন, অর্থ সংগ্রহ করছেন এবং নেতাদের চট্টগ্রামে আর ঢাকাতে পাঁচতারা হোটেলের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সেই রকম সুযোগ সুবিধা নিয়ে জীবন যাত্রা করতে পারেন এই রকম ব্যবস্থায় তারা দিন যাপন করছেন। বিয়ে করেছেন, বিয়ে করা লোকদের পরিবারের থাকার জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে, গাড়ি আছে ঘোড়া আছে, ব্যাঙ্ককে টাকা আছে, বছরে এক বার

দু'বার বাইরে বেরোতে যান মিটিং করার জন্য। ঐ আমাদের বন্ধু বিজয়বাবু যেমন বক্তৃতা করতে গেছেন জেনেভায়, এই রকম উরাও বক্তৃতা করতে যান। হয়তো তাদের সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে। হয় কি না আমি জানি না। এই রকম ভাবে তারা যান। টাকা যাচ্ছে এখানের মানুষের পকেট থেকে, আর সংগ্রহ করছেন ঐ জুমিয়া ঘরের ছেলেরা, যাদের মা কি ভাবে আছে, বাবা কি ভাবে আছে, সেই খবর এরা রাখে না। মরলে পর্যন্ত এরা বাড়িতে খবর পর্যন্ত দেয় না। এই হচ্ছে ঘটনা। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এই জায়গাটায় উন্নয়নের কাজ করার চেষ্টা করছি। রাস্তা ঘাট, জল, কল বিদ্যুৎ, স্কুল এই গুলি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এখানে তো আমাদের তরুণ বন্ধু আছেন, টাকারজলা, জম্পুইজলা ; থেকে এখানে এসেছেন। ঐ এলাকায় কাজ করা যায় ? ব্লকটা কাজ করতে পারে ? আমি সেখানে দু'বার গিয়েছিলাম যে চেয়ারপার্সনরা কথা বলার চেষ্টা করেছেন মিটিং-এ দেওয়ার কিল। তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে। কাজেই এই জায়গায় শ্মশান করে ফেলেছে। গাড়ি নিয়ে যাওয়া যেতনা। আমি যখন প্রথম পার্টি সংগঠনের দায়িত্ব পালন করি, এই সদর যখন ভাগ হয় নি, আমি সদর পার্টির সেক্রেটারি ছিলাম। ওখানকার লোক্যাল কমিটি মিট, করতে যেতাম জীপ গাড়ি, দাঁড় করিয়ে রেখে পেসেঞ্জারদের নেমিয়ে ঐ ধুবরিদের সরিয়ে ঐ ড্রাইভারকে বলা হত তো নাও উই গো। সেই জায়গাটার পরিবর্তন করে যেখানটায় আনা হয়েছিল, আজকে কি হয়েছে, কি আছে? সেখানে শ্মশান হয়ে গেছে। অফিসাররা থাকতে চায় না কর্মচারীরা থাকতে চায় না, আর তো দৃষ্টান্ত দেওয়ার দরকার নাই। আমি শুনছিলাম আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার এ. ডি. সি-র ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলছিলেন স্কুলগুলি বন্ধ কেন ? কাদের ক্ষতি হচ্ছে ? ট্রাইবেল ছেলে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। জেনারেশান গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে। একজন মেম্বার বোধহয় বলছিলেন সিনিয়ার বেসিক-তো হচ্ছে, আরে হবে তো। প্রশ্নটা প্রাইমারি না, প্রশ্নটা সিনিয়ার বেসিক না, প্রশ্নটা মাধ্যমিক, প্রশ্নটা কলেজ। ক্ষতি কার হচ্ছে ? ট্রাইবেলদের কথা বলছেন, ট্রাইবেলদের সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই জায়গা দাঁড়িয়ে আমরা বলছি উন্নয়নের কাজ ঝুঁকি নিয়ে করতে হবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার মধ্যে এটা আছে যে আমরা এই রকম জায়গায় যেখানে প্রশাসন নিয়ে পৌঁছতে পারছি না তারা মানুষ, আমাদের ভোটের অধিকার আছে, তারা ভোট দিয়েছেন, তারা সরকার তৈরি করেছেন। তারা হয় আপনাদের ভোট দিয়েছেন, না হয় তাদের ভোট দিয়েছেন, সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সব মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। তাদের ডোর স্টেপে এডমিনিস্ট্রান নিয়ে যেতে হবে, আমরা পারছি না। সেই জায়গায় দুর্গম এলাকা থেকে যারা আসতে চান তাদেরকে নেশান্যাল হাইওয়ে বা স্টেট যে হাইওয়ে আছে তার পাশে তাদের জন্য ক্লাস্টার ভিলেজ করার জন্য আমরা চিন্তা করছি। ভেরি রিসেন্টি ইউ হেব টেইক ডিসিশান। ইউ হেড ফর্মড এ কমিটি আন্ডার দি চেয়ারম্যানশীপ অব আওতার চীফ সেক্রেটারি। ফরেস্ট ডিপাটমেন্টকে আমরা নোডাল ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দিয়েছি। কেন্দ্রীয় ফরেস্ট দপ্তরের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, তারা আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করছেন। কাজেই এই জায়গায় দাড়িয়ে এখানে বলছেন এক করতে ফেল করেছি তাহলে কিভাবে এ্যড করতে হবে, তাহলে কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কাঁধে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে যেতে হবে, আমি তো বুঝতে পারছি না। আইডুলজিক্যালি, পলিটিক্যালি এডমিনিসট্রেভিলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে নেওয়া পিপুলকে মোভালাইজ করা সব প্রশ্নেই তো আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমি এই জায়গায় যেটা বলব বিস্মিত হয়েছেন মাননীয় বিরোধী দলনেতা আমরা ফেইল করেছি এই কথা বলে যেখানে সারপ্রাইস আমি না ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সারপ্রাইস যে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে এতগুলি লোক মারা গেল এই রিজিউলেশানের একটা জায়গাও একটা শব্দ নেই সন্ত্রাসবাদীদের নিন্দার একটি শব্দ নেই এবং বর্ক্তৃতাতেও কোন শব্দ নাই দুইজনের বর্ক্তৃতা আমরা শুনলাম। এই এক অদ্ভুত ঘটনা, কাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন প্লিস লিসেন উয়ীথ পেশান্টস উয়ী ডিড নট থ্রেট এনি ট্রাইবল ওয়াই বোথ অব ইউ আর ডেলিবারিং

স্পীচ। প্লিস প্লিস লিসেন উয়ীথ পেইসান্টস ডোনট বি মিলেড। এই জায়গায় দাড়িয়ে আমরা যেটা দেখেছি কি ব্যাপার কত ভোটে কার সঙ্গে এলাইন্সে হয়েছিল সি. পি. এম-এর সঙ্গে বামফ্রন্টের সঙ্গে আই. এন. পি. টি, আই. এন. পি. টি'র সঙ্গে এন. এল. এফ. টির টাইগার ফোর্স তিনটা ভাগে ভাগ হয়েছিল। একটা ব্যাপার ভোটের ব্যাপারে রিলাকটান্ট, একটা ভাগ ভোট বয়কট করার জন্য, আর একটা ভাগ টাকা নিয়ে চার কনস্টিটিউন্সিতে কাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল। এই গুলি বললে তো কত সময় নেবে সময় তো বেশী নাই। আরও তো আলোচনা হবে আমি যেতে চাইছি না। তথ্য আছে তো, তথ্য এবং মাঠের যে অভিজ্ঞতা তা কথা বলে এখানে চিৎকার করলে কোন লাভ হবে না।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** উনার কাছে কি তথ্য আছে উনি কি অ্যাকশন নিয়েছেন আর যাদের বিরুদ্ধে তথ্য কালেকশান করেছেন কি এ্যাকশান উনি নিয়েছেন? এইগুলি উনার বক্তব্যে স্পেসিফাই করুন। তাই তো আমবা বলছি।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ভাটের আগে এন. এল. এফ. টি কোথায় কোথায় মিটিং করেছে বন্দুক নিয়ে গ্রামের মানুষকে মুভেলাইজ করেছে কাকে ভোট দিতে হবে বলেছে, কাকে ভোট দেওয়া যাবে না বলছে সব তথ্য আমাদের কাছে আছে চাইলে আমি দিয়ে দেব। কেন কমিশনে যাব। এই জায়গায় এখন সমস্যা এখন তার ধৈয্য ধরতে পারছেন না, দয়া করে ধৈয্য ধরতে হবে না হলে তো আমাকে ভুলতে হবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি আর বেশি প্রলম্বিত করতে চাইছি না। এই যে এ ডি সি'র কর্মকর্তা পরিবর্তন হচ্ছে তার চিঠি কার কাছে এই লিফলেট টি কার? কারোর কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ কিন্তু আমরা এখন দেখি নি। তার পরেও বলতে হবে কোন দলের সাথে কার এলাইন্স। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই সমস্ত কথাবার্তা এখানে বলে হতাশা ডাকবার চেষ্টা করছেন এবং একাংশর মানুষকে সবাই যেহেতু পারবে না পারনে নি বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। কর্মীদের মনোবল একটা ডিটারমাইন ক্যাম্পেইন ছিল আপনাদের, যে আসছি ৮৮ সালে একটা ছোট টি. এন. ভি-র সাহায্য নিয়ে এসেছি এবার বড় এন. এল. এফটির সাহায্য নিয়ে আমরা আসব। কারণ ২০০০ সাল বন্দুকের নলের মুখে এ ডি. সি. দখলে এসেছে কারণ এবার কোন প্রশ্ন নেই। হিসাব হয়েগিয়েছিল গাড়ি ড্রাইভার অফিসে কোথায় বসবে। আগে মাননীয় সদস্য তো বাজেটের বক্তৃতা দিয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে এই বাজেট নাকি তাদেরই উপস্থিত করার কথা ছিল, এটা গোলমাল হয়ে গেছে। উনি খোলা মনে বলেছেন এই জন্য তাঁকে আমি সাধুবাদ জানাব। আমি তার জন্য তাঁকে কোন অপরাধী করছি না। ঘটনা তো এই রকমই। সহ্য কি ভাবে করবেন আমরা এখানে বলি আমি, এটা সহ্য হচ্ছে না। কাজেই এই জায়গায় দাড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সেন্সার আপনাদের করে দিয়েছে আপনারা এখন সেন্সার আমাদেরচেষ্টা করবেন ইউ হ্যাভ বিন সেন্সারড অলরেডি। নেশন্যাল লেভেলে সারা দেশে আপনারা সেন্সাবড হয়েছেন আপনাদের নেতৃত্ব কথা বলতে পারেন না, আপনাদের নেতারা স্বীকার করেছে ভুল হয়েছে এই এলাইন্স আন হোলি এলাইন্স, স্টেটম্যান্ট কে করেছে আমরা করছি? উনি নাই এখন চলে গেছে। আপনাদের দলের লোক স্টেইটমেন্ট করেছেন এই এলাইন্সের বিরুদ্ধে আমি তো করে নি। কাজই এই সমস্ত কথা বলে কাদরেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন মাননীয় সদস্যরা, এই করে দলের কিছু লোককে তাজা করতে পারবেন সাধারণকে পারবেন না। কারণ আপনাদের দল আই এন পি. টি. ভাঙ্গছে দলে দলে মানুষ আসছে, আমাদের দরজা জানালা আমরা খুলেদিয়েছি মানুষ ভুল বুঝতে পারছে এটাই পদ্ধতি। আপনাদেরও বলব ভুল বুঝার চেষ্টা করুন, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করুন। আমাদের যদি কোথাও ভুল থেকে তাকে আমাদের বলুন উয়ী স্টেন্ড ফর কারেকশান। এখানে লক্ষ্য করছি আমাদের চীফ সেক্রেটারি এবং ডি. জি. কে আক্রমণের চেষ্টা করছে এটা পুরানো পদ্ধতি ছিল মাঝখানে বন্ধ হয়েছিল এখন আবার শুরু হয়েছে। টি. এস. আর কে আক্রমণ করে তো হতম্বব করার চেষ্টা করেছে এখন আমাদের এস পি ও-দের আক্রমণ করে হতদম করার চেষ্টা করেছেন এবং ডিমোলাইজ করার চেষ্টা করেছেন ভোটের সময় তো এস. পি. ও'রা কাজ

করেনি, টি. এস. আর নির্দিষ্টভাবে কিছু ব্যাটেলিয়ান কাজ করেনি কত অফিসারের বিরুদ্ধে কত কথাবার্তা। ইলেকশন কমিশন তাদের অবস্থান থেকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আমরা লক্ষ্য করছি কংগ্রেস ভবন থেকে বগল বাজাচ্ছে এবং প্রেস ট্রিটমেন্ট করে বলছে নির্বাচন কমিশনকে সাধুবাদ জানাই দু'হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছি হলটা কি। এখনও কি বলবেন রিগিং করে বামফ্রন্ট সরকারে এসেছে। এটা বলতে পারছেন না তো এই যে ঘটনাগুলি কিপ্রমাণ হচ্ছে পিপল আর ইন ফেবার অব পিস। এই সাফল্য শুধু বামফ্রন্ট সরকারের বলছি না। নির্দিষ্ট কোন দলের না। শান্তির পক্ষে সম্প্রীতির পক্ষে, সংহতির পক্ষে, উন্নয়নের পক্ষেই মানুষ, রক্ত ঝড়ানো না, খুনাখুনি না, কিডনাপিং না, উন্নয়নের কাজ বিঘ্নিত করা না এবং এই স্লোগানগুলি নিয়ে বামফ্রন্ট মানুষের কাছে গেছে, আর এই আনহোলি এলাইন্স সম্পর্কে মানুষকে এলার্ড করার চেষ্টা করেছিল। আমরা দেখেছি ব্রডলি মানুষ বামফ্রন্টের পক্ষে এসেছে। এই কারণেই সাফল্য বামফ্রন্টের। কারণ দে প্লেইড.বিডিং রোল। সমস্ত ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে সবটা নির্ভয় হয় নি। প্রায় দুই ভাগ ভোট বামফ্রন্টের বেড়েছে ১.৮৫ টাকারজলায় তো ভোটই দিতে পারল না আমাদের লোকরা। লোকসভা নির্বাচনে যেখানে আমরা ৫২ পারসেন্ট ভোট পাই, বিধানসভা নির্বাচনে গিয়ে আমরা ১৭ পারসেন্ট ভোট পাই। ভোটাররা সব উড়ে গেল নাকি? এখানে তো আছেন পুরানো নেতৃত্ব টি ইউ. জি. এস এর পুরখাওয়া তাদেরকে যদি আমি সবিনয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের চেতনা বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষের রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক চেতনা যে স্তব যে জায়গায় তাদের চেতনা কি করপুরের মত এরা উড়ে যায়, ঘটনা তো তা না। আপনাদের অভিজ্ঞতায় কি বলে আপনারা পুরানো টি. ইউ জি. এস এর লোক যারা আই. এন. পি টিতে ঢুকে ছিলেন নিজেদের জয়কে নিশ্চিত করার জন্য আপনাদের যে খানিকটা ভিত্তি আছে এটা ধরে রাখতে পেরেছেন। নতুন যারা উড়ে এসে জুড়ে বসবার চেষ্টা করেছিল তাদেরকে কিন্তু আপনাদের সমর্থকরা সমর্থন করে নি। আজকে ট্রাইবেল এলাকাতেও বন্দুকের নলের নিচে মাথা রেখে গিয়ে ভোট দিয়েও যেখানে ঘোষণা করেছিল ২০টিই হয়ে যাবে আর সমতলে ১১-১২টা হয়ে গেলে হয়ে যাবে। সেখানে যা ঘটনা ঘটল তা থেকেও কি সম্বিত ফিরছে না? কি করে এখানে আপনারা এদের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কোন বক্তৃতা না রেখে তাদেরকে কোণঠাসা না করে তাদের বিরুদ্ধে আরও কি ব্যবস্থা নেওয়াযায় সেটা না করে তাদের বিরুদ্ধে শত অসুবিধার মধ্যে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এবং যে দলের লোকরা সবচেয়ে বেশি রক্ত ঝড়াচ্ছে, জীবনে দিচ্ছে তাদের নেতৃত্বেই সরকারটা চলছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে দৃষ্টান্ত, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দৃষ্টান্ত, সেই সরকারটাকে আক্রমণ করছেন, তার মানেটাকে ঘুরিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করছেন, তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন, তদের মনোবলে শক্তি যোগাবার চেষ্টা করছেন। আর এদের বিরুদ্ধে যারা লড়ছে নিরাপত্তাকর্মী থেকে আরম্ভ করে সবাই তাদেরকে ডিমরালাইজ করার চেষ্টা করছেন। চীফ সেক্রেটারি এখানে ২০ না ২২ টা ল্যাপটপ হবে কোথা থেকে এখানে আষাঢ়ের গল্প শুরু করেছেন এই সমস্তগুলির জন্য মাননীয় ডেপুটি স্পীকার বলব যে যদি তাই হয় এখানে প্লেইস করবেন, কোথা থেকে বলছেন এই সমস্ত কথাবার্তা। আমরা প্রথমে লক্ষ্য করেছি যেটা এস. এন. সি. সি আছে এই এস. এন. সি.সি আমি তৈরি করি নি ওটা তো ৩য় লেফ্‌ট ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের সময় তৈরি হয়েছে। আমরা জিজ্ঞেস করেছি হোম সেক্রেটারীকে, কমল পান্ডে যিনি এখন এক নম্বর আই. এস. অফিসার ভারতবর্ষের মধ্যে। তিনি এখন কেবিনেট সচিব, তিনি হোমের সেক্রেটারি ছিলেন, তিনি ত্রিপুরায় এসে ছিলেন। উনার সঙ্গে যখন আমার যখন কথা হল তখন আমি জিজ্ঞেস করেছি আপনি কি মনে করেন জয়েন্ট কমান্ড করার দরকার আছে? আপনি কি মনে করেন এস. এল. সি. সি পরিবর্তন করার দরকার আছে? বলল না ডোন্ট ফিল সো। আর্মিকেও আমি জিজ্ঞেস করেছি আপনারা কি মনে করেন জয়েন্ট কমান্ড করার দরকার আছে? বলছেন না জয়েন্ট কমান্ড করার দরকার নেই। আমাদেরতো এস. এল. সি. সি কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে না। চিফ সেক্রেটারি কি যুদ্ধ

করতে যাবেন নাকি এসেলসিসিতে তো উনি চেয়ার করেন। কারণ হিজ ওয়ান অব দি লিডিং অফিসারর্স অব দি এডমিনিসস্ট্রেশান সে কো-অর্ডিনেট করে সবটাকে এবং তিনি হোম সেক্রেটারি কাজেই তাকে সেখানে থাকতে হয়, এটা তো ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টার মডেল, এটাতো আমাদের মডেল না। তাহলে জয়েন্ট কমান্ড তো আসামে আছে, আসামে তো কংগ্রেসই সরকার চালাচ্ছে কি হচ্ছে ওখানে। জয়েন্ট কমান্ড তো নাগাল্যান্ড ছিল জামীর তো সেদিন গেছেন কি হচ্ছে ওখানে? এখন মণিপুরে কি হচ্ছে মাননীয় সদস্যদের পত্রিকায় তাকিয়ে থুথু ফেললে তো আপনাদের নিজের গায়ে পরবে এই গুলি আমি বলতে চাইছি না আসামে কি হচ্ছে এখন কাশ্মীরে কি হচ্ছে। সরকার তো আপনারা চালাচ্ছেন মিলেমিশে মানুষ খুন হচ্ছে, আমি কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ যে খুন হচ্ছে এটার ডিফেন্স নেওয়ার জন্য ঐ খুনের হিসাব আমি দিতে চাইছি না মানুষ তো ভারতীয়। ওখানে কি হচ্ছে ওখানে আপনাদের দল কোয়ালিশন থেকে বেড়িয়ে আসছে না কেন? আমরা কিন্তু বেড়িয়ে আসার কথা বলছি না। আমাদেরকে বরং অনুরোধ করছে যে সেখানে আমাদের দুই জন জিতেছেন উনার ওখানে মন্ত্রী হওয়ার জন্য হাত জোর করে বলেছি বাইরে থেকে আমরা সাহায্য করব। মুফতি মহম্মদ সঈদ তো হোম মিনিস্টার সামনে ক্ষোভই প্রকাশ করলেন আমি বললাম না আমাদের নীতিগত অবস্থান থেকে পারছি না বাইরে থেকে আমরা সমস্ত দিক থেকে সাহায্য করব।

কাজেই, এই সমস্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে যে সমস্ত কথাবার্তা বলছেন মাননীয় সদস্যরা এটা আসলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। গঠনমূলক দৃষ্টি নিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এর বিরুদ্ধে আসুন সবাই মিলে আমরা একসাথে দাঁড়াই। সব তথ্য কি আমরা সরকারকে বলব নিজের উপর আরোপ করুন না আপত্তি নেই তো। কাজেই আমি অনুরোধ করব প্রস্তাব প্রত্যাহার করার জন্য আমি বলব না, এটা হাউস বলবে, আমি বলব না, আমি অনুরোধ করব এক সাথে মিলে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দারাবার জন্য চেষ্টা করুন। এই কয়েকটি কথা বলে আমি আমার কথা শেষ করছি এবং এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি।-ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ-** এখানে রুল ৯৯ অনুসারে প্রস্তাবটা আনা হয়েছে। এটা ভোটাভোটির যোগ্য। এটা ভোট না হলে সেনশার মোশান টা এক্সসেকটেড মনে হয় না।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ সেন্সার মোশানটির আলোচনা শেষ হয়েছে এখন আমি ইহা ভোটে দিচ্ছি।

**শ্রী রতন লাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** স্যার, আমি বলছি রাইট টু রিপ্লাই রয়েছে।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** সেন্সার মোশানে রাইট টুন রিপ্লাই নেই।

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** স্যার, মোশান কত ধরনের মোট তিন ধরনের।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** সাবস্টেন্স মোশান, সাবস্টিটিউট মোশান এইগুলি আলাদা জিনিস। সেনসার মোশানে দেয়ার ইজ নো সাচ প্রোভিশান রাইট টু রিপ্লাই।

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** আমার কথা হলো তিন ধরনের মোশান আছে। আর সাবস্টিটিউট মোশানের মধ্যে পড়েছে সেন্সার মোশান।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** সরি এখানে বলছি তো রাইট টু রিপ্লাই এর কোন প্রোভিশান নেই। পেই ৬০৮ দেখুন। দ্যাট দিজ হাউস নোট উইদ দিজ সারপ্রাইজ এট দা ফেইলয়র টু এ্যাক্ট বাই হোম মিনিস্টার অব ত্রিপুরা টুন প্রোটেকট অ্যান্ড প্রোভাইড বা দ্য পিপল এট যোগেশ্বরনগর এ্যান্ড মোহরছড়া অন সেভেথ মে অন ২০০৩ হোয়ার ইন অল টু ি ণ।

(গন্ডগোল)

এরপর মোশনটি সভায় ধ্বনীভোটে বাতিল হয়

(গন্ডগোল)

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যারা শুনতে নাও পেতে পারেন। আমি শুনেছি যারা এই মোশানেরপক্ষে তারা হ্যাঁ বলতে বলেছেন, এটা কয়েকজন হ্যাঁ বলেছেন, যদি মাননীয় বিরোধী দলনেতার এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে আমি আপনাকে আবার অনুরোধ করব যারা পক্ষে যারা বিপক্ষে দুটোই রেকর্ড করুন না, অসুবিধার কিছুই নাই।

**মিঃ স্পিকার ঃ-** যারা এই মোশানের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলবেন আর যারা এই মোশানের বিপক্ষে আছেন তারা না বলবেন।

আমি মনে করি যারা না বলেছেন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তারপর মোশানটি সভা কর্তৃক বাতিল হলো। সভার পরবর্তী কার্যসূচি হলো প্রাভিেট মেম্বারস রেজিলিউশান।

## PRIVATE MEMBERS RESOLUTION-Adopted

**মিঃ স্পিকার ঃ-** সভার পরবর্তী কার্যসূচি হল প্রাইভেট মেম্বার্স রেজিলিউশান। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়।

**শ্রী প্রকাশ দাস** (বামুটিয়া) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা প্রাইভেট মেম্বার রেজিলিউশান ''ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্বর কারনে গন্ডাছড়া মহকুমা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাড়ীঘর ফেলে আসা উদ্‌বাস্তুদের যর্থাথ পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য রাজ্যে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করুক'' আমার এই বিষয়টি অতি স্পর্শকাতর রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিশ্চয় জানেন ২০০২ সালের একটি আনস্টার্ড কোয়েশ্চানে বিধায়ক রতন লাল নাথের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের থেকে নিয়েছিলেন ১৯৮৯ইং ১২ই জুন পর্যন্ত ৫৮ হাজার ৭৮৫ জন বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। জেলাভিত্তিক হিসাব দক্ষিন জেলায় ১০,২২৭ জন, উত্তর জেলায় ৫৫২৬ জন ধলাই জেলায় ১০৬২০ জন এবং পশ্চিম জেলায় ৪১ হাজার ৪১২ জন সর্বমোট ৫৮ হাজার ৭৮৫ জন। ২০০৩ সালে সন্ত্রাসবাদী আক্রমনের ফলে আর কিছু বাস্তুচ্যুতের সংখ্যা আনুমানিক দেড় লক্ষের উপর। এই দেড় লক্ষ মানুষ আজকে বাড়ী ঘর ছেড়ে এদিকে সেদিকে অনেক জায়গা নিরাশ্রয় ভাবে আছে। বিশেষ করে গন্ডাছড়া মহকুমা ৪০০ টি পরিবার উগ্রপন্থীর আক্রমনে ঘর বাড়ী ফেলে আসছে। এখানকার বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে ৯০ ভাগ তপশীলি জাতির মানুষ। যেমন, হরিপুর গ্রাম তেকে ৫০টি পরিবার লক্ষীপুরে ৪০টি পরিবার, কালাজারি রাধানগর এইসব স্থান থেকে ৪০০টি পরিব্বার বাড়ীঘর ছাড়া। খুব কষ্টের মধ্যে আজকে দিন কাটাচ্ছে। এছাড়া সিমনা ব্লকের মনতলা, পঞ্চবটী, বড়কাঁঠাল, সিমনা, নৃপেন্দ্র নগর এবং খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর, বাগভের, ব্রহ্মছড়া, আমরপুর মহকুমায় তৈদু, ডালাক, মহারাণী এবং পশ্চিম জেলায় জারুল বাচাই, টাকারজলা জম্পুইজলা এবং আর কিছু জায়গায় থেকে আজকে তারা বিভিন্ন জায়গায় বাড়ীঘর ছেড়ে বসবাস করছে। কিন্তু তাদের কোন উপযুক্ত বা যথার্থ কোন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকার তরফ থেকে নেওয়া হচ্ছেনা। এবং আমরা বিশেষ করে আরও লক্ষ্য করছি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে যারা উদ্বাস্তু হয়েছেন এইসব পরিবারের যে সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করে তাদের যথেষ্ঠ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এই ব্যাপারেও সরকার তরফ থেকে কোন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়নি, দেখতে পাইনি। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বৈরী সন্ত্রাসে বাড়ীঘর ছেড়ে দলে দলে মানুষ বিশেষ করে কাঞ্চনপুর, ছামনু, কৃষ্ণপুর, রাইম্যাভেলী এই সব জায়গায় থেকে কাঞ্চনপুর মহকুমায় সাতটি গ্রাম থেকে নিরাপত্তা কারণে ৪৮২টি পরিবারে ২ হাজার ৫১৩ জন আনন্দবাজারে আশ্রয় নিয়েছে। (২) পূর্ব ভান্ডারিমা

থেকে ১১৭ পরিবার (৩) পশ্চিম ভান্ডারিমা থেকে ১১২ পরিবার (৪) কালাপানিয়া থেকে ৬০ পরিবার (৫) শাখাং শেরমুন থেকে ১২০ পরিবার (৬) খানচান থেকে ৩৫ পরিবার (৭) আনন্দসাগর থেকে ২১ পরিবার (৮) গছিরাম পাড়া থেকে ৩৫ পরিবার। (এরা আনন্দবাজার স্কুল, বাজার শেড এবং পরিত্যক্ত বাড়ী ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন)। (৯) ছামনু বিধানসভা কেন্দ্রের মাকিনপুর, দেবাছড়া, রাজধর, পূর্ব মালিধর, পশ্চিম মালিধর ও মকরছড়া থেকে ২৫৩ পরিবার (এরা ছামনুতে আশ্রয় নিয়েছেন) (১০) কৃষ্ণপুরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ১০০ পরিবার গঙ্গানগরে আশ্রয় নিয়েছেন। এইভাবে বিক্ষিপ্তভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তারা আশ্রয় নিয়েছে। যেমন, গত কয়েকদিন আগে এই সিমনার যে ঘটনা ঘটেছে তার ফলে সেখানে নিরাপত্তার দরুন বা নিরাপত্তার সেই ব্যবস্থা না হওয়ার কারনে দুই গ্রামের বিপন্ন মানুষ বিশেষ করে সিমনাছড়া বিদ্যালয়ে ও হাসপাতালে আশ্রয় নিলেও তাদেরকে একটা কানাকড়িও সাহায্য করা হয়নি। এদিকে প্রতিটি ঘটনার পর যেখানে ক্যাম্প বসে সেখানে গ্রামবাসী নিজেদের বাড়ী - ঘর দিয়ে সহায়তা করে। এরপর রাজ্যেব শ্রেষ্ঠ থানা এলাকাতেই বাড়ীঘর ছেড়ে পালাচ্ছে মানুষ সেটা কুমারঘাট এলাকায়।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় বিরোধী দল নেতা এবং মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী আছেন ৫টা বাজে। হাউসের টাইম তো বাড়াতে হবে।

**শ্রী কেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) ঃ- আরও বিজনেস আছে। তাই একটা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার মত সময় এক্সটেনশন করা হউক এই প্রস্তাব আমার থাকবে।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** ঠিক আছে।

**শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ-** এদিকে আসামবস্তী, এসরাপাস এবং রাধানগর কান্ড এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পুলিশী ব্যর্থতার ফলে কুমারঘাট থানাধীন বিভিন্ন জায়গায় মানুষের মনে তীব্র ভীতির সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে শ্রীপুর, রাধানগর, আসাম বস্তী এবং কৃষ্ণনগরে বর্তমানে মানুষ বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। স্থানীয় মানুষের দেওয়া তথ্য অনুসারে আতঙ্কের কারণে রাধানগরের সাধন দেবনাথ, চম্পা দেবনাথ, খোকা দেবনাথ ইতিমধ্যে বাড়ীঘর ছেড়ে চলে গেছেন। আরও অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য খোঁজ-খবর শুরু করছেন। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ থানার পুরস্কার প্রাপ্ত থানা এলাকার এই দুর্দশায় সাধারণ মানুষ হতাশায় ভুগছেন। স্যার, এই ভাবেই সারা রাজ্যে বিক্ষিপ্তভাবে আজকে যারা আশ্রয়হীন যারা উদ্‌বাস্তু এই উগ্রপন্থীজনিত কারনে হয়েছে তাদের সার্বিকভাবে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করে সুষ্ঠ ভাবে যাতে নিরাপত্তার মাধ্যমে সেই যথার্থ সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে তাদের বাড়ী ঘরে নিয়ে আবার সঠিক ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা যায় এই জন্য একটা ব্যবস্থা করার দাবী আমি রাখছি। আমাদের আলোচনাটা এসেছে সন্ত্রাসবাদীদের দৈরাত্মের কারণে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ফেলে আসা নিরীহ নিঃস্বহায় লোকগুলি যাতে একটি সরকার এবং তার প্রশাসনের উপর আস্থা - আশা - ভরসা রাখতে পারেন সেজন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই সকল অসহায় উদ্বাস্তু পরিবারগুলির মুখে যাতে দুবেলা অন্ন জোটে, কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তাদের সন্তানরা যাতে অপুষ্টিতে অকালে না মারা যায়, ওরা যাতে পড়াশুনার সুযোগ পায়, ওরা যাতে বলতে পারে না, আমাদের সর্বনাশ যা হওয়ার হয়েছে, আমাদের সন্তানরা আগামী দিনে শিক্ষিত হবে, একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই প্রত্যাশা শুধু উদ্বাস্তু পরিবারগুলির কেন ? এই প্রত্যাশা সকল অংশের মানুষেরই রয়েছে। এর মধ্যে আমাকে বলতে হচ্ছে, কল্যানগরে বৈরী আক্রমনের পর যারা বাগবেড় কলোনীতে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই শিবিরে আমরা দেখি সন্ত্রাসবাদীরা তাদের উপর নির্মমভাবে আক্রমন করেছিল এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা অনেককেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এ থেকে একটা বিষয় প্রমাণিত হয় যে উদ্বাস্তুদের নিরাপদ আশ্রয় দিতে সেখানে ব্যর্থ হয়েছিল। এই বিষয়গুলি নজরে রেখে কিভাবে এই বিষয়গুলি সমাধান করা যায়, কিভাবে সুরাহা করা যায়

তার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ যেখানে গৃহহারা, সেখানে তাদের সুষ্ঠু পুর্নবাসনের ব্যবস্থা এবং রাজ্য সরকার যাতে সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্মের কারণে গন্ডাছড়া মহকুমা থেকে বাড়ীঘর ছেড়ে আসা মানুষগুলি সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাড়ীঘর ফেলে আসা উদ্বাস্তুদের যর্থাথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই আলোচনাটুকু এই হাউসের কাছে রেখে সর্বসম্মতিক্রমে এই রিজিলিউশানটি যাতে পাশ করা হয় এবং যারা নিরীহ উদ্বাস্তু মানুষ, যারা না খেয়ে রয়েছে, যারা ভিটেমাটি ছাড়া আছে, তাদের যাতে যর্থাথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হয়, সেজন্য অনুরোধ রেখে আমি আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কেশব মজুমদার।

**শ্রী কেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রকাশ চন্দ্র দাস যে ব্যাক্তিগত প্রস্তাবটি এখানে রেখেছেন এবং এই সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, আমি খুব সংক্ষেপে ২-৪টি কথা বলতে চাই। কারন এই বিষয়টি বা পরিবারগুলো নিজেদের বাড়ীঘর থেকে উচ্ছেদ হয়েছে কি কারনে, সেই কারন সম্পর্কে কারও কোন ধারনার বা ভাবনার অবকাশ থাকার প্রশ্নই উঠে না। একটু আগেও সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি সেশানেই নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। সুতরাং এর কারন সকলের জানা। আমি যেটা প্রথমেই অনুরোধ করে দুই চারটি কথা বলতে চাই, এই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্ব শুধু সরকারের এই কথা ঠিক নয়, সরকার পক্ষ যেমন মানুষের ভোট পান, বিরোধী পক্ষকেও মানুয ভোট দেন, যাতে তাদের সুখ সুবিধা, তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তারা নিতে পারেন। শুধু উস্কানী, শুধু ভিন্ন ধরনের কথা বলে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে দেড় লাখ মানুষ বাড়ীঘর ছাড়া। এত সংখ্যা কোথায় পেলেন আমি জানিনা। স্যার, সংখ্যাটা নির্ধারিত করে বলা মুশকিল। যেহেতু ঘটনাটা প্রতিদিন প্রতি মুহুর্তে ঘটছে। আজকে হয়ত কিছু আসছে, কালকে আবার বাড়ীঘরে ফিরে যাচ্ছে। সেই সংখ্যা নির্দিষ্ট কবে বলা মুশকিল। আমার কাছে যে পরিসংখ্যান রয়েছে জেলা ভিত্তিক তা হচ্ছে পশ্চিম ত্রিপুরায় ৭৫০টি পরিবার বাড়ীঘর ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। ধলাই জেলায় ৫০৬টি পরিবার, উত্তর ত্রিপুরায় ৪৮২টি পরিবার এবং দক্ষিন ত্রিপুরায় ১৭টি পরিবার। এই হিসাব সুনির্দিষ্টভাবে বলা মুশকিল।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** স্যার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২-০৯-২০০২ ইং - এ বলেছেন দক্ষিন জেলায় ১০ হাজার ২২৭ জন বাস্তুচ্যুত। ১৭ জন পরিবারের লোক কি ১০ হাজার ২২৭ জন হয় ?

**শ্রী কেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, উনি বলছেন ২০০২ এর কথা আর এখন ২০০৩ ইং। এটা হতে পারে। মাননীয় সদস্যের যদি সময়ের ব্যাপারটা না বোঝেন তাহলেত মুশকিল। যেটা ২০০২ ইং -এ ঘটতে পারে তা ২০03 ইং- এ পরিবর্তন হতে পারে। সেই জন্যই আমি বলছি যে, সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে এই মুহুর্তে বানিয়ে বলা খুব মুশকিল। তা সত্বেও এটাতো ঠিক যে, সন্ত্রাসবাদী আক্রমনে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন বাড়ী ঘর ছাড়া হচ্ছেন এবং দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন। যে রাজ্য সরকার থেকে আমরা চেষ্টা করছি তাদেরকে কিভাবে নিজের বাড়ী ঘরে ইত্যাদিতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় এবং আমাদের এই প্রচেষ্টার কথা মাননীয় সদস্য কাজল দাস মহোদয়ও স্বাক্ষী আছেন। কল্যাণপুরের ঘটনায় আমরা রাজ্য সরকার থেকে উদ্যোগ নিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি, বাগবের বা অন্যান্য জায়গার যে ফ্যামিলিগুলি আছেন তাদেরকে আবার নিজ নিজ বাড়ীতে কিভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, যাতে ওরা সেখানে যেতে পারে তার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এই ব্যাপারে ওদের কাছ থেকে আমরা একটা প্রস্তাব তুলে এনেছি। এবং তখন আমাদের সেই আলোচনায় মাননীয় সদস্য কাজল দাস মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী আমাদের সরকারও অ্যাক্ট করছে এবং সরকারের যে সব কার্য্যকরী ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করছে সেগুলি গ্রহণ করার ফলে আমি আশা করব যে পরিবারগুলি

এভাবে আছেন এবং তারা যে প্রস্তাব ইত্যাদি দিয়েছেন সেই প্রস্তাব অনুযায়ী এই সমস্যার সমাধান হবে। ইত্যবসরে বিভিন্ন জায়গায় আরও যে সব আক্রমন ঘটছে এবং সেই আক্রমনের ফলে আরও কিছু পরিবারওতো এসে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। যেমন, ধলাইতে আগে ছিল না, গন্ডাছড়া বা গঙ্গানগরে, জগবন্ধুপাড়া এই সব এলাকা থেকে যে সব নূতন নূতন পরিবারগুলি আসছেন, কিছু দিন আগেও সেখানে এই ধরনের অবস্থা ছিলনা। পরবর্তী সময় আবার এখানে এসে গেছে কিছু পরিবার, তো তাদের ক্ষেত্রেতেও চেষ্টা করা হচ্ছে কি করে তাদের নিজ নিজ বাড়ী ঘরে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ একথা বলা যায় যে পরিবারগুলি এই ধরনের উদ্ববাস্তু হয়ে বাড়ী ঘর ছেড়ে এসেছে এদের বেশীর ভাগই হচ্ছে তপশিলী উপজাতি অংশের মানুষ বা পরিবার। ভিতরে সন্ত্রাসবাদীরা যে ধরনের অত্যাচার ইত্যাদি করছে, চাঁদার জুলুম করছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কারনে তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ইত্যাদি চালাচ্ছে, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মানুষ খুন করছে, মানুষকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এই সব ধরনের অবস্থা সেখানে চালাচ্ছে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে আমাদের সরকারও চেষ্টা করছেন কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, এটা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে যে, কি কি ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। এটাতো ঠিক যে, এই রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গেলে যে ধরনের বা যত পরিমাণ আরক্ষা বাহিনী আমাদের দরকার বা নিরাপত্তা বাহিনী দরকার সেই পরিমাণ নিরাপত্তা বাহিনীতো আমাদের নেই। আমরা সেজন্য বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছি, বলেছি যে, আমাদের সাহায্য কর। বাংলাদেশের বর্ডার ক্রস করে ওখানে যে সব সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিগুলি আছে সেগুলিকে বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর কাঁটা তারের বেড়া ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বলেছি এবং বারে বারে এই দাবি যেমন আমরা করেছি তেমনি এটা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে, সুতরাং এগুলি উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না, এটা সকলেই জানেন। তো আমরা এখন যে যে জায়গায় এই পরিবার গুলি রয়েছে মানে যে সব পঞ্চায়েতের মধ্যে তারা গিয়ে আছেন সেখানে সরকারি প্রচেষ্টায় আমরা সেই পঞ্চায়েত ভুক্ত তা না হলেও সেখানে যাতে তারা থাকতে পারেন এবং কাজ পান তার জন্য সেই আঞ্চলে যারা আমাদের ওয়ার্কারস আছেন, আমাদের কর্মীরা আছেন, ক্ষেত মজুর দিন মজুর যারা আছেন যারা পঞ্চায়েতের তালিকা ভুক্ত ইত্যাদি আছেন, তা যে ধরনের কাজ পান মানে মেন ডেইজ যেগুলি তারা পান যারা এই সব অঞ্চলে এসে বসবাস করছেন তাদেরও আমরা সেই ধরনের সুযোগ সুবিধার আওতায় নিয়ে আসছি এবং এগুলি বিভিন্ন পঞ্চায়েতের যেখানে যেখানে তারা আছেন তাদের সেখানে সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যাতে এরা সেখানে আপাতত থাকতে পারেন তার জন্য। অবস্থা যেমন যেমন করে শিথিল হয়ে একটু শান্তিপূর্ণ হলে যারা ফেরত যেতে চান তাদের জন্য এই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর যাদের বাড়ি ঘড় নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের পুনরায় বড়িঘর নির্মাণ করার জন্য সরকারি তরফে ২৪টা করে টিন এবং নগদ ২০০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এবং পঞ্চায়েত সমিতি গুলিও মেনডেইজ জেনারেট করছে যাতে তাদের কাজকর্ম ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এক্ষণি এই ধরনের আর কোন শিবির আমাদের রাজ্য নেই, কারণ শিবির থেকে বেশিরভাগ লোকই তাদের নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে চলে গিয়েছেন। তাছাড়া শিবিরে বসবাসতো সুখকর জীবন নয়। কাজেই তারা যাতে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন সেজন্য মাননীয় সদস্যদেরও অনুরোধ করব তারাও যেন তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন যাতে করে এই সব লোকেরা তাদের বাড়িঘরে ফিরে গিয়ে তাদের ভেঙে যাওয়া আর্থিক অবস্থাকে আবার তৈরি করতে পারেন। সকলের কাজেই আমার এই আবেদন রইলো-আপনারা সকলেই আপনাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন যাতে করে এই মানুষকে আমরা পুনর্বাসন দিত পারি, যাতে করে তারা আবার মানুষের মত জীবন যাপন করতে পারেন। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য প্রকাশবাবু আপনি বলছেন কিছু। কারণ আপনার তো রাইট অব রিপ্লাই রয়েছে।

**শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ-** না স্যার, আমি আর বলব না।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** আমি তাহলে এখন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়। প্রস্তাটি হলো ''ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্বের কারণে গন্ডাছড়া মহকুমা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাড়িঘর ফেলে আসা উদ্বাস্তুদের যথার্থ পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

**শ্রী কেশব চন্দ্র মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ-** মিঃ স্পিকার স্যার, প্রস্তাবটিতে তো আমাদেরও সমর্থন রয়েছে-কাজেই এটি আর ভোটে দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** ঠিক আছে, প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতিক্রমেই গৃহীত হলো।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** দ্বিতীয় প্রইভেট মেম্বারর্স রিজিলিউশনটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরণজিত দেবনাথ মহোদয়। বিজিলিউশানটি হলো ''বনাঞ্চলে সংরক্ষিত কিংবা প্রস্তাবিত বনাঞ্চলে উপজাতি জনগরের জন্মগত অধিকার হরণের লক্ষ্যে ভারত সরকারের নির্দেশনামা প্রত্যাহার করে নিতে এই সভা প্রস্তাব করছে''।

এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে-মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন এই প্রস্তাবটির উপর একটি এমেন্ডমেন্ট এনেছিলেন। কিন্তু উক্ত এমেন্ডমেন্টটি এলাও করা হয় নি। কারণ উনার যে কন্‌টেন্টস এটা একদম পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। মূল প্রস্তাবটির কোন ওয়ার্ডের পরিবর্তে কোন ওয়ার্ড বসবে বা কোন জায়গাটা চেইঞ্জ হবে সেটা সুনির্দিষ্টভাবে আনা হয় নি। তাই অ্যামেন্ডমেন্টটি এ্যালাও করা হয় নি।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** মিঃ স্পিকার স্যার, আমি জানতাম যে আপনি এটা টার্ন ডাউন করবেন। কারণ আপনি সবসময়ই খোঁজেন যে কিভাবে টার্ন ডাউন করা হয়। আর টার্ন ডাউন যাতে করেন তার জন্য আমি এটা এনেছিলাম। তবে ভুলটা আমি আপনাকে ধরিয়ে দিচ্ছি। কারণ এখানে সবসময়ই রং জিনিসটাই এস্টাব্লিশড হয়। বনাঞ্চল বলতে এখানে কোন বনাঞ্চল ? এটা কি ত্রিপুরার বনাঞ্চল, না সারা ভারতবর্ষের বনাঞ্চল। দ্বিতীয় হচ্ছে-ফরেস্ট কনজার্ভেশন অ্যাকটতো কোন নির্দেশনামা না। এটা আইন (অ্যাকট) এই ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাকট তো সংবিধানে কনকারেন্ট লিস্টে নেই। এ অবস্থায় ডো ইউ হ্যাভ অ্যানি রাইট টু অ্যামেন্ড দিস অ্যাকট ? নো। কাজেই এই অবস্থায় এটা টার্ন ডাউন হলো কোন অবস্থায়ই এটা একসেপ্ট হবে না।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** ঠিক আছে, কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছেন এটা প্রত্যাহারের জন্য বলা হয়েছে। এখন আপনি যদি মূল প্রস্তাবটির কোন শব্দের পরিবর্তন করতে চাইতেন বা কোন জায়গা পরিবর্তন করতে চাইতেন তাহলে সেটা এক্সেপ্ট করা হতো। এখানে দেখুন- An Amendment should not seek to widen the scope of the Resolution. If and amendment is in substance, the same as the original Resoultion-it is out of order. কাজের আপনি এটাকে পুরোটাই চেইঞ্জ করে ফেলেছেন।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ-** মিঃ স্পিকার স্যার, একজন মেম্বার যখন একটা রিজিলিউশান আনবেন তখন ত্রিপুরা বিধানসভা তো সারা দেশের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেখানে কি লিখেছেন—বনাঞ্চল ? বনাঞ্চল কোন বনাঞ্চল—সেটা ইমপ্লাইড। লিখেছেন-বনাঞ্চলে সংরক্ষিত কিংবা প্রস্তাবিত বনাঞ্চলে উপজাতি জনগণের বসবাসের জন্মগত অধিকার হরণের লক্ষ্যে ভারত সরকারের নির্দেশনামা প্রত্যাহার করে নিতে এই সভা প্রস্তাব করছে। এখানে কোন বনাঞ্চল ত্রিপুরার বনাঞ্চল না সারা ভারতবর্ষের বনাঞ্চল সেটা ইমপ্লাইড।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য যদি মূল ঠিক রেখে দুই একটা ওয়ার্ডস চেইঞ্জ করতেন তাহলে তো সেটা এক্সেপ্ট করা যেতো। কিন্তু উনি তো সেটা করেন নি।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য যদি ঐ জিনিসগুলি রেখে আনতেন তাহলে রেজিউলিশনটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যেত। কিন্তু উনি এমন কায়দায় এনেছেন যাতে গ্রহণ করা যায় না।

(গন্ডগোল)

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন ঃ-** সাবটেন্স উদ্দেশ্য

(গন্ডগোল)

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** স্যার, যেহেতু আপনি ইনেশিয়ালিএই সংশোধনীটা এলাউ করেন নি, ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে যেহেতু প্রস্তাবটা এলাউ করেন নি এর প্রতিবাদে আমরা ওয়াক আউট করছি।

(বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়ার্ক আউট করেন)

**মিঃ স্পীকার ঃ-** সংশোধনী তো একটা ফর্মে আছে। অরজিন্যাল লেঙ্গুয়েজটা রেখে করতে হবে। ঠিক আছে, মাননীয় সদস্য শ্রী রঞ্জিৎ দেবনাথ।

**শ্রী রঞ্জিত দেবনাথ** (বীরগঞ্জ) **ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রেজিউলিশনটা হলো, এখানে বনাঞ্চল বলা হয়েছে, আমরা যেহেতু ত্রিপুরায় আছি সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের যে আইনটা ত্রিপুরার জনগণে স্বার্থের পরিপন্থী সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সারা ভারতবর্ষে এটার এফেক্ট বিভিন্ন রাজ্যে তারা এটা করছে। আমরা আমাদের এই বিধানসভা থেকে এই প্রস্তাবটা পাঠাতে চাই। বনাঞ্চল বলতে এখানে সংরক্ষিত কিম্বা প্রস্তাবিত বনাঞ্চল উপজাতি জনগণের বসবাসের জন্মগত অধিকার হরনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার-এর নির্দেশনামা প্রত্যাহার করার জন্য এই সভা প্রস্তাব করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি কেন্দ্রীয় পরিবেশ এবং বন দফতরের গত বছরের ২০০২ সালের মে মাসে একটি নোটিশ জারি করেছিলেন এবং তাতে বলা হয়েছিল যে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সমস্ত অরণ্যভূমি থেকে দখলদারদের কোন আলোচনা ছাড়া উচ্ছেদ করতে হবে। তার পরবর্তী সময় এটার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য সরকার এই নির্দেশ কার্যকরী করার ক্ষেত্রে যাতে দুর্বলতা দেখা দেয় এটা মনে করে পুনরায় কেন্দ্রের তরফ থেকে অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবং এটাও আশ্চার্যের ব্যাপার এখানে কেন্দ্রের নির্দেশে বলা হয়েছে রাজস্ব দফতরের খাতাপত্রে অরণ্য বলে এখনও যে সব জমি চিহ্নিত হয়েছে সেগুলিকে উদ্ধার করতে হবে। এমন কি এই কাজ দ্রুত উদ্ধার যদি না করা হয় তাহলে সুনির্দিষ্ট রাজ্যের মুখ্য সচিবকে একটার প্রতি ১ হাজার টাকা এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারদেকে ১০০ টাকা করে প্রতি মাসে দিতে হবে। তাহলে বুঝতে পারছেন স্যার ?

**মিঃ স্পীকার ঃ-** আপনার এই যে নির্দেশনামাটা পড়ছেন এখানে যেটা উল্লেখ করেছেন এটা নির্দেশনামা কিনা ?

**শ্রী রঞ্জিত দেবনাথ ঃ-** হ্যাঁ স্যার।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** কিন্তু এখানে তো এগুলি নেই।

**শ্রী রঞ্জিত দেবনাথ ঃ-** আমার প্রথম কনটেকট ছিল বনাঞ্চল সংরক্ষিত করা।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** না, না কেন নির্দেশনামাটা আমরা রেজিলিউশন করে পাঠাব ? সুনির্দিষ্টভাবে তো বলতে হবে। নাহলে রিজিউলিউশনটা কিভাবে যাবে ?

**শ্রী রঞ্জিত দেবনাথ ঃ-** এখানে যেটা কেন্দ্রীয় সরকার গত ২০০২ ইং মাসের ইস্যু করেছিলেন।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখানে নেই। আপনার নির্দেশনামাটা সুনির্দিষ্টভাবে না থাকলে কিভাবে যাবে ?

**শ্রী সুধন দাস ঃ-** ত্রিপুরা রাজ্যে বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটার উপর।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** নির্দেশনামার এগেনেস্টেতো যাবে প্রস্তাব, মূল প্রস্তাবে যে নির্দেশ থাকবে এই নির্দেশনামাটা

অনুসারে যেতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে।

**শ্রী রঞ্জিত দেবনাথ ঃ-** ঠিক আছে, এটা আমিও অনুরোধ করব মাননীয় বনমন্ত্রীকে তিনি বলবেন।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** বরং এটা উইথ ড্র কর নিন, উইথ ড্র যে কোন সময় করা যায়। মূল প্রস্তাবেতো নির্দেশ নামা থাকতে হবে।

**শ্রী রঞ্জিত দেবনাথ ঃ-** তাহলে প্রস্তাবটা আমি এই ভাবে বলেছিল যে কেন্দ্রের নির্দেশনামা যেটা আছে সেটা মন্ত্রী মহোদয় বলবেন। আমি এইটুকু বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভূমির অবস্থান আছে সেই অবস্থানে ১০ হাজার ৪৯০ বর্গ কিলোমিটার যে জায়গা আছে সেই জায়গাটার মধ্যে ৬ হাজার ২৯৩ বর্গ কিমিঃ প্রায় ৫৯ শতাংশ হলো আমাদের বনভূমি। অন্য কোন বনভূমি আছে তার মধ্যে আন ক্লাসিফাইড রিজার্ভ ফরেস্ট এবং প্রপোসড ফরেস্ট মিলিয়ে হলো ৬ হাজার ২৯৩ হেক্টর। এখানে আমাদের কেন্দ্রীয় ফরেস্ট আইনটা আছে ১৯৮০ সালে অরণ্য সংরক্ষণ আইন চালুর আগে ব্যবহারিক জমিতে পাট্টা দেওয়ার সরকারি নির্দেশ ছিল। এখন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থার ফলে দেখছি যে এ. ডি. সি'র সময়ে যে সমস্ত এলাকায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আমরা পাট্টা দিয়েছিলাম সেগুলি পর্যন্ত বাতিল হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা এইটুকু বলব, ত্রিপুরা রজ্যে যেহেতু ভূমির পরিমাণ কম, ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত খালি জমি আছে সেটারও পরিমাণ কম এবং আমাদের জুমিয়া পুনর্বাসন ও বন বিভাগের মন্ত্রী আমাদের জমিটাকে ইউজ করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার অনুরোধ করছি যে ত্রিপুরা সরকার যে সমস্ত জায়গায় গভীর বন বা মূল্যবান গাছ নেই সেই সমস্ত জায়গাতে তাদেরকে পাট্টা দিয়ে জয়েন্ট ম্যানেমেন্ট ফরেস্ট-এর মধ্যে দিয়ে এগুলিকে যাতে বসবাস করার সুযোগ দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলব-এই আইনটা ত্রিপুরা ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে এখানকার জুমিয়াদের বনভূমিতে থাকার জন্মগত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়-সেই প্রস্তাবটি আমি করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,

**শ্রী প্রণব দেববর্মা** (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী রঞ্জিত দেবনাথ মহোদয় এখানে সে প্রাইভেট মেম্বার রেজেলিউশানটি এনেছেন তাকে আমি সমর্থন-জানিয়েই আমি আমার আলোচনা করছি। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিস্ট্রি অব এনভাইরণমেন্ট এন্ড ফরেস্ট ভাইট লেটার নাম্বার ৭-১৬-২০০২ এফ. সি. তাং ৩.৫.২০০২ এই নাম্বারে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার মূলে আমাদের রাজ্যের বন দপ্তরের কাছে যে অর্ডারটা দিয়েছেন তারই প্রেক্ষিতে এখানে বনাঞ্চলে সংরক্ষিত কিংবা প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উপজাতি জনগণের বসবাসের জন্মগত অধিকর্তার হরণের লক্ষ্যে ভারত সরকারের নির্দেশনামা প্রত্যাহার করে নিতে প্রস্তাব করছি-এই প্রস্তাবটা এখানে আনা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ১২.১২.৯৬ ইং সালে তার রিট পিটিশনে সিভিল নং ২০২ অব ১৯৯৫, প্রথম অর্ডার, দ্বিতীয় অর্ডার, ২৩.১১.০১ ইং, এই অর্ডারে বলা হয়েছে ফরেস্ট ল্যান্ড গুলি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। এইভাবে সারা দেশে এই অর্ডারটা দেওয়া হয়। এই নির্দেশ আমাদের রাজ্যে আসার পর আমাদের রাজ্য সরকার ফরেস্ট দপ্তরকে নিয়ে একটা পর্যালোচনা করে যে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরার যে বন্য চিত্র আলাদা। কেন না ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিরা ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে সেই ১৯৪৯ ইং সাল থেকে প্রথাগতভাবে জুমের উপর চাষ বাস করে এসেছে। রাজ্যের উপজাতিরা বনামঞ্চলকে রক্ষা করে সেখানে বসবাস করে এসেছে। বন থেকে খাবার সংগ্রহ থেকে শুরু করে সেখানের বিভিন্ন কাঁচামাল সংগ্রহ করে পরিবার প্রতিপালন করে এসেছে। বংশ পরম্পরায় উপজাতিরা এখানে বসবাস করে এসেছে। কোন দিন তারা বনকে ধ্বংস করে না। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের ফরেস্ট এন্ড এনভাইরনমেন্ট দপ্তর থেকে সেই বনাঞ্চলে এনক্রোজার হিসাবে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়ার যে অর্ডার সেটাতে আমরা সহমত পোষণ করি না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক

সরকার এই নির্দেশের ফলে এখানের উপজাতিরা বনে বাস করে ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই সমস্যাগুলি এখানের বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করার জন্য কেন্দ্রীয় বন দপ্তরের ডি. জি-কে গত ০২.০২.০৩ ইং একটা চিঠি লিখেছিলেন। তারপর মিঃ এন. কে. শর্মা, বন দপ্তরের স্পেশাল সেক্রেটারি ০৮-০৪-০৩ ইং আমাদের রাজ্যে আসেন। এবং আমাদের সরকাররে সঙ্গেও রাজ্যের বন দপ্তরের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার সময় রাজ্যের উপজাতিদের যে সমস্যা হয়েছে এই নির্দেশের ফলে সেগুলি তুলে ধরা হয়। এবং এই বিষয়টাকে সমাধান করার জন্য তার কাছে অনুরোধ করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার দাবি যে ছিল, এই যে বিতর্কিত বিষয় এই বিষয়টাকে স্যাটেল করার জন্য রাজ্যের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে একটা ডিভিশান লেভেলে কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর বন দপ্তর এবং রাজস্ব দপ্তরকে এখানে রাখা হয়েছে। এবং শুধু ডিভিশান লেভেল না এখানে ভিলেজ লেভেলও ঠিক সেই রকম কমিটি করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এখানে ৮০ সালের আগে যারা জুমিয়া এই সমস্ত পাহাড়ী এলাকাতে বসবাস করছেন তাদের এখন পর্যন্ত এই রকম কোন পারমানেন্ট স্যাটেল করে দেওয়ার মত এখনো কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। কাজেই এই ডিভিশান লেভেলের কমিটি এবং ভিলেজ লেভেলের কমিটি সেখানে গিয়ে তারা ইনকুয়ারি করে সমস্ত বি বিষয় তারা একত্রিত করে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাওয়া যাতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মূলে আমাদের রাজ্যে যে অর্ডারটা এসেছে, যে এখানে যারা বনাঞ্চলে বসবাস করছেন ফরেস্ট অ্যাক্টের পর তাদেরকে যাতে এখানে এনক্রোজার হিসাবে ক্রিয়েট করে তাদেরকে যাতে এবিক করা যায় এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এখানে কনসিডারেশের জন্য আমরা আমাদের রাজ্য থেকে এই কমিটির তাদের ইনকুয়ারির পর এই রিপোর্টটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য একটা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। আমরা জানি স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি বেনিফিসারী যারা রিহেবিলেটেশান ইন প্লেন্টেশান এন্ড প্রিমিটিভ গ্রুপে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে আমাদের ফরেস্ট দপ্তরের ভিউজ পি. জি. পি যার পাহাড়ী এলাকাতে প্ল্যান্টেশান করছেন যারা দীর্ঘ বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন তাদেরকে এখান এনক্রোজার হিসাবে তাদেরকে ট্রিট করা যাবে না। কারণ তারা আমাদের বাজ্যে ফরেস্ট অ্যাক্ট হওয়ার আগেই তারা এখানে বংশ পরম্পরা ক্রমে বসবাস করে আসছে। তাছাড়া রাজ্য সরকার ৮.০৫.১৯৫৬ ইং সালে ১৯২৭ ইং সালের ফরেস্ট অ্যাক্ট এখানে সেকশান ২৮(২) মোতাবেক এখানে রাজ্য সরকার যে রুলস ফ্রেইম করেছিলেন যারা জঙ্গলে বসবাস করেন যারা ফরেস্ট ভিলেজার হিসাবে চিহ্নিত তারা এখানে রেভিনিও ভিলেজ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারেন। কারণ তারা এই ফরেস্ট ল্যান্ডে দীর্ঘ দিন ধরে বসবাস করে আসছেন। কাজেই আমাদের রাজ্য সরকার ৮.০৫.১৯৫৬ ইং সালে এখানে একটা রুলস ফ্রেইম মোতাবেক তারা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এখন বনে বসবাস করার উপযোগী তারা রেভিনিউ ভিলেজ হিসাবে তারা চিহ্নিত হতে পারেন। আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই পয়েন্টগুলি মিনিস্টারি অব এ্যানভারমেন্ট এবং ফরেন্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে একটা চিঠিতে আমরা লিখে দিয়েছি। তাছাড়া এখানে আর একটা বিষয় রয়েছে যে এনক্রোজমেন্ট বলতে কাকে বোঝায় ? তার ক্লেরিফিশোনের জন্য আমরা বলেছিলাম এখনও পর্যন্ত তার ক্লেরিফিকেশান আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে পায় নি। স্যার, উপজাতিরা দীর্ঘ দিন পর বনাঞ্চলে বসবাস করে আসছে। কাজেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে আমরা এই বাজেটেও ফরেন্ট ডিপামেন্টের যে পয়েন্ট আমরা রেখেছি, দীর্ঘ বছর ধরে যারা এই সমস্ত বনাঞ্চালে বসবাস করছে বংশ পরম্পরায় তাদেরকে যাতে স্থায়ীভাবে এখানে তাদের অধিকার যাতে সুরক্ষিত করা যায় তার জন্য রাজ্য সরকার সচেষ্ট রয়েছেন। আমরা এই হাউসের কাছে এটাই বলতে পারি যে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা এখানে রেখেছেন উপজাতিদের এখানে প্রটেকটিভ এবং পি. এফ. থেকে তাদেরকে এখানে এনক্রোজার এবং হেভিট করার জন্য এখানে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের

প্রেক্ষিতে এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের যে অর্ডারটা এখানে দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করে উপজাতিদের এখানে দীর্ঘ বছরের পরম্পরায় তাদের যে অধিকার এখানে বসবাস করার ও এই সুযোগটা দিতে পারি তার জন্য আমরা সহমত পোষণ করে এই হাউস থেকে যাতে আমরা এই বেসরকারি প্রস্তাবটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে পারি যে দাবিটা এখানে রেখেছেন বেসরকারি প্রস্তাব তার উপর আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমরা আলোচনা শেষ করলাম, সকলকে ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিউলিশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি হলো ঃ- "বনাঞ্চলে সংরক্ষিত কিংবা প্রস্তাবিত বনাঞ্চলে উপজাতি জনগণের বসবাসের জন্মগত অধিকার হরণের লক্ষ্যে ভারত সরকারের নির্দেশ নামা প্রত্যাহার করে নিতে এই সভা প্রস্তাব করছে"।

**শ্রী সমীরদেব সরকার** (খোয়াই) **ঃ-** ভোট লাগবে না স্যার, শুধু এ্যাকট যেটা আছে সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশ নামা সেই নম্বরটা যোগ করে দিন। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে নির্দেশনামা এসেছে মাননীয় মন্ত্রী যেটা উল্লেখ করেছেন শুধু এটা যুক্ত করে পাঠানোর সময় যেন পাঠান।

**শ্রী পবিত্র কর** (মন্ত্রী) ঃ- এখানে যখন ফরেস্টার, ডি. জি এসেছিলেন, তখনও বিষয়টা আলোচনা হয়েছে। সুতরাং এটা আমরা পাঠাতে পারি।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** তৃতীয় রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি উৎথাপন করার জন্য।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়** (রাধাকিশোরপুর) **ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করছি। রিজিউলিউশানটি হলো ঃ "এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত সাবলম্বন কর্মসূচি রূপায়নে জাতীয়কৃত ব্যাংকগুলি অর্থযোগান নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক"। স্যার, এটা আপনিও জানেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দেশে যে নীতি প্রনয়ণ করছে তার ফলে সারা দেশব্যাপী কর্মসংস্থানের সমস্ত পথগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবং একের পর এক সার্কুলার বিভিন্ন রাজ্যে পাঠিয়ে কর্মসংস্থানের পথ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার বেকার যুবক যুবতীদের স্বার্থে কল্যাণে তারা যাতে সাবলম্বন হতে পারে নিজেদের পরিবার পরিজনদের প্রতিপালনের প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য এই কর্মসূচি গ্রহণ করছে। কিন্তু এটাও আমরা লক্ষ্য করলাম যে সাবলম্বন কর্মসূচি গ্রহণ করার পর যেখান থেকে এই বেকার যুবক যুবতীরা নিজেদেরকে সাবলম্বন করে গড়ে তোলার জন্য যে মুলধন ব্যাঙ্কগুলি থেকে পেতে পারে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি নেশন্যালাইজড যে ব্যাঙ্কগুলি আছে সেই ব্যাঙ্ক গুলি পি. এম. আর. ওয়াই বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও বেকার যুবক যুবতীয়দের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের তালবাহানা এবং প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এখানে একটা হিসাব থেকে আমরা দেখতে পাই যে ২০০১-২০০২ সালে লক্ষ মাত্রাধরা হয়েছিল ৩ হাজার, সুপারিশ করা হয়েছিল ৩৬৭৮, মঞ্জুর হয়েছে ২৩৫১, আর প্রদান করা হয়েছ ১৬৭৩ জনকে। এই ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে পি. এম. আর. ওয়াই বা অন্য স্কীমে বলুন ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে যে পরিমাণ সাড়া পাওয়ার কথা, স্বাবলম্বন কর্মসূচিকে সফল করার জন্য সেভাবে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে যে একটা জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যাটা নিয়ে আমরা এই হাউস থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে আমরা নিতে পারি যে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্ম সংস্থানের জন্য, তাদের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহের জন্য বর্তমানে জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলি যে পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করছে তার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সেটা যাতে দ্রুত যুবক যুবতীদের কাছে যাতে সেই টাকাটা পৌছতে পারে তার জন্য ব্যাঙ্কের নীতির ক্ষেত্রেও কিছু

শিথিলতা করা প্রয়োজন এবং এই কাজটা কেন্দ্রীয় সরকারের যদি নজরে না আসে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ব্যাঙ্কগুলিকে সেভাবে নির্দেশ না দেন, তাহলে পরে জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলি সেইভাবে রাজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে না। তাই আমার আবেদন থাকবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা দাবি করছি কেন্দ্রীয় সরকার যাতে আমাদের রাজ্যে বেকার যুবক-যুবতীদের স্বার্থে যাতে জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলির যে ঋণের পরিমাণ সে ঋ ণের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয় এবং ব্যাঙ্ক ঋ ণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে নীতি সেই নীতির শিলিতা করে। এবং পাশাপাশি আমাদের রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীরা তারা এই স্বাবলম্বন কর্মসূচির মাধ্যমে যাতে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর যে বাজার সেই বাজারা তারা পেতে পারে। এই কারণে আমার এই প্রস্তাবটি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারেরনজরে আমরা নিতে পারি এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় মন্ত্রী।

**শ্রী পবিত্র কর** (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পিকার স্যার, এই বিষয়টি সকালে একবার আলোচনা হয়েছে। আমি প্রথমেই বলব মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয় রাজ্য সরকার কর্তৃক স্বাবলম্বন কর্মসূচি রূপায়নে জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলো অর্থযোগান নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থ করছি।

আমি আর একটা তথ্য দিচ্ছি তাতে বুঝা যাবে যে ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা। আমাদের স্বাবলম্বনের মূল লক্ষ্য হয়েছে স্বনির্ভর প্রকল্পগুলি গড়ে তোলা, নিজেদের কতগুলি প্রোগ্রাম আছে তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কতগুলি প্রকল্প যেখানে আমরা পাঠাই। তাছাড়া আছে প্রধান মন্ত্রী রোজগার কে. ভি. আই. সি'র-খাদি গ্রামোন্নয়ন কমিশনের, মার্জিন মানি স্কীম প্রোগামে আমাদের এস. জে. এস. ওয়াই শহরে শহোরী রোজগার যোজনা। এর মধ্যে আমরা স্বনির্ভর হবার প্রভলেম নেই। তাতে দেখা যায় যদি আমি দুই বছরের হিসাবে দেই স্বাবলম্বনে আমরা সরাসরি পাঠিয়েছিলাম ৯৬টি কেইস, ৫৩টি মঞ্জুর করেছে, মাত্র ৯টি কেইসে তারা ঋ ণ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনাতে ব্যাঙ্কগুলো যে ঋ ণ দিয়েছে তার যে হিসাব ৫০ পার্সন্টে এর উপরে দেয় নি এযেটা মঞ্জুর আমরা করি। মার্জিন মানিরও তো প্রায় একই অবস্থা। শহরী রোজগার যোজনার অবস্থা আরও খারাপ ৩০ পারসেন্টের মত তাবা আমাদের মঞ্জুরীকৃত, একমাত্র স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনায় সংখ্যাটা বেশি দেখা যায়। কিন্তু বেশি হলেও তারা সাবসিডির বাইরে কোন টাকা দেয় না। সাবসিডিটা দিয়ে তারা সংখ্যাটা দেখিযে দেয়। এখানেও আমরা বলব এখানে অনেক কম। তাহলে দেখা যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর যে গাইড লাইন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিত যে স্কীমগুলি সেখানে তারা আমরা সুপারিশ পাঠাবার পরেও তাবা যে মঞ্জুর করেন তারও ফিফটি পার্সেন্ট এর টাকা তারা দেন না, তারা অজুহাত দিতেন যে এইগুলি ঋ ণ আদায় হবে না, আমরা রাজ্য সরকার এই বিষয়ে খুবই যত্নবান হই তাদের সাথে যুক্ত হয়ে আমরা ঋ ণ আদায় শিবির করি। এর ফলে গত তিন বছরে যেখানে পাঁচ থেকে ছয় ভাগ ঋ ণ আদায় হয়তো গত বছর তা বেড়ে হয়েছে ২৫ ভাগ যেটা সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে হাইয়েস্ট। এই ঋ ণ আদায় যাতে করতে পারে ব্যাঙ্কগুলির সুপারশি মতো তাদের সঙ্গে কথাবার্তার ভিত্তিতে আমরা পি. ডি. আর. এফ চালু করেছি। যাতে করে আইনগত ক্ষমতা আমরা ব্যাঙ্কগুলিকে দেই ঋ ণ আদায় করার জন্য। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির যে অনীহা এই কারণে এই স্বনির্ভর এবং স্বালম্বন কর্মসূচিতে সফল হতে পারছি না আমরা বার বার দাবি জানিয়েছি এখানে মূল ভূমিকা নেওয়া দরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সমস্ত পূর্বাঞ্চলের জন্য মাত্র গৌহাটিতে অফিস আছে, আমরা বলেছি আমাদের রাজ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আসা উচিৎ। যদি রেগুলারলি এটা মনিটরিং করা যায় ব্যাঙ্কগুলি যদি ভূমিকা গ্রহণ করেন, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন এটা খুব সময়োপযোগী প্রস্তাব, আমাদের সরকার দেখছে চাকরির সংখ্যা কমে আসছে এবং কমতে বাধ্য এটা কিন্তু স্বনির্ভর প্রকল্পে এই বেকার যুবক যুবতী যারা আছে সেখানে আমরা তাদেরকে কিছু সুযোগ দিতে পারি, এর ফলে জাতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে ভূমিকা নিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে, তাই এই প্রস্তাবকে আমি আবারও সমর্থন করছি এবং আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, নমস্কার।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এই প্রস্তাবটাও হাউস কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

এই সভা আগামী ২৭ মে মেঙ্গলবার ২০০৩ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

# PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

(Questions & Answers) ANNEXURE–'A"

Admitted Starred Question No. 38

Name of the Member :- Shri Nagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের সময় কয়টি নির্বাচনী সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে ?

২। ঐসব ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা কত ?

৩। ঐসব ঘটনায় জড়িতদের কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

১। ২০০টি।

২। ২৯০ জন আহত এবং ৩৩ জন নিহত।

৩। ৫২৫ জন।

Admitted Starred Question No. 39

Name of the Member :- Shri Nagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে S.P.O.-দের সংখ্যা কত ?

২। বর্তমানে তাদের মাসিক ভাতা কত ?

৩। ঐসব S.P.O.-দের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনো নিয়োগ নীতি আছে কিনা ?

৪। থাকিলে, তার বিবরণ ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে ১৯৯৫ জন S.P.O. রয়েছেন।

২। বর্তমানে S.P.O.-দের মাসিকভাতা ১৫০০ টাকা।

৩-৪) পুলিশ এ্যাক্ট ১৮৬১ ইং এর ১৭ ধারা অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকরার ক্ষেত্রে পুলিশকে সহায়তা করার জন্য S.P.O.-দের নিয়োগ করা হয়। জেলার এস.পি. দের দেওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী জেলাশাসকরা S.P.O.-দের নিয়োগের আদেশ দিয়ে থাকেন। তবে S.P.O.-দের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব পাঠানোর সময় এস.পি.-রা পুলিশের মহানির্দেশকের দেওয়া নির্দেশাবলী মেনে চলেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী যেখানে S.P.O.-দের ক্যাম্প স্থাপন করা হবে সেই এলাকার বাসিন্দা, প্রাক্তন সৈনিকদের পরিবারের সদস্য, উগ্রপন্থী আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এমন পরিবারের সদস্য এবং গ্রামরক্ষী বাহিনী সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া নিয়োগের আগে S.P.O.-দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অতীতের কার্যকলাপও দেখা হয়।

## Admitted Starred Question No. 201

Name of the Member :- Shri Nagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১। কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত কুঞ্জবন গাঁওসভায় সি. আর. পি. এফ ব্যাটেলিয়ন হেড কোয়ার্টার নির্মাণে সরকারী প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের অগ্রগতি কতটুকু ?

**উত্তর**

১। এই ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

## Admitted Starred Question No. 208

Name of the Member :- Shri Nagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১। বিদ্যুৎ মাশুল আদায়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

২। বর্তমানে বাড়ী-ঘরে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য কত ?

**উত্তর**

১। দপ্তর থেকে মিটার রিডিং অনুযায়ী বিল করা হয়।

২। গড়ে ১.৫০ টাকা প্রতি ইউনিটে।

## Admitted Starred Question No. 209

Name of the Member :- Shri Nagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১। আকস্মিক ত্রুটিজনিত কারনে তাৎক্ষনিক বা জরুরীভাবে ত্রুটি মেরামতের জন্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থে দিবা রাত্র কল অফিসগুলি খোলা রাখা সহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী সংশ্লিষ্ট কল অফিসগুলিতে রাখার ব্যবস্থা করা হবে কি না,

২। করা না হলে দ্রুত সমস্যা নিরসনে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ?

**উত্তর**

১। সারারাজ্যে দিবারাত্র সবকয়টি কল অফিস খোলা রাখা দপ্তরের কোন সিদ্ধান্ত নেই। কর্মী স্বল্পতার জন্য দিবারাত্র রাজ্যের সর্বত্র কল অফিস কোলা সম্ভব হচ্ছে না।

২। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গেলে রাজ্যের সর্বত্র কল অফিসগুলো দিবারাত্র খোলা রাখা সম্ভব হবে।

Admitted Starred Question No. 221

Name of the Member :- Shri Animesh Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

1) What was the expenditure incurred in the last financial year for providing escort on the National Highway?

উত্তর

১। গত অর্থবছরে চাকমাঘাট থেকে মনু পর্যন্ত জাতীয় সড়ক এসর্কট চালু রাখতে মোট ৬৬,৫৬,২৪২ (ছেষট্টি লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার দুইশত বিয়ালিশ) টাকা ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫,২০,৫৩৫ ( পঞ্চান্ন লক্ষ কুড়ি হাজার পাঁচশত পয়ত্রিশ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে ৪১টি হালকা যানবাহন ভাড়া করা বাবদ, ১,৫৯,৪৪০ (এক লক্ষ উনষাট হাজার চারশত চল্লিশ) টাকা জাতীয় সড়কের দুপাশের জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য এবং ৯,৭৬,২৬৭ (নয় লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুইশত সাতষট্টি) টাকা ব্যয় করা হয়েছে জাতীয় সড়কে টহলদারী এবং এসকর্টের কাজে নিযুক্ত সি.আর.পি.এফ জওয়ানদের ব্যারাক নির্মানের জন্য।

সি.আর.পি.এফ-এর ৯টি কোম্পানীর জওয়ানরা যারা উক্ত সড়কে এসর্কট এবং টহলদারীর কাজের নিযুক্ত আছেন তাদের খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে থাকেন।

ANNEXURE-B

Admitted Un-Starred Question No.61

Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০০৩ ইং থেকে ২৫শে এপ্রিল ২০০৩ ইং পর্যন্ত

ক) বৈরী হামলায় নিহতদের নাম,

খ) বৈরী কর্তৃক অপহৃতদের নাম এবং

গ) রাজনৈতিক সন্ত্রাসে নিহতদের নাম।

২) এই হত্যার মামলার তদন্তের অগ্রগতি কতটুকু?

উত্তর

১) গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০০৩ ইং থেকে ২৫শে এপ্রিল ২০০৩ ইং পর্যন্ত

ক) বৈরী হামলায় নিহতদের নাম, তালিকা - 'A' তে দেওয়া হল।

খ) বৈরী কর্তৃক অপহৃতদের নাম, তালিকা - 'B' তে দেওয়া হল।

গ) রাজনৈতিক সন্ত্রাসে নিহতদের নাম, তালিকা - 'C' তে দেওয়া হল।

তালিকা - 'A'

| উগ্রপন্থী দ্বারা নিহত | |
|---|---|
| নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা | মামলা প্রসঙ্গ |
| ১) ইন্সপেক্টর রানু রাম। | জিরানীয়া পি.এস.। কেইস নং ২২/০৩/ইউ/এস- |
| | ১৪৮/১৪৯/৩০২/৩০৭/৩২৬/৩৭৯ আই.পি.সি |
| ২) হেড কনষ্টেবল রঘু রায়। | জিরানীয়া থানা |
| ৩) কনষ্টেবল এস. রাম। | কেইস নং ২৫/০৩ ইউ/এস-৩০২/৩২৬/৩৭৯/৩৪ |
| ৪) কনষ্টেবল সত্যপ্রকাশ। | আই.পি.সি এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| ৫) কনষ্টেবল রোহন লাল। | জিরানীয়া থানা |
| উক্ত সকলে বি.এস.এফ-এ ১৯৫ নং ব্যাটেলিয়ানে অর্ন্তভুক্ত। | কেইস নং ৩১/০৩ইউ/এস-১৪৮/১৪৯/৩৫৩/৩২৬/ |
| ৬) সুভাষ নন্দী (অসামরীক ব্যক্তি) আমতলীর ড্রাইভার। | ৪২৭/৩০৭ আই.পি.সি. এবং সেকশন ৩০২ আই.পি.সি |
| ৭) হেড কনষ্টেবল নং ৮৩০৩২-০৬০৭ রণবীর সিং ৩২ | এবং |
| সি.আর.পি. এফ ব্যাটেলিয়ান। | ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| ৮) হেড কনষ্টেবল রণজিৎ কুমার সিংহ ফষ্টি ব্যাটেলিয়ান | জিরানীয়া থানা |
| টি.এস.আর। | কেইস নং ৪৪/০৩ ইউ/এস-৩০২আই.পি.সি এবং ২৭ |
| ৯) রণজিৎ দেববর্মা, পিতা স্বাধীন দেববর্মা, মান্দাই। | আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| | বিশালগড় থানা, |
| | কেইস নং ৪৬/০৩ ইউ/এস-৪৪৮/৩০২আই.পি.সি এবং |
| ১০) বিনোদিনী দেববর্মা, পিতা মৃত রঘুনাথ দেববর্মা, সাং | ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| রঙ্গমালা সান্তরাম, থানা বিশালগড়। | রানীর বাজার থানা, |
| | কেইস নং ৩৫/০৩ ইউ/এস-৩০২/৩৪ আই.পি.সি এবং |
| ১১) বিমল দেববর্মা, পিতা মৃতসম্প্রাই দেববর্মা, সাং গুরুচরণ | ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| পাড়া, থানা রাণীর বাজার। | টাকাকজলা থানা, |
| | কেইস নং ৯/০৩ ইউ/এস- |
| ১২) রণজিৎ দেববর্মা, পিতা যতীন্দ্র দেববর্মা, সাং মধ্য | ১৪৮/১৪৯/৪৫৭/৩২৬/৩০২ |
| ঘনীনরাম, থানা টাকা[illegible]লা। | আই.পি.সি এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| | চাম্পাহাওর থানা, কেইস নং ২৬/০৩ ইউ/এস- |
| | ১৪৮/১৪৯/৩০২আই.পি. |
| ১৩) নিত্য রঞ্জন দেববর্মা, পিতা মৃত রজনী কান্ত দেববর্মা, | সি। |
| সাং ইচাছড়া, থানা চাম্পাহাওর। | চাম্পাহাওর থানা, |
| | কেইস নং ২৮/০৩ ইউ/এস-১৪৮/১৪৯/৩৬৫/৩০২/ |
| ১৪) সঞ্জিৎ দেববর্মা, পিতা শ্রী শশীমোহন দেববর্মা, | ২০১আই.পি.সি এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| সাংপ্রমোদনগর, থানা চাম্পাহাওর। | চাম্পাহাওর থানা, |
| ১৫) ফণী ওরফে ফণী দেববর্মা, পিতা শ্রী কামিনী দেববর্মা, | কেইস নং ২৯/০৩ ইউ/এস-১৪৮/১৪৯/৩০২আই.পি. |
| সাং গদাইবাড়ী, দূর্গাপুর, থানা কল্যাণপুর। | সি এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| | কিল্লা থানা, কেইস নং ৪/০৩ ইউ/এস- |
| | ১৪৮/১৪৯/৩০২আই.পি.সি |

| উগ্রপন্থী দ্বারা নিহত | |
|---|---|
| নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা | মামলা প্রসঙ্গ |
| | এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| ১৬) ইন্দ্রকিশোর জমাতিয়া, পিতা মৃত কিশোর জমাতিয়া, সাং তাই রূপাবাড়ী, থানা কিল্লা তহশীল অফিস। | কিল্লা থানা,<br>কেইস নং ৫/০৩ ইউ/এস-১৪৮/১৪৯/৩০৭/৩২৬/<br>৩০২ আই.পি.সি এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| ১৭) কনষ্টেবল নং ৪৪৬৫ সুবল দেববর্মা, ডি এ.আর.কনষ্টেবল, দক্ষিণ ত্রিপুরা। | কাঞ্চনপুর থানা, কেইস নং ২২/০৩ ইউ/এস-<br>১৪৮/১৪৯/৩০২আই.পি.<br>সি এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| ১৮) দাতারাম রিয়াং, পিতা পন্ডিরাম রিয়াং, সাং মাল্যারাম পাড়া, থানা কাঞ্চনপুর। | কৈলাসহর থানা, কেইস নং ৫৭/০৩ ইউ/এস<br>১৪৮/১৪৯/৩০২আই.পি.<br>সি এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| ১৯)প্রবীর দেব, পিতা মৃত কন্দপ মোহন দেব, সাং গোপীনাথ<br>পুর, থানা কৈলাসহর। | আমবাসা থানা, কেইস নং ১৬/০৩ ইউ/এস-১৪৮/১৪৯/<br>৩০৭/৩২৬/৪৩৬ আই.পি.সি এবং সেকসন ৩০২আই.<br>পি.সি। |
| ২০) শিবানী দেবরায়, পিতা জে.বি.রায়, সাং চন্দ্রাই পাড়া, থানা আমবাসা। | মনু থানা, কেইস নং ১৫/০৩ ইউ/এস-<br>১৪৮/১৪৯/৩৫৩/<br>৩৯৬/৩০৭ আই.পি.সি এবং ২৭/২৮ আর্মস্ অ্যাক্ট্।<br>ছামনু থানা কেইস নং ৮/০৩ ইউ/ এস ৩০২ / ৩৪<br>আই.পি সি. এবং আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| ২১) হেড কনষ্টেবল এম.পি কমল খান,<br>২২) হেড কনষ্টেবল শান্তরাম উদ্দিন।<br>২৩) কনষ্টেবল মঙ্গৎ রায়।<br>২৪) কনষ্টেবল নাসির উদ্দিন।<br>২৫) বিনোদ কুমার যাদব<br>উক্ত সকলে সি.কোম্পানী ফার্ষ্ট ব্যাটেলয়ান, কুমার ঘাট, আর.পি.এস.এফ -এর অন্তর্ভুক্ত। | রাইস্যাবাড়ী থানা, কেইস নং ৫/০৩ ইউ / এস<br>১৪৮/১৪৯/৩০২/৩০৭/৩২৬/৪৩৬/৪২৭ আই.পি.সি.<br>এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্।<br>গন্ডাছড়া থানা, কেইস নং<br>৯/০৩ইউ/এস১৪৮/১৪৯/৩০২/৩০৭/৩২৬<br>আই.পি.সি. এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট। |
| ২৬) পিন্টু দেব, পিতা পাঁচুগোপাল দেব, সাং রতিয়াবাড়ী, থানা কুমারঘাট (অসামরিক গাড়ী চালক) | |
| ২৭) মলয় দত্ত, পিতা হরিপদ দত্ত, কে.এন.রোড কুমারঘাট। | |
| ২৮) অলেন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা মৃত উপেন্দ্র ত্রিপুরা, সাং বীরকুমার রোয়াজা পাড়া। | |
| ২৯) মোহন ত্রিপুরা, পিতা শ্রী মনিন্দ্র ত্রিপুরা, এম.কে পাড়া, রইস্যা বাড়ী। | |
| ৩০) নরেন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা বীরেনজয় ত্রিপুরা, ঐ। | |
| ৩১) মধুরায় রিয়াং, পিতা শ্রী তাবজীরায় রিয়াং, সাং | |

| উগ্রপন্থী দ্বারা নিহত | |
|---|---|
| নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা | মামলা প্রসঙ্গ |
| বাড়াবাড়ি, থানা গন্ডাছড়া।<br>৩২) নবিন রিয়াং, পিতা শ্রী খরজয় রিয়াং, ঈশ্বরায় পাড়া, থানা গন্ডাছড়া। | |
| ৩৩) [illegible] রিয়াং, স্বামী মৃত মতারায় রিয়াং, সাং [illegible], থানা গন্ডাছড়া। | |

তালিকা — B

| উগ্রপন্থী দ্বারা অপহৃত | |
|---|---|
| অপহৃত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা | মামলা প্রসঙ্গ |
| ১) দেবচন্দ্র দেববর্মা, সাং করুয়াডি, থানা তেলিয়ামুড়া।<br>২) অজিত দেববর্মা, পিতা মনোরঞ্জন দেববর্মা, সাং [illegible] চৌধুরী পাড়া, থানা-আমবাসা। | তেলিয়ামুড়া থানা<br>কেইস নং ৪৪/০৩ ইউ / এস - ৪৪৮ / ১৪৯/৩৬৪ (এ) আই.পি.সি. এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট। |
| ৩) রাইফেলম্যান উত্তম পাল, পিতা শ্রী মহেন্দ্র পাল, ৮ নং ব্যাটেলিয়ান, টি.এস.আর, টাকারজলা। | তেলিয়ামুড়া থানা<br>কেইস নং ৫১ / ০৩ ইউ / এস-৩৬৪/৫০৬/৩৪৯ আই.পি.সি.। |
| ৪) প্রদীপ পাল, ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক। | টাকার জলা থানা,<br>কেইস নং ১২/০৩ইউ/এস-৩৬৪ আই.পি.সি এবং ২৭ আর্মস অ্যাক্ট্। |
| ৫) প্রদীপ ঘোষ, ঐ<br>৬) স্বপন বর্মন রায়, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী।<br>৭) কানু রঞ্জন বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী।<br>৮) সুকুমার সাহা, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী।<br>৯) মাধব পাল, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী। | টাকারজলা থানা,<br>কেইস নং ১২/০৩ ইউ/ এস-১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩৬৪ (এ) আই.পি.সি এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| ১০) প্রবীর মজুমদার, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী।<br>১১) অমূল্য দেববর্মা, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী। | টাকারজলা থানা<br>কেইস নং ১৪/০৩ ইউ/এস ৩৬৪ আই.পিসি। |
| ১২) বীর কুমার দেববর্মা, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী।<br>১৩) হরপদ সূত্রধর, সাং মলয়নগর, থানা শ্রীনগর। | চাম্পাহাওর থানা<br>কেইস নং ৩০/০৩ ইউ / এস-১৪৮/১৪৯/৩২৫/৩৬৫ আই.পি.সি। |
| ১৪) সুকুরাজ দেববর্মা, পিতা শ্রী চন্দ্রকান্ত দেববর্মা, পঃ ফলকুবাড়ী। | |
| ১৫) অজিত দেববর্মা, ঐ<br>১৬) উত্তম কুমার দেববর্মা ঐ | শ্রীনগর থানা<br>কেইস নং ৯/০৩ ইউ/এস ৩৬৫ আই.পি.সি. এবং ২৭ আর্মস অ্যাকট। |

| | |
|---|---|
| ১৭) বাবুল দেব, টি.আর.এল নং - ১০০৫ (ট্রাক চালক) | শ্রীনগর থানা,<br>কেইস নং ১০/০৩ ইউ/এস ৩৬৫ আই.পি.সি. এবং ২৭ আর্মস অ্যাকট। |
| ১৮) দুলাল গোস্বামী, পিতা মৃত সুবল গোস্বামী, পূর্ব নোয়াগাঁও। | তৈদু থানা<br>কেইস নং ৬/০৩ ইউ/এস ১৪৮/১৪৯/৩৬৯ আই.পি.সি. এবং ২৭ আর্মস অ্যাকট। |
| ১৯) যোগেন্দ্র মজুমদার, পিতা মৃত যুধিষ্ঠির মজুমদার দক্ষিণ তৈদু, থানা - তৈদু। | |
| ২০) বাদল দাস, পিতা শ্রী সুধীর দাস, দক্ষিন তৈদু, থানা- তৈদু। | |
| ২১) দুলাল পাল, পিতা কষ্ণকান্ত পাল, দক্ষিন তৈদু, থানা তৈদু। | চুরাইবাড়ী থানা |
| ২২) নারায়ণ দেবনাথ, পিতা মৃত সুরমন দেবনাথ, দক্ষিন তৈদু, থানা তৈদু | কেইস নং ২৩/০৩ ইউ/ এস-১৪৮/১৪৯/৪৫৭/৩৬৫ আই.পি.সি. এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাকট্। |
| ২৩) প্রাণেশ দাস, পিতা শ্রী বাসন্ত দাস, বিরাজনগর, থানা চুড়াইবাড়ী। | কৈলাসহর থানা<br>কেইস নং ৫৮/০৩ ইউ/ এস ৩৬৪(এ)/৩৪ আই.পি.সি. |
| ২৪) দক্ষিনাশুক্ল বৈদ্য পিতা শ্রী দেবেন্দ্র শুক্ল বৈদ্য, সনাতুর পাড়া, থানা - কৈলাশহর। | এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাকট্।<br>কৈলাসহর থানা |
| ২৫) বিমল শুক্ল বৈদ্য, পিতা শ্রী দেবেন্দ্র শুক্ল বৈদ্য। | কেইস নং ৬০/০৩ ইউ/ এস ৩৬৪(এ)/৪৫৭/৩৪ |
| ২৬) নিরূপম চক্রবর্তী, পিতা, শ্রী নগেন্দ্র চক্রবর্তী, সামরুরপাড়, কৈলাসহর। | আই.পি.সি. এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাকট্।<br>কৈলাসহর থানা |
| ২৭) সুজিৎ রায়, পিতা সুখীলাল রায়, হালাইয়েরপুর, কৈলাশহর। | কেইস নং ৬৯/০৩ ইউ/ এস ৪৫৭/৩৬৪(এ)/৩৪ আই.পি.সি. এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাকট্। |
| ২৮) সত্যরাম রায়, পিতা সুবোধ চন্দ্র রায়, হালাইয়ের পুর, কৈলাসহর। | কৈলাসহর থানা<br>কেইস নং ৬০/০৩ ইউ/ এস ১৬৪(এ)/৩৪ আই.পি.সি. |
| ২৯) সুধাংশু বাউড়ি পিতা কর্ন্দপ বাউড়ি, সামরুরপাড়, কৈলাসহর। | এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাকট্।<br>কাঞ্চনপুর থানা |
| ৩০) নৃপেন্দ্র ঘোষ, পিতা মৃত নরেশ ঘোষ, রাধামাধবপুর, থানা কাঞ্চনপুর। | কেইস নং ২৪/০৩ ইউ/ এস ৩৬৪(এ)/৪৫৭/৩৪ আই.পি.সি। |
| ৩১) মানস দে, পিতা শ্রী মিহির লাল দে, রাঘনা, ধর্মনগর। | ধর্মনগর থানা<br>কেইস নং ৩৭/০৩ ইউ/ এস ৩০৫/৩৬৫/৩০৭/৩২৬ |
| ৩২) মৃগাঙ্ক দে, পিতা ঐ | আই.পি.সি. এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাকট্। |
| ৩৩) রুনু দে, পিতা শ্রী সময় দে, রাঘনা, ধর্মনগর। | রাইস্যাবাড়ী থানা<br>কেইস নং ০৪/০৩ ইউ/ এস ৩৬৪(এ)/৩৪ আই.পি.সি. |

| | |
|---|---|
| ৩৪) নায়েব আলী, পিতা রশিদ আলী পালাটানা, থানা- আর এস.বি। | এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| ৩৫) লক্ষ্মণ ত্রিপুরা, মন্দিরঘাট, থানা - আর এস বি। | মনু থানা, কেইস নং ১১/০৩ ইউ/ এস ৩৬৪(এ)/৩৪ আই.পি.সি। |
| ৩৬) শিবাজী দেবনাথ, পিতা, নগেন্দ্র দেবনাথ সাইদাপাড়া, থানা কুমারঘাট। | |
| ৩৭) সুরেস সাহানি | |
| ৩৮) পূর্ণ ডেকা | |
| ৩৯) বকুল তেওয়ারি | |
| ৪০) নব সিং | |
| উক্ত সকলেই এস.কে.পাড়া চন্দন দাশগুপ্ত রেলওয়ে ক্যাম্পের নিবাসী। | মনু থানা, কেইস নং ১৪/০৩ ইউ/ এস ৩৬৪(এ) আই.পি.সি। |
| ৪১) ননী বিশ্বাস, পিতা মৃত রাধাচরণ বিশ্বাস, মনুঘাট, মনু (অটোরিক্সাচালক)। | মনু থানা, কেইস নং ১৭/০৩ ইউ/ এস- ৩৬৪(এ) আই.পি.সি.এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |
| ৪২) বাপন দেব পিতা-শ্রী বাবুল দেব, দক্ষিণ মাসলি, মনু। | |

## রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে নিহত ব্যক্তিদের নাম ঠিকানা তালিকা-'C'

| নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকান |
|---|
| ১) হেমলতা দেব, স্বাঃ মৃত অক্ষয় দেব, সোনাতলা, থানা খোয়াই। |
| ২) ব্রজেন্দ্র কুমার দাস, পিতা মৃত উপেন্দ্র দাস, কৃষ্ণপুর তেলিয়ামুড়া। |
| ৩) নিরঞ্জন পাল, পিতা-মৃত নিকুঞ্জ বিহারী পাল, বালুয়াছড়া, তেলিয়ামুড়া। |
| ৪) বিশ্বজিৎ মজুমদার, পিতা-মনোরঞ্জন মজুমদার, মগ-পুষ্করিনী, আর.এক পুর. থানা। |
| কেইস নং ৫২/০৩ ইউ/ এস- ১৪৮/১৪৯/৩২৫ আই.পি.সি.এবং সেকশন-৩০২। |
| ৫) অমর মোহন ত্রিপুরা, পিতা-বাদাসি ত্রিপুরা, নিউ দলপতি পাড়া, গন্ডাছড়া থানা। |
| কেইস নং ৮/০৩ ইউ/ এস- ৩০২ আই.পি.সি.এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্। |

Admitted Un-Starred Question No.62

Name of the Member : Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১) গত রাজ্য বিধানসভার সাধারন নির্বাচনের নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে রাজ্যে মোট কতজন নিহত ও আহত হয়েছেন; (তাদের নামের তালিকা সহ) এবং

২) উক্ত সন্ত্রাসে কত পরিবারের ঘরবাড়ী অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হয়েছে? (নামের তালিকা সহ)

**উত্তর**

১) গত রাজ্য বিধানসভার সাধারন নির্বাচনের নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের কারনে রাজ্যে মোট ৫জন নিহত এবং ৬৩জন আহত হয়েছে। তাদের নামের তালিকা সঙ্গে দেওয়া হল।

## রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা

১) হেমলতা দেব, স্বাঃ মৃত অক্ষয় দেব, সোনাতলা, থানা খোয়াই।

২) ব্রজেন্দ্র কুমার দাস, পিতা মৃত উপেন্দ্র দাস, কৃষ্ণপুর, তেলিয়ামুড়া।

৩) নিরঞ্জন পাল, পিতা - মৃত নিকুঞ্জ বিহারী পাল, বালুয়াছড়া, তেলিয়ামুড়া।

৪) বিশ্বজিৎ মজুমদার, পিতা মনোরঞ্জন মজুমদার, মগ-পুষ্করিনী, আর.এক পুর, থানা। কেইস নং ৫২/৩৩ ইউ/এস ১০৮-১০০/৩২৫ আই.পি.সি. এবং সেকশন - ৩০২

৫) অমর মোহন ত্রিপুরা, পিতা - বাদাসি ত্রিপুরা, নিউ দলপতি পাড়া, গন্ডাছড়া থানা। কেইস নং ৮/০৩ ইউ/এস ৩০২ আই.পি.সি. এবং ২৭ আর্মস্ অ্যাক্ট্।

## রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে আহতদের নাম ও ঠিকানা

| ক্রমিক নং | নাম | থানা |
|---|---|---|
| ১ | সহিদুল ইসলাম, পিতা মহম্মদ আবদুল রসিদ | আগরতলা পূর্ব থানা |
| ২ | তপন দত্ত, পিতা মৃত অভিনেশ দত্ত। | ঐ |
| ৩ | চন্দ্রানি দত্ত, পিতা তপন দত্ত। | ঐ |
| ৪ | গুরুচরণ ভৌমিক, পিতা মৃত লক্ষ্মীকান্ত ভৌমিক। | আগরতলা পশ্চিম থানা |
| ৫ | বিশ্বজিৎ ভৌমিক, পিতা গুরুচরণ ভৌমিক। | ঐ |
| ৬ | নমিতা আচার্যি, পিতা বিপ্লব আচার্য। | ঐ |
| ৭ | অরুণ দাস, পিতা পরেশ দাস। | ঐ |
| ৮ | সঞ্জিৎ [illegible]থ, সাংবাদিক মৈত্রী সংবাদ। | ঐ |
| ৯ | কৃষ্ণচন্দ্র দাস, পিতা মৃত কালাচান দাস। | ঐ |
| ১০ | মলয় রায়, পিতা অজ্ঞাত। | ঐ |
| ১১ | গোপাল সাহা, পিতা মৃত প্রতাপ চন্দ্র সাহা। | ঐ |
| ১২ | অধির চন্দ্র সাহা, পিতা শুক লাল সাহা। | সিধাই থানা |
| ১৩ | রেখা সাহা, পতি অধির চন্দ্র সাহা। | ঐ |

# রাজনৈতিক সং কারনে আহতদের নাম ও ঠিকানা

| ক্রমিক নং | নাম | থানা |
|---|---|---|
| ১৪ | পদ্মমোহন দেববর্মা, পিতা নিত্যহরি দেববর্মা। | ঐ |
| ১৫ | নরোত্তর দেববর্মা, পিতা পদ্মমোহন দেববর্মা। | ঐ |
| ১৬ | কৃষ্ণা দাস উড়িয়া, পিতা গুরুচরণ উড়িয়া। | ঐ |
| ১৭ | স্বপ্ন সূত্রধর, পিতা শুক লাল সূত্রধর। | ঐ |
| ১৮ | বাকী বর্মন, পিতা বিনোদ বর্মন। | ঐ |
| ১৯ | সুধারানী সূত্রধর, পতি স্বপ্ন সূত্রধর। | ঐ |
| ২০ | ঊষা দেবনাথ, পতি মৃত শশাঙ্ক দেবনাথ। | ঐ |
| ২১ | লক্ষ্মী দেবনাথ, পিতা মৃত শশাঙ্ক দেবনাথ। | ঐ |
| ২২ | অশোক দেবনাথ, পিতা সুশান্ত দেবনাথ। | ঐ |
| ২৩ | অভিনাশ বিশ্বাস, পিতা মুকুন্দ বিশ্বাস। | এয়ারপোর্ট থানা |
| ২৪ | মুকুন্দ বিশ্বাস, পিতা বাঞ্ছারাম বিশ্বাস। | ঐ |
| ২৫ | জীবন আচার্য, পিতা শৈলেন্দ্র আচার্য। | খোয়াই থানা |
| ২৬ | প্রদীপ সরকা, পিতা অজিত সরকার। | কল্যাণপুর থানা |
| ২৭ | সিপ্রা দাস, পিতা ক্ষিতিশ দাস। | কল্যাণপুর থানা |
| ২৮ | দীপক দাস, পিতা মুকুন্দ দাস। | তেলিয়ামুড়া থানা |
| ২৯ | ভানু দাস, পিতা মৃত শুক লাল দাস। | ঐ |
| ৩০ | সঞ্জয় ঘোষ পিতা মৃত মিহির লাল ঘোষ। | ঐ |
| ৩১ | সহদেব পাল, পিতা মৃত বীরেন্দ্র পাল। | ঐ |
| ৩২ | সুজিৎ পাল, পিতা মৃত নিরিঞ্জন পাল। | ঐ |
| ৩৩ | সতিশ দেবনাথ, পিতা মৃত গঙ্গাচরণ বর্মণ। | মেলাঘর থানা |
| ৩৪ | চন্দন দেবনাথ, পিতা কৃষ্ণপদ দেবনাথ। | রাণীর থানা |
| ৩৫ | অঞ্জলি মজুমদার, পতি নিরোদ মজুমদার। | রাধা কিশোর পুর |
| ৩৬ | অজ্ঞাত একজন কংগ্রেসী। | ঐ |
| ৩৭ | রিপন মজুমদার, পিতা নিরোদ মজুমদার। | ঐ |
| ৩৮ | স্বপ্ন মজুমদার, পিতা সিপন মজুমদার। | ঐ |
| ৩৯ | অজ্ঞাত এক ব্যাক্তি | ঐ |
| ৪০ | নিশিকান্ত দেব, পিতা মৃত নিরোদ রঞ্জন দেব। | কমলপুর থানা |
| ৪১ | রামচরণ টাংলা, পিতা মৃত রামকৃষ্ণ টাংলা। | ঐ |
| ৪২ | রণধীর টাংলা, পিতা রামচরণ টাংলা। | ঐ |
| ৪৩ | বিনোতী টাংলা, পতি রামচরণ টাংলা। | ঐ |
| ৪৪ | অরোন টাংলা, পিতা মৃত রামকৃষ্ণ টাংলা। | ঐ |
| ৪৫ | সন্তোস টাংলা, পিতা মৃত রামকৃষ্ণ টাংলা। | ঐ |
| ৪৬ | প্রমোদ টাংলা, পিতা মৃত রামকৃষ্ণ টাংলা। | ঐ |
| ৪৭ | মার্চেথাই মগ, পিতা মৃত মায়োমা মগ। | গন্ডাছড়া থানা |
| ৪৮ | হাজিমুকুরেশ্বর রহমান, পিতা হাজির ফরুজান রহমান। | চৌড়াইবাড়ী থানা |
| ৪৯ | সমজিৎ আলী, পিতা মৃত হাজি ফরোজান আলী। | ঐ |
| ৫০ | লাজিত আলী, পিতা ঐ | ঐ |
| ৫১ | এপিস উদ্দিন, পিতা ঐ | ঐ |

# রাজনৈতিক সংঃ কারনে আহতদের নাম ও ঠিকানা

| ক্রমিক নং | নাম | থানা |
|---|---|---|
| ৫২ | মহম্মদ আবদুল রুফ, পিতা মৃত চন্দন আলী। | ঐ |
| ৫৩ | মহম্মদ আরফিন আলী, পিতা ঐ | ঐ |
| ৫৪ | রসিদ আলী, পিতা ঐ। | ঐ |
| ৫৫ | মেঘালরাম রিয়াং | দামছড়া থানা |
| ৫৬ | রঞ্জিৎ রিয়াং, ঐ | ঐ |
| ৫৭ | প্রভাত ব রুয়া, পিতা মৃত লাল মোহন বরুয়া। | কাঞ্চনপুর থানা |
| ৫৮ | রাণী বরুয়া, পিতা লাল মোহন বরুয়া। | ঐ |
| ৫৯ | হিরণ মিঞা, পিতা মহম্মদ মন্টু মিঞা। | ঐ |
| ৬০ | মহম্মদ সুকুর মিঞা, পিতা ঐ | ঐ |
| ৬১ | মহম্মদ ফুল মিঞা, পিতা ঐ | ঐ |
| ৬২ | সজল মিঞা, পিতা ঐ | ঐ |
| ৬৩ | সুকুর আলী , পিতা মহম্মদ মতীন আলী। | কৈলাশহর থানা |

২) উক্ত সন্ত্রাসে ঘরবাড়ী অগ্নি সংযোগের ফলে নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঃ-

ক) মোঃ মারোজ জামার, পিতা মৃত কুর্বা আলী, সাং লাঠিয়াবিল থানা সালেমা।

খ) পরেশ চন্দ্র দাস, পিতা মৃত সুরেশ চন্দ্র দাস সাং ছয় গড়িয়া মহারাণী থানা আর. কে.পুর।

গ) শ্রীমতি সোমা সাহা(দাস) স্বামী শ্রী বিজয় দাস, সাং বৈষ্ণবীড়ে থানা ঐ।

ঘ) শ্রী মতি দুলালী দে, স্বামী শ্রী তপন দে সাং ঐ থানা ঐ।

ঙ) অমর (অমল) কর্মকার, পিতা মৃত জগদীশ কর্মকার, সাং গকুলপুর, থানা আর কেপুর।

চ) যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস, পিতা মৃত জয়চন্দ্র দাস, সাং কাকস্বন থানা আর. কে পুর।

ছ) জওহর লাল দাস, পিতা মনমোহন দাস সাং ঐ থানা ঐ।

জ) অজিত রায়, পিতা মৃত রাধাকৃষ্ণ রায়, সাং দেওয়ান পারা থানা ধর্মনগর।

ঝ) সুশীল শুক্লা বৈদ্য, পিতা মৃত নরেন্দ্র শুক্লা বৈদ্য, সাং পূর্ব হারুয়া থানা ঐ।

ঞ) নাজীব আলী পিতা নোয়ার উল্লা, সাং ইয়াজী ঘোয়ারা থানা কৈলাশহর।

ট) প্রফুল্ল দাস, পিতা মৃত নিবাস দাস সাং পশ্চিম জয়নগর থানা পশ্চিম আগরতলা।

ঠ) পরিমল দাস, পিতা মৃত সতীশ দাস, সাং দক্ষিণ রামনগর থানা ঐ।

ড) বাবুল মিয়া, পিতা মৃত মোঃ নরুল মিয়া, সাং ঐ থানা ঐ।

ঢ) হানীফ মিয়া, পিতা মৃত আব্দুল বারাক মিয়া সাং ঐ থানা ঐ।

ণ) উনা মিয়া, পিতা মৃত সর মিয়া সাং জিরানীয়া খলা থানা জিরানীয়া।

ত) দিলীপ দাস, পিতা মনোরঞ্জন রাস সাং নোয়াবাদী থানা ঐ।

থ) জৈষ্ঠ্যময়ী ত্রিপুরা, পিতা মৃত দোখারী ত্রিপুরা সাং মনপাথর থানা যাত্রাপুর।

দ) বীরেন্দ্র দেব, পিতা মৃত সুরেন্দ্র দেব সাং নরুল নগর থানা বিশালগড়।

ধ) শ্রীধর নম, পিতা শ্রীনগেন্দ্র নম সাং রামছড়া থানা ঐ।

ন) শ্রী কুমার সাহা, পিতা ঐ সাং ঐ থানা ঐ।

প) কৃষ্ণদাস উড়িয়া, পিতা গুরুচরণ উড়িয়া সাং কাতলামারা থানা সিধাই।

## Admitted Un-Starred Question No.63

## Name of the Member : **Shri Joy Gobindra Deb Roy,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Planning & Co-ordination Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কত সালে উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ গঠিত হয়েছে এবং পরিষদের সদস্য রাজ্য গুলি নাম কি কি ?

২। NEC গঠিত হবার পব থেকে ২০০৩ ইং সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট কত টাকা বিনিয়োগ করেছে, কি কি ধরনের কাজে NEC বরাদ্দ কৃত অর্থ ব্যয় করা যায়,

৩। প্রশ্ন ঃ এ পর্যন্ত -- বরাদ্দকৃত কত টাকা এই রাজ্যে ব্যয় করা হয়েছে, (পূর্ণাঙ্গ তথ্য),

উত্তর

১। পূর্বাঞ্চল পরিষদ Act ১৯৭১ অনুযায়ী ১৯৭২ সালে উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ গঠিত হয়েছে।

বর্তমানে পরিষদের সদস্য রাজ্যগুলি হল ঃ

ক) আসাম, খ) মেঘালয়, গ) নাগাল্যান্ড, ঘ) মনিপুর, ঙ) ত্রিপুরা, চ) অরুণাচল প্রদেশ, ছ) মিজোরাম এবং জ) সিকিম।

উত্তর

২। NEC গঠিত হবার পর থেকে ২০০২ ইং সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৫৬৫৮.৮৫ কোটি টাকা NEC বিনিয়োগ করেছে। সাধারণতঃ NEC দুই বা ততোধিক রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সেই অনুযায়ী NEC অনুমোদিত কাজ রূপায়নের জন্য NEC অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। কাজেই অনুমোদিত কাজ রূপায়নের ক্ষেত্রেই NEC বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা যায়। ২০০২ - ২০০৩ আর্থিক সালের বিনিয়োগের পরিমান সংগ্রহাধীন।

উত্তর

৩। এ পর্যন্ত (২০০২ ইং সালের মার্চ) -- বরাদ্দকৃত মোট ৩৪৪.৯২ কোটি টাকা এ রাজ্যে ব্যয় করা হয়েছে। এই পুরো ব্যয়িত অর্থ যে সমস্ত সংস্থাগুলি মাধ্যমে হয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

| সংস্থান নাম | | ব্যয়িত অর্থ (কোটি টাকা) |
|---|---|---|
| ১। | রাজ্য সরকার | ২৮২.৮০ |
| ২। | বি.আর.ও. | ২৮.২৫ |
| ৩। | স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা | ৪.২৫ |
| ৪। | নিপকো এবং পি.জি.সি. আই. | ৮.৯২ |
| ৫। | এ.এ. আই. | ১৯.২৯ |
| ৬। | সি.ডব্লিও. সি, সি.আই.ডব্লিও টি.সি., এন.এফ.রেলওয়েজ ইত্যাদি | ১.৪১ |
| | মোট ঃ | ৩৪৪.৯২ |

## Admitted Un-Starred Question No.73

## Name of the Member : **Shri Joytirmoy Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

**১। সারা রাজ্যে বর্তমানে কতগুলি বৈরী সংগঠন সক্রিয় রয়েছে ঃ (নামের তালিকা সহ)**

**২। ঐ সংগঠনগুলির কতগুলিকে সরকার কর্তৃক বে-আইনী ঘোষনা করা হয়েছে;**

৩। বাকী সংগঠনগুলিকে কবে নাগাদ বে-আইনী ঘোষণা করা হবে; এবং

৪। না করা হলে এর কারণ?

উত্তর

১) রাজ্যে মূলত ২টি বৈর সংগঠন সক্রিয় আছে। একটি সংগঠনের নাম হল ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব তুইপ্রা (এন.এল.এফ.টি.) এবং আরেকটি সংগঠনের নাম হল অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এ টি টি.এফ)। এন এল এফ.টি. তিনটি উপদলে ভাগ হয়েছে। একটি উপদলের নাম এন.এল.এফ.টি বিশ্বমোহন গোষ্ঠী এবং আরেকটি উপদলের নাম এন.এল এফ.টি.- নয়নবাসী গোষ্ঠী। তৃতীয় উপদলটির নাম বরক ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ত্রিপুরা (বি.এন.সি.টি)।

২। অন-ল ফুল এ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন) এ্যাক্ট, ১৯৬৭-এর ৩নং ধারার (১) নং উপধারায় এ.টি.টি.এফ এবং এন.এল.এফ টি. এই দুটি বৈরী সংগঠনকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এন.এল. এফ.টির উপদলগুলি (এন এফ.এফ টি-বিশ্বমোহন গোষ্ঠী, এন.এল.এফ.টি. নয়নবাসী গোষ্ঠী এবং বি.এন.সি.টি.) স্বাভাবিক ভাবেই বে-আইনী বলে বিবেচিত।

৩নং এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর। আন-ল ফুল এ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন) এ্যাক্ট, ১৯৬৭ এর ৩ নং ধারা অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ার ভুক্ত।

## Admitted Un-Starred Question No.78

Name of the Member : **Shri Gopal Chandra Roy,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ২০০৩ ইং সালের মার্চ এবং এপ্রিল মাসে রাজ্যে :-

ক) নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা কতগুলি,

খ) চুরি ডাকাতির সংখ্যা কতগুলি,

গ) অপহরণের সংখ্যা, কত,

ঘ) বৈরী হামলায় নিহতের সংখ্যা কত?

উত্তর

১) ক) ৭৮ টি (এর মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১৫টি)

খ) ৬০ টি (এর মধ্যে চুরির ঘটনা ৫২টি এবং ডাকাতির ঘটনা ৮টি)

গ) ৪৪টি (এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৬ এবং নারীর সংখ্যা ৮। তাদের মধ্যে ২৪ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা ফিরে এসেছেন।)

ঘ) ২৬ জন।

## Admitted Un-Starred Question No.82

Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) প্রয়াত বিধায়ক মধুসূদন সাহার হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে;

২) এই হত্যার মামলার তদন্তের অগ্রগতি কতটুকু?

উত্তর

১) প্রয়াত বিধায়ক মধুসূদন সাহার হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত ২ (দুই) জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের নাম হল (ক) রাজেশ মিয়া ওরফে ঝুটন, পিতা - আলু মিয়া, রামনগর, থানা - পশ্চিম আগরতলা এবং খ) শ্যামল বর্ধন, গেদু মিয়া মসজিদ রোড, থানা - পূর্ব আগরতলা। পূর্ব অগারতলা থানার ৩৯/০১ নম্বর মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ নং ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ নং ধারায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২) এই হত্যা মামলার তদন্তের ভার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর (সি.বি.আই) এর হাতে দেওয়া হয়েছিল। সি.বি.আই. তদন্তের কাজ শেষ হওয়ার পর উপরিউক্ত ২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ পত্র দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি এখন বিচারধীন রয়েছে।

## Admitted Un-Starred Question No.86

## Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের এডভোকেট্ জেনারেল সম্প্রতি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ?

২। করে থাকলে কবে থেকে পদত্যাগ করেছেন, এবং

৩। কবে নাগাদ নতুন এডভোকেট্ জেনারেল নিয়োগ করা হবে।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ৩রা মার্চ ২০০৩ ইং তারিখে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন।

৩। রাজ্য সরকারের পদত্যাগ পত্র গ্রহন না করে শ্রীবিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে উনি কাজ চালিয়ে যান।

## Admitted Un-Starred Question No.91

## Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের সবগুলি মহকুমাতে এখনও সাব-ডিভিশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস্ কমিটি গঠন করা হয় নাই ?

২। সত্য হলে কোন কোন মহকুমাতে গঠিত হয় নাই এবং গঠন না হওয়ার কারণ কি ?

৩। কবে নাগাদ উক্ত কমিটি গঠন করা হবে ? এবং

৪। এখন পর্যন্ত কোন কোন মহকুমায় উক্ত কমিটিগুলি গঠিত হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। এখনো পর্যন্ত সদ্য গঠিত নতুন পাঁচটি মহকুমা, যথা ঃ বিশালগড়, গন্ডাছড়া, আমবাসা, লংতরাইভ্যালী, এবং কাঞ্চনপুরে সাব-ডিভিশন্যাল লিগ্যাল সার্ভিসেস্ কমিটি গঠিত হয়নাই।

৩। আদালত পরিপূর্ণভাবে গঠিত হলেই লিগ্যাল। সার্ভিসেস্ কমিটিও গঠিত হবে।

৪। যেসব মহকুমাগুলিতে লিগ্যাল সার্ভিসেস্ কমিটি গঠিত হয়েছে সেগুলি হল - আগরতলা, ---- খোয়াই, উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনিয়া, সাব্রুম, কৈলাসহর, ধর্মনগর, এবং কমলপুর।

**PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE**
**(Questions & Answers)**

Admitted Un-Starred Question No.93

Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১) ১৯৯৮ ইং সনের ১০ই এপ্রিল হইতে ২০০৩ইং সনের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি উগ্রপন্থী হামলা সংঘটিত হয়েছে; (থানা ভিত্তিক হিসাব)

২) উক্ত সময়ে সারা রাজ্যে উগ্রপন্থী কর্তৃক কয়টি লুটপাটের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে; (থানা ভিত্তিক হিসাব)

৩) উক্ত সময়ে উগ্রপন্থী কর্তৃক কয়টি গবাদি পশু অপহৃত হয়েছে এবং কয়টি গবাদি পশু বাংলাদেশী ডাকাত, চোর কর্তৃক চুরি হয়েছে? (থানা ভিত্তিক হিসাব)

**উত্তর**

১) ১৫৬৭ টি। থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হয়।

২) ২৬টি । থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

৩। উগ্রপন্থী কর্তৃক গবাদি পশু অপহৃত হয়েছে - ৪৭টি।

বাংলাদেশী ডাকাত, চোর কর্তৃক গবাদি পশু চুরি হয়েছে ৩৪৪টি।
থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

| ক্রমিক সংখ্যা | থানার নাম | উগ্রপন্থী হামলা | উগ্রপন্থী কর্তৃক লুটপাট | উগ্রপন্থী কর্তৃক গবাদি পশু অপহরণ | বাংলাদেশী ডাকাত, চোর কর্তৃক গবাদি পশু চুরি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১ | পশ্চিম আগরতলা | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ২ | পূর্ব অগারতলা | ২ | ০ | ০ | ১ |
| ৩ | এয়ারপোর্ট | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৪ | সিধাই | ১২ | ০ | ৫ | ৬৭ |
| ৫ | রাণীরবাজার | ৩ | ০ | ০ | ০ |
| ৬ | মহিলা থানা, আগরতলা | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৭ | জিরাণিয়া | ১৪৩ | ৩ | ৫ | ০ |
| ৮ | তেলিয়ামুড়া | ৫১ | ০ | ০ | ০ |
| ৯ | কল্যাণপুর | ১৩৩ | ০ | ০ | ০ |
| ১০ | চাম্পাহাওড় | ৭৫ | ২ | ৭ | ২ |
| ১১ | খোয়াই | ৭৪ | ০ | ৪ | ০ |
| ১২ | শ্রীনগর | ৩ | ০ | ০ | ০ |
| ১৩ | টাকারজলা | ৩৮ | ৩ | ০ | ০ |
| ১৪ | আমতলী | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ১৫ | বিশালগড় | ৭ | ০ | ২ | ২৫ |
| ১৬ | মেলাঘড় | ২ | ০ | ১ | ৭ |
| ১৭ | সেনামুড়া | ১ | ০ | ০ | ৫৮ |
| ১৮ | কলমচৌড়া | ২ | ০ | ১ | ৯৬ |

| ১৯৯৮ইং সনের ১০ই এপ্রিল হইতে ২০০৩ ইং সনের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত সারা রাজ্যে উগ্রপন্থী হামলা লুট পাট গাবিদ পশু অপহরণ এবং বাংলাদেশী ডাকাত, চোর কর্তৃক গবাদি পশু চুরির থানা ভিত্তিক হিসাব | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক সংখ্যা | থানার নাম | উগ্রপন্থী হামলা | উগ্রপন্থী কর্তৃক লুটপাট | উগ্রপন্থী কর্তৃক গবাদি পশু অপহরণ | বাংলাদেশী ডাকাত, চোর কর্তৃক গবাদি পশু চুরি |
| ১৯ | যাত্রাপুর | ০ | ০ | ০ | ৪ |
| ২০ | রাধাকিশোরপুর | ৭৯ | ১ | ০ | ০ |
| ২১ | বিলোনীয়া | ২ | ০ | ০ | ০ |
| ২২ | বীরগঞ্জ | ৮৬ | ১ | ১ | ১ |
| ২৩ | নূতনবাজার | ৮০ | ০ | ০ | ০ |
| ২৪ | শান্তির বাজার | ৫৯ | ১ | ১ | ০ |
| ২৫ | মনুবাজার | ৫ | ০ | ০ | ০ |
| ২৬ | পুরান রাজবাড়ি | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ২৭ | সাব্রুম | ১৪ | ০ | ০ | ০ |
| ২৮ | কিল্লা | ৪৬ | ৩ | ৩ | ০ |
| ২৯ | অম্পি | ৩১ | ০ | ২ | ২ |
| ৩০ | তৈদু | ৪৫ | ০ | ১ | ০ |
| ৩১ | বাইখোড়া | ৪৩ | ১ | ১ | ০ |
| ৩২ | সালেমা | ৩২ | ০ | ০ | ০ |
| ৩৩ | আমবাসা | ৫৪ | ০ | ০ | ০ |
| ৩৪ | কচুছড়া | ৫ | ০ | ০ | ০ |
| ৩৫ | মনু | ১০৫ | ৩ | ৩ | ০ |
| ৩৬ | ছামনু | ৩৬ | ০ | ০ | ০ |
| ৩৭ | গঙ্গানগর | ৯ | ০ | ০ | ০ |
| ৩৮ | গঙ্গাছড়া | ৩৫ | ৩ | ৩ | ০ |
| ৩৯ | রইস্যাবাড়ি | ৩২ | ০ | ৩ | ২ |
| ৪০ | লংতরাইভ্যালী | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৪১ | কমলপুর | ১৬ | ০ | ২ | ৬৬ |
| ৪২ | কৈলাসহর | ১৭ | ০ | ২ | ১১ |
| ৪৩ | পাণিসাগর | ৪ | ০ | ০ | ০ |
| ৪৪ | দামছড়া | ১১ | ০ | ০ | ০ |
| ৪৫ | পেচারথল | ১০ | ০ | ০ | ০ |
| ৪৬ | ধর্মনগর | ৯ | ১ | ০ | ০ |
| ৪৭ | খেদাছড়া | ২ | ২ | ০ | ১ |
| ৪৮ | ভাংমুন | ৩ | ১ | ০ | ০ |
| ৪৯ | কাঞ্চনপুর | ৩৪ | ০ | ০ | ০ |
| ৫০ | কুমারঘাট | ৪১ | ১ | ০ | ০ |
| ৫১ | চোরাইবাড়ি | ৫ | ০ | ০ | ১ |
| | মোট | ১৫৭৬ | ২৬ | ৪৭ | ৩৪৪ |

## PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions & Answers)

### Admitted Un-Starred Question No.94
Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১) ত্রিপুরা রাজ্যে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যা কত মোট জনসংখ্যার শতাংশ অনুসারে জেলা ভিত্তিক হিসাব ?

**উত্তর**

১) ত্রিপুরা রাজ্যে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা হল ২,৯৫,০০০ (যার মধ্যে ৪৫,২২৪ টি পরিবার অন্তদোয় অন্ন যোজনা প্রকল্পভূক্ত) যাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের ধার্য যাত্রা অনুযায়ী লক্ষ মুখি গণবন্টন ব্যবস্থার আওতাধীন। উক্ত পরিবারের মোট জন সংখ্যা ১১,৯২,০৪১ জন।

মোট পরিবারের শতাংশ অনুসারে লক্ষ মুখি গণবন্টন ব্যবস্থার আওতাধীন দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীদের জেলা ভিত্তিক হিসাব ন্নিরূপ ঃ-

| জেলা | জনসংখ্যা | বি,পি,এল পরিবার | শতকরা বি,পি,এল পরিবার |
|---|---|---|---|
| পশ্চিম | ১৬,১০,৩৬১ | ১,১০,৩১২ | ৩১.৩২% |
| দক্ষিন | ৭,৮৭,৮৬২ | ৮৮,৩৯৪ | ৫১.২৩% |
| উত্তর | ৫,৬৭,২৯০ | ৫২,৮৬১ | ৪৪.০৯% |
| ধলাই | ৩,৫৭,৩৯০ | ৪৩,৪৩৩ | ৬০.৮৪% |
| মোট ঃ- | ৩৩,২২,৮০৩ | ২,৯৫,০০০ | ৪১.২% |

এখানে উল্লেখ থাকে যে নবম পঞ্চবার্যিকী পরিকল্পনা চলাকালীন ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে বিগত ২০০০ সালে রাজ্যে দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার গুলোকে চিহ্নিত করার জন্য একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। উক্ত সমীক্ষা অনুসারে জানা যায় যে ত্রিপুরার শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকাতেই মোট ৩,৯৭,৭৯৮ টি পরিবার দরিদর সীমার নীচে বসবাস করছে। এছাড়া শহরাঞ্চলে ৯০১১টি পরিবারকে দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বমোট রাজ্যে ৪,০৬,৮০৯টি পরিবার দরীদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। উক্ত ৪,০৬,৮০৯ টি পরিবারের মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ১৬,৪৩,৫০৮ জন। আরও উল্লেখ থাকে যে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে লক্ষ পূর্ণ গণ বন্টন ব্যবস্থার অধীনে ২,৯৫,০০০ টি পরিবারকে সুবিধা দেওয়ার জন্য লক্ষমাত্রা ধার্য্য করেছেন। উক্ত ২,৯৫,০০০ টি পরিবার যার মধ্যে ৪৫,২২৪টি পরিবার দরিদ্রতম হিসাবে অন্তোদয় অন্ন যোজনা প্রকল্পে চিহ্নিত হয়েছেন এবং লক্ষমুখী গণবন্টন ব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করছেন। উপরোক্ত গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সমীক্ষা অনুসারে দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী অবশিষ্ট ১,১১,৮০৯ টি পরিবারকে লক্ষপূর্ণ গণবন্টন ব্যবস্থার অধীনে সুবিধা দেওয়ার লক্ষে প্রয়োজনীয় চাউল বরাদ্দ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং এর জন্য রাজ্য সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

### Admitted Un-Starred Question No.95
Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১) রাজ্যে ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ ইং থেকে ৩০শে এপ্রিল, ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা কতজন নিহত এবং কতজন অপহৃত হয়েছেন ? (নাম-ঠিকানা ও তারিখ সহ)

উত্তর

১) ৩৬ জন নিহত এবং ৪৭ জন অপহৃত হয়েছেন। (নাম-ঠিকানা ও তারিখ সংশ্লীয় তালিকায় দেওয়া হল।)

## নিহতের নাম ও ঠিকানা

| ক্রমিক নং | নাম | খুনের তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | ৭৩৩৩১১৪৩ নং ইন্সেপেক্টর মনুরাম | ২৬-০২-২০০৩ |
| ২ | ৮৬০০৮০১৯ নং হেড কনষ্টেবল রগু রাজ | ২৬-০২-২০০৩ |
| ৩ | ৮৮১৪৩৭২৬ নং কনষ্টেবল এস রাম | ২৬-০২-২০০৩ |
| ৪ | ৯১০০১০৯৫ নং কনষ্টেবল সত্যপ্রকাশ | ২৬-০২-২০০৩ |
| ৫ | ৯০১৯৫৫০৬৫ নং কনষ্টেবল মোহন লাল | ২৬-০২-২০০৩ |
| | (উপরোক্ত সকলে ১৯৫ ব্যাটেলিয়ান বি.এস.এফ-র অন্তর্ভূক্ত) | |
| ৬ | অসামরীক গাড়ী চালক সুভাষ নন্দী | ২৬-০২-২০০৩ |
| ৭ | হেড কনষ্টেবল ৮৩০৩২০৬০৭ রণবীর সিংহ, এ/৩২ বি.এন.সি.আর.পি.এফ | ২৮-০২-২০০৩ |
| ৮ | নিত্য নিঞ্জন দেববর্মা, পিতা মৃত রজনীকান্ত দেববর্মা, ইচাছড়া, থানা - চম্পাহাওরা। | ০৫-০৩-২০০৩ |
| ৯ | সঞ্জিৎ দেববর্মা, পিতা শচী মোহন দেববর্মা, প্রমোদ নগর, থানা-চম্পাহাওর। | ০৪-০৩-২০০৩ |
| ১০ | রঞ্জিৎ দেববর্মা, পিতা যরিন্দ্রদেববর্মা, মধ্য ঘনিয়া মারা, থানা-টাকারজলা। | ২৮-০২-২০০৩ |
| ১১ | বিনোদিনী দেববর্মা, পিতা মৃত রগুনাথ দেববর্মা, রঙ্গমালা শান্তারাম, থানা - বিশালগড়। | ০৩-০৩-২০০৩ |
| ১২ | হেড কনষ্টেবল রঞ্জিৎ কুমার সিংহ টি.এস.আর,১ নং ব্যাটেলিয়ন। | |
| ১৩ | বীরেন্দ্র দেববর্মা, পিতা মৃত পঙ্গীরাই দেবর্বমা, বিশ্বরথ সিপাহীপাড়া চানখলা, থানা- | ২৬-০৩-২০০৩ |
| ১৪ | খোয়াই। | ১৬-০৪-২০০৩ |
| | চন্দ্র কুমার দেববর্মা (উগ্রপন্থী), পিতা মৃত সুখরাই দেবর্বমা, যোগেন্দ্র পাড়া, থানা | |
| ৫ | - রাণীর বাজার। | ১৭-০৪-২০০৩ |
| | রঞ্জিৎ দেববর্মা, পিতা মৃত স্বাধীন দেববর্মা, মান্দাই, থানা - জিরানীয়া। | |
| ১ | বিমল দেবর্বমা, পিতা সম্প্রাই দেববর্মা, গুরুচরণপাড়া, থানা-রাণীর বাজার। | ২১-০৪-২০০৩ |
| ১ | সমীর দেববর্মা, পিতা অজ্ঞাত, জাঙ্গালীয়া, থানা - জিরানীয়া। | ১৭-০৪-২০০৩ |
| ১৮ | অমর মোহন ত্রিপুরা (৩৭), পিতা মৃত বদশি কুমার, নিউ দলপতি পাড়া, থানা- | ৩০-০৪-২০০৩ |
| ১৯ | গন্ডাছড়া। | ১৩-০৩-২০০৩ |
| | মধুরায় রিয়াং (২৮), পিতা তাজিরাই রিয়াং, বড়বাড়ী, থানা-গন্ডাছড়া। | |
| ২০ | পবিত্র রিয়াং (৩০), পিতা পরাজয় রিয়াং, ঈশ্বরী পাড়া, থানা-গন্ডাছড়া। | ০৮-০৪-২০০৩ |
| ২১ | খুশলাইতি রিয়াং, পিতা মৃত মতরাই রিয়াং, ভৃগুরাম, থানা-গন্ডাছড়া। | ০৮-০৪-২০০৩ |
| ২২ | অলেন্দ্র ত্রিপুরা (২৯), পিতা মৃত উপেন্দ্র, বীরকুমার রোয়াজাপাড়া, থানা-ছামনু। | ০৮-০৪-২০০৩ |
| ২৩ | মোহন ত্রিপুরা (২০), পিতা শ্রী মহীন্দ্র, এন.কে.পাড়া, থানা-রাইস্যাবাড়ী। | ১৪-০৪-২০০৩ |
| ২৪ | নরেন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা শ্রী বীরেনজয় ত্রিপুরা, এন.কে.পাড়া, থানা-রইস্যাবাড়ী। | ০৮-০৪-২০০৩ |
| ২৫ | স্বপ্না ওরফে শিবানী দেবরায় (১৮), পিতা জীবন দেববরায়, হৃদয়পাড়া, থানা- | ০৮-০৪-২০০৩ |
| ২৬ | আমবাসা। | ২৪-০৩-২০০৩ |
| | হেড কনষ্টেবল মহম্মদ কমল খান (৪৭) | |
| ২৭ | হেড কনষ্টেবল শান্তারাম বারালী (৪৭) | ২৯-০৩-২০০৩ |
| ২৮ | কনষ্টেবল নাসির উদ্দিন (২৮) | ২৯-০৩-২০০৩ |
| ২৯ | হেড কনষ্টেবল মঙ্গৎ রাম (৪৩)। | ২৯-০৩-২০০৩ |
| ৩০ | কনষ্টেবল পিন্টু দেব (২৫), পিতা পাঁচু গোপাল দেব, রতিয়া বাড়ী, থানা কুমারঘাট | ২৯-০৩-২০০৩ |

| ক্রমিক নং | নাম | খুনের তারিখ |
|---|---|---|
| | (গাড়ীচালক)। | ২৯-০৩-২০০৩ |
| ৩০ | মলয় দত্ত(১৮), পিতা হরিপদ দত্ত, কে.এন.রোড, থানা - কুমারঘাট, টি.আর ০২-২০২১ নং -এর সহকারী। | ২৯-০৩-২০০৩ |
| ৩১ | কনষ্টেবল বিনোদ কুমার যাদব। | |
| ৩২ | উপরোক্ত সকলে সি কোম্পানী আর.পি.এস.এফ-র ১ নং ব্যাটেলিয়নের অন্তভূক্ত এবং কুমারঘাট রেলওয়ে স্টেশনে কর্মরত ছিলেন) | ২৯-০৩-২০০৩ |
| ৩৩ | ইন্দ্র কুমার জমাতিয়া, পিতা মৃত কিশোরী মোহন জমাতিয়া, তাইরূপাবাড়ী, থানা কিল্লা। | ০৪-০৩-২০০৩ |
| ৩৪ | কনষ্টেবল ৪৪৬৫ সুবল দেববর্মা, এম পি. এল. এস.পি.ও ক্যাম্প। | |
| ৩৫ | দাতারাম রিয়াং, পিতা পন্ডিরাম রিয়াং, মুল্লারাম পাড়া, থানা - কাঞ্চনপুর। | ০৪-০৩-২০০৩ |
| ৩৬ | গ্রীবর দেব, পিতা মন্দর্প মোহন দবে, গোপী নাথ পাড়া, থানা - কৈলাশহর। | ৩১-০৩-২০০৩ |
| | | ০৮-০৪-২০০৩ |

| ক্রমিক নং | অপহৃতের নাম ও ঠিকানা | অপহরণের তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | দেবচন্দ্র দেববর্মা, পিতা মৃত সোনারাম দেববর্মা,স করকরি, থানা তেলিয়ামুড়া। | ০২-০৩-২০০৩ |
| ২ | শুকরাই দেববর্মা, পিতা চন্দ্রকান্ত দেববর্মা,.সাং - ঐ। | ২৬-০৩-২০০৩ |
| ৩ | উত্তর কুমার দেববর্মা, পিতা চন্দ্রকান্ত দেববর্মা, সাং - ঐ। | ২৬-০৩-২০০৩ |
| ৪ | অজিত দেববর্মা, পিতা চন্দ্রকান্ত দেববর্মা, পশ্চিম ফলকাবাড়ী, থানা - চম্পাহাওর। | ২৬-০৩-২০০৩ |
| ৫ | সূর্য কুমার দেববর্মা, পিতা চন্দ্রকান্ত দেববর্মা, পশ্চিম ফলকাবাড়ী, থানা-চম্পাহাওর। | ২৬-০৩-২০০৩ |
| ৬ | রাইফেল ম্যান উত্তম পাল, পিতা মহেন্দ্র পাল, ৮নং টি.এস.আর. ব্যাটেলিয়ান। | ০৪-০৪-২০০৩ |
| ৭ | বাবুল দেব, পিতা সুধীর দেব, মিলনসংঘ, থানা-পশ্চিম আগরতলা, টি.আর.এল. ১০০৫ নং গাড়ীচালক। | ০৭-০৪-২০০৩ |
| ৮ | প্রদীপ পাল, পিতা নিরঞ্জন পাল নিবারণ রায়, বিশালগড়। | ১০-০৪-২০০৩ |
| ৯ | প্রদীপ ঘোষ, পিতা ঐ, সাং ঐ। | ১০-০৪-২০০৩ |
| ১০ | স্বপন বরণ রায়, পিতা মৃত নিবারণ রায়, বিশালগড়। | ১০-০৪-২০০৩ |
| ১১ | কানুরঞ্জন বিশ্বাস, পিতা মৃত হরিনাথ বিস্বাস, রামনগর ৯ নং রাস্তা। | ১০-০৪-২০০৩ |
| ১২ | সুকুমার সাহা, পিতা মৃত গোবিন্দ সাহা, মেলারমাঠ। | ১০-০৪-২০০৩ |
| ১৩ | মাধব শীল, পিতা মৃত কালাচাঁদ শীল। | ১০-০৪-২০০৩ |
| ১৪ | অধির মজুমদার, পিতা মৃত অনিল চন্দ্র মজুমদার। | ১০-০৪-২০০৩ |
| ১৫ | অমূল্য দেববর্মা, পিতা মৃত গঙ্গাচরণ দেববর্মা, তবলাবাড়ী, থানা - খোয়াই। | ১০-০৪-২০০৩ |
| ১৬ | বিক্রম দেববর্মা, পিতা বৈশাখ দেববর্মা, প্রমোদ নগর, থানা-চম্পাহাওর। উপরোক্ত সকলেই বিভিন্ন পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সেক্রেটারী (ক্রমিক নং ৮হইতে ১৬) | ১০-০৪-২০০৩ |
| ১৭ | দুলাল গোস্বামী, পিতা সুবল গোস্বামী, পূর্ব নোয়াগাও, থানা - শ্রীনগর। | ১৭-০৪-২০০৩ |

| ক্রমিক নং | অপহৃতের নাম ও ঠিকানা | অপহরণের তারিখ |
|---|---|---|
| ১৮ | হবিপদ সূত্রধর, মলয় নগর, থানা শ্রী নগর। কেইস নথিভূক্ত হয়েছে ১৯-০৪-২০০৩ -এ। | ২০-০৫-২০০৩ |
| ১৯ | চিরঞ্জিৎ দেবনাথ (১০), পিতা চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ, কেপ্রাম পাড়া, থানা রাণীর বাজার। | ২০-০৪-২০০৩ |
| ২০ | মিস্ সতীর্থ দেবনাথ (৫), পিতা অমর চাঁন্দ দেবনাথ, কেপ্রাম পাড়া, থানা রাণীর বাজার। | ২০-০৪-২০০৩ |
| ২১ | নির্মল দেবনাথ, পিতা জগবন্ধু দেবনাথ, গর্জন মুড়া, থানা-আর.কে.পুর। | ২০-০৪-২০০৩ |
| ২২ | সঞ্জীব শর্মা, পিতা এন.বি.শর্মা, মজফ্ফর পুর, বিহার। | ২৯-০৪-২০০৩ |
| ২৩ | রাকেশ চৌহান, মালিগাঁও, আসাম। (উপরোক্ত দুইজনই রেলওয়ে কর্মী) | ২৯-০৪-২০০৩ |
| ২৪ | শিবজিৎ দেবনাথ (২০), পিতা শ্রী নগেন্দ্র দেবনাথ, সৈদারপার, থানা-কুমারঘাট। (টি.আর.-০২-২৪১১ নং জীপের চালক) | ০২-০৩-২০০৩ |
| ২৫ | সুরেশ সাহানী (৩২), অপারেটর। | ১৮-০৩-২০০৩ |
| ২৬ | পূর্ণ ডেকা (৩৪), ফিপার ড্রাইভার। | ১৮-০৩-২০০৩ |
| ২৭ | বকুল দেওড়ি (২৭), জে.সি.পি. অপারেটর। | ১৮-০৩-২০০৩ |
| ২৮ | নব সিংহ (৪০), ফিপার ড্রাইভার। সকলেই চন্দন সেনগুপ্ত রেলওয়ে কন্সট্রাকসন কেম্পানীর অন্তভূর্ক্ত এস.কে. পাড়া থানা-মনু, (ক্রমিক নং ২৪ হইতে ২৭) | ১৮-০৩-২০০৩ |
| ২৯ | ননী বিশ্বাস (২৬), পিতা মৃত রাধা চরণ বিশ্বাস, থানা-মনু, টি.আর. ০৪-২০৪১ নং অটোর চালক) | ২১-০৩-২০০৩ |
| ৩০ | বাপন দেব (১০), পিতা শ্রী বাবুল দেব, পূর্ব মাছলি, থানা মনু | ১৩-০৪-২০০৩ |
| ৩১ | মহম্মদ নায়েব আলী (৩০) পিতা মহম্মদ রসিদ আলী, পালটানা, থানা আর.কে পুর, টি.আর ০৩-১৬৬১ নং গাড়ীর চালক। | ২৭-০৩-২০০৩ |
| ৩২ | লক্ষ্মন ত্রিপুরা (৩০) মন্দিরঘাট, থানা রইস্যাবাড়ী, স্যাইট ম্যানেজার। | ২৭-০৩-২০০৩ |
| ৩৩ | যোগেন্দ্র মজুমদার, পিতা মৃত যুধিষ্ঠির মজুমদার, দক্ষিণ তৈদু। | ১৬-০৪-২০০৩ |
| ৩৪ | দুলাল , পিতা সুধীর, দক্ষিণ তৈদু। | ১৬-০৪-২০০৩ |
| ৩৫ | দুলাল পাল, পিতা মৃত কৃষ্ণকান্ত পাল, দক্ষিণ তৈদু। | ১৬-০৪-২০০৩ |
| ৩৬ | নারায়ণ দেবনাথ, পিতা হরণ দেবনাথ। সকলেই দঃ তৈদুর (ক্রমিক নং ৩৩ থেকে ৩৬ পর্যন্ত) | ১৬-০৪-২০০৩ |
| ৩৭ | মানস দে, পিতা মিহির লাল দে, রাঘনা (কুট্টারপাশা) | ১২-০৩-২০০৩ |
| ৩৮ | মৃগাঙ্ক দে, পিতা মিহির লাল দে, রাঘনা (কুট্টারপাশা) | ১২-০৩-২০০৩ |
| ৩৯ | রুণু দে, পিতা রসময় দে, রাঘনা (কুট্টারপাশা) | ১২-০৩-২০০৩ |
| ৪০ | প্রানেশ দাস, পিতা বসন্ত দাস, বিরজা নগর, থানা - চূড়াইবাড়ী। | ০৯-০৪-২০০৩ |
| ৪১ | দক্ষিণা রঞ্জন শুক্ল বৈদ্য, পিতা দেবেন্দ্র কুমার শুক্ল বৈদ্য, সোনামুড়া, থানা - কৈলাশহর। | ৮/৯-৪-২০০৩ |
| ৪২ | বিমল শুক্ল বৈদ্য, পিতা দেবেন্দ্র কুমার শুক্ল বৈদ্য, সোনামুড়া, থানা - কৈলাশহর। | ৮/৯-৪-২০০৩ |
| ৪৩ | নিরুপম চক্রবর্ত্তী, পিতা নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সোনার পাড়া। | ১২-০৪-২০০৩ |
| ৪৪ | সধাংশু বাউরি, পিতা কন্দর্প বাউরি, সোনার পাড়া। | ১২-০৪-২০০৩ |
| ৪৫ | নৃপেন্দ্র ঘোষ, পিতা মৃত নরেশ ঘোষ, রাধামাধব পুর, থানা - কুমারঘাট। | ২১-০৪-২০০৩ |
| ৪৬ | সুজিত রায়, পিতা মৃত সুবোধ রায়, থানা - কৈলাশহর। | ২৩/২৪-৪-২০০৩ |
| ৪৭ | সত্য রঞ্জন রায়, পিতা সুরেশ চন্দ্র রায়। | ২৩/২৪-৪-২০০৩ |

## Admitted Un-Starred Question No.96

## Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের প্রয়াত মন্ত্রী বিমল সিন্‌হা হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য গঠিত ইউসুফ কমিশন তার রিপোর্ট সরকারের কাছে বেশ কিছু দিন আগেই জমা দিয়েছেন, ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ঐ রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ না করার কারণ কি ?

**উত্তর**

১। হ্যাঁ

২। বিমল সিন্‌হা হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত ফৌজদারী মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকায় রিপোর্টটি জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

## Admitted Un-Starred Question No.97

## Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১। রাজ্য সরকার রাজ্য পুলিশের আধুনিকীকরনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গত পাঁচটি অর্থ বছরে কি ধরনের সহায়তা পেয়েছে ? (বৎসর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের পরিমান)

২। এর মধ্যে কত অর্থ ব্যয়িত হয়েছে এবং কি পরিমান অর্থ অব্যয়িত রয়েছে ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

**উত্তর**

১। গত ৫ বৎসরে রাজ্য পুলিশের আধুনিকী করনে জন্য প্রদেয় সাহায্য ও অনুদানের হিসাব নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল।

রাজ্য পুলিশের আধুনিকী করনের কেন্দ্রীয় সরকারদু'ভাবে সহায়তা দিয়ে আসছেন।

১) আর্থিক সহায়তা এবং ২) গাড়ী, অস্ত্র - শস্ত্র, বেতার ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ।

**বিগত ৫ বছরে হিসাব**

| অর্থ বছর | আর্থিক সহায়তা (লক্ষ টাকার হিসাবে) | | | গাড়ী, অস্ত্র-শস্ত্র ও বেতার সরকার (লক্ষ টাকার হিসাবে) |
|---|---|---|---|---|
| | মোট | অনুদান | ঋণ | |
| ১৯৯৮-১৯৯৯ | ২৩.২৬৫ | ১১.৬৩২৫ | ১১.৬৩২৫ | আনুমানিক ১৩২.৩৭৩ লক্ষ টাকার |
| ১৯৯৯-২০০০ | ১৭৯.৭৯৫ | ৮৯.৮৯৭৫ | ৮৯.৮৯৭৫ | ,, ৯৯২.২৭৬ লক্ষ টাকা |
| ২০০০-২০০১ | ৬৩৯.৫০০ | ৩১৯.৭৫০ | ৩১৯.৭৫০ | ,, ১৪৯২.৩১০ লক্ষ টাকা |
| ২০০১-২০০২ | ৫৬০.০০০ | ২৮০.০০০ | ২৮০.০০০ | ,, ১২১২.২২৭ লক্ষ টাকা |
| ২০০২-২০০৩ | ৫৫১.৫১৮০৪ | ২৭৫.৭৫৯০২ | ২৭৫.৭৫৯০২ | শুধমাত্র কিছু পরিমান অস্ত্র- শস্ত্র মঞ্জুর করা হয়েছে, যা আমরা এখনো পাইনি। |

২) এর মধ্যে ব্যয়িত ও অব্যয়িত অর্থের হিসাব (বৎসর ভিত্তিক) ঃ-
(লক্ষ টাকার হিসাবে)

| অর্থ বছর | প্রাপ্ত | ব্যয়িত | অব্যয়িত | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৮-১৯৯৯ | ২৩.২৬৫ | ২৩.২৬৫ | | |
| ১৯৯৯-২০০০ | ১৭৯.৭৯৫ | ১৭৯.৭৯৫ | | ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ সনে খরচ করা হয়েছে। |
| ২০০০-২০০১ | ৬৩৯.৫০০ | ৬৩৯.৫০০ | | বছর শেষে মঞ্জুরী পাওয়ার কারণে পুরো টাকা ২০০১-২০০২ সনে খরচ করা হয়েছে। |
| ২০০১-২০০০২ | ৫৬০.০০০ | ৪১০.৩৮ | ১৪৯.৬২ | বছর শেষে মঞ্জুরী পাওয়ার কারণে ২০০২-২০০৩ সনে ৪১০.৩৮ লক্ষ টাকা খরচ করা গেছে। বাকিটা বর্তমান বছরে (২০০৩-২০০৪ এ) খরচ করা হবে। |
| ২০০২-২০০৩ | ৫৫১.৫১৮০৪ | ৩৪৯.৪৫ | ২০২.০৬৮০৪ | বাকি অর্থ বর্তমান বছরে (২০০৩-২০০৪-এ) খরচ করা হবে। |

Admitted Un-Starred Question No.99

Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১) ১৯৯৮ ইং সনের ১০ই এপ্রিল হইতে ২০০৩ ইং সনের ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি বধূ হত্যা নির্যাতন এবং মহিলা নির্যাতনের ঘটনা রাজ্যের থানাগুলিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ? (থানা ভিত্তিক হিসাব)

**উত্তর**

১) ২০২টি বধূ হত্যা ঘটনা, ৫৭১টি বধূ নির্যাতনের ঘটনা এবং ১৩৩০ টি মহিলা নির্যাতনের ঘটনা রাজ্যের থানাগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

## ১৯৯৮ ইং সনের এপ্রিল হইতে ২০০৩ ইং সনের ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত বধূ হত্যা, বধূ নির্যাতন এবং মহিলা নির্যাতনের থানা ভিত্তিক হিসাব

| ক্রমিক সংখ্যা | থানার নাম | বধূ হত্যা | বধূ নির্যাতন | ধর্ষণ | শ্লীলতাহানি | মহিলা | পণ হত্যা | মহিলা নির্যাতন | ইভটিজিং |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | পশ্চিম আগরতলা | ৩৫ | ৪৫ | ১৪ | ২০ | ২৩ | ৬ | ৭৭ | ০ |
| ২ | পূর্ব আগরতলা | ৩৭ | ৪৭ | ৩১ | ২৫ | ২৩ | ১০ | ৬৫ | ০ |
| ৩ | সিধাই | ১১ | ১৬ | ১০ | ১৫ | ০ | ৪ | ২৮ | ০ |
| ৪ | এয়ারপোর্ট | ৮ | ১০ | ৯ | ১ | ১ | ৫ | ২৫ | ০ |
| ৫ | জিরানীয়া | ২ | ৫ | ৭ | ৬ | ০ | ২ | ১৩ | ০ |
| ৬ | শ্রীনগর | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| ৭ | বিশালগড় | ৮ | ৮ | ১৪ | ১০ | ৪ | ৪ | ২০ | ০ |
| ৮ | আমতলী | ২৩ | ২৬ | ১২ | ৫ | ১০ | ২ | ৪৫ | ০ |
| ৯ | টাকারজলা | ১ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ৬ | ০ |
| ১০ | সোনামুড়া | ১৭ | ২৫ | ১৩ | ১২ | ৮ | ১ | ৪৯ | ০ |
| ১১ | মেলাগড় | ৯ | ১০ | ৬ | ১০ | ০ | ৪ | ৩০ | ০ |
| ১২ | কলমচৌড়া | ১ | ৩ | ৫ | ১৩ | ০ | ২ | ২০ | ০ |
| ১৩ | যাত্রাপুর | ৫ | ৭ | ২ | ৫ | ১ | ০ | ১২ | ০ |
| ১৪ | খোয়াই | ৩ | ৬ | ৮ | ৭ | ২ | ১ | ১৫ | ০ |
| ১৫ | কল্যাণপুর | ৮ | ১১ | ৭ | ৩ | ০ | ১ | ২৯ | ০ |
| ১৬ | তেলিময়ামুড়া | ৫ | ৭ | ৭ | ৩ | ২ | ২ | ২০ | ০ |
| ১৭ | চাম্পাহাওড় | ০ | ১ | ১ | ০ | ১ | ০ | ২ | ০ |
| ১৮ | মহিলা থানা, আগরতলা | ০ | ০ | ৫ | ৪ | ০ | ৩ | ১৫ | ০ |
| ১৯ | রাণীরবাজার | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ২০ | কমলপুর | ১ | ১০ | ১৪ | ১৭ | ৫ | ১ | ৭০ | ০ |
| ২১ | সালেমা | ৩ | ৭ | ৮ | ৪ | ২ | ২ | ৪০ | ০ |
| ২২ | আমবাসা | ০ | ২ | ৯ | ২ | ২ | ০ | ২৫ | ০ |
| ২৩ | মনু | ২ | ২ | ৭ | ৩ | ০ | ১ | ২৫ | ০ |
| ২৪ | ছামনু | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ৩ | ০ |
| ২৫ | গঙ্গানগর | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| ২৬ | গণ্ডাছড়া | ১ | ০ | ৪ | ০ | ১ | ০ | ৩ | ০ |
| ২৭ | রইস্যাবাড়ি | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ২ | ০ |

## ১৯৯৮ ইং সনের এপ্রিল হইতে ২০০৩ ইং সনের ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত হত্যা, বধূ নির্ধাতন এবং মহিলা নির্ধাতনের থানা ভিত্তিক হিসাব

| ক্রমিক সংখ্যা | থানার নাম | বধূ হত্যা | বধূ নির্যাতন | ধর্ষণ | শ্লীলতাহানি | মহিলা | পণ হত্যা | মহিলা নির্যাতন | ইভটিজিং |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৮ | কচুছড়া | ০ | ৫ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১৩ | ০ |
| ২৯ | লতংরাইভ্যালী | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৩০ | রাধাকিশোরপুর | ৩ | ৫৫ | ৫৫ | ৫১ | ৯ | ৯ | ৮৩ | ০ |
| ৩১ | কিল্লা | ০ | ০ | ৩ | ১ | ০ | ০ | ৬ | ০ |
| ৩২ | বীরগঞ্জ | ১ | ৬ | ১১ | ৪ | ৩ | ৩ | ৩১ | ০ |
| ৩৩ | নূতনবাজার | ১ | ০ | ২ | ৮ | ৭ | ১০ | ১২ | ০ |
| ৩৪ | অম্পি | ০ | ০ | ২ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| ৩৫ | তৈদু | ০ | ১ | ২ | ০ | ১ | ৪ | ৬৩ | ০ |
| ৩৬ | বিলোণীয়া | ৩ | ৩৬ | ২৮ | ৩৭ | ১২ | ২১ | ৪১ | ০ |
| ৩৭ | বাইখোড়া | ০ | ২৬ | ১৫ | ১৪ | ৪ | ৪ | ৪১ | ০ |
| ৩৮ | শান্তিরবাজার | ০ | ৯ | ৪ | ৫ | ৩ | ১০ | ৩০ | ০ |
| ৩৯ | পুরান রাজবাড়ি | ২ | ২০ | ৮ | ১৮ | ৪ | ১৮ | ৩২ | ০ |
| ৪০ | সাব্রুম | ৩ | ০ | ৯ | ১ | ২ | ২০ | ২৯ | ০ |
| ৪১ | মনুবাজার | ০ | ১৩ | ১৫ | ১০ | ৩ | ১০ | ৩০ | ০ |
| ৪২ | কৈলাসহর | ১ | ৪২ | ৩৬ | ২৭ | ১৫ | ১ | ৮০ | ০ |
| ৪৩ | কুমারঘাট | ০ | ১৯ | ১৬ | ১২ | ৬ | ০ | ২৮ | ০ |
| ৪৪ | ধর্মনগর | ৩ | ৩২ | ২০ | ২৩ | ১৪ | ৫ | ৬০ | ০ |
| ৪৫ | চূড়াইবাড়ি | ০ | ৩০ | ১৯ | ১১ | ৫ | ১ | ৪২ | ০ |
| ৪৬ | পাণিসাগর | ০ | ১২ | ১৫ | ১০ | ৫ | ১ | ৪৪ | ০ |
| ৪৭ | কাঞ্চনপুর | ৩ | ৮ | ১৪ | ১১ | ৪ | ২ | ৩০ | ০ |
| ৪৮ | পেচারথল | ২ | ৬ | ১৫ | ২ | ৮ | ২ | ১৯ | ০ |
| ৪৯ | দামছড়া | ০ | ১ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৮ | ০ |
| ৫০ | ভাংমুন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৫১ | খেদাছড়া | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| | মোট | ২০২ | ৫৭১ | ৪৮৯ | ৪১৫ | ১৯০ | ১৭২ | ১৩৩০ | ০ |

**PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE**
**(Questions & Answers)**

Admitted Un-Starred Question No.101

Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১) ১৯৯৮ইং সনে হইতে ২০০৩ ইং সনের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে উগ্রপন্থীজনিত কারণে এবং সন্ত্রাসজনিত কারণে মোট কতলোক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ? (জেলা ভিত্তিক হিসাব)

২) এরমধ্যে বর্তমানে কতলোক তাদের স্ব-স্ব ভূমিতে ফিরে গিয়ে এবং বসবাস করছেন ? (জেলা ভিত্তিক হিসাব

**উত্তর**

১ ং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No.102

Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Planning & Co-ordination Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১। ২০০১-২০০৩ ইং অর্থ বছরের জন্য ত্রিপুরা সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার কোন কোন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কত টাকা দিয়েছেন ?

**উত্তর**

১। ২০০১-২০০৩ ইং অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন প্রকল্পে প্রদত্ত অর্থের পরিমান নীচে উল্লেখ করা হল ঃ-

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | (লক্ষ্য টাকায়) প্রদত্ত অর্থের পরিমান | |
|---|---|---|---|
| | | ২০০১-২০০২ | ২০০২-২০০৩ |
| ১ | অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) আওতায় | ১৬৩৮.০০ | ৩১০০.০০ |
| ২ | সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ১২৯৬.০০ | ১৮১৯.০০ |
| ৩ | প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা (PMGY) | ৭০৮৪.০০ | ৬৬৯৩.০০ |
| ৪ | কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ১১১৮৬.৭৫ | তথ্য সংগ্রহাধীন |
| ৫ | উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) কর্তৃক প্রদত্ত | ৪২৭২.৭৮ | ৪৪৬৭.৮৫ |
| ৬ | নন্- ল্যাপসেবল সেন্ট্রাল পুল অব রিসোর্সেস (NLCPR) | ১১৫৭১.০০ | ৬০০১.০০ |
| ৭ | প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY) | ২৬৮৫.০০ | ২৫০০.০০ |

প্রশ্ন - ২ ঃ- উক্ত প্রদত্ত অর্থে প্রকল্প ভিত্তিক ৩১.৩.২০০৩ ইং পর্যন্ত কোন দফ্তর কত টাকা ব্যয় করতে সমর্থ হয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর ঃ- উক্ত প্রদত্ত অর্থে প্রকল্প ভিত্তিক ৩১.৩.২০০৩ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন দফ্তরের ব্যায়িত অর্থের পরিমান নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ-

| দপ্তরের নাম | প্রকল্পের নাম | (লক্ষ্য টাকায়) ব্যয়িত অর্থ | |
|---|---|---|---|
| | | ২০০১-২০০২ | ২০০২-২০০৩ |
| | | | (Provisional) |
| কৃষি দপ্তর | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ১৭৩.০০ | ৮৩০.০০ |
| | ২) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ৪০.০০ | ৫২.০০ |
| | ৩) উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) | ৩১.৫০ | ৪.১৫ |
| | ৪) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ৪৭৭.৮৪ | ৪৯৮.৯৭ |
| উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষন | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ০.০০ | ০.০০ |
| | ২) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ২৪.০০ | ১৫.০০ |
| | ৩) উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) | ০.০০ | ২৬.০০ |
| | ৪) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ১৭২.৬৩ | সংগ্রহাধীন |
| মৎস্য দপ্তর | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ৩০.০০ | ০.০০ |
| | ২) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ৩১.০০ | ১৭.৫৮ |
| | ৩) উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) | ০.০০ | ১৯.৫০ |
| | ৪) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ৯৬.৭৮ | ৫১.৫৫ |
| প্রাণী সম্পদ দপ্তর | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ৫০.০০ | ২০৯.০০ |
| | ২) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ১৫.০০ | ৪০.০০ |
| | ৩) উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) | ১০.৮৫ | ০.০০ |
| | ৪) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ২৫৪.২৪ | ২৭০.২৫ |
| প্রাণী সম্পদ দপ্তর | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ১২২.০০ | ১৪৫.০০ |
| | ২) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ৩০.০০ | ১০.০০ |
| | ৩) উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) | ৬৮.০৯ | ৫৬.০০ |
| | ৪) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ৯০৭.৯৬ | সংগ্রহাধীন |
| বন | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ১২২.০০ | ১৪৫.০০ |
| | ২) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি (BADP) | ৩০.০০ | ১০.০০ |
| | ৩) উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) | ৮৬.০৯ | ৫৬.০০ |
| | ৪) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ৯০৭.৯৬ | সংগ্রহাধীন |

(লক্ষ্য টাকায়)

| দপ্তরের নাম | প্রকল্পের নাম | ব্যায়িত অর্থ | |
|---|---|---|---|
| | | ২০০১-২০০২ | ২০০২-২০০৩ |
| | | | (Provisional) |
| সমবায় | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা (ACA) | ০.০০ | ২৫.০০ |
| | ২) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ২৫.০০ | ২৫.০০ |
| আদিম জাতি উন্নয়ন | ১) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ১৭.০০ | ৮৬.৩১ |
| খাদ্য ও জনসংভরণ | ১) অন্নপূর্ণা | ০.০০ | ২২৮.৯৬ |
| | ২) জাগৃতি শিবির যোজনা | ০.০০ | ০.৫০ |
| | ৩) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ০.০০ | ৩৫.০৭ |
| | ৪) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ০.০০ | ৪০.০০ |
| | ৫) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ১৬.৩০ | ৬.৪১ |
| গ্রামোন্নয়ন | ১) প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা (PWGY) | | |
| | গ্রামীণ আবাস (GA) | ২১২৪.৯০ | ২০০৪.৫১ |
| | প্রাণী জল (DW) | ১০৭৪.৪৫ | ৭৩০.৮৯ |
| | ২) প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMSGY) | ০.০০ | ০.০০ |
| | ৩) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ১৩৫৬.৪৫ | সংগ্রহাধীন |
| রাজস্ব দপ্তর | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ০.০০ | ১৫০.০০ |
| | ২) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ১৪২.৩০ | ২৫২.১৬ |
| | ৩) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ২৭৭.০০ | সংগ্রহাধীন |
| শিল্প ও বাণিজ্য | ১) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ১৯৯৭.০৯ | ১০৯৪.৬২ |
| হস্ততাঁত হস্তকারু | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ২৪৪.০০ | ০.০০ |
| | ২) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ১৩৩.৮৩ | সংগ্রহাধীন |
| তথ্য প্রযুক্তি | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ২০০.০০ | ২৮৬.০০ |
| পূর্ত দপ্তর | ১) নন্ ল্যাপ্সসেবল পুল (NLCPR) | ২০৪০.০০ | ৫৩১.০০ |
| | ২) উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) | ৯০৯.১৭ | ৭৩৩.৯০ |
| | ৩) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ২৯৭.২৪ | ৪২৩.৭২ |
| | ৪) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ১০০৬.২৫ | ২৯৬.৯৭ |

| দপ্তরের নাম | প্রকল্পের নাম | (লক্ষ্য টাকায়) ব্যায়িত অর্থ | |
|---|---|---|---|
| | | ২০০১-২০০২ | ২০০২-২০০৩ |
| | | | (Provisional) |
| পরিসংখ্যান | ৪) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ০.০০ | ২৫.০০ |
| | ৩) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ৩৭.৪৫ | ০.০০ |
| বিদ্যালয় শিক্ষা | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ০.০০ | ৬০.০০ |
| | ২) প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা (ACA) | ১০২৭.০০ | ৬৮৪.০০ |
| | ৩) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ১২০.০০ | ৭৫.০০ |
| | ৪) নন্ ল্যাপ্সসেবল পুল (NLCPR) | ৬৮৪.০০ | ২৪৪.০০ |
| | ৫) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ৬৭৮.৩৫ | ৯১৬.৫০ |
| উচ্চ শিক্ষা | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ১৭৭.০০ | ১৫০.০০ |
| | ২) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ০.০০ | ১০০.০০ |
| | ৩) নন্ ল্যাপ্সসেবল পুল (NLCPR) | ৬২০.০০ | ৪১.০০ |
| | ৪) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ৬৬.০০ | সংগ্রহাধীন |
| ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ২৫.০০ | ১৬৫.০০ |
| | ২) উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) | ২৬.১৫ | ৫২.০০ |
| | ৩) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ৬৭.৪০ | ৬.০০ |
| | ৪) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ৬.৮২ | ২.২৬ |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ৬৬.০০ | ০.০০ |
| | ২) উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) | ৮৪.৭৩ | ৬৬.০০ |
| | ৩) প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা (PMGY) | ৭১৯.২৭ | সংগ্রহাধীন |
| | ৪) নন্ ল্যাপ্সসেবল পুল (NLCPR) | ০.০০ | ৪০৬.৭৯ |
| | ৫) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ২০৯৯.১৪ | ২১৬৬.৯৪ |
| নগরোন্নয়ন | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ২১৪.০০ | ৩৫.০০ |
| | ২) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ৪৭.৫০ | ৫৭.০০ |
| | ৩) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ১৬৪.৯৯ | ২৭.৬০ |
| তপশিলী জাতি ও বিসি. সংখ্যা লঘু কল্যাণ | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ৭৫.০০ | ১৫০.০০ |
| | ২) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ৫০.০০ | ০.০০ |
| | ৩) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ২৮১.৭৮ | ৪০১.৮২ |

| দপ্তরের নাম | প্রকল্পের নাম | ব্যায়িত অর্থ (লক্ষ্য টাকায়) | |
|---|---|---|---|
| | | ২০০১-২০০২ | ২০০২-২০০৩ |
| | | | (Provisional) |
| উপজাতি কল্যাণ | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ২০০.০০ | ২৪০.০০ |
| | ৩) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ২১৮.০০ | ৩৫.১০ |
| | ৪) নন্ ল্যাপ্সসেবল পুল (NLCPR) | ৪৫০.০০ | ৬২২.৬১ |
| | ৫) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ১৯৬.০২ | ১.৪৯ |
| | ২) প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা (PMGY) | ১১১১.৩১ | ৭৫০.০০ |
| উপজাতি গবেষণা | ৫) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ১৫.০০ | ০.০০ |
| কারা দপ্তর | ৫) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ২৫.২৫ | ২৫.২৫ |
| সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা | ১) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | ১৫৪৮.১৬ | ১৯৮০.৪৯ |
| | ২) প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা (PMGY) | ১৪৬.৬৪ | ১৫০.০০ |
| বিদ্যুৎ দপ্তর | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ০.০০ | ৪১৯.০০ |
| | ২) নন্ ল্যাপ্সসেবল পুল (NLCPR) | ৩৬২২.০০ | ৮৮৩৫.০০ |
| | ৩) প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা (PMGY) | ৪২৫.০০ | ৯১৪.০০ |
| | ৪) উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) | ৩১৪১.০৬ | ৩২১০.০০ |
| বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA) | ৬২.০০ | ৭১.০০ |
| | ২) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ২৫.০০ | ১০.০০ |
| তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন | ১) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ১০.০০ | ৩০.০০ |
| জল সম্পদ দপ্তর | ১) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ১১৫.০০ | ১৬১.০৩ |
| | ২) এ.আই.বি.পি. (AIBP) | ১৫৬১.৩০ | ২২৭০.৮০ |
| | ৪) এম.আই.পরিসংখ্যা | ৯.২৩ | ০.৯৬ |
| | ৫) নন্ ল্যাপ্সসেবল পুল (NLCPR) | ৪৭৮.০০ | ০.০০ |

| দপ্তরের নাম | প্রকল্পের নাম | (লক্ষ্য টাকায়) ব্যায়িত অর্থ | |
|---|---|---|---|
| | | ২০০১-২০০২ | ২০০২-২০০৩ |
| | | | (Provisional) |
| জনস্বাস্থ্য কারিগরি | ১) দ্রুত গ্রামীন জল সরবরাহ (ARWSP) | ১৫৮১.৩২ | ১৩৫০.৫৩ |
| | ২) দ্রুত শহরাঞ্চলীয় জল সরবরাহ (AUWSP) | ১৮৭.০৮ | ৩৩৬.২০ |
| | ৩) প্রধান মন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা (PMGY) | ৩০৪.৫৫ | ৩৫০.০০ |
| পঞ্চায়েত | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা (ACA) | | ৭০.০০ |
| স্বারাষ্ট্র | ১) সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ০.০০<br>৪.৯৪ | ৫.০০ |
| শ্রম দপ্তর | ১) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা (ACA) | ০.০০ | ৩০.০০ |

Admitted Un-Starred Question No.103

Name of the Members : **Shri Ratan Lal Nath & Shri Kajal Chandra Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১লা মার্চ ২০০৩ ইং সাল থেকে ৩০শে এপ্রিল ২০০৩ ইং পর্যান্ত নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষে কতজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; (থানা ভিত্তিক নাম ও ঠিকানা সহ)

২। এদের মধ্যে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী কতজনকে কি ধরনের সাহায্য দেওয়া হয়েছে; (নাম ও ঠিকানা সহ)

৩। এর মধ্যে কতগুলি ঘটনা থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ও কতজনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এখন পর্য্যন্ত কতজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে; (থানা ভিত্তিক অভিযুক্ত নাম ও কেইস নাম্বার)

৪। গ্রেপ্তার করা না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

১ নং, ২ নং, ৩ নং এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর। তথ্য সংগ্রহাধীন

Admitted Un-Starred Question No.105

Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge Food, Civil supplied & Consumer Affairs Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন কার্ডে কতজন নাগরিকের নাম নথিভুক্ত রয়েছে?

২। তাদের মধ্যে কতজনের নাম বি.পি.এল রেশন কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে? এবং

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে রাজ্যের কতজন নাগরিকের জন্য বি.পি.এল.এ রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে?

**উত্তর**

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন কার্ডে৩৩,২২,৭৬৩ জনের নাম নথিভুক্ত আছে।

২। তার মধ্যে ২,৪৯,৭৭৬ পরিবার বি.পি.এল পরিবার হিসাবে রেশন কার্ডের অধিকার লাভ করেছে। উক্ত বি.পি.এল রেশন কার্ডে নথিভুক্ত নাগরিকের সংখ্যা ৯,৫১,৯৯৭ জন।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকদের মাথা পিছু রেশন সামগ্রীবরাদ্দ করেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের গাইড লাইন অনুযায়ী বি.পি.এল কার্ডহোল্ডাররা পরিবার পিছু এক ইউনিট হিসাবে ৬.১৫ পয়সা দরে মাসিক ৩৫ কেজি করে চাউল পান। সে হিসাবে ২ নং প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী উপরোক্ত ২,৪৯,৭৭৬ টি পরিবারের সকল নাগরিকগনই রেশন সামগ্রী পেয়ে থাকেন।

## Admitted Un-Starred Question No.121

**Name of the Members : Shri Ratan Lal Nath and Shri Shyama Charan Tripura.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be Pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১। কুটীর জ্যোতি প্রকল্পে রাজ্যে কতগুলি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

**উত্তর**

১। কুটীর জ্যোতি প্রকল্পে ৩১-৩-২০০৩ ইং পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৪৮,৮১৯ টি পরিবারকে বিদুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

| | | |
|---|---|---|
| খোয়াই মহকুমা | - | ৪৩৭২ টি |
| আগরতলা (সদর) | - | ৪৯৭৫ টি |
| বিশালগড় | - | ৪৬৩৪ টি |
| সোনামুড়া | - | ৪১৫২ টি |
| কাঞ্চনপুর | - | ১৯৯৮ টি |
| ধর্মনগর | - | ৪৫১৪ টি |
| কৈলাসহর | - | ৩৫৪১ টি |
| কমলপুর | - | ১৮৭২ টি |
| আমবাসা | - | ১৯৬১ টি |
| গন্ডাছড়া | - | ১০৯৬ টি |
| লংথরাইভ্যালী | - | ২৬৭৫ টি |
| বিলোনীয়া | - | ৪৫৭৮ টি |
| সাব্রুম | - | ১৯৩৩ টি |
| উদয়পুর | - | ৩৬২০ টি |
| অমরপুর | - | ২৮৯৮ টি |
| মোট | - | ৪৮৮১৯টি |

## Admitted Un-Starred Question No.123

## Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :-

প্রশ্ন·

১। আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারের বর্তমান অব্যবস্থা সর্ম্পকে দপ্তর অবগত আছেন কি না

প্রশ্ন

২। অবগত হলে অব্যবস্থা রোধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ;

উত্তর

১। আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে বর্তমানে কোন অব্যবস্থা নেই।

উত্তর

২। প্রশ্নই উঠে না।

## Admitted Un-Starred Question No.136

## Name of the Member : **Shri Kajal chandra Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিদ্যুতের বকেয়া বিলের (অর্থের) পরিমান কত (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিদ্যুতের বিলের মোট বকেয়ার পরিমান ১০ কোটি ৪৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা (৩১ শে মার্চ ২০০৩ ইং পর্যন্ত)। (প্রধান প্রধান দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সংযোজিত হল)।

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | বকেয়া টাকার পরিমান (লক্ষ টাকার হিসাব) |
|---|---|---|
| ১। | পুলিশ (আরক্ষা) | ১২১.১৭ |
| ২। | শিক্ষা | ৬২.৫ |
| ৩। | ক্ষুদ্র সেচ | ২২.৭৯ |
| ৪। | জনস্বাস্থ্য কারিগরী | ১৫৭.৪৪ |
| ৫। | পঞ্চায়েত | ১.২৯ |
| ৬। | পূর্তদপ্তর | ৩.৮ |
| ৭। | স্বাস্থ্য | ১৭.২৫ |
| ৮। | সিভিল এডমিনিস্ট্রেশান | ১০.১৩ |
| ৯। | বি.ডি.ও | ৯.২৬ |
| ১০। | কৃষি | ৩.১৬ |
| ১১। | বন | ৩.৩৩ |
| ১২। | বিদ্যুৎ | ১৮৮ |
| ১৩। | তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন | ১.৬৩ |
| ১৪। | মৎস্য | ১.১৪ |
| ১৫। | ইন্ডাস্ট্রি | ০.০৯ |
| ১৬। | রাজস্ব | ০.৫২ |

| ক্রমিক নং | বকেয়া টাকার পরিমান | দপ্তরের নাম |
|---|---|---|
| ১৭ | অগ্নিনির্বাপক | ০.৪৩ |
| ১৮ | খাদ ও জনসংভরন | ০.১৬ |
| ১৯ | কারাদপ্তর | ১.০৫ |
| ২০ | মুনসেফ মেজিস্ট্রেট এবং উচ্চ আদালত | ০.৬০ |
| ২১ | হার্টিকালচার | ৩.৫৩ |
| ২২ | ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ | ৩.৫৩ |
| ২৩ | জেলা আদালত | ৫.২১ |
| ২৪ | টি.এস. আর | ২.৭২ |
| ২৫ | বিধানসভা | ১.৪৬ |
| ২৬ | এস.এ.দপ্তর | ৩.৮৪ |
| ২৭ | অন্যান্য দপ্তর | ৯.৫৯ |
| ২৮ | নগর পঞ্চায়েত | ৯৫.৭৮ |
| ২৯ | পঞ্চায়েত সমিতি | ০.১৪ |
| ৩০ | ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগম | ১৩.০৮ |
| ৩১ | ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ | ৪.১১ |
| ৩২ | এপেক্স কো-অপারেটিভ | ২.০৬ |
| ৩৩ | টি,এস,আই,সি | ৫.৯৪ |
| ৩৪ | জুট মিল | ১২৩.৫০ |
| ৩৫ | খাদি-গ্রামোদ্যাগে | ১.৭২ |
| ৩৬ | আগরতলা মিউনিসিপালিটি | ৩৩৫.৫৪ |
| ৩৭ | ল্যাম্পন এবং প্যাক্স | ০.২৩ |
| ৩৮ | ট্রাইবেল হোস্টেল | ০.০৯ |
| ৩৯ | অন্যান্য আধাসরকারী দপ্তর | ২.৯৬ |
| ৪০ | পশু পালন | ৬.১ |

Admitted Un-Starred Question No.139

Name of the Member : **Shri Kajal chandra Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১) গত ১ লা জানুয়ারী থেকে ৫ই ২০০৪ ইং তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে কতগুলি চুরির অভিযোগ থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, (থানা ভিত্তিক হিসাব)

২) উক্ত সময়ে রাজ্যে কতগুলি ডাকাতির অভিযোগ থানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে? (থানা ভিত্তিক হিসাব)

**উত্তর**

১) গত ১ লা জানুয়ারী থেকে ৫ই মে ২০০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ১১০টি চুরির অভিযোগ রাজ্যের বিভিন্ন থানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

২) উক্ত সময়ের মধ্যে ১১টি ডাকাতির অভিযোগ রাজ্যের বিভিন্ন থানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে থানা ভিত্তিক লিপিবদ্ধ অভিযোগের একটিতালিকা আলাদাভাবে দেওয়া হল।

## থানা ভিত্তিক চুরি এবং ডাকাতির লিপিবদ্ধ তালিকা
## (০১-০১-২০০৩ ইং থেকে ০৫-০৫-২০০৩ ইং পর্যন্ত)

| ক্রমিক সংখ্যা | থানার নাম | চুরির অভিযোগ | | বধূ নির্যাতন | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | অভিযোগের সংখ্যা | ধৃত ব্যাক্তির সংখ্যা | অভিযোগের সংখ্যা | ধৃত ব্যাক্তির সংখ্যা |
| ১ | আর.কে.পুর থানা | ১১ | ২২ | -- | -- |
| ২ | বিলোনীয়া থানা | ০৩ | ০৪ | -- | -- |
| ৩ | সাব্রুম থানা | ০২ | ০২ | --- | --- |
| ৪ | বীরগঞ্জ থানা | ০২ | ০৩ | -- | -- |
| ৫ | মনুবাজার থানা | ০২ | -- | -- | -- |
| | মোট ঃ- | ২০ | ৩১ | - | - |
| ৬ | বিশালগড় থানা | ০১ | ০৩ | ০৪ | ০৯ |
| ৭ | সিধাই থানা | ০২ | ০১ | ০১ | ০১ |
| ৮ | জিরানীয়া থানা | ০৮ | ০৬ | — | — |
| ৯ | শ্রীনগর থানা | ০৩ | -- | — | — |
| ১০ | পূর্ব আগরতলা থানা | ১৪ | ২১ | -- | — |
| ১১ | পশ্চিম আগরতলা থানা | ২১ | ১২ | -- | — |
| ১২ | আমতলী থানা | ০২ | ০১ | — | -- |
| ১৩ | সোনামুড়া থানা | ১ | -- | — | -- |
| ১৪ | তেলিয়ামুড়া থানা | ০৭ | ০৯ | — | — |
| ১৫ | যাত্রাপুর থানা | ০২ | ০১ | — | — |
| ১৬ | কল্যাণপুর থানা | ০১ | ০১ | — | -- |
| ১৭ | চাম্পাহাওর থানা | ০১ | -- | — | — |

# থানা ভিত্তিক চুরি এবং ডাকাতির লিপিবদ্ধ তালিকা
# (০১-০১-২০০৩ ইং থেকে ০৫-০৫-২০০৩ ইং পর্যন্ত)

| ক্রমিক সংখ্যা | থানার নাম | চুরির অভিযোগ | | বধূ নির্যাতন | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | অভিযোগের সংখ্যা | ধৃত ব্যাক্তির সংখ্যা | অভিযোগের সংখ্যা | ধৃত ব্যাক্তির সংখ্যা |
| ১৮ | কলমচৌড়া থানা | ০৩ | -- | ০২ | ১০ |
| ১৯ | খোয়াই থানা | ০১ | -- | -- | -- |
| ২০ | মেলাঘর থানা | ০২ | ০৩ | -- | -- |
| | মোট ঃ- | ৬৯ | ৫৮ | ০৭ | ২০ |
| ২১ | কৈলাসহর থানা | ০৫ | ০৫ | ০১ | -- |
| ২২ | কুমারঘাট থানা | ০২ | ০২ | ০১ | -- |
| ২৩ | ধর্মনগর থানা | ০৩ | -- | ০১ | -- |
| ২৪ | চূড়াইবাড়ী থানা | ০১ | ০১ | -- | -- |
| ২৫ | পানিসাগর থানা | ০১ | -- | -- | -- |
| ২৬ | কাঞ্চনপুর থানা | ০১ | -- | -- | -- |
| ২৭ | পেচারথল থানা | -- | -- | ০১ | -- |
| ২৮ | দামছড়া থানা | ০১ | -- | -- | -- |
| | মোট ঃ- | ১৪ | ০৮ | ০৪ | -- |
| ২৯ | কমলপুর থানা | ০২ | ০২ | -- | -- |
| ৩০ | সালেমা থানা | ০১ | -- | -- | -- |
| ৩১ | আমবাসা থানা | ০৩ | -- | -- | -- |
| ৩২ | কচুছড়া থানা | ০১ | -- | -- | -- |
| | মোট | ০৭ | ০২ | -- | -- |
| | সর্বমোট | ১১০ | ৯৯ | ১১ | ২০ |

Admitted Un-Starred Question No.140

Name of the Member : **Shri Prakash Chandra Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১। রাজ্যের চলতি অর্থ বছরে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি সম্ভাবনা রয়েছে কি না?

**উত্তর**

১। বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি সম্পর্কে দপ্তর এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে মাশুল বাড়ানো ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

Admitted Un-Starred Question No.142
Name of the Member : **Shri Shyama Charan Tripura**
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Planning & Co-ordination Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১। ২০০০-২০০১, ২০০১-২০০২, ২০০২-২০০৩ ইং আর্থিক বছরে কেন্দ্রের PMGSY থেকে রাজ্যে কত টাকা পাওয়া গেছে (জেলা ভিত্তিক),

**উত্তর**

১। ২০০০-২০০১, ২০০১-২০০২, ২০০২-২০০৩ ইং আর্থিক বছরে PMGSY থেকে প্রাপ্ত টাকার জেলাভিত্তিক হিসাব ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

| জেলার নাম | ২০০০-২০০১ | ২০০১-২০০২ | ২০০২-২০০৩ |
|---|---|---|---|
| পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা | ১০৮৩.০০ | ৯০০.০০ | ৮৮৮.০০ |
| দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা | ৪০৮.০০ | ৮০০.০০ | ৭৬৭.০০ |
| ধলাই জেলা | ৩৩৩.০০ | ৫৭০.০০ | ৪৭২.০০ |
| উত্তর ত্রিপুরা জেলা | ৬৫১.০০ | ৪১৫.০০ | ৩৭৩.০০ |
| মোট | ২৪৭৫.০০ | ২৬৮৫.০০ | ২৫০০.০০ |

**প্রশ্ন**

২। প্রাপ্ত টাকার ব্যায় এবং অব্যায়িত পরিমান (জেলা ভিত্তিক) ?

**উত্তর**

২। জেলাভিত্তিক প্রাপ্ত টাকার ব্যয় এবং অব্যয়িত পরিমান নীচে দেওয়া হল ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

| জেলার নাম | ২০০০-২০০১ | | ২০০১-২০০২ | | ২০০২-২০০৩ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ব্যায় | অব্যায়িত | ব্যায় | ব্যায়িত | ব্যায় | ব্যায়িত |
| পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা | ১০৮৩.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৯০০.০০ | ০.০০ | ৮৮৮.০০ |
| দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা | ৪০৮.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৮০০.০০ | ০.০০ | ৭৬৭.০০ |
| ধলাই জেলা | ৩৩৩.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৫৭০.০০ | ০.০০ | ৪৭২.০০ |
| উত্তর ত্রিপুরা জেলা | ৬৫১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৪১৫.০০ | ০.০০ | ৩৭৩.০০ |
| মোট | ২৪৭৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৬৮৫.০০ | ০.০০ | ২৫০০.০০ |

*** ২০০১-২০০২ এবং ২০০২ - ২০০৩ ইং সালের শেষের দিকে কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে অর্থ প্রাপ্তির কারনে ঐ আর্থিক বছরে তা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।**

## Admitted Un-Starred Question No.143

Name of the Member : **Shri Kajal Chandra Das;**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) গত ১ লা জানুয়ারী ২০০৩ ইং তারিখ থেকে ৫ই মে ২০০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে কতগুলি নারী ধর্ষণ, কতগুলি নারী নির্যাতনের ঘনটার অভিযোগ বিভিন্ন থানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে?

উত্তর

১) ১৪০টি। এর মধ্যে ২৭টি নারী ধর্ষণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

## Admitted Un-Starred Question No.147

Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বৈরী সংগঠনগুলি আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে গত ৫ বছরে কতজন বৈরী নিহত হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) রাজ্যের গত ৫ বছরে বৈরী সংগঠনগুলির আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে মোট ২১ জন বৈরী নিহত হয়েছে। বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১৯৯৮ | ------ | ০০ জন |
| ১৯৯৯ | ------ | ০২ জন |
| ২০০০ | ------ | ০০ জন |
| ২০০১ | ------ | ১০ জন |
| ২০০২ | ------ | ০৯ জন। |
| | মোট- | ২১ জন। |

## Admitted Un-Starred Question No.148

Name of the Member : **Shri Kajal Chandra Das,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Planning & Co-ordination Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার কি কি প্রকল্পে রাজ্য সরকারকে কি পরিমান অর্থ প্রদান করেছে? (প্রকল্প ভিত্তিক অর্থের পরিমান)

## ANSWER

১) ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন প্রকল্পে প্রদত্ত অর্থের পরিমান নীচে উল্লেখ করা হল ঃ- (লক্ষ টাকায়)

| প্রকল্পের নাম | প্রদত্ত অর্থের পরিমান | বছরের অন্তিম লগ্নে অতিরিক্ত বরাদ্দ |
|---|---|---|
| ১. অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার (ACA ) আওতায় (প্রকল্প ভিত্তিক) | ৩১০০.০০ | |
| ২. সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী (BADP) | ১২৯৬.০০ | ৫২৩.০০ |
| ৩. প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা (PMGY) | ৫৬৯৩.০০ | ১০০০.০০ |
| ৪) কেন্দ্রীয় প্রকল্প (CSS) | তথ্য সংগ্রহাধীন | |
| ৫) উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) কর্তৃক প্রদত্ত | ৪৪৬৭.৮৫ | |
| ৬) নন্- ল্যাপসেবল সেন্ট্রাল পুল অব রিসোর্সেস (NLCPR) | ৬০০১.০০ | |
| প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY) | ২৫০০.০০ | |

Admitted Un-Starred Question No.150

Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে অবস্থানরত আরক্ষা কর্মীর মোট সংখ্যা কত, (আসাম রাইফেলস্, সি.আর.পি.এফ. টি.এস. আর রাজ্যপুলিশ, হোমগার্ড ভলান্টিয়াস্ সহ সংখ্যার ভিত্তিতে আলাদা আলাদা হিসাব)

২) ত্রিপুরাতে বর্তমানে মোট কত সংখ্যক বি.এস. এফ রয়েছে? (সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব)

৩) ত্রিপুরাতে বর্তমানে মোট কত সংখ্যক আর্মি রয়েছে? (সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব)

১) রাজ্যে বর্তমানে আরক্ষা কর্মীর আদা আলাদা হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

| | |
|---|---|
| ক) আসাম রাইফেল | ৪ ব্যাটেলিয়ান। |
| খ) সি.আর.পি.এফ | ১১ ব্যাটেলিয়ান। |
| গ) টি.এস.আর | ৮ ব্যাটেলিয়ন। |
| ঘ) ত্রিপুরার পুলিশ | ৯৫০৪ জন। |
| ঙ) হোমগার্ড | ২৬৪৫ জন। |

২ এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ত্রিপুরায়বর্তমানে বি.এস.এফ-এর ৯টি ব্যাটেলিয়ন আছে। আরো দুইটি ব্যাটেলিয়ন ত্রিপুরাতে মোতায়েন করা হবে। তার মধ্যে একটি ব্যাটেলিয়ান এর মধ্যেই এসে পৌছেছে এবং আর একটি আসার পথে। এই দুটি ব্যাটেলিয়ান এলে মোট বি.এস.এফ-র ব্যাটেলিয়নের সংখ্যা দাঁড়াবে ১১তে।

ত্রিপুরাতে সেনা বাহিনীর একটি ব্রিগেডের হের্ড কোয়র্টাস্ আছে।

## Admitted Un-Starred Question No.151

Name of the Member : **Shri Ratan Lal Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :-

**প্রশ্ন**

১) ত্রিপুরাতে যে কয়টি উগ্রপন্থী সংস্থা রয়েছে তাদের মোটসংখ্যা কত ? (উগ্রপন্থীর সংস্থা অনুযায়ী পৃথক পৃথক হিসাব)।

**উত্তর**

রাজ্যের উগ্রপন্থী সংস্থানগুলির সদস্য সংখ্যা আনুমানিকভাবে নিম্নরূপ ঃ-

| | | |
|---|---|---|
| ১) এ.টি.টি.এফ | প্রায় | ৫০০ (পাঁচশত) |
| ২) এন.এল.এফ.টি | প্রায় | ৯০৫ (নয়শত পাঁচ) |
| | মোট- | ১৪০৫ (একহাজার চারশত পাঁচ) |

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এন এল এফ টি উগ্রপন্থী দলটি তিনটি উপদলে বিভক্ত হয়েছে। এই তিনটি উপদলের সদস্য সংখ্যা আনুমানিকভাবে নিম্নরূপ ঃ

| | |
|---|---|
| এন.এল.এফ.টি (বিশ্বমোহন) | প্রায় ৭০০ (সাতশত) |
| এন.এল.এফ.টি. (নয়নবাসী) | প্রায় ১২৫ (একশত পঁচিশ) |
| বি.এন.সি.টি. | প্রায় ৮০ (আশি) |
| মোট - | ৯০৫ (নয়শত পাঁচ) |

# Admitted Un starred Question No. 154
# Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath,
# Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Depertment be pleased to state :

**প্রশ্ন**

১) ১৯৯৮ ইং সনের ১০ই এপ্রিল হইতে ২০০৩ ইং সনের ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত এই সময়ে সারা রাজ্যে উগ্রপন্থীর হাতে কতজন খুন হয়েছে, কতজন অপহৃত হয়েছে, কতজন আংশিক পঙ্গু হয়েছে এবং কতজন সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়েছে ঃ (মহকুমা ভি্ত্তিক হিসাব)

২) উপরোক্ত সময়ে উগ্রপন্থীদের হাতে কতজন অপহৃত হয়েছে, এর মধ্যে কতজন উগ্রপন্থী কবল থেকে ফিরে এসেছে এবং কতজন এখনও উগ্রপন্থীর কবলে রয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩) উক্ত সময়ে সারা রাজ্যে কয়টি আত্মহত্যার ঘটনা থানাগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে? (থানা ভিত্তিক পুরুষ মহিলা আলাদা আলাদা হিসাব)।

**উত্তর**

১) ১১৫০ জন খুন।
১১৫১ জন অপহৃত।
৮৯ জন আংশিক পঙ্গু।
সম্পূর্ণ পঙ্গু কেউ নেই।
মহকুমাভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

২) ১৫৫১ জন অপহৃত।
১০৯৪ জন ফিরে এসেছে।
৩১৭ জন উগ্রপন্থীর কবলে রয়েছে। (১৪০ জন অপহৃত হওয়ার পর নিহত হয়েছে)
মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হয়।

৩) ৪৬৫৮টি আত্মহত্যার ঘটনা। থাকা ভিত্তিক পুরুষ মহিলা আলাদা আলাদা হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

## থানা ভিত্তিক আত্মহত্যার ঘটনা
## (১০-৪-১৯৯৮ ইং থেকে ৩০-৪-২০০৩ ইং পর্যন্ত)

| ক্রমিক নং | থানা | মোট ঘটনা | পুরুষ | মহিলা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | কৈলাসহর | ১৫৮ | ৭৭ | ৮১ |
| ২. | কুমারঘাট | ১১৭ | ৬০ | ৫৭ |
| ৩. | ধর্মনগর | ১৪০ | ৭৭ | ৬৩ |
| ৪. | চুড়াইবাড়ি | ৭০ | ৩২৬ | ৩৪ |
| ৫. | পানি সাগর | ৫৫ | ২৮ | ২৭ |
| ৬. | দামছড়া | ৩ | ১ | ২ |
| ৭. | কাঞ্চনপুর | ৭৭ | ৩৬ | ৪১ |
| ৮. | পেচারথল | ২২ | ১২ | ১০ |
| ৯. | কমলপুর | ১৬৪ | ৯৭ | ৬৭ |
| ১০. | সালেমা | ৬১ | ৩৮ | ২৩ |

| ক্রমিক নং | থানা | মোট ঘটনা | পুরুষ | মহিলা |
|---|---|---|---|---|
| ১১. | আমবাসা | ৮০ | ৫২ | ২৮ |
| ১২. | মনু | ৮৯ | ৫৩ | ৩৬ |
| ১৩. | ছামনু | ১৪ | ১০ | ৪ |
| ১৪. | গঙ্গানগর | ৭ | ৬ | ১ |
| ১৫. | গন্ডাছড়া | ২৯ | ১৮ | ১১ |
| ১৬. | রইস্যাবাড়ি | ৫ | ৩ | ২ |
| ১৭. | কচুছড়া | ১৩ | ১০ | ৩ |
| ১৮ | লংতরাই ভ্যালী | ২ | ২ | ০ |
| ১৯. | পূর্ব আগরতলা | ২৬২ | ১৩[illegible] | ১২৪ |
| ২০. | পশ্চিম আগরতলা | ৪৭৫ | ৩০[illegible] | ১৭৩ |
| ২১. | মহিলা থানা | ২৯ | ০ | ২৯ |
| ২২. | জিরানিয়া | ১০৪ | ৫২ | ৫২ |
| ২৩. | রাণীর বাজার | - | - | - |
| ২৪ | সিধাই | ২২৩ | ১৩৮ | ৮৫ |
| ২৫. | এয়ারপোর্ট | ৮০ | ৫০ | ৩০ |
| ২৬. | বিশালগড় | ৩২৭ | ১৭৯ | ১৪৮ |
| ২৭. | আমতলি | ১৫৫ | ১১৩ | ২৪ |
| ২৮. | টাকারজলা | ২৬ | ২০ | ৬ |
| ২৯. | শ্রীনগর | ৬ | ৫. | ১ |
| ৩০. | খোয়াই | ২০৬ | ১২৮ | ৭৮ |
| ৩১. | চাম্পাহাওর | ১৫ | ৯ | ৬ |
| ৩২. | তেলিয়ামুড়া | ১৫৪ | ৮৮ | ৬৬ |
| ৩৩. | কল্যাণপুর | ১৩৬ | ৮৮ | ৪৮ |
| ৩৪. | সোনামুড়া | ৮৮ | ৫৬ | ৩২ |
| ৩৫. | মেলাঘর | ১১৭ | ৬৭ | ৫০ |
| ৩৬. | কমলচৌড়া | ৪৮ | ২৪ | ২৪ |
| ৩৭. | রাধাকিশোর পুর | ৩৫৯ | ২৪৩ | ১১৬ |
| ৩৮. | কিল্লা | ১৪ | ১৪ | - |
| ৩৯. | বীরগঞ্জ | ৭৬ | ৩৫ | ৪১ |
| ৪০. | নতুন বাজার | ৬৩ | ৪৭ | ১৬ |
| ৪১. | অম্পি | ৯ | ৭ | ২ |
| ৪২. | তৈদু | ১২ | ৭ | ৫ |
| ৪৩. | বিলোনীয়া | ১২৭ | ৬৫ | ৬২ |
| ৪৪. | পি আর বাড়ি | ১১৪ | ৬২ | ৫২ |
| ৪৫. | শান্তির বাজারা | ৭৭ | ৩৮ | ৩৯ |
| ৪৬. | বাইখোরা | ৯৮ | ৫৯ | ৩৯ |
| ৪৭. | সাব্রুম | ৭০ | ৩৯ | ৩১ |
| ৪৮. | মনুবাজার | ৮২ | ৫৬ | ২৬ |
|  | সর্বমোট | ৪৬৫৮ | ২৭৪৫ | ১৯১৩ |

## মহকুমা ভিত্তিক উগ্রপন্থী দ্বারা অপহৃত ও নিহতদের সংখ্যা
## (১০-৪-১৯৯৮ ইং থেকে ৩০-৪-২০০৩ ইং পর্যন্ত)

| ক্রমিক নং | মহকুমা | নিহত | পঙ্গু হয়েছে | | উগ্রপন্থীদ্বারা অপহৃত | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | আংশিক | সম্পূর্ণ | অপহৃত ব্যক্তির সংখ্যা | নিহত ব্যক্তির সংখ্যা | ফিরে আসা ব্যক্তির সংখ্যা | ফিরে না আসা ব্যক্তির সংখ্যা |
| ১. | আমবাসা | ৩৮ | - | - | ৬০ | ৫ | ৫০ | ৫ |
| ২. | লংতরাই ভ্যালী | ১৩১ | - | - | ১৮৭ | ১৯ | ১৫০ | ১৮ |
| ৩. | গন্ডাছড়া | ৪৭ | - | - | ৬৯ | ১ | ৪৩ | ২৫ |
| ৪. | কমলপুর | ৭৭ | - | - | ৫৭ | ৭ | ৪৩ | ৭ |
| ৫. | কৈলা্সহর | ৩৫ | - | - | ৮৮ | ১৯ | ৫৮ | ১১ |
| ৬. | ধর্মনগর | ৪ | - | - | ১৯ | ৩ | ১৬ | - |
| ৭. | কাঞ্চনপুর | ৪৩ | ৫ | - | ৬২ | ২৪ | ৩৬ | ২ |
| ৮. | সদর | ১৪৯ | ২২ | - | ৯৫ | ১০ | ৬২ | ২৩ |
| ৯. | বিশালগড় | ১৪১ | - | - | ২৫০ | ১১ | ১৩৯ | ১০০ |
| ১০. | খোয়াই | ২৬৫ | ৪৪ | - | ১৫৫ | ৯ | ৮৯ | ৫৭ |
| ১১. | সোনামুড়া | ৫ | ৫ | - | ৩০ | - | ২২ | ৮ |
| ১২. | উদয়পুর | ৭৩ | ১৩ | - | ১২৩ | ৩ | ১০২ | ১৮ |
| ১৩. | অমরপুর | ৪৯ | - | - | ১৭৭ | ১৭ | ১৪০ | ২০ |
| | অমরপুর (অম্পি) | ৫৩ | - | - | ৬৪ | ৯ | ৪৪ | ১১ |
| ১৪. | বিলোনীয়া | ৩৭ | - | - | ৮৬ | - | ৭৬ | ১০ |
| ১৫. | সাব্রুম | ৩ | - | - | ২৯ | ৩ | ২৪ | ২ |
| | সর্বমোট | ১১৫০ | ৮৯ | - | ১৫৫১ | ১৪০ | ১০৯৪ | ৩১৭ |

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

**The House met in the Assembly House , Agartala, at 11A.M. on Tuesday , the 27th May, 2003.**

## PRESENT

**The Hon'ble Speaker in the Chair, The Hon'ble Deputy Speaker, the Hon'ble Chief Minister, 11 Ministers and 40 Members.**

## QUESTIONS & ANSWERS

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে নামের পাশে যে কোন নাম্বার জানালে মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা।

**শ্রী মাধবচন্দ্র সাহা** (মাতাবাড়ী) ঃ— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৩।

**প্রশ্ন**

১) আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত জাতীয় সড়কের কাজটি যে অত্যন্ত নিম্ন মানের হচ্ছে সেই সম্পর্কে সরকার অবগত আছে কিনা?

২) অবগত থাকলে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

**উত্তর**

১) রাস্তার কিছু কিছু নিম্নমানের কাজ সম্পর্কে খবর পাওয়া গেছে।

২) খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষের নজরে নেন।

**শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা ঃ—** সাপ্লিমেন্টারি স্যার, আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত জাতীয় সড়কের যে নিম্নমানের কাজগুলি করছেন সেই সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কিনা এবং সেখানে যে কাজ গ্রীফ করছে তার উপর রাজ্য সরকারের তদারকির কি ব্যবস্থা আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা? বর্তমানে আগরতলা-সাব্রুম যে রাস্তাটি গ্রীফ করেছে তা অরিজিনাল রাস্তা খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল হবে। এটা প্রথম গ্রীষ্মকালীন বর্ষায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এখন যে রাস্তাটি আছে সেটা উন্নতমানের না। এখন যে রাস্তাটি আছে এটা অরিজিনাল না। কেন্দ্রীয় সরকার এত টাকা ঢেলে সেখানে রাস্তাটি তৈরী করেছেন জাতীয় সড়কের পর্যায়ে এটার তদারকির জন্য রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট কোন অফিসার আছেন কিনা যে কাজটার দায়িত্বে থাকবেন।

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা তো নেশানাল হাইওয়ে অথারিটি আছেন এটা কেন্দ্রীয় সরকারই দেখভাল করেন। আমাদের রাজ্যে সরকার কোথাও এই রকম নিম্নমানের কাজের অভিযোগ আসে বা ঠিক মত স্পেসিফিকেশন অনুসারে হচ্ছে না আমরা তখন কেন্দ্রীয় সরকারের বি আরউল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে নিই। এবং এই কাজটা যখন নিম্নমানের হয়েছিল তখন আমরা রিজিউনাল টেকনিক্যাল এক্সজামিনারের দৃষ্টিগোচরে নিই। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৮ সেপ্টেম্বর তারা তার উপর একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করেন। তাতে কিছু কিছু কাজ ছাড়া সবটা সন্তোষজনক কাজ হয়েছে এই রকম অভারেল একটা সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

**শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা ঃ—** আমি মাননীয় মন্ত্রীকে আবারও বলব সন্তোষজনক কাজ হয়েছে বলে যে অভারেল সার্টিফিকেট দিয়েছেন সেখানে আবারও জাষ্টিফাইড করে দেখা হবে কিনা। কারণ কোন লোডেড গাড়ী তৈরী করা রাস্তা দিয়ে চলাচলকালীন ব্রেক করে তাহলে পরে রাস্তাটি ঘষা খেয়ে গর্ত হয়ে যায়। এই জন্য রাজ্যের মানুষ অনেক কথা বলে। রাস্তাটির তদারকির অভাবে এই রকম হবে কেন। এটা আবারও পরীক্ষা করে দেখা হবে কিনা?

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—** মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি প্রথমে বলতে চাই জাতীয় সড়ক যে মানের হওয়া উচিত সেটা রাজ্য সরকার বা পূর্ত দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে যে রাস্তাটি জাতীয় মানের পর্যায়ে পরে না। আমরা প্রথম, বলেছিলাম রাস্তাটিকে ডাবল লাইন করা। এই জায়গায় তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আগরতলা এবং চূড়াইবাড়ী রাস্তার অনুকরণেই করা হবে। কিন্তু পরে তারা বলেছেন তাদের সেই রকম ডাবল লাইন করার পরিকল্পনা নেই। এপর্যায় এই রকম অধিকাংশ রাস্তা প্রথম নির্মাণ হয়েছে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেই সেই সমস্ত রাস্তা তৈরী হয়েছে। এই রকম কমপ্লিট রিপোর্ট আসছে। সেই জন্য সেখানে আমরা বলেছি সব জায়গায় না করা গেলেও নির্দিষ্ট এমন কিছু কিছু জায়গায় যানজট থাকে সেই সমস্ত জায়গায় রাস্তাটি ডাবল লেন করা। আগরতলা থেকে সিপাহীজলা পর্যন্ত। ধ্বজনগর, মাতাবাড়ী থেকে চন্দ্রপুর পর্যন্ত। এদিকে শান্তিরবাজার থেকে জোলাইবাড়ী। মনু থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ওই সমস্ত রাস্তাগুলিকে ডাবল লেন করা। ওই দিকে বাগমা থেকে উদয়পুর, শান্তিরবাজার থেকে বাইখোরা। মনু থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ওই সমস্ত বিকল্প রাস্তাটির বিষয়গুলির জন্য আমরা দৃষ্টি আকর্ষণে নিয়েছি। বিশেষকরে এই ব্রীজটির উপর এখনো এস পি টি ব্রীজ আছে। ওই ব্রীজগুলির মোটামুটি মেরামত করেই যান চলাচল রাখতে পেরেছি। যদিও ব্রীজগুলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন পর্যায়ক্রমে সমস্ত বেলি ব্রীজগুলিকে পাকা ব্রীজ করে ফেলবেন আগামী ২০০৬ ইং সালে। কোন ব্রীজ কোন সালে করবেন একটা ওয়ার্ক সিডিউল তারা ইতিমধ্যে আমাদের সাবমিট করেছে। আমরা এখনো বলতে পারি এই রাস্তাগুলি জাতীয় পর্যায়ের মানে উন্নিত হতে পারে সেটার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সার্ভে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টিগোচরে বার বার নিয়েছি এবং বি আর ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আমরা বার বার যোগাযোগ রেখে চলেছি মান উন্নতির লক্ষ্যে।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য, শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এই যে নিম্নমানের কাজ রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তাহলে পরে এই নিম্নমানের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিনা এবং যে সংস্থায় কাজ করছে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে দ্রুত ব্যবস্থার দূরীকরণ করা হয়েছে কিনা।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—** আমরা আলাপ-আলোচনা করেই কেন্দ্রীয় রিজিউনাল টেকনিক্যাল এক্সজামিনারের কাছে এই সমস্ত অভিযোগগুলি জানাইলাম। সেই জন্য এই রেজিউনাল টেকনিক্যাল এক্সজামিনার গুণগতভাবে এই সমস্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০২ সনে তার উপর একটা রিপোর্ট তারা দিয়েছেন। রিপোর্টে তারা বলেছেন, কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া বাকি সব সন্তোষজনক সার্টিফিকেট বা রিপোর্ট দিয়েছেন।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ন্যাশনাল হাইওয়ে সেখানে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে এই অভিযোগ এসেছে এবং রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমি খয়েরপুরের হাওড়া ব্রীজের কথা বাদ দিলাম। কিন্তু চম্পকনগর থেকে উদয়পুর আঠারবোলার যে রাস্তাটা রাজ্য সরকারের তদারকিতে রয়েছে সেই রাস্তাটিও এত নিম্নমানের যে হাইওয়ের সঙ্গে তুলনাই করা চলে না। ব্রীজের কথা বলুন, ব্ল্যাক টপিং এর কথা বলুন। যেগুলি রাজ্য সরকারের তদারকিতে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে যেমন তৈদু অম্পি এটা তো গত ৫ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এখন নূতন বিধানসভা হয়েছে তারপরও এই শর্তগুলি পূরণ হয়নি। কাজেই এই যে নিম্নমানের রাস্তাগুলি রাজ্য সরকারের তদারকিতে যেগুলি হচ্ছে সেগুলির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—** এটা তো ভিন্ন প্রশ্ন। যখনই কোন জায়গায় কোন নিম্নমানের কাজ হয় আমরা যেমন ন্যাশনাল হাইওয়ের ব্যাপারে ওদের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমাদের কাছে আসলে আমারা সেগুলির খোঁজ খবর নেই এবং তদন্ত করে কাজ যাতে নির্দিষ্ট মানের হয় সে দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

**শ্রী সমীর দেব সরকার** (খোয়াই) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৮৫।

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৮৫

**প্রশ্ন**

১) বর্তমানে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে কি কোন ডি টি ডব্লিউ থেকে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়? এবং

২) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে সরবরাহ করা পানীয় জল আয়রন মুক্ত করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা?

উত্তর

১) খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় হাসপাতালের নিকট অবস্থিত ডি টি ডব্লিউ থেকে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে জল সরবরাহ করা হয়।

২) বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নেই।

**শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নূতন হাসপাতাল চত্বরে হাসপাতালটির মধ্যে নূতন একটা ডিপ-টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে গত বছরে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই টিউবওয়েল থেকে জল সরবরাহ করা হচ্ছে না এবং যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে পাইপগুলি জায়গায় জায়গায় ফুটো। যে ওয়াটার রিজার্ভার বা ট্যাঙ্ক আছে সেই ট্যাঙ্কেও ময়লা জমে বা গাছ উঠে বিশ্রী অবস্থায় আছে এবং জলটা তার ফলে বিশুদ্ধ নয়। হাসপাতালের রোগীদের সাপ্লাইয়ের জন্য এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং সেই অনুযায়ী ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত নূতন যে ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে তা থেকে ভাল পাইপ লাইন করে হাসপাতালে বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আগেও এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের এখানে মাটির নীচে যে জল তাতে প্রচুর আয়রন আছে এবং ওয়াটার ট্যাঙ্ক যেখানে আমরা করেছি সেখানে আয়রন রিমুভ্যাল প্যান্ট না থাকার দরুণ এই ওভারহেড ট্যাঙ্ক থেকে যখন যে জায়গায় জল সরবরাহ করা হচ্ছে এটা অনেকেই ব্যবহার করতে চান না জলে আয়রণ থাকার ফলে জল লালচে রং ধরে যায়। আমরা তো বলেছি যত শীঘ্র সম্ভব ওভারহেড ট্যাঙ্ক করব। যাতে দ্রুত আয়রণ রিমুভ্যাল প্ল্যান্টা করতে পারি সেই দিক থেকে কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। খোয়াইতে ইতিমধ্যে আমরা ১০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পূর্ণ একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের কাজের অনুমোদন পেয়েছি এবং এটার টেন্ডার এই সমস্ত ফাইন্যাল স্টেজে এখন আছে। আমরা আশা করছি কিছুদিনের মধ্যে এই কাজ শুরু করতে পারব। এটা এসে গেলে পর বছর ২ (দুই) হয়তো সময় লাগবে। এটা এসে গেলে খোয়াইয়ের এখন যে জলের সমস্যা এই সমস্যা থাকবে না বলে আমার মনে হয়। আর নূতন যে ডিপ-টিউবওয়েল করা হয়েছে ব্যবহার করা হচ্ছে না সেই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে আমি নিশ্চয়ই জানাব।

**শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার মনে হয় সঠিক উত্তরটা আমি পাই নি। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে পুরানো ডিপ-টিউবওয়েল তার পাইপ লাইনগুলি থেকে হাসপাতালে জল সরবরাহ করা হচ্ছে সেই পাইপ লাইনগুলি জায়গায় জায়গায় নষ্ট তাতে নোংরা জল ঢুকে যাচ্ছে হাসপাতালে পানীয় জলের সাথে। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে যে ট্যাঙ্ক থেকে জল সরকরাহ করা হচ্ছে সেই ট্যাঙ্কে গাছ-গাছালি উঠে সেখানে নোংরা জল থেকে ময়লা জমে গেছে, আয়রণ জমে লাল হয়ে গেছে সেই জল সরবরাহ করা হচ্ছে। নূতন যে ডিপ-টিউবওয়েল হয়েছে সেই ডিপ-টিউবওয়েল থেকে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা না হলে হাসপাতালের রোগীরা বিশুদ্ধ জল পাবেন না কাজেই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করতে যে সময় লাগবে ৪/৫ বছর, স্যাংশন হলেও কাজ করতে সময় লাগবে। ৪/৫ বছর ধরে তো হাসপাতালের রোগীদের জন্য এই জল সরবরাহ করা যায় না জরুরীভিত্তিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ— আমি তো বলেছি স্যার, যে নূতন ডিপ-টিউবওয়েল হয়েছে সেটাকে কিভাবে কাজে লাগান যায় সে ব্যাপারে দপ্তর নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবেন। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে পাইপ লাইন যেগুলি নষ্ট হয় সেগুলি তো আমরা রিপেয়ার করি এটা আমাদের রেগুলার কাজের মধ্যে পড়ে তাই এই বিষয়টা নিশ্চয়ই দেখা হবে।

**শ্রী সমীর দেব সরকার** ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াইয়ের ডিপ-টিউবওয়েল থেকে এখন পর্যন্ত আমার যেটা জানা আছে খোয়াই হাসপাতালের অফিস বিল্ডিং যেটা আছে যেখানে কাজ করা হয় এবং কোয়ার্টার্সগুলিতেও এখন পর্যন্ত জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই। পাইপ লাইন এবং ওয়াটার সাপ্লাইয়ে কোন ব্যবস্থা নেই। টিউবওয়েল থেকে জল খেতে হচ্ছে। সেই কাজটা করা হচ্ছে না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এটা এখন আমার কাছে নেই অর্থাৎ কোথায় কি আছে এখনই বলতে পারব না। রিকুইজিশান আসলে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— মাননীয় সদস্য, শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়** (রাধাকিশোরপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৮৮।

**প্রশ্ন**

১) বর্তমানে রাজ্যে টি আর টি সি বাসের সংখ্যা কত?

২) ১৯৯৮ ইং থেকে ২০০২ ইং সালের মধ্যে কয়টি নতুন টি আর টি সি বাস কেনা হয়েছে?

৩) বর্তমানে কয়টি টি আর টি সি বাস চালু আছে, অচল বাসগুলি সচল করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া? এবং

৪) কতদিন ধরে বাসগুলি অচল অবস্থায় আছে?

**উত্তর**

১) বর্তমানে রাজ্যে টি আর টি সি বাসের সংখ্যা ৯৯টি।

২) ১৯৯৮ ইং সাল থেকে ২০০২ ইং সাল পর্যন্ত মোট ৪১টি নূতন বাস কেনা হয়েছে।

৩) বর্তমানে (১৫-০৫-২০০৩ ইং) টি আর টি সি'তে ৬৫টি বাস চালু অবস্থায় আছে। অচল ৩৪টি বাসের মধ্যে ১৫টি বাস কনডেমেশন ঘোষণার জন্য বিবেচনাধীন আছে।

৪) বাকি ১৯টি বাস টি আর টি সি'র বিভিন্ন ওয়ার্কসপে মেরামতির জন্য রাখা হয়েছে।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়** ঃ-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দেখা যাচ্ছে টি আর টি সি'তে বর্তমানে ৯৯টি বাসের মধ্যে চালু রয়েছে ৬৫টি বাস আর ৩৪টি বাস অচল। নতুন কেনা হয়েছে ৪১টি বাস। এই যে বাস সার্ভিস দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে বর্তমানে টি আর টি সি লাভে চলেছে না ক্ষতিতে চলেছে। যদি লোকসানে চলে তবে সে লোকসান কাটিয়ে লাভে চলার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? যে ৪১টি নতুন বাস কেনা হয়েছে সেগুলি দিয়ে সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে কিনা?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) ঃ-- মিঃ স্পীকার স্যার, যে ৪১টি নতুন বাস কেনা হয়েছে তার মধ্যে ২৯টি বাস মেইন্টিনেন্সের জন্য পাঠানো হয়েছে, বাকিগুলি দিয়ে সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে টি আর টি সি'তে লাভে চলার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি হচ্ছে — (১) এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, যাতে বিনা টিকিটের কোন যাত্রী ভ্রমণ করতে না পারেন। (২) আগে প্রতিটি বাসে বাস কন্ডাক্টর ছিল না এখন সেটা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আমরা প্রতি মাসে একটা টার্গেট করেছি যে অন্তত ২৫-৩০ লক্ষ টাকা ইনকাম আমাদের করতেই হবে। সেক্ষেত্রে বর্তমানে আমরা প্রতি মাসে ২৮-৩০ লক্ষ টাকার মত প্রতি মাসে ইনকাম করছি। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে ২৫ লক্ষের উপরে ইনকাম হচ্ছে। এইভাবে আমরা ক্রমে ক্রমে লাভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

**শ্রী সমীর দেব সরকার** ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমানে যে বাসগুলি অচল রয়েছে সেগুলির মধ্যে কতগুলি মেরামতিযোগ্য নয় এবং সেগুলিকে কনডেম ঘোষণা করা হয়েছে কিনা? এবং সেগুলিকে বিক্রি করে দেবার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, বর্তমানে ১৫টি বাসকে কনডেম ঘোষণা করার জন্য বিবেচনায় রয়েছে। এই বাসগুলির ৮টি কেনা হয়েছিল ১৯৮৭ ইং সালে এবং ৭টা কেনা হয়েছিল '৮৯ সালে।

**শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা** (সালেমা) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে ৪১টি বাস সচল আছে এবং নতুন কেনা হয়েছে তার মধ্যে ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিসের জন্য যে বাস কেনা হয়েছে সেগুলিও যুক্ত আছে কিনা ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার এবং শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস যুগ্মভাবে এনেছেন।

**শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস** (বামুটিয়া) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ৮৯।

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ৮৯।

**প্রশ্ন**

১) বর্তমানে রাজ্যে মাছের চাহিদা কত ?

২) মাছের উৎপাদন কত ?

৩) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

**উত্তর**

১) বর্তমানে রাজ্যে মাছের চাহিদা ৩৩,৮৭০ মেট্রিক টন।

২) মাছের উৎপাদন, ২৯,৫১৫ মেট্রিক টন।

৩) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নিম্নলিখিত উদ্যোগ নিয়েছেন ঃ—

(ক) পঞ্চায়েত স্তরে মৎস্য চাষিদের নিয়ে মৎস্য চাষ সম্বন্ধে আলোচনা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদি।

(খ) প্রদর্শনীমূলক মৎস্য চাষ।

(গ) নূতন পুকুর খনন এবং পুরাতন পুকুর সংস্কার।

(ঘ) মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে দশ বর্ষীয় পরিকল্পনা গ্রহণ।

(ঙ) মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে মাছ চাষের জন্য শেয়ার ক্যাপিটেল প্রদান।

(চ) গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে তিন জেলাতে হ্যাচারী নির্মাণ।

**শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, বর্তমানে মাছের চাহিদা মোট ৩৩,৮৭০ মেট্রিক টন। আর রাজ্যে উৎপাদন হচ্ছে ২৯,৫১৫ মেট্রিক টন। এই যে ঘাটতি সেটা পূরণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

(২) মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সমবায়ের মাধ্যমে যে মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটা বর্তমানে চালু রয়েছে কিনা ? না থাকলে সেটা আবার নতুন করে চালু করা হবে কিনা ?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, বর্তমানে মাছের ঘাটতি পূরণের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে মাছ আসছে। তাছাড়া আমরা বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য চাষ করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি।

আর ২ নং প্রশ্নের উত্তর আগে সমবায়ের এবং এপেক্স কো-অপারেটিভ এর মাধ্যমে মাছ বিক্রির ব্যবস্থা ছিল বর্তমানে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কারণ সমবায় এবং এপেক্স কো-অপারেটিভগুলির যে ক্যাপিট্যাল শেয়ার ছিল সেটা খুবই দুর্বল থাকায় সে ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে।

আগরতলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি এবং এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ তারা এই ব্যবস্থাটা সেখানে করতেন। একটা সময়ে এপেক্স কো—অপারেটিভ সেটা প্রায় অচল অবস্থায় আছে। তাদের শেয়ার ক্যাপিটেল এবং অন্যান্য ব্যবস্থায় তারা অত্যন্তভাবে দুর্বল হন। যার ফলে সেটা ভেঙ্গে পড়ে, এখনও সেই কাজ তারা হাতে নিতে পারেননি।

**শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ—** স্যার, এটা কি সত্য যে, সরকারী ফার্মগুলি আছে বা জলাশয়গুলি সরকারের হাতে আছে গত ২ বৎসরে সেখানে মাছের পোনা উৎপাদন এবং জলাশয়গুলিতে মাছ উৎপাদন হ্রাস হয়েছে? দ্বিতীয় হচ্ছে, সরকারী স্তরে সঙ্গে বেসরকারী স্তরকে উৎসাহিত করার জন্য বেকারদের মধ্যে অথবা দুই তিনজনে মিলে সেখানে মাছের হ্যাচারী তৈরী করা বা মাছের খাদ্য তৈরী করার জন্য দপ্তর থেকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) **ঃ—** সরকারী খামারগুলিতে মৎস্য উৎপাদন কমেছে এটা ঠিক না। কারণে আমরা যদি উৎপাদন দেখাতে না পারি তাহলে আমরা চাষীদেরকে কি করে বলব? সুতরাং সেখানে মাছের উৎপাদন কমেনি, ঠিকই আছে। যেখানে আমাদের ছিল ২ হাজার ১০০ কেজি পার হেক্টর, সেটাকে আমরা টার্গেট নিয়েছি ২ হাজার কেজিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই তিন হাজার কেজি উৎপাদন করার জন্য আমরা সরকারী তরফে এবং বেসরকারী তরফে করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং তার জন্য আমরা ব্লক লেভেলে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রেখেছি। যার মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চাষীদের উৎসাহিত করার কাজ আমরা সেখানে করছি। দ্বিতীয়তঃ হ্যাচারী করার জন্য আমরা এখন মাছের চরা উৎপাদনের জন্য, এক সময়ে আমাদের রাজ্যে বাইরে থেকে চারা পোনা আসত। এখন আমাদের রাজ্যে সারপ্লাস চারা উৎপাদনে। আমরা নিজেরা সরকারী দপ্তর আমাদের পঞ্চায়েত সমিতিগুলির এবং আমাদের স্তরের চাহিদা যতটুকু ততটুকুই আমরা উৎপাদন করছি। বাকিটা আমরা যাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছি তারা সেখানে উৎপাদন করছে। তারা সেখানে বিক্রি করছে।

**শ্রী গোপালচন্দ্র রায়** (বনমালীপুর) **ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কত মেট্রিক টন মাছ আসছে আমাদের রাজ্যে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কিনা?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) **ঃ—** মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন, আমি উত্তরে বলেছি আমাদের উৎপাদন হচ্ছে ২৯ হাজার ৫১৫ মেট্রিক টন, চাহিদা হচ্ছে ৩৩ হাজার ৮৭০ মেট্রিক টন। মাঝখানে যে গ্যাপটা শর্ট আছে সেটাই বাইরে থেকে আসছে।

**শ্রী কাজলচন্দ্র দাস** (কল্যাণপুর) **ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, ডম্বুর জলাশয়ে আমাদের কত পরিমাণ মাছ উৎপাদন হয় প্রতিদিন এবং এখানকার জেলেরা সেখানে মাছ ধরতে পারে কিনা এবং মাছ ধরলে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কত পরিমাণ মাছ আমাদের আগরতলা বাজারে বিক্রি হয়?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) **ঃ—** স্যার, এর উত্তরটা আমার কাছে নেই, কত পরিমাণ মাছ ডম্বুর থেকে আসে। তাছাড়া কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ডম্বুর জলাশয়ে জেলেরা মাছ ধরতে পারে, আমরা লাইসেন্স দিচ্ছি। মাছ ধরার ক্ষেত্রে অ্যাক্সট্রিমিস্ট প্রব্লেমের জন্য মাঝে মাঝে কিছু বাধাপ্রাপ্ত হয়।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার যে প্রশ্ন তুলেছেন এই ব্যাপারে সি এ জি রিপোর্টে আছে যে মোস্ট অফ দি বাজেট ফর ফিসারীস্ সেভেনটি টু পারসেন্ট ওয়িং ফর পেয়িং সেলারীস্ লো প্রোডাকশান অফ ফিংগারলিংকস অ্যাজ কমপেয়ারড টু নর্মস টুগেদার উইথ ল প্রোডাকশান অফ ফিশ ইন গভর্নমেন্ট ফার্মস অ্যাডভারসলি এফেকটেড দি অ্যাক্সটেনশান স্কীম ফর ফিসারীস্। আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তাতে দেখা যায় ডম্বুর জলাশয়ে মাছের উৎপাদন কমেছে এবং যাই উৎপাদন হয় সেটাও মার্কেটে আসে না।

আগে আমরা মার্কেট কন্ট্রোলের জন্য এই আগরতলায় দুই একটা মার্কেটে না বেশ কয়েকটা মার্কেটে এমন কি আমবাসাতে, উদয়পুরেও কাউন্টার খুলে ছিলাম যাতে করে মাছের দাম ইচ্ছা মত কেউ না বাড়াতে পারে।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** স্পেসিফিক বলুন, আপনি কোনটা জানতে চান।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—** হ্যাঁ, এই যে পদ্ধতিটা চালু করা হয়েছিল সেটা কত দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে এবং কবে আবার চালু করা হবে?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, উনি যে ক্যাগ রিপোর্টের কথা বলেছেন এই ব্যাপারে আমরা দপ্তরে বসে আলোচনা করেছি। আমাদের কাছে বিভিন্ন ভাবে ডেপুটেশান এসেছে আমরা যাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছি চারাপোনা উৎপাদনের জন্য এখন আমরা যদি পুরোটা উৎপাদন করি তাহলে তারা উৎপাদন করে সেখানে বিক্রয়ের কোন জায়গা পাবেন না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের দপ্তরের প্রয়োজন এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলির চাহিদা পরিমাণ যতটুকু দরকার আমরা শুধু ততটুকুই উৎপাদন করব। বাকিটা যাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম যারা আজকে উৎপাদন করছে তারা যাতে উৎপাদন করে মার্কেটিং করতে পারে তার জন্য আমরা সেখানে আমাদের উৎপাদনটা এই জায়গায় রেখেছি। তারপরে ২য় যেটা, ডম্বুর জলাশয়ের প্রশ্নটা উনি করেছেন, তার উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা ঠিক যে প্রচুর পরিমাণ মাছ উৎপাদন হয় এবং সবটা পরিমাণ মাছ যে আমাদের রাজ্যে আসে না এটাও ঠিক। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, রইস্যবাড়ীতে ৯ নম্বর ডেগ দিয়ে যে বড় শ্রেণীর মাছগুলি সেখানে বিদেশে যাচ্ছে এটা আমাদের কাছে আসছে এবং টো অলিখিতভাবে হলেও সত্যি এবং সেটা যে সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটা আমরা রুখতে পারছি না।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া** ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১০২।

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১০২।

**প্রশ্ন**

১) ইহা কি সত্য, ডম্বুর জলাশয় এলাকায় ৫০০ পরিবার পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল? সত্য হলে ঐ প্রকল্পের জন্য মোট আর্থিক বরাদ্ধ কত ছিল?

২) তার মধ্যে কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছিল? এবং

৩) এই প্রকল্পের অর্থে কি কি কর্মসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে?

**উত্তর**

১) হ্যাঁ ইহা সত্য। ডম্বুর জলাশয় এলাকায় ৫০০ পরিবার পূনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পের জন্য ১৯৯৩-৯৪ ইং সন এবং ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে মোট আর্থিক বরাদ্ধ ছিল ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা।

২) উক্ত পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য বরাদ্ধকৃত সব অর্থই অর্থাৎ ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছিল।

৩) এই প্রকল্পের অর্থে নিম্নলিখিত কর্মসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে। যেমন —

(১) আবাসন-৫০০ পরিবার।

(২) জাল ও নৌকা-১৫৩টি পরিবার।

(৩) বাগানের জন্য ফলের চারা সরবরাহে। যেমন নারকেল, সুপারী, কলা এবং লিচু চারা গাছ-৫০০ পরিবার।

(৪) শুকর ও হাঁসের বাচ্চা সরবরাহ-২৯৭টি পরিবার।

(৫) ছাগল ছানা সরবরাহ-২৫টি পরিবার।

(৬) দুগ্ধবতী গাভী সরবরাহ-২৫টি পরিবার। স্যার এই প্রকল্পগুলি তাদের মধ্যে বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া** ঃ— স্যার, দুটো দিক বিবেচনায় রেখেই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। এই দুটো দিকের মধ্যে একটা হচ্ছে ডম্বুর বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিকটিম বা সাফারিং যেটাই হোক এটাকে বিচেনায় রেখে এবং আর একটা হচ্ছে দুধ, ডিম, মাছ এবং মাংসের চাহিদার ঘাটতি পূরণ করা। এই দুটো দিক বিবেচনায় রেখে এই স্কীমটা নেওয়া হয়েছিল এবং এটার জন্য বরাদ্ধ ছিল আড়াই কোটি টাকা। ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই মাছ, মাংস, দুধ এবং ডিমের চাহিদা পূরণ এবং তারা যাতে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন পায় এই দুটো দিক যদি পূরণ হয়ে থাকে তাহলে কি পরিমাণ মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের উৎপাদন হচ্ছে এই স্কীম থেকে সেটা জানাবেন কি?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, উনি যেটা বলেছেন যে, আড়াই কোটি টাকার কথা, আমরা সেটা পাইনি। আর এই স্কীমের মাধ্যমে আমরা ওখানে ৫০০ পরিবারের ঘর ছিল না, আমরা তা করে দিয়েছি। তারপর ডম্বুর থেকে উচ্ছেদের পর যারা লেইকের পাড়ে বসবাস করছেন, মানে যারা প্রকৃত পক্ষে মাছ ধরছেন তাদেরকে আমরা ঘর ও জাল নৌকা সেখানে সরবরাহ করেছি। তাদের প্রত্যেকের টিলা জায়গা যেটা আছে সেখানে তারা যাতে ফলের চাষ করে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে তার জন্য আমরা তাদেরকে সেখানে নারকেল, সুপারী, লিচুর চারা সরবরাহ করেছি। আবার লেইকের বাহিরে যারা একটু দূরবর্তী স্থানে আছেন তাদেরকে সেখানে আমরা জাল নৌকা তারা চায় না তো তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদেরকে সেখানে আমরা শূকর, হাঁস ইত্যাদি দিয়েছি। এখন মাছ, মাংস, ডি ও দুধ কত পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। তবে আমি মনে করি যে উদ্দেশ্যে এই স্কীমটা করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যটাকে আমরা সেখানে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া** ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই স্কীমটা এমন ছিল যে, এটা নিয়ে বার বার গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল এবং তারা বলেছিলেন যে, এটা ইকনমিক হবে কিনা এবং তখন আমরা দেখিয়েছিলাম যে, এখানে যদি আড়াই কোটি টাকা খরচ করা হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণে শূকর ও ছাগলের মাংসের ব্যবস্থা করা যাবে এবং ডিম ও মাছ এগুলিরও প্রচুর উৎপাদন হবে বা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অন্য টেকনিক নেওয়ারও কথা ছিল। কিন্তু এগুলি হচ্ছে এটা দেখছে না। আর পুরো টাকাও মাননীয় মন্ত্রী পাননি, তো কেন পাননি এটা আপনি গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়ার কাছে যাচাই করেন নি কেন?

সেগুলিতো আমরা দেখি নাই এবং পুরো টাকাও পাই নাই। তবে এটা আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাচাই করেন নাই। যাই হোক, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যেহেতু এটাকে ইকনোমিক ডেভেল্যাপমেন্টের জন্য প্রজেক্টা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছিল, কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে কোন রিপোর্ট চেয়েছেন কিনা বা তারা ওটা নিয়ে কোন মতামত দিয়েছেন কিনা, এটা ইকোনমিক হয়েছে বা হয় নি। এবং যদি না হয়ে থাকে তাহলে কি কারণে হল না?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি বলেছি যে পুরো টাকা আমরা পাই নাই। আমরা মনে করি, যে উদ্দেশ্যে সেখানে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেই পারপাসটা সেখানে সার্ভ হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার চিঠি দিয়েছে কিনা এটা আমি এক্ষুণি কিছু বলতে পারছি না। সেই তথ্যটা এক্ষুণি আমার হাতে নেই।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা** ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রকল্পটি আমার নির্বাচনী এলাকায়। মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই প্রকল্পটির অনুমোদন কবে দেওয়া হয়েছিল? এটার উদ্দেশ্য ছিল, যারা উচ্ছেদ হয়েছিলেন তাদের পুনর্বাসনের একটা ব্যবস্থা করা। এই ব্যাপারে জোট সরকারের আমলে একটি লিস্ট তৈরী করা হয়েছিল, যারা উচ্ছেদ হয়েছিল। কিন্তু তারপর তাদের নামগুলি বাদ দিয়ে যারা সেখানে উচ্ছেদ হয় নাই তাদেরকে স্যার, সেখানে যারা মাছ ধরে তারা উদয়পুর, তেলিয়ামুড়া, নূতনবাজার তাদেরকেও লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। তারা কিন্তু উচ্ছেদ হয় নাই। এলাকার উচ্ছেদকৃতদের বঞ্চিত করে বাইরে থেকে যারা সেখানে মাছ ধরতে গিয়েছে তাদেরকে কেন সেখানে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হল মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?.আর যেগুলি এখানে ৫০০ পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন কোন কোন পাড়াতে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেটা উল্লেখ করবেন কি?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, জোট আমলে কি লিস্ট হয়েছে বা না হয়েছে এই ধরনের কোন লিস্ট দপ্তরের হাতে ছিল না। এই প্রকল্পটা যখন আমাদের কাছে অনুমোদন হয়ে আসে রাজস্ব দপ্তরের লিস্ট যা আছে তার ভিত্তিতে সেখানে ৫০০ পরিবারকে আমরা নিয়েছি। সেখানে উদয়পুর-অমরপুর এই রকম কোন প্রশ্ন নেই। যেখানে যেখানে তারা ছিল সেখানেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আর কোন জায়গাতে দেওয়া হয়েছে সেটা আমি বলছি।

ডম্বুরনগর ব্লকের গণ্ডাছড়াতে ৫০ পরিবার, ঠাকুরছড়াতে ১৬ পরিবার, ধলাছড়াতে ১০ পরিবার, লক্ষ্মীপুরে ১৫ পরিবার, লক্ষ্মীপুর ত্রিশ কার্ডে ১৫ পরিবার, রামনগরে ৩০ পরিবার, পূর্ব কালাঝড়িতে ২০ পরিবার, তুইচাকমাতে ১৪ পরিবার, বোয়ালখালিতে ৩১টি পরিবার, শর্মাতে ৫২টি পরিবার, রাইমাতে ২৮ পরিবার, পুটাছড়াতে ৩০ পরিবার, পশ্চিম পুটাছড়াতে ৩০ পরিবার।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এটা লে করে দিন। মাননীয় সদস্যের সুবিধা হবে। না হলে উনি লিখতেও পারবেন না।

**শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ—** ঠিক আছে স্যার।

**শ্রী সুধন দাস** (রাজনগর) **ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেখানকার একটা ভাল অংশ আমার এলাকার মধ্যেও থাকেন। সরকার ঘোষণা করে ছিলেন তাদের প্রত্যেক পরিবারকে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া হবে। এই ৫০০ পরিবারের মধ্যে এখন পর্যন্ত কত পরিবারকে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার বিদ্যুতের বিষয়টা আমাদের এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত না। সুতরাং সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

**শ্রী সুধন দাস ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ডম্বুর আউস্টিজ বিষয় যেহেতু এটা পরিকল্পার সঙ্গে যুক্ত বলেই আমি এটা বলেছি। যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সংগ্রহ করতেন তাহলে নিশ্চয় এটা থাকবার কথা ছিল।

**শ্রী বিজয়কুমার রাংখল** (কুলাই) **ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ডম্বুর আউস্টিজ নিয়ে আমার একটু জানার ইচ্ছা আছে। এখন পর্যন্ত এই ডম্বুর জলাশয়ের অনেক উচ্ছেদকৃত লোক ত্রিপুরার বাইরে আছে তারা যদি প্রমাণপত্র সহ সরকারের কাছে আসে তাহলে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিনা?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন এখন পর্যন্ত পাঁচশত পরিবারকে ধরে একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখন যদি পাঁচ শত পরিবারের বাইরে রাজ্যের বাইরের উচ্ছেদকৃত লোকরা আসে তাহলে নতুনভাবে পরিকল্পনা নিতে হবে। কারণ, এই প্রকল্পের আওতায় নেওয়া যাবে না। তারা আসুক আসলে পরে নিশ্চয় দপ্তর থেকে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক কুমার রায় মহোদয়।

**শ্রী দীপককুমার রায়** (বড়জলা) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৬।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১০৬।

**প্রশ্ন**

১) দক্ষিণ ইন্দ্রনগর কাটাখালের উপর পাকা সেতু দুটির নির্মাণ কাজ বর্তমানে কি অবস্থায় আছে?

২) উপরোক্ত সেতু দুটির কাজ করে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়?

**উত্তর**

১) ইন্দ্রনগর জি বি হাসপাতাল রাস্তায় কাটা খালের উপর আর সি সি ব্রীজ-এর ডেক স্লেবের কাজ শেষ হয়েছে এবং বো বীম এবং সাসপেন্ডারের কাজ চলছে। আগরতলা জি বি হাসপাতাল রাস্তার ইন্দ্রনগরে কাটা খালের একটি প্রশাখার এর উপর আর একটি আর সি সি ব্রীজের মাটির নীচের কাজ শেষ হয়ে গেছে। উপরের কাজ কিছুদিনের মধ্যেই আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

২) কাটা খালের উপর ব্রীজটির কাজ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ এর মধ্যে এবং ২ নং ব্রীজটির কাজ বর্তমান অর্থ বছরে শেষ করার পরিকল্পনা আছে।

**শ্রী দীপককুমার রায় ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয় অবগত আছেন কিছুদিন আগে আপনাকে জানানো হয়েছিল ইন্দ্রনগর কাটা খালের ব্রীজটা চীপস্ ঢালাইর সময় দুটি ক্রেক পড়ে গিয়েছিল। এই ব্যাপারে আপনাকে

তদন্ত করে দেখার জন্য বলা হয়েছিল। বর্তমানে এই ব্রীজের অবস্থা কি রকম আছে এবং এটা তদন্ত করে দেখা হয়েছে কিনা?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বিষয়টি আমাকে জানিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ইঞ্জিনীয়াররা গেছেন তারা তদন্ত করেছেন কিন্তু রিপোর্ট আমার সঙ্গে নেই। সেই জন্য কি পাওয়া গেছে এটা এখনই দিতে পারছি না।

**শ্রী দীপককুমার রায় ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অদ্ভুত ব্যাপার আমি চার মাস আগে আপনাকে জানালাম আর আপনি এখন পর্যন্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারলেন না, এটা দুর্ভাগ্যজনক। খয়েরপুরের ব্রীজটা এইভাবে চলে গেল আবার এখন ইন্দ্রনগরের ব্রীজটা এইভাবে চলে যেতে পারে ফ্লাড এবং গাড়ীর প্রেসারে। ক্রেক পড়ে গেছে আপনি চার মাসে তদন্ত করতে পারলেন না, এটা কি রকম ব্যাপার হলো বুঝতে পারলাম না। এখন আমি জানতে চাইছি এই বিষয়টা কবে নাগাদ জানতে পারব? এই ব্রীজটা আদৌ ঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা নাকি ভবিষ্যতে খয়েরপুরের ব্রীজের মত উঠে যাবে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কিনা?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই ধরনের কোন সম্ভাবনা নেই। আমি বলছি একটা কাটা খালের মধ্যে যেটা আছে এটা জুন মাসের মধ্যে শেষ হবে এবং এই অর্থ বছরের ৩১শে মার্চের মধ্যে বাকি ব্রীজটার কাজ শেষ হয়ে যাবে।

**শ্রী দীপককুমার রায় ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ব্রীজটা কাজ করার বরাত কত দিনের জন্য দেওয়া হয়েছিল, এখন পর্যন্ত কত দিন হয়েছে?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল ১০-০৪-২০০০ ইং সালে, মানে ২৮ মাস সময় দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুসারে অক্টোবর ২০০২ ইং তারিখ শেষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেই সময়টা শেষ হয়ে গেছে। যখন কাজটা শুরু হয় সাব-সোলিডে দেখা গেল যে সেখানে পাথর পড়েছে। সাব-সেকশন তৈরী করতে গিয়ে সেটার জন্য কেটু বেশী সময় লেগে গেছে। আর এই বার বার ফ্লাডের জন্য কাজটা বিলম্বিত হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় আমি যেটা বললাম যে পর্যালোচনা করে এখন যে টাইম সিডিউলটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে ৩১শে মার্চের মধ্যে এই আর্থিক বছরে দুটি কাজ সম্পূর্ণ করাব ব্যবস্থা করা হবে।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য অনিমেষ দেববর্মা মহোদয়।

**শ্রী অনিমেষ দেববর্মা** (প্রমোদনগর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নম্বর - ২০৫।

**শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নম্বর - ২০৫।

**Question**

1) There was heavy cyclone at Ramchandra Ghat, Tulashikhar, Darikapur, Bagan Bazar and in many other laces under Khowai Sub-Division. Whether all affected families have been given financial help from the Government ?

**Answer**

1) Yes, due to heavy cyclone at Ramchandra Ghat, Tulashikhar, Darikapur, Bagan Bazar and in many other laces under Khowai Sub-Division affected families whose dwelling houses fully damaged have already been provided financial assistance.

**শ্রী অনিমেষ দেববর্মা ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সমস্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন গ্রামের তরফ থেকে আমার কাছে অভিযোগ এসেছে যে যাদের সম্পূর্ণ ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে গেছে তাদেরকে আংশিক ডেমেজ এবং যাদের আংশিক ভেঙ্গে গেছে তাদেরকে সম্পূর্ণ ডেমেজ দেখিয়ে টাকা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিরোধী দলের সমর্থক যাদের বাড়ী-ঘর

সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে তারা যখন সেখানকার গ্রাম প্রধানের কাছে যান তখন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উনাদেরকে বলেন যে আপনাদের এই দরখাস্ত আমি প্রশাসনের কাছে পাঠাব না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী কোন পদক্ষেপ নেবেন কিনা?

**শ্রী কেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ঝড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারে সরকারীভাবে সেখানে তদন্ত হয়েছে সেখানকার তহশীলদার সেখানে গিয়ে তদন্ত করে আমাদের কাছে যা সংখ্যা দিয়েছেন তাতে বাগান বাজার, দারিকাপুর ৫১ পরিবার ফুল ডেমেজ হয়েছে, আংশিক ডেমেজ হয়েছে ৯৭৬ পরিবার, রামচন্দ্রঘাটে ফুল ডেমেজ হয়েছে ৪৮ পরিবার, আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৯৩৪, তুলাশিখরে ৩৬৫ পরিবার ফুল ডেমেজ হয়েছে আর আংশিক হয়েছে ১০৩ পরিবার। এখানে যে লিস্ট আছে তাদের সবাইকে দেওয়া হয়েছে সেখানে কোন রকম রাজনৈতিকবাজ বিচার করা হয়নি। সুতরাং যাদের ক্ষতি হয়েছে তারাই এই সাহায্য পাবেন সেখানে কোন রকম রাজনৈতিকবাজভাবে বিচার করা হবে না। এখন যদি মাননীয় সদস্যের কাছে কোন রকম তথ্য থাকে তাহলে আমি বলব আমাদের কাছে দিন আমরা তদন্ত করে দেখব।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা** (রাইমাভ্যালী) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে সরকারের নিয়ম অনুসারে সাহায্য করা হয়। এখন আমার প্রশ্ন সেই নিয়মটা কি এবং কি ধরনের সাহায্য করা হয়ে থাকে?

**শ্রী কেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ফুল ডেমেজ যাদের হয়েছে তাদেরকে আমরা ৩ (তিন) হাজার টাকা করে দিয়েছি। যাদের আংশিক ক্ষতি হয়েছে তাদেরকে ৪০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

**শ্রী কাজলচন্দ্র দাস** (কল্যানপুর) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সেটা নির্ধারণের জন্য কাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এই ব্যাপারে দপ্তরের কাছে কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমার কাছে এই ধরনের ৬০০ মত অভিযোগ আছে। তিনি বলেছেন, আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ৪০০ শত টাকা এবং ফুল ডেমেজের ৩ হাজার টাকা। আমি এখানে যাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু টাকা বা সাহায্য পান নি তাদের নাম বলছি — শুভলক্ষ্মী দেববর্মা-দেবেন্দ্র পাড়া, পূর্ণলক্ষ্মী দেববর্মা-দেবেন্দ্র পাড়া এই রকম ৩৬ জন। কিন্তু দেখা গেছে পশ্চিম কুঞ্জবন গাঁওসভায় যাদের ডেমেজ হয়নি তারা পেয়ে গেছে। আমার কাছে তাদেরও নাম আছে — সুমেন দেববর্মা, চন্দ্র কুমার দেববর্মা এইগুলি তদন্ত করে দেখবেন কি না এবং দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন কিনা? তৃতীয়তঃ যাদের বাড়ী ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি সেই রকম আমার এলাকাতে ৮৭৩ লোক পেয়ে গেছে। তাদের মধ্যে আমি নাম বলছি বিজয় ভট্টাচার্য্য, পিং-কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, বাড়ী-ঘর নেই ভাড়া বাড়ীতে থাকত তারাও পেয়ে গেছে।

**মিঃ স্পীকার ঃ**— মাননীয় সদস্য এতগুলি প্রশ্ন এক সঙ্গে বললে তো উত্তর দিতে পারবে না।

**শ্রী কাজলচন্দ্র দাস ঃ**— স্যার, পরবর্তী সময়ে আপনি আর সুযোগ দেবেন না তো। বলবেন যে তিনটা হয়ে গেছে। এখন এই বিকাশ ভট্টাচার্য্য উনি পেস্কার। একটা তহশিলদার ইনকুয়ারী করেন না, টাকা ডিসভার্স করে না, আর আই করে না কিন্তু সেই বিকাশ ভট্টাচার্য্য কে? কেন তাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হবে কিনা?

**শ্রী কেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এখানে বিকাশ ভট্টাচার্য্য কে সেই প্রশ্ন না। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের এস ডি এম আছেন। সেই এস ডি এম এর তরফ থেকে আমরা ইনকুয়ারী করাই। ইনকুয়ারী করতে গিয়ে তারা কার কার সাহায্য নেবেন কি করবেন অর সম্পর্কেও বলা আছে। নিশ্চয়ই পঞ্চায়েত যখন আছে পঞ্চায়েতের সাহায্য নেবেন এবং লোক্যাল আমাদের যেগুলি এ্যাডমিনিস্ট্রেশান সোর্সেস আছে তহশিলদার আছে, অন্য যারা আছে তাদের সাহায্য নিয়েই এইগুলি করেন। এবং এইগুলি যা হয়েছে এভাবে সাহায্য নিয়েই হয়েছে। মাননীয় সদস্যের কাছে যদি ৮০০-এর উপর দরখাস্ত থাকে, তো উনার কাছে দরখাস্ত করছেন কেন? দরখাস্ত তো হবে গভর্ণমেন্টের কাছে।

মাননীয় সদস্য তো আর টাকা দেবেন না। আমি তবু মাননীয় সদস্যকে বলব যে, যদি আপনার কাছে দরখাস্ত থাকে এবং যদি এইগুলি জেনুইন কেইস হয় তাহলে সেগুলি দপ্তরের কাছে দিন। আমরা নিশ্চয়ই এইগুলি ইনকুয়ারী করব। এতে কোন অসুবিধা আছে নাকি। আমরা ইনকুয়ারী করে দেখব জেনুইন আছে কিনা। ভুল তো মানুষেরই হতে পারে। এস ডি এম যারা করেছেন বা অন্য যারা করেছেন তাদের তো ভুল হতেই পারে কিন্তু যদি এইগুলি থাকে আমরা এইগুলি দেখব এবং দেখে ব্যবস্থা নেব।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** ঠিক আছে আপনি এইগুলি দিয়ে দেবেন।

**শ্রী কাজলচন্দ্র দাস ঃ—** আমার প্রশ্নটা হচ্ছে একজন তহশিলদারকে বসিয়ে রেখে আর আই'কে বসিয়ে রেখে ওদের রিপোর্ট মূলে কোন কাজ হচ্ছে না। শুধু পেস্কার গিয়ে করলে হবে, সেটা কি অফিসের নিয়ম কিনা?

**শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—** যাই হোক আমরা পদ্ধতি অনুযায়ী ইনকুয়ারী করিয়েছি। যদি এই ধরনের হয়ে থাকে নিশ্চয়ই অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখব।

**শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য (তেলিয়ামুড়া) ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ঝড়ে যারা মারা গেছেন তদের ব্যাপারে কি ধরনের সাহায্য সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হয়ে থাকে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

**শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—** স্যার, এখন পর্যন্ত ঝড়ে কেউ মারা যাননি। সুতরাং সেইগুলি দেওয়া হয়নি। যাই হোক এই ধরনের যদি হয় তা হলে আমাদের একটা স্কীম ছিল সেই অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা করে যারা ঝড়ে মারা যান তাদের দেওয়া হতো। যদি এই ধরনের হয় সেটা আমরা খতিয়ে দেখব।

**শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন, আমি জানতে চাইছি এর মধ্যে রাজ্যে কবে কবে ঝড় হয়েছিল এবং কত দিনের মধ্যে এই সুযোগগুলি দেওয়া হয়েছে।

**শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—** স্যার, ঝড় অনবরতই হচ্ছে। তবে এই হিসেব দেওয়া তো সম্ভব না।

**শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ—** স্যার, ঝড় হয়েছে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ে যে ঝড় হয়েছে তার ইনকুয়ারী হয়েছে, রিপোর্টগলি তহশীল ইনকুয়ারী পরে আসে সেটা আমরা জানি। যারা এখনো সাহায্য পাননি সেটার কথা বলছি।

**শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—** স্যাব, কালকের ঝড়ের এইগুলি তো আসেনি। কয়েকদিন আছে যে ঝড় হয়েছে তারও হিসাব এখানে আসেনি। যখন যখন যেমন যেমন হয় তখন তখন তেমন তেমন করে আমরা এইগুলি দিচ্ছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক দেববর্মা।

**শ্রী অশোক দেববর্মা (গোলাঘাটি) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৭৪।

**শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৭৪।

**প্রশ্ন**

১) ইহা কি সত্য যে প্রাক্ নির্বাচন ও নির্বাচোত্তর সন্ত্রাসের কারণে টাকারজলা থানাধীন কেয়াজলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বীরচন্দ্র পাড়ার অনেক বাসিন্দা বাড়ী-ঘর ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়েছেন?

২) সত্য হলে তাদের সংখ্যা কত?

৩) তাহারা এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে এবং সমস্ত পরিবারকে সরকারী কোন সাহায্য প্রদান করা হয়েছে কিনা?

১) হ্যাঁ ওখান থেকে কিছু পরিবার উদ্বাস্তু হয়েছে।

২) মোট ৫টি পরিবার ওখান থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

৩) উক্ত পরিবারগুলি নবশান্তিগঞ্জ বাজারে অস্থায়ী শিবিরে আছেন। প্রত্যেকটি পরিবারকে তাৎক্ষণিক আর্থিক সাহায্য ছাড়াও শ্রমদিবস সৃষ্টিকারী কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক পরিবারকে ২০০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান এবং পরিবার পিছু ২৪টি করে জি সি আই সিট দেওয়া হয়েছে।

**শ্রী অশোক দেববর্মা ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এটা আছে কিনা মোট ৫টা পরিবারের বাড়ী আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে? তাতে মোট ১১টা ঘর পুড়া গেছে। তার মধ্যে আমি ব্যক্তিগত জানি এর মধ্যে দুটো পরিবার এখনও আর্থিক সাহায্য পায় নি। আপনি তো বললেন ৫টা পরিবারই পেয়ে গেছে। আমার মনে হয় এটা ঠিক না।

**শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—** স্যার, আমরা যাদের যাদের দিয়েছি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এসেছেন টিকেন্দ্র দেববর্মা-বীরচন্দ্র পাড়া, ভুবন দেববর্মা-বীরচন্দ্র পাড়া, শান্তি দেববর্মা-বীরচন্দ্র পাড়া, [illegible] দেববর্মা-বীরচন্দ্র পাড়া এবং সুরেশ দেববর্মা-বীরচন্দ্র পাড়া। এই পাঁচ পরিবারকে দিয়েছি। মাননীয় সদস্যের কাছে যদি দুই পরিবারের আলাদা নাম থাকে, আমার কাছে দিলে আমরা খোঁজ করে দেখব তাদের বাড়ী ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য, এই নামগুলি আপনি দিয়ে দিন মাননীয় মন্ত্রীর কাছে।

**শ্রী অশোক দেববর্মা ঃ—** স্যার, এটা আলাদা কোন ঘটনা না, দুটো পরিবার আমি জানি ফুলবা দেববর্মা এবং তার ছেলে বীরচন্দ্র দেববর্মা জানি। তারা দুটো পরিবার এখনও পায়নি।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—** স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৭৯।

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ—** স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার [illegible]।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে গত ১৯৯৮ ইং সাল হইতে ২০০২ ইং সাল পর্যন্ত মোট কত জন বেকার যুবক যুবতীকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঋণ দেওয়া হয়েছে?

২) ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে কত জন তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতি রয়েছে?

উত্তর

১) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়ার কোন প্রকল্প শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের নেই।

২) প্রশ্নই ওঠে না।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—** স্যার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কোন স্কীম যদি না থেকে থাকে তাহলে পরে এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জন্য স্কীম তৈরী করে যুবক-যুবতীদেরকে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নেবেন কিনা?

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ—** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এই রকম কোন [illegible] আমাদের নেই। কিন্তু আমরা প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনায় যারা শিক্ষিত যুবক-যুবতী তাদেরকে ঋণ দিয়ে থাকি এবং সেখানে ব্যবসাও আছে। তাতে ১৯৯৮ ইং সালে এবং '৯৯ ইং সালে যা দিয়েছি তাতে মোট ৫০২ জনকে আমরা দিয়েছি। '৯৯ এবং ২০০০ ইং সালে ৪১৭ জনকে, ২০০০ এবং ২০০১ ইং সালে ৪৭৩ জনকে, ২০০১ এবং ২০০২ ইং সালে [illegible] জনকে দিয়েছি। তার মধ্যে ১৯৯৮ এবং '৯৯ ইং সালে তপশিলী জাতি হল ৭২ জন, তপশিলী উপজাতি হল [illegible] ইং সালে তপশিলী জাত হল ৬৭ জন, তপশিলী উপজাতি হল ২০ জন, ২০০০ ২০০১ ইং সালে তপশিলী জাতি [illegible] জন উপজাতি ৪৬ জন, ২০০১-২০০২ ইং সালে তপশিলী জাতি ২০৩ জন এবং তপশিলী উপজাতি [illegible] জন।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উনি এখানে লিস্টটা পড়ে শুনালেন সমস্ত কিছু প্রথমেই তিনি উত্তরে বললেন এই ধরনের উনার দপ্তরে নেই। তাহলে পরে কি করে তিনি এই লিস্টগুলি পড়লেন এবং উত্তরই বা দিলেন এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী।

**শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৯১।

**শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৯১।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বিশালগড় মহকুমার সূর্য্যমণিনগর তহশীলাধীন কাঁঠি পুকুরটিকে অতীত কাল থেকেই একটি দেবোত্তর সম্পত্তি বলে স্থানীয় জনগণ জানে?

২) তা হলে এই পুকুরটি এখন ব্যক্তিগত কারো দখলে আছে কিনা?

৩) যদি ব্যক্তিগত কারো দখলে থাকে তবে কি করে গেল? (তাহার বিস্তৃত বিবরণ)

উত্তর

১) না, ইহা সত্য নহে।

২) হাঁ, এই পুকুরটি শ্রী গোপাল কৃষ্ণ করের দখলে আছে।

৩) সেটেলমেন্ট কেইস রেকর্ড (Vide No.195) অনুযায়ী শ্রী জয়সিং দেববর্মা, কৃষ্ণনগর আগরতলা বনাম শ্রী গোপাল কৃষ্ণ কর, জয়নগর, আগরতলা থেকে দেখা যায় ১১-১১-১৯৬১ ইং তারিখে রেজিস্টার কোবলিত অনুযায়ী শ্রী গোপাল কৃষ্ণ কর কায়েমী তালুক নং-৫৭ জোত নং-৪২৫ সি এস প্লট নং-৩২৮৭ এবং ৩২৮৮ মধুপুরমৌজার অন্তর্গত ৫ কানি জমির মালিক। তাছাড়া উক্ত এলাকার তৎকালীন গ্রাম প্রধানের বক্তব্য অনুযায়ী শ্রী কর উক্ত পুকুরটির ১৯৬১ ইং থেকে দখলদার।

মিঃ স্পীকার ঃ— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURE-A & B)

## MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— স্যার, গতকালকে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী হাউসে একটা রিপোর্ট প্লেইজ করেছেন। রিপোর্ট অব দি কমিটি অন কলাপস্ অন স্পেন অব আর সি সি ব্রীজ আন্ডার কনস্ট্রাকশান আওয়ার রিভার হাওড়া অন খয়েরপুর চতুর্দশ দেবতা রোড, ৭ই নভেম্বর, ২০০২ রিপোর্টটি দিয়েছেন এবং কমিটি রিপোর্টে কনক্লোশান পর্যায়ে আমি তিনটি লাইন পড়ে শুনাচ্ছি। ইন ভিউ অব অল দ্যা এভাব অবজাভেশান এ্যান্ড ফাইন্ডিংস অব দ্যা কমিটি, দি কমিটি আন এনিমাসলি কনক্লোড দ্যাট দ্যা কলাপস্ অব দ্যা সুপার স্ট্রাকচার ইজ ডিউ ট্যু দ্যা ফেলিউর অব দ্যা ফর্ম ওয়ার্ক স্টেগিং হুযিচ ইজ সললি এন্ড এন্টারলি ডিও ট্যু দ্যা লেপসেস অন দ্যা পার্ট অব দ্যা কন্ট্রাক্টর এ্যান্ড দি কন্ট্রাক্টার ইজ এন্টায়ারলি রেসপনসিবল ফর দ্যা কলাপস্ ফেলিউর। ৭ই নভেম্বর আজকে ৭ মাস মাননীয় পূর্তমন্ত্রী এই হাউসে জানাবেন কি সেই কন্ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। না হয়ে থাকলে তার কারণ কি? ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার ব্রীজের ব্যাপারে ৯ লক্ষ আগেই পেমেন্ট করা হয়েছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমাদের রিকমেন্ডেশানের মধ্যে আমরা সব বলেছি এবং কন্ট্রাক্টারদেরকে যে শাস্তি দেওয়ার কথা সেটাও বলা হয়েছে। এবং তাকে যে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া কথা আছে তাকে সেই বিল দেওয়া হবে না।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— স্যার, এই ধরনের কন্ট্রাক্টর যারা রাজ্যের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি করছে এবং রাজ্যের স্বার্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে সেই কন্ট্রাক্টারকে ব্রেকলিসটেড করা হয়েছে কিনা?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— কন্ট্রাক্টরকে ব্লেক লিসটেড করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এখানে একটা কলাপস হয়েছে তদন্ত করা হয়েছে এবং তার জন্য যে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপার তার শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে বলেছেন তো। বলেছেন তো শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— আমি পরিস্কার বলতে চাই রতন বাবু আইনজীবী, হাইকোর্টের এই রকম কেইস হয়েছিল একটা লোককে দুইটা শাস্তি দেওয়া যায় না। এলরেডি আমরা একটা শাস্তি দিয়েছি। মন্ত্রিসভার সদস্যরা সবাই জানেন, মন্ত্রিসভার সুপারিশ ছাড়া বিধানসভায় আসতে পারে না।

## REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে ১ (একটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স প্রিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য বিষয়টি মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক গত ১৪-০৫-২০০৩ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো ঃ—

"গ্রাম-পাহাড়ে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় খাদ্যাভাব সম্পর্কে।"

**শ্রী গোপালচন্দ্র দাস** (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রাম পাহাড়ে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় খাদ্যাভাব সম্পর্কে।

মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই সভায় মাননীয় সদস্যকে আশ্বস্ত করতে চাই যে বর্তমানে রাজ্যের খাদ্য গুদামগুলিতে খাদ্য শস্যের বর্তমানে মজুত সন্তোষজনক। ত্রিপুরার গ্রাম-পাহাড়ে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বর্তমানে কোন খাদ্য ঘাটতি নেই। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় গত ৩১শে মার্চ এ রাজ্য সরকারে খাদ্য গুদামগুলিতে চাউল মজুত ছিল ৩০,১০০ টন। ৩০শে এপ্রিল-এ ২২,০৪৭ টন এবং গত ২৪শে মে মাসে ২২,৪৫১ টন। তাছাড়া ভারতীয় খাদ্য গুদামগুলিতে ৩১শে মার্চ ১৮,৭৯৬ টন, ৩০শে এপ্রিল ১৮,৯৫২ টন এবং ২৪শে মে, ২১,১৯৬ টন খাদ্য শস্য মজুত ছিল। এবং উক্ত তারিখে রাজ্য সরকারী গুদাম ও ভারতীয় খাদ্য নিগমে সর্বমোট মজুত চাউলের পরিমাণ ছিল ৪৩,৬৪৭ টন। কাজেই, উপরোক্ত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলো সহ রাজ্যের সর্বত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য শস্য মজুত আছে। ইহা উল্লেখ করতে হয় যে উক্ত মজুত খাদ্য শস্য এক রকম থাকে না। কেন না খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিলি বন্টন অনবরত চলতে থাকে।

রাজ্যের চালের মাসিক চাহিদা গণবন্টন ব্যবস্থা ও কর্ম সংস্থান সহ অন্যান্য পকল্পে প্রায় ১৭,০০০ মেঃ টন। এই মজুত পরিমাণ চাল দিয়ে গণবন্টন ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান প্রকল্প অনায়াসে আড়াই মাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা যাবে।

(২) সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে উপজাতি অধ্যুষিত এ ডি সি এলাকায় মোট ৫১৭টি ন্যায্য মূল্যের দোকান রয়েছে। গত ১লা এপ্রিল থেকে ১৫ই মে, ২০০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদামগুলো থেকে ১৫,৬২১ টন চাউল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত এ ডি সি এলাকা সমূহের রেশন দোকান সমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ২,১২,৭৫৪ জন রেশন কার্ডধারীগণকে রেশনে চাল বন্টন করা হয়েছে গণবন্টন ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পের অধীনে। তন্মধ্যে দারিদ্র সীমার নীচে পরিবারগুলো প্রতি পরিবার ৩৫ কেজি হারে পেয়েছে ৭০৭২ টন চাউল। এ পি এল পরিবারগুলো পেয়েছে ১৯৯৩ টন চাউল, অন্ত্যোদয় প্রকল্পাধীনে পরিবারগুলি পেয়েছে ১২৩৪ টন। মিড-ডে-মিল প্রকল্পে ৬৬৭ টন চাউল। অন্নপূর্ণা প্রকল্পে ২২৬ টন চাউল, এস জি আর ওয়াই প্রকল্পে ৩৮৮৮ টন চাউল এবং অন্যান্য প্রকল্পে মোট ৪৯৭ টন চাউল গত ১লা এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৩-০৪ ইং সালে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা প্রকল্পে মোট ৪৩,০১২ মেঃ টন চাউল বরাদ্ধ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় খাদ্য নিগম উপরোক্ত বরাদ্ধ অনুসারে পুরো চাউল সরবরাহ করা সক্ষম হয়নি। রাজ্যে সরকারের ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় খাদ্য নিগম উক্ত প্রকল্পে মাত্র ২৫,৩১২ মেঃ টন সরবরাহ করেছেন।

উক্ত ৪৩,০১২ মেঃ টন চাউল থেকে জেলা শাসকগণ ৩১,৭১৫ মেঃ টন চাউল বিভিন্ন ব্লক অধীনে বরাদ্ধ করেছেন। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ২০০৩-০৪ইং সালের জন্য সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা প্রকল্পে এখন পর্যন্ত কোন চাউল বরাদ্ধ করেনি তথাপি রাজ্যে সরকার অন্যান্য প্রকল্প থেকে চাউলের যোগান অক্ষুণ্ন রেখে প্রকল্পটি চালু রেখেছেন।

আগামী বর্ষা মৌসুমের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য রাজ্যের বিভিন্ন খাদ্য গুদামগুলিতে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় খাদ্য নিগমকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে বর্ষায় আগে বাফার স্টক গড়ে তোলার জন্য ভারতীয় খাদ্য নিগম এরই মধ্যে বাফার স্টক তৈরী করার কাজ শুরু করেছেন।

খাদ্য দপ্তর থেকে সরকারের বরাদ্দ অনুসারে এ পি এল, বি পি এল এবং অন্ত্যোদয় প্রকল্পে পরিবার পিছু মাসিক ৩৫ কেজি যথাক্রমে ৯ টাকা, ৬.১৫ টন এবং তিন টাকা দরে বন্টন করা হয়ে থাকে। সময় মত কোন কার্ডধারীদের চাহিদা অনুসারে চাউল সবররাহ অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই সরবরাহ প্রক্রিয়ায় নজরদারী করার জন্য খাদ্য পরিদর্শক ও রেশনসপ ভিত্তিক ভিজিলেন্স কমিটিগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া আছে। বর্তমান গ্রাম-পাহাড়ে বিশেষত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় খাদ্যাভাব জনিত কোন সমস্যার সম্ভাবনা নেই।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—** পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে গ্রাম-পাহাড়ে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় খাদ্যাভাব সম্পর্কে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন গোডাউনে কত মেঃ টন চাউল আছে এটা জানতে চাইনি আমি। আমার রেফারেন্সে উপজাতি এলাকা খাদ্যের অভাব, কাজের অভাব এই অভাবগুলি থাকলে পরে ক্রয় ক্ষমতা থাকে না। গোডাউনে রেশনে কোটি কোটি মেঃ টন চাউল থাকতে পারে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা যদি না থাকে তা কি করবে। এই খাদ্যাভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা মন্ত্রী মহোদয় নিবেন কিনা জানাবেন।

**শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে খাদ্যাভাবের কথা বলছেন আমি জানতে চাই কোন্ গ্রামে খাদ্যাভাব আছে বা কারা রেশন তুলতে পারছেন না, তাহলে রেফারেন্সটার উত্তরটা দিতে সক্ষম হতাম। আমি মাননীয় সদস্যদের বলছি যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট বা ব্লক এরিয়াগুলো আছে সেখানে মানুষগুলি যাতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য পান। রাজ্যে সরকার ঘোষিত সর্ব দিন মজুর পান ৫০ টাকা হারে তার মধ্যে এস জি আর ওয়াই প্রকল্পে ৫ কেজি চাউল এবং নগদ ১৯ ২৫ পয়সা পান। মান্দাই ব্লক, হেজামারা, তুলাশিখর, জম্পুই, অম্পি, মোঙ্গিয়াকামী, করবুক, রূপাইছড়ি, সাতচান্দ, দশদা, জম্পুইহিল, ছামনু, ডম্বুরনগর এইভাব প্রতিটি ব্লকে কাজ দেওয়া আছে। ডম্বুরনগর ব্লকে ১ হাজার ৩৫৭ টন চাউল বরাদ্ধ করা আছে এবং মেনডেইস জেনাবেট হবে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ব্লক ওয়াইস যেখানে পরিবারের একাধিক সদস্য সেখানে মানুষ কাজ পাবেন। সেখানে ভিলেজ কমিটির তত্ত্বাবধানে কাজ পরিচালিত হয়ে আছে। রাজ্য সরকারের দৃষ্টিগোচরে নেই কোন্ গ্রামে মানুষ না খেয়ে আছে কাজের অভাবে।

আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমাদের যেগুলি ডিসট্রেস এরিয়া যে সমস্ত ব্লক এরিয়া আছে, সেখানে যাতে মানুষ কাজের বিনিময়ে খাদ্য পান, তার জন্য এস জি আর ওয়াই প্রকল্পে সেখানে চালের বরাদ্ধ দেওয়া আছে। পঞ্চায়েতগুলিতে কাজ দেওয়া আছে যাতে কাজ করে মানুষ চাল সংগ্রহ করতে পারে। যেখানে পরিবারের বেশী সদস্য আছে সেখানে কাজ পাবেন। পঞ্চায়েতগুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন, ব্লক অ্যাডভাইজারী কমিটিগুলি আছে, ভিলেজ কমিটিগুলি আছে তাদের তত্ত্বাবধানে কাজগুলি পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই আমার কাছে এমন কোন তথ্য নেই যেকোন লোক না খেয়ে আছে। এই ধরনের তথ্য রাজ্য সরকারের গোচরে নেই।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—** পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে গ্রাম-পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে। এটা মান্দাইয়ের সমতল এলাকা না, পাহাড়ী এলাকা, পাহাড়ের গ্রামগুলিতে। এখানে যদি আমি নামের লিস্ট দিয়ে রেফারেন্স আনতাম তাহলে আপনি অ্যালাউ করতেন না। তার জন্য সমগ্র গ্রাম-পাহাড়ে একসঙ্গে করে আমাকে আনতে হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সুনির্দিষ্ট গ্রাম জানা থাকে, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে নামটা উল্লেখ করে দিয়ে দিতে পারেন।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—** ঠিক আছে, আমি দিতে পারি। আর যেগুলি উনি বলেছেন যে এত মেনডেজ হবে, আসলে চিত্রটা হচ্ছে গ্রামে সঠিকভাবে বন্টন হয় না। এখন গায়ের জোরে যদি কেউ বলে হয়, তাহলে এটা জুরাজুরির ব্যাপার হবে। এখানে সঠিকভাবে বন্টন হয় না। গ্রাম-পঞ্চায়েতের মধ্যে দুর্নীতি হয়, রেশন ডিলারের মধ্যেও দুর্নীতি হয়, আসল প্রাপ্য যারা তারা বঞ্চিত হয়। সেটা দূরীকরণের জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন এবং বিশেষ করে এরকম যদি বলা হয় যে গ্রাম-পাহাড়ের লিস্ট এনে দিতে, কারা কাজ পায়নি, আমি হাজারে-বিজারে লিস্ট এনে দিতে পারি। এগুলি এস ডি ও দিয়ে তদন্ত করা হোক প্রতিটি সাব-ডিভিশনে। আমি সমস্ত লিস্ট দিয়ে দেব। আমার মূল বক্তব্য হল যে, সমবন্টনের যে ব্যবস্থা

সেটা সঠিক ভাবে হবে কিনা এবং বিশেষ করে যারা বিরোধী দলের সমর্থক তাদের কাজে নেওয়া হচ্ছে না। এগুলি দূরীকরণের কি ব্যবস্থা নেবেন।

**শ্রী গোপালচন্দ্র দাস** (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সব কিছুতেই দুর্নীতি দেখলে তো মুশকিল। তিনি কাজের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দেখেন, ভোটের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দেখেন, জনগণের মধ্যে দুর্নীতি দেখেন। উনার কাছে স্পেশিফিক নাম থাকে, আমাদের বিশ্বাস না হয় ডি এমের কাছে দিতে পারেন। উনার সুপারিশিশানে এই সমস্ত কাজগুলি হচ্ছে। কাজেই আপনার কাছে যদি এরকম তালিকা থাকে যারা কাজ পায়নি অথবা সত্যিকারের পাওয়ার উপযুক্ত তাহলে আপনি জেলা শাসকের কাছে তালিকাটি দিতে পারেন। জেলা শাসক নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখতে পারেন।

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **:—** স্যার, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী বলতে গিয়ে বলেছেন যে কিছু ডিসট্রেস পকেট রয়েছে। সেখানে ৫ কেজি চাল এবং ১৯ টাকা ২৫ পয়সা করে দিচ্ছেন। এটা কি ডিসট্রেস এরিয়াতে যেসব দুঃস্থ পরিবারগুলো আছে, বি পি এল ভুক্ত পরিবারগুলি আছে তারা সবাই পায় কিনা ?

নাম্বার টু হচ্ছে, আমি যখন ছামনু ভিজিট করি সেই সময় কতগুলি বি পি এল পরিবার আমি সেখানে দেখেছি এবং তারা সবাই ট্রাইবেল নাতিনমনুর ইনটেরিয়ার এরিয়াতে তারা রেশন কার্ড নম্বর দিয়ে আমার কাছে অভিযোগ করেছে। পরবর্তী সময় আমি আর ডি মন্ত্রীকে একটা চিঠি লিখেছি নাম দিয়ে, ৩২টা কি ৩৩টা নাম দিয়ে আমি চিঠি দিয়েছিলাম ওরা রেশন পায় না বলে যে অভিযোগ করেছিল সেটা লিখে। তো এদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী গোপালচন্দ্র দাস** (মন্ত্রী) **:—** স্যার, সরকারী যে গাইড লাইন আছে তাতে এই সমস্ত দুর্গম এলাকা যেগুলি আছে, সেখানকার সমস্ত দুঃস্থ লোক যারা আছে বিশেষ করে বি পি এল কার্ডভুক্ত যে সমস্ত পরিবারগুলি আছে তাদেরকে প্রায়রিটি দিয়ে এই সমস্ত কাজগুলি সেখানে দেওয়ার কথা। কাজেই সেখানে যদি কোথাও এরকম তারতম্য ঘটে থাকে তো সেটা আমাদের নজরে আনলে নিশ্চয়ই এগুলির ব্যবস্থা নেওয়া হবে ব সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের নজরে আনলে পরে সেগুলি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **:—** স্যার, আমার প্রশ্নটা কি ছিল, মিনিস্টার কনস্যার্ণ আমি চিঠি দিলাম, আপনি আমাকে ডি এম'কে দেখাচ্ছেন। আমি ডি এম'কে ডেকে এনেছিলাম ধলাইর নর্থে সেখানে আমি ডি এম-এর সঙ্গে কথা বলেছি এবং কথা বলার পরে আর ডি মিনিস্টারকে চিঠি দিয়েছি। আমার বক্তব্য হল, এই যে চিঠিটা দিয়েছি প্রায় এক মাস হয়েছে, তো এই এক মাসে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেটা।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য মহোদয়, আর ডি আর যু ডুতো আলাদা, চিঠির প্রশ্ন যেটা করেছেন তাতে ডিপার্টমেন্ট দুটো তো আলাদা।

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **:—** একটার সঙ্গে তো আর একটা রিলেটেড। যাই হোক, আর ডি মিনিস্টারও এখানে আছেন ইচ্ছা করলেই উনি উত্তর দিতে পারেন। না হলে অন্য দপ্তরের ব্যাপারে চীফ মিনিস্টার দাঁড়ান কেন। আমার প্রশ্ন হল, ইন্টেরিয়াতে বসবাসকারী বি পি এল কার্ড হোল্ডার যারা আমি তাদের নাম দিয়ে চিঠি দিয়েছি। তা অপজিশন লিডার একটা চিঠি দিলেও যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় বা তদন্ত করা না হয় তো এটার জন্য আমাকে কিছু বুঝতে হবে ?

**শ্রী গোপালচন্দ্র দাস** (মন্ত্রী) **:—** স্যার, মাননীয় সদস্য যে চিঠি দিয়েছেন এটা তো আর ডি মিনিস্টারকে দিয়েছেন, তো এটার উত্তর আমি কি করে দেব। এটার উত্তর একমাত্র আর ডি মিনিস্টারই দিতে পারেন। আমি জেনারেল পলিসির কথা বলেছি যে, এই ধরনের যদি কোন অভিযোগ থাকে তো এগুলি আমাদের সরকারের কাছে দিলে আমরা সেগুলির তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আসলে পাহাড় অঞ্চলের খাদ্যাভাবের মূল কারণ হচ্ছে ডিসট্রিবিউশন সিস্টেম। সেখানে এমনভাবে ডিসট্রিবিউহন করা হয় তাতে গ্রাম-পাহাড়ের মানুষ তার সুযোগটা নিতে পারে না! যেমন আমার এলাকার বাবুসাই গ্রাম পূর্ব গুংগিয়া গাঁওসভার। এদের রেশনশপ হচ্ছে অমরপুরে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে। তারপর লংখুং যেটা পরকোর গাঁওসভার একটা গ্রাম। তার রেশনশপ হচ্ছে তৈদু বাজারে। প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরে। এই রকম করে দেখা গেছে যে, ডিসট্রিবিউশন সিস্টেমটা অ্যাভেলেবল না পাহাড়ের জনগণের কাছে। কাজেই কমিনেকেশনের কথা চিন্তা করে এই ডিসট্রিবিউশন সিস্টেমটাকে রিফর্ম করা হবে কিনা এবং রিভিউ করে এটা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

**শ্রী গোপালচন্দ্র দাস** (মন্ত্রী) **ঃ—** স্যার, আমাদের রাজ্যে এরকম কিছু সমস্যা জড়িত এলাকা আছে যেমন মাননীয় সদস্য যেটা উল্লেখ করেছেন যে, বাবুসাই গ্রাম বা এরকম গণ্ডাছড়াতেও কিছু জায়গা আছে বা ছামনুতেও কিছু জায়গা আছে যে জায়গাগুলিতে সেখানকাব দূরবর্তী স্থানের যারা জুমিয়া বা এধরনের যারা বসবাস করেন তাদেরকে ২০ বা ২৫ কিলোমিটাব হেঁটে এসে রেশন নিতে হয়। এটা আমরা সবাই জানি সেখানে কতগুলি সমস্যার কারণে, নিরাপত্তাব কারণে বা অন্যান্য কারণে সেখানে তাদের গ্রামের মধ্যে বেশনসপ দেওয়া যাচ্ছে না। আমরা রাজ্য সরকার থেকে বিভিন্ন সময় চেষ্টা করেছি, এমনকি যেখানে যেখানে বি এস এফ ক্যাম্প আছে সেখানে করা যায় কি না এটাও আমরা চিন্তা করেছি। কিন্তু সবটা জায়গায় কেবী করে নেওয়া ইত্যাদি নানান প্রশ্নে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণেও আমরা এখনও এটার গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করে উঠতে পারিনি।

এখন পর্যন্ত হাটগুলিকে কেন্দ্র করে এই রেশনসপগুলি কাজ করছে এবং দীর্ঘদিন ধরেই এই ব্যবস্থাটা চলে আসছে। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন এটা নিশ্চয়ই আমাদের এটাতে কিছু পবিবর্তন আনা যায় কিনা।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ডিস্ট্রেস্ট পকেট হোক, বি পি এল কার্ড হোক এই বি পি এল কার্ড হোল্ডার যারা আছে তারা ছাড়াও আরো হাজার হাজার পরিবার আছে যারা বি পি এল কার্ড পায়নি। অথচ এরা একেবারেই দুঃস্থ, দরিদ্র। যেমন ভগীরথ দলপতি পাড়া, নাতিনমনু, দাবিয়া পাড়া, তাংখারাই পাড়া, ভান্ডারিমা, সেখানে প্রতিটি পরিবারই জুমিয়া এবং অত্যন্ত দরিদ্র ও দুঃস্থ। তাদের প্রত্যেকটি পরিবারই বি পি এল কার্ড পাবার যোগ্য। সুতরাং এই সকল পরিবারগুলিকে বি পি এল-এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এই ভগিরথ পাড়া সেখানে ৩৫০টি পরিবার আছে দুঃস্থ কিন্তু তাদের মধ্যে বি পি এল কার্ড পেয়েছে মাত্র ১৪৫টি পরিবার। বাকিরা পায়নি। যারা পায় নি বা যাদের এই বি পি এল-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাদের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

আরেকটা যেটা মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় বলেছেন যে, গণ্ডাছড়ায় যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ডিস্ট্রিবিউশান যাতে ভাল হয়। কাজেই সেখানে ৪৫ টা রেশনসপ আছে যেখানে মানুষ প্রায় ২৫ কিমি পথ পায়ে হেঁটে এসে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে যায়। তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে। এই ব্যাপারে আমি এর আগেও বিধানসভায় তোলেছি কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। তারপর এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের ডি এম'কে দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আপনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আপনার কাছে লিস্ট আমরা দেব সেটার সুরাহা আপনি করবেন।

**শ্রী গোপালচন্দ্র দাস** (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা আমি আগেই বলেছি যে বি পি এল-এর বাইরে যারা রয়েছে তাদের জন্যও সেখানে কাজের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেটা সেখানকার পঞ্চায়েতগুলি দেখছে। আর আগামী জুন মাস থেকে বি পি এল পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য সার্ভে শুরু হবে। মাননীয় সদস্যকে বলব যে তখন তিনি যেন সেই সার্ভে পার্টিকে সাহায্য করেন। যাতে এই সকল পরিবারগুলি বাদ না যায়। আর অন্য যে বিষয়গুলি বলেছেন আমরা বলেছি যে সরকারের নজরে এলে আমরা সেগুলি নিশ্চয়ই দেখব।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয় কর্তৃক আনিত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো —

"রাজ্যে সার্স রোগীদের চিহ্নিত করা সম্পর্কে।"

**শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো "রাজ্যে সার্স রোগীদের চিহ্নিত করা সম্পর্কে।"

স্যার, আমাদের রাজ্যে যখনই এই রোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে আশঙ্কা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি হয় এবং যখন সারা দেশে এব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয় তখন আমরাও আমাদের রাজ্যে এই সার্স রোগীদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে সময় নষ্ট না করে আমরা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

আমাদের রাজ্যের ডাইরেকটরেট অব ফেমিলি ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড প্রিভেনটিভ মেডিসিনস্ এর ডেপুটি ডাইরেক্টর ডঃ এম এস চৌধুরীকে নোডাল অফিসার হিসেবে চিহ্নিত কবা হয়েছে এবং রাজ্য স্তরে, জেলা স্তরে এবং মহকুমা স্তরে তদারকি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারপর আগরতলার জি বি হাসপাতাল, হাঁপানিয়ার ডঃ বি আর আম্বেদকর হাসপাতাল, উদয়পুরের ত্রিপুবা সুন্দরী হাসপাতাল ও কৈলাসহরের আর জি এম হাসপাতালে সার্স ক্লিনিক খোলা হয়েছে।

সমস্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীককে বলা হয়েছে সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মী ও ডাক্তারদের এব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন করতে।

জি বি হাসপাতালস্থিত সার্স ক্লিনিকের জন্য দুই জন ফিজিশিয়ান, ১ জন মাইক্রোবায়োলজিস্ট, ১ জন ল্যাব-টেকনিশিয়ান, ১ জন স্টাফ নার্স ও ১ জন গ্রুপ-ডি স্টাফ তাদের আলাদাভাবে এই সার্স ক্লিনিকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া আগরতলা বিমানবন্দর এবং আখাউড়া সীমান্ত চেকপোস্টে যাত্রীদের নজরদারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানেও ডাক্তার এবং প্যারা মেডিক্যাল স্টাফের পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। তারা সেখানে কাজ করছেন।

এছাড়া সমস্ত মুখ্য আধিকারিকদের সব এলাকার সীমান্ত অঞ্চলে যেসব রাস্তা দিয়ে মানুষ ঢুকে সেখানেও নজরদারীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া আমাদের রাজ্যে যখনই এই ব্যবস্থাটা গড়ে তুলি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলাম কতগুলি ইকুইপমেন্ট দেওয়ার জন্য। কিছু ঔষধ সরবরাহ করার জন্য। তারা কিছু ইতিমধ্যেই পাঠিয়েছেন। এছাড়া ন্যাশনেল ইনস্টিটিউট অব কমিউনিক্যাল ডিজিস্ কলকাতায় তাদের যে শাখা আছে সেখানে আমাদের রাজ্যের একটি ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। যাতে কোন সাস্পেকটেড কেইস যদি আসে এবং তাব ব্লাড সেম্পল যাতে দ্রুত পরীক্ষ-নিরীক্ষা করা যায় তার জন্য একটা লিয়াজো মেইনটেন প্রতিদিন করার চেষ্টা করছি। মানুষকে সচেতন করার জন্য আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেশ বিজ্ঞপ্তি বা বিজ্ঞাপন দেওয়া, দূরদর্শন এবং রেডিওতে এই ব্যাপারে প্রচার করে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং আগ্রহী শ্রোতাদের নিয়ে প্যানেল ডিসকাসান করছেন। এছাড়া স্যার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকেও অনুরোধ করেছি, মূলতঃ চেকপোস্টের কর্মীদের যাতে এলার্ট করে দেওয়া হয় এই বিষয়ে। এখন পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে সার্স রোগী চিহ্নিত হয়নি।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** তাহলে তো আর ক্ল্যারিফিকেশানের প্রয়োজন নেই।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—** না থাকলেও স্যার প্রোটেকশানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চাওয়া যেতে পারে। স্যার, সতর্ক হওয়ার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। কিন্তু এয়ারপোর্ট এবং আখাউড়া এটাই শুধু উনি বলেছেন। কিন্তু সার্স রোগ শুধুমাত্র প্লেইনে করে বা আখাউড়া হয়ে আসবে এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা কি করে করা হল আমি জানি না। প্রতিদিন এখানে বাংলাদেশের রিক্সাওয়ালা লেবার থেকে শুরু করে সবাই আসছেন। মাছ বিক্রি করতেও আসে। এগুলিকে প্রোটেকশান দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

**শ্রী তপন চক্রবর্তী** (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আগেই বলেছি। শুধু আগরতলা শহর বা আখাউড়া চেকপোস্ট বা আগরতলা বিমানবন্দর নয়, আমরা সমস্ত জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে এই রকম তদারকির ব্যবস্থা করেছি। সবচেয়ে যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা হচ্ছে জনগণের কাছে এই রোগের সচেতনতা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিকে। যখনই কোন রোগীকে সার্স বলে, আমরা তো ডাক্তার নই। আমরা শুধু মাত্র অনুমান করতে পারি ডাক্তার দ্বারা। সার্স রোগের সন্দেহজনক কেইস যার নজরেই আসে তিনি যেন ক্লিনিকে যোগাযোগ করেন। শুধু ডাক্তারবাবু বা কয়েকজন মিলে এটাকে চেক দিতে পারবে না। আমরা চাইছি সবাই এতে ইনভলভ হোক।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই সম্পর্কে আমি একটু বলছি। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান বলছে আমাদের দেশে সার্স রোগ নেই। ব্যাকগ্রাউন্ডে বলছে, সার্স রোগকে আইডেন্টিফাই করতে গেলে পর যে উন্নতমানের পরীক্ষা করতে হয় শুধু ভারতে নয় সেটা এশিয়ার কোন দেশে এই ব্যবস্থা নেই। আন্ডার ডেভল্যাপ কান্ট্রিস্ অব ডেভল্যাপ কান্ট্রিস। সেই জায়গায় ওরা বলেছে, তোমাদের কে বলেছে ওরা সার্স রোগী? নিজেরা এগুলি বলে মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত্র করে তুলছ। কাজেই, আমাদের এই হাউসের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়ার কোন কারণ নেই। এশিয়াতেই যদি না থাকে তাহলে ছোট্ট ত্রিপুরা একদিকে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করার জন্য পুলিশকে সার্স রোগী খুঁজে বের করতে সার্স করতে হচ্ছে।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— না, তবে সার্স রোগী সার্স করে ত্রিপুরাতে পাওয়া যায়নি। এটা ঠিক।

## GOVERNMENT BILLS Considered And Passed

**Shri Manik Sarkar** (Chief-Minister) :- Mr. Speaker Sir, I bed to move "The Code of Criminal procedure (Tripura Seventh Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No.8 of 2003)." be taken into consideration.

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ— স্যার, আমিও মানছি সময় নেবে। এই বিল নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি বলেছি এই বিল শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থের বিরোধী এবং এই বিল পাশ হতে পারে না। কারণ, এই ব্যাপারে আইন রয়েছে, অনেক আর্গোমেন্ট করার পর পরবর্তী সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলেছেন ঠিক আছে এটা আইন সচিবের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। আমি আপনার চেম্বারে আলোচনা করেছি এবং উনি উনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু আমি এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমি সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি যে এডভোকেট জেনারেলের মতামত নেওয়া উচিত। আমি নিজেও এডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে কথা বলেছি উনি বলেছেন যে ঠিক আছে বিলটা দেখলে বলতে পারবেন। গতকাল রাত্রে আমি কলকাতায় কথা বলার জন্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু তিনি স্টেশনে নেই। স্যার, এখন প্রশ্ন হলো যে, শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হবে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর একটা বিল এনেছেন সি আর পি সি মোতাবেক সেই বিল নিয়ে আমি প্রমাণ করে দেব যে, এই বিল আর আনতে হয় না। আমি বলেছি যে এখন নতুন সিস্টেম হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত যে আইন কেন্দ্রীয় আইন আছে এটা কেন্দ্রীয় আইন আমরা যেটা আজকে পাশ করতে যাচ্ছি। কেন্দ্রীয় আইন আছে সেই কেন্দ্রীয় আইনের সাথে যদি রিপাগনেনসি না থাকে তাহলে সেই আইন পাশ করা যায় না। তবে বর্তমান এই বিলে বলেছে আজকে যে প্রস্তাব দিয়েছে সেটা বলেছে - দেয়ার ইজ নো অ্যাপারেন রিপাগনেনসি বিটুউন দিস প্রভিশন এন্ড এনি প্রভিহন অব দি কন্সটিটিউশন অর এনি এগজেস্টিং সেন্ট্রাল ল। সুতরাং তার মানে স্ববিরোধীতা নেই। ঠিক কালকে যে বিলটা প্লেস করেছে দি প্রভিশন অব দি বিল আর রিপাগনেনসি টু এগজেস্টিং প্রভিশন অব দিন কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর হুইচ ইজ সেন্ট্রাল ল। বলেছি এই জন্য যে বিল পাশ করা যাবে স্ববিরোধিতা আছে যেটা গতকাল প্লেস করেছেন। সুতরাং সেন্ট্রাল ল যদি থাকে সেই জন্য আর কোন বিল করা যাবে না, যদি আর রিপাগরেননসি না থাকে। এখানে বলছে রিপাগনেনসি নেই তার মানে বিলও নেই। আমি দুটো বইতে এই

কথা বললাম। এরপরে যদি মুষ্টিমেয় ব্যারোক্রেটস অফিসারদের জন্য যদি এই বিল আনতে হয় তাও বলে রাখছি যদি পাশ হয় তারপরেও প্রেসিডেন্ট অ্যাসেন্ট দেবে না। এটা যদি এর পরে জোর করে আইন সভায় যদি আইনের অপব্যাখ্যা করা হয় তাহলে আমি কিছু বলব না।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** ঠিক আছে, বিবেচনার জন্য।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার মোশানটা ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলছেন সেই ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। আমি জানি না এখানে শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ কি করে বিঘ্নিত হচ্ছে। এখানে প্রশ্ন যেটা এসেছে আমরা যে ধারাটা উল্লেখ করে আমরা এখানে এই বিলটা এনেছি তার ব্যাখ্যাটা কি। আমাদের ত্রিপুরা সরকারের একজন অফিসার জুটমিলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং কর্মচারীদের সি পি এফ-এর টাকা যেহেতু জমা পরে নি তার জন্য তার বিরুদ্ধে যারা প্রভিডেন্ট ফান্ড অথরিটি তারা মামলা করেন। সেই মামলা করার পর তিনি অনুরোধ করেন যে আপনারা তো আমার বিরোদ্ধে মামলা করতে পারেন না। কারণ এই আইনের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে প্রথমতঃ সেংসন নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ তার বক্তব্য হচ্ছে আমি তো আমার পকেট থেকে টাকা দিতে পারব না। প্রতিষ্ঠানের যাহা আয়, যাহা থেকে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন ভাতা দেওয়ার পর তাদের সি পি এফ-এর জন্য যে টাকা প্রয়োজন আমাদের যে আমাদের শেয়ারের টাকা সেই টাকা আমাদের নেই। আমি তো আমার নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা দিতে পারব না। এটা প্রতিষ্ঠানটাই দায়ী। এটাকে উদ্ধার করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আমি কি করে এটা করব। আর তো আমার সময়েরও না, আমার আগের। আমি মিঃ এক্স এখানে কাজ করছি। তার আগে মিঃ এ ছিল। এবং মিঃ এ যদি টাকা থাকা সত্ত্বেও যদি প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা না দিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে লায়াবল করতে হবে। আমি এখন মিঃ এক্স আমি তো এটার জন্য দায়িত্ব নিতে পারি না। তবু যদি আপনারা আমাকে দায়ী করবেন ঠিক আছে। তাহলে আমার যে আইনের সুযোগ আছে সেই সুযোগটা নিতে দিন। হাইকোর্টে যখন যায় হাইকোর্ট এই ধারা বলে পরিস্কার বলে দেয় না এই সমস্ত প্রতিষ্টানে যারা কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য না সেংসন নিতে হবে না। এবং সেই অফিসারটার মামলা এখনো চলছে। এই রকম পরিস্থিতিতে প্রশ্ন আসল প্রশাসনের কাছে যে তাহলে কি করে আমরা কি করে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে যাব। সেই পরিস্থিতিতে থেকে বেরিয়ে আসার জনাই এখানে এই ব্যবস্থাটা নেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যের সন্দেহের কোন কারণ নেই। যদি দেখা যায় এই প্রভিশনটা করার পর কোন প্রতিষ্ঠানে গভর্ণর যাদেরকে পাঠায় এদের প্রশ্নে এটা প্রযোজ্য। যে কোন কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অথরিটি নিয়ে যারা কাজ করেন। তাদের সম্পর্কে যদি সেংসনের প্রশ্ন আছে, সরকার যদি পরীক্ষা করে দেখেন সেই অফিসার বন্ধুটি তার বিরুদ্ধে তিনি তার অভিযোগের বিরুদ্ধে মামলা করতে চাইছে এবং তার ত্রুটি আছে কি করে সরকার রক্ষা করার জন্য তাকে মামলা না করার কথা বলে। যদি বলে শুধু অফিসার না এটা তো কাঠামোসহ বিসর্জন হবে। এই সরকার তো বেশী দিন শ্রমিক কর্মচারীদের সমর্থন পাবে না। কাজেই ভয়ের কোন কারণ নেই শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে তো আমরাই বেশী লড়াই করছি। এই যে কিছুদিন আগে ভারত বনধ হলো, তারা কারা। কাজেই টোকে এখনে জানিয়ে আমি বিতর্ক বাড়াতে চাই না। এখন এইগুলির বিরুদ্ধে অফেনসিভ মোভমেন্টে যাওয়ার পরিবর্তে বলা যায় এমন একটা পরিস্থিতি অর্জিত অর্থ রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে শ্রমিক কর্মচারীদের। এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা যারা বামপন্থায় বিশ্বাস করি আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে আমরা লড়াই করতে চেষ্টা করছি। জোটমিলের ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা এবং রাজ্যের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি যে অভিজ্ঞতা কাজেই এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যাদের পক্ষে সওয়াল করতে চেষ্টা করছেন মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে আশ্বাস্ত করার জন্য বলছি আমরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে কম সচেতন না কম অবহিত এটা মনে করাব কোন কারণ নেই। তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আমরা সদা সজাগ এবং সচেষ্ট। আমি আবার বলব এই বিলটা পাশ হওয়ায় কোন অফিসার কোন প্রতিষ্ঠানের একজন গেজেটেড অফিসার তার বিরুদ্ধে কেউ যদি মামলা

করতে চায় গিলটি অফিসারকে রক্ষা করার জন্য সরকার দাঁড়াবে না। নীতি অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তি দেওয়ার জন্য সরকার কোর্ট না যেকোন প্রতিষ্ঠানকে সরকার সাহায্য করবে। মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু মোভ দ্য কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর ত্রিপুরা সিকসথ এমেন্ডমেন্ড বিল ২০০৩ ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১ অব ২০০৩ বি পাশড।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** প্রস্তাবটি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো The Code of Criminal procedure Tripura 6th Amendment Bill 2003, Tripura Bill No.1 of 2003 be considered).

(The Motion was put to voice vote and passed)

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং ও ২ নং ধারা দুটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

**(বিলের উক্ত ধারা দুটি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো)**

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

**(বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো)**

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো — The Code of Criminal procedure (Tripura 6th Amendment) Bill 2003, (Tripura Bill No.1 of 2003). পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে — The Code of Criminal procedure (Tripura 6th Amendment) Bill 2003, (Tripura Bill No 1 of 2003). পাশ করা হউক।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার সমানে প্রশ্ন হলো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো — The Code of Criminal procedure (Tripura 6th Amendment) Bill 2003, (Tripura Bill No.1 of 2003). পাশ করা হউক।

**(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো)**

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো — The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of Certain Tea Units) (Fourth Amendment) Bill 2003, (Tripura Bill No.3 of 2003) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে — The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of Certain Tea Units) (Fourth Amendment) Bill 2003, (Tripura Bill No.3 of 2003) বিবেচনা করা হউক।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এই বিল নিয়ে কেউ আলোচনা করবেন? আলোচনা করতে পারেন। ঠিক, আছে আলোচনা করুন।

**শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এখানে — The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of Certain Tea Units) (Fourth Amendment) Bill 2003, (Tripura Bill No.3 of 2003) উত্থাপন করেছেন এটা ২ বছরের এক্সটেনশানের জন্য আনা হয়েছে। এখানে বিশেষ করে লক্ষ্য করছি সরকার পরিচালিত এখানে ৭টির মধ্যে টেকিং ওভার হয়েছে ৫টি। কিন্তু এখানে আমরা লক্ষ্য করছি বিশেষ করে লক্ষ্মীলুঙ্গা টি এ্যাস্টেট, ব্রহ্মকুন্ড টি এ্যাস্টেট, খোয়াই টি এ্যাস্টেট, মোহনপুর টি এ্যাস্টেট এবং কালাছড়া এটাকে এই বিলের আওতার মধ্যে আনা হয়েছে। কিন্তু তুফানিয়ালুঙ্গা আরেকটা গার্ডেন আছে এটাকে

[illegible] কেন বা সেটাকে কেন বাদ দেওয়া হয়েছে? সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে প্রথমেই আমি [illegible] ক্লারিফিকেশন করার জন্য। আর এখানে বিশেষ করে বলা হয়েছে That the State Govt. has invested huge amount towards improvement of plantation and payment of wages of Workers. That under the management of State Govt. these Tea Estates are running smoothly. এই কথাটা মোটেই সত্য নয়। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি এটা লসের দিকে চলছে টো আমরা দেখেছি [illegible] চলছে। এই ম্যানেজমেন্টের অভাবেই এটা সেখানে ক্ষতি হচ্ছে। আর সাবজেক্ট কমিটির যখন মিটিং [illegible] আমরা সেখানে আলোচনা করছি এবং সেখানে কমিশনার কাম সেক্রেটারী ছিলেন উনিও এটা স্বীকার [illegible] পরিচালনার কিছু ত্রুটি থাকার ফলে আমাদের এবং চায়ের মলা হ্রাসের ফলেলস্ হচ্ছে। কিন্তু আমরা [illegible] মারাত্মক যে জিনিসটা চলছে যে গত বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেল এর আগে '৯৮ যখন নির্বাচন [illegible] আমরা লক্ষ্য করেছিলাম এই নির্বাচনের পরেও কিছু নির্দিষ্ট কিছু শ্রমিকদের বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। কেন [illegible] যারা কংগ্রেসকে ভোট দেয়। [illegible] ১৯৯৮ সালের [illegible] কথার পর তাদেরকে কাজে ফিরিয়ে [illegible] একই [illegible] এই যে নির্বাচন হয়েছে [illegible] এটি [illegible] পর [illegible] ফোনিয়া চা বাগান থেকে কিছু [illegible] এবং বিশেষ করে এই কালচিনি চা বাগান থেকে ১৫ জন স্থায়ী এবং ৯ জন অস্থায়ী শ্রমিকের [illegible] দার্জিলিং ডাইরেক্টর এবং লেবার কমিশনারকে শ্রমিকরা ২০-০৩-২০০৩ ইং সনে [illegible] তাদেরকে কাজে ফিরিয়ে [illegible] পরবর্তী সময়ে মাননীয় বিরোধী [illegible] এই বাগানটি অবস্থান করছে উনিও সেখানে গে, ২০০৩ ইং সনে মাননীয় শিল্প দপ্তরের [illegible] চিঠি দিয়েছেন এই বিষয়টি জানিয়ে এখনও পর্যন্ত তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়নি। তাহলে এই দুই বছরে যে [illegible] আবার সেটা ১০ ১১ ২০০২ ইং সনে [illegible] তাহলে কি আমরা এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে [illegible] জন্য বা যারা শ্রমিক তাদেরকে এইভাবে রাজনৈতিকভাবে চিহ্নিত করে কাজ থেকে [illegible] আলোচনা এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী [illegible] কাজেই স্মোথলি রান করছি যে [illegible] এটা [illegible] এখানে ঠিক নয়। এছাড়াও এখানে রয়েছে বাগানের সমস্যা কিন্তু সমস্যা [illegible] এবং সরকার কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। সেখানে ত্রিদলীয় চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি মতে [illegible] সুবিধা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়নি। শ্রমিকদের চপ্পল দেওয়ার কথা রয়েছে কিন্তু কোন বাগানেই [illegible] দেওয়া হয়নি। ২৫০ গ্রাম চা-পাতা প্রত্যেক পরিবারকে প্রতি মাসে দেওয়ার কথা, আর যদি চা-পাতা না দেওয়া হয় তাহলে [illegible] মূল্য দেওয়ার কথা সেই ত্রিদলীয় চুক্তিতে রয়েছে। বেসরকারী বাগানগুলিতে তা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সরকারী চা বাগানগুলিতে ২৫০ গ্রাম চা-পাতা অথবা নগদে যে মূল্য সেটা সেখানে দেওয়া হচ্ছে না বা সেই চুক্তি মানা হচ্ছে না। এই শ্রমিকদের ঘর বাড়ী করে দেওয়ার কথা এটা সঠিক ভাবে করে দেওয়া হচ্ছে না এবং রান্নাঘর আলাদা করে করার কথা কোন রান্নাঘরই এখন পর্যন্ত আলাদা করে শ্রমিকদের দেওয়া হয়নি। সেখানে স্বীকৃত ডাক্তার থাকার কথা আছে কিন্তু কোন স্বীকৃত ডাক্তারও সেখানে নেই এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রও শ্রমিকরা ঠিক মত পাচ্ছে না।

সি পি এফ-এর যে টাকা সেই সম্পর্কে অনেক সমস্যা রয়েছে কোম্পানীর আমলে সেই যে বাগানগুলো টেইকওভার করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট করা হচ্ছে কিন্তু কোম্পানীর আমলে সি পি এফের টাকা অনেক টাকা বাকি রয়েছে। লক্ষ্মীলঙ্গা বাগানে সেই শ্রমিকদের দেওয়া বা কোন উদ্যোগ দপ্তরের তরফ থেকে করা হচ্ছে না। এছাড়া এখানে আগস্টের ২০০০ ইং [illegible] মজুরি নির্ধারণ কমিটির সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং সেই সিদ্ধান্ত সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে কিন্তু এক বছর হয়ে যাচ্ছে এর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি আজ পর্যন্ত। আপনারা জানেন বর্তমানে এই চা বাগানের মজুরী মাত্র ২৫ টাকা। এই ২৫ টাকা দিয়ে তাদের সংসারের ভরণ-পোষণ কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু সরকারের সেই কমিটির

সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও এখনও অব্দি সেটাকে বাস্তবায়িত করা হয়নি। এগুলোর স্যার অব্যবস্থা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি উগ্রপন্থীর কারণে বিশেষ করে ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান এগুলো আজকে অচল হয়ে আছে। আজকে সেখানে শ্রমিকরা কাজ করতে পারছে না। তাছাড়া অন্যান্য সরকারী এবং বেসরকারী চা বাগানগুলো অচল হয়ে আছে। এরপরে যেটা চলছে সেটা হলো অনৈতিক কাজ শ্রমিকদের বোনাস ৮.৩৩ সেটা দিতেই হবে এই আইন রয়েছে শুধু সরকারী বাগানগুলোতে। কিন্তু বেসরকারী বাগানগুলো আমরা লক্ষ্য করেছি যেটা হরিশপুরে যেটা টুয়েন্টি পার্সেন্ট বোনাস সেখানে দেওয়া হয়েছে। গোপালনগরে ১৪ শতাংশ দেওয়া হয়েছে। মেঘলিপুর, নরেন্দ্রপুরে ১৮ শতাংশ দেওয়া হয়েছে। হাফলংছড়াতে ১৬ শতাংশ দেওয়া হয়েছে। গঙ্গানগরে ১৬ শতাংশ দেওয়া হয়েছে। মহেশপুর বাগানে ১৮ শতাংশ দেওয়া হয়েছে। সরলা বাগানে ১৬ শতাংশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে তাদের বর্ধিত মূল্যে মানে সেখানে বর্ধিত হারে সেখানে বোনাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারী বাগানে ৮.৩৩ দেওয়া হয়েছে। সেটাও দেওয়া হয়েছে কারণ সরকারী আইন থাকার ফলে এই হার দেওয়া হয়েছে। কাজেই, এই ভাবে শ্রমিকদের বঞ্চনা করা হচ্ছে। এইভাবে তাদেরকে সরকারী সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে দূর করা হয়েছে। একটু আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি আইন পাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে আমরা তারে পাশে আছি। এই বিলের আলোচনার উপর বা এই ক্ষুদ্র আলোচনার উপর আমরা সেটাও কি মনে করতে পারি বা এই বিধানসভার সদস্যরা মনে করবে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছেন যে শ্রমিক শ্রেণীর পাশে আমরা আছি। সেটা কি প্রমাণ হবে। কাজেই যেহেতু এই বিলটি আনা হয়েছে ফর এক্সটেনশান টু ইয়ারস্ সেটাকে হয়তো সম্পূর্ণভাবে আমি বিরোধীতা করছি না। সেটার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এটাকে তখনই সমর্থন করব যে সমস্যাগুলোর কথা বলেছি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের বঞ্চনা করা হচ্ছে তাদেরকে ছাঁটাই করা হচ্ছে এগুলো যদি পূর্ণাঙ্গ ইন্সুরেন্স করেন যে আগামী দিনে সেগুলো হবে না তাহলে হয়তো আমরা সেটাকে সমর্থন করতে পারি। কাজেই এই সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ ঠিকভাবে পালন করছে না। ফলে বাগানগুলো আজকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন আমি জানি না যদি সঠিক ভাবে এই বাগানগুলো পরিচালনার ঘোষণা তিনি দেন তাহলে হয়তো আমরা সেই বিবেচনা করব। এই কয়েকটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—** স্যার, ছয়টা চা বাগান সরকার নিয়েছে সম্ভবতঃ নয় বছর চলছে এখন আরও দুই বছর বাড়ানো হলো। সরকার বলেছে আমরা এই চা বাগানের জন্য প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করেছি তারপরে প্রচুর লস হচ্ছে। কাজেই এটা নিয়ে প্রচুর দুর্নীতি হচ্ছে। এখানে মাননীয় সদস্য যেভাবে এখানে বলেছেন এটার আর দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। কাজেই এই বিলটা হচ্ছে পুরোপুরি রাজনৈতিক ডিসিশান। কারণ নির্বাচনে জিততে হবে। যে সমস্ত বাগানগুলো বামফ্রন্টের বিরোধী ছিল শ্রমিকদের মধ্যে কর্মচারীদের মধ্যে এগুলো সিজ না করলে রতন বাবুকে হারানো যাবে না। এই হচ্ছে মূল কথা। কিন্তু আমরা এটা বিরোধিতা করছি কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে আপনারা নিয়ে নেবেন। কিন্তু যেহেতু এটা রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাগবে সেই কারণে আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে অনুরোধ করব যে উনি ব্যাপারটা দেখুক যেটা তারা দাবী করছে যে আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেলে হয়তো বাগানটা ভালো চলবে না এটা সত্যি কথা নয়। সবই হচ্ছে রাজনৈতিক ভাষ্য। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুন এতো টাকা ইনভেস্ট করে লস হবে কেন? আর যে সমস্ত শ্রমিকদের বঞ্চনা করা হচ্ছে আদার ফেসেলিটি বা স্বাস্থ্যের পরিষেবা পাচ্ছে না, কাজেই আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। এবং কিভাবে করলে এটাকে প্রফিট করা যাবে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুক। আর যদি এটাকে লাভজনক না করতে পারেন তাহলে আমরা এটাকে তীব্র বিরোধিতা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** ঠিক আছে, রিসেসের পরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জবাব দেবেন। এই সভা বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শ্রী পবিত্র কর।

## AFTER RECESS AT 2.00 P.M.

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে বিলটি এনেছি তাতে মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ দাস ম্যানেজমেন্ট ৬৮ স্টেটমেন্ট যে আলোচনায় এনেছেন সেখানে ৬৮ স্টেটমেন্ট অবজেকটিভ এর নাম গুলি উঠেনি। আমি ফাইলটি চেকআপ করে কেবিনেট নিয়েছি। এটা এখন পেন্ডিং রয়ে গেছে। এটার বিষয়গুলি ঠিকই আছে।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** অরিজিনাল ৬ সিক্স এমেন্ডমেন্টে বিল আনতে হবে। তাহলে ডিসকাশনটা শুরু হোক।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ—** উনার বিলটাকেই এমেন্ডমেন্ট করে এনেছেন। তা নাহলে ইন্ট্রোডাকশন নতুন করে আনতে হবে।

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ—** উনার ভুল ধারাতে মিসটেক নেই। সেখানে অবজেকটি রিজিনাল স্টেটমেন্ট ছয়টি ধারা আছে। একটার নাম উল্লেখ নেই। এটা মূল বিলের মধ্যে নেই।,

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মন্ত্রী মহোদয় এই বিলটির উপরে কালকেই ডিসকাস হয়ে পাসিং হবে।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ—** প্রসিডিউর যদি করে তাহলে একদিন সময় লাগবে আর এমেন্ডমেন্ট প্রাইভেট মেম্বাররা করে তাহলে দুইদিন সময় আসবে। ইনচার্জ মিনিস্টারদের জন্য একদিন আগে তৈরী করে রাখা হবে।

## SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আজকের কার্যসূচীতে সর্ট ডিসকাশনে একটি নোটিশ এনেছেন মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী রতন লাল মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল — ও বি সি সম্প্রদায়ের জনগণের স্বার্থে শিক্ষা ও চাকুরী সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে শীঘ্রই সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসন উদ্যোগ নেওয়া সম্পর্কে।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ—** এই বিধানসভায় যেদিন থেকে আমি সদস্য হই এবং এর আগেও অনেক সদস্য ছিলেন উনারা বেশীর ভাগই সরব ছিলেন। রাজ্যে ও বি সি সম্প্রদায় জনগণের স্বার্থে শিক্ষা ও চাকুরী সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে শীঘ্রই সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয় প্রশাসন উদ্যোগ নেওয়া সম্পর্কে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ভাল হত। দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রয়েছেন। এইবার অবশ্য একটি নতুন লক্ষণ দেখা দিয়েছে যে ও বি সি দপ্তর একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর, প্রতিনিধি দায়িত্ব পেয়েছেন। দীর্ঘদিনের দাবীর মধ্যে এটা আমাদের ছিল আমি আসা করব যেহেতু এই রাজ্যে ৪৬টি সম্প্রদায়কে ও বি সি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই রাজ্যে ও বি সি সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ যদিও সরকার সার্ভে করে হিসাব দেখিয়েছে ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার মত। তৎকালীন ও বি সি সম্প্রদায় মন্ত্রী একটা ইঙ্গিত আকারে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আই এম ডাউটফুল অন সার্ভে। এবং আমরা বার বার বলেছি ডোর টু ডোর এনামেরেশান করে এই ও বি সি সম্প্রদায়ের মোট লোক সংখ্যা হিসাব জানতে চেয়েছিলাম এবং করা উচিত।

এই রাজ্যে ও বি সি সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। যদিও সরকার ঘরে বসে একটা সার্ভে করে দেখিয়েছেন ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার সামথিং। এটা তৎকালীন ও বি সি দপ্তরের যিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন উনিও আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সার্ভে সম্বন্ধে তিনি ডাউটফুল ছিলেন। আমরা বার বার বলেছি বাড়ী বাড়ী গিয়ে লোক সংখ্যা গণনা করে এই ও বি সি সম্প্রদায়ের সত্যিকারের মোট লোক সংখ্যা কত এটা করা উচিত। কিন্তু দেখা গেল রাজ্য সরকার অনেক টাকা খরচ করে একটা কমিশন করেছিলেন নন্দী কমিশন। সেই কমিশন বলেছেন এই রাজ্যের লোক সংখ্যা ৩৪ পার্সেন্ট যদিও এর আগে শ্যামাচরণ কমিটি বলে একটা কমিটি ছিল এবং সেই কমিটির রিপোর্ট ছিল ৪০ পার্সেন্ট। এখন বাস্তবিক পক্ষে রাজ্যের লোকসংখ্যা আমরা যখন সার্ভে করেছি সার্ভের মধ্যে লোক সংখ্যা হয়েছে ৪০ পার্সেন্ট অর্থাৎ প্রায় ১২ লক্ষ্যের উপরে লোক সংখ্যা এই ত্রিপুরা রাজ্যে ও বি সি সম্প্রদায়ের। স্যার, আমি প্রথমেই মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য রঞ্জিত দেবনাথ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনিই প্রথম এইবার বিধানসভায় এসে একটা রি-অ্যাকশন করেছেন ইন দি মিডিয়া। কারণ বিরোধীরা অনেক ক্ষেত্রে গঠনমূলক দিকগুলি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন। রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী

দলনেতা ও বি সি সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন তা একেবারেই অযৌক্তিক না বলে তিনি মনে করেন। স্যার, দেখুন আপনিও ও বি সি সম্প্রদায়ের, এখানে অনেক সদস্য আছেন ও বি সি সম্প্রদায়ের। অনেক মানুষ আছে যারা ও বি সি সম্প্রদায় নয় অথচ ভারতীয় সংবিধানের নিয়ম অনুসারে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে যাতে বঞ্চিত না হয়। এই সরকারের ভূমিকা কি? আমি প্রথমেই বলেছি এবং মাননীয় চীফ মিনিষ্টারকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম অনেক দিন আগে। সে চিঠিতে বলেছিলাম ত্রিপুরায় যেন রিজার্ভেশন চালু করা হয়। কিন্তু আসলে চালু হচ্ছে না। আমি পশ্চিমবঙ্গের ও বি সি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। দেখা করার পর উনি আমাকে বলেছেন আশ্চর্য্য রতনবাবু আপনাদের দপ্তরের ওখানকার কোন্ মন্ত্রী দায়িত্বে আছেন তখন আমি বললাম মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন রিজার্ভেশন কেন দিচ্ছেন না তখন বললাম আমি জানি না। তখন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী বললেন উনি তো করার কথা উনার মানসিকতা তো এই রকম থাকার কথা নয়। আমি অফিসিয়ালি মিট করেছিলাম উনার সঙ্গে। কারণ ও বি সি সম্পর্কে কি নিয়ম আছে পশ্চিমবঙ্গে সেটা দেখার জন্য এবং তখন আমি বলেছি তাহলে আপনি আমাদের মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তখন উনি বলেছেন নিশ্চয়ই যোগাযোগ করব। আশ্চর্য এই রাজ্যে এত বিরাট সংখ্যক ও বি সি সম্প্রদায়ের লোক থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা ট্রেজারী বেঞ্চের তরফ থেকে দেখছি শুধু ও বি সি সম্প্রদায় নিয়ে তারা রাজনীতি করেন [illegible] কি করেন না কারণটা কি? কারণ পলিটব্যুরোতে কোন ও বি সি সম্প্রদায়ের লোক নেই। চীফ মিনিষ্টারকে আমি চিঠি দিয়ে বলেছি যখন সীতারাম কেশরী মন্ত্রী ছিলেন এবং যখন ২৭ পার্সেন্ট রিজার্ভেশন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন সেই সময় দলের পার্টি মিটিং ডেকেছিলেন। কংগ্রেসসহ সমস্ত দল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সি পি এম থেকে সোমনাথ চ্যাটার্জী গিয়েছিলেন এবং বি জে পি'র লোক গিয়েছিলেন সেই মিটিং-এ। সেই মিটিং-এ বি জে পি [illegible] কোন মতামত দেন নি। কংগ্রেসসহ অন্যান্য দল রিজারভেশনের পক্ষে মত দিয়েছেন। সোমনাথ চ্যাটার্জী প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করেছে। রাজ্য কমিটিতে যে ১৩ জন প্রতিনিধি আছেন এর মধ্যে ও বি সি'র প্রতিনিধি আছে কি? আমার সন্দেহ আছে থাকলেও একজন হয়তো থাকতে পারেন। এই ও বি সি সম্প্রদায়ের প্রায় ১১ লক্ষের মত লোক আছে তার মধ্য থেকে একজনও আপনাদের দলের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না? এটা কি সবলের কথা স্যার, এটা কি [illegible]

সম্পাদকমণ্ডলীতে সবাই আছে। এস সি আছে [illegible] আপত্তি নাই। কিন্তু পাশের কেন্দ্রে তো পবিত্র করও ছিলেন, পবিত্র কর নেই কেন? কারণ ও বি সি। ও বি সি কে গুরুত্বপূর্ণ পদে দিতে নাই। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকারের নেতৃত্বে দিল্লিতে গেছে সর্বদলীয় কমিটি। মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবুও গেছেন। সেদিনও কোন ও বি সি'র লোক নেওয়া হয়নি কেন? উত্তর আছে? আমরা কংগ্রেস দল থেকে ঠিক করে আমাদের প্রতিনিধি শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা এবং জওহর সাহা মহোদয় গেছেন। স্যার, আমার এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী ৭/৭/২০০০ ইং এ উত্তর দিলেন যে ৫০ শতাংশের বেশী চাকুরীতে নিয়োগসহ সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে এটা ঠিক না। কোন কোন রাজ্যে ৫০ শতাংশের বেশী সংরক্ষণের নিয়োগ করা হলেও তা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের ফলে কার্যকরী করা যায়নি। এটাও ভুল। তারপর বলছে, রাজ্য সরকার অনুমোদন করলেও তার সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনার প্রয়োজন। এটা কবে করবে? এটাও আমার প্রশ্ন ছিল ৯৯ ইং সনের ২৮/৭-এ। এবার আসুন, চাকুরী নিয়ে কি করছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম ২০-১২-২০০১ ইং এ ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ও বি সি প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত রয়েছে? বলছে, হ্যাঁ। এই বিষয়ে ১১ই জুলাই, ২০০১ ইং সনের প্রচারিত রিভাইজড্ এমপ্লয়মেন্ট পলিসিতে ৬ নং অনুচ্ছেদে লেখা রয়েছে। এটা বলেছে মুখ্যমন্ত্রী। রঞ্জিতবাবু আপনি শুনবেন, [illegible] ২০০১ ইং এ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, হ্যাঁ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। দেওয়ার প্রভিশান রয়েছে এমপ্লয়মেন্ট পলিসিতে। দপ্তরের মন্ত্রী কি বলছে? যেহেতু সরকারী চাকুরীতে ও বি সি'দের জন্য এখন পর্যন্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয়নি সেই হিসাবে ও বি সি বেকারদের সরকারী

চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মুখযমন্ত্রী বলছেন, দিচ্ছে, প্রভিশান আছে। আর উনি বলছেন কোয়েশ্চান ডাজ নট অ্যারাইজ। তিন মাসের ব্যবধানে। মাননীয় মন্ত্রী পবিত্র কর মহোদয় উনি নতুন দপ্তরের মন্ত্রী। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, এগুলি প্রশ্ন। আমার কথা নয়। বিধানসভায় সত্য সংবাদ পরিবেশন করলে প্রিভিলেজ মোশান হয়। এই প্রচলন উঠে গেছে। স্যার, মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম গত বৎসর ২৭-৩-২০০২-ইং এ যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রাজ্য সরকারের রিভাইজড্ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি। ১১ই জুলাই, ২০০১ ইং এর ৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য সরকারের কোন কোন দপ্তরে, কত জন ও বি সি প্রার্থীকে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে? মুখ্যমন্ত্রীর উত্তর - যেহেতু ও বি সি'ভুক্ত প্রার্থীদের চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনরকম সংরক্ষণ এখনও চালু হয়নি, সেই ক্ষেত্রে, সরকারী দপ্তরগুলিতে ও বি সি অংশভুক্ত কর্মচারীদের কোনরকম পরিসংখ্যান আলাদাভাবে রাখা হয়নি। সেটা কি হল? ও বি সি'র চাকুরীগুলি কাকে দেওয়া হল? তার মানে টোটাল প্রতারণা। সরকারের ভূমিকা সম্বন্ধে কারোর জানার কথা না। গভর্নমেন্ট পলিসিতে কি আছে? পলিসি বলছে, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নির্দেশ অনুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই হল গভর্নমেন্ট পলিসি। স্যার, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের একটা জেরক্স করা কপি দিয়ে দিলেন। ঠিক আছে, যারা ও বি সি বেকার আছে এডুকেটেড ইয়থ, তাদের আপার এইজ লিমিটটা রিলাক্স করা হবে কিনা? মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিলেন, যেহেতু রিজার্ভেশান নাই, যেহেতু ও বি সি'দের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা যায়নি, সেইহেতু ও বি সি'দের বয়সের নির্দিষ্ট উর্দ্ধসীমা শিথিল করা যাচ্ছে না।

স্যার, আমি যতটুকু জানি রিজার্ভেশন আমি দরকার হলে দেবো না, এটা ঠিক আছে। কিন্তু আপার এইজ লিমিট রিলাকজেশন করা যায় না সংবিধানের কোন বিশেষজ্ঞ একথার ব্যাখ্যা দিল। ওয়েস্ট বেঙ্গল আপনাদেরই বড় ভাই। ওখানে কি বলেছে, বলেছে রিজার্ভেশনের প্রশ্ন নাই, কিন্তু আপার এইজ লিমিট থ্রি ইয়ারস ফর দ্যা ও বি সি পারসন দোজ হু আর আন এমপ্লয়েড ইয়থ, তো এটা এখানে কেন করা হল না। এ ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কেদিন আমার সামনেই মাননীয় মন্ত্রীকে বলেছেন যে, এটা কেন করা হচ্ছে না। উত্তরে উনি বলেছেন আমি এটা দেখছি। তাহলে এটার অর্থটা কি দাঁড়ালো। আপার এইজ লিমিটটা রিলাকজেশন করতে কোন আইনে বাধা আছে। এখানে আইনের কথা বলে, যারা আইনের কথা শুনে না তারাই আবার আইনের ব্যাখ্যা দেয়।

স্যার, দেখুন ২১-১২-২০০১ ইং তারিখে প্রশ্ন ছিল ২০০১-০২ ইং অর্থবর্ষে ও বি সি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট কতজন ও বি সি ছাত্র-ছাত্রীকে বুক গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তর হচ্ছে, ২০০১-০২ ইং অর্থবর্ষে কোন ও বি সি ছাত্র-ছাত্রীকে বুক গ্র্যান্ট দেওযা হয়নি। ২য় প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত দপ্তর থেকে অর্থনতিক উন্নয়ন প্রকল্পে এবং ও বি সি ভুক্ত দরিদ্র তাঁতীদের অর্থ সাহায্য করা হয়েছে কিনা এবং করা হয়ে থাকলে তার পরিমাণ কত? উত্তর হচ্ছে ২০০১-০২ ইং অর্থবর্ষে ও বি সি ভুক্ত তাঁতীদের কোন অর্থ সাহায্য করা হয় নাই। ৩য় প্রশ্ন ছিল, কেন করা হয় নাই, করা না হলে তার কারণটা কি? উত্তর ছিল, আর্থিক অনটনের জন্য। তা সব আর্থিক অনটন কি শুধু ও বি সি'দের জন্য না কি, এটার কোন উত্তর আছে না কি, নাই। কারণ মেলারমাঠ অফিসটায় এই ১৩ জনের মধ্যে ও বি সি কেউ নাই। ছিটাফোঁটা দুই একজনকে দিয়েছে যেমন মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনাকে স্পীকারগিরি দিয়েছে, রঞ্জিত বাবুকে তো এবার মন্ত্রীও বানায় নি। তবে অষ্টমে অবশ্য দিয়েছে, ঠিক আছে, এটা আমি অন্য দিন বলব। অন্য প্রসঙ্গে। স্যার, সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তটা কি সুপ্রিম কোর্টের ৯৪ (এ) পেরাতে কি বলা আছে, বাংলাটাই বলছি আমি। ইন্দ্রসায়ানী বনাম ভারত যুক্তরাষ্ট্র মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের কে ডিভিশন বেঞ্চ তাদের ঐতিহাসিক রায়ে বলেছেন যে, মূল ভূখন্ডের (মূল ভূখন্ড মানে দিল্লি) দুর্গম ও

প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত রাজ্য সমূহের যেসব অঞ্চলের ভৌগলিক দুর্গমতা ও জনগোষ্ঠীগত সংখ্যানুপাতিক ভিন্নতর অবস্থা বিদ্যমান সেই সব ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশের সংরক্ষণ বাধা অবশ্যই শিথিলযোগ্য। তো ত্রিপুরাটা কি, দুর্গম এলাকা ক্যাপিটেল থেকে, তারপর জনসংখ্যার পরিস্থিতিটা কি — ত্রিপুরাতে এস টি'র সংখ্যা হচ্ছে ৩১, আর ভারতে হচ্ছে ৭.৫। ত্রিপুরায় এস সি'র সংখ্যা হচ্ছে ১৬, আর ভারতে কত ১৫। ও বি সি'র সংখ্যা কত, আমাদের রাজ্য সরকার স্বীকার করছে ২৪.৪৮, আমি বলছি ৪০ যাই হোক ২৪.৪৮ ই যদি ধরি তো ভারতে কত তাদের সংখ্যা হচ্ছে ৫২। তারপর সংখ্যালঘু আমাদের ত্রিপুরায় কত শতাংশ ৬, তার থেকে বেড়ে ৭ কি ৮ হতে পারে আর ভারতে কত ৩.৫। ত্রিপুরায় কায়েস্থ এবং অন্যান্য হচ্ছে ৫ শতাংশ আর ভারতে হচ্ছে ১১.৫। তাহলে এই যে বলছে যে, পরিবেশগত কারণে এবং ভৌগলিক দূর্বলতার কারণে, যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে, মানে এই সব কারণে সুপ্রিম কোর্ট বলছে যে, এই সব জায়গায় এই আইন শিথিলযোগ্য। সেখানে ফিফটি পার্সেন্ট রিজার্ভেশনের কোন চিন্তা নাই, তো ইউ কেন প্রসিড অন। কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার এখানে এই রাজ্যে ও বি সি দের যে সংখ্যা ১৫ বলছে তার মধ্যে বি পি এল পরিবারের সংখ্যা কত ৬৪.৪৬ পার্সেন্ট। মানে ও বি সি সম্প্রদায়ের ম্যাকসিমাম লোক সেখানে বিলো প্রপার্টি লাইনে বসবাস করছে, এজ পার সার্ভে রিপোর্ট অব দ্যা গভর্নমেন্ট ইট সেলফ।

স্যার, পি কে শ্যাম সুন্দর, ব্যাকওয়ার্ড কমিশনের চেয়ারম্যান এক চিঠি দিয়ে চীফ মিনিস্টারকে বলেছে যে, তোমরা যে এখনো ও বি সি'দের জন্য রিজার্ভেশান চালু করছ না বলেছে। সেটা শুধুমাত্র বেআইনী নয় এটা সংবিধান বিরোধী। বলেছে, ইউ উইল কাইন্ডলি এগ্রি দ্যাট নন-প্রেসক্রিপশন অব অ্যানি রিজার্ভেশান ফর সাস হিউজ স্যাগমেন্ট অব ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস পপিউলেশন ইজ নট জাস্ট অ্যান্ড প্রপার, এপার্ট ফ্রম রানিং কাউন্টার টু দ্যা প্রভিশন অব দ্যা কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া। সুতরাং তুমি এটা তাড়াতাড়ি ত্রিপুরা রাজ্যে চালু কর। তিনি তাঁর চিঠিতে অনেকগুলি কথাই বলেছেন কিন্তু তার মধ্যে এই কথাটাই সবচেয়ে বেশি ইমপর্টেন্ট।

এখন প্রশ্ন হলো আমাদের রাজ্যে এখন গভর্নমেন্ট বলছে কি এই রাজ্য থেকে একটা টিম গেলো কার নেতৃত্বে? মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অনিল সরকারের নেতৃত্বে। কবে গেল ১৭-৮-২০০১ ইং তারিখে। কোথায় গেলো? দিল্লিতে। সে মিটিং-এ আমিও ছিলাম। কি সিদ্ধান্ত হলো? সেখানে গিয়ে বলব যে আপনারা সংবিধান সংশোধন করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বলবেন। আর যদি সংবিধান সংশোদন না করা হয় তাহলে কি করবেন আপনারা? মন্ত্রীর চেম্বারে মিটিং করলাম। তখন বলছেন তাহলে আমরা বিল আনব। এখন বলবেন আপনি কোথায় পেলেন এই কথাটা? আমি পড়ে শুনাচ্ছি যে রিপ্রেজেনটেশান দিল্লিতে দিয়েছেন তাতে কি বলেছেন — ইট ইজ দেয়ার ফোর ফেল্ট নেসাসারী দ্যাট টু ওভারকাম দ্যা বার অব ৫০-রুল আর্টিকল ১৬ অব দ্যা কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া ইজ রিকুয়ার্ড টু বি সুইটেবলি এমেন্ডেড ইন কেস দেয়ার ইজ অ্যানি প্রোবলেমস্ ফর এমেন্ডিং দ্যা আর্টিকল ১৫ অব দ্যা কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া। দ্যা প্রোপোজড বিল ইনট্রোডিউসিং দ্যা রিজার্ভেশন অব ও বি সি হোয়েন পাসড বাই দ্যা স্টেট লেজিসলেচার ইজ রিকুয়ার্ড টু বি ইনক্লুডেড ইন দ্যা নাইনথ শিডিউল অব দ্যা কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া।

বলছে — যদি তোমরা সংবিধান সংশোধন না কর তাহলে আমরা ত্রিপুরা বিধানসভায় যে বিল আনব সে বিলটা পাশ হলে তোমরা দিল্লিতে নবম শিডিউলে ইনক্লুড করিও। এবং সেখানে আর্টিকল ৩১ (সি) অব দ্যা কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া ফর দ্যা পারপাস অব প্রোডাকশন অব দ্যা প্রভিশন ফর রিজার্ভেশান এ্যাজ ম্যা বি মেইড ইন দ্যা প্রোপজড বিল। এটা বলেছে ২০০১ ইং সালে। তারপর ২০০২, ২০০৩ ইং এই তিন বছরেও এই বিলটি আনলেন না কেন? এই কথার উত্তর কোন মন্ত্রী, ট্রেজারী বেঞ্চের কোন মন্ত্রী দেবেন? আমার কথা হলো রাজ্য সরকারের পয়সা খরচ করে, ত্রিপুরার মানুষের টাকা খরচ করে দিল্লিতে সর্বদলীয় টীম গেলো সেখানে বলে এসেছে তোমরা যদি সংবিধান সংশোধন না কর আমরা ত্রিপুরা

বিধানসভায় কেটা বিল আনব এবং এটা পাশ হলে তোমরা সেটা সংবিধানের নবম শিডিউলে ইনক্লুড করিও। তাহলে এই তিন বছরে কেন সেটা হলো না? তাহলে বলতে হবে থুক্কো। ক্ষমা চাইতে হবে পাবলিকের কাছে। পাবলিকের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তার উত্তর দিতে হবে। এই হাউসের সামনে উত্তর দেবার কোন সুবিধা নাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আসুন দেখুন ঝাড়খণ্ড রাজ্যে কি হয়েছে। ড্যামকেয়ার। হোয়াইট টাইপ অব চীফ মিনিষ্টার ইজ। হি বিলংস টু হোয়িচ পার্টি আমি জানি না। সেখানে সে ড্যামকেয়ারলি চীফ মিনিষ্টার বাবুলাল মারান্ডি হ্যাড ডান টু ডিফিকাল্টি ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট ইন ফর্মুলেটিং হিউজ স্টেটস্ রিজারভেশন পলিসি। হি হ্যাজ নো চয়েস বাট রিজার্ভর্ড এ লার্জ শেয়ার অব গভর্নমেন্ট জব ফর দ্যা ট্রাইবেলস্ টু ফুলফিল দ্যা অ্যাসপিরেশন অব ইন্ডিজেনাস পপিউলেশান অ্যাট দ্যা স্যাম টাইম হি কুড নট এফোর্ড টু এলিএনেট আদার সেকশন অব দ্যা পিপল কপসে দ্যা সিডিউল কাস্টস অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি। সে সেখানে ৭৩ পার্সেন্ট রিজার্ভেশন দিয়ে লি। অ্যান্ড হি ম্যা নট হ্যাভ টু ওয়রি মাচ ওভার দ্যা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন। এই আইনের বিরুদ্ধে যে কেউ তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে বা সুপ্রিমকোর্টে কেইস করতে পারে। কিন্তু সে ড্যামকেয়ার। কারণ সে বলেছে যে আমাকে সুপ্রিমকোর্টে অর্ডারে বলে দিয়েছে যে যদি স্পেশাল সারকামস্টেন্সেস দাঁড় করাতে পার তাহলে সে আইন চালু করতে পার। ৭৩ পার্সেন্ট। কিন্তু সেটা আমদের রাজ্যে নয় কেন? স্যার, আমি যতদিন দাবী করেছি আমাদের দুঃখ ইট ইজ কলড ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এটা আবার কি, এই রকম ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-এ বলবেন কেন? স্যার, এই আইনে বলছে না, সুপ্রিম কোর্টের বার আছে, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন আমি পারব না। আবার যখন বিচার করা যখন তাদের বেতন ভাতা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কথা বলছেন তখন আবার তিনি বলছেন না, এটা কেন সুপ্রিম কোন বলবে।

এটা কি হল কথাটা। সুপ্রিম কোর্টের কথা বলে আমাদের এখানে বলেন, না, আমরা এর বাইরে পারি না। ধরে নিলাম এটা সত্য কথা। কিন্তু তাই বলে কিছু করা হবে না ও বি সি জনগোষ্ঠীর স্বার্থে? পশ্চিব বাংলায় কি হচ্ছে? সেখানে কি হয়েছে সেটা জানা দরকার। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সেখানে কিন্তু ও বি সি জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ চালু করেছেন। তাহলে এখানে কেন হবে না। এই দ্বিচারিতা কেন? রাজ্যে এখনও পৃথকভাবে ও বি সি উইরেকটরেট নেই। আছে মন্ত্রক। আমি সি পি এমের রাজ্য কমিটিকে উদেশ দিতে পারি না। তবে এখানে সি পি এম রাজ্য কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে ও বি সি'র স্বার্থে। এই বিধানসভা থেকে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল রাজ্যে ও বি সি জনগোষ্ঠীর সংরক্ষণের স্বার্থে। ১৯৯৩ ইং এবং ১৯৯৪ ইং সালে প্রাইভেট মেম্বার রেজেলিউশান আনা হয়েছিল। বিল ব্যাতিত সরাসরি সার্কুলার ইস্যু করে সংরক্ষণ চালু করা যায়। এর জন্য কোন বার নেই। এখানে যাঁরা আছেন, মাননীয় মানিক সরকার, বৈদ্যনাথ মজুমদার, বাদল চৌধুরী, অনিল সরকার, মানিক দে, নিরঞ্জন দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা, বিজন ধর, গৌমত দাস উনারা কেউ কিন্তু ও বি সি সম্প্রদায়ভুক্ত লোক না। এটা নিয়ে আমি রাজনীতির কথা বলব না স্যার। আমি অনুরোধ করব, আপনিও রুলিং দিতে পারেন। বেসরকারী প্রস্তাব তাহলে বিধানসভা থেকে পাশ হয়? এটা তো হাউসকে অবমাননা। ১৯৯৩ ইং এবং ১৯৯৪ ইং সালে এই ব্যাপারে দুটি বেসরকারী প্রস্তাব পাশহয়েছে। সেখানে প্রস্তাবে বলা হয়েছিল রাজ্যে অবিলম্বে ও বি সি জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ চালু করা হউক। তারপর আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের টাকা খরচা করে দিল্লি গিয়েছি। সেখানে গিয়ে আমরা বলে এসেছি যে আমরা বিল আনব। তাহলে বিলটা আনতে আপত্তি কেন? এখানে এটা নিয়ে কেইস করেও এটাকে আটকানো যাবে না। আমি এখানে আইনের ব্যাখ্যাটাও দিয়ে দিলাম। বেসরকারী প্রস্তাব যখন পাশ হওয়ার পর কার্য্যকর হয় না তখন কিন্তু এই হাউসের বেসরকারী প্রস্তাবের গুরুত্ব ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে। এটা এখন কচু কলাপাতা হয়ে যাচ্ছে। সে জন্য গতকালও আপনি দেখেছেন যে বেসরকারী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলাকালে তেমন কোন গুরুত্ব থাকে না বলেই অনেকেই সময়টাতে হাউসে বসে থাকেন না। কাজেই, সেই বেসরকারী প্রস্তাব যাতে কার্যকর করা হয় সে

জন্য আমি অনুরোধ করব। না হলে ও বি সি জনগোষ্ঠী এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা স্যার আপনারও উনাদের ডেকে বলে দেওয়া বোধ হয় ঠিক হবে। কেন না এমনটা হওয়া ঠিক না। রঞ্জিতবাবু পরেও হলেও এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আমাকে এই কথাগুলি বলার জন্য নারায়ণবাবু থেকে শুরু করে সবাই বলবেন ভাল বলেছেন। উনারা ধন্যবাদ জানাবেন আমাকে। এটাই বাস্তব। আমরা ও বি সি জনগোষ্ঠীর কাছে প্রতারক না হই সে জন্য হাউসের প্রস্তাবটিকে কার্যকর করার আহ্বান রাখছি।

স্যার, আমাদের বিজয়লক্ষ্মী সিন্‌হা তিনিও ও বি সি সম্প্রদায়ের। উনাকেও দায়িত্ব দিয়েছেন তিনিও মন্ত্রী, স্বাগত। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই হাউসে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে রাজ্য সরকারের টাকা খরচ করে দিল্লিতে যাওয়া হয়েছে কিন্তু এখন আমরা সবাই প্রতারক হয়ে যাব। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী জ্যোর্তিময় নাথ মহোদয়।

**শ্রী জ্যোর্তিময় নাথ (কদমতলা) ঃ—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার নেতাকে তথা বিরোধী দলনেতাকে সমর্থন করেই বলছি। এখানে যে সর্ট ডিউরেশন এনেছেন যেটা রাজ্যের ও বি সি সম্প্রদায়ের জনগণের স্বার্থে শিক্ষা, চাকুরী সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে শীঘ্রই সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনে প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া সম্পর্কে। এখন এখানে যে প্রশ্নটা এসছে যে ও বি সি'র জন্য সংরক্ষণ প্রথা চালু হবে কি হবে না? রাজ্য সরকারের কি প্রতিবন্ধকতা আছে? এখানে কেন সংরক্ষণ প্রথা চালু করবেন না টো পরিস্কারভাবে বলতে হবে। দশ/পনের বছর অতিবাহিত. হয়ে গেছে আপনারা দীর্ঘদিন ধরে বলছেন ও বি সি'র জন্য সংরক্ষণ প্রথা দেওয়া হচ্ছে হবে। এটা এখন পরিস্কার দলনেতা যেটা বলেছেন যে সুপ্রিম কোর্টের যে রায় সেই রায়কে দেখিয়ে আপনারা পাঁচ বছর পার পেয়ে গেছেন। রায় দেখিয়েছিলেন যে ৫০ শতাংশের উপরে সংরক্ষণ দেওয়া যাবে না। নাউ দিস কোয়েশ্চান ইজ অলসো ওভার এখানে দেখানো হয়েছে যে ৭৩ শতাংশ পর্যন্ত সংরক্ষণ দেওয়া যায়। তাহলে এখানে সুপ্রিম কোর্টকে দেখিয়ে ত্রিপুরার মানুষকে এই ও বি সি সম্প্রদায়কে বোকা বানানো সম্ভব হবে না। এখন আপনাদের তৈরী করতে হবে নতুন একটা কৌশল। নতুন একটা কৌশল আপনারা তৈরী করবেন তৈরী করে ত্রিপুরার ও বি সি সম্প্রদায়কে বলবেন যে এই কৌশলটা আমরা নিয়েছি আরও পাঁচ বছর অপেক্ষা কর আবার নির্বাচনে আমাদের জয়লাভ করিয়ে দাও আমরা পরবর্তী সময় দেখব। একটার পর একটা নির্বাচনী বৈতরণী আপনারা পার হচ্ছেন ও বি সি'র ঘাড়ে ভর করে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে ৪০ শতাংশ যেখানে বলা হয়েছে ১২ লক্ষ যেখানে বলা হয়েছে, এই ১২ লক্ষ লোককে বঞ্চিত করে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি আপনারা আশা করছেন? এখানে এস সি সম্প্রদায়ের যারা আছেন এস টি সম্প্রদায়ের যারা আছেন তাদের সংরক্ষণ আছে সেই সংরক্ষণকে আরও বর্দ্ধিত করা হউক সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া হউক সেটা উচিত। সেটা করা আপনাদের কর্তব্য। সেই সঙ্গে সরকার কেন ও বি সি সম্প্রদায়কে বঞ্চিত রাখবে এটা পরিস্কারভাবে বলতে হবে।

**(গন্ডগোল)**

**শ্রী জ্যোর্তিময় নাথ ঃ—** আপনারা বৈজ্ঞানিক রেগিংয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি। আপনারা ফেয়ার নির্বাচনে আসেন নি। এইভাবে ও বি সি'দের বঞ্চিত করে আগামী দিনে যদি আপনারা ভেবে থাকেন ও বি সি সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে ক্ষমতায় আসবেন আমার মনে হয় এইভাবে বঞ্চিত হলে আপনারা আর ক্ষমতায় আসতে পারবেন না। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব সরকারের কাছে শুধু আমি নই ত্রিপুরার মানুষ চাইবে কিন্তু আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে আপনারা কি কৌশল অবলম্বন করেন। এবার আর কোন কৌশলে কাজ হবে না সংরক্ষণ আপনাদের চালু করতেই হবে। এখানে কত শতাংশ সংরক্ষণ আপনারা দিচ্ছেন এটাই এই হাউসে জানতে চাই। তাই আমি দীর্ঘ বক্তব্য না রেখে এটাকে সমর্থন করে আপনাদের কাছে আমাদের দাবী যে সেই সংরক্ষণ প্রথা চালু করুন ত্রিপুরা রাজ্যে ও বি সি সম্প্রদায়কে আপনারা একটু সাহায্য করুন।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী অনিল সরকারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ১৯৯৩ ইং সালে যে উনার বিশাল জয়ের গোপন কাহিনী কি? তখন তিনি বললেন যে সেটা হলো আমরা ও বি সি'র কিভাবে নির্যাতিত কিভাবে তারা বঞ্চিত এটা আমি একটা বুকলেট লিখেছি। আমাকে দিয়েছেনও তিনি। 'হাজার হাজার আমার এলাকায় এটা ছেয়ে দিয়েছি' তিনি বললেন এটাই আমার সাফল্যের মূল চাবী-কাঠি। এই কথা কেন জিজ্ঞেস করলাম কারণ ১৯৮৫ ইং সালে কংগ্রেসের বিধায়ক ধীরেন্দ্র নাথ উনি যখন এই হাউসে ও বি সি'দের জন্য চাকুরী এবং শিক্ষায় সংরক্ষণের প্রশ্ন তুলেন তখন নৃপেন চক্রবর্তী তাকে আঙ্গুল তুলে বলেন যে, এই সমস্ত দাবী এখানে চলবে না। এটা সাম্প্রদায়িক এসব বন্ধ করতে হবে। একথা বলেছিলেন। এবং মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে ও বি সি'দের নিপাত করেছিলেন। কিন্তু সেই শিক্ষা মন্ত্রী আবার ও বি সি'দের কথা লিখে এইভাবে বিরাট সাফল্য অর্জন করবেন আমি ভাবতেই পারি না। আমাকে চেয়ারম্যান করে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেখানে আমি একটা হিসাব দিয়েছিলাম। সাড়ে তিন শতাংশ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সারা ভারতবর্ষে যত আই এ এস, আই পি এস জাজেস অব হাইকোর্ট এবং সুপ্রিমকোর্ট এবং অন্য সব বড় বড় অফিসার এটা প্রায় ৬০ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ। এই সাড়ে তিন শতাংশ ব্রাহ্মণেরা দখল করে আছেন। আর অন্যদিকে সাধারণ, এস সি, এস টি সর্ব্বমোট মিলিয়ে সাড়ে ছিয়ানব্বই শতাংশ। তাদের রিপ্রেজেন্টেশন ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ মাত্র। কাজেই এটা উনি নিজেও জানেন। উনিও স্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই ধরনের বঞ্চনা মোটেই স্বীকার করা যায় না। আমার কথা হলো সংবিধানের ৩৪১ এবং ৩৪২ নং ধারা অনুসারে এস সি, এস টি তাদের বিষয়ে একটা অধিকার আছে। এবং ১৬/৪ ধারাতে এখনে শুধু বেকোয়ার্ড কমিউনিটি ইনক্লুডিং এস সি, এস টি তদের জন্য, স্পেশাল রিজার্ভেশান, চাকুরী ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে, সেখানে রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে কোন মতেই কোন আইন আটকাবে না। এই কথা পরিস্কার লেখা আছে। তবে এটাও বলা হয়েছে, এই সব রিজার্ভেশন ১৯৫০ ইং সালে সংবিধান চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র ১০ বছর চলবে। পরে দেখা গেল ১০ বছরে হয় না। তখন সংবিধানের ৩৩৪ নং ধারা এটা লিপিবদ্ধ করা হলো এটা ১০ বছর নয় এটা ৫০ বছর করা হউক। অর্থাৎ ২০০০ ইং সাল পর্যন্ত এটা বাড়ানো হউক। আজকে এটাকে ২০০০ ইং সাল থেকে আরও ২০ বছর বাড়ানো হলো। স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হয়ে গেল, এখনো আমাদের এস সি'র জন্য ও বি সি'র জন্য কথা বলতে হয়। এটা সত্যি খুব দুঃখের। আমাদের দেশের বরেণ্য নেতাদের আশা ছিল যে দশ বছরের মধ্যে জাদু কাঠি দিয়ে ভারতবর্ষের উন্নয়নকে বদলে দেওয়া যাবে। সবাই মহান হয়ে যাবেন এক একজন দেশপ্রেমিক হয়ে যাবেন। সবাই জ্ঞানী-গুণি-শিক্ষিত-ধনি-মানি হয়ে যাবেন, কিন্তু হলো না। এটাকে বাড়িয়ে ২০২০ ইং সাল পর্যন্ত করা হয়েছে। এটা ৩০০০ ইং সাল পর্যন্ত করতে হবে। এই পদ্ধতিতে যদি চলতে থাকে তাহলে আরও এক হাজার বছর লাগবে।

ও বি সি সংখ্যা নিয়ে আমি বলেছি ৪২ শতাংশ আর ও বি সি কমিশন বলছে ২৪ শতাংশ, একেক জনে একেক রকম বলছে। আমি একটা গল্প বলছি — আমি যখন তেলিয়ামুড়াতে মাষ্টারি করতাম আমার এক বন্ধু ছিল রায়, তারা দু'জন। এক রায় হচ্ছে নাপিত আরেক রায় হচ্ছে ব্রাহ্মণ। আরো দুই বন্ধু ছিল মজুমমদার। এর মধ্যে একজন ছিল শীল আরেক জন ছিল অশীল। কে যে ও বি সি আর কে যে ও বি সি নয় সেটা খুঁজে বের করা কঠিন ব্যাপার। আমাদের সুধীর মজুমদার আগে জানতাম যে উনি উচ্চ বর্ণের পরে জানা গেল শীল সমিতির একজন আমাকে বলল যে, তিনি তো আমাদের আত্মীয়। আমি বললাম উনি আবার আপনার কি করে আত্মীয় হলো। আরে না উনি তো ও বি সি। এই সমস্যা দুরিভূত করা যাবে না। আসামে ঠিক এই ভাবে বুরোরা যখন সেপারেট স্টেট ডিমান্ড করে তখন কংগ্রেসের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন বুটা সিং। তিনি একটা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখালেন সারা আসামে মাত্র সাড়ে তিন লক্ষ ব্যুরো জনজাতি বাস করে। এই সাড়ে তিন লক্ষ লোকের জন্য একটা অটোনমাস রিজনও হয় না, আর একটা ফুল স্টেট হবে? এটার আসল হচ্ছে আসামে টাইটেলগুলি

অহমিয়া নন অহমিয়া, বাঙ্গালী অহমিয়া সবাই এক রকম টাইটেল লিখে। অহমিয়াদের সবচেয়ে একজন বড় লেখক উনি একজন ভট্টাচার্য্য। উনি কিন্তু বাঙ্গালি নন। অহমিয়া। আবার সইকিয়া, যিনি ১০০ টাকার মালিক তিনি সইকিয়া। তো বাঙ্গালিও সইকিয়া আছে, অহমিয়া ও সইকিয়া আছে, ব্যুরোও সইকিয়া আছে। আবার হাজারি এরাও সইকিয়া আছে। কাজেই ও বি সি সম্প্রদায়ভুক্ত লোক যারা ত্রিপুরা রাজ্যে আছেন তারা খোলা মনে এসে পরিচয় দিন যে আমি রায়ই হই আর মজুমদারই হই আমরা ও বি সি। সেটা না হলে খুবই অসুবিধার ব্যাপার। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার মহোদয়।

**শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটু ক্লারিফিকেশানের জন্য কয়েকটা কথা বলছি। বিরোধী দলনেতা রতনবাবু এমন ভাবে কথাগুলি বলেছেন খানিকটা চেষ্টাও করেছেন যে চতুরালির দ্বারা একটা ইমোশান ক্রিয়েট করা যায় কিনা। পশ্চিমবাংলায় তিনি গিয়েছেন, সেখানে রিজারভেশানের কোটা এখনো ৫০ পার্সেন্ট টাচ্ করেনি। ৪০ শতাংশের নীচে আছে। কাজেই সেখানে ৫ বা ৭ পার্সেন্ট ও বি সি'দের রিজারভেশান দেওয়া হয়েছে। তো আসল জায়গাটা হলো ভারতবর্ষে ও বি সি হলো ৫২ পার্সেন্ট। ট্রাইবেল ৮ পার্সেন্ট বা এস সি সব মিলিয়ে ২৩ পার্সেন্ট। ৫২ শতাংশ আর ২৩ শতাংশ এটা মিলিয়ে মোট ৭৫ পার্সেন্ট রিজারভেশন হওয়া উচিত। যেহেতু সরকারীভাবে এদেশে সিদ্ধান্ত হয়েছে ট্রাইবেল, সিডিউল কাস্টদের রিজারভেশান দেওয়া হবে এবং ও বি সি'কেও রিজারভেশান দেওয়া হবে। যেহেতু ট্রাইবেল এবং সিডিউল কাস্ট ২৩ পার্সেন্ট রিজারভেশান আছে সেই জন্য ৫২ পার্সেন্ট রিজারভেশান ও বি সি'র দেওয়া উচিত। কিন্তু সেটার রিজারভেশান দেওয়া হয়েছে ২৭ পার্সেন্ট। তাহলে মূল জায়গাটা হলো এখানে বিরোধী দলনেতার প্রথম বলা উচিত ভারতবর্ষের ৭৫ শতাংশ মানুষকে রিজারভেশান দেওয়া উচিত। সেই দিক থেকে সবগুলি সরকারই ও বি সি সম্প্রদায়কে বঞ্চনা করছে। সেই জায়গাটা যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে হবে না। আবার এখানে শ্যামাবাবু বলেছেন কনফিউশান একই টাইটেল নমঃশুদ্র হচ্ছে, মালি হচ্ছে, তারপরে মুলসমান হচ্ছে, দেবনাথ হচ্ছে। তা হলে এখানে তো পার্সেন্টেজ এখনো ৪০ পার্সেন্ট কখনো ৪২ কখনো ২৪ হতেই পারে। আমরা কমিশন থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে ২৪ পয়েন্টের কিছু বেশী এসে গেছে। এবং আমরা সেখানে প্রথম থেকে নীতিগত ভাবে দেখে আসছি ও বি সি তারা তাদের কৌটা মত পাবে এটা অন্যাদের ঈর্ষান্বিত হওয়ার কারণ কি এটা হতে পারে না? কিন্তু আমরা চাইছি যে, অন্তত পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ট্রাইবেলের জন্য ৩১ শতাংশ আছে, এস সি'র জন্য ১৬ শতাংশ, দেখা যায় সেই ৪৭ শতাংশ ৩ পার্সেন্ট. যে কৌটা শিল্ড হয়ে আছে। মন্ডল কমিশন যাকে ভি পি সিং কার্যকরী করলেন, যার জন্য একটা সরকার এই দেশ থেকে উৎখাত হয়ে গেল। রাজীব গান্ধীর বক্তৃতার কথা এখনও আমার মনে আছে, আর একটা পাকিস্তান সৃষ্টি করতে চাইছেন এবং সেই দিন ভারতবর্ষের ১০ হাজার কোটি টাকার বেশী সম্পত্তি পুড়িয়েছে এই কংগ্রেস অ্যাজিটেটাররা কেন ও বি সি'দের জন্য রিজার্ভেশানটা করল। যাই হোক আমরা যেহেতু রিজারভেশান চাই।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ—** ২৭ পার্সেন্ট রিজার্ভেশান কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীতারাম কেশরী যখন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তখন চালু হয়েছে। সুতরাং উনি যে বলছেন, কংগ্রেস ওটার বিরোধিতা করেছে ইট ইজ নট কারেক্ট।

**শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—** যাই হোক উনার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। আমি উনার থেকে অজ্ঞ হতে পারি। কারণ মণ্ডল কমিশন গঠন করেছিলেন ভি পি সিং তারপরে কংগ্রেস রাজত্ব এসেছে এটা যখন আগে গৃহীত হয়ে গেছে। তারপর এটা সীতারাম কেশরী হোক আর মানিক সরকার হোক এটা কার্যকরী করতে পারত। কারণ এটার প্রিভিলেজ আনার কোন মানে নেই পলিটিক্যাল প্রিভিলেজ। যাই হোক আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে আমরা সোমনাথ চ্যাটার্জির কাছ থেকে প্রথম এডভাইসটা নিই এবং তিনি সেই কারলং এরিয়া দুর্গম, দুর্গত, দূরবর্তী এই সব লেখা আছে তারপরেও কোনরকম সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন রকম নৌরাজ্য, কোন রকম অসুবিধা যাতে না হয় তিনি এডভাইস করেছেন যে,.

তোমরা কেন্দ্রীয় সরকারের এর্টনি জেনারেলের সঙ্গে কথা বল। আমরা এর্টনি জেনারেলের কাছে গেলাম তিনি তখন বললেন যে ৫০ পার্সেন্টের আর বেশী রিজার্ভেশান বাড়ানো উচিত নয়। সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইব যারা ৪৭ পার্সেন্ট পাচ্ছে তাদের থেকে কেটে ও বি সি'কে দেওয়া হোক। এটা আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। তবে এমন একটা কাজ করা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে বার বার এই আবেদনটা আমাদের প্লেইস করা উচিত তাতে সংবিধানের যে বাঁধাটুকু আছে ৫০ পার্সেন্ট এটা যাতে দূরীভূত হয় এবং সেটা কার্যকরী করা যায় সেই জন্য আমরা সর্বদলীয় টিম নিয়ে মেনকা গান্ধীর কাছে গেছি এবং তিনি বলছেন যে, এটা দেখবেন ইত্যাদি। এছাড়া চাকুরী এবং রিজার্ভেশান ছাড়া পরবর্তী সময় কথাটা আসছে যে চাকুরীর বয়সটাকে বাড়ানো যায় কিনা। ট্রাইবেল এবং সিডিউল কাস্টের বয়স ৫ বছর বাড়ানো হয়েছে কিন্তু এটা রিজার্ভেশানের মধ্যে আসে। আমরা লিগ্যাল এডভাইস নিয়ে দেখেছি রিজার্ভেশান যদি না থাকে, তাহলে চাকুরীর বয়স রিলাক্স করা যায় না। সেই জন্য আমরা এটা করতে পারি না। কাজেই এটা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের যেটা দরকার আমরা তা দিয়ে দিয়েছি। আর যে স্টাইপেন্ডের জন্য বলা হয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হয় এই ব্যাপারে এরা একদম সিরিয়াস না। কখনও দেয়, কখনও দেয় না এখনও দেখা যায় ১০০ পার্সেন্টের মধ্যে ১০ পার্সেন্ট দেয় কোন বছর দেয় না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যখন টাকা দিয়ে তখন আমরাও টাকা দিয়ে দেই। এই জায়গাটাই আমি ক্লেয়ার করলাম আশা করি ও বি সি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আরও বেশী বিস্তারিত বলবেন।

**শ্রী পবিত্র কর** (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টা অনেক বারই বিধানসভায় এসেছে এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতা এই বিষয়টা যেভাবে উপস্থিত করেছেন তিনি শুধু রিজার্ভেশনের কথা বলেননি এর সঙ্গে আরও কিছু আনুসাঙ্গিক কথা বলেছেন আমরা ক্যাটাগরিক্যালি বলছি এটা আরও আলোচনা হয়েছে যে আমাদের এই সরকার ও বি সি অংশের মানুষের জন্য রিজাভেশান দেওয়ার জন্য এবং এটা আমরা দিতে চাই।

আমরা ক্যাটাগরিক্যালি বলছি এটা আরও আলোচনা হয়েছে যে আমাদের সরকার এই ও বি সি অংশের মানুষদেরকে রিজার্ভেশান দেওয়ার জন্য ৯-৭-১৯৯৬ ইং এ একটা কমিটি এপয়েন্ট করে। এই কমিটি এক্সজামিন করার পরে যে রিকুমেনডেশান দেয় আমি এটা পড়েছি — দি কমিটি আফটার ডিটেলস্ এক্সজামিনেশান সাবমিটেড ইটস্ রিপোর্ট টু দি স্টেট গভর্নমেন্ট অন ৬-১১-১৯৯৬ ইং। রিকুমেনডিং দ্যাট ২৪ পার্সেন্ট অব দি পোষ্ট অ্যান্ড সার্ভিসের্স আন্ডার দি স্টেট গভর্নমেন্ট মাইট বি রিজার্ভড ফর ও বি সি ইন এডিশন টু দি একজিসটিং ৪৭ পার্সেন্ট রিজারভেশান ফর এস সি অ্যান্ড এস টি। ক্যাটাগরিক্যালি এটাকে গভর্নমেন্ট একসেপ্ট করেছে। আমরা দিতে চাই এই সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। তারপরে গভর্নমেন্টের কাছে প্রশ্নটা আসে ৫০ পার্সেন্ট এভাবে। তখন মন্ত্রিসভায় আলোচনা করে এটা এডভোকেট জেনারেল বেং এর্টনি জেনারেলের কাছে আইনগতভাবে মতামতের জন্য পাশ করা হয় যে আমরা যদি একটা বিল করি আমরা এখানে বিলটা পাশ করে রাখলাম সেটা একসপ্টে হল না তাহলেতো মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে। আমরা এটা করতে চাই না। ফলে সে অনুযায়ী তারা যে অবজারভেশন দিয়েছেন, এটর্নি জেনারেল, সলিসেটর জেনারেল এবং ত্রিপুরার এডভোকেট জেনারেল, আমাদের যে ৭১ পার্সেন্ট হয়ে যায় ঐটা দেওয়া ঠিক হবে না তাহলে আমরা কোর্টে একটা কেইস চলছে এটা একসেপ্ট করানো যাবে না। তারপরে প্রশ্ন আসে এই বিধানসভাতে আলোচনার ভিত্তিতেই সর্বদলীয় টীম গঠন করা হয় কমিটি যান ১৭ আগষ্ট, ২০০১ ইং এ। এবং এখানে এই মেমোরেন্ডামের মধ্যে স্টেট গভর্ণমেন্টের সমস্ত কথাগুলো লিপিবদ্ধ করে সেটা দেওয়া হয়। আমি বলব তখন আমাদের মাননীয় মিনিষ্টার অনিল সরকার মহাশয়ের কাছে। এই মেমোরেন্ডামের উত্তরে কেন্দ্রীয় তৎকালীন যে মন্ত্রী ছিলেন মেনকা গান্ধী যদিও এখন উনি নেই ৩০শে আগষ্ট রাজ্য সরকারকে এবং অনিল সরকারকে চিঠি দিয়ে জানান মেমোরেন্ডোমের ভিত্তিতে। আমি কিছু লাইন ক্যাটাগরিক্যালি বলে দিচ্ছি — প্লিজ রেফার টু দি মেমোরেন্ডাম ডেটেড ১৭ই আগষ্ট, ২০০১ ইং পারসোন্যালি গিভেন টু মি বাই দি লিডারস অব দি পলিটিক্যাল পার্টস হেভিং দি রিজার্ভেশান ইন দিন ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী ইন হোয়িচ প্রপোজড এন্ড প্রভাইড

২৪ পার্সেন্ট রিজারভেশন ইন দিন সার্ভিসেস আন্ডার দি স্টেট গভর্নমেন্ট অব ত্রিপুরা আদার বেকওয়ার্ড ক্লাসেস। ইন এডিশন টু দি এক্সজিস্টিং ৪৭ পার্সেন্ট। এর উত্তরে উনি বলেছেন --- এজ ইট আর অলরেডি এওয়ার্ড ইট মে নট বি পসিবল টু ইনক্রিজ দি রিজারভেশন বিয়ন্ড দি ৫০ পার্সেন্ট সিলিং ফিক্স ড বাই দি সুপ্রিমকোর্ট ইন ইটস জাজমেন্ট ডেটেড ১৬-১১-১৯৯২ ইং ইন দিন কেইস অব ইন্দিরা স্বামী ভারসেস ইউনিয়ন ইন্ডিয়া এজ রিগার্ড ইউর সাজেশন ফর মেকিং সুয়েটেবল এমেনমেন্ট ইন দিন আর্টিক্যাল ১৬ থ্ অব দি কনস্টিটিউশন। এবং তিনি বলছেন পরবর্তী সময়তে ইট মে বি স্টেটেড দ্যাট স্টেট গভর্নমেন্ট অব তামিলনাড়ু হেজ বিং প্রভাইডিং মোর দেন ৫০ পার্সেন্ট রিজারবেশন ইন এডুকেশন্যাল ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড সার্ভিসেস আন্ডার দি স্টেট অব দি পিপল অব বিলংস টু দি সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইবস্, আদার বেকওয়ার্ড কালাসেস্ সিনস ১৯৮০ ইং দ্যাট ইজ পায়র্ড টু দি সুপ্রিমকোর্ট জাজমেন্ট ইন ইন্দিরা স্বামী ভারসেস্ ইউনিয়ন ইন্ডিয়া। এরপরে উনি পরিস্কার করে বলেছেন — টু সেইজ গার্ড দি প্রভিশন ফর মোর দেন ৫০ পার্সেন্ট রিজারভেশন দি স্টেট গভর্নমেন্ট এনেকটেড দি তামিলনাড়ু বেকওয়ার্ড ক্লাস, সিডিউল কাস্ট অ্যান্ড সিডিউল ট্রাইবস রিজারভেশন ইনস্টিটিউশান এপয়েনমেন অব দি কোর্স অব সার্ভিসেস স্টেটস্ ১৯৯৪ ইং। আফটার অব টেনিং দি এসেন্ট অব দিন প্রেসিডেন্ট। দি এক্ট ওয়াজ সাবসিকোয়েন্টলি ইনক্লুডেড ইন দিন ৯থ্ সিডিউল অব দি কনস্টিটিউশন থ্রো কনস্টিটিউশন ৭৬ এমেনমেন্ট এক্ট ১৯৯৪ ইং। দিজ এক্ট হেজ বিন চ্যালেঞ্জড ইন দিন সুপ্রিমকোর্ট অ্যান্ড দি সেইম হেজ বিন রেফার্ড টু দিন কনস্টিটিউশনস্ অব দি সুপ্রিমকোর্ট এন্ড দি মেটার ইজ স্টিল পেন্ডিং বিফোর দিন কনস্টিটিউশন বেঞ্চ অ্যান্ড ইজ দেয়ার ফর ইট ইজ সাব জুডিস। এই কথা বলে উনি বলেছেন ইট মে নট বি পসিবল টু প্রসিড ফারদার টিল দি সুপ্রিমকোর্ট গিভস ইজ ফাইন্যাল জাজমেন্ট ইন দিস মেটার।

এটা উনি ক্যাটাগরিক্যালি আমাদেরকে জানান এবং এটার পরে আমরা যে আলোচনা করি তাতে বলা হয় যে, আমরা আমাদের বিধানসভাতে যদি কোন আইন পাশ করি মাননীয় মন্ত্রী তিনি বলেছেন আমি নতুন দায়িত্ব পেয়েছি তাহলে তার কোন ভ্যালু থাকবে না। এই বিল এখানেই পড়ে থাকবে, আমরা কার্যকরী করতে পারব না। কাজেই আমরা কি পারি এই ত্রিপুরার রাজ্যের বিরাট অংশের মানুষ তারা তাদেরকে প্রতারণা করতে। এই সাপেক্ষে আমাদের মন্ত্রিসভাতে আলোচনা হয় যে আমরা কি ভাবে এই অংশের মানুষের জন্য আরও বেশী সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করতে পারিছি। তার বেকওয়ার্ডনেস ঘুচানোর জন্য এবং চাকুরিতেও আমরা যেহেতু স্পেসিফিক্যালি আইনে এই কথাটা উল্লেখ নেই, কিন্তু যারা ও বি সি এবং যারা সংখ্যালঘু তাদের ক্ষেত্রে যাতে বিবেচনা করা হয়। এই বিষয়টা আমাদের কাছে পরিস্কার আছে। আমরাও চাই এই অংশের মানুষ সাহায্য পাক এবং আমরা এই বিধানসভায় বলব, আমরা সবাই একমত। এবং এটা আমরা চালু করব। আমাদের দেশের ও বি সি অংশের মানুষের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার যে ভাবনা-চিন্তা করেছেন এটা অন্য জায়গায় এই রকম দৃষ্টান্ত আছে কিনা আমরা জানি না।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সংক্ষেপ করতে হবে।

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ—** আমি স্যার সংক্ষেপে বলছি, ২০০২-২০০৩ ইং শিক্ষাবর্ষে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা আমরা ব্যয় করেছি। আমরা এই প্রকল্পের মধ্যে ৬০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়েছেন। যারা স্টাইপেন্ড, বুকগ্র্যান্ড পায়। গত বছর পায়নি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা দেয়নি। গত সপ্তাহে এই টাকা এসেছে আমরা এই টাকাটা দেব। আমরা বিভিন্ন গুচ্ছ প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে ৬০০০ বেনিফিসিয়ারীকে গত এক বছরে দিয়েছি আমরা সাহায্য। আমি ক্যাটাগরিক্যালি বলব। আমরা যেগুলো করেছি আই এ এস, আই পি এস, টি সি এস এবং টি পি এস তারা পরীক্ষায় বসবে তাদের কোচিং আমরা ফ্রি করাচ্ছি। শিক্ষার জন্য, উচ্চ শিক্ষার জন্য যারা যাবে তার জন্য ও বি সি কর্পোরেশান থেকে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমরা মেয়েদের জন্য একটি ছাত্রীবাস যাতে আগরতলা শহরে দূর-দুরান্তের গ্রামে ও বি সি মেয়েরা যাতে স্টাইপেন্ড পাবে এবং তারা যাতে পড়াশুনা করতে পারে তার জন্য আমরা

কাজ শুরু করেছি। সংস্কৃত কলেজে তার কাজ শুরু হয়েছে। ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস ৫০ আসন বিশিষ্ট, সেটাও আমরা জায়গা আইডেনটিফাইড করেছি এবং সেখানেও কাজ শুরু হয়েছে। মূলত আমাদের মন্ত্রিসভার সর্বশেষ যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমরা ও বি সি স্পেশাল এরিয়া বেইজ প্রোগ্রাম হিসাবে তপশিলী উপজাতি, তপশিলী জাতি, ও বি সি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু তাদের জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। সেখানে ও বি সি'র জন্য দুই বছরের মধ্যে আমরা ১০টা গ্রামকে চিহ্নিত করেছি, কদমতলা ব্লকের শনিছড়া, পানিসাগরের বাগবাসা, সালেমা ব্লকের বিলাসছড়া, জিরানীয়াতে পশ্চিম নোয়াগাঁও, বিশালগড়ের কমলকলিয়া, মেলাঘরের লক্ষ্মণঢেপা, কাঁঠালিয়া ব্লকের নির্ভয়পুর, তেলিয়ামুড়াতে ব্রহ্মছড়া, মাতাবাড়ী ব্লকের কড়ইমুড়া এবং সাতচাঁদ ব্লকের রাজীবনগর। এই ১০টি গ্রামে তার সম্পূর্ণ পরিকাঠামো রাস্তাঘাট, পানীয়জল, বিদ্যুৎ, জলসেচ প্রতিটি মানুষের জন্য যে পরিকাঠামো হয় তার বাইরেও ঐ এলাকায় যারা ও বি সি অংশের মানুষ আছে তাদেরকে এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে।

ওই সমস্ত এলাকায় প্রতিটি বি পি এল পরিবারকে চিহ্নিত করে আমরা তাদের সাবলম্বি করতে পারি। এই তিন বছর সময়ে তার জন্য আমরা কমিটি গঠন করেছি। এই কমিটিতে ও বি সি ওয়েলফেয়ার শুধু দপ্তরই রিলেটেড নয়। যুক্ত করেছি আরও বিভিন্ন দপ্তরগুলিকে। আমরা এতে যুক্ত সমস্ত ডিপার্টমেন্টের টাকা দিয়েই পরিকাঠামো তৈরী করেছি। এই জন্য বাজেট প্রভিশানে টাকা ধরা আছে। অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে করুক না করুক এই তিন বছরের মধ্যে সেটা করতেই হবে। এবং নির্দিষ্ট ১০টি ভিলেজে কাজ কমপ্লিট হলে আর পরবর্তীয় সময়ে তোর উদ্যোগ নেওয়া হবে আরও ১০টি ভিলেজের প্রোগ্রাম। যারা প্রকলত অর্থে পিছিয়ে পড়া মানুষ, ওই সব পিছিয়ে পড়া মানুষের এলাকার জন্যই উন্নতি করতে পারি তার প্রচেষ্টা রয়েছে। রাবার বাগান, চা বাগান দিয়েই তাদের মধ্যে স্বাবলম্বী করাতে চেষ্টা করছি। পেশাকর বাদ্যকর এরাও ওই প্রোগ্রামে রয়েছে। আবাসন প্রকল্পে জেলা শাসকগণকে বলেছি, এই সমস্ত ও বি সি অংশের মানুষের জন্য আলাদাভাবে নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব নিয়ে যেন করা হয়। পশ্চিম জেলায় চার বছরে নতুন বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে ১৬১৫টি, পুরাতন বাসগৃহ আপগ্রেডেশান করা হয়েছে ৪৬৩টি। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১০১০টি এবং পুরাতন বাসগৃহ মেরামত করা হয়েছে ৬২২টি। দক্ষিণ ত্রিপুরায় নতুন বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে ৭৪২টি এবং পুরাতন বাসগৃহ আপগ্রেডেশান করা হয়েছে ৩৬৭টি। ধলাই জেলায় নতুন বাসগৃহ নির্মিত হয়েছে ১০৬৬টি এবং পুরাতন বাসগৃহ আপগ্রেডেশান করা হয়েছে ২২৭টি। সারা রাজ্য মোট বাসগৃহ (চার বছরে) নির্মিত হয়েছে ৪৪৪৩টি এবং পুরাতন বাসগৃহ মেরামতি করা হয়েছে ১৬৯৭টি। পশ্চিম ত্রিপুরায় ভূমি বন্দোবস্ত আইনে ৯৪টি পরিবারকে জমি দেয়া হয়েছে প্রায় ২২৬২ একর জায়গা। উত্তর ত্রিপুরায় ৫২টি পরিবারকে ৩০ একর জায়গা দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা ৪৯টি পরিবারকে ১৬ একর জায়গা দেওয়া হয়েছে। ধলাই জেলায় ১০১৯টি পরিবারকে ১০২৭ একর জায়গা দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের স্বনির্ভর প্রকল্পে দল গঠন করা হয়েছে। পশ্চিম জেলায় এই প্রকল্প ৭৫টি। উত্তর জেলায় ৪৮, দক্ষিণ জেলায় ৩৩, ধলাই জেলায় ১২। সুতরাং আমাদের সরকার এই সমস্ত গ্রুপ সংখ্যার রিজারভেশন করাতে চাই। আমরা এটার আলোচনা চাই। এখানে ৪.৪৮ যেটা দিয়েছে আমার মনে হয় সংখ্যাটা ভুল-ভ্রান্তি আছে। আমরা আবার সেটা সার্ভে করে দেখব সেটার দূরীকরণের জন্য। মাননীয় বিরোধী দলনেতা তিনি তো আইন বিশেষজ্ঞ। তিনি এর্টনি জেনারেলের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। কথা বলুন আইনজ্ঞদের সঙ্গে। আমরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে তাদের রিজারভেশান দেওয়ার জন্য আমরা একটু পিছুব না। কিন্তু সেই ব্যাপারটা এখানে কার্যকরী করতে পারলাম না। সেই ভাবে আমরা চাই না। আমরা চাই প্রকৃতভাবে। আমাদের দল সেখানে এইভাবে পরিচালিত নয় কে তপশিলী, কে তপশিলী উপজাতি, কে ও বি সি অংশের মানুষ। আমাদের দল সার্বিকভাবে মেহনতি শ্রমজীবি মানুষ এই সমস্ত মানুষের জন্য চিন্তা করি। এইভাবে একটা দল চিন্তা না করলে তো সরকার চালানো মুশকিল। দল যেহেতু সরকার চালায়। আমরা বিভাজন না এনে আসুন একমত হয়ে এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রস্তাব আমাদের কাছে উপস্থাপিত করছে এটাতে সমাধান অথবা আলোচনা করে যেন রিজারভেশান দিতে পারি। আসুন সবাই। এই ভাবেই আমরা তাদেরকে

দিতে চাই এবং সেটাই আমরা আশা করবো।

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) ঃ— মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ একটা ব্যাপারে যে, উনি নুতন করে সার্ভের ব্যাপারটা দেখছেন ওয়েলকাম। এনাদার ওয়ান পয়েন্ট এটা ভাল কথা বলেছেন সবাই মিলে আইনের ব্যাপারটা দেখা। আমি ঝাড়খণ্ডের মাননীয় চীফ মিনিষ্টারের সঙ্গে কথা বলেছি আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করবো সেখানে ৭৩ পার্সেন্ট কি ভাবে চালু করেছেন সেটা খুঁজে দেখার জন্য। মাননীয় মন্ত্রী সলিসিটর জেনারেল সহ যে ব্যাপারটা বলছিলেন এইগুলি লে করে দিলে আমরাও ব্যাপারটা দেখে নিতে পারি কারণ আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে আমাদের টেইক আপ দি মেটার ইউথ দি এপ্রোপিয়েট অথরিটি।

**শ্রী পবিত্র কর** (মন্ত্রী) ঃ— আমার কাছে যেগুলি আছে এইগুলি আমি লে করে দেব আর বাকিটা যদি প্রয়োজন হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি দিতে রাজি আছি।

## DISCUSSION AND VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 2003-2004

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো — ২০০৩-২০০৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি, সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্যসূচীতে মোট ২৭টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর সাথে আলোচ্য ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্) পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশানস্) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানস্) উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে প্রথমে আমি ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুবোধ করবো তাঁরা যেন তাদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র রায়কে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

**শ্রী গোপালচন্দ্র রায় ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সে দিন বাজেট আলোচনার সময় আমার জন্য যে সময় ধার্য্য করা হয়েছিল সেটা বেশী ছিল না। আজকে আমি কাট মোশানের উপর আমার বক্তব্য রাখব। তবে দুঃখের সঙ্গে বলছি আমি সেদিন যে বাজেট আলোচনা করেছিলাম তখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসে উপস্থিত ছিলেন না। সেদিন আমি ছাপানো ডায়গ্রাম সম্পর্কে বলেছিলাম যে, ৯ নং পাতায় বাজেট এ্যাট এ গ্ল্যান্স-এ সেলারি দেখান হয়েছিল ২৩ পার্সেন্ট। কিন্তু এ্যাকচুয়ালি হবে ২৮.৩ পার্সেন্ট। এটা অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় যে, একটা ভুল ডায়গ্রাম বিধানসভায় পেশ করা হবে এবং নজরে আনার পরও সেটা শোধরানো হয় নি এখন পর্যন্ত। দ্বিতীয় কথা হল আজ থেকে ১০/১৫/২০ বছর পর আমাদের যারা প্রজন্ম আসবে সে দিন দেখবে ৬ই মে ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভা বসল কেন? ভোট অন্ এ্যাকাউন্ট পাশ হয়েছিল ২৭শে মার্চ, কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় উনার বাজেট ভাষণের কোথাও এটার উল্লেখ করেন নি। তাই আমি এই দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাট মোশানের উপর বক্তব্য শুরু করছি। আমার কাট মোশান হল ডিমান্ড নং-৩, মেজর হেড-২০১৩। এখানে আমার বক্তব্য হল সেক্রেটারী থেকে প্রায়ই সার্কুলার ইস্যু হয় পার্সোনালি মেজার নেওয়ার জন্য, ইকনমিক মেজার নেওয়ার জন্য।

এখান থেকে আমাদের ত্রিপুরার কাজ, প্ল্যান, নন প্ল্যান, টাকা দিল্লি থেকে মঞ্জুরী হয়। নিশ্চয়ই আমাদের মন্ত্রী বাহাদুর যাবেন টাকা আনার জন্য, মিটিং করার জন্য। নন-প্ল্যানের টাকা কম খরচ করার জন্য বার বার নোটিশ দেওয়া হয়। দেখা যায়, যেখানে একজন গেলে হয়, সেখানে সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে দিল্লি পাড়ি দেওয়া হয়। যেখানে ইকনমি মেজার নেওয়ার জন্য নোটিফিকেশান করা হয়, দেখা যায় দিন দিন অর্থ ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। স্যার, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আগে চিরাচরিত বাজেটে এক্সপ্ল্যানেটরী মেমোরেনডাম বলে একটা বই থাকত, যেটাতে কত প্ল্যান ছিল, কত খরচ হয়েছে, কত খরচ হবে সেটা পরিস্কার ছিল। এবার বাজেটে এক্সপ্ল্যানেটরী মেমোরেনডাম নেই। যেভাবে বাজেট বই দুই ভাগে করা হয়েছে সেটা থেকে খুব কষ্ট হবে যে কোন ডিমান্ডে আগের বৎসরে কি ছিল, এখন কত বাকি আছে। স্যার, আমার পরবর্তী কাট মোশান হল ডিমান্ড নং-৩, মেজর হেড-২০৭০। এটা ফেলিউর টু কন্ট্রোল এলিমিনেট দি ওয়েস্টফুল এক্সপেনডিচার অন গভর্নমেন্ট গেষ্ট হাউসেস্ অ্যান্ড হোষ্টেলস্ ইন নিউ দিল্লি, ক্যালকাটা, চেন্নাই এবং গৌহাটি। যেহেতু আমাদের ঘাটতি বাজেট পেশ করা হয়েছে, সেখানে আমাদের বিভিন্ন ত্রিপুরা হাউসগুলিতে দেখা যায় অফিস এক্সপেনডিচার, ট্রান্সপোর্ট এক্সপেনডিচার, টেলিফোন এক্সপেনডিচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পরবর্তী কাট মোশান হল ডিমান্ড নং-৫, মেজর হেড-২০১৪, ফেলিউর টু কন্ট্রোল অ্যান্ড এলিমিনেট দি ওয়েষ্টফুল এক্সপেনডিচার অন লিগ্যাল এডভাইজারস্ অ্যান্ড কাউন্সিলস্। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, গত বিধানসভায় বলেছিলাম যে, ত্রিপুরা রাজ্যে এত বাঘা বাঘা এডভোকেট থাকতে পশ্চিমবাংলা থেকে নিজের দলের লোককে এনে এখানে এডভোকেট জেনারেল করার কি কারণ আছে? উনাকে পালতে গেলে একটা সাদা হাতি পোষা হয়। বার বার বলা সত্ত্বেও উনার জন্য কোয়ার্টার রিজার্ভ থাকে, উনার জন্য পেয়াদা চাপরাশী সব থাকে, কিন্তু উনি প্রায়ই এখানে থাকেন না। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর সম্পর্কে একটি বিল আনতে গিয়ে উনি এডভোকেট জেনারেলকে পান না, দিল্লিতে কথা বলতে হয়। আমাদের বিরোধী দলনেতা পান না।

**শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ—** স্যার, কাট মোশানের উপর আলোচনা চলছে। এখানে কোনটা কাট করা হবে।

**শ্রী গোপালচন্দ্র রায় ঃ—** পড়াশুনা করে আসুন। আমি এখানে কাট মোশানের উপরই আলোচনা করছি। তাই আমি এখানে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই ব্যাপারে যে টাকাটা খরচ হয়, উনাকে প্লেইন দিয়ে আনা, জামাই আদর করে রাখা এটা বন্ধ করার জন্য। স্যার, আগে ছিল জি এ এখন অ্যাডিশন্যাল জি এ, প্যানেল অফ লইয়ারস্, বিভিন্নভাবে এখানে আছে লিগ্যাল এডভাইজার এবং কাউন্সিলের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হচ্ছে। সে জন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার পরবর্তী কাট মোশান হল ফেলিউর টু কন্ট্রোল অ্যান্ড এলিমিনেট দি ওয়েষ্টফুল এক্সপেনডিচার অন কনস্ট্রাকশান অফ কোর্ট।

কোর্ট গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে আমি অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে বলছি, আপনার ব্রীজ ভেঙ্গে যায়, তো আপনার কোর্ট বিল্ডিংও হাতে টুকি দিলে ঝড়ঝড় করে পড়ে। আপনি এন বি সি সি'কে কাজ দেবেন তারপর হবে সাব-কন্ট্রাক্ট, তারপর আরও কন্ট্রাক্ট, ভাগলে কন্ট্রাক্ট, তারপার কেডার কন্ট্রাক্ট এগুলিকে বন্ধ করতে হবে। কারণ এগুলি জনগণের অর্থ। ত্রিপুরা একটা ছোট জায়গা, এখানে বিল্ডিং বানানোর আগেই যদি ভেঙ্গে পড়ে যায় তো আমাদের জন্য এটা লজ্জার কথা। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আজকে একটা ব্রীজ সম্পর্কে এই বিধানসভায় তথ্য চাইতে হয়েছে। এখানে রিপোর্ট করতে হয়েছে। এটা অবশ্যই লজ্জার কথা। অথচ সেই কন্ট্রাক্টর বুক ফুলিয়ে আবার কন্ট্রাক্ট ওয়ার্ক করছে। স্যার, আপনিও তো সেই ব্রীজটা ভেঙ্গে পড়ে মরে যেতে পারেন, যে কেউ মরে যেতে পারে। তাই আপনাকে বলছি যে, আপনি একটু আমাদের কথাটা শুনুন, আমরা এই কথাগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য বলছি।

এখানে আমার পরবর্তী কাট মোশান হচ্ছে ডিমান্ড নম্বর-১১, মেজর হেড-৫০৫৫। ফেলিউর টু কন্ট্রোল অ্যান্ড এলিমিনেট দি ওয়েষ্টফুল এক্সপেনডিচার অন টি আর টি সি। স্যার, টি আর টি সি একটা সংস্থা। যেটাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। এখানে সত্যিই লস হচ্ছে। স্যার, আমরা এখানে এসেছি, আপনারা যে ভুল সিদ্ধান্ত, জন বিরোধী যে

সিদ্ধান্তগুলি নিচ্ছেন সেগুলির প্রতিবাদ করার জন্য এবং সংশোধন করিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু টি আর টি সি'তে যেটা হচ্ছে, সেটা এটার জন্মলগ্ন থেকেই এটা লসে রান করছে। স্যার, ১৯৯৩ ইং সন থেকে ১১ বছর ধরে আছেন, তার পরেও ক্যাগ রিপোর্টে কি বলছে, "দ্যা কর্পোরেশন সেয়েইস একস্ট্রা ফিনান্শিয়্যাল বার্ডেন অব ৬.৮৯ কোরোরস ডিউ টু এক্সেস স্টাফস।" তো এক্সেস স্টাফ যদি থেকে থাকে তো সেটাকে কেন ইউটিলাইজেশন করা হচ্ছে না। অথচ এই টি আর টি সি এমন একটা সংস্থা যেটা যখন গাড়ী ঘোড়া বন্ধ থাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তখন নিশ্চয়ই এই টি আর টি সি'র কর্মকর্তারাই আমাদের সেবা করে থাকেন। যেমন হেলথ ডিপার্টমেন্টকে তো আমরা আয়গত বা ব্যয়গত ভাবি না। আমাদের সময় আমরা টি আর টি সি'র কর্মচারীদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাব করেছিলাম। তাই আমি এখানে সরকারের কাছে এবং বিশেষ করে অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন করবো যে, টি আর টি সি একটা জনকল্যাণমূলক সংস্থা। এটার মধ্যে এখানে অনেক টাকা আছে। প্যানেল ইন্টারেস্ট আছে প্রায় ৬১.৭২ কোরোরস টাকা যেটা নাকি এখানে ক্যাগ রিপোর্টে দেওয়া আছে। স্যার, এটার মধ্যে বিভিন্নভাবে অনিয়ম আছে। গাড়ীগুলি ঠিক মতো মেরামত করা হয়। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ৪১টা গাড়ী কেনা হয়েছে। আজকের প্রশ্নের উত্তরে উনি বলেছেন যে, এখন চালু আছে মাত্র ৬৫টা গাড়ী। তাহলে ৪১টা নতুন গাড়ী কিনার পর বর্তমানে চালু আছে মাত্র ৬৫টা গাড়ী। তার মানে পুরানো তাহলে কয়টা গাড়ী চালু আছে আর কয়টা গাড়ী গ্যারেজে পরে আছে। সুতরাং এটাকে দরদ দিয়ে দেখতে হবে এবং প্রয়োজন বোধে এই টি আর টি সি যেটাকে আমরা বার্ডেন মনে করছি সেগুলিকে অপশান দিয়ে নতুনভাবে সেটাকে সারিয়ে তুলতে হবে। আমি এটাকে সামাজিক সংস্থা হিসাবে এটার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এবং তার কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাদের জন্য পেনশনের প্রভিশন রাখার জন্য বলছি।

তারপর ডিমান্ড নাম্বার-১৬, মেজর হেড-২২১০, ওয়েস্টফুল এক্সপেনডিচার অন রেশন, মেডিসিন, বেডিং অ্যান্ড, ক্লথিং ইন জি বি হসপিট্যাল। স্যার, জি বি হসপিট্যালে যাওয়া যায় না। আমি অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে বলছি যে, আপনি জি বি হসপিট্যালে গিয়ে দেখুন সেখানে যাওয়া যায় না।

এখন জি বি হাসপাতালে গেলে দেখবেন মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলছি হাসপাতালে ঢুকলেই নীচে থেকেই দুর্গন্ধ শুরু হয়ে যায় কি বলব। আমি গতকালকেও খোঁজ নিয়ে দেখেছি আমাদের সময়ে রোগীদের মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাওয়ানো হত। এখন সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে, পরিবর্তে নিরামিষ খাবার চালু করা হয়েছে। কাজেই কোন রোগী একবার সেখানে ভর্তি হলে আর ভাল হয়ে ফিরতে পারবে না। আর টি বি ব্লকে মাত্র সপ্তাহে দুই দিন ডিম দেওয়া হয়। তারপর এখানে ঔষধ একেবারেই নেই। এক টুকরা কাপড়ও সেখানে পাওয়া যাবে না। ক্লথ নেই নিয়ে গেছে উনাদের লোকেরা। ঔষধ নেই, আর যদি কিছু দেওয়া হয়ে থাকে সেটা অত্যন্ত নিম্নমানের ঔষধ কেনা হয়। এখানে আমরা আপনাদের সমালোচনা করতে চাই না, আমরা আপনাদের সংশোধন করতে চাইছি। জি বি হাসপাতালে একটা সুতোও পাওয়া যায় না। যদি এখানে কোন অপারেশন করতে হয়, তবে হাসপাতাল থেকে সেলাই করার জন্য সুতো সহ অন্যান্য জিনিসের একটি লিস্ট দেওয়া হয়। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টাকা এখান থেকে পাশ করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে টাকা কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর ডিমান্ড নাম্বার-১৬, মেজর হেড-৪২১০। জি বি হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ব্লক এটাও একটা গলা কাটার মত অবস্থা আজকে করেছে। ১৭ থেকে ১৮ কোটি টাকা নর্থ-ইস্টার্ণ কাউন্সিল থেকে নাকি দেওয়া হয়েছে। এই টাকা দিয়ে বিল্ডিং করা হয়েছে। আর রাজ্য সরকার দিয়েছেন ৫ কোটি টাকা। আর একটা সংস্থা কেয়ার ফাউন্ডেশান ফ্রম হায়দ্রাবাদ। তারা শুধু মেশিনারী দেবে, কিন্তু টাকা দেবে না। ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হয়েছে ত্রিপুরা সরকার এর জন্য প্রতি মাসে তিন লক্ষ টাকা করে দেবে সুপার স্পেশালিটি ব্লককে। আর এটা পরিচালনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বা একটি সোসাইটি করে দেওয়া হয়েছে। এই সোসাইটির ডাইরেক্টার হয়েছেন ডঃ নীলমণি দেববর্মা। যিনি আগে

ডাইরেক্টর অব হেলথ ছিলেন। কাজেই, এখন এটি একটি লাভজনক ব্যবসায়িক সংস্থা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এইখানে যেতে হলে ১৫০ টাকা দিয়ে আপনার নাম এনলিস্ট করতে হয়। এখন ১৫০ টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের কত শতাংশ লোক এই ব্লককে সুপার স্পেশিয়ালিটি ট্রিটমেন্ট করাতে পারবে আমি সেটা বুঝতে পারছি না। তবে যাদের বাইরে যাবার কথা এখানে চিকিৎসা হয় না, এটা তাদের জন্য নিশ্চয়ই একটা ভাল সুযোগ। এবং সে জন্য এই উদ্যোগটাকে আমি প্রশংসা করি। কিন্তু এখান থেকে চিকিৎসার সুযোগ নিতে হলে যে প্রথমে ১৫০ টাকা দিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে হবে তারপর ব্লাডটেস্ট, স্কেনিং টেস্ট বা অন্যান্য টেস্টগুলির জন্য এক্সট্রা টাকা দিতে হবে এবং এর জন্য কিন্তু কোন নর্মস করা হয়নি। এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে শুধু অনুন্নত তা নয় দরিদ্রতমও বলা চলে।

এখানে যারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে তারা সহ গরীবদের যাতে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় অন্তত এন্ট্রি ফিটা ফ্রি করে দিয়ে অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে যাতে কনসেশানের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য আমি এখানে প্রস্তাব রাখছি। দ্বিতীয় কথা হল এখানে কার্ডিওলজি চিকিৎসা চালু হয়েছে। এখানে নিউরোলজি এবং গ্যাসট্রো এন্ট্রোলজিও চালু হবে। সেটা হয়নি। এখানে আউট-ডোর হয়েছে। আমি আবারও বলছি, এটা করা হয়েছে বলে এই সরকারকে প্রশংসা করছি। কিন্তু যেভাবে ইমপ্লিমেনটেশান করা হচ্ছে এটার জন্য আমি এখান থেকে ধিক্কার জানাই। কেননা, জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাকতা হয়ে যাবে যদি এতে কনসেশান দেওয়া না হয়। গরীব জনগণের জন্য যদি এখানে প্রভিশান না রাখা হয়। এই ক্ষেত্রে সাবসিটি দেওয়া উচিত। আজকের শেষ কাট মোশানটি হচ্ছে, ডিমান্ড নাম্বার-৩৫ এর উপর। এটা আনা হয়েছে স্বর্ণ জয়ন্তী স্বরোজগার যোজনার উপর। আমি ক্যাগ রিপোর্ট থেকে উল্লেখ করছি। একটা সরকারের এরপর লজ্জা থাকা উচিত। রিপোর্টের এক জায়গাতে বলা হয়েছে ফর ওয়ান্ট অব স্টাফ আমি কাজ করতে পারছি না। মানে, এটার অর্থ কি? মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং আমি উভয়েই সাউথের। সাউথের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়ে এই রিপোর্টে। বি পি এল লিস্ট দা ইমপ্লিমেটিং এসিস্টট্যান্ট হেড নো বি পি এল লিস্ট উইথ দেম। সাবসিকুয়েন্টলি দ্য প্রসেস অব ইলেকশান অব স্বরোজগার ওয়াজ ফলটি। লজ্জা থাকা উচিত। এই ধরনের অনেক আছে।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শেষ করুন। আপনার সময় শেষ।

**শ্রী গোপালচন্দ্র রায় ঃ—** শেষ করছি স্যার, অনেক ইরিগোলার রয়েছে এতে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে যে কাট মোশানগুলি নিয়ে বক্তব্য রেখেছি এই নিয়ে আমি আবারও বলছি; রাজ্যের দুর্বলতর অংশের মানুষের স্বার্থে আমরা কথা বলি। আমরা এখানে গঠনমূলক সমালোচনা করতে এসেছি। আমরা সরকারের ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দেব বলেই আমরা বিরোধী দলের তরফ থেকে কাট মোশানা এনেছি। আমি বিরোধী দলের আনা কাট মোশানগুলিকে সমর্থন জানাচ্ছি।

সুতরাং শ্রমিক কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই বাজেট, এই বাজেট যদি সংশোধন না করা হয় তাহলে নিশ্চয় আমরা বাধ্য হবো বিরোধীতা করতে। আর সবাইকে কাট মোশান সমর্থন করার জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এবং বিরোধী দলের আনিত সব কাট মোশানগুলি সমর্থন করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। প্রথমেই আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। উনারা ব্লক ল্যাবেলে নানা রকম পোস্টার দিয়ে থাকে জল জমতে দেবেন না, মশা-মাছি হয়, এই হয়, সেই হয় করে। কিন্তু জি বি হাসপাতালে ঢোকার বাম পাশের জায়গায় অর্থাৎ রাস্তা এবং হাসপাতালের মাঝখানে বিরাট জলাশয় এখানেই মশা, মাছি সমস্ত কিছুর আস্তানা। এটাকে রিফুট না করে আপনারা ছামনুতে পোস্টার করছেন জলই হচ্ছে মশার জন্মস্থল, এই সব লেখার কি অর্থ আছে? তারপরে জি বি হাসপাতাল এমন খারাপ না এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব ভাল। এখানে যখন সুপার স্পেশালিটি ব্লক চালু হয়েছে এখন আরও ভাল হবে আশা করা যায়। কিন্তু একটু অসুস্থ হলেই কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে রেফার করা হয়। এস এস কে এম হাসপাতাল আমাদের জি বি হাসপাতাল থেকে অনেক বাজে সেখানে কেন রেফার করা

হবে? যদি রেফার করতে হয় অন্য ভাল জায়গায় করা যেতে পারে। যেমন গৌহাটি আছে, শিলচর মেডিক্যাল আছে সেখানে হবে না নর্মসে পড়ে না ঐখানে করা যাবে না। আমাদের উত্তর ত্রিপুরা, ধলাইর মানুষ সবাই সেখানে যায় হয় গৌহাটি নয় শিলচর। কারণ, তাদের কাছে সেখানে যোগাযোগ খুবই সহজ। এই নর্মসটা কেন পরিবর্তন করবেন না?

তারপরে আমাদের অর্থমন্ত্রী তথা পূর্তমন্ত্রী তিনি অত্যন্ত চালাক ব্যক্তি অসম্ভব চালাক বাজেট পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পি ডব্লিউ ডি'র সিডিউলড অব ওয়ার্ক এটা পেশ করতে হয়। কিন্তু তিনি গত পাঁচ/ছয় বছর একবারও করলেন না। আগামী দিন করবেন শেষ দিনে করবেন যাতে এটা নিয়ে আর আলোচনা হতে না পারে যাতে কেউ বুঝতে না পারে তিনি কি করছেন না করছেন। এটা মারাত্মক ব্যাপার এটা পরিবর্তন করুন।

এখানে আমার কাট মোশানের বাইবেও গোপালবাবু একটি এনেছেন ডিমান্ড নং-৩ এটাকে আমি সমর্থন করি। এখানে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য নেই। আশা করছি উনি শুনছেন মেজর হেড হচ্ছে-২০৭০, এটা হচ্ছে গেস্ট হাউস সম্পর্কে। ত্রিপুরা ভবন বিভিন্ন জায়গায় আছে। গৌহাটিতে একটি ত্রিপুরা ভবন আছে। সেখানে রেসিডেন্সিয়াল কমিশনার, ডেপুটি রেসিডেন্সিয়াল কমিশনার কোনটাই নেই। একজন পূর্ত দপ্তরের জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার হচ্ছেন লিয়াজু অফিসার যেন ত্রিপুরা রাজ্যে আর কোন অফিসার নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে সাংঘাতিক অফিসারের আকাল চলছে। একজন পূর্ত দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারকে সেখানে রাখতে হবে। আর এই অফিসার এমন আমার ছেলে সেখানে পরীক্ষা দেবে আমি উনাকে চিঠি দিলাম টেলিফোনও করেছি যে ত্রিপুরা ভবনে জায়গা হবে কিনা? উনি বললেন জায়গা হবে না। যদিও বিষয়টি আমি আর একবার উল্লেখ করেছিলাম। বললাম যে কিভাবে হবে? বলল যে দেখা যাবে। তারপর কেশববাবু'কে দিয়ে একটি চিঠি দিলাম। তারপর বলল যে মন্ত্রীর কথায় জায়গা দেওয়া হয় না। কি সাংঘাতিক কথা এম এল-এব কথায় দেবে না মন্ত্রীর কথায় দেবে না, তাহলে কার কথায় উনি দেবেন? গত ডিসেম্বর মাসে আমার একটা প্রোগ্রাম ছিল। সরকারী প্রোগ্রাম। সেখানে এ ডি সি'র ব্যাপারে গৌহাটিতে আমাকে থাকতে হবে। রাস্তা থেকে টেলিফোন করে বললাম যে আমরা আসছি আমাকে ত্রিপুরা ভবনে থাকতে হবে, তিনি বললেন যে জায়গা নেই। কি সাংঘাতিক ব্যাপাব আমি তো সেখানে বেড়াতে যাই নি, আমি সরকারী প্রোগ্রামে গেছি। এই ব্যাপারে প্রাইয়র ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। এটা শুধু আমার বেলায় নয় প্রত্যেকের সঙ্গে এই রকম করা হয়।

তারপর দিল্লিতে রিনোভেশন এটা নতুন সাজাবে তার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। কোথায় যে টাকা খরচ করা হলো অনেকে সেখানে যান, বাদলবাবু সপ্তাহে একবার যান আপনিই বলুন না কি কি নতুন করে করা হয়েছে? সেখানে. কোন কিছু ইনস্টেলেশন করা হয়েছে কি, কোন কিছু পাল্টানো হয়েছে কি, না সেখানে এয়ার কন্ডিশন লাগানো হয়েছে, কোন কিছুই করা হয়নি। তাহলে ১৫ লক্ষ টাকা কোথায় গেল। সল্টলেকে একটা বাড়ী হয়েছে মিঃ পোদ্দার সেখানে একটা বাড়ী তৈরী করেছে সেখানে। এই পোদ্দার আগে এক নাম্বার কংগ্রেসী ছিলেন। বীরজিতের ছায়া হিসাবে থাকত। জোত সরকারের সময় তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আবার তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসা হল। আবার কি কি করে আবার সেখানে পাঠানো হল। এখন তাকে বলে দেওয়া হলো ৫ম বামফ্রন্ট সরকার আসার পর বিরোধী যদি আসে তাদের এখানে জায়গা দেবে না। একজন টি সি এস অফিসার এই ভাবে কথাবার্তা বলতে পারে না কি, এই রকমের আচরণ করতে পারে না কি। এখানে বিরোধী এবং সরকার পক্ষ কোন কিছু নাই আমরা সকলেই নির্বাচিত। আমাদের সকলের মর্জাদা এক। সেখানে মন্ত্রীদের মর্যাদা আলাদা। মন্ত্রীরা সেই রকম সার্ভিস পাবেন। আমাদের যে প্রাপ্য অরক্ষা কেন পাব না। না এটা দেওয়া যাবে না। তারপরে চানক্যপুরীতে একটা নতুন বাড়ী হয়েছে। সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। আমি সেখানে দিল্লিতে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম। সেখানে নিয়ে বলা হল যে স্যার, স্যার এখানে তো কারেন্ট নেই। খাবার কোন ব্যবস্থা নেই। সব ওখানে গিয়ে আমাকে খেতে হবে। পুরান বাড়ীতে গিয়ে খেতে হবে। নতুন বাড়ীতে থাকতে হবে অন্ধকারে। দিল্লির মত এত গরম জায়গায় ইলেকট্রিক ছাড়া থাকা ভাবা যায়। সুতরাং আমি চলে যাব

কালী বাড়ীতে বলার পর আমাকে পুরান বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। আমি অভিযোগ করছি না। আমি ইচ্ছা করলে তার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আনতে পারতাম। প্রিভিলেজ না এনে এটা আপনাদের দৃষ্টিতে আনলাম। আজকে আপনারা পজিশনে আছেন। অপজিশনে গেলে কিভাবে হেরেজ হতে হয়। এই বিধানসভাতে আমাদের উপস্থিতি চান না। আপনারা নন এই বিধানসভায় যারা এডমিনিস্ট্রেশনে আছেন তারা আমাদের উপস্থিতি চান না। আমি একজন সাবজেক্টকমিটি মেম্বার। গত ১৯ তারিখ ১০টা সময় মিটিং। আমি ১০.৩০ মিঃ টেলিফোন করলাম নাথকে তিনি বলেন কি এখনো ড্রাইভার আসে নি কি করা যায়। তারপর ১১টা সময় গাড়ী পাঠানো হল। গত পরশু চার দিন মিটিং এর লাস্ট ডিসিশন নেওয়া হবে ১১টায় মিটিং ১১-৩০ মিঃ গাড়ী পাঠানো হল। ততক্ষণ মিটিং শেষ হওয়াব পথে। তাহলে কেন আমি সেখানে যাব। আমাদের সবাইকে গাড়ী পাঠানো হয়। পজিশন-অপজিশন সবাইকে। আমাদের কপালে জোতে যত ভাঙ্গা গাড়ী। আগের দিনের গাড়ী এতে আমার পক্ষে উঠা আর নামা ভয়ঙ্কর কষ্ট। আর এটা স্টার্ট দিলে থামে না, থামলে আর স্টার্ট দেয় না।

এক নং এম এল এ হোস্টেলে যারা থাকে সেখানে যেতে মানা আছে। সেখানে উচা উচা গাড়ী যেমন জীপ এইগুলি ছাড়া যেতে পারে না।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য, আপনার কাট মোশানের উপর আলোচনার সময় তো চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে এটা তো বলেছেন।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—** অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি এটা শুনুন। কিন্তু এই ভাবে এক চক্ষু হরিণের মত ব্যবহার করা এটা দুরভাগ্যজনক। যেন আমাদের কোন পারফরমেন্স নাই। যেন আমাদের কোন দরকার নেই বিধানসভাতে। আসলে আস না আসলে নাই, এই রকম ব্যাপার। এটা কোন ধরনের ব্যবহার ? এটা কি ? কাজেই আমি রিড্রেশাল দাবী করে এবং সমস্ত কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য কাজল দাস মহোদয়।

**শ্রী কাজলচন্দ্র দাস ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার আনিত কাট মোশান এবং বিরোধীদের আনিত সমস্ত কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি এখানে যে কাট মোশানটা এনেছি সেটা ফ্রিডম ফাইটারের ব্যাপারে। এখানে ডিমান্ড নং হচ্ছে-১৮, মেজব হেড-২২৩৫। এটা স্যার আপনি জানেন যাদের রক্তের বিনিময়ে আজকে আমরা বিধানসভাতে এসেছি। এই ভারতবর্ষের সংবিধান তৈরী হয়েছে। আজকে তারা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এত কম পরিমাণ টাকা তারা পেনশান পাচ্ছেন, সেই টাকা দিয়ে তাদের সংসাব চলা তো দূরের কথা একজন অকৃতদারও বেঁচে থাকতে পারে না। আমার এখানে এই রকম একজন ফ্রিডম ফাইটার আছে উনার নাম ভানু চৌধুরী। অকৃতদ্বার উনার সন্তানাদি নেই। উনি যে পেনশান পান সেই পেনশানের টাকা দিয়ে উনার চিকিৎসাও হয়না। অথচ গতবার আমাদের এই দপ্তরে ৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এবার ধরা হয়েছে ১৪.৬৪ লক্ষ। আমি এখানে বলেছি রিডিয়োস করার জন্য। এখানে টাকাটা তিন গুণ বেড়ে গেছে কিন্তু এদের পেনশান বাড়েনি। তাদের কল্যাণে কিন্তু আজকে আমরা বিধানসভায় বসে আছি। এই ট্রেজারি বেঞ্চে যারা রঁয়েছে, তারা একদিন এই স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল। ব্রিটিশের দালালি করে আজকে ক্ষমতায় বসে তাদের জন্য কোন চিন্তা করছে না। তাদের পেনশান ভাতা বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছে না। আজকে আমি এই জন্য এখানে কাট মোশান এনেছি, আজকে যদি এদের জন্য চিন্তা করে যাদের রক্তের বিনিময়ে আজকে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, সাংবিধানিক অধিকার পেয়েছি, তাদের পেনশানটা বাড়ানোর জন্য যদি তারা চেষ্টা করে এবং কথা দেয় তাহলে আমি আমার এই কাট মোশান আমি তুলে নেব। তাই আমার দাবী যেহেতু এখানে বাজেট তিন গুণ বেড়েছে তাই তাদের ফেমিলি পেনশান বাড়ানো হউক। তাদের পেনশান বাড়ানো হউক। তারা যাতে অন্তত একবেলা ভাত খেতে পারে। তারা তাদের চিকিৎসা করতে পারে।

দ্বিতীয় আমার কাট মোশান হচ্ছে ডিমান্ড নং-২৭, মেজর হেড নং-২৪০১। এখানে কৃষি দপ্তর। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের সবাই চিৎকার করে বলে ২০১০ ইং সালের মধ্যে আমাদের এই রাজ্যে কৃষি বিপ্লব হবে। আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাব। কৃষিতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। সারা রাজ্যে আমাদের কৃষকরা উন্নত ধানের ফসল বুনবে। হাইব্রীড চাষ করবে। উন্নত মানের ফসল ফলিয়ে এর স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি স্যার, এই যে কীটনাশক ঔষধ সেটাকেও প্রাইভেটাইজেশান করে দিয়েছে। যারা আজকে মুখে বড় বড় কথা বলে তারা আজকে সেটাকে প্রাইভেটাইজেশান করে দেওয়ার ফলে আজকে বাজারে কীটনাশক ঔষধ তিন গুণ/চার গুণমূল্য দিয়ে কিনতে হয়। আজকে সেই জন্য যে বাজেটটা ধরা হয়েছে এটা কাদের স্বার্থে? এখানে ৮ লক্ষ টাকা সাবসিডি ধরা হয়েছে। এখানে ২০১০ ইং সালের মধ্যে কৃষকরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এই যে চিন্তা আমরা করছি অথচ বাজেটে দেখা যাচ্ছে কীটনাশক ঔষধের জন্য মাত্র ৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এবং তাও প্রাইভেটাইজেশান করে বিভিন্ন লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। আমরা কিছুদিন আগেও দেখেছি করিমগঞ্জে ট্রাক ভর্ত্তি সার ধরা পড়েছে। এখানে থেকে সমস্ত কীটনাশক ঔষধ প্রাইভেটাইজেশানের মাধ্যমে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। তাহলে আজকে আমাদের রাজ্যের কৃষকরা কিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

আজকে আমি ডিপার্টমেন্টের মিনিষ্টারের কাছে দাবী করবো প্রাইভেটাইজেশনটাকে উঠিয়ে দিয়ে যদি কীটনাশক ঔষধগুলি গভর্নমেন্টের মাধ্যমে সাপ্লাই দেয়া যায় এবং সময় মতো যাতে ঔষধ পায় সেই ব্যবস্থাটা যদি করেন তাহলে আমি আমার কাট মোশানটি তুলে নেব। আমি আশা করি এই রাজ্যে কৃষকদের স্বার্থে আজকে এই ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরা এটাকে সমর্থন করবেন। আমরা বক্তব্য আমি দীর্ঘায়িত করতে চাই না। এখানে বলেছেন গোপালবাবু জি বি হসপিটালের মেডিসিন সম্পর্কে। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি আমাদের কল্যাণপুরে হাসপাতালের অবস্থা যা চলছে তা কল্পনার বাইরে। এখানে দুইজন ডাক্তার। একজন ডাক্তারকে সকালে পেলে বিকালে পাওয়া যায় না। একটা এক্সরে মেশিন চালু হয়েছিল। প্রাক্তন মন্ত্রী কেশববাবু আমলে তাও সেক্রেটারীর মাধ্যমে এবং ৭ মাস পরে এটা ওপেনিং করা হয়েছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে বলব, এই রাজ্যের মানুষের চিকিৎসার জন্য যেখানে কোটি কোটি টাকার বাজেট ধরা হয়েছে তাদের ন্যূনতম ঔষুধটুকু যদি না পাওয়া যায় হাসপাতালে তাহলে কি অবস্থা। সেখানে কোন মেডিসিন পাওয়া যায় না। সেখানে ইনচার্জ ডঃ বর্মণ উনাকে আমি বহুবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত করেছি। উনি বলছেন যাবেন, দেখবেন এবং ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু এখানকার মাননীয় সদস্য সমীরবাবু উনাকে ডেপুটেশানের নাম দিয়ে খোয়াই নিয়ে চলে গেছেন এরপরে আমি সি এম ও থেকে শুরু করে সবার সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু এরপরেও তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন করব, এই কল্যাণপুরের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য গরীব মানুষের সুচিকিৎসার সুব্যবস্থা করার জন্য এখান থেকে যে ডাক্তারকে ডেপুটেশনে নেওয়া হয়েছে খোয়াই ডঃ বর্মণকে অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে এনে সেখানকার হাসপাতালের ঔষধের ব্যবস্থা করতে এবং সেখানে যাতে এক্সরে মেশিন চালুর ব্যবস্থা করে তাহলে আমার মনে হয় এই কাট মোশানে আসার কোন মানে হয় না। সেখানে বাজেটে আরও টাকা নেওয়া হোক এটাকে আমরা সমর্থন করি। সমস্ত বিরোধী দল কর্ত্তৃক আনিত কাট মোশানকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি শেষ করতে যাচ্ছি এর আগে আমি শুধু বলতে চাই পুলিশ দপ্তর থেকে পুলিশকে মর্ডানাইজেশনের নামে বছরে কোটি কোটি টাকা আনা হয় কিন্তু তার রেজাল্টআমরা কি পাচ্ছি? এস পি ও'র হাতে কি দেয় এস এল আর, কিন্তু এটা কিভাবে চালাবে সে এটা জানে না। ওদেরকে ট্রেনিং দেওয়ানো হচ্ছে না, না দিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে। আরাও চাই উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধানে মর্ডানাইজেশন হোক এবং এটাকে সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এটা না করে হাতে অস্ত্র দিয়ে দিলাম অস্ত্র চালাতে পারল না। এটা তো হল না? মর্ডানাইজেশানের নামে টাকা নিলাম সেই জন্য আমি উনাকে বলব প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে উগ্রপন্থীর সমস্যা যেখানে আছে পুলিশের মর্ডানাইজেশান হবে সেটাকে আমরা সমর্থন করি। কিন্তু এই

অনর্থক অর্থ অপচয় করে শুধু অস্ত্র কিনলাম কিভাবে চালাতে হবে সেটা জানলাম না তাহলে হবে না। এম টি পুলের গাড়ী ভাড়ার নামে স্যার, এখানে কোটি কোটি টাকা অপচয় করা হচ্ছে কারা গাড়ী চড়ছে মার্কিস্ট কমিউনিস্ট বন্ধুরা মিটিং করতে যাবে সেখানে পুলিশের গাড়ী ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে যারা জন প্রতিনিধি তারা কোন সিকিউরিটি পাচ্ছে না। যারা জন প্রতিনিধি নয় তাদের জন্য গাড়ী দেওয়া হচ্ছে। আমার কল্যাণপুরে একদিন বামফ্রন্টের বন্ধুরা আওয়াজ তুলেছিল ভোটে যিনি জিতে সুবোধ দাস গাড়ী চড়ে আশু দাস আজকে আমার কল্যাণপুরে গিয়ে দেখুন মাখন লাল দুটো গাড়ী নিয়ে বেড়াচ্ছে পুলিশের গাড়ী নিয়ে। এই ধরনের অপচয় করার জন্য যদি এম টি পুলের গাড়ী ভাড়া নেওয়া হয় তাহলে কি এটা আমরা সমর্থন করতে পারি? এম টি পুলের গাড়ী ভাড়া শুধু পুলিশের স্বার্থে জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে এম টি পুলের গাড়ী ভাড়া নেওয়া হোক তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। এটা যাতে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় জনসাধারণের কাজে আনা হয় সেটাকে মডিফিকেশান করে বাজেটের সমস্ত টাকা যাতে মানুষের স্বার্থে ব্যবস্থা করা হয়, আশা করি ট্রেজারী বেঞ্চের সকলে সমর্থন করবে এই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য বিজয় কুমার রাংখল।

**শ্রী বিজয়কুমার রাংখল ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশান তিনটা আছে, হাউসিং, আরবান, ফিসারী এবং আরবান ডেভলাপমেন্ট। আরবান হাউসিং এবং আরবান ডেভলাপমেন্টের ব্যাপারে। আমি তো শহরে খুব কম থাকি স্যার, কিন্তু যখন শহরে আসি তখন আমি দেখতে পাই যে প্রপার বলতে প্ল্যান খুব কম। মেলারমাঠের দক্ষিণে এক বন্ধুর ঘরে গিয়েছিলাম। জলের টেপ বন্ধ হয়ে গেছে জল আসছে না। তখন খুলতে খুলতে দেখলাম একটা ইঁদুর আসল। তখন আলোচনা করলাম যে শহরের মেক্সিমাম পাইপগুলির বিভিন্ন জায়গায় লিক আছে। পাইপগুলি যেখানে যুক্ত করা আছে এগুলিতে লিক আছে। সেইগুলি দিয়ে ড্রেনের নোংরা জল ঢুকছে এবং তা বের হচ্ছে নিশ্চয়ই আনহাইজেনিক। কাজেই আরবান ডেভলাপমেন্ট, আমি আরবান ডেভলাপমেন্টের লোক নই আমি গ্রামের ছেলে কিন্তু আমাদের শহরে আসতেই হয়। শহরে আসলে পরে এই সব ভেজাল দেখে আমাদের ভয় লাগে। আমরা যে জল খাব এটাও একটা ভয়ের কারণ। এই জল দিয়ে স্নান করলে শরীরে ঘাঁ হতে পারে। এই পাইপ লাইনে কেঁচো এবং টিকটিকিও পাওয়া যায়। স্যার, আরবানে আমাদের অনেক প্ল্যান বাকি আছে। মেইন প্ল্যানে, যেগুলি আমাদের অনারেবল ফিনান্স মিনিষ্টার প্লেইস করলেন আমার মনে হয় এইগুলিতে অনেক সর্ট কামিং আছে এখানে এমেন্ডমেন্ট প্রয়োজন আছে। এই সব কাজ করা হবে না কিন্তু এইসব কাজেও ড্রেন পরিস্কার নিশ্চয়ই এই বাজেটেও আছে। কিন্তু এটা প্রত্যেক বছর হয় না যখন দুর্যোগ আসে তখনই হয়। তারপরে ফিসারীর ব্যাপারে করমছড়াতে এবং আভাঙ্গাতে আমরা আসা-যাওয়া করি। সময় সময় লোকজনের সাথে দেখাশুনা হয় এবং আলাপ করি যে এই ফিসারীর প্রসপেক্ট কি? ফিসারীতে তাদের কর্মচারী আছেন কিন্তু কোন একটিভিটিস নেই। অনেক সময় আমরা জিজ্ঞাসা করি যারা ফিসারীতে ইন্টারেসটেড কিন্তু সেখানে কোনরকম হাইব্রীর্ড হোক, ভাল চারা হোক আমরা পাই না। ধুমাছড়াতে প্রায় ৫০টি ভাল লেইক আছে এবং অনেকে এই লেইকের উপরে নির্ভর করে এবং মার্কেটিংও ভাল। আজকে সকালে আমাদের ফিসারী মিনিষ্টার বললেন যে, মাছের অনেক শর্ট আছে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মাছের উপরই আমরা নির্ভর করি। তা যদি হয় আমার মনে হয় ফিসারী ডিপার্টমেন্ট যদি এইগুলি রিভিউ করে লেইকগুলিতে মাছের চাষের জন্য যদি আরো কিছু সাহায্য দেওয়া যায় সরকার থেকে তাহলে পরে ভাল হয়। ধুমাছড়াতে প্রায় ১০-১২ জন বেকার তারা ফিসারীর উপরে নির্ভর করে আছে কিন্তু তারা কোন সরকারী সাহায্য পাচ্ছে না। কাজেই, আমি অনুরোধ রাখব আমাদের ফিসারী ডিপার্টমেন্টও যাতে এইসব লক্ষ্য করে যে যেখানে নেচারেল লেইক আছে এবং যারা ইন্টারেসটেড এবং যারা নিজেরা লেইক তৈরী করে ফিসারীর উপরে নির্ভর করে আছে নিশ্চয়ই তাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই যদি এই সব এক্সপ্লোর না হয় নেচারেল রিসোর্স আছে এটা যদি এক্সপ্লোর না হয় তাহলে আমার মনে হয় বাজেট করা ঠিক নয় এখানে এমেন্ডমেন্ট প্রয়োজন আছে কিছুটা সংশোধনের

প্রয়োজন আছে। এইগুলি নিশ্চয়ই ইনক্লোড করা আছে কিন্তু এইসব কোন দিন হয়নি। কাজেই, আমার অনুরোধ আপনার মাধ্যমে বেকারের স্বার্থে চাকুরীতে পাবে না ফিসারীর মাধ্যমে যদি তার ইকোনমিক রিহেবিলিটেশান সে করতে চায় তাকে কেন সুযোগ দেওয়া হবে না। শুধু ধুমাছড়াতেই নয় ত্রিপুরার এই রকম অনেক জায়গা আছে যেখানে অনেক প্রটেনসিয়েলিটি আছে তারা ফিসারী করবে এবং তাদের মার্কেটও আছে যেখানে বিক্রির করতে পারে। আমাদের যে কাট মোশান বিরোধী সদস্যরা এনেছি এই কাট মোশানগুলিকে আমি সমর্থন করি এবং যেটা মেইন গ্রান্ড ডিমান্ড করা হল এটাতে যদি কিছু এমেন্ডমেন্ট করা না হয় আমি এটা অপোজড করি যদি এইসব পুনর্বার রিভিউ করা হয় নিশ্চয়ই আমরা সাপোর্ট করব এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী অনিমেষ দেববর্মা মহোদয়। ১০ মিনিট।

**শ্রী অনিমেষ দেববর্মা ঃ—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বারের যে বাজেট এই বাজেটে দেখলাম যে ত্রিপুরা ভবনের নামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে আমাদের ত্রিপুরা ভবন আছে এবং সেই ত্রিপুরা ভবন পরিচালনার জন্য খরচ দেখানো হয়েছে তাতে একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে যে ত্রিপুরা ভবন করার পেছনে বিভিন্ন কারণ আছে। যেমন দিল্লিতে আমাদের একটা ত্রিপুরা ভবন আছে কেন আছে কারণ দিল্লি ভারতবর্ষের রাজধানী। আমরা কেন চেন্নাই-এ একটা ত্রিপুরা ভবন খোললাম তার পেছনেও একটা কারণ আছে। যদি কেউ মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য যায় সেখানে থাকতে পারে। সেই কারণে হয়তো বা গৌহাটির মতো শহরেও আমাদের ত্রিপুরা ভবন আছে। আজকে আমরা জানি যে শিলং-এর মতো জায়গায় আমাদের ত্রিপুরার অনেক স্টুডেন্ট পড়াশুনা করছে এবং এখানকার মানুষ পর্যটক হিসাবে শিলং এর মত জায়গায় একটা কিছু দেখার ইচ্ছা আছে তাদের কিছু থাকার জায়গার অভাবে তারা যেতে পারছে না। শুধু তা না শিলং-এর মত শহর যেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তেও মানুষ বলে থাকে যে এটা ভারতবর্ষের সুইজারল্যান্ড। সেই জায়গার ভারতবর্ষেব কেন বিদেশের পর্যটকরাও এসে শিলং দেখে যাচ্ছে এবং শুধু তাই নয় শিলং-এর মত শহরে পড়াশুনার জন্য যে ফ্যাসেলিটিজ একটা ছোট্ট শহরের মধ্যে পড়াশুনার যে কতগুলি ইনফাস্ট্রাকচার আছে এটা ইন্ডিয়ার আর্ম ফোর্সের যে এস্ট্রাব্লিজমেন্ট আছে তাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি সেখানে সত্যি দিস ইজ দি মোস্ট কনভিউসিপ্রেস ফর কোয়ালিটি এডুকেশান। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় যদি আমরা দেখি তাহলে আমার মনে হয় লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা ত্রিপুরা ভবনের নামে খরচ করছি সেখানে কেন শিলং এর মত জায়গায় আমরা খরচ করতে পারব না। সেই কারণে আমি একটা কাট মোশান এনেছি যে এই ধরনের উদ্যোগ ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমে যদি না নেওয়া হয় তাহলে এই যে বাজেট এই বাজেট আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং এই যে টাকা আমরা বাজেটে এনেছি এটা রিডাকশন হোক। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয়, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলগুলিতে বেসিক্যালি আমার যতটুকু ধারণা জেল ইজ এ প্লেইস রেইজ ফর হিউম্যান বিং যারা এরেসটেড ইউ কেন হেভ স্যম কাইন্ড অব রিপেডেন্টস রিফরমেশান অব লাইফ। কিন্তু ত্রিপুরার জেলগুলিতে এভাবে মেনটেইন করা হচ্ছে যার দরুণ ইট হেজ রিজালটেড হাঙ্গার স্টাইক হিউম্যানস বেক ইন খোয়াই জেল। খবর পেয়েছি কংগ্রেসের কিছু নেতা এরেস্ট হয়েছিলেন খোয়াই মহকুমার শাসকের অফিসে ডেপুটেশান দিতে গিয়ে কিছু একটা ঘটনা হয়েছে। যারা ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তাদের থেকে আমরা জানতে পারলাম যে জেলের মধ্যে সাধারণ মানুষ যারা এরেসটেড তাদের মধ্যে তো সবাই ক্রিমিন্যাল না। দেয়ার আর পিপল দেয়ার আন্ডার ট্রায়েল। সমস্ত লোকগুলি থাকার মত জায়গা যে বেড ফ্যাসেলিটিজ সেই ফ্যাসেলিটিজ নেই। না আছে ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা না আছে সুস্থ ব্যক্তি যিনি আন্ডার ট্রায়েলে আছেন পড়াশুনার জন্য কোন একটা ফ্যাসেলিটি নেই। একজনের জন্য যে বেড তৈরী হয়েছে সেখানে তিন/চার জনকে এক সঙ্গে ঘুমাতে হচ্ছে। এই সমস্ত জিনিস দেখে আমরা যে মর্ডানাইজেশান অব জেল যে হেডে আমরা কাট মোশান এনেছি এটাকে আমরা কিভাবে সমর্থন করি। এছাড়া আরও লক্ষণীয় বিষয় যে আমাদের ত্রিপুরার যে জেল কর্মীরা আছেন জানি না তাদের কোন হিউম্যান রাইটস্, বায়োলেশান সংক্রান্ত কোন ট্রেনিং হচ্ছে কিনা আমার মনে হয়

ওদের প্রত্যেককে যদি হিউম্যান রাইটস বায়োলেশান সংক্রান্ত ট্রেনিং এর যদি ব্যবস্থা করা যায় তাহলে হয়তো এই ধরনের ঘটনা কিছুটা এড়ানো সম্ভব বলে আমি মনে করি।

ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন জেলের মধ্যে তিহার নামে একটা জেল আছে। আমরা জেনেছি এখানে গিয়ে অনেকে রিফর্ম অনেকে হয়েছে সেই সমস্ত জিনিসকে দেখানো বা ভায়োলেন্স সংক্রান্ত পরিকাঠামোগুলিকেও রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। আমাদের রাজ্যের কারাগারে কিছু কর্তৃপক্ষরা আছেন উনারা যানেন সেখানে কি করে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। সেই কারণে দপ্তরের যে বাজেট দেখিয়েছেন তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না ব্যক্তিগতভাবে। আরও একটি বিষয়ে কাট মোশান রয়েছে, সেটি হল রোড সেফটিং ব্যাপারে। ত্রিপুরা রাজ্য পাহাড়ী অঞ্চল একটা ভাল রাস্তা তৈরী করা অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। একটা টেকনিক্যাল ব্যক্তি সেটার উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমার ভারতবর্ষে একটি ন্যাশনাল স্টেনডার্ড হাইওয়ে আছে। ট্রাফিক সিগন্যাল অথবা কন্ট্রোল রুম দেখেই যেতে হয় দৈনন্দিন। এছাড়া তো কয়েকটি ছোটখাটো জিনিস এক্সিডেন্ট তো আছেই। যে জিনিসগুলি করলে পরে ছোটখাটো এক্সিডেন্ট এরানো সম্ভব ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যে সড়ক নির্মাণের কাজে ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেম দেখা যায় নি। ওয়াটার ড্রেনিজ না থাকার দরুন ড্রেনেজেস অব দি রোড এক/দুই বছরের মধ্যে রোড খারাপ দেখা দেয়। কাজেই, সেই সব অসুবিধাগুলিকে বন্ধ করার জন্যই কতগুলি টেকনিক্যাল প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই সব টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলি যদি জরুরী করা হয় তাহলে ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এর দ্বিগুণ অর্থ দাবী করে তাহলে আমরা সমর্থন করতেআপত্তি নেই, আমরা সমর্থন করতে পারি। কিন্তু এ ছোটখাটো জিনিসগুলি না দেখলে কি করে এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি। সেই সঙ্গে রয়েছে বাজেটের কাট মোশান, বাজেটকে কমানো হোক। ত্রিপুরার রাস্তাঘাটগুলি বিশেষ করে উন্নত করা উচিত। টাকারজলা বিবি হাতি অঞ্চলে সফর করতে গিয়ে আমি দেখলাম রাস্তাগুলির অবস্থা ল্যাভেলিং অব দি রোড বা রাস্তা বেঁকে আছে। দেখলে মনে হবে না যে আপনি কলকাতার জিমলি পার্কে হর্স লাইটিং এসেছেন। সেখানে রাস্তার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে সেখানে রাস্তার ন্যাশনাল স্টেনডার্ড-এ কেন হচ্ছে না। ল্যাভেলিং কেন হচ্ছে না সেখানে এটা হওয়া উচিত। অন্য দিকে চলছে দুর্গম অঞ্চলে ডেভলাপিং ওয়ার্ক উগ্রপন্থীর কারণে করা হচ্ছে না। তাহলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমার যে টাকা খরচ হওয়ার কথা ছিল সেই টাকা লকাবে অব্যয়িত আকারে থাকা উচিত। খোয়াই ব্লকে গিয়ে দেখলাম সমস্ত কিছু কাজ চলছে এভেরিথিং সাবমিট ইন পেপারস। এইভাবে আর কতদিন বাজেটের পর বাজেট তৈরী করে যাবো আর কাট মোশান আনবেন বিরোধী সদস্যরা বক বক করবেন। পত্র-পত্রিকায় উঠবে ভাল বক্তব্য রেখেছেন আমার মনে হয় শুধু সড়ক ব্যবস্থা কেন শাসন ব্যবস্থাই এইভাবে সম্ভব নয়। আর যেহেতু বিরোধী সদস্য দলের আমাদের বলার কোন কিছু নেই। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সেটা হল ক্রিমিনাল ইন ইনভেস্টিগেশানের উপর ১০ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা কেন্দ্রের কাছে দাবী আছে। আমার ত্রিপুরার মন্ত্রী বিমল সিন্‌হা মারা যাওয়ার পর কেন কোন ইনভেস্টিগেশান হয়েছে কিনা? আর ইনভেস্টিগেশান হয়ে থাকলে কোন ব্যক্তির সাজা, শাস্তি হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

এই আগরতলা শহরের বুকে সুখরাম দেববর্মা খুন হয়ে গেলেন তখন অবশ্য আমি আগরতলায় ছিলাম না। তিনি এস ডি ও ছিলেন। ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশান ডিপার্মমেন্ট ডেফিনেটলি সেই বিষয়ে একটা ইনভেস্টমেন্ট করেছেন। কিন্তু কোন ব্যক্তির পানিসমেন্ট হয়েছে কিনা সেটা শোনা যায় নি। আমি শুনেছি আগরতলা শহরের বুকেও একজন এম এল এ খুন হয়েছেন। এই ভাবে একটা ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশান ব্রাঞ্চ খোলে লক্ষ লক্ষ টাকা সেলারি এবং সমস্ত ফ্যাসেলিটি দিয়ে সেটা যদি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য মিনিং ফুল না হয় তাহলে এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য কি কাজে লাগবে। সে দিন মোহরছড়া এবং যজ্ঞেশ্বরে যে ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য তো ইনভেস্টিগেশান ডিপার্টমেন্টের একটা ভূমিকা থাকা উচিত ছিল কিন্তু তার ইনভেস্টিগেশান করে কিছু হয়েছে কি? কিছুই হয়নি। এইভাবে চলছে লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা। সুতরাং এইগুলি ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বারা সমর্থন যোগ্য নয়। যদি তার চেয়ে কিছু ভাল কাজ দেখতে পাই

তখন তার চেয়ে বেশী টাকা যদি আপনারা চান আমরা রাজি আছি আপনাদের সঙ্গে। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি যখন বাজেট হয় সেই রাজ্যের আয়তন এবং জনসংখ্যার অনুপাতে টাকা বরাদ্ধ হয়। তাহলে ১০ লক্ষ উপজাতির জন্য এখানে বরাদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের মুখে আমরা শু নতেপারলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থীরা নাকি কিছুটা রোজগারের অভাবে, চাকুরী সংস্থানের অভাবে এবং কাজকর্মের সংস্থানের অভাবের জন্যই নাকি উগ্রপন্থী সৃষ্টি হয়েছে এবং এটাই নাকি মুখ্য কারণ। সেটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এই বাজেটে এমন কিছু দেখলাম না। যেখানে অনেক এস টি ভ্যাকেন্সি আছে সেগুলি ফিল-আপ করা যায় এবং তা করলে পরেই বুঝা যাবে উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যদি সেটাই করেন। আর যদি উন্নয়ন বা চাকুরীর জন্য উগ্রপন্থীর সৃষ্টি হয় তাহলে এই রাজ্যের এস সি এবং ও বি সি সম্পর্কে আজকে বক্তব্য শুনলাম ওরাও বসে থাকবে না। ওরাও আর একটা দল তৈরী করে নেমে যাবে শহরে বা জঙ্গলে কোথাও দিস ইজ দি মেইন পয়েন্ট। এই ছোটখাটো পয়েন্ট এইগুলি যদি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা না হয় তাহলে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের সুশাসন ব্যবস্থা এবং আমাদের প্রত্যেকের রাজনীতি করা এই অগ্নিগর্ভ ত্রিপুরায় এটা অসম্ভব হয়ে যাবে। সুতরাং আমার বিশ্বাস আমাদের এই কাট মোশানস্গুলি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এবং ট্রেজারী বেঞ্চের পক্ষ থেকে সমর্থিত হবে এবং যারা কাট মোশানস্ এনেছেন তাদের প্রত্যেককেই আমি সমর্থন জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী রাজেশ্বর দেববর্মা।

**শ্রী রাজেশ্বর দেববর্মা ঃ—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের আনিত কাট মোশানস্গুলিকে সমর্থন করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্যে যে সেন্সাসের কাজ হচ্ছে এটা সঠিকভাবে বা সিস্টেম অনুযায়ী হচ্ছে না। কাজেই রাজ্যের যে লোক সংখ্যা সেটা রিয়েল পিকচারে আমরা পাই নি। যেমন টাকারজলা এলাকায় সেন্সাস করার জন্য যারা এনলিটমেন্টে যায় তাদের কিন্তু হোম টু হোম গিয়ে এনডোরমেন্ট করার কথা ছিল। কিন্তু তারা একটা বাড়ীতে বসেই সমস্ত কাজ করে সেন্সাস রিপোর্ট সাবমিট করছেন কন্সার্ন ডিপার্টমেন্টের কাছে। এই ভাবে যদি সেন্সাস করে থাকেন তাহলে একচুয়্যাল ফিগার কোন দিন যদি কোন আদমসুমারী হয় তাহলে রিয়েল লোক সংখ্যা পাওয়া যাবে না। কাজেই, সেন্সাস করতে গেলে কন্সার্ন ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্টকে সঠিক ইন্সস্ট্রাকশন দিতে হবে যে গ্রামে গিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে সেন্সাস করে সেই সেন্সাস রিপোর্ট কন্সার্ন ডিপার্টমেন্টকে দিতে হবে।

আজকে এখানে যে এক্সপেনডিচার বাজেটে যে বাজেট ধরা হয়েছে বাস্তব ক্ষেত্রে সেই কাজটা গ্রামগঞ্জে কিংবা সারা ত্রিপুরায় কোন সেন্সাস হয় না। এই বাজেট অর্থহীন। সুতরাং এই বাজেটকে রিডিউস করার জন্য আনিত যে কাট মোশান এটাকে বিবেচনা করার জন্য রাজ্যের শাসক দলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের রাজ্যের জন্য এই ব্যাপারে যে ফান্ড সেটা লোকসংখ্যা অনুপাতে করার কথা। রাজ্যের জনসংখ্যা ৩২ লাখ সামথিং হবে। প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের জনসংখ্যা এর চাইতে আরও বেশী হতে পারে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে টাকা চেয়েছেন সেই টাকা লোকসংখ্যার অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকার আপনাদের দিচ্ছে না। এই ব্যাপারটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। আমাদের রাজ্যে যারা সেন্সাসের কাজে নিয়োজিত আছেন তাদের সেন্সাসের উপর গুরুত্ব দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং প্রয়োজন। এই সেন্সাস একটা গ্লোবাল প্রব্লেম রিফিউজি। এই রিফিউজি সমস্যা শুধু ত্রিপুরাতে নয়, সারা পৃথিবীতে এটা ইন্টার ন্যাশনাল প্রব্লেম বা গ্লোবেল প্রব্লেম অফ রিফিউজি। স্যার, আমেরিকা, কানাডার মত জায়গায় তাদের যে সেন্সাসের মেথড, কিংবা সেন্সাস করার যে মেশিনারী আছে তারা গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সেন্সাস কোন গুরুত্ব না দিয়ে সেন্সাসের কাজ করছে। তাতে এই ব্যাপারে যে অর্থ, যে ফান্ড সেই ফান্ড মিসইউজ হচ্ছে এবং আমাদের উপর ওভারবার্ডেন হচ্ছে। কাজেই, আমি অনুরোধ করব শাসক দলের কাছে তারা যেন বাজেটের উপর বিবেচনা করে এইসব কাজগুলি করে থাকেন। আর একটা ব্যাপারে বলছি, যেমন এম টি পুলে যে গাড়ী আছে, সেই গাড়ী দিয়ে ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজ করতে পারছে না। তার জন্য

আরও বেশী করে গাড়ী হায়ার করে ডিপার্টমেন্টের কাজ পরিচালনা করতে হচ্ছে। তার জন্য বিরোধী কিংবা শাসক দলের ভি আই পি'রা বা লিডাররা যখন যেখানে যাবেন, তখন সে এস্কর্টের গাড়ী ব্যবহার করছে। সেই গাড়ীগুলি বাবদ যে টাকাগুলি আসছে সেই টাকাগুলি নয়-ছয় হচ্ছে। এখানে বলতে হয় এম পি পুলের টাকাকুলি মিস ইউজ হচ্ছে। দুর্নীতির বখড়া বলে আমরা আখ্যা দিতে পারি। প্রতি বৎসরেই আপনারা বাজেট করে থাকেন এবং বাজেট সেশানে তা পাশ হয়. এবং আপনারা টাকা পেয়ে থাকেন! কিন্তু এই টাকাগুলি সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না। আর বিরোধী দলের এম এল এ'রা বা ভি আই পি'রা যখন ট্যুরে যাবেন তখন যে এসকর্টের গাড়ী পাঠানো হচ্ছে সেই এসকর্টের গাড়ীগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের। এমন কি সেই গাড়ীগুলি যেখানে সেখানে বিকল হয়ে যেতে পারে। গাড়ীগুলির কন্ডিশন খুব খারাপ। অথচ এগুলির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। যে টাকাটা দিয়ে এগুলি না করে দপ্তরের গাড়ীগুলিকে ঠিক করিয়ে সেগুলিকে কাজে লাগানো যায়। তারপর যে পি পুলে যারা ডিপার্টমেন্টে আছে পুলিশ পার্সন্যারা তারা যখন এসকর্টিং করে যাবে আমাদেরকে এবং ভি আই পি'দেরকে তখন তাদের যে ইউনিফর্ম সেটা একটা দিয়ে তাদের হয় না। কারণ সেটা ধূলায় ময়লা হয়ে যায়। তাই তাদের এই ইউনিফর্মের জন্য আলাদাভাবে টাকা বরাদ্ধ করা দরকার। তাছাড়া একটা পোষাক দিয়ে এক মাস চালানো কারও পক্ষেই সম্ভব না। তাই আমি মনে করি এই ব্যাপারটা সরকারের একটু চিন্তায় রাখা দরকার এবং তাদের এই ইউনিফর্মের জন্য আলাদাভাবে টাকা বরাদ্ধ করা দরকার। কারণ দেখা যায়, রাজ্যের এই এম টি পুলের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কেন্দ্র থেকে আসছে, তো সে টাকাগুলি যাচ্ছে কোথায়? এটাই আমাদের প্রশ্ন। স্যার, এই সব কারণে আমি এই বাজেট বরাদ্ধকে সমর্থন করতে পারছি না এবং আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আনিত কাট মোশানগুলিকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারের বাজেট বরাদ্ধের উপর আমার পাঁচটা কাট মোশান আছে। ডিমান্ড নাম্বার-৪, মেজর হেড-২০১৫। ডিমান্ড নাম্বার-১০ এব মেজর হেড-২০৫৫ এবং মেজর হেড-২০৫৩। তারপর ডিমান্ড নাম্বার-২১ এর মেজর হেড-৪৪০৮, ডিমান্ড নাম্বার-২৬ এর মেজর হেড-২৪০৫।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— (ককবরক) ঃ—** আনি ৪ (চার) টি আঁংখা কাট মোশান তংগ' অবরগ ডিমান্ড নাম্বার তংগ' অব আঁংখা-ডিমান্ড নাম্বার-৪, মেজর হেড-২০৫৫, ডিমান্ড নাম্বার-১০, মেজর হেড-২০৫৩, ডিমান্ড নাম্বার-২১, মেজর হেড-৪৪০৮, ডিমান্ড নাম্বার-২৬, মেজর হেড-২৪০৫, মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আং পয়লা-ন' যারা চিনি বিরোধী দলনি তংনাইরগ বরগ যে, কাট মোশান তুবমানি অব ন সমর্থন খাইআঁই আং আনি কক চেংনাই। স্যার, ডিমান্ড নাম্বার-৪ অ' অ্যাসেম্বলি ইলেকশান অর্থাৎ ইলেকশান ডিপার্টমেন্টনি বাগাঁই যে রাং সানজাগ মাননি অব ন তাঁই আঁই আং কিসা কক্ সানানি মুচুংগ'। স্যার, চিনি ত্রিপুরা রাজ্য অ ট্যাং নুকসা যে, ইলেকশান-ন' জিতি নানি বাগাঁই তাবক তংনাই বামফ্রন্ট সরকার ইলেকশান ডিপাটমেন্টন সামুং-গ' ফাঁনাংগাঁই ফাতারনি বরগ রগ-ন' ইলেকশানি ইলেক্টল রোল-ন' তিসা-অ। যারা পাহার 'অঞ্চল' তংনাই বিশেষ খাঁলাই আঁই চিনি তিপ্রাসা রগনি বুমুং হিনখাই সঠিকভাবে তিসা জায়গা। সে বরক অর' আচায়াঁই চারচিরা বছর রমাঁই তংগাঁই আংজাগ বরগনি বুমুং পর্যন্ত তাকালাইনি ভোটার তালিকাঅ কাঁরাঁই। যেটা নাকি তিন-চার বছর আগিঅ' বরগ-ন' ভোটার আইডেনটিটি কার্ড রীজাগ, বরগ পর্যন্ত বুমুং কাঁরাইনি বাগাই ভোট মা রীলিযা। জয়েন্ট ইলেকশান কমিশনার সায়ন চাট্টার্জী ত্রিপুরাঅ ফাইফুরু বিনি আনি-ব' আং কাগজ জমা রীখা। ফটো তিসামানি জাগাঅ-ব' বরগ (বামফ্রন্ট সরকার) রিগীং খাঁলাইখা। চাঁলানি ফটো-অ হিনখাই ব্রুইরগনি বুমুং রীখা, আবার ব্রুইরগনি ফটোঅ হিনখাই চাঁলারগনি বুমুং তিসাআঁই রাঁইয়া। গন্ডাছড়ানি ধলাছড়ি অ কালাঅ চাকমা হিনাঁই কায়সা ব্রুই তংগ' বিনি, বয়স আঁংখা ২৭ বছর, বিনি ফটোনি জাগাতা থেপাআঁই রুখা কায়াসা সেংকারি মাতারা গীনাং বয়স্ক বরকনি ফটো। ব-বাহাইখে ভোট মা-রীসিনাই, ভোট রীনানি থাংখাই-ত সাঁংনাই, নাঁং চালাদে ব্রুই। নাঁং নাঁং-ও ব্রুই বাহাইখে চাঁলা আঁংখা, অম' হাই আং ২৭টি ফটো ইলেকশান কমিশননি থানি জমা রীসা। অবনি বাগাঁই ইলেকশান কমিশন ডিপাটমেন্ট লক্ষ লক্ষ রাং খরচ খাঁলাই

আঁই অংগ'অথচ সঠিকভাবে সামুঙ আঁংয়া। অবনি বাগাঁই তিনি অর' কাট মোশান মা তুব'অ। অমতীয়খাই কলকাটিঅ' নারীগাঁই ইলেকশান ডিপার্টমেন্টন' এমন পর্যায় তিলাংখা, যারা মুণ্ড কানানি উপযুক্তয়া বরগ-ন' হিনখাই সি পি আই এম খীলাই-অ তিনাঁই বুমুং তিসাআঁই রী-অ'। আর যারা বিরোধী দলনি সমর্থক ৫০, ৬০ বছর রম্যাই, ভোট রীআঁই তগে' রবগনি বুমুং হিনখাই তানাঁই রী-অ। অবনি বাগাঁই দে চাঁং অর' রাং সানমানি অবন' চাঁং সমর্থন খীলাই মানয়া। তাই কায়সা আনি অর' কাট মোশান তংগ' ডিমান্ড নাম্বার-১০, মেজর হেড-২০৫৫, টি এস আর-ন' তাঁই আঁই। স্যার, টি এস আর চিনি কায়সা গৌরবনি বিষয়, চিনি খাপাং বাঁচানানি তংমানি। কিন্তু টি এস আর নি-ত ৎষয়া, ব-ন' ব্যবহার খাইনাইনিয়ে দোষ। রাজ্য সরকার বরগ-ন' যে সামুংগ' ফাঁতাং-গ' অব' বেলাইখে হাময়া। টি এস আর রগ-ন' থলাঁই কুটনা বাড়ী হাই জাগাতা তিপ্রাসা রগনি ৫শ' ৬শ' নক্ সকসাগাঁই রীখা অব ববতাই হাই তংমুং।

রাজচন্তাই হাই জাগাঅ রাজানি আমলনি সিমি বরক তংগাঁই ফাইমানি, কত গীনাই তংমানি, টিননি নক্ হুক কাহাম কাহাম তংমানি, সেকেন্ড বেটেলিয়াননি টি এসআর রগ অরনি কাহাম কাহাম নক যত-ন' সকসাগাঁই রীআঁই কাইখা। বরক কলাঁই বুথারখা, অবনি পর-ব' হাই-ন' হাই বাজারনি দোকানপাত গাড়ীঘুরা পকসাগাঁই রীলা হা — অব দা তংমুঙ অংনি স্যার। অব'-ন-ব', সমর্থন মা খাইনাই অব'-ত' আঁংগাঁই মানয়া। ককখাই, বরগ-ন-ব' (টি এস আর) সামুং কাহাম তাংরীখাই কাহাম আংগ' কিন্তু বরগ তাবক খাই সাঅ' বিরোধী দলনি বিশেষ খীলাই আঁই আই এন পি টি সঙ টি এস আর নি বিরোীতা খীলাইঅ। কিন্তু অব' ঠিকয়া, অব' ভুল। হাময়া লামাতীয় লোকরগ-ন' বুঝকনানি নাইঅ। চাঁং অ সায়া টি এস আর রগ' যতন' হাময়া। কিন্তু তামনি বাগাঁই সামুং হাময়া তাংনানি বাপাঁই থলবা। সাধারণ বরক নক্ সকসা খাই বিচার তংগ', টি এস আর নক্ সক সাখাই বরগনি কোন বিচার কীরাঁই হাই-ত আঁগাঁই মানয়াবেলে। অন্যায় খীলাইখাই মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীনি বাগাঁই পর্যন্ত আইনি ব্যবস্থা তংগ'। বরগ-ন-ব' রমজাগাঁই তংগ'। অ কয়েকদিন আগেঅ অরুণাচলনি মুখ্যমন্ত্রী বলংনি বরগ-ন' গাড়ীঅ তাঁইঅ' হিনাঁই রমজাগাখা। কিন্তু টি এস আর যদি অন্যায় খীলাইআঁই তংখাই, তাম আংগাঁই রবগ-ন' খাই রমজায়গা আঁংনাই? পুলিশ কান' আঁংথ ডি জি, আই জি কান' আঁংথ অন্যায় খীলাইখাই যত-ন'-ন'-মা রমনাই। পাকব' ক্রুই সাংবাদিক বুথারজাগ' হিনাঁই ডি আই জি রমজাগখা। টি এস আর যে অর' হাময়া সামুং তাংমানি বরগ-ন' খো তাম' খাইজাগখা? টি এস আর রাজচন্তাইঅ' বরক বুমারমানি শাস্তি হিসাবীই মাত্র ২৫ টাকা জরিমানা রীজাগখা। অব'দা একটা কক আঁংগাঁই মান স্যার।

টি এস আর রিক্রুটম্যান খাইমানি জাগাঅ-ব' চাঁং নুগ' এস টি রিজার্ভ জাগাঅ ফাতারনি বরক সিটকজাগ' অব' বাহাইখে সির্তক চাঁং সাইমানয়া। টি এস আরনি কনস্টেবল, অফিসার পদ্দ' কীবাংমা বরক হাইখেন' সির্তকজাখা। তাবক ককখাই ফাতারনি যে এস টি রগ ফাইনাই চিনি রাজ্যঅ বরগ এস টিয়া কান' আঁংগাঁই মান'। অম' হাইখে বিহার, ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রদেশ তাই রাজস্থাননি বরক-বগ-ন' তুবআঁই চিনি এস টি কৌটা অ বরগ-ন' চাকরী রীজাগলাহা। অব-ন' সমর্তন দে খাইমান? মানয়া। যে জাগাঅ রাং য়িম' খরচ খাইনানি কক অজাগাঅ খাইজাগয়া, সে জাগাঅ বাহান খাজাগয়া। অবনি রাগাঁই-ন' চাঁই কাট মোশান মা তুব'অ। এক্সপেন্ডিচার পলিসিনি দিসট্রিবিউশান সিসটেমন তাঁইআঁই প্রশ্ন পর্বঅ' কীবাংমা ককব সালাইখা। তিনি ফুড ডিপার্টমেন্টনি বাগাঁই কীবাংমা রাং সানজাগখা রমজাগখা, যত জাগাঅ-ন' রেশনসপ পীছগাঁই রীনানি হিনাঁই। রীইদা রীইজাগখা? রীইমানয়া, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং গন্ডাছড়াঅ বীচাআঁই সাগাঁই কাইসা, সে, ভগীরথ পাড়ানি রেশনসপ ভগীরথ পড়াঅ রীইজাগনাই। দলপতিনি রেশন দলপতিঅ রীইজাগনাই, চাকমা গাঁওসভানি রশন চাকমা গাঁওসভাঅ-ন' রীইজাগ নাই হিনাঁই। তাবক পর্যন্ত তিলাংগাঁই রীইদে মানখা? তিনি অজাগাঅ কীবাং কীবাংখে রাং রমজাগ মানি অ-রাং বিয়াং থাং? বিয়াং খরচ খীলাই? আগি-ব' হাইখে-ন' রাং কীবাং রমজাগখা বেলে। কাজেই, অ জাগাঅ চাঁং নুগ' ভাগ থানি, খাকথানি ঠিক ঠিকখে খাইজায়গ, অজাগা-ন' দেরাগ'। খাদ্যমন্ত্রী অর' কক সইখে সাইমানয়া যে, জানি জানি জাগাঅ রেশনসপ তিলাংগাঁই রীইনাই হিনাঁই। লাই আঁই থাংনাই ৫ বছর-ব' কোন কক সাইমানয়া, তাবক কাইনাই ৫ বছর-ব' (খাধ্যমন্ত্রী) কোন কক সাইমান গীলাক। হাইনি বাগাঁই-ন' চাঁং অ-কাট মোশান মা-তুব'-অ'। স্যার, ভগীরথ পাড়া গন্ডাছড়া,

বাই ৩৫ কিলোমিটার হাসাল, থাং কাই ৭০ কিলোমিটার লামা মা হিম'। হিনখাই ব' মাইরং সেরসানি বাগাই ৭০ কিলোমিটার লামা হিমাই কাইনানি সম্ভব দে? অবনি বাগাই-ন' অর' কাট মোশান মাতুব-অ। সরকার যদি কাহাম সামুং তাংখা হিনখাই চাং সমর্থন খাই মান খামুং। বিরোধী দলনি সদস্যরগ শুধু কক সানানি বাগাই কাট মোশান তুব'-অ' অব' ঠিকয়া। নরগ যেমন অর' জনপ্রতিনিধি, চাং-ব' অর' জনপ্রতিনিধি, কাজেই, জনগণনি বাগাই চাং সে ডিমান্ড খাইমানি অব বাহান খাতুং হিনাই আং আনি ককব অর-ন' পাইরুখা। যত-ন-ন' হামবাই।

**(বঙ্গানুবাদ) ঃ—** আমার ৪ (চার)টি কাট মোশান আছে। এগুলি হল ডিমান্ড নাম্বার-৪, মেজর হেড-২০৫৫, ডিমান্ড নাম্বার-১০, মেজর হেড-২০৫৩, ডিমান্ড নাম্বার-২১, মেজর হেড-৪৪০৮, ডিমান্ড নাম্বার-২৬, মেজর হেড-২৪০৫। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই বিরোধী বেঞ্চ থেকে আনিত কাট মোশানগুলো সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করব। স্যার ডিমান্ড নাম্বার-৪-এ অ্যাসেম্বলি ইলেকশান অর্থাৎ ইলেকশান ডিপার্টমেন্টের জন্য যে টাকা এখানে চাওয়া হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনে জিতার জন্য ইলেকশান ডিপার্টমেন্টকে কাজে লাগিয়ে বাহির থেকে বহু লোকের নাম ভোটার তালিকায় তুলে দেন। এবং যাহারা পাহাড় অঞ্চলে আছেন, বিশেষ করে ট্রাইবেলদেন নাম ভোটার তালিকায় সঠিকভাবে তোলা হয়নি। যে ব্যক্তি জন্মের পর থেকে ৮৫ বছর ধরে এখানে বসবাস করে আছেন, তাদের নাম পর্যন্ত এবারের ভোটার তালিকায় নাই। অথচ তিন-চার বছর আগে তাদেরকে ভোটার আইডেনটিটি কার্ড দেওয়া হয়েছিল। জয়েন্ট ইলেকশান কমিশনার সায়ন চাট্টার্জী যখন ত্রিপুরা এসেছিলেন তখন আমি নিজেই উনার কাছে অনেক কাগজ জমা দিয়েছিলাম। ফটো তোলার কাজে তারা (বামফ্রন্ট সরকার) অনেক রিগিং করেছেন। যেমন মহিলাদের আইডেনটিটি কার্ডে পুরুষের নাম এবং পুরুষদের আইডেনটিটি কার্ডে মহিলাদের নাম তোলে দেওয়া হয়েছিল। গন্ডাছড়া কালাঝারির গ্রামে কালাভী চাকমা নামে এক ভদ্র মহিলা ছিল। তার বয়স ২৭ বছর, তার আইডেনটিটি ফটোর জায়গায় একজন বয়স্ক পুরুষেব ফটো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কি করে ভোট দিতে পারবেন? ভোট দিতে গেলে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন আপনি স্ত্রী না পুরুষ। আপনি তো স্ত্রী, কি করে পুরুষ হলো। এরকম ২৭টি ফটো আমি ইলেকশান কমিশনের কাছে জমা দিয়েছিলাম। এই কাজের জন্য ইলেকশান কমিশন ডিপার্টমেন্ট লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে থাকে, অথচ সঠিকভাবে কোন কাজ হয় না। এর জন্যই এখানে কাট মোশান আনতে হয়েছে। এইভাবে ষড়যন্ত্র করে ইলেকশান ডিপার্টমেন্টকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেল। যারা সি পি অআই এম সমর্থিত, ভোট দেওয়ার উপযুক্ত হয়নি এমন ব্যক্তিকেও ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়া হয়েছিল। আর যারা বিরোধী দলের সমর্থিত, ৫০-৬০ বছর ধরে ভোট দিয়ে থাকেন এই সমস্ত ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছিল। এটার জন্য আমরা কি করে বেশী টাকা বরাদ্দ করবো? এর জন্য সরকার এখানে যে টাকা চাওয়া হয়েছে আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। এখনে আমার আরও একটি কাট মোশান আছে যার ডিমান্ড নাম্বার-১০, মেজর হেড-২০৫৫। টি এস আর, প্রসঙ্গ নিয়ে। স্যার টি এস আর আমাদের গৌরব, তাদেরকে নিয়ে আমাদের অন্তরে গর্ব, উৎসাহ এবং উদ্দিপনা থাকার কথা। কিন্তু তাদের প্রতি মানুষের যে বিশ্বাসের বাতাবরণ ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। এটার জন্য তাদের কোন দোষ নাই। যারা তাদের পরিচালনা করে তাদেরই দোষ। রাজ্য সরকার তাদের যে কাজে ব্যবহার করছে সেটা খুবই খারাপ। তাদের প্ররোচনা দিয়ে কুটনা বাড়ীতে উপজাতিদের ৫-৬শ ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হল, এটা কি ধরনের কাজ হল?

রাজচন্তায়ের মতো জায়গাগুলোতে আজ আমল থেকে মানুষ সেখানে বসবাস করে এসেছিল, অনেক ধনী পরিবার, তাদের সুন্দর সুন্দর টিনের বাড়ীঘর সেখানে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বাহিনীর টি এস আর জওয়ান তাদের ঘরবাড়ী আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাদের গুলি করে হত্যঅ করা হয়, বাজারের দোকানপাট, গাড়ীঘুড়া আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। স্যার, তখন কি ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। এটাকেও আমাদেরকে সমর্থন কতে হবে, এটা তো হয় না। টি এস আর জওয়ানদের দিয়েও ভাল কাজ করানো যায়, যদি তাদের ভাল কাজ করানো হয়। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এখন বলছে, বিরোধী দলের

বিশেষ করে আই এন পি টি দল টি এস আর জওয়ানদের বিরোধিতা করছে। কিন্তু একথা ভুল। তারা ভুল পথে জনগণকে পরিচালনা করতে চেষ্টা করছে। আমরা বলছি না, টি এস আর জওয়ান সবাই খারাপ। কিন্তু কেন তাদেরকে খারাপ কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষ অন্যায় করলে তাদের অন্যায়ের বিচার হয় কিন্তু টি এস আর বাড়ী পুড়িয়ে দিল তাদের কোন বিচার হল না এটা তো হয় না স্যার। অন্যায় করলে মন্ত্রী, এবং মুখ্যমন্ত্রীর পর্যন্ত বিচারের ব্যবস্থা হয়। তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিছু দিন আগে অরুণাচলের মন্ত্রী উগ্রপন্থীদের গাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। টি এস আর জওয়ান যদি অন্যায় করে থাকে, তাহলে কেন তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে না? পুলিশ বা ডি জি বা আই জি ই হউক অন্যায় করলে তাদেরকেও গ্রেপ্তার করতে হবে। পাঞ্জাবে মহিলা সাংবাদিককে হত্যা করার অভিযোগে ডি আই জি'কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আর আমাদের এখানে টি এস আর জওয়ান যে অন্যায় কাজ করছে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাজচন্তাইয়ে মানুষ হত্যা করে শাস্তি হিসাবে মাত্র ২৫ টাকা জরিমানা দিতে হল। এটা কি করে হল স্যার।

টি এস আর জওয়ানদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই, এস টি রিজার্ভ জায়গায় অন্য রাজ্যের থেকে লোক এনে নিয়োগ করা হচ্ছে এইভাবে কনস্টেবল এবং অফিসার পদে অনেক লোক অন্য রাজ্য থেকে এনে নিয়োগ করা হয়েছে। বিষয়টি হল অন্য রাজ্যের এস টি আমাদের রাজ্যে এস টি নাও হতে পারে। এইভাবে বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান থেকে লোক এনে এস টি কোটায় তাদের চাকরী দেওয়া হয়েছে। এটাকে কি সমর্থন করা যায়? না, সমর্থন করা যায়না। আর সে জায়গায় নিয়ম মেনে টাকা খরচ করার কথাঙ্গ সেখানে সেই ভাবে খরচ কবা হয় না। সে জায়গায় ঠিক করে কাজ করার কথা, সেই জায়গায় কাজ করা হয় না। এই কারণের জন্যই কাট মোশানগুলো আনা হয়েছে। এক্সপেন্ডিচার ডিস্ট্রিবিউশান সিস্টেম পলিসি প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন পর্বে অনেক আলোচনা হয়েছে। এখানে ফুড ডিপার্টমেন্টের জন্য অনেক টাকা চাওয়া হয়েছে। সব জায়গায় রেশনসপ চালু করার জন্য। কিন্তু এখনো সব জায়গায় রেশনসপ ঠিক মত চালু করতে সম্ভব হল না। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই গন্ডাছড়ায় দাঁড়িয়ে বলে এসেছেন যে, ভগীরথ পাড়া, দলপতি এবং চাকমা গাঁওসভার রেশন সপ নিজ নিজ গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এই কাজগুলি করার জন্য অনেক টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, এ টাকাগুলো কোথায় খরচ করা হয়েছে? কাজেই এই জায়গায়ও আমরা লক্ষ্য করছি ভাগ-বন্টনের ক্ষেত্রেও সঠিকভাবে কাজ হয় না। আর কাজ করার ক্ষেত্রে এখানেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। খাদ্যমন্ত্রী এখানে কোন নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারছে না সে, প্রত্যন্ত এলাকায় সব জায়গাগুলোতে রেশনসপ পৌঁছে দেওয়া হবে বলে। বিগত ৫ বছরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন কাজ করতে পারেননি এবং সামনে ৫ বছরের মধ্যেও কোন কাজ করতে পারবে না। স্যার, ভগীরথ পাড়া থেকে গণ্ডাছড়ার দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটারের, অর্থাৎ গণ্ডাছড়া যেতে হলে আসা-যাওয়া ৭০ কিলোমিটার পথ পায়ে হাটতে হবে। ১ কেজি চাউলের জন্য তাকে ৭০ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে আসতে হবে। এটা কি করে একজন লোকের পথে সম্ভব হবে? এর জন্যই বাধ্য হয়ে কাট মোশান আনতে হয়েছে। সরকার যদি উন্নয়নমূলক কাজ করে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সমর্থন করবো। বিরোধী দলের সদস্যরা শুধু কথা বলার জন্যই এখানে কাট মোশান নিয়ে আসা হয়েছে এটা ঠিক নয়। আপনারা যেমন জনপ্রতিনিধি আমরাও জনগণের প্রতিনিধি হয়ে এ বিধানসভায় এসেছি। কাজেই জনগণের যে দাবী-দাওয়া আছে এগুলো রূপায়িত হউক এই আশা রেখে সকলকে আবারও আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** মাননীয় বিরোধী দলনেতা কি কিছু বলবেন?

**শ্রী রতনলাল নাথ** (বিরোধী দলনেতা) **ঃ—** স্যার, আমি সংক্ষেপে আলোচনা করছি। বিরোধী দলের আনা কাট মোশানকে আমি সমর্থন করছি। কাট মোশান সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাতিল হয়ে যাবে এটা নিশ্চিত। কেন কাট মোশান আনা হয়? সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যাতে এগুলি রেকটিফিকেশান করা হয়। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় ডিমান্ড নাম্বার-৫ মেজর হেড-২০১৪-এ ডিজএপ্রোভ্যাল অব গভঃ পলিসি

অন পে এন্ড এলাউন্সসেস অব দ্য অনারেবল জাজেস — এই বলে একটা কাট মোশান ছিল। স্যার, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবং শেঠি কমিশনের সুপারিশে এই রাজ্যে বিচারকদের একটা নতুন পে-স্কেল চালু করার ব্যাপারে সুপারিশ করেছে। রাজ্য সরকার এই পে-স্কেলটা চালু করছেন না। অথচ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই কেইস চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টে এফিডেভিট দিয়ে বলা হয়েছে -- আমার সরকার এই রাজ্যে বিচারকদের পে-স্কেল যেমনটা সুপ্রিম কোর্ট করবেন আমরা তেমনটাই মানব। শুধু এটা নয় ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তরের যে আর ও পি রয়েছে তাতেও সেটা উল্লেখ করা হয়েছে।

স্যার, বিচারকদের বেতন ভাতা সম্পর্কীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সমূহকে অমান্য করার জন্য সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা কার্য্যত বিচার বিভাগের সাথে সংঘাতের সামিল। এরফলে রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা ব্যাহত হবে এবং জন স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। এখানে শেঠি কমিশনের রিপোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের আদেশ কার্যকরী করতে হলে রাজ্যের ডেভলাপমেন্ট সেক্টরের ক্ষতি হবে কোন কোন মন্ত্রী বা ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা এই কথা বলতে চান। এখন ঘটনা হলো দেখুন গতবার এই হেডে বিচারকদের সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে নতুন বেতন ভাতা দিতে গেলে অতিরিক্ত খরচ হবে মাসে ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বছরে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা। গত বছর ২০০২-২০০৩ ইং সালে বিচারক এবং বিচার বিভাগীয় কর্মীদের জন্য বেতন ভাতা বাবদ বাজেটে ৮ কোটি ১২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল। কিন্তু বেতন ভাতা বাবদ কত খরচ হয়েছে? ৭ কোটি ২০ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। তাহলে উদ্বৃত্ত রইল ৯৯ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। যদি ৫০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা যেত তাহলে উদ্বৃত থাকত। তাহলে কোন খাতে ডেভলাপমেন্টের খাতের টাকা খরচ হবে এই কথা খাটে না। কেউ কেউ বলতে চাইছেন যে সুপ্রিম কোর্টের কথা আমরা মানব কেন? এটা নতুন করে যদি শিখাতে হয় তাহলে আশ্চর্য্যের ব্যাপার। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত আপনাকে মানতে হবে। যেমন রাজ্য সরকারকে বলছে — The Subordinate and inferior Court do not had equate power under the low to protect themselves. Therefore, it is necessary that it should protect them under the constitutional scheme. This Court has a special rule in the administration of justice and the power confirmed on it. Under Article 32/136/141/142 from part of basic structure of the constitution. The amplitude of the powers of the Court. Under this Article of the constitution can not be curtailed by low made by the Central and State Legislature.

যদি সুপ্রিম কোর্ট কোন নির্দেশ দেয় তাহলে সেই রাজ্যের বিধানসভার কোন আইন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কোন আইন এটাকে কার্টেল করতে পারবে না। যেমনটা এই যে স্কুলগুলোতে মিড-ডে-মিল রান্না করে দেওয়া হচ্ছে এটা কার অর্ডার? সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার। কলকাতা থেকে চর্ম নগরী সরানো হয়েছে, কার অর্ডার? সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার। কাবেরী জল বণ্টন ব্যবস্থা হয়েছে, কার অর্ডার? সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে। দিল্লিতে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে পরিবহণ ব্যবস্থায় সি এন ডি প্রয়োগ করা হয়েছে, এটারও সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে হয়েছে। বন সংরক্ষণ এবং এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে স-মিল বন্ধ রয়েছে, কার অর্ডার? সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার। কাঠ পরিবহণে নতুন আইন কার্যকরী হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়ে রাজ্য বা কেন্দ্রের সেভেনথ্ সিডিউলড-এ তাহলে সরকার আমরা মানছি কেন? মানতে বাধ্য। ল অব দি ল্যান্ড অর্থাৎ এটা মানতে হবে। এখানে আমি অনুরোধ করছি এই বিতর্কে যাওয়া উচিত নয়। সুপ্রিম কোর্ট একটা নির্দেশ দিয়েছে। স্যার, ৯ তারিখ সুপ্রিম কোর্ট ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল এবং চীফ সেক্রেটারীদের ডেকেছেন। সেখানে যে রাজ্যের কথা বলছি সেটা হলো হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খন্ড, জম্মুকাশ্মির, মণিপুর, উড়িষ্যা, উত্তরাঞ্চল, পাঞ্জাব, ইউ পি, ত্রিপুরা, রাজস্থান। ত্রিপুরা এখানে জোহোজুর করে এসেছেন। রাজস্থান বলে গিয়েছে আমরা এফিডেভিট দিচ্ছি, আমরা এগ্রিমেন্ট করে ফেলেছি। হরিয়ানা বলছে আমরা করে দিয়েছি। হিমাচল বলছে আমাদেরকে দুই সপ্তাহ সময় দাও আমরা করে আমরা জানাচ্ছি। ঝাড়খন্ড বলছে আমরা প্রথম জুলাই ২০০২ থেকে করে

দিয়েছি। জম্মুকাশ্মির বলছে আমাদেরকে দুই সপ্তাহ সময় দিন আমরা করছি। মণিপুর বলছেন আমরা তিন সপ্তাহের মধ্যে কার্যকরী করছি। উড়িষ্যা সেখানে চার সপ্তাহ সময় নিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ বলছে আমরা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কার্যকরী করছি। ত্রিপুরা যারা রিপ্রেজেন্ট আছিল তারা কি বলছে সেটি কমিশনের যে রিপোর্ট অনুসারে তিন সপ্তাহের মধ্যে কার্যকরী করব। কিন্তু তিন সপ্তাহ শেষ হয়ে যাবে মাত্র আর দুই দিন বাকি আছে। প্রথমে আপনারা করেন পরবর্তী সময় দুঃখিত। করে নিচ্ছি। ভুল হয়েছে। আমার অনুরোধ এই কনফ্রন্টেশনে যাওয়া উচিত না। বিচারকদের সাথে কনফ্রন্টেশনে গেলে রাজ্যের মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। এবং বিচারের সাথে প্রশাসনের অসঙ্গতি চলবে। সুতরাং এই জিনিষটা কার্যকরী করার জন্য অনুরোধ করব এই দুই দিনের মধ্যে। আব একটা কথা বলব এটা খুবই ক্রুশিয়াল প্রকাশবাবু একটা কাট মোশান এনেছেন। ৩৫ ডিমান্ডার নাম্বার ২২৩০ "সি এপ্রোভমেন্ট অব গভঃ পলিসি"। বিশেষ করে এখানে মাননীয় জীতেন চৌধুরী সাহবকে বলছি। নির্বাচনের আগে একটা ছেলে অফার পেয়েছিল তার নাম গৌতম দাস। আগরতলার ৬ নম্বার এলাকায় বাড়ী। সে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রেসিডেন্সিয়েল এডুকেশন্যাল সোসাইটিতে অফার পেয়েছে। ইন্টারভিউ দিয়েছে ১৯-১২-২০০২ ইং। অফার পেল কবে ২৬-১২-২০০২ ইং। জমা দিল ৩০-১২-২০০২ ইং। সে ইন্টারভিউতে প্রথম হয়েছে। সেখানে জমা দেওয়ার পর দেখা গেল সবাইকে পোস্টিং দিয়ে ১৫ জনের নাম আছে। হোস্টেল সোপারকে দিয়ে দিয়েছে জয়েন্ট করেছে। কেসিয়ার তাকে জয়েন্ট করানো হয়েছে। কুক-কাম-মশালচি তাকে দেওয়া হয়েছে ওরাচম্যান। শুধু সেখানে গৌতম দাসকে দেওয়া হচ্ছে না নির্বাচনের পরে। বলা হল তুমি যেহেতু কংগ্রেস কর, সুদীপ বর্মণকে ভোট দিয়েছ, তাকে পোস্টিং দেওয়া হয় নাই।

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই ব্যাপারটা সোসাইটি দিসপোস করে। সেখানে যে কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এটাকে নিয়ে একটা গল্প জুড়ে দিল। এটা তো হয় না। সুদীপ বর্মণ কোথায় দাঁড়িয়েছেন কে ভোট দিয়েছেন এটা কি করে হতে এর সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে?

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ—** স্যার, ওর বাড়ী রাধানগর। গৌতম দাস, বাবার নাম-গৌরাঙ্গ দাস। রাধানগর পোষ্ট অফিস আগরতলা। আপনার সুবিধার জন্য বলছি তাকে দিয়ে পার্টটাইম এই অফার জমা দেওয়ার পর থেকে ৩১-০১-২০০৩ ইং থেকে ২৩-০৩-২০০৩ ইং পর্যন্ত তাকে কাজও করিয়েছে ডিপার্টমেন্ট অফিসিয়ালি। আমার মনে হচ্ছে খুব সম্ভবত এম ডি বনমালী সিন্‌হা উনি এখন নেই। ওকে বলে দেওয়া হয়েছে যে না আমি কিছু করতে পারব না তুমি মিনিষ্টারের কাছে যাও। এটা সত্যি গঠনা। আমি সাবমিট করছি সেই অফারটি। সুতরাং এই এ্যাপয়েন্টমেন্ট পলিসি সম্পর্কে আমার বক্তব্য এখনে পার্টিকুলারলি এখানে এই জনাই কাট মোশান আনা হয় যাতে পার্টিকুলার পয়েন্ট তুলতে পারি। সুতরাং এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** মাননীয় বিরোধী দলনেতা শেষ করুন।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ—** স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি, ১ মিনিট। স্যার, আমি অনুরোধ করব আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই ব্যাপারে উনার যে একটা গতি হয এবং ইমিডিয়েট যাতে তাকে পোস্টিং দেওয়া হয়।

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—** স্যাব, এটা আলাদা ইস্যু।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ—** এবং এই ছেলেটা দপ্তরে দুইবার করে চিঠি দিয়েছে ৩০-১২-২০০২ ইং।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** রতনবাবু এটা নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলে নেবেন।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ—** স্যার, আপনি এই কথা বললেন কেন?

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** বলছি এই কারণে, মেটারটা যেহেতু এ্যাপয়েন্টমেন্টের, আপনি যেহেতু রিকুয়েস্ট করেছেন সেই জন্য আমি বলছি। আপনি পরে এই ব্যাপারে কথা বলে নেবেন।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ—** ঠিক আছে স্যার, এখন আমি বলছি একটা প্রশ্ন ছিল মোহনপুর এলাকায়. ২৫২ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা গেল ৮২ জন আউট সাইডার আর ৪২ জনের নাম ঠিকানা নেই। সুতরাং আমি অনুরোধ করব এই এ্যামপ্লয়মেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে সংশোধনিত হয়। এই ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার জন্য আমি দপ্তরের মন্ত্রীদের অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** মাননীয় মন্ত্রী ফয়জুর রহমান মহোদয়।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ—** স্যার, আমি এই বিধানসভাতে উনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। উনি বলেছিলেন যে ঠিক আছে এটা ভুল হয়ে গেছে সত্যনারায়ণ সাহেরের কাছে আপনি বলুন এবং আমিও ব্যাপারটা দেখছি। এখন পর্যন্ত এই ব্যাপারে দপ্তরের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** ঠিক আছে, আপনি এই ব্যাপারে পরে কথা বলে নেবেন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ফয়জুর রহমান আপনি শুরু করুন।

**শ্রী ফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) ঃ —** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এখানে এনেছেন এইগুলিকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস ডিমান্ড নং-৫৫, মেজর হেড-২২৩০ যে কাট মোশান এনেছেন তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ভিত্তিহীন। আমি মাননীয় সদস্যদের সামনে বলতে চাই যে মাননীয় সদস্যের আনিত কাট মোশানটি এ্যামপ্লয়মেন্ট পলিসির অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। সম্পূর্ণ অসত্য কারণ এই সংক্রান্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে বরাদ্ধকৃত অর্থ যথাযথভাবে গুরুত্বের সাথে ব্যয়িত হয় এবং তা কোন ক্ষেত্রেই লঙঘন করা হয় না। মাননীয় সদস্যদের আনিত প্রস্তাব এটা ঠিক নয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে কাট মোশান এনেছেন যে খাতে অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে এই মূলত কর্মচারীদের নিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মচারীদের আনুসঙ্গিক বেতন ভাতা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক খরচ বাবদ চাওয়া হয়েছে।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ—** পয়েন্ট অর্ডাস স্যার, আমরা কিছু বুঝতে পারছি না উনার মুখের পানটা যদি ফেলে এসে কথা বলেন তাহলে আওয়াজটা আরও বাড়বে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** উনার আওয়াজটা এই রকমই।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ—** পান খেতে খেতে কথা বলা যায়না স্যার। এখানে পান খাওয়া নিষিদ্ধ স্যার।

(গন্ডগোল)

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** প্লিজ প্লিজ সুদীপবাবু প্লিজ। মাননীয় মন্ত্রী প্লিজ পেশান্ট। সুদীপবাবু প্লিজ বসুন, প্লিজ। আমি বলছি সুদীপবাবু বসুন। এই যে সুধন বাবু বসুন। আমি বলছি তো প্লিজ বসুন। আমি বলছি আসলে হাউসের মধ্যে পান খাওয়া রুলসের মধ্যে নেই।

**শ্রী দীপককুমার রায় ঃ—** উনি কি অপরাধ করেছে উনাকে ধমকাবেন না।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** দীপকবাবু প্লিজ বসুন আমি বলছি। আমি বলছি আমাকে বলতে দিন। প্লিজ বসুন। আমি বলছি উনি কথা বলতে এই ভাবেই কথা বলেন। সুদীপবাবু বলছে যে বিধানসভাতে পান খাওয়া যায় কিনা? আমি বলছি যে না বিধানসভাতে পান খাওয়া যায় না। উনি কি বলেছেন আমার দেখার ব্যাপার নয়। যেটা রুলসে আছে এটাই আমি বলেছি। এই আমি কিন্তু সুদীপবাবুকে বলেছি যে উনার গলার আওয়াজটা কিন্তু এই রকমই। এটা নিয়ে এইভাবে হৈচৈ করার তো কোন অর্থ নেই। মাননীয় মন্ত্রী একটু মাইকের সামনে এসে বলুন।

**শ্রী ফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস ডিমান্ড নাম্বার-৫৫ মেজর হেড-২২৩০। এটার উপরে যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটাকে বিরোধীতা করে এবং বিরোধী বেঞ্চের যে সকল ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে তার সবটি বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই যে ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ভিত্তিহীন। মূলত ডিমান্ডে যে বরাদ্ধধরা হয়েছে এমপ্লয়মেন্টের কর্মচারী যারা তাদের বেতন ভাতার জন্য।

এবং পলিসির ব্যাপারে আপনারা যা বলছেন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এই রাজ্যে কোন নিয়ম বা তার কোন পলিসিই ছিল না। চাকুরী হত এই রকমভাবে। বামফ্রন্ট আসার পরে চাকুরী নীতি করা হয়েছে সিনিয়রিটি নীতির ভিত্তিতে এবং রোস্টার মেনটেইন করে এস সি, এস টি তার যে কৌটা ফুলফিল করা হচ্ছে আগে এইগুলি ছিল না। এই যে কাট মোশান আনা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এটা কাট মোশান হতে পারে না তাই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—** মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গোপাল দাস মহোদয়।

**শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় ডিমান্ড নং-২১, মেজর হেড-৪৪০৮ এ একটি কাট মোশান এনেছেন। উনার বক্তব্য হচ্ছে যে গণবণ্টন ব্যবস্থায় যে অপব্যয় হচ্ছে এটার জন্য তিনি টাকা কম বরাদ্ধের জন্য এখানে প্রস্তাব রেখেছেন। মাননীয় সদস্য এটা অবগত আছেন যে গণবন্টন ব্যবস্থাটা হচ্ছে এই রাজ্যের যারা সাধারণ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে বিশেষ করে দুর্গম এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় জুমিয়া যারা যাদের নিজস্ব ফুড তারা উৎপাদন করতে পারে না বছরের প্রায় ৬/৭ মাস। তারা ৪/৫ মাসের বেশী জুম উৎপাদন করতে পারে বাকি সবটা সময়ই তাদের এই গণবন্টন ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করতে হয়। কাজেই, এই গণবন্টন ব্যবস্থাটা এটা কোন শৌখিন মজদুরী নয় এটা মানুষের খুবই প্রয়োজন বিশেষ করে সাধারণ মানুষ যারা যাদের তেমন ক্রয় ক্ষমতা নেই বাজার থেকে উন্নত মানের জিনিস তারা সংগ্রহ করতে পারেন না। সেই কারণে এই গণবন্টন ব্যবস্থা সেখানে যে পাবলিক ডিসটিবিউটার সিস্টেম যার মাধ্যমে বি পি এল, অন্তোদয়, অন্নপূর্ণা এই ধরনের স্কীমের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। কাজেই এই যে বিষয়টা তাতে শুধু চাল না এই স্কীমে আমরা চাল, চিনি, লবন এবং কেরোসিন এইগুলি রাজ্যের ১৪৩২টি ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত আমরা পৌঁছে দিই। কাজেই এই ব্যবস্থায় সেখানে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা যথার্থ যদিও এখানে কাট মোশান আনা হয়েছে এটার কোন অর্থ হয় না। কারণ এই যে টাকাটা এখানে একটা টুকেন রাখা হয়েছে একচুয়েলি এটা ১-৪-১৯৯৪ ইং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ৫ কোটি টাকার একটা ঋণ নিয়ে এই যে স্কীমটা আমরা এফ সি আই থেকে চাল, গম এইগুলি আমরা খরিদ করি এবং এই টাকাটা রিফান্ড হয়ে আসে এবং রিভলভিউ ফান্ড হিসাবে কাজ করছে। এটার টুকেন রাখা হয়েছে কোন কারণে যদি ফান্ডটা আমরা রেখেছি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণটা আমরা নিয়েছি সেখানে যদি কোন রকম ডিজলোকেশান হয় তাহলে যাতে আমরা বাজেট সাপোর্টটা পাই এই জন্য আমরা এটা রেখেছি। এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব রেখেছেন এটাকে কাট করার জন্য এটা অযৌক্তিক এটারকোন প্রশ্নই উঠে না। কাজেই, আমি মাননীয়সদস্যকে বলব এটা এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাই এই কাট মোশান সেখানে গ্রহণ করা যায় না। ২ নং কাট মোশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক দেববর্মা মহোদয়। এটা অন্নপূর্ণা স্কীমের উপরে এনেছেন। ফেলিউর অন অন্নপূর্ণা স্কীম। স্যার, মাননীয় সদস্য এটা অবগত আছেন যে অন্নপূর্ণা স্কীমটা হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে দুর্বলতর মানুষ যারা বিশেষ করে বয়স্ক ৬৫ বছরের উপরে যাদের পরিবারে কোন সাপোর্ট নেই। যারা বয়স্ক যে পেনশন এই পেনশন স্কীম পাওয়ার উপযোগী কিন্তু সেখানে সকলকে পেনশন দেওয়ার সুযোগ নেই। যাদেরকে এই পেনশন স্কীমে কাভার করা যায় নি তাদেরকে এই অন্নপূর্ণা স্কীমে যে বয়সটা সেখানে সেবার দরকার মানুষের সহানুভূতি দরকার এই ধরনের বয়স্ক এবং অক্ষম লোকদের জন্য এই স্কীমে ১০ কেজি করে চাল বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। কাজেই আমি বুঝতে পারছি না অশোকবাবু কি করে বয়স্ক, অক্ষম এবং চলন শক্তিহীন মানুষ তাদের প্রতি কেন এত ক্ষুব্ধ। এই স্কীমটাকে কাট করার জন্য তিনি বলেছেন। স্যার, এটা খুব মানবিক ব্যাপার সেই মানবিক বিষয়ের উপর আঘাত করার জন্য এখানে একটা প্রস্তাব এসেছে এটাকে আমরা মানতে পারি না। মানবিক যে সাহায্য এটাতে নিশ্চয়ই সদস্যরা একমত হবেন যে এখানে যে স্কীম এই স্কীমের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে আমরা প্রায় ১৪৮৫১ জন বয়স্ক, অক্ষম এই ধরনের নাগরিক যারা তাদেরকে ১০ কেজি করে চাল যারা সহায় সম্বলহীন, যারা শেষ বয়সের এই

ধরনের সাপ্লিমেন্ট পাওয়া দরকার তাদের সহানুভূতি পাওয়া দরকার তাদের কাছে এটা পৌছে দেওয়া হচ্ছে। আমি আশা করি মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন এটা তিনি পূনঃবিবেচনা করবেন অন্ততঃ পক্ষে তাদের প্রতি একটু সহানুভূতি থাকা উচিত। এই স্কীমটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য বাজেটে তার একটা সাপোর্ট দরকার সেটা বিভিন্ন জায়গায় পৌছে দেওয়ার জন্য আমরা সেটা রেখেছি এই জন্য এখানে ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছে। এখানে ১ কোটি ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে সমাজের দুর্বলতর মানুষের কাছে এই সাহায্যটা পৌছে দেওয়ার জন্য গণবন্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এবং অন্নপূর্ণা যে কথাটা বলছেন যে পায় না এটা আমাদের ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে নিশ্চয়ই আমরা দেখব। এটা আপনারা জানেন যে সিলেকশানের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এবং এ ডি সি এলাকার মধ্যে যে সমস্ত ভিলেজ কমিটিগুলি আছে তারাই সেখানে সিলেকশান করেছেন। কাজেই, আমি মনে করি এই যে বরাদ্ধ এখানে রাখা হয়েছে এটা যুক্তিযুক্ত এবং মাননীয় সদস্যরা এটাকে সমর্থন করবেন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ এখানে যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন এগুলি আমি বিরোধিতা করে বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্ধ রাখা হয়েছে এটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় ট্রান্সপোর্ট মিনিষ্টার।

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে উত্থাপন করেছেন তার উপর মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এখানে কিছু কিছু কাট মোশান এনেছেন। আমার এখানে ২টা দপ্তরে তিন জন ৩টা-৩টা করে কাট মোশান এনেছেন। ডিমান্ড নং-১১, ট্রান্সপোর্ট, হেড অব একাউন্টস-২০৪১, আইটেম নং-১০২, সেখানে শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন ১০০০ টাকা। আসলে শ্যামাচরণ বাবু বুঝতে পেরেছেন কিনা আমি জানি না। এখানে বলা হয়েছে যে মোটর ভ্যাহিকেলস্ ইন্সপেক্টরস্ তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যদি কোথাও কোন এক্সিডেন্ট হয় তাহলে তাদের সেখানে যেতে হয়, তাছাড়া আমাদের রেভিনিউ বাড়ানোর জন্য তাদের সেখানে আনফোর্সমেন্ট করতে হয়। তাছাড়া আমাদের ৪টি ডিস্ট্রিক্ট — ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টেই আমাদের গাড়ী আছে বাকি তিনটিতে গাড়ী নেই। সুতরাং সেই ডিস্ট্রিক্ট অফিসারদের জন্য গাড়ী ভাড়া করা হয়। সেইগুলি মিলিয়ে তাদের বেতন, এল টি সি, টি এ ধরা আছে। এর মধ্যে শুধু টি এ-এর জন্য ১৮ হাজার টাকা আলাদা করে ধরা আছে। এখানে বলা হয়েছে রেভিনিউ আরনিং হচ্ছে না। তার পরে সেগুলি হচ্ছে না। তাহলে উদ্দেশ্য কি সেখানে আমি বুঝতে পারছি না। সুতরাং বিরোধীরা যে বিরোধিতা করছেন কাট মোশানের উপর সেটাকে আমি যুক্তি সঙ্গত মনে করি না। দ্বিতীয়তঃ গোপালবাবু আর একটি কাট মোশান সেখানে এনেছেন ডিমান্ড নাম্বার-১১, সাব আইটেম নাম্বার-৫, ওয়াজফোল এক্সপেন্ডিচার অব টি আর টি সি।

তৃতীয়তঃ এখানে বলছেন টি আর টি সি'তে কিভাবে লাভ করা যাবে কিন্তু কাট মোশানে বলছেন সেটা ওয়েষ্টফুল এক্সপেন্ডিচার। টি আর টি সি ৮টি নতুন বাস এবং ৫টি ট্রাক কেনার জন্য এবং বিভিন্ন টি আর টি সি'তে স্ট্যানে মেরামতির করার জন্য এবং অচল বাসগুলিকে সচল করার জন্য এই টাকা ধরেছি। একদিকে টি আর টি সি'র ইনকাম হচ্ছে না, লাভ যদি না হয়, যুক্তি যদি হয় তাহলে সেখানে পরিবহন পরিষেবাটা কি করে হবে? আমরা সেই কারণেই সেখানে বলছি স্যার, বিরোধীরা বিরোধিতা করার জন্য সেখানে বলছেন। চতুর্থতঃ একটা সময়ে ওভার-টাইম শ্রমিকদের সেটাও আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। সুপারভাইজারদের ফিক্সড টি এ ছিল সেই জায়গায় সেটা বন্ধ করে দিয়েছি আমরা। কর্মচারীদের শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন পোশাকের ব্যবস্থা ছিল সেটাও আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। টি আর টি সি'তে সাত জন টি সি এস অফিসার প্রয়োজন আছে সেই জায়গায় আমরা মাত্র দুই জন টি সি এস অফিসার আছে। এই দুই জন টি সি এস অফিসার দিয়েই আমরা অফিসের কাজ চালাচ্ছি।

মাননীয় সদস্য শ্রী অনিমেষ দেববর্মা যে কাট মোশানটি এনেছেন, ডিমান্ড-১১, সাব আইটেম-৩১, তিনি সেখানে বলেছেন ১০০ টাকা কাট করার জন্য। কিন্তু উনি যে জায়গায় কাট মোশানটি এনেছেন সেখানে ধরা আছে বরাদ্ধকৃত টাকা।

গ্রামীণ পোষ্ট অফিসগুলিতে যে আয় হওয়ার কথা সেই রকম হারে আয় হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার আর পোষ্ট অফিসগুলি চালাতে চান না। আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেই টাকা ভর্তুকী দিচ্ছি। রাজ্যে মোট ১০৪টি পোষ্ট অফিস চলছে। সুতরাং সেখানে আমরা এই টাকা না দিয় তাহলে পোষ্ট অফিস বন্ধ হয়ে যাবে।

স্যার, ডিমান্ড নাং-২৬, মেজর হেড-২০৪৫। এই কাট মোশানটা এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা। সেখানে মাননীয় সদস্য বিজয় রাংখল ব্যাখ্যা করেছেন, ব্যাখ্যা করতেই পারেন আমাদের আপত্তি নেই। তিনি এখানে টাকা কমিয়ে দেয়ার জন্য বলেছেন। এখানে সকালেও আলোচনা করা হয়েছে মাছের ঘাটতি কিভাবে পূরণ করা হবে এবং আমরাও চাই এই রাজ্যের মাছের ঘাটতি পূরণ করার জন্য। তাই সেখানে চাষীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এফ-প্রথমতঃ ভি এম মডেল-এ এবং মডেল-বি'তে নূতন পুকুর খনন করা, পুরাতন পুকুরগুলি, সংস্কার করা এবং এইগুলি করে যাতে তাদের দেওয়া যায় সে জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এফ এফ ডি-এর মাধ্যমে মডেল-এ এবং মডেল-বি'তে সাবসিডির প্রশ্ন আছে। যারা বেকারদের কথা বলছেন সেখানে যাতে তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় তার জন্য থ্রো এফ এফ ডি-এ ব্যাঙ্ক থেকে লোন যাতে পেতে পারেন এবং লোপন পেলে সেখানে সাবসিডির ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে এখানে যে কাট মোশান এনেছেন এটা যুক্তি সঙ্গত বলে আমি মনে করি না। আর একটা কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু ডিমান্ড নং-২৬, মেজর হেড-২৪০৫। গরীব মৎস্যজীবি যারা আছে কি পাহাড়ী কি বাঙ্গালী সমস্ত মৎস্যজীবি যারা আছে তাদের জন্য হাউসিং-এর ব্যবস্থা করা। এখানে সেন্ট্রাল শেয়ার এবং স্ট্যাট শেয়ার মিলে আমরা গরীব মৎস্যজীবিদের জন্য ঘর করে দিচ্ছি। সে জন্য টাকা ধরা হয়েছে আর সে জায়গায় মাননীয় সদস্য এখানে কাট মোশান এনেছেন। এই টাকাটা যাতে কেটে দেওয়া হয় তাহলে কি ভাল হবে? গরীব মৎস্যজীবি যারা তারা এই ঘর না পাক এটাই কি চান? তাদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং তাদের বিনোদনের জন্য সেখানে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে এইগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোক এর জন্যই কি তিনি কাট মোশান এনেছেন। আমি বলছি স্যার, এই যে কাট মোশানগুলি এই শুধু বিরোধী হিসাবে বিরোধিতা করার জন্য সুতরাং এটা আমি যুক্তি সঙ্গত মনে করছি না। আমি মনে করি এটার প্রয়োজনীয়তা আছে। মাননীয় সদস্য বিজয়বাবু এই কাট মোশানটা এনেছেন। একদিকে উনারা এই কাট মোশান আনছেন এবং অন্য দিকে এই বিধানসভায় বার বার প্রশ্ন তুলছেন রুদ্রসাগর শেষ হয়ে যাচ্ছে। রুদ্রসাগরকে রক্ষা করা হচ্ছে না। আমরা স্যার, রুদ্রসাগরকে রক্ষা করার জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চেয়েছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে বিভিন্ন খাতে টাকা মঞ্জুর করেছেন। সে জন্য আমরা ৪০ লক্ষ টাকার কথা বলেছি এই আইটেমে। এটার মধ্যেও তিনি কাট মোশান এনেছেন যাতে এই কাজগুলি না হয়। উনারা একদিকে বলছেন রুদ্রসাগরের ডেভলাপ করতে হবে আর একদিকে বলছেন টাকা কেটে দিতে তাহলে এটা কি করে হয়। আমি মনে করি এই রুদ্রসাগর ত্রিপুরা রাজ্যের একটা নেচারেল ওয়াটার বডি কারণ এটা সমস্ত পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান তাই এটাতে জল থাকা প্রয়োজন। কারণ এটার নাব্যতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেটাকে রক্ষা করা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে যেটা ধরা হয়েছে আমি মনে করি এটা যুক্তি সঙ্গত হয়েছে এবং মাননীয় সদস্য বিজয়বাবু যে কাট মোশান এনেছেন এটা ঠিক নয়। আমি এটার বিরোধিতা করছি এবং সাথে বিরোধী বেঞ্চ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেই সমস্ত কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে এবং এই বাজেটের পক্ষে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রীকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণ নগর উন্নয়ন দপ্তর এবং জেল দপ্তরের উপর কাট মোশান এনেছেন। মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র রায় এবং মাননীয় সদস্য বিজয় রাংখল ডিমান্ড নং-৩৫ এর উপর কাট মোশান এনেছেন। আরবান পলিসি এবং আরবান হাউসিং-এর উপর।

জেল দপ্তরের উপর কাট মোশান এনেছেন মাননীয় বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা মহোদয় ডিমান্ডা নং-৩৬, মেজর হেড-২০৫৬-এ। উনাদের আনিত কাট মোশানগুলিকে আমি প্রথমেই বিরোধিতা করি এবং বিরোধী দলের সমস্ত সদস্যরা

যে সমস্ত কাট মোশান উপস্থিত করেছেন এগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে রাখব। মাননীয় বিধায়ক বিজয় কুমার রাংখল আমাদের যে পলিসি, আরবান ডেভলাপমেন্টের যে পলিসি তার উপর কাট মোশান এনেছেন। কিন্তু উনি যখন আলোচনা করেন, তখন উনার বক্তব্যের মধ্যে এই বিষয়ে কোন কথা শুনতে পাই নি। আমি বুঝলাম না, কাট মোশান আনলেন অথচ কাট মোশান সম্পর্কে কিছু বললেন না। আমাদের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় '৯৪ ইং সনে। তার আগে সেলফ গভর্নমেন্ট, স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় ছিল। এই দপ্তরের অধীনে আমাদের ডাইরেক্টরেট এবং টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অর্গানাইজেশান টি সি পি ও তারা কাজ করেন। সেখানে কর্মচারীর সংখ্যাও খুব বেশী নেই। টি সি পি ও'তে ১৯ জন এবং ডাইরেক্টরেট, টি সি পি ও মূলতঃ আমাদের রাজ্যের আগরতলা পৌর পরিষদ সহ ১২টি নগর পঞ্চায়েত এর যে সমস্ত প্রকল্প বিশেষ করে নগর উন্নয়নের মাধ্যমে নীচু স্তর থেকে নিয়ে আসে। এগুলিকে প্রায়রিটি দিয়ে যে কাজ হয় তার দেখাশুনা করেন, নীচু স্তরে যোগাযোগ করে এগুলি দেখভাল করেন, পলিসি ঠিক করেন এবং যোগাযোগ রক্ষা করে এগুলিকে মনিটরিং করা, তারপর সেগুলির চেক-আপ করা। তার সঙ্গে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আরবান দপ্তরে রয়েছে আরবান দপ্তর বা দারিদ্র দূরীকরণ দপ্তর, এই দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকেও আমরা বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত সাহায্য সহযোগিতা আমাদের পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এগুলি আনার ক্ষেত্রে আমাদের এই দপ্তর কাজকর্ম করে থাকেন। সেইদিক থেকে এই দপ্তরের কাজকর্ম, যে অভিজ্ঞতা এই সময়ের মধ্যে আমি দেখেছি সেটা ভালই। বিশেষ করে টি সি পি ও আমাদের প্ল্যানিং করেন, বিভিন্ন প্ল্যান তৈরী করেন, প্রজেক্টগুলি তৈরী করেন। তাদের প্রজেক্টগুলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে দিয়ে নগর উন্নয়ন দপ্তর, গভর্নমেন্টের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের অফিসার বা আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীসহ এই স্কীমগুলি আনার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। এবং দপ্তরের মাধ্যমে আমরা একটা নীতিগতভাবে আরবান এলাকা উন্নতির জন্য কাজ করি। সেই কাজের ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্ত টাকা-পয়সার কথা উল্লেখ করেছি তা এখানে মাননীয় বিধায়ক কাট করবার কথা বলেছেন। আমি উনার মৌখিক আলোচনায় কোন যুক্তিতে তিনি কাটের কতা বলছেন। এটা আমরা শুনি নি। শুধু উনি না, উনার বিরোধী দলের কোন সদস্যই এই সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। আমার মনে হয়েছে এটা আনার জন্যই উনি এনেছেন। নীতিগত পন্রশ্নে আমাদের দপ্তরের যে কাজকর্ম সেই সম্পর্কে উনার কোন দ্বিমত নেই। হয় তিনি না বুঝে এনেছেন, অথবা অন্যের কথায় প্ররোচিত হয়ে আনবাার জন্য এনেছেন। এটার মধ্যে কোন সার বত্তা নেই। দ্বিতীয়তঃ যে প্রশ্ন উনি এনেছেন, সেটা হাউসিং-এর প্রশ্ন। ৪২১৬ মেজর হেড, আমি দেখেছি এই পয়েন্টেও তিনি আলোচনা করতে গিয়ে হাউসিং-এর কোন কথা বলেননি, না বলে তিনি কোন এলাকায় মেলারমাঠে কোন জায়গায় গিয়ে তিনি জলের সমস্যা দেখলেন এবং জলের পাইপ লাইন থেকে নাকি ইঁদুর বেরিয়েছে এই কথা বললেন। আমি বুঝলাম না।

**শ্রী বিজয়কুমার রাংখল ঃ—** স্যার, আমি যা বুঝি আরবান ডেভলাপমেন্ট এটা শহরের ব্যাপার এবং ইঁদুর পাওয়া গেছে, এটা সত্যি কথা।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য, কাট মোশানের উপর তো কোন পয়েন্ট অফ অর্ডার হয় না।

**শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ—** স্যার, মাননীয় সদস্য হাউসিং-এর প্রশ্নে কাট মোশান এনেছেন। অথচ এই ব্যাপারে উনি একটা কাথাও এখানে বলেন নি। উনি বলেছেন জলের ব্যাপারে পাইপ লাইনের কথা। তো উনি কেন এটা করেছেন সেটা স্যার আমি বুঝতে পারলাম না। স্যার, আপনারা সবাই জানেন যে রাজ্যের প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার লোক শহর এলাকার মধ্যে বসবাস করেন এবং তার মধ্যে প্রায় ৯৫ হাজার মানুষ আছে বি পি এল ভুক্ত। তো এখানে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান এই মূল চাহিদাগুলির মধ্যে ঘর একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয়। এই সম্পর্কে আমরা এই সময়ের মধ্যে একটা রিপোর্ট নিয়ে দেখেছি আমাদেব এখনও প্রায় ১৬ হাজারের মতো ঘরের সর্টেজ রয়েছে। গভর্নমেন্ট

অব ইন্ডিয়া এবং স্টেটের শেয়ার মিলিয়ে আমরা এই সময়ের মধ্যে ৩২০০টি ঘর সাড়ে সাত কোটি টাকা খরচ করে করেছি এবং বাকি কাজগুলি করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আগামী টেনথ ফাইভ ইয়ারস যে প্ল্যান, এই প্ল্যানে আমরা দপ্তর থেকে ঠিক করেছিলাম যে আগামীতে এই ৩ হাজার ৫৫৫ টা ঘর আমরা করব এবং তার থেকে এবছর ৫৫৫টা ঘর আমরা কবব। কিন্তু পরবর্তী সময় কেবিনেট থেকে এটাকে বাড়িয়ে ৫ হাজার করা হয়েছে এবং প্রতি বছর এক হাজার করে করা হবে। ফলে হাউসিং-এর ক্ষেত্রে আমাদের যে ভাল একটা অ্যাচিভমেন্ট রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়াও নূতন করে স্কীম করেছেন ৫০ ইজ টু ৫০, রাজ্য সরকারের ৫০ টাকা আর কেন্দ্রীয় সরকারের ৫০ টাকা। এই স্কীমের মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিনে এই রাজ্যের শহর এলাকার দরিদ্র অংশের মানুষ যারা আছেন তাদের জন্য ঘর করার ব্যবস্থা করতে পারব।

তারপর মাননীয় সদস্য রায় মহোদয় আর একটা কাট মোশান এনেছেন স্বর্ণজয়ন্তী শহরে রোজগার যোজনা সম্পর্কে। আপনারা সবাই শুনেছেন উনি যখন আলোচনা করেছেন তখন উনি কিন্তু এই স্কীমটা সম্পর্কে একটা কথাও বলেননি। এদিকে আবার আমাদের চীফ হুইপ শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয়কে উনি বলেছিলেন যে, পড়াশুনা করে বিধানসভায় আসতে হয়। আমার তো মনে হয় উনিও এই স্কীমটা সম্পর্কে তেমন কিছু পড়াশুনা করে বিধানসভায় আসেননি।

**শ্রী গোপালচন্দ্র রায় ঃ—** স্যার, উনার পয়েন্টটা ছিল আমার সর্বশেষ পয়েন্ট। এদিকে তখন আমাকে আর সময় দেওয়া হয়নি। আমাকে আজকে না হয় কালকে একটু সময় দিন। আমি উনাকে এই পয়েন্টা সম্পর্কে একটু বুঝিয়ে বলব।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য, বসুন, আবার সময় দেব কি, মাননীয় মন্ত্রী শেষ করুন।

**শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ—** স্যার, আমার মনে হয় এই স্কীমটা সম্পর্কে প্রাথমিক যে আইডিয়া ন্যূনতম যে জ্ঞান অ, আ, ক, খ-র যে জ্ঞান সেটাও উনার নেই। উনি মানুষকে জ্ঞান দেন পড়াশুনা করার জন্য, তো আমি উনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব কাট মোশান আনার আগে যে বিষয়ে কাট মোশান আনবেন সেই বিষয়টা নিয়ে আগে একটু পড়াশুনা করে তারপর আনলে ভাল।

স্যার, এই স্কীম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এখানে উল্লেখ করা এখন কঠিন। তাই আমি উনাকে বলছি উনার জানার জন্য এই স্কীমের ব্যাপারে পেপারসগুলি এখানে আমার কাছে আছে সেগুলি আমি উনাকে দিতে পারি। উনি এগুলি পড়ে বুঝে-শুনে কথাবার্তা বললে ভাল।

এই সেলফ হেলফ এবং স্বর্ণজয়ন্তী রোজগার যোজনা সম্পর্কে অনেক কথাই তারা বলেছেন। এই দুইটি যোজনার একটার সঙ্গে আরেকটার কোন সম্পর্ক নেই। সেলফ-হেলফ গ্রুপ হচ্ছে সম্পূর্ণ নগর এলাকার।

**(গন্ডগোল)**

**শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ—** স্যার, এখানে তারা হৈচৈ করছেন নীতিগতভাবে কোন কথাবার্তা তাদের নেই। এই সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল কোন ভুল-ত্রুটি হলে তারা সেটা ধরিয়ে দেবেন এবং সেটা শোধরানোর স্কোপ আমরা পাব। কিন্তু তারা তার ধারে কাছেই যাননি।

তারপর তিন নং স্যার, জেল দপ্তর সম্পর্কে। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী অনিমেষ দেববর্মা একটি কাট মোশান উপস্থাপন করেছেন। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, মর্ডানাইজেশান অব জেইল — জেইলের আধুনিকীকরণ ফেইল করেছে। তার জন্য তিনি এখানে কাট মোশান এনেছেন। কিন্তু তিনি খোয়াই জেলে কিছুদিন আগে যে একটি ঘটনার কথা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি একমত পোষণ করি। খোয়াই জেলখানার মধ্যে একটা হাঙ্গার স্ট্রাইক হয়েছিল। তার মূল কারণ শুধু খোয়াই জেল নয় সারা রাজ্যের মধ্যে কয়েদিদের সংখ্যা বিভিন্ন কারণে যে হারে বাড়ছে তাতে তাদের থাকার কিছু সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আমরা দপ্তর থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

(গন্ডাগোল)

**শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ—** স্যার, ওরা কি আমাকে বলতে দেবেন। আমার কি বলার কোন অধিকার নেই? আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আমি বলতে চাই যে যে, একটু জেনেশুনে ন্যূনতম জ্ঞান নিয়ে কাট মোশানা আনা দরকার এবং এই বিধানসভার মধ্যে কথাবার্তা বলা দরকার।

কাজেই স্যার, বিরোধীদের আনা সমস্ত কাট মোশানের বিরোধিতা করে আমি আমাব বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় মন্ত্রী পঞ্চায়েত শ্রী সুবোধ দাস।

**শ্রী সুবোধ দাস (মন্ত্রী) ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ডিমান্ড নাম্বার-২৩, মেজর হেড-৩৬০৪-এর উপর একটি কাট মোশানা এসেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য গ্রামে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে লক্ষ্য রেখে রাজ্য সরকার সংগৃহীত কর, খাজনা ও রাজস্বের একটা অংশ প্রদান করে পঞ্চায়েত তহবিলকে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত করা হয়। এই অর্থে গ্রামীণ এলাকার জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে পঞ্চায়েতরাজ সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন গ্রামীণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তহবিল প্রদান করা হয়। পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের নীতি নির্দেশিকা মোতাবেক তহবিলের সর্বাধিক ২৫ শতাংশ অর্থ শ্রম নিবিড় কাজে ব্যয়িত হবে। তহবিলের ন্যূনতম ৫০ শতাংশ অর্থ ব্যয়িত হবে কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদনশীল কাজে। তহবিলের ২৫ শতাংশ অর্থ সম্পদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় হবে। তাই গ্রামীণ ত্রিপুরার অগ্রগতি তড়ান্বিত করে জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই অর্থ এক উপযোগী এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। এইভাবে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলিকে সমাধান করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। সুতরাং সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ত্রিপুরায় আইনসভায় মাননীয় সদস্য শ্রী রাজেশ্বর দেববর্মা মহাশয় কর্তৃক আনিত এই প্রস্তাবটি যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এই খাতে আমাদের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৫৫ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এখানে বিরোধী দলের মাননীয় যে সকল সদস্য কাট মোশান এনেছেন নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে উনাদের অধিকার রয়েছে। আমরাও যখন ঐদিকে ছিলাম তখন আমরাও আনতাম। রাজ্যের মন্ত্রিসভা এবং দপ্তরের মন্ত্রীকে সচেতন করা বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নিশ্চয়ই তাদের অধিকার রয়েছে। আমি তাদের অধিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করব না। কিন্তু আমি অনুরোধ রাখব, আমি লক্ষ্য করেছি আলোচনার সময় মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলের সদস্যগণ এই ডিমান্ডের উপর তেমন কোন আলোচনা করেন নি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমি লক্ষ্য করেছি সবগুলি ডিমান্ডের উপর কাট মোশান এনে থাকলেও জোড়ালোভাবে তারা কোন যুক্তি দেখাননি। তাই আমি বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব, তাদের কাট মোশানগুলি প্রত্যাহার করে নিয়ে ডিমান্ডগুলিকে সর্বসম্মতভাবে পাশ করানোর জন্য সকলের সাহায্য চেয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

**শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমি এক সাথে স্বাস্থ্য এবং কৃষি দপ্তরের উপর যে কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে তার উপর এক সঙ্গে বক্তব্য রাখছি। খুব সংক্ষেপে বলতে চাই যে স্বাস্থ্য দপ্তরের পাঁচটি কাট মোশান আছে। সেখানে মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল রায় এবং মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া এই কাট মোশানগুলি এনেছেন। আমি এই কাট মোশানগুলির এই জন্য বিরোধীতা করছি যে আমরা সবাই চাইছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাটা আরও কিছুটা উন্নত হউক। সেটা করার জন্য আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি এই বাজেটে আমি মনে করি এটাই যথেষ্ট নয় — ন্যূনতম যে অর্থের প্রয়োজন এই ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য আমরা সেই টাকাটাই এখানে চেয়েছি। স্যার,

এখানে ঔষধ এবং রেশন চালু রাখার জন্য বিশেষ করে জি. বি. হাসপাতালের রোগীর বিছানা-কাপড় এই সবরে জন্য অর্থ চাওয়া হয়েছে।

স্যার, ন্যূনতম বরাদ্ধ আমরা চেয়েছি ৭৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা আমরা ঔষধের জন্য চেয়েছি জি বি হাসপাতালের জন্য এবং ডায়েটের জন্য ৩২ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে এবং ৫ লক্ষ টাকা হচ্ছে বেডিং-বিছানা ইত্যাদির জন্য। আমি সেই জন্য বলছি এই টাকা আরও বাড়াতে পারলে খুশী হ'তাম। কিন্তু তার মধ্যেও কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল রায়। আমি মনে করি যে, এটা যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল রায় আর একটি কাট মোশান এনেছেন সেটা হচ্ছে সাব-ডিভিশন হাসপাতালগুলোতে যে ঔষধ এবং রেশন আমরা দিচ্ছি এবং সেখানে যে টাকার বিছানা এবং কাপড়ের জন্য আমরা খরচ করেছি এটার ব্যাপারেও আমি একই কথা বলব যে, আমাদের মহকুমা হাসপাতালগুলোতে যে পরিমাণ রোগীর ভীড় হয় আজকাল এবং তাতে আমরা দেখেছি যে আমরা ডায়েটের জন্য প্রতিদিন ১৬ ৫০ টাকা প্রতি রোগীর জন্য এটা মনে হয় আরও বাড়ালে ভাল হত। এবং এখানেই মাননীয় সদস্যরা বলেছেন আজকে প্রথম বেলায় রেশনের যে টাকাটা আছে এটা কম আছে। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন আগে এক সময় মাংস, ডিম এইসব দেওয়া হত মানে অ্যানিমেল প্রোটিনস্। এখন সেগুলি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র ডিম, দুধ ইত্যাদি দেওয়া হয় তাও ডাক্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী। তো সেই জায়গাটা আমরা ইম্প্রুভ করতে যাচ্ছি। এখানে যদি টাকা কমিয়ে দেই তারপর যা বলি হাসপাতালে রোগীদের এই চিকিৎসার ব্যাপারটা আরও উন্নতি করতে হবে যদিও এখানে অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নতি সেগুলি উনারা আনেন নি কাট মোশান কিন্তু যে ক্ষেত্রে এনেছেন আমি শুধু সেই ক্ষেত্রেই বলছি যে এটাও আমার মনে হয় এটা খুব যুক্তির উপর ভিত্তি করে উনারা আনেন নি।

তৃতীয়তঃ স্বাস্থ্য দপ্তরের যেটা এটা হচ্ছে ম্যালেরিয়া নির্মূল করবার জন্য আমাদের যে কাজ চলছে সেটার মধ্যে উনারা ব্যর্থতা দেখতে পেয়েছেন। কাজেই তারা একটা কাট মোশান এনে বলছে যে এখানে আমাদের টাকা কিছু কমিয়ে দেওয়া হউক।

স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বিরোধী সদস্যদের জানাতে চাই যে, ম্যালেরিয়া নির্মূল করার যে অভিযানটি চলছে আমাদের রাজ্যে বা সারা ভারতবর্ষে এটার একটা মেজর টাকাই কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকে, আমরা পাই। এই জাতীয় যে অভিযান আছে তার অংশ হিসাবে বাকি কাজ পরিকাঠামোগত সাপোর্ট যে সমস্ত ডাক্তার বা স্টাফ এটার মধ্যে যুক্ত থাকেন সেই কাজ লোজেস্টিক সাপোর্টের জন্য যে খরচ হয় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে খরচ হয় সেটার জন্য আমরা এই টাকাটা চেয়েছি।

স্যার, এটা ঠিক যে শুধু আমাদের রাজ্যে না সারা ভারবর্ষের কতগুলো জোনে ম্যালেরিয়ার যে নতুন করে প্রার্দুভাব হচ্ছে এবং আমাদের রাজ্যে ম্যালেরিয়ার পজেটিভ কেইস প্রচুর পাওয়া যায় এখানে এবং সেটাকে কনভেট করার জন্য আমরা একটা সার্বিক উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করছি। যেখানে দল বিরোধী দলের কোন প্রশ্ন নেই। রাজ্যের সামগ্রিক জনগণকে বলেছি তার মধ্যে যুক্ত হওয়ার জন্য। এবং কি করে এই ব্যবস্থা থেকে আমরা মানুষকে রক্ষা করতে পারি। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে টাকা কমাবার প্রশ্ন আসতে পারে বলেআমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

এখানে আর একটি কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ডিসপেন্সারী এবং সাব-সেন্টারগুলোতে যে খরচ হচ্ছে আমাদের রোগীদের জন্য সেখানে তিনি একটা কাট মোশান এনেছেন। আমি মনে করি এই ক্ষেত্রেও আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় আমরা খুব কম টাকা আমরা এখানে বরাদ্দ চেয়েছি। কাজেই আরও টাকা বেশী পেলে এই সার্ভিসটা আমরা ভাল দিতে পারতাম। কারণ, একটা বিশাল নেটওয়ার্ক আমরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি। সেখানে এটাও আমি মনে করি যে কাট মোশান খুব যুক্তিযুক্ত নয়। স্যার, সুপার স্পেশালিটি ব্লক সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল রায় বলেছেন। এখানে আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যকে এবং সকল

সদস্যাকে আমার অনুরোধ থাকবে সুপার স্পেশালিটি ব্লক নিয়ে উনি বলেছেন এটা আমারে রাজ্যের মানুষের জন্য একটা ভাল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু তার ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে উনি কিছু সংশয় প্রকাশ করেছেন। আমি এখানে বলব এই কাজটা আমরা নূতন উদ্যোগ নিয়েছ। আমাদের সামর্থের মধ্যে নেই বলেই আমরা এটা ভারতবর্ষের একটি ইন্সিটিউশনের সাথে একটা সোসাইটির মাধ্যমে এখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এখানে লাভ লোকসানের কথা আমরা চিন্তা করেনি। লাভ লোকসশানের ব্যাপার কিছু আছে কিনা সেটিও আমাদের কাছে বড় করে মনে হয় নি। আমাদের মনে এটাই হয়েছে যে আমরা রাজ্যের মানুষকে একটা সুপার স্পেশালিস্ট চিকিৎসার ব্যবস্থা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এবং এই মাসের প্রথম দিক থেকে হার্টের চিকিৎসার জন্য বর্হিবিভাগ চালু হয়েছে। আমরা আশা করছি আগামী জুলাই মাস থেকে সেখানে কার্ডিওলজিক্যাল বিভাগের অপারেশনের কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাপোর্ট তাদেরকে দিচ্ছি আমরা মাসিক একটা টাকা পাব ঠিকই। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমরা ৩ (তিন) লক্ষ টাকা হিসাবে আমরা ভাড়া নিচ্ছি বাড়ী ভাড়া বাবদ। কিন্তু বাড়ীটি এখনো সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়নি। কিছুটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। তারপরে পারফেক্ট ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের জন্য সেখানে আর কিছু টাকা খরচ হবে। এই ব্যাপারে যে টাকাটা আমরা বরাদ্দ চেয়েছি স্যার সেই সব টাকা সম্পূর্ণ সেখানে সদ্ব্যবহার করা হবে। এই জন্য অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যাকে তিনি কাট মোশান প্রত্যাহার করে নেবেন।

স্যার, এখানে অনুরূপভাবে আর কয়েকটা কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল দাস, মাননীয় শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা এবং মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাংখল। আমি এখানে বলব রাজ্যের কৃষির অগ্রগতির জন্য, রাজ্যের কৃষকদের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং রাজ্যের কৃষি স্বয়ম্ভরতা করার যে আমরা বদ্ধ পরিকর এবং তার যে প্রতিজ্ঞা আমরা করেছি ২০১০ সালের মধ্যে। আমাদের এই কর্মসূচীটা আজ পর্যন্ত কেউ বিরোধীতা করেন নি। আমি রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দল মত নির্বিশেষে বলছি আমাদের রাজ্য সরকার ২০০২ সাল থেকে যে কর্মসূচী রূপায়ণ করছেন তাতে আমরা লক্ষ্য করছি এখানে দল মতের কোন প্রশ্ন নেই সমস্ত অংশের মানুষ। কৃষক তো ফাঁকি দিতে পারে না। কৃষক মাঠে নামবেই তার রাজনৈতিক পরিচয় যাই থাকুক না কেন। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমবা কিভাবে কতটা সহায়তা করতে পারছি কৃষকদের দপ্তরের পক্ষ থেকে। ত্রিপুরা বিশেষ করে কৃষি এবং উদ্যানের যে সম্ভাবনা রয়েছে সেটাকে আমরা কাজে লাগাতে চাইছি। এখানে যে উন্নত কৃষি করতে গিয়ে তাব যে অনুসঙ্গিক সেটাকে অবশ্যই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। সেখানে উন্নতমানের বীজ চাই, তার কীটনাশক ঔষধ চাই, সার চাই অন্যান্য যন্ত্রপাতি যা যা প্রয়োজন সেটা চাই। এই সব ব্যাপারে এখানে কাট মোশান আনা হয়েছে। আর আমি দেখিছি সাবজেক্ট কমিটি যে বিকমেন্ডেশন করেছেন সেখানে এই চারটা ক্ষেত্রে কোন রকম নেগেটিভ রিকমেন্ডেশন নেই। তাদের কিছু গঠনমূলক অবর্জাবেশন আছে আমরা দেখব কাজ করার সময় সেই অবর্জাবেশনগুলো আমরা কতটুা ভালভাবে কাজে লাগাতে পারি। সেই সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখে মাননীয় সদস্যরা কৃষি দপ্তরের উপর যে কাট মোশান এনেছেন সেটা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এবং দুইটা দপ্তরের আর্থিক অনুমোদন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার যে দপ্তরগুলো আছে তাতে ১৩টা ডিমান্ড আছে। এটা আমি লক্ষ্য করেছি ৮ জন সদস্য ১৯টা কাট মোশান এনেছেন। যদিও মাননীয় সদস্যরা তাদের আনা কাট মোশান সবগুলোর উপর বক্তব্য রাখেন নি। সময় সংক্ষেপ করার জন্য মাননীয় সদস্যরা যে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে এখানে বলতে চেষ্টা করেছেন সেই বিষয়ে আমি সংক্ষেপে এই ব্যাপারে সরকারের অবস্থান সম্পর্কে এখানে উপস্থিত করার চেষ্টা করব। এই প্রথম

ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভাতে দুটো সাবজেক্ট কমিটি করেছি। এটা নূতন। আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরনের সাবজেক্ট কমিটি রয়েছে এবং তার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্যে বিধানসভাতে আলোচনা করে আমরা সাবজেক্ট কমিটি করেছি। এটা আমাদের রাজ্যে নূতন অভিজ্ঞতা। গতকালকে দুটো রিপোর্ট এখানে সাবমিটেড হয়েছে। এবং রিকমেন্ডেশন যেটা আছে দুটো কমিটিরই মোটামোটিভাবে প্রাথমিকভাবে আমি যেটা দেখিছি আমি বলব এটা আরও ভালভাবে দেখার সুযোগ আছে। আমার মনে হয়েছে এতে কিছু গঠনমূলক বিষয় আছে যে সমস্ত বিষয়গুলোর উপর সংশিষ্ট দপ্তর নজর দিলে পরে দপ্তরের কাজে আরও উন্নতি হতে পারে মানুষ উপকৃত হতে পারে। এক/দুটো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি কিছু কনফিউশন আছে কমিটির। যেমন ডিপার্মমেন্টাল বাজেট বিভিন্ন হেডে রাখা হয়েছে তার নির্দিষ্ট একটা টাকা ধরা আছে সেটা কিভাবে খরচ হবে সেটা তাঁরা বলেন নি। সেই সম্পর্কে দেখা গেছে যে দুটো কমিটি বলার চেষ্টা করেছেন এটা আরও পরিস্কার করা দরকাব। এটা হয়তো ঠিক যদি সেখানে বড় অংকের টাকা থাকে যদি সেখানে পরিস্কার করে বলা না হয় তাহলে তাতে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং অনুরোধ কবব সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের তাঁরা যেন এইগুলি দেখেন ভবিষ্যাতে বাজেট তৈরী করার সময়। যাতে দপ্তরের আনফোরসিন ছোট ছোট খরচ যেটা পরে হিসাব দিতে হয় সেটা যতটা সম্ভব কম এ্যামাউন্ট সেখানে রাখা হয়। এছাড়া যে পজিটিভ বিষয়গুলি আছে সেটা যেন তাঁরা বিবেচনার মধ্যে নেয়। এর বাইরে এখানে যেটা আলোচনায় এসেছে তাতে আমি প্রথমেই বলব — মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র মহাশয় মন্ত্রীদের বাইরে যাতায়াত করা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে অনেক লোকজন নিয়ে মন্ত্রীরা বাইরে যায়। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা হচ্ছে একমাত্র রাজ্য যেখানে মন্ত্রীদেব আমর্ত্যবর্গ নিয়ে সরকারী প্রোগ্রামে বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। মাননীয় সদস্য হয় না জেনে বলেছেন হয় না বুঝে বলেছেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী যখন বাইরে যান তিনি তার পি এস নিয়ে যান না। একমাত্র প্ল্যানিং কমিশনের মিটিং যখন হয় তখন অফিসার দল নিয়ে যেতে হয়। আর যখন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সিকিউরিটির প্রশ্নে যখন মিটিং ডাকেন তখন সংশ্লিষ্ট যারা তাদের মধ্যে জনা দুয়েক আমরা নিয়ে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা কমিশনার ওখানে আছেন তাদেরকেই মন্ত্রীদের সহযোগিতা করার জন্য আমরা নির্দেশ দিয়ে থাকি। সাধারণভাবে বিভিন্ন দপ্তরের কেন্দ্রীয় সরকার মিটিং ডাকেন। তারা নির্দিষ্টভাবে কিছু অফিসারকে ডেকে পাঠান। সেই জায়গায় আমাদের অফিসারদের না পাঠালে পরে আমাদের রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই কারণেই সেই সমস্ত অফিসারদের পাঠাতে হয়। আবার আমরা এটাও দেখি এই আলোচনা সভায় যে কারণে মিটিং ডেকেছে সেখানে কি বিষয়ে আলোচনা হবে। সেখানে যদি দেখি যে আমাদের সেখানে এমন কিছু পাওয়ানা নেই আমরা সেখানে পাঠাই না। না পাঠিয়ে বলি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য আমাদের যারা সেখানে কমিশনার আছেন তাদেরকে আমবা কাজগপত্র পাঠিয়ে বলি আপনারা উপস্থিত থাকবেন। সর্বশেষ একটা দৃষ্টান্ত বলছি আমি প্রধানমন্ত্রী মিটিং ডেকেছেন দিল্লীতে পাওয়ারের কিছু প্রজেক্ট ডিক্লেয়ার দিবেন। সেখানে ভারতবর্ষের সব পাওয়ার মিনিষ্টাররা গেছেন। আমাদের পাওয়ার মিনিষ্টার নূতন তিনি জানতে চেয়েছেন, আমি কি করব ? পরিস্কার তাকে বলে দেওয়া হয়েছে আপনার যাওয়ার কোন দরকার নেই। আবার ২৯ তারিখ মিটিং আছে গৌহাটিতে সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার ডিপাটমেন্ট সেখানে সমস্ত মন্ত্রীদের ডেকেছেন। আমাদের বাজেট অধিবেশন চলছে ২৮ তারিখ পর্যন্ত আমরা ব্যস্ত থাকব। এবং সেখানে কি বিষয়ে আলোচনা হবে সেটা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীকে বলা হয়েছে আপনার দপ্তরের একজন দায়িত্বশীল অফিসারকে পাঠিয়ে দিন। আপনার বক্তব্য যাতে করে সেখানে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়। কাজেই এই দিক থেকে আমি বলব আমাদের মন্ত্রীরা সরকারী খরচা যত কম করে করতে পারে তার চেষ্টা করেন। বেতন ভাতার দিক থেকে যেমন প্রশ্ন, তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা ক্ষেত্রে যেমন প্রশ্ন প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে কয়েকটা রাজ্য আছে তার মধ্যে একটা এবং আমরা আমাদের মন্ত্রীদের আমরা এক্সজিকিউটিভ ক্লাশে যেতে আমরা দেই না।

আমরা দেখিছি এমন রাজ্য আছে বেতন দিতে পারেনা, ভাতা দিতে পারে না মাসের পর মাস সেই সমস্ত রাজ্যের মন্ত্রীরা তারা এক্সজিকিউটিভ ক্লাশে যান এবং সঙ্গে আমর্ত্যবর্গ নিয়ে যান। এন. ই. সি. মিটিং এ আমি যাই, আমি অন্য মিটিং-এর কথা বলছি না। যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে আমরা দেখি এক রাজ্য থেকে এক মন্ত্রীর সঙ্গে তিন জন/চার জন করে মন্ত্রী চলে আসছেন। অথচ এই রাজ্যগুলি বেতন-ভাতা ঠিকমত দিতে পারে না। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যকে আস্বস্ত করবার জন্য বলব তিনি নূতন এসেছেন বিধানসভায় রাজ্যে তিনি নূতন না। এই সরকার কিভবে কাজ করছে এটা না জানার কথা না। এটা আসলে একটা ভূল ব্যাখ্যা, সেই সম্পর্কে আমরা তাকে নিশ্চিত করতে পারি। আমরাই সরকার থেকে খরচ কমাবার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি গত ৫ বছরে। এটার পরও এইবার নূতন করে আরও কি কি খাতে কম খরচা করে কাজ চালাতে পারি তার জন্য আরেকটা নির্দেশ ফিনান্স কমিশনারকে আমরা নির্দেশ দিয়েছি তিনি তার জন্য প্রপোজাল রেডি করছেন। পরবর্তী সময়ে আমরা কেবিনেট মিটিং এ বসে সেইগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা সিদ্ধান্তে যাব। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল রায় আরেকটা প্রশ্ন তুলেছেন ভবনগুলি সম্পর্কে সেখানে খরচাপাতি সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। দুটোই সমস্যার কথা তুলেছেন এবং এই প্রসঙ্গে আমাদের অন্যতম মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কথা তুলেছেন। শ্যামাবাবুর বক্তব্যটা হচ্ছে, তিনি বলার সময় বলেছেন যে আমি কমপ্লেন করছি না, আসলে বাচন ভঙ্গে যেটা ছিল আমি যেটা ফলো করেছি কমপ্লেন। আর গোপালবাবু যেটা বলেছেন যে এখানে খরচাপাতি বেশী হচ্ছে এইগুলি একটু নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। আমরা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখব। যদি আমরা দেখি সেখানে অপ্রয়োজনীয় খরচা হয় আমি মাননীয় সদস্যকে বলব কারণ এই ভবনগুলিতে আসলে তারাই বেশী সময় থাকেন। গত ভোটের আগে তো এই ভবনগুলিতে আমাদের মন্ত্রীদেরও যাওয়ার সুযোগ ছিল না। তাদেরকে অন্য জায়গায় রাখতে হয়েছে আমাদের। আর ওখানে যে দুষ্কুমার কাণ্ড হয়েছে দিল্লীর রাজপথের ধুলো উড়েছে আর পুলিশ এসে হাত জোর করে বলেছে আমাদেরকে এই সমস্ত ঝামেলা সামলাবার কাজ থেকে রেহাই দিন। এইগুলি বলে ত্রিপুরার মানুষকে আমি আর লজ্জা দিতে চাই না। শুধু আমি বলব তারপরেও যদি নির্দিষ্টভাবে যেহেতু বেশী সময় থাকেন, আমরা বেশী সময় থাকার সুযোগ পাই না, থাকি না প্রয়োজন হয় না, যদি চোখে পড়ে থাকে যে এই জায়গায় অপ্রয়োজনীয় খরচা হয়ে থাকে সেটা আমাদের দৃষ্টিতে আনলে পরে নিশ্চয়ই আমরা সেটা পরীক্ষা করে দেখব। সেই অপ্রয়োজনীয় খরচা বন্ধ করা যায় কিনা। এবং এই জায়গায় আমরা বলছি এই যে চেন্নাইতে একটা ভবন করেছি এই ভবনটি আমরা বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তা করছি। এই ভবনটি আর চালাব না। এক সময়ে এই ভবনে গিয়ে আমাদের বর্তমান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তিনি তখন সদস্য ছিলেন তার একটা চিঠি আমি দেখেছিলাম এবং আমরা তদন্ত করেছি এবং সেই সময় যে অফিসারটি ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাকে আমরা সাসপেন্ড করেছি। সেখানে নূতন অফিসার আমরা পাঠিয়েছি। নূতন যে অফিসারটি তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি সে কোয়াইট ইয়ং এবং সে বলছে যে এখানে যা আয় হয় আর যা খরচ হয় সে তো আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমি একটা অফিসার সেখানে পরে আছি আমি কোন কাজে আসছি না। এবং সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে গরীব মানুষ যারা যাচ্ছে সেখানে চিকিৎসার জন্য তারা সেখানে প্রতারিত হচ্ছেন। তারা প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলিতে যাচ্ছেন প্রথম একটা চুক্তি হচ্ছে তারপর যখন তাদের অপারেশান থিয়েটারে তুলছে হাতে গ্লাবস লাগিয়ে ডাক্তারবাবুরা প্রায় গলায় ছুড়ি লাগিয়ে বলছেন যে ঐ টাকায় হবে না। কেঁদে রোগীরা সেখানে বুক ভাঁসান। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আসলে আমাদের সুপার স্পেশালিটি যে ব্লকটি এই ব্লকটিকে কিভাবে আমরা একটা কার্যকর জায়গাতে নিয়ে যেতে পারি তার চেষ্টাটা আমরা করছি। সময় লাগবে। আমরা ঐ ভবনটি বন্ধ করে দেব। এটা আর রাখব না। আমাদের এটা একটা বিলাসিতার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে এটা করার জন্য অবস্থা আমাদের রাজ্য সরকারের নেই। কাজেই এই জায়গায় মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন তার মধ্যে পজেটিভ এপ্রোস আছে। আমি বলব আরও সঠিকভাবে দিলে পরে নিশ্চয়ই আমরা সেখানে অপ্রয়োজনীয় খরচা কমাবার চেষ্টা করব। শ্যামাবাবু এখানে যেটা বলেছেন যে গৌহাটি ভবন সম্পর্কে, ঠিকই আমরা সেখানে একজন টি. সি. এস

অফিসার দিতে পারছি না। আসেল টি. সি. এস. অফিসার আমাদের ঘাটতি আছে। সিনিয়র অফিসার আমাদের কম। আমাদের ট্রেনিং করাতে হচ্ছে খালি আছে নূতন করে নিতে হবে। এইগুলি কিছু সমস্যা আছে। ওখানে যে ছেলেটি আছেন একজন ইঞ্জিনীয়ার ঠিকই তিনি পি. ডব্লিউ. ডি. দপ্তরের। সে তার সাধ্যমত কাজ করার চেষ্টা করছে। হয়তো আপনারা সময় সময় যারা যান আপনাদের চাহিদা পূরণ করার মত যে অবস্থান নেওয়া সেটা হয়তো তার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয় না। এবং এটাও আমি বলছি সবটা দোষ তাকে চাপালে হবে না। ওখানে তাকে সাহায্য করবার জন্য আমরা স্থায়ী কোন কর্মচারী তাকে দিতে পারছি না। সবটাই ওখানে চুক্তির ভিত্তিতে চলছে। এবং এই রকম এক-দুটি ছেলে আছে যারা ওখানেরই তারা ঠিক মত দায় দায়িত্ব পালন-টালন করেন না। কিন্তু অনেকদিন হয়ে ডি. আর. ডব্লিউ. তারা আসামেরই ছেলে আমাদের ভবনেই কাজ করছেন। আমরা তাদেরকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারি না। তাদেরকে আমরা ডিসিপ্লিন করার চেষ্টা করছি। একটা বাড়ীতে চলছে আমাদের ভবনটা এটা একটা হোটেল বাড়ী। সেই জায়গায় একটা বিরাট অঙ্কের টাকা ভাড়া চলে যাচ্ছে। আমাদের এই বাড়ী থেকে সুবিধা যেটা হয় চোখের চিকিৎসার জন্য যারা যান, নূতন যে সেখানে শংকর নেত্রালয়ের ব্রাঞ্চটা হয়েছে সেটা খুব ভাল হাসপাতাল, এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এবং আমরা এন. ই. সি. থেকে একটা বিরাট অঙ্কের টাকা দিয়েছি। ডাক্তার যিনি আছেন হর্ষ ভট্টাচার্য্য তিনি খুব ভাল ডাক্তার। এপ্রোসের দিকটা অত্যন্ত মানবিকতার. আবেদন। তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই সেখানে কাজ করেন। আমি এই হাসপাতালটি দেখতে গিয়েছিলাম। ত্রিপুরা ভবন থেকে এই হাসপাতালটি খুব কাছে। এবং আমাদের রাজ্যের চোখের চিকিৎসার জন্য যারা ওখানে যান তারা সত্যিই খুন দারুণভাবে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু অন্য দিক থেকে এটা নট হ্যার্ট অব দি সিটি। আমাদের আগের সরকার থার্ড লেফট ফ্রন্টের সময় তারা একটা জায়গা দেখে রেখে ছিলেন অনেক পুরানো এখন আপনার যেখানে গৌহাটিতে রেলওয়ে স্টেশন আছে এর কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মঠের একটা তাদের শিক্ষা অঙ্গন আছে তার পাশাপাশি জায়গা ওখানটাই আমরা নতুন করে বাড়ী তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং অলরেডি কেন্দ্রীয় সরকারের সি পি ডব্লিউ'কে আমরা দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি। এখন সমস্যা হয়েছে তার উপর দিয়ে ৩৩ কে. বি. পাওয়ার লাইন চলে যাচ্ছে এটা যেকোন বিকর্ম হয়ে যেতে পারে পাওয়ার মিনিষ্টার গৌহাটি মিটিং থেকে ফিরে এসে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তিনি রিকুয়েষ্ট করেছেন যাতে এই ৩৩ কে. বি. পাওয়ার লাইনটা যাতে আমাদের বাড়ীর উপর দিয়ে না যায় তার জন্য বলতে তা আমি জানি তা কিভাবে সমাধান হবে। এর জন্য আমরা একটু অপেক্ষা করছি ঐ বাড়ীটি হয়ে গেলে পর হয়তো একটু সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো যাবে। গৌহাটিতে বাড়ীটা রাখার দরকার আছে কারণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে গৌহাটিতে আমাদের প্রায় সময় যেতে হয় আমাদের ছেলেরা পড়াশুনার জন্য যায় এবং ইন্টারভিউর জন্য যান, ব্যবসার জন্য যান, চিকিৎসার জন্য যান, কাজেই এটা আমাদের দরকার আছে এটা আমাদের রাখতে হবে এটাকে চেন্নাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে রাখার কোন সুযোগ নাই। এখানে আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে এডভোকেট জেনারেল। আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না এই এডভোকেট জেনারেল সম্পর্কে বিরোধী দলের সবাই না হলেও বিশেষ করে যারা কোর্টে কাচারির সঙ্গে যারা আছেন বিরোধী দলের তাঁরা আমি দেখছি প্রথম থেকেই একেবারে সহ্য করতে পারছেন এই ভদ্র লোককে। এক সময় হঠাৎ করে দেখা গেল পত্রিকায় বেরিয়ে গেল তিনি রেজিগনেশান লেটার দিয়েছেন এত উৎসাহ আমি লক্ষ্য করছি বিরোধী দলের কিছু কিছু এডভোকেট বন্ধু কবে তিনি যাবেন এবং সেখানে কে আসবে। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি বললাম কোথায় উনার রেজিগনেশান লেটার কেন তিনি যাবেন কি সমস্যা হচ্ছে আসলে আমি বুঝতে পারছি না। এটা গভর্নমেন্টের প্রেরোগেটিভ এটাতে আপনাদের ইচ্ছা মত হবে না। সরকার যাকে রাখলে পরে সরকারের কাজ এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হবে তাকেই রাখবে এবং কে বলছে তাকে আমরা টাকা দিচ্ছি মাননীয় সদস্য জানেন না এডভোকেট জেনারেল এবং তার যে স্টেন্ডিং এবং তার যে রুলিং প্রেক্টিস সেই জায়গায় তার সঙ্গে মিলিয়ে টাকা দিতে গেলে পরে তার চার গুণ/পাঁচ গুণ টাকা তাকে দিতে হবে। তার কাছে এটা ব্যবসা না তার কাছে এটা আয় উপার্জন না এটা একটা সার্ভিসের মত তিনি আমাদের রিকুয়েষ্টের উপর ভিত্তি করে আমাদের সাহায্য করছেন।

হাইকোর্টের সমস্ত গণ্যমান্য যে সমস্ত আমাদের বিচারকরা আছেন বা এখানকার বারের যে সমস্ত বন্ধুরা আছেন তাদের আইন সম্পর্কে যে ধারণা এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেন না। নাউ হিস প্রেক্টিসিং ইন সুপ্রিম কোর্ট অলসু। এই ভদ্র লোক কিন্তু হাইকোর্টের জাজ হওয়ার জন্য আজ থেকে ৫ বছর আগে অফার পেয়েছিলেন তিনি হাত জোর করে বলেছেন যে না. আমি তো এখানে যাব না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বুঝতে পারছি না আমরা যখন তাকে রাখতে চাইছি তার সার্ভিসটা আরও বেশী করে নিতে চাইছি কেন তার বিরুদ্ধে এই রকম করছেন। কে বলছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এডভোকেট না আমরা তো কাউকে অসম্মান করি না। তাদের কাউকে অশ্রদ্ধা করি না। কাজেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের যেটা বক্তব্য যখন সরকার মনে করবেন এটা হয় না এটা পদ্ধতি না, যখন সরকার মনে করবেন তখন সরকারই এটা চ্যাইঞ্জ করবেন। এটা অহেতুক বার বার বলে একটা লোক যখন আমাদের সাহায্য করতে চাইছে তার মনের মধ্যে বিরক্তি বোধ সৃষ্টি করাটা মনে হয় ঠিক না। এবং আমি বলছি আমাদের সরকার গত ৫ বছরে আমরা যে হিসাব নিয়ে দেখেছি মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এই এডভোকেট জেনারেল এবং আমাদের যে ল ডিপার্টমেন্ট অন্যান্য যারা সাহায্য করেন তাদের সকলের সাহায্যে অধিকাংশ মামলা আমরা জিতেছি। মামলায় জেতা হারা আছে এর আগের সঙ্গে তুলনা করে আমরা দেখেছি আমাদের হারের সংখ্যা কম। এখানে আর একটা প্রশ্ন এসেছে যে কোর্ট বিল্ডিং নাকি হাত দিলে পরে ভেঙ্গে পরে এই তো আমাদের রাজ বাড়ী ভেঙ্গে পড়ছে। আমাকে যে ঘরটাতে বসতে দেওয়া হয়েছে যেখানে ল্যাবরেটরি আছে সেখানে ঢুকলে পড়ে ভয় হয়। কিছু কবার নেই আমরা এখানে টেকনিশিয়ান এনে পরীক্ষা করেছি এটা হেরিটেজ বিল্ডিং কিভাবে এটা রক্ষা করা যাবে, কোর্ট বিল্ডিং হাত দিলে ভেঙ্গে পড়ছে কোথায় এইগুলি এটা তো ঠিক না। বলুন কোর্ট বিল্ডিং হতে দেরী হচ্ছে ঠিকই তো দেরী হচ্ছে। এবং কোর্ট বিল্ডিং সবটা আমাদের উপর নির্ভর করবে না এখানে সাব-ডিভিশান যদি পুরোপুরি না হয়, বাড়ী যদি না হয় আবার আমরা যদি যার যার ব্যবস্থা না করতে না পারি চট করে কোর্ট বিল্ডিং করা যায় না। তবে আমরা চেষ্টা করছি তিনটা মহকুমা তাড়াতাড়ি করাব। সেই সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। এখানে শ্যামাচরণবাবুর একটা বিষয় আমি বলবার চেষ্টা করছি। যদিও এটা আমার বিষয়ের মধ্যে না শ্যামাচরণবাবু তুলেছেন আমি বলেছি। রেফারেল কেইস, রেফার করছে যেটা আমি উনার সঙ্গে একমত আমি বিশেষ করে লক্ষ্য করছি গত তিন/চার মাস এমনভাবে রেফার করা হচ্ছে রোগীদের সাধারণ একটা বিষয়ে দেখা যাচ্ছে রেফার করে দিচ্ছে পা ভাঙ্গতেই পরে, হাত ভাঙ্গতেই পারে যে কোন বিষয় এ গিয়ে বললেই কি রেফার করে দেবেন। এতে করে তো আমাদের ডাক্তারদের দুর্নাম হয়ে যাবে এটা তাদের নিজেদের আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি বলে প্রতিপন্ন হবে, দুই/চার জন রোগীর পক্ষের লোক গেলেই গিয়ে বললেই রেফার করে দেবেন। যদি কারোর পয়সা থাকে তারা যদি এখানে চিকিৎসা করাতে না চান তারা তাদের রোগীদের নিয়ে চলে যাবে কিন্তু রেফার করা তো এটা ঠিক না, সরকারের পক্ষে বা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ বা ডাক্তারবাবু যারা এখানে তাদের সুনামের পক্ষে কিন্তু এটা সহায়ক না। এটা ঠিক না। এস এস কে এম সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সেই সম্পর্কে কিন্তু আমি কিছু বলব না। আমার এটা বলার মধ্যে এই রকম তিক্ততা নাই যে এস এস কে এম-এর চাইতে আমাদের জি বি হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা বেশী। আমরা অত্যন্ত বিনম্রভাবে চেষ্টা করছি জি বি হাসপাতালের যে সেবা এই ব্যবস্থাটা একটু উন্নতি করতে। কিন্তু এস এস কে এম পর্যায়ে যেতে আমাদের একটু সময় লাগবে হাসপাতাল অনেক বড়। এস এস কে এম-এ আমরা যেমন ত্রিপুরা থেকে রোগী-রোগীনি পাঠাই, বাংলাদেশ থেকে আসে, উড়িষ্যা থেকে যায়, বিহার থেকে যায়, আসাম থেকে যায় ফলে এটা পূর্বাঞ্চলের একটা সেন্টার হয়ে গেছে। প্রচন্ড চাপের মধ্যে তারা থাকে। তারপর যেটা আমরা লক্ষ্য করছি, ওখানকার ডাক্তার বন্ধুরা যারা আছেন তাদের প্রশাসন যারা দেখেন তারা ত্রিপুরার রোগী-রোগীনিদের ক্ষেত্রে একটু সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। হয়তো পুরোটা রোগীর পক্ষ বা রোগীনির পক্ষ যেটা চাই সেটা সবটা হয়তো সেটা পারেন না। কিন্তু চেষ্টা করেন। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে শ্যামাচরণবাবুর সঙ্গে একমত হয়ে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন বন্ধু যদি এখানে থাকেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এই যে পদ্ধতিটি যে

রোগের সত্যিই আমাদের এখানে সুযোগ নেই অথবা চিকিৎসার সুযোগ থাকলেও আমাদের ডাক্তার বন্ধুরা যে রোগটা চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে তারা হয়তো সেই রকম আত্মবিশ্বাস পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সেই রোগীর ভাল চিকিৎসার জন্য রেফার করবেন তাতে আমাদের তো কোন আপত্তি নাই। চোখের চিকিৎসার জন্য গৌহাটি পাঠানো যেতেই পারে। এটা কেন চট করে চেন্নাইতে নেত্রালয়ে পাঠাতে হবে। নেত্রালয়ের ব্রাঞ্চই তো ওখানে এবং আমি তো ডাক্তার হর্ষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি নেত্রালয়ের সঙ্গে এই ব্রাঞ্চের ডিফারেন্স কিন্তু অনেক। মোষ্ট মর্ডান যে সমস্ত ইকিউবমেন্ট প্রায় সমস্ত কিছু এখানে চলে এসেছে। সেই দিক থেকে এই জায়গায় একটা কারেক্টলি পয়েন্ট আউট করেছেন সেটা স্বাস্থ্য দপ্তরকে দেখতে হবে। এখানে আমাদের গোপাল রায় সাহেবও ক্রেগ ক্রেগ বলে এখানে বলার চেষ্টা করেছেন। আসলে ক্রেগ তো একটা অবজারভেশন ক্রেগ তার অবজারভেশন দেওয়ার পর বিধানসভা থেকে আমরা যে পাবলিক একাউন্টস কমিটি তৈরী করে দেই সেই একাউন্টস কমিটি এটা পরীক্ষা করেন এবং পরীক্ষা করার সময় বিভিন্ন দপ্তর সম্পর্কে তারা যেই মন্তব্যগুলি করেন সেই দপ্তরের অফিসার বন্ধুদের ডাকেন তারা এই ক্রেগের অবজারভেশনের পরিপ্রেক্ষিতে আসল ঘটনা কি তারা বলেন তার পরে কিন্তু রিপোর্টটা চূড়ান্ত হয় এবং সেই রিপোর্ট আবার বিধানসভায় আসে। কাজেই সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে আমার সদস্য বন্ধু ব্যাপারটা ঠিক সেইভাবে বুঝে উঠতে পারছেন না তার দোষ নাই। কারণ তিনি মিসলিড হয়েছেন অপজিশন লিডারের দ্বারা তিনি এই প্লেইস করার সময় যে বক্তৃতা করেছেন তিনি তার প্রারম্ভিক ভাষণে সেখানে অর্ধেক সময় তিনি ক্রেগ নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। ফলে তিনি তার দ্বারা মিসলিড হয়েছেন। এখানে আমি যেটা বলব অ্যাসেম্বলী সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন যদিও এটা আমার ব্যাপার না মাননীয় স্পীকার চেয়ারে ছিলেন। এই যদি হয় এটা হওয়া তো বাঞ্ছনীয় না। ১১টায় মিটিং সাড়ে এগারটায় কেন গাড়ী যাবে, মাননীয় সদস্যরা যেখানে থাকেন আমাদের অ্যাসেম্বলীর হাউস থেকে মেম্বারদের যে বাড়ী খুব একটা দূর না। আর এটা যদি ঘটনা হয় যে শাসক দলের মেম্বারদের জন্য টেক্সি যাবে আর বিরোধী দলের মেম্বারদের জন্য উঁচু উঁচু গাড়ী যাবে, যেটাতে উঠতে গেলে শ্যামাচরণবাবুকে চকম লাগাতে হবে কি করে চকম লাগাবেন উনি এটা তো ঠিক না। আমার মনে হয় অ্যাম্বেসেডার বোধহয় কারোর জন্য পাঠাই না। আমি মাননীয় স্পীকার সাহেবকে সচিব মহোদয় এখানে আছেন আমি অনুরোধ করব বিষয়টা দেখা দরকার। বয়স্ক সদস্য যারা যে দলেরই হোক তাদের একটু চলাফেরার প্রশ্নে সাহায্য সহযোগিতা কবা দরকার বিফোর টাইম ১১টায় মিটিং হলে আধ ঘণ্টা আগে গাড়ীটা যাবে সেইভাবে বোধহয় সাহায্য করা উচিৎ কেন এইগুলির জন্য আপনারা এখানে কথা শুনবেন আপনারা কথা শুনলে আমাদেরও তো খারাপ লাগে। কাজেই এটা দেখা উচিত ভবিষ্যৎ দিনে নিশ্চয়ই আপনারা এটা দেখবেন। মাননীয় সদস্য কাজল দাস মহাশয় তুলেছেন ফ্রিডম ফাইটারদের ব্যাপার। প্রথমতঃ আমি বলতে চাই সমীরবাবু নাই এটা উনারই পুরানো প্রথম থেকে তিনি যখন রাজনৈতিক বক্তৃতা দেন তখন থেকেই বললেন কমিউনিস্টরা নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধীতা করেছেন। ঐদিন বাজেট বক্তৃতায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এটা বলেছেন। কোথায় ঠিক হল এটা কে বলেছে ইতিহাসকে লেখেছে, আমি অনুরোধ করব ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটু ভিতরে গিয়ে বুঝবার চেষ্টা করুন। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ছিল গোপনে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করেছে এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ্যের দাবী কমিউনিস্টরা গোপনে থেকে লিপলেট দিয়ে প্রথম কংগ্রেসের নেতৃত্বের দৃষ্টিতে আনেন। কমিউনিস্ট পার্টি একটা বিরোধীতা করেছে। সেটা সুভাষ চন্দ্র বসু হিটলারের সেই সময়ের জার্মানীর সাহায্যের প্রশ্নে, জাপানী সাহায্যের প্রশ্নে বিরোধীতা করেছেন। এবং সেই সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য কি ছিল যে এরাও তো এক্সপেনশানিষ্ট এরা আমাদের দেশ স্বাধীন করে দিয়ে আমাদেরকে কি করে মুক্ত করবেন এরাও তো স্বাধীন করতে আসবে আমাদেরকে আবার ঠকাবার জন্যে ওখান থেকে বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে, নেজাতী সুভাষ চন্দ্র বসু যে উদ্দেশ্য থেকে বলেছেন ব্রিটিশের বন্দিস থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা। তার মেইন উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের বন্দিস থেকে মুক্ত করা তার জন্য যারাই সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন তার সাহায্য আমরা নেব। সেই জায়গাটায় নেতাজীকে মূল্যায়ণ করার ক্ষেত্রে তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের একটা অংশ ভুল হয়েছিল।

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরানো যে নেতৃত্ব তারা কংগ্রেসের নেতৃত্বের চাইতে কম না এবং কম জেল খাটেন নি। ঐ সেদিন মারা গেছেন সুধাংশু দাশগুপ্ত পশ্চিম বাংলার দেশহিতৈষীর পত্রিকার একজন বিপ্লবী সাংবাদিক। স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন এবং সবচেয়ে বেশী সময় জেল খেটেছিলেন। কাজেই এই সমস্ত পুরানো কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ঠিক হবে না বলে আমি মনে করি। যে প্রসঙ্গটা বলেছেন সেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে স্বাধীতা সংগ্রামীদের ভাতা সম্পর্কে। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে ভাতা পান সব মিলিয়ে মাসে ৪০২০ টাকা। আর আমরা সেটা বাড়িয়ে ১০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা করেছি। এই টাকায় হয় না আমি মনে করি না স্বাধীনতা সংগ্রামীর যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের কাছে টাকাটা কোন ব্যাপার, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে আরও বেশী সাহায্য করতে পারলে আপনাদের মতো আমরা কিন্তু কম খুশি হবো না। কাজেই সেই জায়গায় আমাদের সামর্থ্য মধ্যে কিছু করেছি। এটা ভবিষ্যতে দেখব তাদেরকে বেশী করে সাহায্য করতে পারি। টাকা ছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা এডভাইজারি কমিটি আছে আমাদের পলিটিক্যাল দপ্তর সেটা দেখে। তারা যেমন যেমন প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ত্রিপুরা ভবন, গাড়ী, গেষ্ট হাউস এবং যা যা বলেছেন সবগুলো আমরা এক্সসেপ্ট করেছি। তারা নিজেরা কিন্তু এখন টাকার কথা বলেন না। এই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ওখানে তারা যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন সবগুলো আমরা কার্যকরি করছি। সময় সময় তাদের কাছ থেকে আমরা এডভাইস নেই। এনি হাউ হতে পারে আপনার এলাকা আপন বলছেন একজন অকৃততা স্বাধীনতা সংগ্রামী তার খুব সুবিধা হচ্ছে। হয়তো আপনার সঙ্গে কথা হতেই পারে যদি এই রকম হয় আমরা পরীক্ষা করে দেখব। যদি কেউ এই রকম কোন অসুবিধায় পড়েন,আমাদের দৃষ্টিতে আসলে আমরা কিন্তু সাহায্য করতে পিছিয়ে থাকি না চিকিৎসার প্রশ্নে হাসপাতালের প্রশ্নে। সেদিনও তো রামনগরের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তার চিকিৎসার প্রশ্নে আমাদের সাহায্য চেয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে আমরা সমস্ত সাহায্য করেছি। অবকোর্স তাহাকে বাঁচাতে পারেনি। কাজেই এদিক থেকে তাদের সম্মান কোন অংশ আমাদের চেয়ে কম না। যদি দেখা যায় আমাদের কিছু ঘাটতি আছে আমাদেরকে ধরিয়ে দিলে আমরা সাহায্য করব। এখানে পুলিশ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে থ্রি নট থ্রি রাইফেল সরিয়ে এস. এস. আর. দেওয়া হচ্ছে উইথ আউট ট্রেনিং, এটা হয় নাকি এটা হতে পারে। এস. এল. আর. আমাদের কাছে এখনও আছে কিন্তু দিতে পারি না ট্রেনিং কমপ্লিট না করে। এম. টি. পুল সম্পর্কে বলেছেন দুই/তিন জন সদস্য বলছেন যে মিস ইউজ হচ্ছে, এটা শাসক দলের লোকরা যখন যায় তখন তাদের এম. টি. পুলের গাড়ী দেওয়া হয় বিরোধী দলের যারা যায় তাদেরকে গাড়ী দেওয়া হয় না। এটা কে বলছে। এটা ঠিক না। সময় সময় হয় এক সাথে যখন অনেকগুলো রিকুইজিশান হয় দিতে পারে না এমন অনেক বিরোধী দলের সদস্য আছেন যখন কথা বলেন সঙ্গে সঙ্গে আমি এই রকমও বলেছি মুখ্যমন্ত্রীর জন্য যে সিকিউরিটি এসকর্ট যা প্রভাইডেড আছে দরকার হলে কমিয়ে নাও তবুও তাদেরকে দাও। কারণ অপজিশানের তারা ভিতরে যেতে চাইবেন তাদের কমিটমেন্ট আছে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু সব সময় করা যায় না। এবং অপজিশানের সদস্যরাই টি এস আরের বিরুদ্ধে আজকে রবীন্দ্রবাবু বলেছেন। কিন্তু টি এস আর কিন্তু আমাদের চাইতে আপনাদেরকে বেশী সাহায্য করে। তাতে বরং পজিশানে যারা আছে তারা কেউ কেউ বলে আমরা চাইলে দেয় না। কিন্তু তারা চাইলে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয়। তখন আমি বললাম খারাপ কি। এখানে অনিমেষবাবু বলেছেন যে শিলং-এ একটা ত্রিপুরা ভবন করা দরকার। না বন্ধু এটা করা যাবে না চাইলেই সব জায়গায় এটা করা যায় না। আমাদের এই মুহূর্তে সেই টাকার সংস্থান নেই। গৌহাটিতে একটা আছে যেটা আছে ঐটা বন্ধ করতে হবে। এটা এই মুহূর্তে করা যাচ্ছে না, অন্য কোন সাহায্য প্রশ্ন থাকলে আমরা নিশ্চয় সাহায্য করব। খোয়াই জেল সম্পর্কে আমাদের মন্ত্রী বলেছেন, আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক মত। এই ঘটনা ঘটার পর আমরা মিটিং ডেকেছি সমস্ত জেল নিয়ে কথা বলেছি খোয়াই জেলের অবস্থা খুব খারাপ আসলে সাজা প্রাপ্ত কয়েদীর সংখ্যার চাইতে এমনিতে যারা আছেন তাদের সংখ্যা বেশী।

রাজেশ্বরবাবু এম. টি. সম্বন্ধে যেটা বলেছেন সেটা এম টি.পুল। সেন্সাস ব্যাপারটায় রয়েছে গ্লোবাল প্রবলেম। সেন্সাস কারেক্ট লি হওয়ার দরকার। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া স্টেট গভর্ণমেন্টের সাহায্য নিয়ে সমস্ত কার্যক্রম দেখভাল করেন। যদি কোথাও কংক্রিট থাকে তাহলে আমাদের দপ্তর দিলে পরে নিশ্চয় দেখার চেষ্টা করবো। এখানে রবীন্দ্রবাবু যে ইলেকট্রল রুল সম্পর্কে বলেছেন এই ইলেকট্রল রুলে অবামফ্রন্ট সমর্থকদের বয়সের নাম উঠে তা না কংগ্রেস সমর্থিত বয়সের নামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঘটনা তা নয়। অন্য দিকে বামফ্রন্টের সমর্থকদের বয়স্কদের নাম যেমন উঠানো হয়নি তেমনি কংগ্রেস সমর্থিত বয়স্ক লোকদের নাম উঠানো হয়নি। আইকার্ড থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাপারগুলিকে সমস্ত দেখেন ইলেকশান কমিশনার। আমরা শুধু রাজ্য সরকারের অফিসারদের দিয়ে সাহায্য করি এবং বাকি সবটা তারা করেন এবং ভোটের আগে তারাই দেখেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, ভোটার নাম বাতিল করেছেন। এখানে যে চাটার্জি নাম বাদ যাওয়ার কথা বলেছেন তাতে বলেছি আমরা। যা যা বলেছি সব আমরা করেছি। ভবিষ্যতে প্রকৃত ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায় ভোটার তালিকা থেকে। টি. সি. এস. আর. সম্পর্কে যেটা অভিযোগ এনেছেন সেটা পুরোনা অভিযোগ। আমাদের ৪র্থ লেফট ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট ক্ষমতায় আসার পরে স্ট্রং মের্জাস আমরা নিয়েছি। সেখানে জিপ গাড়ী নিয়ে আক্রমণ করেছে। তারা তো চলে গেছে। এখানে এক্সটেনশানের কথা বলা হয়েছে। আমরা একদিনেরও এক্সটেনশান দেয়নি। এখানে দপ্তর দেখছে সেখানে। যে দোকান-পাট ভেঙ্গেছে সেখানে তাকে সাসপেনশান করেছে। ডিসবেন্ড করেছি আমরা। কাজেই প্রবলেম যেটা ছিল মাঝারী জায়গায় লোকের অভাব ছিল আমাদের। যদি ওয়ান টাইম প্রমোশন দিয়ে দেয় তাহলে পরবর্তীতে ঘাটতি দেখা দেবে। এখন ইন ডিসিপ্লান নয় টি. সি. এস. আর.। যে প্রশ্নটা এনেছেন বাইরে থেকে উটা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। এই বিধানসভায় আমরা বলেছি ককবরক ভাষায় বলে যাচ্ছে রেকর্ডিং হচ্ছে ঘটনা তা না। বির্জাভেশান ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে এস. সি. / এস. টি. গোষ্ঠী অন্য রাজ্যের এস. সি. / এস. টি.'র সঙ্গে মিলে না। ফলে এই এস. সি. / এস. টি. আমাদের রাজ্যে দিয়েই শুরু করতে হবে। বাইরে থেকে এস. সি. / এস. টি.লোক নেওয়ার কথা, সেটা এখন রাজ্যে থেকে নিচ্ছি। এর আগের দুটো ব্যাটেলিয়ান থেকেই আমরা কার্যকরী করেছি। কাজেই এই রকম সমস্যা এখন নেই। কিন্তু টি সি এস আর বাহিনী তৈরী করার পদ্ধতি সেটা সেন্ট্রাল পেরামিলিটারী ফোর্সের মত। ফলে তাদের যে কসমোপলেটিক কারেক্টার একে রক্ষা করার জন্য অন্য রাজ্য থেকে লোক আনতে হয়। আর বাহিনী লেংগুয়েজ হিন্দি শিখতে হয় যে কারণে বাইরে থেকে লোক আনতে হয়। রাজ্য থেকেও অন্য রাজ্যে পাঠাতে হয় এই টি সি এস আর বাহিনীকে। ফলে কমপ্লেন এসেছে। কোয়ারি হয়েছে ফিফট ব্যাটেলিয়ান কন্ডি, লিটে নেই। এটা এখন বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং তাকে আমরা এক্সটেনশানের ব্যাপারে অফিসার পাঠাতে পারে। কিন্তু গভর্নমেন্ট তো এক্সসেপ্ট করেনি। সেই লক্ষ্যে আমরা এক্সটেনশান দেয়নি। মাননীয় সদস্য আপনি যেটা বলেছেন রেশনসপ নিয়ে রেশন ডিলার যেতে পারছে না গন্ডাছড়ায়। এটা ঠিক হচ্ছে না। শান্তিরবাজার এলাকায় বি এস এফ ক্যাম্প সামনে রেশনসপ খুলতে বলেছি। সব জায়গায় তো বি এস এফ ক্যাম্প নেই। আপনার বিধানসভা কেন্দ্রে এখনো সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ করছে। ফলে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগী করে বিয়ারিং করে লাভ হবে না। সমাধান বা রেশনসপ নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করুন রেশন ডিলাররা ভিতরে যেতে পারে তার সাহায্য করুন। নিয়ে যেতে হবে না এই রকম ইনস্ট্রাকশন নয় সুতরাং নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা কনজিউমার এডমোস্টফোল। এই হচ্ছে মোটামুটি আমার বক্তব্য। এটা যদিও ডিমান্ডের মধ্যে ছিল না, ডিমান্ডের বাইরে ছিল। কিন্তু এটা নিয়ে সকালেও আলোচনা হয়েছে, বিকালেও আলোচনা হয়েছে। এখানে একটা মিস গাইড গিডিংস হতে পারে তার জন্য সেটা আমি ক্লিয়ার করলাম স্যার, এখানে আমার কথা শেষ করার আগে যেটা বলব বিরোধী দলের তরফ থেকে অনেকগুলি কাট মোশানস্ এসেছে সেগুলি মন্ত্রীরা খুব সংক্ষেপে হলেও বলেছেন।

**শ্রী রতন লাল নাথ ঃ—** 'ল' ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বলুন।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—** 'ল' ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে তো বললাম।

**শ্রী রতন লাল নাথ ঃ—** বিচারকদের বেতন-ভাতা সম্পর্কে বলুন।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—** বিচারকদের বেতন-ভাতা সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত আপনি তো পড়ে আমাদের শুনিয়ে দিলেন যে ওখানে ৯ তারিখ আমাদের এডভোকেট জেনারেল বলেছেন We will act accordingly.

স্যার, কাট মোশানগুলি উনারা এনেছেন সেগুলি তো আনবেনই ভেন্টিলেট করেছেন। উনি কারেক্টলি এনেছেন কেউ হয়তো ইনকারেক্টলি এনেছেন। নূতন যারা এটা তো হতেই পারে আমরা যারা নূতন ছিলাম তখন কি আমরা সবগুলি ঠিকভাবে আনতে পেরেছিলাম এটা নিয়ে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। তবে এটা জিনিস আমি বলব আমাদের এই বিধানসভায় আসলে আভ্যন্তরীণ যে পরিবেশ আলাপ-আলোচনার এটা যেন ক্রমশ নীচের দিকে যাচ্ছে তাই এটার দিকে সবার নজর দেওয়া উচিত। বিধানসভায় তো আসলে আমরা তর্ক করার জন্য আসি, ডিবেট করার জন্য আসি, যুক্তি উপস্থিত করার জন্য আসি এটা যদি শাসক দল গ্রহণ করতে না পারেন এখানে এটা তাদের দুর্বলতা। কিন্তু এখানে আমরা কি দেখছি? এটা তো একটা দৈহিক শক্তি প্রদর্শনের জায়গা হয়ে যাচ্ছে কারণ চেয়ার, টেবিল ভাঙ্গছে, এক সময় মাইক্রোফোন ভেঙ্গে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় মারার চেষ্টার হয়েছে, চেয়ার ছুড়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর গায়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। এখন মাননীয় সদস্যগণ যারা আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ছিলেন না আবার অনেকে হয়তো ছিলেন তার জন্য আমাদের এই বিধানসভার চেয়ারগুলি শিকল দিয়ে বাধা হয়েছে, এটা দুর্ভোগ্যের ঘটনা। এখন তো দেখছি টেবিল যেভাবে ভাঙ্গা হচ্ছে তাই এইগুলি লোহা দিয়ে তৈরী করতে হবে এটা কি হচ্ছে? এটা তো প্রতিবাদ জানানোর পদ্ধতি নয়। পার্লামেন্টে আমরা দেখি সেখানে ঠিক আছে আমরা ওয়েলের সামনে দাঁড়িয়েও কথা বলতে পারি। এ্যাকচুয়ালি কথা হচ্ছে আমাদের ওয়েলের সামনে যাওয়ার কথা নয়। এই মিটিং-এ মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু গিয়েছিলেন, জওহরবাবু নেই দুর্ভাগ্য উনি জিতে আসতে পারেননি। আমাদের স্পীকার সাহেব গিয়েছিলেন সেই স্পীকার সাহেব এখন নেই। সেই মিটিং-এ প্রথম সিদ্ধান্ত হয়েছিল রাষ্ট্রপতির ভাষণ, রাজ্যপালের ভাষণ এইগুলি শুনতে হবে এবং বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। তারপর ওয়েলের সামনে গিয়ে এই সমস্ত করা আমি এটা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি পার্লামেন্টে যারা নাকি মিটিং-এ ঠিক করলেন তারাই ওয়েলের সামনে চলে যাচ্ছেন অবশ্য তারা এই রকম ভাঙ্গচুর করেন না দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন। আমাদের এখানে এইগুলি কি হচ্ছে, এইগুলি কি ঠিক হচ্ছে? এইগুলি শোভন নয় এতে আমাদের ছেলে-মেয়েরা পত্র-পত্রিকায় যখন এইগুলি উঠবে তখন তাদের এই ব্যাপারে কি ধারণা হবে তাই এটা বোধহয় হওয়া উচিত নয়। তর্ক করুন, যুক্তি নিয়ে উপস্থিত হোন, শাসক দলের দুর্বলতাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করুন এবং গঠনমূলক প্রস্তাব দিন। শাসক দলের পক্ষ থেকে যেগুলি বলছেন আপনারাটা আপনি বলে যাবেন শাসক দল বললে শুনবেন না তাতে যদি যুক্তি থাকে সেটা গ্রহণ করবেন এটা কি রকম কথা। একটা শোভনতার মধ্যে সবার থাকা উচিত। আমি আমাকে নিয়েও বলছি আমার মনে হয় এই বিষয়টা দেখা দরকার। আমি দুঃখিত বিরোধী দলের বন্ধুরা যে সমস্ত কাট মোশানস্ এনেছেন সেগুলি সমর্থন করতে পারলাম না বলে এবং যে প্রশ্নগুলি আপনারা তুলেছেন আমি সহ আমার মন্ত্রী সভার সদস্যরা সব বিষয় সম্পর্কে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। আমি আশা করব বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বিষয়টা এখন উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন।

**শ্রী রতন লাল নাথ ঃ—** মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে মাননীয় বিরোধী দলনেতার মিস লিডিং-এর ফলেই অন্য সদস্যরা বলছেন। আমি এটা কোথা থেকে শিখেছি? আমি শিখেছি সোমনাথ চ্যাটার্জির কাছ থেকে। কফিন কেলেঙ্কারী নিয়ে সোমনাথ চ্যাটার্জি এই ক্যাগ রিপোর্ট নিয়েই পার্লামেন্টে হৈচৈ করেছেন। উনি যেমনি শিখিয়েছেন তেমনিই শিখেছি। মাননীয় চীফ মিনিষ্টার বলেছেন কারেক্টলি এবং ইনকারেক্টলি কাট মোশান এসেছে। ডেমোক্রেটিক সেটআপ-এ প্রসিডিউর অনুযায়ী এখানে ইনকারেক্ট-এর প্রশ্ন নেই। মাননীয় চীফ মিনিষ্টার ভোটে হেরে যাওয়ার কথা বলেছেন। এটা হতেই পারে ভোটে হেরে যেঁতেও পারে, জিতে যেতেও পারে। উনি আর একটা কথা বলেছেন বি এস এফের ব্যাপারে সেক্রেটারী এ্যাক্সটেশানের জন্য পাঠাতেই পারেন কিন্তু পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে

প্রপোজাল না আসলে কি করে পাঠাবেন এটা আমার জানা নেই। উনি কোথা থেকে বলছেন। আর বলছেন, একটা জিনিস এটা শেখার জন্য এটা ঠিকই ইতিহাস অনেক রকমের বেরিয়েছে, বলেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল। এই বইগুলি আমাদের চিনিয়ে দিলে ভাল হয়।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—** স্যার, নবম বিধানসভা এবং ৫ম বামফ্রন্ট সরকারের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কারণে আমরা স্বাভাবিক কারণে মানিকবাবুর কাছে প্রত্যাশা করেছিলাম, অন্তত বেতন হোক, ভাতা হোক একটা কিছু দিয়ে সবাইকে খুশি করবেন। তাহলে আমরাও সহযোগিতা করতে পারতাম এবং প্রয়োজনে আমাদের কাট মোশানগুলি উইথড্র করে নিতে পারতাম। কিন্তু উনি সহযোগিতা করলেন না, এটা খুবই দুঃখজনক। দ্বিতীয়তঃ কাট মোশান আনার অর্থ কোন শত্রুতা নয়, এটা মন্ত্রীদের কিছু হোক ওয়ার্ক থাকে, অফিসারদের দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, এতে লো ফল বা অন্য কিছু ধরা পড়ে, আগামীদিনে যাতে ভালভাবে কাজ করা যায় এগুলি প্রতিফলিত হয়। পশ্চিমবাংলায় ১৯৫২ সালে জ্যোতি বসু একাই ১০৫টা কাট মোশান এনেছিলেন। এটা একটা রেকর্ড। কাজেই কাট মোশান আনাতে অনেক মন্ত্রীই খুব বিরক্ত। কেন আনলেন ? এটা বোধহয় ঠিক গণতান্ত্রিক মানসিকতা নয়।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ২০০৩-২০০৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ২০০৩ -২০০৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর সাবজেক্ট কমিটি-১ এবং সাবজেক্ট কমিটি-২ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের প্রতিবেদন এই সভায় উপস্থাপন করেছে। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণের মধ্যে সকল প্রতিবেদন বিলি করা হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ২০০৩-২০০৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথম সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনিত ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্) ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Mr. Speaker :- The question before the House that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Chandra Roy that the amount of the Demand under Major Head-2013 be reduced by to Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure to control on misuse of money of Travel Expense by the Ministers."

**(The Cut Motion was put to vice vote and Lost)**

The question before the House that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Animesh Debbarma that the amount of the Demand under Major Head-2070 be reduced by to Rs.100/- to ventilate the specific grievance that :- Need to setup one Tripura Bhawan in Shilong."

**(The Cut Motion was put to vice vote and Lost)**

The question before the House that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Chandra Roy that the amount of the Demand under Major Head-2070 be reduced by to Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Govt. Guest Houses & Hostels in New Delhi, Kolkata, Chennai & Gowhati."

**(The Cut Motion was put to vice vote and Lost)**

The question before the House that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura that the amount of the Demand under Major Head-3451 be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the Policy underlying the demand viz :- Disapproval of Govt. Policy on Planning."

(The Cut Motion was put to vice vote and Lost)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.13,77,17,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand on.3 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2013-Council of Minsisters | Rs. 27,86,000/- |
| 2052-Secretariat General Services | Rs.11,36,58,000/- |
| 2070-Other Administrative Services | Rs. 1,94,89,000/- |
| 3451-Secretariat Economic Services | Rs. 11,84,000/- |
| 4070-Capital Outlay on other Administrative Service | Rs. 6,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :- The question before the House that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Debbarma that the amount of the Demand under Major Head-2015 be reduced by to Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure to control & eliminate wasteful expenditure on the Conduct of Assembly Election of Tripura."

(The Cut Motion was put to vice vote and Lost)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.3,26,83,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand on.4 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2015-Elections | Rs.3,26,83,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :- Next, Demand for Grant No.5. There are as many as 3 (three) cut motions on this demand. So I am putting the cut motions to vote first and then the main motion.

Now. the question before the House that the Cut Motions on the Demand No.5 moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Chandra Roy, Major Head-2014, That, the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Legal Advisors & Councils."

2. Shri Shyama Charan Tripura, Hon'ble Member, Major Head-2014. That the amount of the Demand be reduced by Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- Disspproval of Govt. policy on Pay & Allowances of Honourable Judges."

3. Hon'ble Member Shri Gopal Chandra Roy, Major Head-4070. That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure to control & eliminate wasteful expenditure on construction of Court."

(All Cut Motions are put to vice vote and Lost)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.10,56,25,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.5 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2014-Administration of Justice | Rs.10,17,25,000/- |
| 2070-Other Administrative Services | Rs. 40,000/- |
| 4070-Capital Outlay on other Administrative Service | Rs. 38,60,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No.7 to vote. The question before the House is the Demand No.7 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.67,73,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.7 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2070-Other Administrative Services | Rs.67,73,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :- Next, Demand for Grant No.8. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main motion.

Now. the question before the House that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Prakash Chandra Das, Major Head-2070. That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Public Administration & Rural Development."

(The Cut Motion was put to vice vote and Lost)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.24,10,000/- (Excluding the charged amount of Rs.1,04,52,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.8 under the following Major Head :-

2070-Other Administrative Services Rs.24,10,000/-

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Next, Demand for Grant No.9. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main motion.

Now. the question before the House that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rejeshwar Debbarma, that the amount of the Demand under Major Head-3454 be reduced by Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Census"

**(The Cut Motion was put to vice vote and Lost)**

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.2,16,61,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.9 under the following Major Head :-

3454-Census Rs.2,16,61,000/-

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Next, Demand for Grant No.10. There are as many as 7 (Seven) cut motions on this demand. So I am putting the cut motions to vote first and then the main motion.

Now. the question before the House that the Cut Motions on the Demand No.10 moved by

1. Hon'ble Member Shri Rabindra Debbarma, Major Head-2055, That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure to control & eliminate wasteful expenditure on T. S. R."

2. Hon'ble Member Shri Rejeshwar Debbarma, Major Head-2055. That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure to control & eliminate wasteful expenditure on M. T. Pool."

3. Hon'ble Member Shri Animesh Debbarma, Major Head-2055. That the amount of the Demand be reduced by Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- Disapproval of Govt. policy on Criminal Investigation."

4. Hon'ble Member Shri Rabindra Debbarma, Major Head-2053. That the amount of the Demand be reduced by Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- Disapproval of Govt. policy on Security Related Expenditure."

5. Hon'ble Member Shri Prakash Chandra Das, Major Head-2070. That the amount of the Demand be reduced by Rs.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- Disapproval of Govt. policy on Home Guards."

6. Hon'ble Member Shri Ashok Debbarma, Major Head-4055. That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Police Force Modernization. "

7. Hon'ble Member Shri Rajeshwar Debbarma, Major Head-4055. That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to ventilate the specific grievance that G "Need to construct building at Taidu Police Station & Takarjala Police Station for accommodation of Police personnels."

(All Cut Motions are put to vice vote and Lost)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No.10 to vote. The question before the House is the Demand No.10 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.247,54,93,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.10 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2052-Secretariat General Services | Rs. 1,76,000/- |
| 2053-District Administration | Rs. 5,03,26,000/- |
| 2055-Police | Rs.200,51,42,000/- |
| 2070-Other Administrative Services | Rs. 9,00,41,000/- |
| 3275-Other Communicating Services | Rs. 6,64,99,000/- |
| 4055-Capital Outlay on other Police | Rs. 24,50,86,000/- |
| 4070-Capital Outlay on other Administrative Service | Rs. 1,77,98,000/- |
| 5275-Capital Outlay on other Communication Service | Rs. 4,25,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :- Now. the question before the House that the Cut Motion on the Demand No.18 moved by Shri Kajal Chandra Das on Major Head-2235. That the amount of the Demand be reduced by Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of Govt. Policy on Pension to Freedom Fighters."

(The Cut Motion was put to vice vote and Lost)

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.18 to vote. The question before the House is the Demand No.18 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.51,59,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.18 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2070-Other Administrative Services | Rs. 3,000/- |
| 2235-Social Security and Welfare | Rs.37,13,000/- |
| 2252-Other Social Services. | Rs.14,43,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now. the question before the House that the Cut Motion on the Demand No.34 moved by Hon'ble Member Shri Prakash Chandra Das on Majot Head-4070. That the amount of the Demand be reduced by Rs.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of Govt. Policy on MLA's Local Area Development Programme."

**(The Cut Motion was put to vice vote and Lost)**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.34 to vote. The question before the House is the Demand No.34 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.105,31,89,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.34 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 3451-Secretariat Economic Services | Rs. 1,32,89,000/- |
| 4070-Capital Outlay on other Administrative Service | Rs.103,89,00,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.38 to vote. The question before the House is the Demand No.38 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.4,74,76,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.38 under the following Major Heads ;-

| | |
|---|---|
| 2058-Sattionary and Printing | Rs.4,74,76,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.47 to vote. The question before the House is the Demand No.47 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.37,73,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.47 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2013-Council of Minsisters | Rs.12,20,000/- |
| 2052-Secretariat General Services | Rs.25,53,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.49 to vote. The question before the House is the Demand No.49 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.10,52,42,000/- (Excluding the charged amount of Rs.9,71,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.49 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2070-Other Administrative Services | Rs.10,17,48,000/- |
| 4070-Capital Outlay on other Administrative Service | Rs. 34,94,,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.50 to vote. The question before the House is the Demand No.50 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs.37,10,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.50 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2070-Other Administrative Services | Rs.37,10,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now, the question before the House is the Cut Motions on the Demand No.29 moved by the Hon'ble Member Shri Ashok Debbarma, Major Head-2403, That the amount of the Demand be redeuced by Rs.100/- to ventilate the specific grivence that "Need to Organise Census on Live Stock in the State of find out the reasons of rapid decreases of live stocks."

And another Cut Motion on that Demand moved by Hon'ble Member Shri Prakash Chandra Das, Major Head-2403. That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure on venterinary Services."

**(The Cut Motion was put to vict vote and Lost)**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.29 to vote. The question before the House is the Demand No.29 moved by the Hon'ble In-charge of the Animal Resource Development Department that a sum not exceeding of Rs.25,76,65,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand on.29 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2403-Animal Husbandry | Rs.19,39,92,000/- |
| 2404-Dairy Development | Rs.83,50,000/- |
| 2552-North-Eastern Areas | Rs.2,00,000/- |
| 4403-Capital Outlay on Animal Husbandry | Rs.5,26,23,000/- |
| 4404-Capital Outlay on Dairy Development | Rs.10,00,000/- |
| 4552-Capital Outlay on North-Eastern areas | Rs.15,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

**Mr. Speaker** :- Now. the question before the House that the Cut Motion on the Demand No.16 moved by Hon'ble Member Shri Gopal Chandra Das, Major Head-2210. That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Ration, Medicine, Beeding & Clothing in G. B. Hospital."

2nd Cut Motion, That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Medicine, Ration, Beeding & Clothing in Sub-Divisional Hospital."

4th Cut Motion, That the amount of the Demand be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of Govt. policy on Super Speciality Block at G. B. Hospital."

(The Motions was put to vice vote and Lost)

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.16 to vote. The question before the House is the Demand No.16 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department that a sum not exceeding of Rs.45,54,12,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.16 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2210-Medical and Public Health | Rs.35,03,21,000/- |
| 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health | Rs. 8,64,91,000/- |
| 4552-Capital Outlay on North-Eastern areas | Rs. 1,86,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

**Mr. Speaker** :- Demand No.27. There are 3 (three) Cut Motions on this Demand. Now I am putting the Cut Motions one by one to vote. Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura, on Demand No.27, Major Head-2601. That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure on Agri. Engineering."

(The Motions was put to vice vote and Lost)

**Mr. Speaker** :- Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Kajal Chandra Das, on Demand No.27, Major Head-2601. That the amount of the Demand be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- Disapproval of Govt. policy on plant protection Service."

(The Motions was put to vice vote and Lost)

**Mr. Speaker** :- Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura, on Demand No.27, Major Head-4435. That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure on Development of Rural Market Infrastructure with facilities of cold storage."

(The Motion's was put to vice vote and Lost)

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.27 to vote. The question before the House is the Demand No.27 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department that a sum not exceeding of Rs.60,64,23,000/- (Excluding the charged amount of Rs.57,00,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.27 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2401-Crop Husbandary | Rs.40,61,53,000/- |
| 2408-Food Storage and Warehousing | Rs. 3,00,000/- |
| 2415-Agricultural Research and Education | Rs. 10,00,000/- |
| 2435-Other Agriculture Programme | Rs. 50,000/- |
| 2552-North-Eastern Areas | Rs. 94,20,000/- |
| 4401-Capital Outlay on Crop Husbandary | Rs.15,70,00,000/- |
| 4435-Capital Outlay on Other Agriculture Programme | Rs. 3,25,00,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura, on Demand No.28, Major Head-4402. That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure on National Watershed Development project for Rain-fed Area (NWDPRA)."

**(The Motions was put to vice vote and Lost)**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.28 to vote. The question before the House is the Demand No.28 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department that a sum not exceeding of Rs.14,46,20,000/- (Excluding the charged amount of Rs.12,44,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.28 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2401-Crop Husbandary | Rs.5,92,75,000/- |
| 2402-Soil and Water Conservation | Rs.4,32,75,000/- |
| 4401-Capital Outlay on Soil and Water Conservation | Rs.3,53,10,000/- |
| 4552-Capital Outlay on North-Eastern areas | Rs.67,60,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia, on Demand No.52, Major Head-2210. That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure of the Govt. on Despensaries."

**(The Motions was put to vice vote and Lost)**

**Mr. Speaker** :- Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia, on Demand No.52, Major Head-4210. That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on National anti Malaria programme."

**(The Motions was put to vice vote and Lost)**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.52 to vote. The question before the House is the Demand No.52 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department that a sum not exceeding of Rs.60,75,44,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.52 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2210-Medical and Public Health | Rs.31,53,44,000/- |
| 2211-Family Welfare | Rs.22,85,65,000/- |
| 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health | Rs. 5,36,35,000/- |
| 4211-Capital Outlay on Family Welfare | Rs. 1,00,00,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Rajeshwar Debbarma, on Demand No.23, Major Head-3604. That the amount of the Demand be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of Govt. Policy on Devolution of funds."

**(The Motions was put to vice vote and Lost)**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.23 to vote. The question before the House is the Demand No.23 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department that a sum not exceeding of Rs.66,74,81,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.23 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2515-Other Rural Development Programmes | Rs.37,22,37,000/- |
| 3604-Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchyati Raj Institutions | Rs.25,99,50,000/- |
| 4515-Capital Outlay on Other Rural Development Programmes | Rs.3,52,94,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No.21 moved by Hon'ble Member Shri Rabindra Debbarma Major Head-4408. That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/ to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Public Distribution."

and another Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Ashok Debbarma, Major Head-3456, That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure on Annapurna Scheme."

**(The Motions was put to vice vote and Lost)**

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No.21 to vote. The question before the House is the Demand No.21 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department that a sum not exceeding of Rs.62,13,16,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.21 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2408-Food Storage and Warehousing | Rs. 5,80,69,000/- |
| 3456-Civil Supplies | Rs. 2,44,97,000/- |
| 4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing | Rs.53,87,50,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No.37 to vote. The question before the House is the Demand No.37 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour & Employment Department that a sum not exceeding of Rs.2,01,62,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand on.37 under the following Major Head :-

| | |
|---|---|
| 2230-Labour and Employment | Rs.2,01,62,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No.54 to vote. The question before the House is the Demand No.54 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour & Employment Department that a sum not exceeding of Rs.48,17,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.54 under the following Major Head :-

| | |
|---|---|
| 2230-Labourand Employment | Rs.48,17,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now the question before the House is the Cut Motion onthe Demand No.55 moved by Hon'ble Member Shri Prakash Chandra Das, Major Head-2230. That the amount of the Demand be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of Govt. Employment Policy."

**(The Motions was put to vice vote and Lost)**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.55 to vote. The question before the House is the Demand No.55 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour & Employment Department that a sum not exceeding of Rs.1,53,64,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand on.55 under the following Major Head :-

| | |
|---|---|
| 2230-Labourand Employment | Rs.1,53,64,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now the question before the House is the Cut Motions onthe Demand No.35 moved by Hon'ble Member Shri Bijoy Kumar Hrangkhwal, Major Head-2217. That the amount of the Demand be reduced to Rs.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of Govt. Policy on Urban Development."

2nd Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Gopal Chandra Roy, Major Head-2217. That the amount of the Demand be reduced to Rs.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of Govt. Policy on Swarna Jayanti Sahari Rosgar Yojana."

3rd Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Bijoy Kumar Hrangkhwal, Major Head-35. That the amount of the Demand be reduced to Rs.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of Govt. Policy on Urban Development."

**(The Motions was put to vice vote and Lost)**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.35 to vote. The question before the House is the Demand No.35 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Development Department that a sum not exceeding of Rs.16,66,64,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.35 under the following Major Head :-

| | |
|---|---|
| 2070-Other Administrative Services | Rs.15,00,000/- |
| 2217-Urban Development | Rs.2,30,18,000/- |
| 3604-Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchyati Raj Institutions | Rs.9 26,18,000/- |
| 4216-Capital Outlay on Housing | Rs.71,00,000/ |
| 4217-Capital Outlay on Urban Development | Rs.4,22,30,000/ |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No.36 moved by Hon'ble Member Shri Animesh Debbarma, Major Head-2056. That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure on Modernization of Prison Administration."

**(The Motions was put to vice vote and Lost)**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.36 to vote. The question before the House is the Demand No.36 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department that a sum not exceeding of Rs.11,77,81,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.36 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2056-Jail | Rs.11,50,65,000/- |
| 4059-Capital Outlay on Public Works | Rs. 15,16,000/- |
| 4070-Capital Outlay on other Administrative Service | Rs. 12,00,000/- |

**(The Demand was put to voice vote and passed).**

**Mr. Speaker** :- Now the question before the House is the Cut Motions onthe Demand No.11 moved by Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura, Major Head-2041. That the amount of the Demand be reduced to Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure of the Govt. on Inspection of Motor Vehicles."

2nd Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Animesh Debbarma, Major Head-3075. That the amount of the Demand be reduced to Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to Control & eliminate wasteful expenditure on Grant in Aid (Road Safety)."

3rd Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Gopal Chandra Roy, Major Head-5055. That the amount of the Demand be reduced to Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to Control & eliminate wasteful expenditure on T. R. T. C."

**(The Motions was put to vice vote and Lost)**

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.11 to vote. The question before the House is the Demand No.11 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department that a sum not exceeding of Rs.12,82,22,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.11 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2041-Taxes on Vehicles | Rs.63,39,000/- |
| 3055-Road Transport | Rs.19,16,000/- |
| 3057-Other Transport Services | Rs.65,00,000/- |
| 4552-Capital Outlay on North-Eastern areas | Rs.1,65,00,000/- |
| 4050-Capital Outlay on Road Transport | Rs.9,68,67,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Cut Motions onthe Demand No.26 moved by Hon'ble Member Shri Rabindra Debbarma, Major Head-2405. That the amount of the Demand be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of Govt. Policy on National Welfare for Fisherman Families."

2nd Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura, Major Head-2405. That the amount of the Demand be reduced to Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure on F. F. D. A. (Fish Farmer Development Agency)."

3rd Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Bijoy Kumar Hrangkhwal, Major Head-4405. That the amount of the Demand be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of Govt. Policy on Fishery Development."

(The Motions was put to vice vote and Lost)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No.26 to vote. The question before the House is the Demand No.26 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department that a sum not exceeding of Rs.10,77,35,000/- (Excluding the charged amount of Rs.5,72,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand no.26 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2070-Other Administrative Services | Rs. 60,000/- |
| 2405-Fisheries | Rs.9,81,04,000/- |
| 2552-North-Eastern Areas | Rs. 28,88,000/- |
| 4405-Capital Outlay on Fisheries | Rs. 40,00,000/- |
| 4552-Capital Outlay on North-Eastern areas | Rs. 26,83,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ—"হ্যাফ এন্ড আওয়ার ডিসকাশান" আজকের কার্যসূচীতে একটি হ্যাফ এন্ড আওয়ার ডিসকাশান এর উপর নোটিশ আছে। নোটিশ এনেছেন মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মণ মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ— "There has been a shift of Governments stand in respect of implementation of 4th Pay Commission recommendations in respect of Group Insurance for the State Government Employees."

মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ মহোদয় গত ১৩-০৫-২০০৩ ইং তারিখে উক্ত বিষয়বস্তুর উপর তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের নাম্বার ৬১ এই সভায় উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু উক্ত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উক্ত প্রশ্নের উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ মহোদয় বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি নোটিশ দিয়েছিলেন এবং বিষয়বস্তুটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলোচনার জন্য উহা সভায় উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়বস্তুটির উপর উনার আলোচনা আরম্ভ করতে।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ—** স্যার, ১৩-০৫-২০০৩ ইং তারিখে এক প্রশ্নের উত্তরে যে উত্তরটা এখানে লে করা হয়েছিল, ঐ উত্তরে সন্তুষ্ট না হতে পেরে আমি একটি হ্যাফ এন্ড আওয়ার ডিসকাশানের মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকারের ঘন ঘন গ্রুপ ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়ামের বৃদ্ধির ব্যাপারে সেটা এখানে আমি তুলে ধরেছি। এই হাউসে গত ১৫-০২-২০০০ ইং সালে একই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এই বিষয়টা বিবেচনাধীন। ১৮-০৭-২০০০ ইং সালে মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল নাথ মহোদয়ের আনিত প্রশ্নের উত্তরে এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-১৭৩ এর উত্তরে তিনি বলেছেন এই স্কীমে প্রিমিয়ামের হার বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রয়েছে। ১৩-০৩-২০০১ ইং সালে মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল নাথের এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-২১০ এর পরিপ্রেক্ষিতে আবার একই উত্তর যে ব্যাপারটা বিবেচনাধীন বিষয়টির পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ এখনও শেষ হয়নি। ০৩-০৯-২০০২ ইং সালে মাননীয় সদস্য প্রকাশ চন্দ্র দাসের এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-২০৯ এ একই প্রশ্নের উত্তরে উনি বলছেন বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আর ১৩-০৫-২০০৩ ইং সালে এই অধিবেশনে একই প্রশ্নের উত্তরে উনি বলছেন আপাতত রাজ্য সরকার এই বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে নেই। আমি দেখলাম পাঁচটি সেশনে পাঁচ রকম উত্তর প্রদান। স্যার, ফোরথ পে কমিশনের রিপোর্ট ০১-০১-১৯৯৬ ইং সালে কার্যকরীর কথা থাকলেও ০১-১০-১৯৯৮ ইং হইতে সেটা কার্যকরী হয়েছে। ৪র্থ পে কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের চারটে গ্রেডে গ্রুপ ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়ারের হার যথাক্রমে যাদের গ্রেড-এ তাদের প্রিমিয়াম ৯০ টাকার পরিবর্তে ১৮০ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে, গ্রেড-বি ৬০ টাকার পরিবর্তে ১২০ টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, গ্রেড-সি ৩০ টাকার পরিবর্তে ৬০ টাকা, গ্রেড-ডি ১৫ টাকার পরিবর্তে ৩০ টাকা। এখন কর্মচারীরা যে গ্রুপ ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম দিচ্ছে সেটা ০১-০৩-১৯৯১ ইং সালে কার্যকরী হয়েছে তারপরে আর ৪র্থ পে কমিশনের রিপোর্ট এখন অব্দি কার্যকরী হয়নি। এটা হচ্ছে স্যার রিকমেনডেশান ৪র্থ পে কমিশন এটা হচ্ছে কর্মচারীদের পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এটা সংশোধন করার জন্য পে কমিশন প্রস্তাব করেছে। ফলে কর্মরত অবস্থায় যদি কোন কর্মচারী মারা যান তাদের

পরিবার যারা গ্রুপ-এ বিলংস করে তারা ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা পাবে, গ্রুপ-বি ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, গ্রুপ-সি ৬০ হাজার টাকা এবং গ্রুপ-ডি ৩০ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা এই রাজ্যে উল্লেখিত হারে গ্রুপ ইন্সুরেন্সের সুবিধা পেলেও আমাদের রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা এই ক্ষেত্রে বঞ্চিত। সবচেয়ে মজাদার যে ব্যাপারটা হচ্ছে এই প্রস্তাবটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে একটি টাকাও খরচ হবে না। ব্যাপারটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের কর্মচারী আন ইন্সুরেন্স কোম্পানীর মধ্যে একটা লিয়াস মিডিয়া হিসাবে রাজ্য সরকারের ভূমিকা বিভিন্ন কর্মচারী সংস্থার দাবী, বিভিন্ন ডি. এ'র ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে বলে টাকা নাই, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলেই টাকার অজুহাত একটা দেখিয়ে দেয়, এই জায়গায় এই যে প্রিমিয়াম গ্রুপ ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়াম সেটাতে তো রাজ্য সরকারের একটা টাকাও লাগার কথা না। অর্থ দপ্তরকে তো একটা টাকাও ব্যয় করতে হবে না তাহলে কেন স্বাভাবিকভাবে কর্মচারীদের মনে প্রশ্ন উঠছে সরকারের কোষাগার থেকে তো এক টাকাও যাবে না তাহলে কেন ৪র্থ পে কমিশনের প্রস্তাব গ্রুপ ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়ামের হার এটা কেন কার্যকরী করছে না এই সরকারী কর্মচারীরা আজকে জানতে ইচ্ছুক। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মচারীদের বঞ্চনা করার একটা মানসিকতা এদের মধ্যে তৈরী হয়ে আছে। কাজেই আমি এই ব্যাপারটি কিছু কিছু অথচ এই রাজ্যের কিছু কিছু পাবলিক আন্ডারটেকিং যেমন ফরেষ্ট ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন, আরও কয়েকটা সংস্থা এরা ৪র্থ পে কমিশনের প্রস্তাব মেনে তাদের প্রিমিয়াম ঐ হরে ধরা হচ্ছে। কাজেই আমার মনে হয় আর সময় নষ্ট না করে এবং প্রায় ৭ বৎসর চলে গেছে আবার ৫ম পে কমিশনের সময় প্রায় এগিয়ে এসেছে। অথচ ৪র্থ পেশ কমিশনের রিপোর্ট মাত্র আছে তিন বছর মনে হয় তিন বছরও নেই আরও কম। অথচ সেই ৪র্থ পে কমিশনের রিপোর্ট এখন অব্দি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছে না রাজ্য সরকার। কাজেই আমি অনুরোধ করব রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর কাছে আর সময় নষ্ট না করে কর্মচারীদের লংস্টেন্ডিং যে ডিমান্ড গ্রুপ ইন্সুরেন্সের ৪র্থ পে কমিশনের যে রিপোর্ট প্রস্তাব অনুসারে সেটা অতি সত্বর ইমপ্লিমেন্ট করে এই রাজ্যের কর্মচারীদের প্রতি যে বঞ্চনা সেই বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দেবে, এই রাজ্যের কর্মচারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে আমি অনুরোধ করব অর্থমন্ত্রী আজকে এই ব্যাপারে হাউসে একটা সঠিক, সুনির্দিষ্ট একটা প্রতিশ্রুতি উনি প্রদান করবে। কাজেই বার বার যে সিপ্টিং, এতদিন বিবেচনাধীন এখন বলছে বিবেচনার মধ্যে নেই। এই যে কথাগুলি বলার যে চেষ্টা করেছেন কর্মচারীদের বঞ্চনার যে চেষ্টা করেছেন সেটা এখন আজকে এই সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী একটা ঘোষণা দেবেন। এই কথাগুলি বলে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে আলোচনা এখানে উত্থাপন করেছেন এটা ঠিক যে আমাদের এখানে চারটা ক্যাটাগরী আছে এ, বি, সি এবং ডি। এখন গ্রুপ-এ মাসিক কিস্তি ৯০ টাকা মানে ৯০ হাজার টাকা, বি ৬০ টাকা এবং তাদের যে বীমা সুরক্ষা সেটা হচ্ছে ৬০ হাজার। সি-গ্রুপ তারা ৩০ টাকা, ৩০ হাজার টাকা তারা বীমা সুরক্ষা এবং গ্রুপ-ডি তাদের জন্য ১৫ টাকা, ১৫ হাজার টাকা বীমা সুরক্ষা তাদের হয়। এবং ৪র্থ বেতন কমিশন আমাদের রাজ্যে যেটা হয়েছিল তারা তাদের সুপারিশ করতে এইটুকুই বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের ৫ম বেতন কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত হার যেন এই রাজ্যে চালু করা হয়। এই হচ্ছে ৪র্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ। মাননীয় সদস্য একটা জায়গায় গেপ রেখে গেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের ৫ম বেতন কমিশন যে সুপারিশটা করেছে এই গ্রুপ ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে এটা এখনও কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকরী করে নি। কেন্দ্রীয় সরকার যেটা কার্যকরী করে নি তাদের ৫ম বেতন কমিশনের সুপারিশ আর ৪র্থ বেতন কমিশন যেখানে বলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের ৫ম বেতন কমিশন যে সুপারিশ করবে সেটা কার্যকরী করতে এটা তো প্রশ্নই আসে না। যারা করেন নি তাদের কথা আমাদের ৪র্থ বেতন কমিশন বলেছেন যেটা কার্যকরী করেন নি।

স্বাভাবিক কারণে আমরা কি করব কেন্দ্রীয় সরকার তারা নিজেরাই করেন নি এখনও তাদের ৫ম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করেন নি। ৪র্থ বেতন কমিশনের কথা বলেছে তো আমি বলেছি তারা বলেছে ৫ম বেতন কমিশন যা সুপারিশ করবে সেটা যাতে এখানে কার্যকরী করা হয়। ৫ম বেতন কমিশন যাদের জন্য সুপারিশ করল কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই এটা কার্যকরী করে নি। ৫ম বেতন কমিশন কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্য সুপারিশ করেন কেন্দ্রীয় সরকার এটা নিজেই কার্যকরী করেন এই ৫ম বেতন কমিশনের সুপারিশ। স্বাভাবিক কারণে সেই সব জায়গার মধ্যে আমরা কি করে সাহস করবো। দ্বিতীয়তঃ তার যে লাইভালিটিস এখন দেখা যাচ্ছে গ্রুপ ইন্সুরেন্স যে টাকা জমা হয় সেই টাকা পেয়ে যায়। এটাকে '৮৩ সালে একটা আইন করে চালু করা হয়েছিল এই রাজ্যের জন্য। ১৯৯৮ পর্যন্ত পজেটিভ ব্যালেন্স ছিল যার জন্য কোন দায়িত্বের ঘাটতি কিছু ছিল না। কিন্তু '৯৯ সাল থেকে বীমা খাতে যে টাকা আমরা পাই আর সেখানে বীমা খাতে যে টাকা প্রদান করা হয় সেখানে একটি নেগেটিভ ব্যালেন্স এসে যাচ্ছে। '৯৯ সালে বীমা খাতে আমাদের প্রাপ্তি টাকা ছিল ৯৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৫৮ টাকা আর সেই বছরে বীমা খাতে আমাদের প্রদান করা হয়েছে ১ কোটি ৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এই বছরে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩৪২ টাকা। ২০০০ সালে বীমা খাতে আমাদের প্রাপ্তি ছিল ৯১ লক্ষ ৩৫৪ টাকা আর বীমা খাতে আমাদের প্রদান করতে হয়েছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩৪৯ টাকা। সেখানে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে ২৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৫৫ টাকা। ২০০১ সালে বীমা খাতে প্রাপ্তি রয়েছে ১ কোটি ১ লক্ষ ৫৬৮৫ টাকা আর সেখানে বীমা খাতে প্রদান করা হয়েছে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ২২ টাকা। এখানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে ৩৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৩৬ টাকা। ২০০২ সালে বীমা খাতে প্রাপ্তি হচ্ছে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ১১০ টাকা। আর বীমা খাতে প্রদান করতে হয়েছে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এখানে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে ২৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৮৯০ টাকা। যেখানে কর্মচারীদের টাকা পজিটিভে ব্যালেন্সে জমা হয়ে পরবে। সেই টাকা হাতে ক্যাস পাবেন না এই জমা টাকাটা তারা এখন পাবে না। প্রতি ৫ বছর এটার রিভিউ করার ব্যবস্থা আছে। এটা করতে হয় যারা করেন এটাও তো পেশাদারী লাইসেন্স বা একশোয়েরি। এই ধরনের একশোয়েরি আমাদের রাজ্যে তো নেই এবং সারা রাজ্যেও এর সংখ্যা খুব কম। ইন্সুরেন্স ব্যবস্থা আমাদের ভারতবর্ষে যারা সবচেয়ে ভালভাবে করেন ম্যানটেনেন করেন তারা হচ্ছেন আমাদের সেনাবাহিনী। এবং আমাদের সমস্ত তথ্য দিয়ে আমরা সেনাবাহিনীর কাছে পাঠিয়েছিলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনী বিষয়টি পর্যালোচনা করে এই সমস্ত সিদ্ধান্তে এসেছে যে ত্রিপুরা গ্রুপ ইন্সুরেন্স সদস্যদের বার্ষিক গড় মৃত্যুর হার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ মৃত্যুর হার চাইতে বেশী। তারা এটা সাজেষ্ট করেছেন, দেখিয়েছেন আমাদের। এটা যেভাবে চলেছ সেলফ ফিনান্সিং না হওয়ার সম্ভাবনা বেশী বাকি থাকে। এই স্কীমে আমরা এখানে নিয়েছি। এবং যখন লোক মারা যায় তাকে পূর্ণাঙ্গ যে টাকা দিতে হয়, সে টাকা দিয়ে দেয়া হবে। এখানে কোন বিকল্প নেই। সেই জায়গার একদিকে থেকেই সে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করে প্রকৃত নিরূপণ করা। এটা আজকে সবচেয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই জানেন, যে এল. পি. জি. ক্ষেত্রে গ্লোবাইজেশান লিভালাইশেন, প্রাইভেটেশান অর্থনীতি আজকে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্যে সরকারগুলিকে বিপদে ফেলে দিয়েছে আমি বুঝি আই. এন. পি. টি. রিজনাল পার্টি। কংগ্রেসরা তো সারা দেশে ১৪টি রাজ্যে সরকার চালাচ্ছে। আসামে কর্মচারীদের বেতন বন্ধ হয়ে আছে সরকার চালাতে পারছে না ৫/৬ মাস ধরে। এই নীতির জন্যই। সুতরাং এখানে গ্রুপ ইন্সুরেন্সে নেগেটিভ ব্যালেন্স এসে যাচ্ছে সেখানে নতুন করে সরকার দায়িত্ব নেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই জন্যই বলছি এখানে এটা আমাদের বিবেচনাধীনের মধ্যে নেই। আর যেটা বলা হয়েছে ফিফ্‌থ বেতন কমিশন সম্পর্কে সেটা তো কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই কার্যকরী করলেন না আমাদের তো সেই জায়গায় কার্যকরী করার প্রশ্নই আসে না। সেই জায়গায় স্বাভাবিক কারণেই এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে। এখন এটা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীনে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই সভা আগামী ২৮শে মে, বুধবার ২০০৩ ইং তারিখ বেলা ১১ (এগার) ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

**ANNEXURE-A**

## PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

### (Questions & Answers)

### Admitted Starred Question No.89

**Name of the Member's :- Shri Samir Deb Sarkar & Shri Prakash Ch. Das.**

**Will the Hon'ble Minister of the Fisheries Department be pleased to state.**

**প্রশ্ন**

১) বর্তমানে রাজ্যে মাছের চাহিদা কত?

২) মাছের উৎপাদন কত?

৩) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

**উত্তর**

১) বর্তমানে রাজ্যে মাছের চাহিদা ৩৩,৮৭০ মেট্রিক টন।

২) মাছের উৎপাদন ২৯,৫১৫ মেট্রিক টন।

৩) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নিম্নলিখিত উদ্যোগ নিয়েছেন ঃ—

ক) পঞ্চায়েত স্তরে মৎস্য চাষীদের নিয়ে মৎস্য চাষ সম্বন্ধে আলোচনা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদি।

খ) প্রদর্শনীমূলক মৎস্য চাষ।

গ) নূতন পুকুর খনন এবং পুরাতন পুকুর সংস্কার।

ঘ) মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যে দশ বর্ষীয় পরিকল্পনা গ্রহণ।

ঙ) মৎস্যজীবি সমবায়সমিতিকে মাছ চাষের জন্য শেয়ার ক্যাপিটেল প্রদান।

চ) গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে তিন জেলাতে হ্যাচারী নির্মাণ।

### Admitted Starred Question No.90

**Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.**

**প্রশ্ন**

১) খোয়াই রেভিনিউ ডাকবাংলোটি সম্প্রসারণ ও উন্নতিকরণের স্বার্থে নতুন বাড়ী নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে কিনা?

২) নেওয়া হলে কবে নাগাদ নতুন বাড়ী নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশা করা যায়? এবং

৩) না নেওয়া হলে তার কারণ?

১) হ্যাঁ, খোয়াই রেভিনিউ ডাকবাংলোটি সম্প্রসারণ ও উন্নতিকরণের স্বার্থে নতুন বাড়ী নির্মাণের জন্য পূর্ত দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

২) বিষয়টি পূর্ত দপ্তরের বিবেচনাধীন আছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No.96

Name of the Member :- Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD (PHE) Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) উদয়পুরের দক্ষিণ মহারাণীতে Micro Water Treatment Plant করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২) থাকিলে কবে নাগাদ প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

১) বর্তমানে দক্ষিণ মহারাণীতে কোন মিনি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করার পরিকল্পনা নেই।

২) ১ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

৩) উত্তর মহারাণীতে পঞ্চায়েত এলাকায় মহারাণীর ছড়ার জল পরিশোধন করে একটি মিনি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (১,৫০,০০০ গ্যালন প্রতিদিন) নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প হইতে দক্ষিণ মহারাণীর পঞ্চায়েতের কিছু অংশ পাইপ লাইন দ্বারা পানীয় জলের আওতায় আনার পরিকল্পনা দপ্তরের আছে।

Admitted Starred Question No.99

Name of the Member :- Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) অমরপুর মহকুমার অম্পিবাজার থেকে যন্ত্রণা পাড়া হয়ে ধনলেখা পর্যন্ত যাবার রাস্তাটি পাকা করার কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২) না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১) উক্ত রাস্তাটি পাকা করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

২) আর্থিক অপ্রতুলতার দরুণ এক সাথে সমস্ত রাস্তা পাকা করার কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। ধাপে ধাপে গুরুত্ব অনুযায়ীই রাস্তাগুলি পাকা করার কাজ ক্রমান্বয়ে হাতে নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No.157

Name of the Member :- Shri Animesh Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

Question

1) Is there a TRTC Bus Service from Agartala to Shillong ?

2) If so, whether the Service is still continuing ?

Answer

1) No, there is no TRTC Bus Service from Agartala to Shillong.

2) Does not arise.

Admitted Starred Question No.195

Name of the Member :- Shri Padma Kumar Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation & Flood Management Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে খোয়াই-এর মোহরীছড়া ডাইর্ভাসন বাঁধ দপ্তরের অসহযোগিতার কারণে চালু করা যাচ্ছে না?

২) সত্য হলে তার কারণ?

উত্তর

১) সত্য নহে।

২) উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No.206

Name of the Member :- Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বছরে আগরতলা-সিমনা রোডের দমদমিয়া এলাকা থেকে নেপালী বস্তি হয়ে নন্দননগর স্কুল চৌমুহনী পর্যন্ত রাস্তাটি পদযাত্রী ও যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে পাকা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

২) না নেওয়া হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১) বর্তমানে রাস্তাটি পাকা করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২) রাজ্য সরকারের আর্থিক অপ্রতুলতার দরুণ সমস্ত কাঁচা রাস্তা পাকা করার কাজ একসঙ্গে হাতে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

Admitted Starred Question No.207

Name of the Member :- Shri Rajeswar Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) টাকারজলা থেকে অমরেন্দ্রনগর রাস্তাটিকে পাকা করা হবে কিনা?

২) না হলে তার কারণ কি?

৩) আগরতলা-জম্পুইজলা ভায়া যোগেন্দ্রনগর রাস্তাটি পুনঃসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

৪) থাকিলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) হ্যাঁ,

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩) রাস্তাটি বর্তমানে যান চলাচলের উপযোগী। প্রয়োজন ভিত্তিক সংস্কার করা হয়। রাস্তাটির উন্নয়নের প্রয়োজন আছে।

৪) রাস্তাটির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং শীঘ্রই কাজ শুরু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No.210

Name of the Member :- Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD (PHE) Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) লেম্বুছড়া গাঁওসভার অন্তর্গত জয়রামমোদীতে একটি গভীর নলকূপ বসানোর জন্য দপ্তর প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিয়েছে কিনা ?

২) উক্ত বিষয়ে দপ্তর প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের পানীয় জল সরবরাহ কবে থেকে করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

৩) না দিয়ে থাকলে কারণ ?

৪) মোট কয়টি ব্লকে Veterinary Hospital নেই ? (নাম সহ তালিকা)

উত্তর

১) না।

২) প্রয়োজনীয় অনুমোদন বর্তমানে নেই।

৩) বর্তমান সময়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প সেক্টর রিফর্মের আওতাধীন। সুতরাং নূতন কোন গভীর নলকূপ বা প্রকল্প এই দপ্তরের তরফ থেকে সেক্টর রিফর্মস্ নিয়মানুযায়ী অনুমোদন দেওয়া যাচ্ছে না।

Admitted Starred Question No.211

Name of the Member :- Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ঘিলাতলী-তুলাশিখর রাস্তাটির প্রয়োজনীয় মেরামতের জন্য শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা ? এবং

২) নেওয়া না হলে এর কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted -Starred Question No.212

Name of the Member :- Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD (PHE) Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কামালঘাট পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন স্থানে গত প্রায় দুই বছর আগে নির্মিত একটি ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্কটি জনস্বার্থে এখনও চালু করা যায় নি ?

২) সত্য হলে এর কারণ কি এবং কবে নাগাদ চালু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) চালু আছে।

২) ১ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

## Admitted Starred Question No.214

## Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura.

## Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state.

### প্রশ্ন

১) PMGSY- প্রকল্পে লংতরাইভ্যালী মহকুমার (১) ছাওমনু-নাতিনমনু, (২) ছাওমনু-গোবিন্দবাড়ী, (৩) মানিকপুর-ঈশারায়পাড়া, (৪) মানিকপুর -বীরচন্দ্র (মালিধর) সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে কবে ?

৩) না থাকিলে কারণ সম্পর্কে ?

### উত্তর

১) লংতরাইভ্যালী মহকুমার উপরে বর্ণিত ১ নং, ২ নং এবং ৪ নং অর্থাৎ ছাওমনু-নাতিনমনু, ছাওমনু-গোবিন্দবাড়ী এবং মানিকপুর-বীরচন্দ্র (মালিধর) এই রাস্তাগুলি PMGSY- প্রকল্পে নির্মাণের কোন পরিকল্পনা নাই। তবে উপরে বর্ণিত ৩ নং রাস্তাটি অর্থাৎ মানিকপুর-ঈশারায়পাড়া সড়কটি মানিকপুর-মধুকুমার সড়ক নামে PMGSY- প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত আছে।

২) উপরে বর্ণিত ৩ নং রাস্তাটি অর্থাৎ মানিকপুর-মধুকুমার সড়কটির কাজ বর্তমান আর্থিক বছরে শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৩) PMGSY- প্রকল্পে কোন কোন সড়ক নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে তা নির্ধারিত হয় জেলা পরিষদের মাধ্যমে এবং PMGSY- এর নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে। এই সমস্ত কারণে এখনও ১ নং, ২ নং এবং ৪ নং সড়কগুলিকে PMGSY- এ অন্তর্ভুক্ত করা যায় নাই।

## Admitted Starred Question No.223

## Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

### প্রশ্ন

১) ২০০০-০১ ইং থেকে ২০০২-০৩ ইং অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের Non-Lapsable ফান্ড থেকে রাজ্য সরকার সর্বমোট কত টাকা পেয়েছে ?

২) ঐ টাকা কোন খাতে কত খরচ হয়েছে ?

### উত্তর

১) ২০০০-০১ ইং থেকে ২০০২-০৩ ইং পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের Non-Lapsable ফান্ড থেকে রাজ্য সরকার সর্বমোট টাকা ২১৪৬৪ ০০ লক্ষ পেয়েছে।

২) উক্ত Non-Lapsable ফান্ড থেকে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে তাদের প্রয়োজন মত মোট ২১০০৩.০০ লক্ষ টাকার LOC দেওয়া হইয়াছে। যার মধ্যে ১৯৯৮-৯৯ ইং এবং ১৯৯৯-২০০০ ইং সালের প্রাপ্য টাকাও যুক্ত আছে। দপ্তর ভিত্তিক এবং Project wise হিসাব Enclosed statement এ দেওয়া আছে।

| Name of the Scheme | 2000-01 | | 2001-02 | | 20002-03 | | Grand | | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GOI | GOS | GOI | GOS | GOI | GOS | GOI | GOS | |
| **Power** | | | | | | | | | |
| Transmission Scheme | 685 00 | 685.00 | 2815 00 | 1165.00 | 0.00 | 1650.00 | 3500 00 | 3500.00 | 0 00 |
| Sub-Transmission | 541.00 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | 541 00 | 541.00 | 0 00 |
| 33 KV line New | | | | | 220 00 | 0 00 | 220 00 | 0 00 | 220.00 |
| 11 KV O/H Line distribution work | | | | | 100 00 | 100 00 | 100 00 | 100 00 | 0 00 |
| LT line -Distribution works | | | | | 53.00 | 53.00 | 53 00 | 53 00 | 0 00 |
| Augmentation | 255 00 | 255 00 | 427 00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 | 682 00 | 682.00 | 0 00 |
| Gas Thermal | 3500 00 | 3700.00 | 4517 00 | 2420.00 | 0.00 | 1740.00 | 8017 00 | 7860 00 | 157 00 |
| Electrification of Tribal Villages | 0.00 | 0 00 | 72 00 | 72 00 | 0 00 | 0 00 | 72.00 | 72.00 | 0 00 |
| **Total:Power** | **4981.00** | **5181.00** | **7831.00** | **3657.00** | **373.00** | **3970.00** | **13188.00** | **12808.00** | **377.00** |
| **PW(R&B)** | | | | | | | | | |
| New Capital Complex | | 300.00 | | 700.00 | 1121 00 | 750 00 | 1121.00 | 1750.00 | -629 00 |
| Bailley type steel bridge | 500.00 | | 1800 00 | 1500 00 | | 800.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 00 |
| Assembly Building | | | | | 379 00 | | 379.00 | 0.00 | 379 00 |
| **Total: PW(R&B)** | **500.00** | **300.00** | **1800.00** | **2200.00** | **1500.00** | **1550.00** | **3000.00** | **3250.00** | **-250.00** |
| **PW(WR)** | | | | | | | | | |
| Minor Irrigation Scheme | 478.00 | | | 478.00 | | | 478.00 | 478.00 | 0 00 |
| **Total: WR** | **478.00** | **0.00** | **0.00** | **478.00** | **0.00** | **0.00** | **478.00** | **478.00** | **0.00** |
| | | | | | | | | | |
| **PW(PHE)** | | | | | | | | | |
| Water Supply Project for Dharmanagar | | | | | 274 00 | | 274.00 | 0.00 | 274 00 |
| Water Supply for Teliamura Town in Tripura | | | | | 310.00 | | 310.00 | 0.00 | 310 00 |
| **Total:PW(PHE)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **584.00** | **0.00** | **584 00** | **0.00** | **584.00** |
| **TW** | | | | | | | | | |
| Tribal Area Develoment Programme | 500 00 | | | 500 00 | 1000.00 | 1000 00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 |
| **Total: TW** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** | **1000.00** | **1000.00** | **1500.00** | **1500.00** | **0.00** |
| **School Education** | | | | | | | | | |
| R K Mission at Amtali | 177 00 | 177 00 | | | | | 177.00 | 177.00 | 0 00 |
| Upgradation of 100 Upper Primary Schools | | | 185 00 | 185 00 | | | 185 00 | 185 00 | 0 00 |
| Construction of [illegible] primary schools with provision of furniture | | | 725 00 | 725 00 | | | 725 00 | 725 00 | 0 00 |
| **Total:School Education** | **177.00** | **177.00** | **910 00** | **910.00** | **0.00** | **0.00** | **1087.00** | **1087.00** | **0 00** |
| **Higher Education** | | | | | | | | | |
| Tripura University | | 250 00 | | | | | 0.00 | 250.00 | -250 00 |
| Tripura University | | | 330 00 | 330.00 | | | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| Tripura University | | | 200 00 | 200 00 | | | 200.00 | 200.00 | 0 00 |
| Tripura University | | | | | 600 00 | 600 00 | 600.00 | 600.00 | 0 00 |
| **Total: Higher Education** | **0.00** | **250.00** | **530.00** | **530.00** | **600.00** | **600.00** | **1130.00** | **1380.00** | **-250 00** |
| **Health** | | | | | | | | | |
| SS Block at GB Hospital | | | 500 00 | | | 500 00 | 500.00 | 500.00 | 0 00 |
| **Total: Health** | **0.00** | **0.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** | **0.00** |
| **GRAND TOTAL:** | **6636.00** | **5908.00** | **11571.00** | **8275.00** | **4057.00** | **7620.00** | **21464.00** | **21003.00** | **461.00** |
| | | | | | | | **Department wise** | | |
| | | | | | | | | PWD(R&B) | -250 00 |
| | | | | | | | | Power | 377 00 |
| | | | | | | | | PHE | 584 00 |
| | | | | | | | | H.Edu | -250.00 |
| | | | | | | | | Tota: | 461.00 |

**Admitted Starred Question No.224**

**Name of the Member :- Shri Animesh Debbarma.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state.**

**প্রশ্ন**

১) Is there any plan to reconstruct Brindabanghat-Samrucherra bridge at Khowai, Tripura (W)? If 'yes' when ?

১) বর্তমান কাঠের সেতুটি পুনঃনির্মাণের কোন প্রস্তাব নেই। তবে এই স্থানে বর্তমানে SPT ব্রীজটির পরিবর্তে একটি Bailey Bridge নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। Bridge Component এর জন্য সাপ্লাই অর্ডার ও Foundation. কাজের জন্য Work Order ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। Foundation এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। Bridge Component পাওয়া গেলে কাজটি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

**Admitted Starred Question No.226**

**Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state.**

**প্রশ্ন**

১) No.44-A National Highway নির্মাণের কাজ কতটুকু এগিয়েছে ?

২) এই সড়কের দৈর্ঘ্য কত এবং রাজ্যের কোন কোন স্থান হয়ে মিজোরামে যাবে ?

**উত্তর**

১) No.44-A National Highway নির্মাণের কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ--

ক) ০ কিঃমিঃ থেকে ১৫.০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত রাস্তার মাটির কাজ ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ ইং থেকে আরম্ভ করা হয়েছে এবং উক্ত কাজ আনুমানিক মার্চ, ২০০৫ ইং এর মধ্যে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি হল ৭ (সাত) শতাংশ। (০ কিঃমিঃ মনু থেকে ধরা হয়েছে)

খ) ১৫.০০ কিঃমিঃ থেকে ২২.৫০ কিলোমিটারের জরিপের কাজ শেষ হয়েছে এবং কাজটি শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় ইষ্টিমেট মঞ্জুরীর অপেক্ষায়।

গ) ২২.৫০ কিঃমিঃ থেকে ৪৫.৫০ কিঃমিঃ অংশের জরিপের কাজ চলছে।

২) এই সড়কের মোট দৈর্ঘ্য হল ২৭৫ কিঃমিঃ। রাজ্য সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী এই রাস্তাটি রাজ্যের ধলাই জেলার মনু থেকে শুরু হয়ে ছৈলেংটা, লালডিংগাবাড়ী, শেরমুন, শাখান, চণ্ডীপুর, কাঞ্চনপুর, মনপুই, ভাংমুন এবং শিমলুং এর মধ্য দিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্ত অতিক্রম করে মিজোরামে যাবে।

ANNEXURE-B.

Admitted -Starred Question No.23

Name of the Member :- Shri Sudip Roy Barman.

Will the Hon'ble Minister of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের কোন দপ্তরে কতজন নিয়মিত কর্মচারী রয়েছেন ?

২) বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের কোন দপ্তরে কতজন অনিয়মিত কর্মচারী রয়েছেন ?

উত্তর

১) বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সর্বমোট ৯৮,৩৭৯ জন নিয়মিত কর্মচারী রয়েছেন। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেওয়া বিবরণীতে দেওয়া হলো।

২) বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সর্বমোট ১১,২০৪ জন অনিয়মিত কর্মচারী রয়েছেন। সঙ্গে দেওয়া বিবরণীতে দপ্তরভিত্তিক হিসাব দেওয়া হলো।

**STATEMENT SHOWING THE DEPARTMENT-WISE TOTAL STRENGTH OF REGULAR EMPLOYEES OF THE GOVERNMENT OF TRIPURA WITH GROUP-WISE BREAK-UP-I AS ON 31.03.02**

| SL NO. | DEPARTMENT | TOTAL NO. OF EMPLOYEES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GR-A | GR-B | GR-C | GR-D | TOTAL |
| | | NO. OF EMPLOYEES | NO. OF EMPLOYEES | NO. OF EMPLOYEES | NO. OF EMPLOYEES | NO. OF EMPLOYEES |
| 1 | AGRICULTURE | 216 | 315 | 2523 | 632 | 3686 |
| 2 | ANIMAL RESOURCE DEVELOPMENT | 131 | 61 | 946 | 405 | 1543 |
| 3 | ASSEMBLY SECRETARIAT | 9 | 35 | 138 | 127 | 309 |
| 4 | CO-OPERATION | 3 | 18 | 368 | 93 | 482 |
| 5 | ELECTION | 1 | 9 | 69 | 26 | 105 |
| 6 | EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING | 1 | 10 | 87 | 40 | 138 |
| 7 | FINANCE (EXCISE) | 0 | 0 | 54 | 2 | 56 |
| 8 | FINANCE (SS, GI & IF) | 1 | 3 | 38 | 9 | 51 |
| 9 | FINANCE (TAXES) | 2 | 18 | 71 | 40 | 131 |
| 10 | FISHERIES | 8 | 94 | 408 | 284 | 794 |
| 11 | FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS | 0 | 27 | 354 | 374 | 755 |
| 12 | FOREST | 2 | 20 | 1465 | 442 | 1929 |
| 13 | GA (POLITICAL) | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 14 | GA (AR) | 1 | 7 | 25 | 2 | 35 |
| 15 | GA (P & T) | 410 | 178 | 334 | 34 | 956 |
| 16 | GA (PRINTING & STATIONERY) | 1 | 10 | 272 | 77 | 360 |
| 17 | GA (SA) | 12 | 60 | 421 | 249 | 742 |
| 18 | GOVERNOR'S SECRETARIAT | 4 | 2 | 21 | 33 | 60 |
| 19 | HEALTH & FAMILY WELFARE | 864 | 99 | 3621 | 2674 | 7258 |
| 20 | HIGH COURT | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | HIGHER EDUCATION | 359 | 28 | 503 | 546 | 1436 |
| 22 | HOME (CIVIL DEFENCE) | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 |
| 23 | HOME (FIRE SERVICE) | 1 | 4 | 814 | 109 | 928 |
| 24 | HOME (HOMEGUARD) | 0 | 7 | 45 | 10 | 62 |
| 25 | HOME (JAIL) | 3 | 1 | 421 | 39 | 464 |
| 26 | HOME (POLICE) | 8 | 210 | 15243 | 1469 | 16930 |
| 27 | HOME (RADIO) | 0 | 10 | 533 | 45 | 588 |
| 28 | INDUSTRIES & COMMERCE | 16 | 13 | 544 | 289 | 862 |

| SL NO. | DEPARTMENT | GR-A | GR-B | GR-C | GR-D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO. OF EMPLOYEES | NO. OF EMPLOYEES | NO. OF EMPLOYEES | NO. OF EMPLOYEES | NO. OF EMPLOYEES |
| 29 | INDUSTRIES & COMMERCE (HH & S) | 2 | 9 | 220 | 101 | 332 |
| 30 | INDUSTRIES & COMMERCE (I T) | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 |
| 31 | INFORMATION, CULTURAL AFFAIRS & TOURISM | 7 | 31 | 418 | 228 | 684 |
| 32 | LABOUR | 2 | 2 | 123 | 106 | 233 |
| 33 | LABOUR (FACTORIES & BOILERS) | 2 | 0 | 8 | 4 | 14 |
| 34 | LAW | 55 | 19 | 430 | 334 | 838 |
| 35 | PLANNING & CO-ORDINATION | 3 | 9 | 49 | 28 | 89 |
| 36 | PLANNING (ECONOMICS & STATISTICS) | 0 | 8 | 144 | 24 | 176 |
| 37 | POWER | 208 | 228 | 1837 | 2192 | 4465 |
| 38 | PWD (PHE) | 82 | 50 | 737 | 788 | 1657 |
| 39 | PWD (ROADS & BUILDINGS) | 233 | 162 | 1139 | 2093 | 3627 |
| 40 | PWD (WR) | 116 | 70 | 865 | 572 | 1623 |
| 41 | REVENUE (DISTRICT ADMINISTRATION) | 2 | 4 | 490 | 674 | 1170 |
| 42 | REVENUE (LAND REVENUE) | 1 | 14 | 907 | 782 | 1704 |
| 43 | REVENUE (REGISTRATION) | 0 | 1 | 69 | 21 | 91 |
| 44 | REVENUE (RELIEF & REHABILITATION) | 0 | 1 | 8 | 11 | 20 |
| 45 | REVENUE (WEIGHTS & MEASURES) | 0 | 6 | 68 | 24 | 98 |
| 46 | RURAL DEVELOPMENT | 7 | 12 | 236 | 241 | 496 |
| 47 | RURAL DEVELOPMENT (PANCHAYAT) | 0 | 2 | 1492 | 169 | 1663 |
| 48 | RURAL DEVELOPMENT (REO) | 8 | 58 | 221 | 69 | 356 |
| 49 | SCHOOL EDUCATION | 89 | 1669 | 28062 | 3722 | 33542 |
| 50 | SCIENCE, ENVIRONMENT & TECHNOLOGY | 4 | 4 | 33 | 44 | 85 |
| 51 | SOCIAL WELFARE & SOCIAL EDUCATION | 3 | 15 | 1709 | 867 | 2594 |
| 52 | TRANSPORT | 0 | 0 | 32 | 25 | 57 |
| 53 | URBAN DEVELOPMENT | 3 | 4 | 14 | 8 | 29 |
| 54 | WELFARE FOR SC, OBC & MINORITIES | 1 | 1 | 68 | 41 | 111 |
| 55 | WELFARE FOR SCHEDULED TRIBES | 8 | 12 | 314 | 258 | 592 |
| 56 | WELFARE FOR SCHEDULED TRIBES (TRP & PGP) | 5 | 2 | 96 | 160 | 263 |
| 57 | YOUTH AFFAIRS & SPORTS | 3 | 43 | 968 | 38 | 1052 |
| | TOTAL | 2910 | 3677 | 70106 | 21686 | 98379 |

## STATEMENT SHOWING THE NO. OF FIXED PAY/ DRW/CONTINGENT/PART-TIME, ETC WORKERS WORKING IN VARIOUS GOVERNMENT DEPARTMENTS AS ON 31.03.2002

| SL NO. | NAME OF DEPARTMENT | NO. OF EMPLOYEES |
|---|---|---|
| | A. FIXED PAY EMPLOYEES | |
| 1 | AGRICULTURE | 4 |
| 3 | ANIMAL RESOURCE DEVELOPMENT | 5 |
| 4 | CO-OPERATION | 4 |
| 5 | EDUCATION | 92 |
| 6 | ELECTION | 1 |
| 7 | FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS | 1 |
| 8 | FOREST | 20 |
| 9 | GA (P & T) | 1 |
| 10 | HEALTH & FAMILY WELFARE | 3 |
| 11 | HOME | 69 |
| 12 | LABOUR | 15 |
| 13 | PANCHAYAT | 7 |
| 14 | PUBLIC WORKS | 267 |
| 15 | SOCIAL EDUCATION & SOCIAL WELFARE | 2524 |
| 16 | URBAN DEVELOPMENT | 1 |
| | TOTAL | 3014 |

| SL NO. | NAME OF DEPARTMENT | NO. OF EMPLOYEES |
|---|---|---|
| B. DRW/CONTINGENT/PART-TIME, ETC WORKES | | |
| 18 | ANIMAL RESOURCE DEVELOPMENT | 124 |
| 19 | EDUCATION | 43 |
| 20 | EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING | 3 |
| 21 | FISHERIES | 140 |
| 22 | FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS | 17 |
| 23 | FOREST | 123 |
| 24 | GA (AR) | 3 |
| 25 | GA (POLITICAL) | 2 |
| 26 | GA (PRINTING & STATIONERY) | 13 |
| 27 | GA (SA) | 135 |
| 28 | HEALTH & FAMILY WELFARE | 236 |
| 29 | HOME | 2869 |
| 30 | INFORMATION, CULTURAL AFFAIRS & TOURISM | 75 |
| 31 | LABOUR | 16 |
| 32 | LAW | 16 |
| 33 | PLANNING (ECONOMICS & STATICS) | 4 |
| 34 | POWER | 30 |
| 35 | PUBLIC WORKS | 805 |
| 36 | RAJBHAWAN | 10 |
| 38 | REVENUE | 64 |
| 39 | RURAL DEVELOPMENT | 1 |
| 40 | SOCIAL EDUCATION & SOCIAL WELFARE | 914 |
| 41 | TRANSPORT | 5 |
| 42 | YOUTH AFFAIRS & SPORTS | 15 |
| | TOTAL | 5663 |
| C. HONORARIUM PAID WRKER | | |
| 43 | SOCIAL EDUCATION & SOCIAL WELFARE | 2527 |

Admitted Un-Starred Question No.49

Name of the Member :- Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) শান্তিপাড়া থেকে নোয়াগাঁও হয়ে বেড়িমুড়া পর্যন্ত ইট সলিং রাস্তাটি মেটেলিং কার্পেটিং করার জন্য বর্তমান অর্থ বছরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা?

২) না হলে এর কারণ কি এবং কবে নাগাদ রাস্তাটির কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) এই রূপ কোন প্রস্তাব আপাততঃ নেই।

২) স্বাভাবিকভাবেই একই সাথে সব রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া রাস্তাটিতে বাস সার্ভিস নেই এবং এই রাস্তাটি PMGSY-তেও ধরা নেই এবং একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে রাস্তাটির কাজ কবে নাগাদ ধরা যাবে তা এই মুহূর্তে নির্দিষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না।

Admitted Un-Starred Question No.50

Name of the Member :- Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বামুটিয়া-আগরতলা এবং কালীবাজার-লেম্বুছড়া সড়ক দু'টির সংযোগকারী লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগান হয়ে ইট সলিং রাস্তাটি মেটেলিং ও কার্পেটিং করার ব্যাপারে চলতি অর্থ বছরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা?

২) না হলে এর কারণ কি এবং কবে নাগাদ সড়ক দু'টির মেটেলিং ও কার্পেটিং-এর কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) এই রূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

২) বর্তমানে এই রাস্তায় নিয়মিত বাস বা জীপ সার্ভিস নেই এবং এই রাস্তাটিকে PMGSY-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্লক ব পঞ্চায়েত থেকে কোন প্রস্তাব আসেনি। তাই এই মুহূর্তে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে তা নির্দিষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না।

Admitted Un-Starred Question No.51

Name of the Member :- Shri Jyotirmoy Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ধলাই জেলার বিভিন্ন ব্লকে এডহক বেসিস কর্মচারীর সংখ্যা কত? (ব্লকভিত্তিক হিসাব)

২) এদেরকে নিয়মিত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আসে কিনা?

৩) যদি থাকে, তাহলে কিসের ভিত্তিতে এবং কবে নাগান নিয়মিত করা হবে এবং না থাকলে কারণ?

উত্তর

১, ২ এবং ৩ নং ব্লক ভিত্তিক তথ্য সংগ্রাহাধীন আছে এবং অনতিবিলম্বে পেশ করা হবে।

Admitted Un-Starred Question NoO.53

Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar.

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state.**

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমার অফিসটিলা-সিঙ্গিছড়া (শিববাড়ী-কালীবাড়ী) সড়কটি খোয়াই উদনা সড়কের সাথে যুক্ত করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা ?

২) হলে কতটুকু জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, নেয়া হয়েছে।

২) মোট ০.২০ একর জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন।

Admitted Un-Starred Question No.54

Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar.

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state.**

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কতটি (সরকারীভাবে) শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বর্তমানে চালু আছে ?

২) নতুন কোন শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ? এবং

৩) খোয়াই মহকুমায় একটি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

উত্তর

১) রাজ্যে (সরকারীভাবে) ৪ (চার)টি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বর্তমানে চালু আছে। এইগুলি যথাক্রমে —

ক) ইন্দ্রনগর শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আগরতলা।

খ) ইন্দ্রনগর মহিলা শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আগরতলা।

গ) যতনবাড়ী শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

ঘ) কৈলাসহর শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

২) নতুন আরও ৪ (চার)টি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছে। এইগুলি হল —

(ক) বিলোনীয়া, (খ) উদয়পুর, (গ) আমবাসা, (ঘ) ধর্মনগর।

৩) আপাততঃ নেই।

Admitted Un-Starred Question No.55

Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar.

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state.**

প্রশ্ন

১) ১৯৯৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০৩ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সময়ে T. I. D. C. থেকে কতজন শিল্পদ্যোগীকে মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৯৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০৩ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সময়ে T. I. D. C. থেকে মোট ৩৩০ (তিনশত ত্রিশ) জন শিল্পোদ্যোগকে মোট ৪৮৫.৪৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ও মোট ৩৬২.৬৬ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত দেওয়া হল ঃ—

| | | | (Rs. In Lakhs) |
|---|---|---|---|
| Final Year | Sanction No. | Amount | Disbursement Amount |
| 1998-1999. | 67. | Rs.108.14 | Rs.98.43 |
| 1999-2000 | 26. | Rs.44.01 | Rs.76.69 |
| 2000-2001 | 102. | Rs.146.43 | Rs.48.47 |
| 2001-2002 | 61. | Rs.113.26 | Rs.68.67 |
| 2002-2003 | 74 | Rs.73.62 | Rs.70.40 |
| | 330 Nos. | Rs.485.46 | Rs.362.66 |

Admitted Un-Starred Question No.56

Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) কৃষি শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা যোজনা রাজ্যে চালু হয়েছে কিনা?

২) বর্তমান অর্থবর্ষে কতজন এই যোজনার সুযোগ পাবেন?

উত্তর

১) রাজ্যে কৃষি শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০০২ ইং সন থেকে চালু হয়েছে।

২) বর্তমান অর্থবর্ষে অর্থাৎ ২০০৩-০৪ সালে ৭,০০০ জন শ্রমিক এই যোজনার সুযোগ পাবেন।

Admitted Un-Starred Question No.57

Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) খোয়াই শহরে সুভাষ পার্কস্থিত T. R. T. C. বাসস্ট্যান্ডটির জমি খোয়াই নগর পঞ্চায়েতের নিকট হস্তান্তরের কোন পরিকল্পনা দপ্তরের আছে কিনা?

২) না থাকিলে এরকম প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে কিনা?

উত্তর

১) খোয়াই শহরে সুভাষ পার্কস্থিত T. R. T. C. বাসস্ট্যান্ডটির জমি খোয়াই নগর পঞ্চায়েতের নিকট হস্তান্তরের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে T. R. T. C. কর্তৃপক্ষের নিকট নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No.58

Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Resources Department be pleased to state:

প্রশ্ন

১) খোয়াই নদীর ভাঙ্গন রোধে নিম্নলিখিত স্থানে বোল্ডার স্থাপনের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

ক) পহড়মুড়া গ্রামের গুদারাঘাট —

খ) পশ্চিম সোনাতোলা গ্রামের জামিরাপাড়া —

গ) পশ্চিম গণকী গ্রামের দক্ষিণ চরগণকীপাড়া :

উত্তর

১) ক) পহড়মুড়া গ্রামের গুদারাঘাট হইতে শাস্ত্রীপাড়া হয়ে বাজার মোড় পর্যন্ত ভাঙ্গন রোধক কাজ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৭০ মিঃ দৈর্ঘ্যে ব্লকের কাজ হয়েছে। বাকি অংশের কাজ সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা আছে। তার মধ্যে গুদারাঘাটে আনুমানিক ২৫০ মিঃ বোল্ডারের কাজ বিবেচনাধীন আছে।

খ) অর্থের সংস্থান হলে কাজটি বিবেচনা করা হবে।

গ) পশ্চিম গণকী গ্রামের দক্ষিণ চরগণকী পাড়া খোয়াই নদীর ভাঙ্গন রোধের জন্য আর্থিক সংকুলান হলে কাজ হাতে নেওয়া হবে।

Admitted Un-Starred Question No.65

Name of the Member :- Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বর্তমান অর্থ বছরে লেম্বুছড়া থেকে হরেন্দ্রনগর চা বাগান হয়ে কালাবাজার পর্যন্ত হট সালিং রাস্তায় মেটেলিং-কাপেটিং করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা;

২) না হলে এর কারণ কি এবং তাহলে কবে নাগাদ মেটেলিং কাপেটিং করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) এই রূপ কোন উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

২) স্বাভাবিক কারণেই সব রাস্তার কাজ এক সাথে হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া উপরোক্ত রাস্তাটি PMGSY স্কীমে অন্তর্ভুক্ত করারও কোন প্রস্তাব নাই। তাছাড়া এই রাস্তায় বাস সার্ভিসও নাই। আর্থিক অপ্রতুলতার দরুণ সব রাস্তার মেটেলিং এবং কাপেটিং-এর কাজ এক সাথে হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। রাস্তাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে State Plan-এ কাজটি ভবিষ্যতে হাতে নেওয়া যেতে পারে।

**Admitted Un-Starred Question No.67**

**Name of the Member :- Shri Jyotirmoy Nath.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state.**

**প্রশ্ন**

১) ইহা কি সত্য যে দীর্ঘদিন যাবৎ কদমতলা থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের অনুপযুক্ত হওয়াতে যাত্রী দুর্ভোগ দিন দিন বাড়ছে?

২) যদি সত্য হয় তবে যাত্রী দুর্ভোগ কমানোর জন্য কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাটি মেরামত করে গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত করা হবে বলে আশা করা যায়?

**উত্তর**

১) উক্ত রাস্তায় নিয়মিত গাড়ী চলাচল করছে। কিন্তু রাস্তাটির ব্যাপক মেরামতের দরকার।

২) রাস্তাটি N. E. C.-এর অনুমোদনকৃত ফটিকরায়-কৈলাসহর -ধর্মনগর-কুকিতল-চাঁদখিরা রাস্তার ত্রিপুরা অংশের অন্তর্ভুক্ত এবং এই রাস্তার উন্নয়নের কাজ চলছে। এই অংশের 47.798 কিঃমিঃ থেকে 51.00 কিঃমিঃ পর্যন্ত FOR MATION-এর কাজ শেষ হয়ে গেলে PAVEMENT-এর কাজ হাতে নেওয়া হবে। এবং 51.00 কিঃমিঃ থেকে আসাম বর্ডার (কুর্তি) 65.586 কিঃমিঃ অংশের PAVEMENT-এর কাজের জন্য ৩ (তিন)টি গ্রুপে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং তিনটি গ্রুপেরই কাজ শুরু হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই এই কাজগুলি শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

**Admitted Un-Starred Question No.76**

**Name of the Member :- Shri Jyotirmoy Nath.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W.D (PHE) Department be pleased to state.**

**প্রশ্ন**

১) আগরতলা পৌর এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ পাওয়ার জন্য আবেদনের পর এখন পর্যন্ত কতজনের আবেদন কারিগরী, জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরে পড়ে আছে? এবং

২) কবে নাগাদ অপেক্ষমান এই সব আবেদনের সুরাহা হবে বলে আশা করা যায়?

**উত্তর**

১) আগরতলা পৌর এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ পাওয়ার জন্য আবেদনের পর এখন পর্যন্ত মোট ২৭৬১ জনের নামের তালিকা জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগে রয়েছে।

২) এই অপেক্ষামান ২৭৬১ জনের নামের তালিকা সুরাহা করতে আরও কিছু সময় লাগতে পারে।

**Admitted Un-Starred Question No.77**

**Name of the Member :- Shri Sudip Roy Barman.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.**

**প্রশ্ন**

1) What is the total percentage of expenditure; on Loan and Interest payment every year in relation to the total budget expenditure by the State Govt. (give Financial Year - wise break - up since 1998) ?

2) What steps are being taken by the State Govt. to repay the Loan amount and how is effecting the interest of the Common peoples ?

উত্তর

১) রাজ্য সরকারের বাজেট বরাদ্ধ সম্পর্কিত ঋণ ও সুদ প্রদানের হিসাব শতকরা হারে ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত (আর্থিক বছরভিত্তিক) নিম্নে দেওয়া হল ঃ--

| (Rupees in Lakh) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1998-90 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
| Interest | 14057.70 | 18521.30 | 22602.63 | 25322.49 | 30000.00 | 33690.02 |
| Re-payment | 11531.70 | 4201.08 | 9323.42 | 31820.23 | 6310.71 | 7759.69 |
| Total Debt | 25588.70 | 22722.38 | 31926.05 | 57142.72 | 36310.71 | 41449.71 |
| Total Exedt. | 153074.34 | 177316.59 | 217832.52 | 272608.13 | 276153.14 | 299183.04 |
| Percentage | 16.72 | 12.81 | 14.85 | 20.96 | 13.14 | 13.85 |

২) উচ্চ হারে সুদ প্রদান করলে সাধারণ মানুষের স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, যেহেতু প্রদেয় সুদের টাকা রাজ্যের উন্নয়ন খাতে ব্যবহার করা যায়। ভারত সরকার Debt Swap প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কম হার সুদে ঋণ গ্রহণ করে উচ্চ হার সুদে পূর্বে গৃহীত রাজ্য সরকারের ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে। এই জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, যে সকল অনাদায়ী ঋণ উচ্চ হার সুদে সরকার গ্রহণ করেছে সেগুলো কম হার সুদে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে। যাতে রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুত খরচ (Committed Expenditure) কমিয়ে জনগণকে আরও বেশী সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

Admitted Un-Starred Question No.80

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ২০০২-০৩ ইং অর্থ বছরে রাজ্যে কোন কোন দপ্তরে মোট কত টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছি? (দপ্তরভিত্তিক হিসাব)

২) এবং এর মধ্যে উক্ত অর্থ বছরে কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে? (দপ্তরভিত্তিক হিসাব)

৩) এবং কত টাকা অব্যয়িত রয়েছে? (দপ্তরভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

১) ২০০২-০৩ ইং অর্থ বছরে রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে মোট কত টাকা বরাদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা দপ্তরভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল ঃ--

(Rs. In thousand)

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | অর্থ বরাদ্ধের পরিমাণ |
|---|---|---|
| 1) | Parliamentary Affairs | 42508 |

(Rs. In thousand)

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ |
|---|---|---|
| 2) | Governor's Secretariat | 11636 |
| 3) | General Administration (S.A. | 141542 |
| 4) | Election | 49053 |
| 5) | Law | 111918 |
| 6) | Revenue | 487986 |
| 7) | General Administration (AR) | 6450 |
| 8) | General Administration (P & T) | 12887 |
| 9) | Statistical | 25604 |
| 10) | Home (Police) | 2383158 |
| 11) | Transport | 121712 |
| 12) | Co-operation | 137259 |
| 13) | P.W.D. (Road & Bridges) | 263642 |
| 14) | Power | 264767 |
| 15) | Public Works (WR) | 665717 |
| 16) | Health | 462172 |
| 17) | I.C.A.T. | 117683 |
| 18) | General Administration (Political) | 5167 |
| 19) | Tribal Welfare | 184985 |
| 20) | Welfare of SCs, OBCs and Minorities | 684228 |
| 21) | Food & Civil Supplies | 444259 |
| 22) | Relief and Rehabilitation | 113266 |
| 23) | Panchayati Raj | 664990 |
| 24) | Industries & Commerce | 285987 |
| 25) | Industries & Commerce (H.H.&S.) | 100993 |
| 26) | Fisharies | 131448 |

(Rs. In thousand)

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ |
|---|---|---|
| 27) | Agriculture | 626230 |
| 28) | Horticulture | 120884 |
| 29) | Animal Resource Development | 235646 |
| 30) | Forest | 344446 |
| 31) | Rural Development | 790769 |
| 32) | T.R.P. & P.G.P. | 20852 |
| 33) | Science, Tech. & Enviroment | 13046 |
| 34) | State Planning & Co-ordination | 42735 |
| 35) | Urban Development | 188777 |
| 36) | Jail | 118233 |
| 37) | Labour Organisation | 22320 |
| 38) | General Administration (P & S) | 47363 |
| 39) | Education (Higher) | 425620 |
| 40) | Education (School) | 3869749 |
| 41) | Education (Social) | 623120 |
| 42) | Education (Sports & Y.P.) | 332231 |
| 43) | Finance | 5618514 |
| 44) | Institutional Finance | 9000 |
| 45) | Taxex & Excise | 28769 |
| 46) | Treasuries | 22022 |
| 47) | C.M.Secretariat | 4057 |
| 48) | High Court | 21385 |
| 49) | Fire Service Organisation | 95014 |
| 50) | Civil Defence | 3621 |
| 51) | Public Works (P.H.E.) | 730808 |

(Rs. In thousand)

| ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম | অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ |
|---|---|---|
| 52) | Family Welfare & P.M. | 677838 |
| 53) | Tribal Welfare Research | 3892 |
| 54) | Factories & Boilers | 4700 |
| 55) | Employment | 14671 |
| 56) | Information Technology | 3240 |

২) ২ নং প্রশ্নের উত্তর তথ্য সংগ্রাহাধীন।

৩) ৩ নং প্রশ্নের উত্তর তথ্য সংগ্রাহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No.88

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ইঞ্জিনীয়ারদের বিভিন্ন গ্রেডে-পদে কয়টি শূন্য পদ রয়েছে? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২) অবিলম্বে রাজ্যের বেকার ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের স্থির বেতনে নিয়োগ করে উক্ত শূন্য পদ গুলি পূরণ করা হবে কি-না?

৩) না হলে এর কারণ কি?

১) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ইঞ্জিনীয়ারদের শূন্য পদের (সরাসরি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ মিলিয়ে) তালিকা আলাদাভাবে সংযোজিত করা হল।

২) আপাততঃ রাজ্য সরকার এমন কোন প্রস্তাব/পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি।

৩) ইঞ্জিনীয়ার শূন্য পদ সমূহ ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়মিত বেতন ক্রমে নিয়োগ করা হবে বিধায়ে স্থির বেতনে নিয়োগের প্রশ্ন আসে না।

## দপ্তর ভিত্তিক শূন্য পদের হিসাব

| দপ্তরের নাম | চীফ ইঞ্জিনীয়ার গ্রেড-১ | অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার গ্রেড-১ | সুপারিনন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার গ্রেড-২ | এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার গ্রেড-৩ | এসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার গ্রেড-৪ | এসিসটেন্ট আর্কিমেন্ট গ্রেড-৪ | জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার গ্রেড-৫ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১) পূর্ত দপ্তর | ৩ | ২ | ১১ | ৩৪ | ২৮৩ | ৩ | ৩১২ | ৬৪৮ |
| ২) বিদ্যুৎ দপ্তর | ১ | ৩ | ৫ | ১৯ | ২৬ | — | ৬৫ | ১১৯ |
| ৩) কৃষি দপ্তর | ১ | — | — | ১ | ৮ | — | ৮ | ১৮ |
| ৪) মৎস্য দপ্তর | — | — | — | ১ | — | — | — | ১ |
| ৫) শিক্ষা দপ্তর | — | — | — | — | ২ | — | — | ২ |
| ৬) হাউজিং বোর্ড | — | — | — | ১ | ১ | — | ২ | ৪ |
| ৭) আর ডি দপ্তর | — | — | — | — | — | — | ২৪ | ২৪ |
| ৮) প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর | — | — | — | — | — | — | ১ | ১ |
| ৯) উপজাতি কল্যাণ দপ্তর | — | — | — | ১ | — | — | ২ | ৩ |

Admitted Un-Starred Question No.89

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজস্ব দপ্তরের ক্যালামিটি রিলিফ ফান্ডে রাজ্যে বর্তমানে কত অর্থ রয়েছে?

২) এই অর্থ বর্তমানে কোন কোন ব্যাঙ্কে কি পরিমাণে জমা আছে?

৩) উক্ত জমাকৃত অর্থের সুদের হার কত? (ব্যাঙ্কভিত্তিক হিসাব)

৪) ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে সুদের হার বেশী হওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্কে উক্ত অর্থের অধিকাংশ গচ্ছিত না রাখার কারণ কি?

১) বর্তমানে রাজস্ব দপ্তরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল (Calamity Relief Fund)-এ অর্থের পরিমাণ ৮৪৮.০০ লক্ষ টাকা।

২) উক্ত অর্থের মধ্যে ২৪৮.০০ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে গচ্ছিত আছে। বাকি ৬০০.০০ লক্ষ টাকা কানাড়া (Canara Bank) ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit) রূপে গচ্ছিত আছে।

৩) কানাড়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ৬০০.০০ লক্ষ টাকার সুদের হার শতকরা ৮.২৫ শতাংশ।

৪) কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল (C.R.F.)-এর অনুদান (কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক) নিম্নলিখিত পরিকাঠামোয় জমা রাখতে হবে ঃ—

i) Central Government dated Securities.

ii) Auctioned Treasury Bills.

iii) Interest earning deposits and certificates of deposits with scheduled commercial Banks.

iv) Interest earning deposits in Co-operative Bank.

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক উপরিক্ত পরিকাঠামোর মধ্যে আসে না {(C) Scheduled Commercial Bank)। তাই সর্বোচ্চ সুদের হার দেয়া সত্ত্বেও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে বর্তমানে কোন টাকা জমা রাখা হয়নি।

Admitted Un-Starred Question No.92

Name of the Member :- Shri Jyotirmoy Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে এখন পর্যন্ত কতজন উগ্রপন্থী দ্বারা নিহত, অপহৃত এবং কত জন উগ্রপন্থী কবল থেকে ছাড়া পেয়েছেন? (জেলাভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২) এর মধ্যে যারা উগ্রপন্থী কর্তৃক নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী এবং যারা এখনও উগ্রপন্থী কবলে রয়েছেন তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কি?

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহাধীন।

২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No.104

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.**

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে মোট কতজন সরকারী কর্মচারী রয়েছেন? (নিয়মিত এবং অনিয়মিত গ্রুপ-এ, বি, সি, ডি কর্মচারীর আলাদা আলাদা দপ্তরভিত্তিক হিসাব)

২) রাজ্যে বর্তমানে সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে মোট কতজন কর্মচারী রয়েছেন? (নিয়মিত এবং অনিয়মিত গ্রুপ-এ, বি, সি, ডি'সহ দপ্তরভিত্তিক আলাদা হিসাব)

৩) সারা রাজ্যে স্থির বেতনে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা কত? (৩০শে এপ্রিল, ২০০৩ ইং পর্যন্ত দপ্তরভিত্তিক হিসাব)

১) প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০২ ইং সনের ৩১শে মার্চ তারিখে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সর্বমোট ৯৮,৩৭৯ জন নিয়মিত সরকারী কর্মচারী এবং ১১,২০৪ জন অনিয়মিত সরকারী কর্মচারী রয়েছেন। দপ্তরভিত্তিক হিসাব সঙ্গের বিবরণীতে দেওয়া হলো।

২) প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০২ ইং সনের ৩১শে মার্চ তারিখে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অধিগৃহীত এবং স্বশাসিত সংস্থায় সর্বমোট ৪,৮৫৮ জন নিয়মিত কর্মচারী এবং ১১২৮ জন অনিয়মিত কর্মচারী রয়েছেন। সঙ্গের বিবরণীতে সংস্থাভিত্তিক হিসাব দেওয়া হলো।

৩) প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০২ ইং সনের ৩১শে মার্চ তারিখে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত মোট ১১,২০৪ জন অনিয়মিত কর্মচারীর মধ্যে স্থির বেতনে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ৩০১৪ জন। দপ্তরভিত্তিক হিসাব সঙ্গের বিবরণীতে দেওয়া হয়েছে।

STATEMENT SHOWING THE DEPARTMENT-WISE TOTAL STRENGTH OF REGULAR EMPLOYEES OF THE GOVERNMENT OF TRIPURA WITH GROUP-WISE BREAKUP AS ON 31.03.02

| [illegible] | [illegible] | TOTAL NO. OF EMPLOYEES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GR-A | GR-B | GR-C | GR-D | TOTAL |
| | | NO. OF EMPLOYEES | NO. OF EMPLOYEES | NO. OF EMPLOYEES | NO. OF EMPLOYEES | NO. OF EMPLOYEES |
| 1 | AGRICULTURE | 216 | 316 | 2523 | 632 | 3686 |
| 2 | ANIMAL RESOURCE DEVELOPMENT | 131 | 61 | 946 | 405 | 1543 |
| 3 | ASSEMBLY SECRETARIAT | 9 | 35 | 138 | 127 | 309 |
| 4 | CO-OPERATION | 3 | 18 | 368 | 93 | 482 |
| 5 | ELECTION | 1 | 9 | 69 | 26 | 105 |
| 6 | EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING | 1 | 10 | 87 | 40 | 138 |
| 7 | FINANCE (EXCISE) | 0 | 0 | 54 | 2 | 56 |
| 8 | FINANCE (SS, GI & IF) | 1 | 3 | 38 | 9 | 51 |
| 9 | FINANCE (TAXES) | 2 | 18 | 71 | 40 | 131 |
| 10 | FISHERIES | 8 | 94 | 408 | 284 | 794 |
| 11 | FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS | 0 | 27 | 354 | 374 | 755 |
| 12 | FOREST | 2 | 20 | 1465 | 442 | 1929 |
| 13 | GA (POLITICAL) | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 14 | GA (AR) | 1 | 7 | 25 | 2 | 35 |
| 15 | GA (P & T) | 410 | 178 | 334 | 34 | 956 |
| 16 | GA (PRINTING & STATIONERY) | 1 | 10 | 272 | 77 | 360 |
| 17. | GA (SA) | 12 | 60 | 421 | 249 | 742 |
| 18 | GOVERNOR'S SECRETARIAT | 4 | 2 | 21 | 33 | 60 |
| 19 | HEALTH & FAMILY WELFARE | 864 | 99 | 3621 | 2674 | 7258 |
| 20 | HIGH COURT | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | HIGHER EDUCATION | 359 | 28 | 503 | 546 | 1436 |
| 22 | HOME (CIVIL DEFENCE) | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 |
| 23 | HOME (FIRE SERVICE) | 1 | 4 | 814 | 109 | 928 |
| 24 | HOME (HOMEGUARD) | 0 | 7 | 45 | 10 | 62 |
| 25 | HOME (JAIL) | 3 | 1 | 421 | 39 | 464 |
| 26 | HOME (POLICE) | 8 | 210 | 15243 | 1469 | 16930 |
| 27 | HOME (RADIO) | 0 | 10 | 533 | 45 | 588 |
| 28 | INDUSTRIES & COMMERCE | 16 | 13 | 544 | 289 | 862 |

| SL NO. | DEPARTMENT | GR-A | GR-B | GR-C | GR-D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | INDUSTRIES & COMMERCE (HH & S) | 2 | 9 | 220 | 101 | 332 |
| 30 | INDUSTRIES & COMMERCE (I T) | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 |
| 31 | INFORMATION, CULTURAL AFFAIRS & TOURISM | 7 | 31 | 418 | 228 | 684 |
| 32 | LABOUR | 2 | 2 | 123 | 106 | 233 |
| 33 | LABOUR (FACTORIES & BOILERS) | 2 | 0 | 8 | 4 | 14 |
| 34 | LAW | 55 | 19 | 430 | 334 | 838 |
| 35 | PLANNING & CO-ORDINATION | 3 | 9 | 49 | 28 | 89 |
| 36 | PLANNING (ECONOMICS & STATISTICS) | 0 | 8 | 144 | 24 | 176 |
| 37 | POWER | 208 | 228 | 1837 | 2192 | 4465 |
| 38 | PWD (PHE) | 82 | 50 | 737 | 788 | 1657 |
| 39 | PWD (ROADS & BUILDINGS) | 233 | 162 | 1139 | 2093 | 3627 |
| 40 | PWD (WR) | 116 | 70 | 865 | 572 | 1623 |
| 41 | REVENUE (DISTRICT ADMINISTRATION) | 2 | 4 | 490 | 674 | 1170 |
| 42 | REVENUE (LAND REVENUE) | 1 | 14 | 907 | 782 | 1704 |
| 43 | REVENUE (REGISTRATION) | 0 | 1 | 69 | 21 | 91 |
| 44 | REVENUE (RELIEF & REHABILITATION) | 0 | 1 | 8 | 11 | 20 |
| 45 | REVENUE (WEIGHTS & MEASURES) | 0 | 6 | 68 | 24 | 98 |
| 46 | RURAL DEVELOPMENT | 7 | 12 | 236 | 241 | 496 |
| 47 | RURAL DEVELOPMENT (PANCHAYAT) | 0 | 2 | 1492 | 169 | 1663 |
| 48 | RURAL DEVELOPMENT (REO) | 8 | 58 | 221 | 69 | 356 |
| 49 | SCHOOL EDUCATION | 89 | 1669 | 28062 | 3722 | 33542 |
| 50 | SCIENCE, ENVIRONMENT & TECHNOLOGY | 4 | 4 | 33 | 44 | 85 |
| 51 | SOCIAL WELFARE & SOCIAL EDUCATION | 3 | 15 | 1709 | 867 | 2594 |
| 52 | TRANSPORT | 0 | 0 | 32 | 25 | 57 |
| 53 | URBAN DEVELOPMENT | 3 | 4 | 14 | 8 | 29 |
| 54 | WELFARE FOR SC, OBC & MINORITIES | 1 | 1 | 68 | 41 | 111 |
| 55 | WELFARE FOR SCHEDULED TRIBES | 8 | 12 | 314 | 258 | 592 |
| 56 | WELFARE FOR SCHEDULED TRIBES (TRP & PGP) | 5 | 2 | 96 | 160 | 263 |
| 57 | YOUTH AFFAIRS & SPORTS | 3 | 43 | 968 | 38 | 1052 |
| | TOTAL | [illegible] | 3677 | 70106 | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|
| [illegible] | | |
| [illegible] | AGRICULTURE | 4 |
| 2 | ANIMAL RESOURCE DEVELOPMENT | 5 |
| [illegible] | CO-OPERATION | 4 |
| [illegible] | EDUCATION | 92 |
| 5 | ELECTION | 1 |
| [illegible] | FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS | 1 |
| [illegible] | FOREST | 20 |
| [illegible] | GA (P & T) | 1 |
| [illegible] | HEALTH & FAMILY WELFARE | 3 |
| [illegible] | HOME | 69 |
| [illegible] | LABOUR | 15 |
| 13 | PANCHAYAT | 7 |
| [illegible] | PUBLIC WORKS | 267 |
| [illegible] | SOCIAL EDUCATION & SOCIAL WELFARE | 2524 |
| [illegible] | URBAN DEVELOPMENT | 1 |
| | TOTAL | 3014 |

| SL NO. | NAME OF DEPARTMENT | NO. OF EMPLOYEES |
|---|---|---|
| | **B. DRW/CONTINGENT/PART-TIME, ETC WORKES** | |
| 1 | ANIMAL RESOURCE DEVELOPMENT | 124 |
| 19 | EDUCATION | 43 |
| 20 | EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING | 3 |
| 21 | FISHERIES | 140 |
| 22 | FOOD. CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS | 17 |
| 23 | FOREST | 123 |
| 24 | GA (AR) | 3 |
| 25 | GA (POLITICAL) | 2 |
| 26 | GA (PRINTING & STATIONERY) | 13 |
| 27 | GA (SA) | 135 |
| 28 | HEALTH & FAMILY WELFARE | 236 |
| 29 | HOME | 2869 |
| 30 | INFORMATION, CULTURAL AFFAIRS & TOURISM | 75 |
| 31 | LABOUR | 16 |
| 32 | LAW | 16 |
| 33 | PLANNING (ECONOMICS & STATICS) | 4 |
| 34 | POWER | 30 |
| 35 | PUBLIC WORKS | 805 |
| 36 | RAJBHAWAN | 10 |
| 38 | REVENUE | 64 |
| 39 | RURAL DEVELOPMENT | 1 |
| 40 | SOCIAL EDUCATION & SOCIAL WELFARE | 914 |
| 41 | TRANSPORT | 5 |
| | YOUTH AFFAIRS & SPORTS | 15 |
| | TOTAL | 5663 |
| | **C. HONORARIUM PAID WRKER** | |
| [illegible] | SOCIAL EDUCATION & SOCIAL WELFARE | [illegible] |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGARTALA MUNICIPAL COUNCIL | 4 | 2 | 206 | 438 | 650 | 0 | 0 | 69 | 156 | 225 |
| 2 | AMARPUR NAGAR PANCHAYAT | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BELONIA NAGAR PANCHAYAT | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 21 | 29 |
| 4 | DHARMANAGAR NAGAR PANCHAYAT | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 |
| 5 | KAILASAHAR NAGAR PANCHAYAT | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KAMALPUR NAGAR PANCHAYAT | 0 | 1 | 7 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | KHOWAI NAGAR PANCHAYAT | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 22 | 27 |
| | KUMARGHAT NAGAR PANCHAYAT | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| | RANIRBAZAR NAGAR PANCHAYAT | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| | SABROOM NAGAR PANCHAYAT | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16 | 24 | 40 |
| | SONAMURA NAGAR PANCHAYAT | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 |
| 12 | TELIAMURA NAGAR PANCHAYAT | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 |
| 13 | UDAIPUR NAGAR PANCHAYAT | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 54 | 61 |
| | DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY, SOUTH TRIPURA | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY, WEST TRIPURA | 0 | 2 | 13 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | FISH FARMERS' DEVELOPMENT AGENCY, AGARTALA | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FISH FARMERS' DEVELOPMENT AGENCY, AMBASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | FISH FARMERS' DEVELOPMENT AGENCY, KUMARGHAT | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| | FISH FARMERS' DEVELOPMENT AGENCY, UDAIPUR | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | TRIPURA FOREST DEVELOPMENT PLANTATION CORPORATION LTD | 1 | 3 | 172 | 67 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TRIPURA HANDLOOM & HANDICRAFTS DEVELOPMENT CORPORATION LTD | 1 | 10 | 135 | 86 | 232 | 0 | 0 | 26 | 99 | 125 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | TRIPURA HORTICULTURE CORPORATION LTD | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 13 | 67 | 80 |
| [illegible] | TRIPURA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD | 5 | 4 | 16 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| [illegible] | TRIPURA JUTE MILLS LTD | 7 | 12 | 287 | 1210 | 1516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | TRIPURA SC/ST DEVELOPMENT CORPORATION | 0 | 0 | 40 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [illegible] | TRIPURA REHABILITATION PLANTATION CORPORATION LTD | 6 | 3 | 135 | 12 | 156 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| [illegible] | TRIPURA ROAD TRANSPORT CORPORATION LTD | 0 | 5 | 643 | 201 | 849 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| [illegible] | TRIPURA SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD | 4 | 10 | 98 | 88 | 200 | 0 | 1 | 23 | 79 | 103 |
| 29 | TRIPURA TEA DEVELOPMENT CORPORATION LTD | 0 | 3 | 23 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| [illegible] | TRIPURA APEX FISHERIES CO-OPERATIVE SOCIETY | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [illegible] | TRIPURA APEX MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY | 0 | 0 | 39 | 14 | 53 | 0 | 0 | 6 | 37 | 43 |
| [illegible] | TRIPURA APEX WEAVERS' CO-OPERATIVE SOCIETY | 1 | 2 | 65 | 39 | 107 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
| [illegible] | TRIPURA CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS' UNION | 2 | 5 | 18 | 19 | 44 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| [illegible] | AGARTALA CO-OPERATIVE URBAN BANK | 4 | 9 | 7 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [illegible] | TRIPURA CO-OPERATIVE AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK | 9 | 24 | 18 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| [illegible] | TRIPURA BOARD OF SECONDARY EDUCATION | 2 | 3 | 65 | 16 | 86 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| [illegible] | TRIPURA HOUSING BOARD | 2 | 10 | 15 | 18 | 45 | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 |
| [illegible] | TRIPURA RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY | 9 | 6 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [illegible] | TRIPURA STATE CO-OPERATIVE CONSUMERS' FEDERATION LTD | 0 | 0 | 81 | 59 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [illegible] | TRIPURA STATE CO-OPERATIVE UNION | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| [illegible] | TRIPURA STATE POLLUTION CONTROL BOARD | 6 | 1 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| [illegible] | TRIPURA STATE SOCIAL WELFARE ADVISORY BOARD | 0 | 1 | 70 | 30 | 101 | 0 | 0 | 5 | 30 | 35 |

Admitted Un-Starred Question No.109

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) একস্ট্রিমিস্ট ভায়োলেন্স স্কীমে কতগুলি আবেদনপত্র চাকুরীর জন্য এখনও রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন? (জেলাভিত্তিক হিসাব)

২) উক্ত প্রকল্প অনুসারে চাকুরীগুলি শীঘ্রই দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে?

৩) ইহা কি সত্য, একস্ট্রিমিস্ট ভায়োলেন্স স্কীমে ঘটনার ১ (এক) মাসের মধ্যে চাকুরী অথবা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে?

১) একস্ট্রিমিস্ট ভায়োলেন্স স্কীমে চাকুরীর জন্য রাজ্য সরকারের নিকট মোট ১১৫টি আবেদন বিবেচনাধীন আছে। জেলাভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ---

| | |
|---|---|
| পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা — | ৪৯টি |
| উত্তর ত্রিপুরা জেলা — | ২৭টি |
| দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা — | ১৬টি |
| ধলাই জেলা — | ২৩টি |
| মোট | ১১৫টি |

২) উক্ত প্রকল্প অনুসারে রাজ্য সরকারের মেহা নং-এফ-১০(২৭)-রেভ্;৯৮-১, তারিখ-৫ মে, ১৯৯৯ মোতাবেক যথা শীঘ্র সম্ভব তদন্তক্রমে চাকুরী দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রতি মাসে আধিকারিকগণ জেলাভিত্তিক জেলা শাসকগণ মহকুমাভিত্তিক পর্যালোচনা সভা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

৩) হ্যাঁ, রাজ্য সরকারের মেহা নং-এফ-১০(২৭)-রেভ্;৯৮-১, তারিখ-২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ মোতাবেক সমস্ত প্রক্রিয়া এক মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ রয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No.111

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বর্হিরাজ্যের যে সকল শিল্প সংস্থা ত্রিপুরাতে কাজ করছে এই সকল সংস্থাগুলির নাম এবং উল্লিখিত সংস্থাগুলি যথাক্রমে কত টাকা করে এই রাজ্যে শিল্প ক্ষেত্রে লগ্নী করেছে?

১) বর্হিরাজ্যের যে সকল শিল্প সংস্থা ত্রিপুরাতে কাজ করছে সেই সকল শিল্প সংস্থাগুলির নাম এবং উক্ত সংস্থাগুলি যত টাকা করে এই রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে লগ্নী করেছে তার হিসাব ক্রোড়পত্র 'ক'তে দেওয়া হল।

বাইরারাজ্যের যে সকল শিল্প সংস্থা ত্রিপুরাতে কাজ করছে তাদের নাম এবং এই সকল শিল্প সংস্থাগুলোর শিল্পক্ষেত্রে যত টাকা লগ্নী করেছে তার হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

| ক্রমিক নং | শিল্প সংস্থা সমূহের নাম | লগ্নীকৃত টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১) | মেসার্স হরিশনগর টি-এস্টেট | টাঃ ৯৮,৩০,২৬০ |
| ২) | নরেন্দ্রপুর টি-এস্টেট | টাঃ ৯০৮৮,৬১৪ |
| ৩) | গোলকপুর টি-এস্টেট | টাঃ ৯,৯১,০০০ |
| ৪) | মূর্ত্তিছড়া টি-এস্টেট | টাঃ ১,০০,০০০ |
| ৫ | মনুভ্যালী টি-এস্টেট | টাঃ ৮,৫০,০০০ |
| ৬) | শোভা টি-এস্টেট | টাঃ৭,০০,০০০ |
| ৭) | হাফলং ছড়া টি-এস্টেট | টাঃ ৯,১৮,০০০ |
| ৮) | মহেশপুর টি-এস্টেট | টাঃ ১৩ ০০,০০০ |
| ৯) | পেয়ারাছড়া টি-এস্টেট | টাঃ ৪,৫০,০০০ |
| ১০) | রাণীবাড়ী টি-এস্টেট | টাঃ ২৩,৯৬,০০০ |
| ১১) | বাউড়ী প্লাইউড লিমিটেড | টাঃ ১,১২,৫৮,০০০ |
| ১২) | মহাবীর টি-এস্টেট | টাঃ ১৭,০০,০০০ |
| ১৩) | রামদুর্লভপুর টি-এস্টেট | টাঃ ১৯.০০,০০০ |
| ১৪) | মেসার্স জেগিনি ডিস্ট্রিলারিজ প্রাঃ লিঃ | টাঃ ২৯.৯৯,০০০ |
| ১৫) | মেসার্স ধমরপাল প্রেমচাঁদ লিঃ | টাঃ ২,০৯,৩৬,০০০ |
| ১৬) | মেসার্স আনন্দ ইলেকট্রিকেল | টাঃ ২২,৭০,০০০ |
| ১৭) | মেসার্স গ্লোবেল বিজনেস ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ | টাঃ ৪৭,০০,০০০ |
| ১৮) | মেসার্স এভারগ্রোয়িং আইরণ এন্ড ফাইনভেস্ট লিঃ | টাঃ ৩৩,৫৪,৫০০ |
| ১৯) | রিমঝিম ভ্যালী প্রোডাক্টস প্রাঃ লিঃ | টাঃ ৯৭,১৪,০০০ |
| ২০) | ফটিকছড়া টি-এস্টেট | টাঃ ৫২,০০,০০০ |
| ২১) | গোপালনগর টি-এস্টেট | টাঃ ১,৪৬,৪৫,৭৮২ |
| ২২) | মেসার্স ত্রিপুরা স্পান পাইপ কোম্পানী | টাঃ ৪৬,৪২,০০০ |
| ২৩) | মেসার্স ট্রিপকন | টাঃ ১৫,৮১,০০০ |
| ২৪) | মেসার্স হিমালয়ান ড্রাগন | টাঃ ১১,৮৩,০০০ |

| ক্রমিক নং | শিল্প সংস্থা সমূহের নাম | লগ্নীকৃত টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|
| ২৫) | মেসার্স জৈন উদ্যোগ | টাঃ ১৩,৪২,১০১ |
| ২৬) | মেসার্স মহাঋষি উদ্যোগ. | টাঃ ৪২,৪৮,০০০ |
| ২৭) | মেসার্স সাই স্ট্রাকচারেল | টাঃ ৬,৭৪,০০০ |
| ২৮) | মেসার্স সাবিত্রী সল্টসাপ্লায়ার্স | টাঃ ১,১৮,০৪,০০০ |
| ২৯) | মেসার্স জৈন উদ্যোগ অটোমোবাইলস্ | টাঃ ৮০,৯০,০০০ |
| ৩০) | মেসার্স হাই টেনশন সুইচ গিয়ার প্রাঃ লিঃ | টাঃ ১,২৫,৮৩,৬১১ |
| ৩১) | মেসার্স সত্য পাল শিবকুমার | টাঃ ১৯,০৯,০০০ |
| ৩২) | মেসার্স ধরমপাল সত্যপাল লিঃ | টাঃ ১৬,৪৯,২৯,৮২৯ |
| ৩৩) | মেসার্স দেবম ফুডস্ | টাঃ ৬৭,১৯,০০০ |
| ৩৪) | মেসার্স মনু টি ফ্যাক্টরী | টাঃ ৩,১৫,৯৫,০০০ |

Admitted Un-Starred Question No.122

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) গত ২১-০৪-২০০৩ ইং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিধ্বংসী ঝড়ে বেসরকারী স্তরে ক্ষতিগ্রস্তদের কি ধরনের সাহায্য প্রদান করা হয়েছে? (আর্থিক মূল্যসহ মহকুমাভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) গত ২১-০৪-২০০৩ ইং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিধ্বংসী ঝড়ে বেসরকারী স্তরে ক্ষতিগ্রস্তদের কোনরূপ সাহায্য প্রদান করার খবর সরকারের কাছে নেই।

Admitted Un-Starred Question No.126

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ছাতির বাট তৈরীর কারখানা কতগুলি চালু রয়েছে? (ফ্যাক্টরীর নাম ঠিকানাসহ)

২) এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা কত?

৩) ছাতির বাটের জন্য বাঁশ সংগ্রহ এবং ফ্যাক্টরীতে বাট তৈরী করে বহির্রাজ্যে প্রেরণের ক্ষেত্রে বন দপ্তরের রাজস্ব সংগ্রহ করার পদ্ধতি কি?

১) শিল্প দপ্তরে রেজিষ্ট্রিকৃত ছাতির বাট তৈরীর কারখানা ১ (একটি) চালু রয়েছে।

নাম — মেসার্স ত্রিপুরা ট্রেডিং এন্ড কোম্পানী।

ঠিকানা — শ্যামসুন্দর গোস্বামী, লালবাগান, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

২) শ্রমিকের সংখ্যা ৩ (তিন) জন।

৩) শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের জানা নাই।

Admitted Un-Starred Question No.129

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কৃষি শ্রমিক এবং অকৃষি শ্রমিকের মোট সংখ্যা কত ? (মহকুমাভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২) রাজ্যে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা কত ? (মহকুমাভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

৩) রাজ্যে সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা কত ? (মহকুমাভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

১) ১৯৯১ সনে আদমসুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৪,৯৬,৫৪০ জন। তাহার মধ্যে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ১,৮৭,৫৩৮ জন এবং অকৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ৩,০৯,০০২ জন। মহকুমাভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব আপাততঃ জানা নেই।

২) গত অর্থবর্ষে সারা ত্রিপুরা ব্যাপী অসংগঠিত শ্রমিকের উপর পঞ্চায়েত সচিবদের মাধ্যমে ও গাঁও পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সহযোগিতায় একটি সার্ভে করা হয়। বর্তমানে মোট অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা জানা না থাকিলেও অতি শীঘ্রই বিস্তারিত সার্ভে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইবে।

৩) সংগঠিত শ্রমিকের উপর এখন পর্যন্ত কোন সার্ভে করা হয় নাই। যাহা হউক মহকুমাভিত্তিক সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা জানার জন্যে প্রচেষ্টা বর্তমানে চলিতেছে।

Admitted Un-Starred Question No.130

Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে তালিকাভুক্ত (Registered) আইসক্রীম ফেক্টরীর সংখ্যা কত ? (মহকুমাভিত্তিক)

২) এদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কোনটি?

উত্তর

১) রাজ্যে তালিকাভুক্ত (Registered) আইসক্রীম ফেক্টরীর সংখ্যা ৪৮ (আটচল্লিশ)টি।

মহকুমাভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার :—

সদর মহকুমায় — ২২ (বাইশ) টি।

বিশালগড় মহকুমায় — ৪ (চার) টি।

খোয়াই মহকুমায় — ২ (দুই) টি।

সোনামুড়া মহকুমায় — ৪ (চার) টি।

খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার :—

উদয়পুর মহকুমায় — ২ (দুই) টি।

বিলোনীয়া মহকুমায় — ১ (এক) টি।

গ) উত্তর ত্রিপুরা জেলার :—

কুমারঘাট মহকুমায় — ২ (দুই) টি।

ধর্মনগর মহকুমায় — ৭ (সাত) টি।

কৈলাসহর মহকুমায় — ৩ (তিন) টি।

ঘ) ধলাই জেলার :—

গণ্ডাছড়ায় — ১ (এক) টি।

২) শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের জানা নাই।

Admitted Un-Starred Question No.132

Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে অর্ডিনারী এক্সপ্রেস ও ডিলাক্স বাসের পারমিট সংখ্যা কত?

২) কোন কোন রুটে এক্সপ্রেস ও ডিলাক্স বাস চলে? এবং

৩) ১লা মে, ২০০৩ ইং এর আগে ও পরে বাস ভাড়ার তারতম্য কি রকম?

উত্তর

১) রাজ্যে অর্ডিনারী বাসের পারমিট সংখ্যা ১৪০২টি। এক্সপ্রেস ও ডিলাক্স বাসের কোন পারমিট দেওয়া হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) বাস ভার তারতম্য ঃ—

| ১লা মে, ২০০৩ ইং এর আগে (প্রতি কিঃমিঃ প্রতি প্যাসেঞ্জার হিসাবে) | ১লা মে, ২০০৩ ইং হইতে কার্যকর ভাড়া (প্রতি কিঃমিঃ প্রতি প্যাসেঞ্জার হিসাবে) |
|---|---|
| বাস (অডিনারী) ঃ— ২৬ পয়সা | ২৯ পয়সা |
| এক্সপ্রেস বাস ঃ— ৩০ পয়সা | ৩৩ পয়সা |
| ডিলাক্স বাস ঃ— ৪৭ পয়সা | ৫০ পয়সা |
| মিনি বাস ঃ— ৩৩ পয়সা | ৩৬ পয়াসা |
| টাউন বাস ঃ— ৩ কিঃমিঃ পর্যন্ত ২.০০ | ৪ কিঃমিঃ পর্যন্ত ২.৫০ |
| ৩ কিঃমিঃ হইতে ৮ কিঃমিঃ পর্যন্ত ৩.০০ | ৪ কিঃমিঃ হইতে ৮ কিঃমিঃ পর্যন্ত ৩.৫০ |
| ৮ কিঃমিঃ হইতে ১৩ কিঃমিঃ পর্যন্ত ৪.০০ | ৮ কিঃমিঃ হইতে ১৩ কিঃমিঃ পর্যন্ত ৪.৫০ |
| ১৩ কিঃমিঃ হইতে ১৮ কিঃমিঃ পর্যন্ত ৫.০০ | ১৩ কিঃমিঃ হইতে ১৮ কিঃমিঃ পর্যন্ত ৫.৫০ |
| ১৮ কিঃমিঃ হইতে ২৫ কিঃমিঃ পর্যন্ত ৬.০০ | ১৮ কিঃমিঃ হইতে ২৫ কিঃমিঃ পর্যন্ত ৬.৫০ |
| ২৫ কিঃমিঃ হইতে উপরে ৬.৫০ | ২৫ কিঃমিঃ হইতে উপরে ৭.০০ |

### Admitted Un-Starred Question No.133
### Name of the Member :- Shri Prakash Ch. Das.

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state.**

**প্রশ্ন**

১) রাজ্যে মোট মৎস্যজীবির সংখ্যা কত? (মহকুমাভিত্তিক হিসাব)

২) রাজ্যে মৎস্যজীবিদের জন্য বর্তমানে কোন প্রকল্প চালু আছে কিনা?

৩) থাকিলে সেগুলি কি কি? এবং

৪) এই প্রকল্পের দ্বারা এখন পর্যন্ত কতজন উপকৃত হয়েছে?

**উত্তর**

১) রাজ্যে মোট মৎস্যজীবির সংখ্যা ৭৪,৭৩০ (চুয়াত্তর হাজার সাতশত ত্রিশ) জন। মহকুমাভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল ঃ—

| | |
|---|---|
| ক) ধর্মনগর | — ২,০১৬ জন। |
| খ) কৈলাসহর | — ৮,২৪৯ জন। |
| গ) কাঞ্চনপুর | — ২,৬৮১ জন। |
| ঘ) খোয়াই | — ৭,৪৯৩ জন। |
| ঙ) সদর | — ৫,০৮৮ জন। |
| চ) বিশালগড় | — ৮,৪৮৮ জন। |
| ছ) সোনামুড়া | — ৭,৪০৯ জন। |
| জ) উদয়পুর | — ১০,৩৩১ জন। |
| ঝ) অমরপুর | — ৯,৭৫৮ জন। |
| ঞ) বিলোনীয়া | — ৫,৯২৩ জন। |
| ট) সাব্রুম | — ২,১৭৬ জন। |
| ঠ) কমলপুর | — ১,৮৮৮ জন। |
| ড) লংতরাই | — ১,২৮৯ জন। |
| ঢ) গণ্ডাছড়া | — ১,৯৪১ জন। |
| সর্বমোট | — ৭৪,৭৩০ জন। |

২) হ্যাঁ, আছে।

৩) রাজ্যে মৎস্যজীবিদের জন্য বর্তমানে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি চালু আছে।

ক) দুর্ঘটনাজনিত বীমা প্রকল্প।

খ) বিনামূল্যে গৃহ নির্মাণ।

গ) বিনামূল্যে বিনোদন গৃহ নির্মাণ ও

ঘ) বিনামূল্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা।

৪) উপরোক্ত প্রকল্পের দ্বারা এখন পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন তার হিসাব (প্রকল্পভিত্তিক) নিম্নে দেওয়া হল।

ক) দুর্ঘটনাজনিত বীমা প্রকল্পে এই পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন মোট ৩ (তিন) টি মৎস্যজীবি পরিবার।

খ) বিনামূল্যে গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে এ পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন ৬৮৮ জন।

গ) বিনামূল্যে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য এ পর্যন্ত ৩৩ ইউনিট টিউবওয়েল বসানো হয়েছে।

ঘ) বিনামূল্যে রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে মৎস্যজীবিদের জন্য এ পর্যন্ত ৬টি বিনোদনগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

ঙ) F. F. D. A. প্রকল্পে মোট ৫৮৭ জন মৎস্য চাষীকে Fish Stock Insurance-এর আওতায় আনা হয়েছে।

## Admitted Un-Starred Question No.134

## Name of the Member :- Shri Prakash Ch. Das.

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state.**

**প্রশ্ন**

১) রাজ্যে মৎস্য উৎপাদনে মোট জলা ভূমির পরিমাণ কত ? (মহকুমাভিত্তিক হিসাব)

২) চলতি অর্থবর্ষে মৎস্য চাষের জন্য নতুন জলা ভূমি খননের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩) থাকিলে এর পরিমাণ কত ?

৪) না থাকিলে এর কারণ ?

**উত্তর**

১) রাজ্যে মৎস্য উৎপাদনে মোট জলা ভূমির পরিমাণ ২৩,৩৭০.০০ হেক্টর। মহকুমাভিত্তিক জলা ভূমির হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| মহকুমার নাম | | জলা ভূমির পরিমাণ (হেক্টরে) |
|---|---|---|
| ক) ধর্মনগর | -- | ১,১৬৩.৬৭ |
| খ) কৈলাসহর | -- | ১,০৭০.২৭ |
| গ) কাঞ্চনপুর | -- | ৬২৮.৬৭ |
| ঘ) কমলপুর | -- | ১,৫১২.৭০ |
| ঙ) লংতরাইভ্যালী | -- | ১,১৩৫.৩৫ |
| চ) গণ্ডাছড়া | -- | ৪,৭৬৫.১৬ |
| ছ) খোয়াই | -- | ১,৭৯৯.০৭ |
| জ) সদর | -- | ২,১১৪.৬৭ |
| ঝ) বিশালগড় | -- | ১,৬৬২.৫৯ |
| ঞ) সোনামুড়া | -- | ১,৭০৯.৪৪ |

| | | |
|---|---|---|
| ট) উদয়পুর | — | ১,৮৪১.২৪ |
| ঠ) অমরপুর | — | ১,২৫৫.১৮ |
| ড) বিলোনীয়া | — | ১.৪৪৮.৮৮ |
| ঢ) সাব্রুম | — | ১,২৬৪.১১ |
| | মোট — | ২৩,৩৭০.০০ হেক্টর |

২) হ্যাঁ, আছে।

৩) চলতি অর্থবর্ষে মৎস্য চাষের জন্য ৬০.০০ হেক্টর নতুন জলা ভূমি খননের পরিকল্পনা আছে।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No.137

Name of the Member :- Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, আগরতলাস্থিত গান্ধীঘাটে ছয়টি টাইপ-ওয়ান এবং ১৮টি টাইপ-টু সরকারী আবাসন নির্মাণ করা হয়েছে?

২) সত্য হয়ে থাকেল উক্ত আবাসনগুলি আবেদনকারীদের অপেক্ষামান তালিকার ক্রমান্বয় অনুসারে এবং সংশ্লিষ্ট এলটমেন্ট রুল অনুসারে বন্টন করার.জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা? এবং

৩) নেওয়া না হয়ে থাকলে তার কারণ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, তবে জল সরবরাহের ব্যবস্থাসহ কিছু আনুসাঙ্গিক কাজ এখনও বাকি আছে।

২) উক্ত আবাসনগুলি কাজ পরিপূর্ণভাবে শেষ না হওয়ায় হাউজিং বোর্ড আবাসনগুলি এখনও পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করে নাই। তাই আবাসনগুলি এখনও বণ্টন করা হয় নাই।

৩) ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No.138

Name of the Member :- Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) আগরতলায় সরকারী আবাসনের জন্য এস্টেট অফিসে আবেদন করেও যারা এখনও আবাসন পান নাই (আবাসনের টাইপ ভিত্তিক ক্রমিক নং অনুসারে) তাদের নামগুলি সহ বিস্তৃত বিবরণ?

উত্তর

১) আগরতলায় সরকারী আবাসনের জন্য এস্টেট অফিসে আবেদন করে যারা এখনও আবাসন পান নাই তাদের নামগুলি সহ বিস্তৃত বিবরণ সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হল।

## SENIORITY LIST FOR TYPE-I QUARTER-2003.

| Sl. No. | Name & office Address | Designation | Deptt. | Dt. of receipt of valid application | Priority Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Sri Subash Bhattacharjee, O/o the A/E (Civil) Constn. Sub-Divn. No.I, Agartala. | Helper | Power | 15.3.01 | 1.1.01 2875/- |
| 2. | Sri Hiran Mala Debbarma, I & FM Circle-I, Kunjaban. | Peon | P.W.D. | 28.8.01 | 1.1.01 2710/- |
| 3. | Sri Sukalyan Debbarma, O/o the A/E (Civil) Constn. Sub-Divn. No.I, Agartala. | Gr-D | SW & S.E. | 3.1.02 | 1.1.02 2710/- |
| 4. | Sri Binoy Debbarma, T. P. S. C. | Gr-D | T. P. S. C. | 4.1.02 | 1.1.02 2820/- |
| 5. | Smt. Purna Laxmi Debbarma, O/o the S.E. 4th Circle, P.W.D., Agartala. | Peon | P.W.D. | 4.1.02 | 1.1.02 2710/- |
| 6. | Smt. Rabi Kanya Debbarma, Electrical Divn. No.III, Agartala. | Helper Gr-II | Power | 7.1.02 | 1.1.02 2820/- |
| 7. | Smt. Surbarna Mandal, T. L. A. | Watch & Ward | T. L. A. | 28.1.02 | 1.1.02 2890/- |
| 8. | Smt. Medini Debbarma, Agartala Divn. No.II, PWD Agartala. | Helper | P.W.D. | 28.1.02 | 1.1.02 2410/- |
| 9. | Smt. Chhaya Debbarma, Nandan Nagar H.S.School. Sadar. | Class-IV | Education | 1.2.02 | 1.1.02 2710/- |
| 10. | Sri Rajendra Debbarma, T. L. A. | Chowkider | T. L. A. | 26.2.02 | 1.1.02 293011. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Sri Santi Mohan Tripura, Tripura State Council for Science & Technology, Grukhabasti, Agt. | Peon | Tripura State Council for Science & Tech. | 2.3.02 | 1.1.02 2820/- |
| 12. | Sri Laxmi Narayan Banik, Tripura Sports Council, Agartala. | Gr-D | Sports Council | 16.3.02 | 1.1.02 2930/- |
| 13. | Sri Anil Debbarma, Directorate of Land records & Settlement, Palace Compound, Agt. | Helper | Settlement | 3.4.02 | 1.1.02 2820/- |
| 14. | Sri Sukhu Ranjan Debbarma, O/o the Settlement Officer. West Tripura, Agartala. | Chairman | Settlement | 3.4.02 | 1.1.02 2820/- |
| 15. | Sri Sushil Debbarma, Directorate of Land records & Settlement, Palace Compound, Agt. | Helper | Settlement | 5.4.02 | 1.1.02 2910/- |
| 16. | Sri Jagadananda Sarkar, O/o the S.D.O.(E), Durjoynagar, Sub-Divn. | Helper Gr-II | Power | 9.4.02 | 1.1.02 2910/- |
| 17. | Sri Prahllad Debbarma, Circuit House, Agartala. | Bearer | D.M.S. Administration West Tripura. | 10.4.02 | 1.1.02 2820/- |
| 18. | Smt. Mira Bhattacharjee, O/o the Commissioner of Power Deptt. Civil Sectt. | Peon | Civil Sectt. | 18.4.02 | 1.1.02 3170/- |
| 19. | Sri Ramananda Debbarma, T. L. A. | Peon | T. L. A. | 22.4.02 | 1.1.02 2710/- |
| 20. | Sri Ramesh Debbarma Directorate of Tribal Welfare Govt. of Tripura, Agartala. | Night Guard | Tribal Welfare | 24.5.02 | 1.1.02 2710/- |
| 21. | Sri Kartik Debbarma I.E. Sub-Divn. No.I Gurkhabasti, Agartala. | Sr. Helper | PWD | 20.6.02 | 1.1.02 2910/- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Smt. Fulmalati Debbarma GA (P & S) Deptt. Bordowali, Agartala. | Peon | P & S Deptt. | 28.6.02 | 1.1.02 2930/- |
| 23. | Sri Subash Ranjan Banik, Internal Electrification Sub-Divn. No.II, Agartala. | Helper Gr-II | PWD | 4.7.02 | 1.1.02 2930/- |
| 24. | Sri Samaresh Debbarma, U. K. Academy, Agartala. | Gr-D | Education | 15.7.02 | 1.1.02 2930/- |
| 25. | Smt. Sukhalata Reang, O/o the Paschim Tripura Zilla Parisad, Gurkhabasti, Agartala. | Gr-D | P. T. G. P. | 15.7.02 | 1.1.02 2600/- |
| 26. | Sri Dilip kumar Debbarma, Directorate of Land records & Settlement, Agartala. | Night Guard | Settlement | 23.7.02 | 1.1.02 2820/- |
| 27. | Md. Kajal Kishore Alam, Jogendranagar Electrical Sub-Divn. No.III, Agartala. | Jr. Helper | Power | 24.7.02 | 1.1.02 2820/- |
| 28. | Sri Bishu kumar Debbarma, T. L. A. Agartala. | Peon | T. L. A. | 29.7.02 | 1.1.02 2930/- |
| 29. | Sri Biswanath Ghosh, Central, II, PWD, Sub-Divn. Agartala. | Helper | PWD | 29.7.02 | 1.1.02 2875/- |
| 30. | Smt. Mangala Tripura, Directorate of Welfare for S.T. Gurkhabasti, Agartala. | Peon | Tribal Welfare | 31.7.02 | 1.1.02 2710/- |
| 31. | Sri Surendra Debbarma, T. B. S. E. Gurkhabasti Agartala. | Peon | T. B. S. E. | 3.8.02 | 1.1.02 3105/- |
| 32. | Sri Umanath Sharma, Directorate of Agriculture, West Tripura, Agartala. | Peon | Agri. | 3.8.02 | 1.1.02 2910/- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Smt. Rekha Gope, O/o the Dy. Directorate Agriculture, West Tripura, Agt. | Chowkider | Agri. | 31.8.02 | 1.1.02 2600/- |
| 34. | Sri Sunil Debbarma, O/o the D.T. C. Tripura, Agartala. | Peon | Transport | 6.9.02 | 1.1.02 2930/- |
| 35. | Sri Pradip Debnath, O/o the C.M.O. (W), Agartala. | F. W. | Health | 7.9.02 | 1.1.02 2710/- |
| 36. | Sri Babul Ch. Sarkar, GA (SA) Deptt. Civil Sectt. Agartala. | Night Guard | Civil Sectt. | 8.9.02 | 1.1.02 2930/- |
| 37. | Sri Rastra Ram Reang, O/o the Directorate of TRP & PGP, Tripura, Agartala. | Class-IV | TRP & PGP | 10.9.02 | 1.1.02 2820/- |
| 38. | Sri Nilesh Ranjan Saha, District Panchayet Office, Gurkhabasti, Agartala. | D.M.O. | Panchayet | 11.10.02 | 1.1.02 3050/- |
| 39. | Sri Sankar Debbarma, Directorate of Panchayet. | Gr-D | Panchayet | 16.11.02 | 1.1.02 2873/- |
| 40. | Sri Priya Kr. Tripura, Directorate of Fishereies Gurkhabasti, Agartala. | Gr-D | Fisheries | 29.11.02 | 1.1.02 2710/- |
| 41. | Sri Mithu Adhikari, U.M.S. O/o the C.M.O. (W) Palace Compound, Agartala. | Field Worker | Health | 17.12.02 | 1.1.02 9710/- |
| 42. | Sri Parendra Debbarma, O/o the Dy. Transport Commissioner, Agartala. | Gr-D | Transport | 2.1.03 | 1.1.03 2930/- |
| 43. | Sri Sankar Debbarma, O/o the E. E./I & F.M. Divn. No.II, Agartala. | Peon | I & F.M. | 8.1.03 | 1.1.03 2765/- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44. | Md. Kalam Uddian, T. L. A. Agartala. | Mali | T. L. A. | 9.1.03 | 1.1.03 2765/- |
| 45. | Sri Rejendra Rupini, T. L. A. Agartala. | Peon | T. L. A. | 10.1.03 | 1.1.03 2600/- |
| 46. | Sri Basudeb Debbarma, T. L. A. Agartala. | Peon | T. L. A. | 10.1.03 | 1.1.03 2600/- |
| 47. | Sri Subendra Debbarma, Settlement Office, West Tripura, District, Agartala. | Chairman | Settlement | 13.1.03 | 1.1.03 3045/- |
| 48. | Smt. Malina Debnath, Tripura ST/SC Dev. Corporation Lake Chowmuhani, Agartala. | Peon | ST/SC Corporation | 13.1.03 | 1.1.03 2975/- |
| 49. | Smt. Bulbul Dey, I.G.M. Hospital, Agartala. | Field Worker | Health | 24.1.03 | 1.1.03 3105/- |
| 50. | Sri Geyan Debbarma, Dte. of I & C. Gurkhabasti, Agartala. | Gr-D | I & C | 24.1.03 | 1.1.03 2600/- |
| 51. | Sri Suku Ranjan Debbarma, National Information Centre, Tripura State Unit, Agartala. | Messenger cum Helper | N.I.C. | 28.1.03 | 1.1.03 2720/- |
| 52. | Sri Bulbul Das, O/o the Supdt. of Fisheries Sadar, Agartala. | Helper | Fisheries | 30.1.03 | 1.1.03 2875/- |
| 53. | Sri Dhunna Dhanik, Tripura State Council for Science Technology, Sukanta Academy, Agt. | Sweeper | Science & Technology | 31.3.03 | 1.1.03 2875/- |
| 54. | Sri Sudhindra Debbarma, T. L. A. Agartala. | Room Attendent | T. L. A. | 31.1.03 | 1.1.03 2600/- |
| 55. | Sri Ranjit Debbarma, T. L. A. Agartala. | Peon | T. L. A. | 31.1.03 | 1.1.03 2600/- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56. | Smt. Kiran Debbarma, O/o the E.E. (PWD) Agartala, Divn. No.V, Agartala. | Helper | P.W.D. | 1.2.03 | 1.1.03 2875/- |
| 57. | Smt. Kiran mala Debbarma, West Distrit Labour Office. | Peon | Labour | 3.2.03 | 1.1.03 2655/- |
| 58. | Sri Samir Debbarma, O/o the D. M. & Collector, West Triura Dist. Agartala. | Peon | D.M. & Collector | 7.2.03 | 1.1.03 2600/- |
| 59. | Sri Shib Das Bhattacharjee, Dte. of Planning & Co-Ordination Envoluation, Unit Paradise Chowmuhani Agt. | Night Guard | Planning & Cor-ordination | 17.2.03 | 1.1.03 2985/- |
| 60. | Smt. Bela Choudhury (Sharma) Dte. of Horti & Soil Conservation, Agartala. | Class-IV | Soil & Cons. | 6.3.03 | 1.1.03 2655/- |
| 61. | Smt. Laxmi Tripura, Direct. of Relief and Rehabilitation, Agartala. | Peon | Relief | 13.3.03 | 1.1.03 3040/- |
| 62. | Smt. Suresh Debbarma, T. L. A., Agartala. | Attendant | T.L.A. | 15.3.03 | 1.1.03 2600/- |
| 63. | Sri Santosh Chakraborty, Dr. B.R.A.M. Hospital. | Night Guard | Health | 19.3.03 | |
| 64. | Smt. Milan Rudra, Direct. of Land Records & Settlement, Agartala. | Peon | Land Record & Settlement | 26.3.03 | 1.1.03 3170/- |
| 65. | Sri Dilip Rokhum, T. L. A., Agartala. | Peon | T.L.A. | 27.3.03 | 1.1.03 2600/- |
| 66. | Sri Kalendra Debbarma, D.T.C. Office, Agartala. | Peon | D.T.C. | 29.3.03 | 1.1.03 2985/- |

## SENIORITY LIST FOR TYPE-II QUARTER-2003.

| Sl. No. | Name of applicant & Office address | Designation | Department | Dt. of receipt of valid application. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Sri Joydeb Majumder, O/o Estate Office. | LDC | P.W.D. | 03.01.2000 |
| 2. | Sri Ratan Kanta Bhowmik, T. L. A. | Bengali Typist. | T. L. A. | 28.01.2000 |
| 3. | Sri Sathi Das, O/o the S.E. (II) P.W.D. | LDC | P.W.D. | 25.02.2000 |
| 4. | Smt. Reena Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. | Asst. | Civil Sectt. | 25.02.2000 |
| 5. | Smt. Anjana Sharma, O/o the Horticulturist West Office Lane, Agartala. | P. A.(II) | Horticulture. | 29.02.2000 |
| 6. | Shri Narayan Ch. Das, Directorate of Food & Civil Supplies, Agartala. | LDC | Food & Civil Supplies Deptt. | 02.03.2000 |
| 7. | Sri Indra Kr. Debbarma | Asstt., | -Do- | 14.03.2000 |
| 8. | Shri Rishi Mohan Jamatia, F. W. & P. M. | UDC | Health | 13-03-2000 |
| 9. | Shri Subal Ch. Das, Directorate of Food & Civil Supplies Deptt. | UDC | Food & Civil Supplies Deptt. | 18-03-2000 |
| 10. | Shri Mani Mohan Bhattacharjee, Civil Secretariat, Agartala. | P. A.(II) | Civil Sectt. | 29-03-2000 |
| 11. | Shri Ajoy Kr. Deb, O/o the Handloom, Handi Crafts Sericulture, Gurkhabasti. | LDC | Handloom & Handi Crafts. | 05-04-2000 |
| 12. | Shri Gouranga Ch. Saha, IFM Sub-Divn. No.II Under IEM Divn. No.II, Agartala. | Surveyor | P.W.D. | 06-04-2000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Shri Rajendra Prasad Gupta, Hindi H.S.School, Abhoynagar. | A/T | Education | 01-04-2000 |
| 14. | Smt. Madhumita Roy, Balabar H. S. School. | A/T | Education | 02-05-2000 |
| 15. | Dr. Prithwish Ranjan Das, V.R.C. for handicapped, Abhoynagar. | Intatc. Asstt. | S. W. | 10-05-2000 |
| 16. | Smt. Saulina Chakma, O/o the Dy. Director Animal Resource Development, Agartala. | UDC | A.R.D. | 22-06-2000 |
| 17. | Shri Ranajoy Kanta Das, State Level Monitoring Cell Rural Development, Deptt. | UDC | A.R.D. | 06-07-2000 |
| 18. | Shri Bijoy Krishna Acharjee, O/o the S.E. Planning Circle, (Electrical) No.II, Agt. | LDC | Power | 13-07-2000 |
| 19. | Shri Pranabendra Bikash Chakraborty, State Level Monitoring Cell Rural Development, Deptt. | Audiometory Eecnnicam. | Health | 30-08-2000 |
| 20. | Shri Bidhu Bhushan Debbarma, O/o the C.E. PWD (WR), Kunjaban. | UDC | P.W.D. | 28-11-2000 |
| 21. | Shri Narayan Ch. Das, Training Section, Directorate of School Education, Agartala. | Gr-D | Education | 30-11-2000 |
| 22. | Smt. Bani Pal, Belabar H.S. School, A. D. Nagar, Agartala. | A/T | Education | 19-12-2000 |
| 23. | Smt. Panchali Debbarma, O/o the District Information Cultural Affairs Tourism, West Triura, Agartala. | I.C.O. | I.C.A.T. | 01-01-2001 |
| 24. | Sri Subrata Datta, Directorate of Land Records & Settlement, Agartala. | Kanungo | Settlement | 02-01-2001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. Sri Biswanath Bhattacharjee, G.A. (S.A.) Deptt. | L.D.Asstt. | Civil Sectt. | 02-01-2001 |
| 26. Sri Sajal Debbarma, Directorate of Handloom, Handi Crafts Sericulture, Agartala. | Store Keeper | Handloom & Handi Crafts. | 02-01-2001 |
| 27. Sri Dinesh Chakraborty, Deptt. of Science & Technology Environment. | Store Keeper | Sc. Teche. & Envin. | 02-01-2001 |
| 28. Sri Asit Baran Podder, S. A. Deptt. | LDACT | Civil Sectt. | 02-01-2001 |
| 29. Sri Shyamal Reang, Directorate of F. W. & P. M., Agartala. | UDC | Health | 08-01-2001 |
| 30. Sri Dulal Saha, G. B. Hospital, Agartala. | Dresser | Health | 08-01-2001 |
| 31. Smt. Khala Roy Barman, Resources Division, P.W.D. Agartala. | LDC | P.W.D. | 11-01-2001 |
| 32. Smt. Jamuna Debnath, Jagatpur S. B. School, Indranagar, Agartala. | A/T | Education | 11-01-2001 |
| 33. Sri Amar Manik Jamatia, W/S & Measures Office. | Store Keeper | W/S & Measures | 12-01-2001 |
| 34. Sri Sukla Deb, O/o the Director of TRP & PGP, Gurkhabasti. | LDC | TRP & PGP | 12-01-2001 |
| 35. Sri Prabhat Debbarma, O/o the Register, Co-Op. Socities, Agartala. | Cinema Operator | Co-Op. Socities | 12-01-2001 |
| 36. Sri Debabrata Chattarjee, O/o the S.E.Planning Circle, P.W.D., Agartala. | Jr. Drafsman | P.W.D. | 31-01-2001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37. | Sri Laxmi Charan Debbarma, P.W.D. Store, Sub-Divn., A.D.Nagar, Agartala. | Store Keeper | P.W.D. | 13-02-2001 |
| 38. | Sri Sebabrata Bhattacharjee, Tripura Handloom, Handicraft Development, Corpor. Ltd. | Office Asstt. | THHC Dev. Corpo. Ltd. | 15-02-2001 |
| 39. | Smt. Abala Debbarma, O/o the C.E. PWD (WR) Kunjaban. | LDC | P.W.D. | 15-02-2001 |
| 40. | Sri Dharma Bhukta Jamatia, T. L. A. | U.D.Asstt. | T.L.A. | 16-02-2001 |
| 41. | Sri Ram Mohan Dhanuk, O/o the Asstt. Headmaster, Nandan Nagar H. S. School, Sadar, Tripura West. | UDC | Education | 24-02-2001 |
| 42. | Sri Jyoti lal Debbarma, G. A. (S.A.) Department, Civil Sectt. | Asstt. | Civil Sectt, | 24-02-2001 |
| 43. | Sri Nanda Lal Bhattacharjee, G. A. (S.A.) Department, Civil Sectt. | Asstt. | Civil Sectt, | 26-02-2001 |
| 44. | Sri Subash Gupta, Jugendra Nagar Girls H. S. School. | A/T. | Education | 01-03-2001 |
| 45. | Smt. Usha Bala Kalai, O/o the Dy. Director, Animal Resource, Gurkhabasti. | UDC | ARD | 12-03-2001 |
| 46. | Sri Narendra Debbarma, O/o the A.E., PHE Sub-Divn. No.VII, Kunjaban. | Jr.Surveyor | PWD. | 19-03-2001 |
| 47. | Sri Swadesh Laskar, Directorate of land records & Settlement, Place Compound, Agt. | Peshkar | Settlement. | 21-03-2001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48. | Smt. Helan Gouri Rokttum, Directorate of S.W. & S.E., Agartala. | Jr. S.E.O. | S.W. & S.E. | 26-03-2001 |
| 49. | Smt. Sumitra Das, O/o the S.P. (Vigillance) G.A.(AR) Deptt. Now Transferred to School Education. | P.A.(II) | Education | 11-04-2001 |
| 50. | Smt. Rupali Das, O/o the Secretary, ICAT, Deptt Civil Sectt. | L.D.Act. | Civil Sectt. | 12-04-2001 |
| 51. | Smt. Laltanpui Kalai (Boungeher), G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | Jr. Grade Steno | Civil Sectt. | 19-04-2001 |
| 52. | Sri Nitya nanda Debbarma, Civil Sectt. | Head Asstt. | Civil Sectt. | 26-04-2001 |
| 53. | Sri Goutam Roy, O/o the S.E. PWD, 4th Circle, Agartala. | LDC | P.W.D. | 12-06-2001 |
| 54. | Sri Cornelivs Laskar, Directorate of Hand Loom Handicrafts & Sericulture. | Asstt. | HHS | 14-06-2001 |
| 55. | Sri Dilip Kumar Guha, T.E. Sub-Divn. No.II Agartala. | Electrician | Power | 14-06-2001 |
| 56. | Sri Sanjib Kr. Bardhan, O/o the EE, PWD Divn. No.I Agartala. | LDC | P.W.D. | 14-06-2001 |
| 57. | Smt. Bela Dutta (Majumder), G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | Telephone Operator | Civil Sectt. | 10-07-2001 |
| 58. | Sri Amlan Bhattacharjee, Directorate of Animal Resource Dev. Deptt., Agt., Gurkhabasti. | LDC | ARD Deptt. | 31-07-2001 |
| 59. | Smt. Padmini Deb, West Dist. Youth Affairs & Sports, Collegetilla, Posted at Bani Vidyapith H.S.School | P. I. | Youth affairs & Sports. | 08-08-2001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60. | Smt. Aradhana Dutta, O/o the E.E., Resource Panchamukh, Agartala. | Peon. | P.W.D. | 08-08-2001 |
| 61. | Sri Uttam Sarkar, T.B.S.E. Gurkhabasti. | LDC | T.B.S.E. | 18-08-2001 |
| 62. | Sri Bir Kuma Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | Peon | Civil Sectt, | 23-08-2001 |
| 63. | Sri Mantu Chakraborty, Musabari High (Pry.) School, Bishalgarh, Tripura West. | U.G.T, | Education | 25-08-2001 |
| 64. | Smt. Lipika Debbarma, Directorate of F.W. & P.M. | LDC | Health | 25-08-2001 |
| 65. | Sri Manoranjan Debbarma, Directorate of Fisheries, Gurkhabasti. | H/C | Fisheries. | 29-08-2001 |
| 66. | Sri Gautam Chowdhury, Anandanagar, PHC. | MPW(M) | Health | 31-08-2001 |
| 67. | Sri Pranab Biswas, Bhalagiri, Govt. Homoco. Disp. Agartala. | Pharmacist (Homoco) | Health | 07-09-2001 |
| 68. | Smt. Archana Lodh, O/o the S.E. 4th Circle, PWD, Agartala. | LDC | P.W.D. | 10-09-2001 |
| 69. | Sri Nikhil Debbarma, MTB Girls H/S School, Agartala. | H/C | Education | 25-09-2001 |
| 70. | Sri Hara Krishna Debnath, O/o the Dy. Chief Engineer Railway, Gurkhabasti. | Jr. Clerk. | Railway | 26-09-2001 |
| 71. | Sri Tapan Kumar Das, T. L. A. | Gr. Operator | T.L.A. | 08-10-2001 |
| 72. | Smt. Rama Saha, Gandhigram H/S School. | A/T | Education | 11-10-2001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73. | Sri Ranjit Kumar Debbarma, O/o the Dy. Director ITI, Indranagar, Agartala. | Jr. Welfer | Industries & Commerce | 18-10-2001 |
| 74. | Smt. Rekha Rani Das, Estate Office, PWD, Agartala. | LDC | P.W.D. | 22-10-2001 |
| 75. | Sri Tayanta Pal, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | LDC | Civil Sectt. | 08-11-2001 |
| 76. | Sri Niranjan Mandal, Directorate of Relief & Rehabilitation, Agartala, Astabal. | LDC | Relief & Rehabilitation | 12-11-2001 |
| 77. | Smt. Sncharita Bhowmik, Dukli Block | F back Artiest. | I.C.A.T | 16-11-2001 |
| 78. | Sri Poush Roy Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | Jamadar | Civil Sectt. | 21-11-2001 |
| 79. | Sri Anna Suran Jamatia, Directorate of F.W, & F.M. Gurkhabasti. | LDC | Health | 23-11-2001 |
| 80. | Sri Ranjit Mura Singh, Law Deptt. Civil Secretariat. | L.D.Asstt. | Civil Sectt. | 29-11-2001 |
| 81. | Smt. Nand Rani Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. | Head Asstt. | Civil Sectt. | 27-01-2001 |
| 82. | Sri Sefali Das, Directorate of Welfare for Sch. Tribal Gurkhabasti. | Investigator | Tribal Welfae | 02-01-2001 |
| 83. | Smt. Kanika Chowdhury, West District Labour Office, Agartala. | LDC | Labour | 02-01-2002 |
| 84. | Sri Laxmindar Das, Directorate of Welfare for Sch. Tribles, Gurkhabasti. | LDC | Directorate of Welfare for Sch. Tribles | 02-01-2002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85. | Smt. Runu Debbarma, T. L. A. | Head Asstt. | T.L.A. | 03-01-2002 |
| 86. | Sri Jitendra Debbarma, T. P. S. C., Agartala. | UDC | T.P.S.C. | 04-01-2002 |
| 87. | Sri Atindra Debbarma, O/o the Directorate of TRPC, PGP, P.N.Complex, Gurkhabasti. | LDC | TRPC & PGP Deptt. | 07-01-2002 |
| 88. | Sri Bipad Bhanjan Chowdhury, South Badharghat High (Pry.) Section. School. | V.G.T. | Education | 07-01-2002 |
| 89. | Sri Saraj Debbarma, Internal Electrification Division, Agartala. | Peon | P.W.D. | 07-01-2002 |
| 90. | Sri Krishna Deb, G.A. (S.A.) Deptt. of Civil Secretariat. | LDACT | Civil Sectt. | 07-01-2002 |
| 91. | Sri Subrata Nath, G.A. (S.A.) Deptt. Civil Secretariat. | LDACT | Civil Sectt. | 07-01-2002 |
| 92. | Sri Sribash Debnath, G.A. (S.A.) Deptt. Civil Secretariat. | LDACT | Civil Sectt. | 07-01-2002 |
| 93. | Sri Pannalal Das, M. T. B. Girls H.S.School, Agartala. | A/T | Education | 08-01-2002 |
| 94. | Sri Dhananjoy Roy Mandal, T. L. A. | U.D.Asstt. | T.L.A. | 08-01-2002 |
| 95. | Miss Basana Hranghkal, Directorate of F. W. & P. M., Agartala. | UDC | Health | 10-01-2002 |
| 96. | Sri Shankar Debbarma, Urban Dev. Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 11-01-2002 |
| 97 | Sri Manjoy Kumar Sinha, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 11-01-2002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 98. Miss Anamika Dutta Roy, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 11-01-2002 |
| 99. Sri Arun Kumar Majumder, Weight & Measures Office, Krishnanagar. | Manual Asstt. | Wts. & Measures | 14-01-2002 |
| 100. Sri Parag Sinha, T. L. A. | Jr. Operator | T.L.A. | 14-01-2002 |
| 101. Sri Pradip Kumar Sinha, C.M.S.Sectt. T.W.Civil Sectt. | Asstt. | Civil Sectt. | 16-01-2002 |
| 102. Sri Amal Debbarma, G.A. (Political Deptt., Civil Sectt. | Head Asstt. | Civil Sectt. | 16-01-2002 |
| 103. Sri Nandala Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 16-01-2002 |
| 104. Smt. Chandana Rani Das, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 16-01-2002 |
| 105. Sri Kalipada Dutta, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | Asstt. | Civil Sectt. | 18-01-2002 |
| 106. Sri Phani Bhusan Debbarma, Dakhin Anandanagar H.S. | UDC | Education | 21-01-2002 |
| 107. Sri Apu Sengupta, Belabar H. S. School, A. D. Nagar. | A/T | Education | 22-01-2002 |
| 108. Smt. Dipti Debbarma, U.K.Academy, J.B.School (Morning) | U.G.T. | Education | 25-01-2002 |
| 109. Sri Amarjiban Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | Asstt. | Civil Sectt. | 29-01-2002 |
| 110. Smt. Rekha Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 29-01-2002 |
| 111. Smt. Santi Roy (Kar), G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | Astt. | Civil Sectt. | 30-01-2002 |
| 112. Sri Manjoy Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 30-01-2002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 113. Sri Prabal Neogi, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 02-02-2002 |
| 114. Sri Budhuroy Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 02-02-2002 |
| 115. Sri Mohan Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 02-02-2002 |
| 116. Sri Vinod Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 02-02-2002 |
| 117. Sri Prabir Dutta, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 07-02-2002 |
| 118. Sri Tapan Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 07-02-2002 |
| 119. Sri Biswaroy Debbarma, Directorate of ARDD, Gurkhabasti. | UDC | ARDD | 11-02-2002 |
| 120. Sri Tarendra Reang, Directorate of Industries & Commerce, Gurkhabasti. | Driver | Industries & Commerce | 12-02-2002 |
| 121. Sri Sachindra Debbarma, Directorate of Planning & Co-ordination. Sectt., Complex. | LDC | Planning & Co-ordination | 12-02-2002 |
| 122. Smt. Malina Debbarma, 2nd J.B.School, M.T.B.Girls H.S.School. | A/T | Education | 14-02-2002 |
| 123. Sri Apurba Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 18-02-2002 |
| 124. Sri Dilip kumar Acharjee, G.A.(Finance) Deptt. Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 19-03-2002 |
| 125. Sri Biswarai Debbarma, O/o the E.E.Planning Deptt., Agt. | Jr. Draftsman | Agri. | 27-02-2002 |
| 126. Sri Pranab Majumder, Tripura S.T. Co-o. Dev., Corpn, Ltd. Agartala. | Investigator | S.T.Co-op. Dev. Corporation Ltd. | 28-02-2002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 127. Sri Phulendra Debbarma, Planning (P & C) Deptt., Evaluation Unit. | Jr. Machineman | Land record Settlement | 28-02-2002 |
| 128. Sri Mangal Debbarma, O/o the C.M.O., West Tripura. | M.P.W.(M). | Health Deptt. | 01-03-2002 |
| 129. Smt. Tanuja Debbarma, O/o the Registrar, Co-op. Societies, Agartala Place Compound. | LDC | Oo-op. Societies. | 02-03-2002 |
| 130. Sri Tushar Kanti Deb, O/o the Gandhigram Class XII School. | A/T | Education | 07-03-2002 |
| 131. Sri Ajit Kumar Debbarma, Tripura State Co-op. Unian Ltd. Agartala Place Compound. | Mike operator | Tripura state co-op. Union | 11-03-2002 |
| 132. Smt. Sabita Das, IGM Hospital, Agartala. | S.N. | Health | 13-03-2002 |
| 133. Smt. Lipika Debbarma, O/o the Dy. Directora, Agri. (Marketng) Office Lane, Agartala. | P. A. (II) | Agri. | 13-03-2002 |
| 134. Sri Kartik Das, ICDS, Panchayet, Mohanpur. | Superviser | S.W. & S.E. | 13-03-2002 |
| 135. Sri Sanjib Bhowmik, O/o the Dy. Registrar, Co-op. Societies, Place Compound. | Co-op. Inspector | Co-op. | 18-03-2002 |
| 136. Smt. Ruma Chakma, Planning (P&C) Deptt., Tripura, Agt. | LDC | Planning Deptt. | 10-03-2002 |
| 137. Sri Prakash Tripathi, Hindi H.S.School, Abhaynagar. | A/T | Education | 22-03-2002 |
| 138. Sri Sathi Nandi Majumder, M.T.B.Girls H.S.School. | A/T | Education | 23-03-2002 |
| 139. Smt. Namita Deb, Durjoynagar, J.B.School, Agartala. | A/T | Education | 26-03-2002 |
| 140. Sri Subodh Singha Kalai, Indranagar Tahasil, Kunjaban. | Amin | Settlement | 10-04-2002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 141. Sri Barun Debbarma, Agartala Municipal Healka Camp No.III, Place Compound. | Kanango | Settlment. | 01-04-2002 |
| 142. Sri Ratan Debbarma, T. L. A. | Jr. Reporter | T.L.A. | 01-04-2002 |
| 143. Sri Hiralal Debbarma, T.B.S.E., Gurkhabasti. | LDS | T.B.S.E. | 01-04-2002 |
| 144. Smt. Iline Debbarma, Hatileta J. B. School, Chowmohani Bazar. | A/T | Education | 02-04-2002 |
| 145. Sri Sanjoy Kr. Majumder, Operator, Directorate of Land Record & Settlement, Place Compound. | Kanango | Settlment. | 03-04-2002 |
| 146. Smt. Madhumita Ghosh, Charipara H.S.School, Charipara, Agartala. | P.G.T. | Education | 09-04-2002 |
| 147. Sri Budhrai Debbarma, Directorate of Small Sevings G.I. & Institutional Finance, Govt. of Tripura, Agartala. | Peon | Small Savings & G.I. | 09-04-2002 |
| 148. Sri Ranjit Debbarma, Umakanta Academy, Agartala. | Duplicating Operator | Education | 11-04-2002 |
| 149. Sri Adhip Acharya, Tripura Sch. Tribes Co-ope. Dev. Corporation Ltd., Supari Bagan, Krishna Nagar, Agartala. | Fied Supervisor | Sch. Tribe Co-op. Dev. Corporation Ltd. | 12-04-2002 |
| 150. Sri Sujit Sinha, Home Deptt., Civil Secretariat. | LDACT | Civil Sectt. | 12-04-2002 |
| 151. Smt. Subhrasnita Bhattacharjee, G.A.(S.A.) Deptt., Sectt. | LDACT | Civil Sectt. | 12-04-2002 |
| 152. Sri Ranjit Kumar Sutradhar, Directorate of Higher Education. | LDC | Education | 17-04-2002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 153. Sri Debabrata Kumar Sinha, O/o the M.D. T.F.D.P.C. Ltd. Abhoynagar, Agartala. | Driver | Tripura Forest Dev. Corporation Ltd. | 19-04-2002 |
| 154. Sri Sukumar Debbarma, O/o the M.D. T.F.D.P.C. Ltd. | Peon | T.F.D.P.C. Ltd. | 19-02-2002 |
| 155. Sri Adhir Chandra Paul, G.A.(S.A.) Deptt., Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 20-04-2002 |
| 156. Sri Hrishikesh Debbarma, G.A.(S.A.) Deptt., Civil Sectt. | L.D.A.C.T. | Civil Sectt. | 20-04-2002 |
| 157. Smt. Suchitra Banik, Nagraicherra H.S.School, Under D.S. Bishalgarh, Now Deputed to Ranikishna Ashram Vidyamandir. | A/T | Education | 27-04-2002 |
| 158. Smt. Rama Majumder (Das), O/o the Architect, Tripura PWD. | Tracer | P.W.D. | 02-05-2002 |
| 159. Sri Surjyamani Jamatia, Rajya Sainik Board, Tripura. | LDC | Rajya Sainik Board. | 23-05-2002 |
| 160. Smt. Alo Rani Bhowmik, Directorate of Animal Resource Dev., P. N.Complex. | LDC | ARD | 06-06-2002 |
| 161. Debasis Dasgupta, Directorate of Industries & Commerce, Gurkhabasti, Agt. | LDC | I/C | 11-06-2002 |
| 162. Sri Subir Debbarma, District I.C.A.T. Office, West, Tripura. | H/C | I.C.A.T. | 12-06-2002 |
| 163. Sri Biswajit Singha Roy, O/o the S.P.(Radio), A.D.Nagar, Agartala. | Radio Technician (ASI) | Home | 15-06-2002 |
| 164. Smi. Papi Saha, Jagatpura S.B.School, Agartala. | A/T | Education | 15-06-2002 |
| 165. Sri Rahul Dutta, Sadhutilla Girls High School, Agt. | A/T | Education | 20-06-2002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 166. Sri Pradip Debbarma, I.E.Sub-Divn. No.II, Agartala. | Jr. Electrician | P.W.D. | 20-06-2002 |
| 167. Sri Tapas Ranjan Roy, O/o the R.C.S. Tripura, Agartala. | Auditor Coop. | Co-op. Societies. | 29-06-2002 |
| 168. Smt. Shipra Nath Sarma, Chandrapur (South) High School, Resham Bagan, Agartala. | A/T | Education | 01-07-2002 |
| 169. Smt. Santa De (Pal), Amtali P. L. Home, S.B.School, Amtali. | G/T | Education | 04-07-200 |
| 170. Sri Dinesh Ch. Biswas, O/o the S.E. P.H.E Circle, No.I, Kunjaban, Agartala. | Jr. Draftsman | P.W.D. | 09-07-2002 |
| 171. Sri Surendra Debbarma, M.G.H.S.School, College Tilla. | A/T | Education | 09-07-2002 |
| 172. Sri Nani Gopal Das, Navagram H.S.School, Agartala, Airport. | A/T | Education | 10-07-2002 |
| 173. Sri Ratan Kumar Paul, Navagram H.S.School, Agartala, Airport. | A/T | Education | 10-07-2002 |
| 174. Sri Ashutosh Roy, T. L. A. | U.D.Asstt. | T.L.A. | 10-07-2002 |
| 175. Sri Abhijit Chakraborty, O/o the R.C.S. Palace Compound, Agartala, | LDC | Co-operation | 10-07-2002 |
| 176. Smt. Ratna Gupta, O/o the S.P. (CID) Police H.Q. Agartala. | LDC | Home (Police) | 15-07-2002 |
| 177. Sri Ajoy Roy, Jute Corporation of India Ltd., Ranir Bazar Sub Centre. | Jr. Inspector | J.C.I.Ltd. | 19-07-2002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 178. Smt. Rikta Saha, Khetra Mohan Academy J.B.School, Sadar, Agartala. | A/T | Education | 29-07-2002 |
| 179. Sri Suresh Ch. Debbarma, O/o the Scientific Officer, Deptt. of Science, Tech. & Environment, Agt. | Sr. Electrician | S.T.E. | 30-07-2002 |
| 180. Sri Gopal Ch. Ghosh, O/o the Scientific Officer, Deptt. of Science, Tech. & Environment, Agt. | LDC | S.T.E. | 30-07-2002 |
| 181. Sri Gopal Debbarma, 13 Tripura Bild. N.C.C., Agartala. | LDC | Education | 31-07-2001 |
| 182. Sri Jahar Debbarma, O/o the SDO (E) Trasnmission Sub-Divn., 79 Tilla. | J.E.(E) | Power | 01-05-2002 |
| 183. Sri Jebesh Ch. Deb, O/o the SDO (Elect.) Sub-Divn. G.B.Hospital. | MRCBC | Power | 02-08-2002 |
| 184. Sri Sanjoy Kumar, Clinical Rescarch unit for Homeo-pathy, Thakurpally Road, Agartala. | Lab Tech. | Health | 05-08-2002 |
| 185. Sri Chelafru Mog, T. L. A. | Gestewr Operator | T.L.A. | 07-08-2002 |
| 186. Smt. Kalpana Debbarma, Director of Social Welfare; Social Education, Agartala. | Jr. SRO | Social Education | 23-08-2002 |
| 187. Sri Nripendra Debbarma, O/o the Animal Resource Dev. Deptt, P. N.Complex. Gurkhabasi. | Sr. Reporter (Cinema) | ARD Deptt. | 27-08-2002 |
| 188. Sri Babul Ch. Das, Bridhinagar Nazrul Vidhyabhavan, Jagendranagar. | LDC | Education | 27-08-2002 |
| 189. Sri Elvish Hranghal, G.A.(S.A.) Deptt. Civil Sectt. | LDACT | Civil Sectt | 03-09-2002 |
| 190. Smt. Susmita Deb, | LDC | Tribal | 30-09-2002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tribal Welfare Deptt. Gurkhabasti. | | Welfare | |
| 191. Smt. Dipali Paul (Roy), Chanmar High School, Kunjaban. | A/T | Education | 07-09-2002 |
| 192. Sri Pradip Debbarma, Capital Complex Divn. Kunjaban, Exten., Agartala. | Draftsman | P.W.D. | 10-09-2002 |
| 193. Sri Satya Brata Sarkar, O/o the Commissioner, T.W. Gurkhabasti. | LDACT | Civil Sectt. | 10-09-2002 |
| 194. Sri Narayan Chandra Barman, Civil Sectt. Finance (Budget) Deptt. | LDACT | Civil Sectt. | 10-09-2002 |
| 195. Sri Sushital Das, O/o the SDO (Elect.) Bardowali Sub-Division. | Barkandaz | Power | 21-09-2002 |
| 196. Smt. Jonaki Debnath, West Noabadi S.B.School. | A/T | Education | 26-09-2002 |
| 197. Smt. Tapasi Roy, T.R.P.C. Ltd. West Zone, North Gate, Agartala. | LDC | TRPC | 27-09-2002 |
| 198. Smt. Sefali Chowdhury, Regional Survey Training Institute, A.D.Nagar, Agartala. | LDC | RSTI | 07-10-2002 |
| 199. Smt. Ratna Roy Chowdhury (Paul), G.A.(S.A.) Deptt., Civil Sectt. | Asstt. | Civil Sectt. | 09-10-2002 |
| 200. Sri Hare Krishna Das, O/o the Executive Engineer Agartala, Divn. No.II, P.W.D. | Barkandaz | P.W.D. | 24-10-2002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201. Smt. Priti Sarkar, I.G.M.Hospital, Agartala. | Staff Nurse | Health | 28-10-2002 |
| 202. Sri Dilip Kumar Debbarma, Bapuji Vidyamandir H.S.School, Bhattapukur, A.D.Nagar. | LDC | Education | 01-11-2002 |
| 203. Sri Uttam Debbarma, Directorate of Higher Education, Agartala. | LDC | Education | 05-11-2002 |
| 204. Sri Charitra Kumar Das, Rajya Sainik Board, Tripura, P.N.Complex, Agartala. | LDC | Rajya Sainik Board | 18-11-2002 |
| 205. Smt. Nilima Das, Directorate of School Education, Agartala. | LDC | Education | 20-11-2002 |
| 206. Sri Sushanta Dutta Chowdhury, Umakanta Academy, Agartala. | P. I. | Education | 23-11-2002 |
| 207. Sri Chandra Shis Dauda, Tripura Renewable Energy Development Agency, Agartala. | LDC | Tripura Renewable Energy Dev. Agency, Agt. | 21-11-2002 |
| 208. Smt. Kala Bala Das (Sen), District Tribal Welfare. | Class-IV | Tribal Welfare | 26-11-2002 |
| 209. Sri Birala Debbarma, O/o the A.E. PHE Sub-Divn. No.X, Badharghat, Tripura (W). | Electrician | P.W.D. | 27-11-2002 |
| 210. Sri Ashimava Saha Roy, O/o the S.P. (Crime Section) West Tripura District. | Constabl. | Police Deptt. | 02-12-2002 |
| 211. Sri Sukdeb Debbarma, O/o the Bodhjung Boys H.S.School, Agartala. | Sr. Cook | School Education Deptt. | 10-12-2002 |
| 212. Smt. Rani Tripura, O/o the DRCS, West Tripura, Place Compound, Agartala. | Inspector Co-operative | Co-operative Deptt. | 16-12-2002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 213. Sri Manik Kumar Das, Directorate of Fisheries, Gurkhabasti, Kunjaban. | A/C | Fisheries | 23-12-2002 |
| 214. Sri Prahlad Debbarma, Directorate of F. W. & P. M.Deptt. | LDC | Health | 23-12-2002 |
| 215. Smt. Jhunu Bhattacharjee, Urban Development Deptt. Civil Sectt., Agartala. | Asstt. | Civil Sectt. | 27-12-2002 |
| 216. Sri Pradip Kumar Paul, G.A.(S.A.) Deptt, Civil Sectt. | Asstt. | Civil Sectt. | 27-12-2002 |
| 217. Sri Padma Lochan Jamatia, M. T. Girls Class-XII School, Agartala. | A/T | School Education Deptt. | 28-12-2002 |
| 218. Sri Sukramani Debbarma, Directorate of Animal Resource Dev., P.N. Complex, Agartala. | Asstt. | Animal Resource | 31-12-2002 |
| 219. Sri Gopal Debnath, O/o the Engineer-in-Chief, P.W.D., Agartala. | LDC | P.W.D. | 02-01-2003 |
| 220. Sri Tridip Sarkar, Collector of Excise, West Tripura. | Sub-Inspector of Excise | Excise Deptt. | 02-01-2003 |
| 221. Sri Pitmbar Debbarma, Directorate of Land Record & Settlement, Place Compound, Agartala. | Amin | Settlement | 02-01-2003 |
| 222. Sri Bijoy Krishna Banik, ICAT Deptt, Agartala. | Driver | ICAT | 02-01-2003 |
| 223. Smt. Maya Rani Das, IGM Hospital, Agartala. | Staff Nurse | Health | 04-01-2003 |
| 224. Sri Ratan Kanti Nandy, O/o the E.E., I & F.M. Divn. No.V, Agartala. | LDC | I & F.M. Divn. P.W.D. | 04-01-2003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 225. Sri Sanjoy Kumar Patci, O/o the A.G.(Audit) Kunjaban, Agartala. | DEO | A.G. | 04-01-2003 |
| 226. Sri Mukesh Kumar, O/o the A.G.(Audit) Kunjaban, Agartala. | Cleark Typist | A.G. | 04-01-2003 |
| 227. Sri Narendra Kumar, O/o the A.G.(Audit) Kunjaban, Agartala. | C/T | A.G. | 04-01-2003 |
| 228. Smt. Panchasila Mog, O/o the S.E., PHE Circle No.I Kunjaban. | UDC | PHE | 06-01-2003 |
| 229. Sri Pradip Kumar Sen, Directorate of Planning & Co-ordination, Agartala. | Research Assistant. | Planning & Co-ordination | 07-01-2003 |
| 230. Sri Gopal Debbarma, O/o the A.E., PHE Sub-Divn. No.II, Milansangha, Agartala. | Operator (Pump) | PHE | 07-01-2003 |
| 231. Sri Sona Debbarma, Internal Electrification Sub-Divn. Gurkhabasti, Agartala. | Junior Mistry (E) | Power | 07-01-2003 |
| 232. Sri Partha Dutta, MGM Class-XII School, P. O.Collage Tilla, Agartala. | A/T | Education | 08-01-2003 |
| 233. Miss Sabita Debbarma, Directorate of F.W. & P. M. Gurkhabasti, Agartala. | LDC | Health | 08-01-2003 |
| 234. Sri Sudhir Chowdhury, O/o the E.E., Special Investigation Unit (ARWS), Kunjaban. | LDC | P.W.D. | 10-01-2003 |
| 235. Sri Kamal Debbarma, NIC Tripura, State Unit Office Lane, Agartala. | LDC | NIC | 10-01-2003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 236. Sri Rijan Debbarma, Directorate F.W. & P. M. Deptt., Gurkhabasti, Agartala. | LDC | Health | 10-01-2003 |
| 237. Sri Ajit Debbarma, National Information Centre, Now Try. Building, Agartala. | Driver | BIC | 10-01-2003 |
| 238. Sri Surjamani Debbarma, Clinical Research Unit for Homeopathy (T) T.R.R.Q., Ker Chowmohani, Krishnanagar, Agartala. | MCNW | Health (Homo) | 10-01-2003 |
| 239. Mrs. Rina Roy, Badharghat H.S.School, Siddiashram, Agartala. | PGT | Education | 13-01-2003 |
| 240. Sri Kamalendra Das Gupta, Khetra Mohan Academy J.B.School, Agartala. | A/T | Education | 14-01-2003 |
| 241. Sri Binod Kumar Debbarma, Bodhjung Boys H.S.School, Agartala. | Jr. Cook | Education | 14-01-2003 |
| 242. Sri Pragyan Chakraborty, Tripura Co-operative Milk Producers Unit Ltd., Agartala. | Acctt. Asstt. | Milk Unit | 17-01-2003 |
| 243. Sri Ratan Debnath, Tripura Co-operative Milk Producers Unit Ltd., Agartala. | Office Asstt. | Milk Unit | 17-01-2003 |
| 244. Sri Monohar Debbarma, Tripura Co-operative Milk Producers Unit Ltd., Agartala. | Plant Operator | Milk Unit | 17-01-2003 |
| 245. Sri Khirode Debbarma, O/o the Register Co-operative Socities, West Tripura, Agartala. | Auditor | Co-operative | 18-01-2003 |
| 246. Sri Budhi Chandra Debbarma, Directorate of F.W. & P.M. Agt. | Jr. Incelasice | Health | 18-01-2003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 247. Sri Subrata Kalai, Directorate of Economics & Statistice, Sankar Chowmohani, Agartala. | Asstt. Investigator | Eco. & Statistics Deptt. | 20-01-2003 |
| 248. Sri Hiran Debbarma, T.L.A., Agartala. | Driver | T.L.A. | 21-01-2003 |
| 249. Sri Narayan Chandra Saha, O/o the Town & Country Planning Organisation, Agartala. | Driver | Town Country Planning | 22-01-2003 |
| 250. Sri Swapan Debbarma, O/o the Resonal Institute of Pharmaceutical Science & Technology, Agartala. | LDC | Education | 25-01-2003 |
| 251. Sri Sombhu Dasgupta, TRC Ltd., Agartala. | Driver | TRPC Ltd. | 28-01-2003 |
| 252. Smt. Aloka Bhowmik, O/o the E.E.(Elect.) Divn. No.IX, Agartala. | Peon | Power | 28-01-2003 |
| 253. Sri Anath Bandhu Das, Directorate of Science Technology & Enviroment, Gurkhabasti, Agartala. | LDC | Science & Technology | 28-01-2003 |
| 254. Smt. Sunita Sarkar, O/o the E.E., IRR & F.M. Divn. No.II, Agartala. | LDC | I.F.M. | 29-01-2003 |
| 255. Sri Prabuddha Sundar Kar, Palimangal Class-XII School, Khayerpur. | PGT | Education | 30-01-2003 |
| 256. Smt. Bina Rani Shil, T. L. A., Agartala. | Book Binder | T. L. A. | 30-01-2003 |
| 257. Sri Bichitra Sodhan Jamatia, T. L. A., Agartala. | U.D.Asstt. | T. L. A. | 31-01-2003 |
| 258. Sri Prabir Jamatia, T. L. A., Agartala. | Record Keeper | T. L. A. | 31-01-2003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 259. Sri Rajesh Kr. Pandey, L/NK-DRV-92010506 1st BN. TSR, Gakulnagar. | L/NK | TSR | 01-02-2003 |
| 260. Smt. Kabita Debbarma, Directorate of Fisheries, P. N. Complex, Kunjaban. | A/C | Fisheries | 07-02-2003 |
| 261. Smt. Jyotsna Debbarma, G. A. (S. A.) Deptt. Civil Sectt. Agartala. | L.D.A.C.T | Civil Sectt. | 10-02-2003 |
| 262. Sri Ram Daras Bhardwaj, Sukhamoy H. S. School, Ushabazar, Airport, Agartala. | A/T | Education | 13-02-2003 |
| 263. Md. Abdul Haque, Tripura Board of Wakes Revenue Building, Agartala. | LDC | Wakes of Board | 20-02-2003 |
| 264. Smt. Madhumita Das, Netaji Subhas Vidyamandir, Agartala. | A/T | Education | 25-02-2003 |
| 265. Sri Ajoy Kumar Sing, No.97031200, TSR Bn Kachan-chana Now Mit Poot, A.D.Nagar. | Rifleman | TSR | 24-02-2003 |
| 266. Sri Pradip Dey, Dtc. of Small Saving Insurance Institutional Finance, Agartala. | LDC | Group Insurance | 25-02-2003 |
| 267. Sri Ranjit Ghosh, Dy. Director of Fisheries, West Tripura, Agartala. | Investigator | Fisheries | 03-03-2003 |
| 268. Smt. Pranati Roy, Dtc. of Higher Eduation, Agartala. | LDC | Education | 05-03-2003 |
| 269. Smt. Chitra Mukharjee, O/o the Controller Weights & Measures, Tripura, Agartala. | LDC | Weights & Measurement | 05-03-2003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 270. Sri Dilip Debnath, Panchayet Raj Training Institute A. D. Nagar. | Instructor | Panchayet Training | 06-03-2003 |
| 271. Sri Arup Kr. Sarkar, Dtc. of Small Savings Group Insurance Institutional, Finance, Agartala. | LDC | Small Savings | 06-03-2003 |
| 272. Sri Jiban lal Sarkar, Dtc. of Economics Statisties, Sankar Chowmohani, Agartala. | LDC | Eco. & Statisties | 11-03-2003 |
| 273. Smt. Hashi Das, Durjoynagar J. B. School, Tripura (West). | A/T | Education | 13-03-2003 |
| 274. Sri Sanjib Biswas, T. L. A., Agartala. | U.D.A. | T. L. A. | 13-03-2003 |
| 275. Smt. Nupur Debbarma, Directorate of Audit, Agartala. | LDC | Direct. of Audit | 13-03-2003 |
| 276. Sri Hamid Kamal Bhattacharjee, O/o the C.E. (C.E.) Agartala. | | Power | 13-03-2003 |
| 277. Sri Kamal Adhikary, G.A.(S.A.) Deptt., Civil Sectt. | Asssitant | Civil Sectt. | 15-03-2003 |
| 278. Smt. Nandita Debbarma, Noagaon Krishnanagar High School, Indranagar. | A/T | Education | 17-03-2003 |
| 279. Smt. Kalpana Bhowmik, Banibidyapith Girls School, Ramnagar. | A/T | Education | 17-03-2003 |
| 280. Sri Paritosh Roy, Dukli R. D. Block. | Panchayet Sectt. | R.D.Block | 22-03-2003 |
| 281. Sri Samir Acharjee, PHE Sub-Divn. No.1, Collage Tilla. | R/A | PHE | 22-03-2003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 282. Sri Ram Narayan Chowdhury, O/o the S. P. (Secturity) A. D. Nagar. | SAF | Police | 22-03-2003 |
| 283. Smt. Hanjala Debbarma, Direct. of Land Record & Settlement, Agartala. | LDC | Settlement | 22-03-2003 |
| 284. Sri Dilip Das, Elect. Sub-Divn. No.IV, Agartala. | Sr. Helper | Power | 22-03-2003 |
| 285. Sri Tapan Kumar Deb, Indranagar High School, Agartala. | A/T | Education | 25-03-2003 |
| 286. Smt. Tapasi Saha, Agriculture Directorate, Agartala. | LDC | Agri. | 27-03-2003 |
| 287. Smt. Sathi Chakraborty, Agt. Treasury No.II | G.D. | ISM | 29-03-2003 |
| 288. Smt. Malin Debbarma, O/o the E.E.(E)-III, Agartala. | Peon | Power | 28-03-2003 |
| 289. Sri Sumanta Reang, Gosta No.7479. O/o the S.P.(SB), TPA, Agartala. | Constable | Police. | 29-03-2003 |
| 290. Sri Chandan Kumar Debnath, T.C.Milk Union, Indranagar, | PAH Assistant. | Co-op. | 31-03-2003 |
| 291. Smt. Mira Acharjee, O/o the C. M. O. (W) Agartala. | LDC | Health | 31-03-2003 |

## SENIORITY LIST FOR TYPE-III QUARTER-2003.

| Sl. No. | Name of applicant & Office address | Designation | Department | Dt. of receipt of valid application. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Sri Dilip Ch. Paul, Agartala DW No.II | JE | P.W.D. | 03.01.2000 |
| 2. | Sri Ramendra Kr. Debnath, O/o the S.D.O.(E), Sub-Divn. IV. | JE | Power | 03.01.2000 |
| 3. | Sri Sadhan Ch. Saha, O/o the Addl. D. G. of Police, Agartala. | P. A. | Police | 06.01.2000 |
| 4. | Sri Mrinal Kanti Majumder, Agartala South Sub-Division. | Surveyar | P.W.D. | 06.01.2000 |
| 5. | Sri Sunil Chandra Das, Director of Schools Education, Agartala. | Sr. R/Officer | Education | 21.01.2000 |
| 6. | Sri Rabindra Deb, O/o the Tripura Sports Council, Agartala. | Judo Cash | Sports | 25.01.2000 |
| 7. | Sri Ashok Kr. Ballabh, P.W.D. Division No.III. | JE | P.W.D. | 07.02.2000 |
| 8. | Smt. Sipra Roy, Tripura University, Agartala. | Asstt. Sectt. | Education | 15.03.2000 |
| 9. | Sri Ranabir Chowdhury, O/o the E-In-C, P.W.D. | UDC | P.W.D. | 28.03.2000 |
| 10. | Sri Kanti Gopal Biswas, O/o the E.E.Division No.III. | Tracer | P.W.D. | 05.06.2000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Sri Sankar Prasad Das, P.W.D. Divn. No.I | JE | P.W.D. | 06.09.2000 |
| 12. | Sri Pradip Kr. Nandi, Abhaynagar Najrul Smriti Vidyalaya H. S. School. | A/T | Education | 07.09.2000 |
| 13. | Sri Gobinda Ch. Debnath, O/o. the E.E. PHE, Divn. No.I | TES Gr-IV | P. H. | 01.01.2001 |
| 14. | Smt. Namita Chowdhury (Singh) I. G. M. Hospital. | S/Nurse | Health | 02.01.2001 |
| 15. | Sri Labdhan Banik, M.T.B.Girls H.S.School. | A/T | Education | 02.01.2001 |
| 16. | Sri Tapan Chakraborty, O/o the Minister Urban Development Civil Sectt. | P. A. | Civil Sectt. | 16.01.2001 |
| 17. | Sri Rati Ranjan Roy, Directora of F. W. & P. M. Gurkhabasti. | UDC | Health | 18.01.2001 |
| 18. | Sri Dipankar Roy, Bodhjung Girls H.S.School, Agartala. | A/T | Education | 19.04.2001 |
| 19. | Sri Jiban Debbarma, Housing Board. | JE | Housing Board | 24.07.2001 |
| 20. | Sri Ashim Dutta Roy, I.C.A.T., Agartala. | Sr. Information Officer | I.C.A.T. | 06.09.2001 |
| 21. | Sri Ashok Chowdhury, O/o the State Elec. Officer. | P. A. | Education | 21.11.2001 |
| 22. | Sri Manik Chakraborty, Labour Office. | Labour Inspector | Labour | 21.11.2001 |
| 23. | Sri Sanjoy Das, Tripura Housing Board | Asstt. Architect | Housing Board | 02.01.2001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24. | Smt. Prava Saha (Ghosh), Bodhjung Girls H.S.School. | Classical Teacher | Education | 05.01.2001 |
| 25. | Sri Diva Karan, Kendriya Vidyalaya. | PGT Engg. | Central School | 08.01.2002 |
| 26. | Sri Paresh Debnath, E.E.(Elec.) Division No.IX. | TPES Gr.IV | Power | 14.01.2002 |
| 27. | Sri Arun Kr. Debbarma, Dist. Inspectorate of S.E., (W). | C.S.E.O. | S. Educ. | 14.01.2002 |
| 28. | Sri Pankaj Kr. Das, E.E. Mech.Divn. Agartala. | JE (M) | P.W.D. | 18.01.2002 |
| 29. | Sri Ashis Kr. Baidya, B. K. Nazrul Vidyabhavan, Jogendranagar. | PGT | Education | 28.01.2002 |
| 30. | Sri Birendra Ch. Sengupta, Evaluation Unit (PXC) Deptt. | R/Officer | Evaluation | 29.01.2002 |
| 31. | Sri Dipak Saha, Reg. Divn., Agartala. | JE | P.W.D | 31.01.2002 |
| 32. | Sri Rajendra Kr. Das, District Labour Office. | Labour Insp. | Labour | 06.02.2002 |
| 33. | Sri Shib Sankar Bhadra, O/o the S.E., I & F.C. Circle-I. | Sr.D/Man | P.W.D. | 07.06.2000 |
| 34. | Sri Rakhal Ch. Majumder, Capital Complex Sub-Divn. No.I. | JE | P.W.D. | 25.02.2002 |
| 35. | Sri Sibayan Sen, Central Sil Board G.O.I. I.T.I.Complex, Indranagar. | S.R.A. & Incharge | Central Sil Board | 27.02.2002 |
| 36. | Smt. Soma Dhar, G. B. Hospital | Sister | Health | 28.02.2002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37. | Smt. Mahua Gupta, M.T.B. Girl's H.S.School, T-IV (New) 1/4 MBBC occupent Husband | A/T | Education | 19.03.2002 |
| 38. | Sri Biplab De, R.I.P.S. & Technology, Abhoynagar. | Lect. | Health | 19.03.2002 |
| 39. | Sri Niranjan Dey, Shishu Bihar H.S.School. | A/T | Education | 21.03.2002 |
| 40. | Sri Chingsa Mang Mag, G. A. (S. A.) Deptt. Agartala. Accupant-T-II/32 MV. | O. S. | Civil Sectt. | 21.03.2002 |
| 41. | Sri Sujit Roy, T.R.T.C., Agartala. | Sr. Auditor | T.R.T.C. | 01.04.2002 |
| 42. | Sri Dilip Kr. Nath, R.E.C. Central Silk Board Ministry of Textiles G.O.I. Indranagar. | S.T.A. | Central Silk Board | 03.04.2002 |
| 43. | Smt. Deena Roy, O/o the E.E. Divn. No.II, P.W.D. | P. A. | P.W.D. | 04.04.2002 |
| 44. | Sri Binoy Kr. Das Purkayasta, Tamx Country Planning Organisation, Agartala. | Sr. R/A | T/C Planning | 12.04.2002 |
| 45. | Sri Tushar Kanti Das, I & F.M. Division No.III. | JE | P.W.D. | 23.04.2002 |
| 46. | Sri Rati Ranjan Debbarma, Director of Agriculture, Agartala. | Accountant | Agri. | 23.04.2002 |
| 47. | Sri Biplabendu Roy, T. R. T. C. | Sr. Mechanics | T.R.T.C. | 23.04.2002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48. | Sri Indra Raj Dudey, K. V. Agartala. | TGT (E) | K.V. | 25.04.2002 |
| 49. | Sri Pradip Debbarma, O/o the S. P. Spl. Branch Tripura (W). | Insp. of Police | Police | 02.05.2002 |
| 50. | Sri Asim Dey, Civil Sectt. Agartala, occupent T/II/8 Malarmath. | P. A.-I | Civil Sectt. | 06.05.2002 |
| 51. | Sri Dilip Chowdhury, JE. Divn. Agartala. | Asstt. Engg. (E) | P.W.D. | 08.05.2002 |
| 52. | Smt. Baby Banik, Nutannagar Girls H.S.School P. O. Agartala, Airport. | A/T | Education | 15.05.2002 |
| 53. | Sri Prabodh Roy Chowdhury, DM's Office (W) Agartala. | Serveyer | D.M. (W) | 17.05.2002 |
| 54. | Sri Chandra Kr. Sinha, Divn. Forest Officer Research Divn. Gurkhabasti. | UDC | Forest | 18.05.2002 |
| 55. | Sri Dilip Kumar Dey, Chandmari High School. | A/T | Education | 28.05.2002 |
| 56. | Sri Manoranjan Das, I. E. Division. | JE (E) | P.W.D. | 01.06.2002 |
| 57. | Sri Amitava Chakraborty, Tripura University. | Lect. | Education | 05.06.2002 |
| 58. | Sri Pradyut Ghosh, 132 KV Gid Sub-Stn., 79 Tilla. | JE (E) | Power | 21.06.2002 |
| 59. | Sri Asamanja Jamatia, Director of T. W. Deptt. Gurkhabasti. | P. A. | T. W. | 02.07.2002 |
| 60. | Sri Paritosh Paul, Nabagram H.S.School. | A/T | Education | 09.07.2002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 61. | Sri Chandra Sekhar Pillai, O/o the C. E. (Elec.), Agartala. | A/C Officer | Power. | 09.07.2002 |
| 62. | Sri Rabin Dey, S. E. Planning Circle. | JE | P.W.D. | 10.07.2002 |
| 63. | Smt. Kuheli Debbarma, O/o the President, State Commission, Tripura. | H/M | Education | 30.07.2002 |
| 64. | Sri Surendra Debbarma, Dist. Panchayet Agartala. | H/C | Panchayet | 30.07.2002 |
| 65. | Smt. Alaka Das, State Sail Testing Lab, A. D. Nagar. | Asstt. Direc. | Agri. | 16.08.2002 |
| 66. | Sri Argha Mohan Biswas, O/o the Register of Co-opp. Societies, Place Compound. | A/R of Co-opp. | Co-opp. | 26.08.2002 |
| 67. | Sri Brij Lal, K. V. Kunjaban. | T.G.T. | Central Education | 31.08.2002 |
| 68. | Sri Prakash Ch. Ratha, K. V. Kunjaban. | Principal | Central Education | 12.07.2002 |
| 69. | Sri Goutam Tripura, O/o the C.M.O., Agartala. | Insp. Officer Drugs | Health | 28.09.2002 |
| 70. | Sri Dipak Kanti Bhowmik, Tripura Jute Mill. | Production Officer | Jute Mill | 11.10.2002 |
| 71. | Sri Amarjit Debbarma, O/o the S. P. (CID), Tripura. | Dy. S. P. | Police | 28.10.2002 |
| 72. | Smt. Dipali Marak, Abhaynagar H.S.Vidhyalaya, Agartala. | H/C | Education | 31.10.2002 |
| 73. | Sri Ranjit Kr. Mitra, Dioscorea Project Amandanagar. | Estate Manager | Forest | 02.11.2002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74. | Smt. Swapna Chowdhury (Bhardan), I. G. M. Hospital. | S/Nurse | Health | 02.11.2002 |
| 75. | Sri Ranjit Adhikari, Direct of Employmnt Service & Manpower Planning Agartala. | O.S. | Employment | 05.11.2002 |
| 76. | Sri Sushanta Das, U. K. Academy. | H/M | Education | 14.11.2002 |
| 77. | Sri Tapan Das, O/o the Scientific Officer D.S.T. & E, Vigyan Bhavan, Gurkhabasti. | JE | DST & E | 27.11.2002 |
| 78. | Sri Nirod Sharma, O/o the Joint Sectt. R. D. Deptt. Agartala. | A/E | R.D. | 04.12.2002 |
| 79. | Sri Phanindra Kr. Mitra, O/o the S.E. 4th Circle PWD. | UD | PWD. | 09.12.2002 |
| 80. | Sri Sukumal Chakraborty, Food, Civil Supplies & Consumar Affairs, Agartala. | Accountant | Food | 02.01.2003 |
| 81. | Sri Ratan Debnath, G. B. Hospital, Agartala. | Lab. | Health | 02.01.2003 |
| 82. | Smt. Prajna Chowdhury, O/o the S.E.W.R. & Planning Circle, PWD, KTS. | JE | P.W.D. | 02.01.2003 |
| 83. | Sri Nilotpal Saha, Bijoy Kr. Girls School, Agartala. | A/T | Education | 02.01.2003 |
| 84. | Smt. Ratna Dey, I.G.M.Hospital, Agartala. | S/Nurse | Health | 02.01.2003 |
| 85. | Sri Dhiraj Pal Chowdhury, Direct. of Land Record & Setrlement; Place Compound. | Amin | Land Record | 02.0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 86. | Sri Pratul Dutta, O/o the Dy. Project Officer Agri., Agartala. | Tech. Officer | Agri. | 02.01.2003 |
| 87. | Smt. Ramita Saha, M.P. Circle U.T.S. | JE | P.W.D. | 03.01.2003 |
| 88. | Smt. Sima Ghosh, Rural Dev. Divn. (W), Office Lane, Agartala. | JE | R.D. | 03.01.2003 |
| 89. | Sri Ashok Kr. Roy, Charipara H.S.School. | A/T | Education | 04.01.2003 |
| 90. | Smt. Sibani Paul, Abhyanagar Najrul Smriti Bidhyalaya, Agartala. | A/T | Education | 06.01.2003 |
| 91. | Smt. Swati Chaterjee, Elec. Store Sub-Divn. A.D.Nagar. | JE | Power | 07.01.2003 |
| 92. | Sri Subrata Chakraborty, West Agartala P. S., (Campt II/22 Unit) | S. I. | Police | 09.01.2003 |
| 93. | Sri Partha Sarathi Paul, Construction Sub-Divin. No.II, Gurkhabasti. | JE | P.W.D. | 10.01.2003 |
| 94. | Sri Alak Kr. Dey, Tripura Housing Board, Agartala. | A/E | Housing Board | 13.01.2003 |
| 95. | Sri Nirmal Reang, O/o the Dist. Statistical Officer, Sankar Chowmuhani. | District Statistic Officer | Statistics | 13.01.2003 |
| 96. | Sri Rabindra Chowdhury, Direct of Welfare for S. T., Gurkhabasti. | Supervisior | S.T. Welfare | 17.01.2003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 97. Smt. Archana Chanda, T. P. S. C., Agartala. | UDC | T. P. S. C. | 17.01.2003 |
| 98. Sri S. L. Varma, K. V. Kunjaban. | PGT | K. V. | 22.01.2003 |
| 99. Sri R. K. Yadav, K. V. Kunjaban. | PGT | K. V. | 22.01.2003 |
| 100. Sri Dilip Kr. Jha, H. H. S. School. | PGT | Hindi School | 24.01.2003 |
| 101. Sri Samir Sarkar, I. E. Divn., Agartala. | JE | P.W.D. | 25.01.2003 |
| 102. Sri Partha Sarathi Ghosh, I & F.M. Sub-Divn. No.III. | JE | P.W.D. | 04.02.2003 |
| 103. Sri Gobardhan Banik, S.E. Planning Circle. | Statical Inspector | P.W.D. | 07.02.2003 |
| 104. Sri Pintu Ranjan Paul, Civil Sectt., Agartala. | H/Asstt. | Civil Sectt. | 07.02.2003 |
| 105. Sri Kumar Debbarma, Rajnagar High School. | H/M | Education | 18.02.2003 |
| 106. Sri Amarnath Jha, K. V. Kunjaban. | TGT | K. V. | 18.02.2003 |
| 107. Sri S. K. Agarwal, S. I. S. I. Advisor Chowmuhani, Agartala. | Asstt. Direc. | S.I.S.I | 20.02.2003 |
| 108. Sri R. K. Bakash, S.I.S.I. Advisior Chowmuhani. | Asstt. Direc. | SISI | 10.02.2003 |
| 109. Sri Hrishikesh Bhattacharjee, Shishu Bihar H.S.School. | A/T | Education | 25.02.2003 |
| 110. Sri Dilip Modak, Reshambagan H.S.School. | A/T | Education | 25.02.2003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 111. Sri Ashok Kr. Bhattacharjee, O/o the Directorate of Economics Statistics, Sankar Chowmuhani, Agartala. | Statistical Officer | Statics | 03.03.2003 |
| 112. Sri Bhulan Bhusan Dutta, Elec. Sub-Divn. No.III, Durga Chowmuhani, Agartala. | Jr. Lineman | Power | 03.03.2003 |
| 113. Sri Hiralal Mandal, Agartala South Sub-Divn. Boardali, Agartala. | JE | P.W.D. | 11.03.2003 |
| 114. Smt. Rahana Paul, Sub-Regional Employment Exchange, Agartala. | Asstt. Statistical Officer | Employment | 15.03.2003 |
| 115. Sri Tapan Debbarma, T.S.R. 2nd Bn. R.K.Nagar. | Asstt. Comdt. | T. S. R. | 17.03.2003 |
| 116. Sri Kalyan Asish Kar Gupta, Tripura Removable Energy Dev. Agency, Gurkhabasti. | JE | TRRDA | 21.03.2003 |
| 117. Sri Uttam Saha, T. L. A., Agartala. | Catetaker | T.L.A. | 24.03.2003 |
| 118. Smt. Kalpana Debbarma, M. T. B. Girls H.S.School, Agartala. | A.H/M | Education | 26.03.2003 |
| 119. Sri Swargabasi Murasing, O/o the Sr. Scientific Officer Agartala. | P. A. | Science & Technology | 26.03.2003 |
| 120. Sri Parimal Ch. Das, Directorate of Handloom Handicrafts & Sericulture, Agartala. | Supdt. | Handloom | 27.03.2003 |
| 121. Sri Parimal Sarkar, G. B. Hospital, Agartala. | M. O. | Health | 28.03.2003 |

## SENIORITY LIST FOR TYPE-IV QUARTER-2003.

| Sl. No. | Name of applicant & Office address | Designation | Department | Dt. of receipt of valid application. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Sri Nilmani Saha, Estate Office, P.W.D. | JE | P.W.D. | 05.01.2000 |
| 2. | Sri Bipad Ranjan Saha, PHE Divn. No.I, Agartala. | AE | P.W.D. | 10.01.2000 |
| 3. | Sri Asim Dutta, I. G. M. Hospital. | M.O. | Health | 30.03.2000 |
| 4. | Sri Amiya Bhattacharjee, T.I.D.C., Ltd. Agartala. | Company Sectt. | TIDC Ltd. | 01.01.2001 |
| 5. | Sri Debabrata Dutta, I.G.M.Hospital, Agartala. | M.O. | Health | 01.02.2001 |
| 6. | Sri Bhupal Ch. Chowdhury, O/o the Commissiner, Finance Civil Sectt. | P.S. | Civil Sectt. | 01.02.2001 |
| 7. | Sri Amit Kr. Dutta, Male Training Institute, Place Compound, Agartala. | Principal | Health | 22.03.2001 |
| 8. | Sri Jatindra Kr. Dutta, M. B. B. College. | Asstt. Prof. | Education | 03.01.2002 |
| 9. | Sri Sambhu Pada Chowdhury, Asstt. Director of TRP & PSP, Gurkhabasti. | Asstt. Direc. | Agri. | 03.01.2002 |
| 10. | Sri Bijoy Kr. Roy, O/o the Dy. Direc. of Agriculture, Gurkhabasti. | Asstt. Direc. | Agri. | 04.01.2002 |
| 11. | Sri Pradip Kr. Paul, Director of Horti & Soil Conservator, Agartala. | Asstt. Direc. | Agri. | 11.01.2002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Sri Mihir Kr. Bhattacharjee, Tripura University. | Asstt. Registrar | Education | 16.01.2002 |
| 13. | Sri Dhilan Ch. Chakraborty, D.T.W. Office, Agartala. Occupant P-III/7 Kmt. | Asstt. Direc. | Agri. | 18.01.2002 |
| 14. | Sri Namyajit Chakma, Triura Horti Corporation Ltd. Place Compound, Agartala. | Asstt. Direc. | Agri. | 28.01.2002 |
| 15. | Sri Bhanu Bhusan Deb, G. B. Hospital. | M.O. | Health | 01.02.2002 |
| 16. | Sri Prabir Kr. Saha, G. B. Hospital. | M.O. | Health | 16.02.2002 |
| 17. | Sri Pranab Saha, Constn. Sub-Divn. No.III, Gurkhabasti. | A/E | P.W.D. | 19.03.2002 |
| 18. | Sri Bipradas Palit, Higher Education, Agartala. | State Areolo-gical Office | Education | 09.04.2002 |
| 19. | Sri Megnad Saha, S.D.O. Elec. Sub-Division No.VI, Bardowali. Occupant-T-III/30 Kt. | A/E | Power | 20.05.2002 |
| 20. | Sri Salyadeo Podder, Deptt. of History. T.U. Occupant, Cn/6 Collegetilla. | Reader | T.U. | 07.06.2002 |
| 21. | Miss Krishna Bhattacharjee, Deptt. of Philosopy. | Lect. | T.U. | 26.06.2002 |
| 22. | Sri Swapan Bilash Kar, O/o the E.E. Spl. Inv. Unit (ARWS) Kunjaban, Agt. | A/E | P.W.D. | 09.07.2002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23. | Mrs. Rupali Chowdhury, I.G.M.Hospital. | M.O. | Health | 16.07.2002 |
| 24. | Sri Biman Behari Goswami, Women's College. | Asstt, Prof. | Education | 18.07.2002 |
| 25. | Sri Biswajit Paul, Dr. B.R.A.M. Hospital. | M.O. Dental | Health | 29.07.2002 |
| 26. | Sri Bijan Kr. Nath, ARWS Unit, Kunjaban. | A/E | P.W.D. | 29.07.2002 |
| 27. | Sri Gopal Malla, O/o the Horticulturist (W) | Asstt. Direc. | Agri. | 01.08.2002 |
| 28. | Sri Amitava Kar, Women's College. | Reader | Education | 04.10.2002 |
| 29. | Dr. Ajoy Kr. Das, G. B. Hospital. | Patholigist | Health | 09.10.2002 |
| 30. | Sri Swarjit Debbarma, G.B.Hospital. | M.O. | Health | 24.10.2002 |
| 31. | Smt. Paramita Saha, Tripura University. | Lect. | Education | 28.11.2002 |
| 32. | Sri Somesh Ch. Das, PHE Divn. No.IV, Agartala. | E.E. | P.W.D. | 03.12.2002 |
| 33. | Sri Bholanath Roy, Montering & Planning Circle, Kunjaban. | A/E | Power. | 20.12.2002 |
| 34. | Sri Samarendra Kr. Das, Internal Elect. Sub-Divn. No.I. Gurkhabasti. Occupant T-III/29 KMT. | A/E (E) | P.W.D. | 02.01.2003 |
| 35. | Dr. Narayan Ch. Saha, I.G.M. Hospital. | M.O. | Health | 02.01.2003 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36. | Sri Ratan Ghosh, Directorate of Planning, Occupant T-II/18 KMT. | Dy. Direc. | Planning | 02.01.2003 |
| 37. | Sri Sanu Kr. Debbarma, G.B.Hospital. | M.O. | Health | 02.01.2003 |
| 38. | Sri Dhruba Pada Sinha, Central Vet-Medical Store, Abhaynagar. | Vet Asstt. Surgeon | Vet | 02.01.2003 |
| 39. | Sri Ranjit Kr. Das, O/o the Deputy Director of Agri., A. D. Nagar. | Asstt. Direc. | Agri. | 02.01.2003 |
| 40. | Sri Satyabrata Nath, I.G.M.Hospital. | M.O. | Health | 03.01.2003 |
| 41. | Sri Pradip Kr. Das, Dr.B.R.A.M.Hospital. | M.O. | Health | 03.01.2003 |
| 42. | Sri Rajat Subhra Das, G.B.Hospital, Agartala. | M.O. | Health | 06.01.2003 |
| 43. | Smt. Haimanti Bhattacharjee, Mashrom Labaratory, Occupant T-III/7 KT. | Asstt. Direct. | Agri. | 07.01.2003 |
| 44. | Sri Akhil Debbarma, O/o the S.P. (Comm.) A. D. Nagar. | Dy. S.P. | Police | 07.01.2003 |
| 45. | Sri Chayan Kanti Dhar, NIC Tripura State Unit, Office Lane, Agartala. Occupant T-III/36 KT. | P. S. A. | NIC | 09.01.2003 |
| 46. | Sri Chitta Ranjan Debbarma, O/o the D.M. & Collector. | Supdt. of Police | D.M. | 10.01.2003 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47. | Sri Soumitra Chowdhury, Dr. B.R.A.M. Hospital. | M.O. | Health | 21.01.2003 |
| 48. | Sri Milan Dutta, G.B.Hospital, Agartala. | M.O. | Health | 25.01.2003 |
| 49. | Sri Arun Debroy, Veterinary Dispensary, Anadanagar. | VAS | VAS | 28.01.2003 |
| 50. | Sri Shyamal Chakraborty, G.B.Hospital, Agartala. | M.O. | Health | 03.02.2003 |
| 51. | Sri Jyotsnamoy Dutta, G.B.Hospital, Agartala. Occupant T-III/41 MN. | M.O. | Health | 06.03.2003 |
| 52. | Sri Subir Das, P.W.D., 4th Circle, Agartala. Occupant T-III/3 KT. | A/E | P.W.D. | 24.03.2003 |
| 53. | Sri Chunilal Chakraborty, Tripura Fire Service, Agartala. Occupant T-III/47 MN. | Jt. Direc. | Fire Service | 26.03.2003 |
| 54. | Smt. Labanya Debbarma, New Model Village Girls High School, Abhaynagar. | H/M | Education | 28.03.2003 |

(Questions & Answers)

Admitted Un-Starred Question No.141

Name of the Member :- Shri Prakash Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) সদর উত্তরাঞ্চলের গোপালনগর চা বাগানের বাগান শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিয়মিত মজুরী ও বেতন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে কিনা ?

২) যদি করা না হয়ে থাকে তাহলে রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তর এই ব্যাপরে কি ভূমিকা নিয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। তবে গত কিছুদিন যাবৎ গোপালনগর চা বাগানে শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরী ও বেতন ভাতা অনিয়মিত ছিল।

২) অভিযোগ পাওয়া মাত্র শ্রমিক প্রতিনিধি ও বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয় এবং বিগত ৭ই মে, ২০০৩ এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মীমাংসা করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত বকেয়া অর্থ (মজুরী ও ভাতা) আগামী জুন, ২০০৩ এর মধ্যে দেওয়া হবে। এবং এখন থেকে নিয়মিত মজুরী ও ভাতা প্রদান করা হবে

Admitted Un-Starred Question No.145

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বিগত ২০০২-০৩ ইং অর্থবর্ষে যোজনা এবং যোজনা বহির্ভূত খাতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যথাক্রমে কি পরিমাণ অর্থ পেয়েছে ?

২) চলতি অর্থ বছরে উক্ত দু'টি খাতে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কত টাকা পেয়েছে ?

উত্তর

১) বিগত অর্থবর্ষে (২০০২-০৩ই) যোজনা খাতে ত্রিপুরার জন্য অনুমোদিত বরাদ্দ ৬২৫.০০ কোটি টাকার মধ্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় রকারের কাছ থেকে ৬১১.০২ কোটি টাকা পাইয়াছে আর যোনা বহির্ভূত খাতে প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ২০০২-০৩ সালে ৫০৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। প্রকৃত তথ্য AG থেকে বতমান আর্থিক বছরের শেষের দিকে পাওয়া যাবে।

২) চলতি অর্থ বছরে উক্ত দুইটি খাতে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ১০৯ কোটি ৩২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা পেয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No.146

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বছরের শেষ সময়ে রাজ্য সরকারের কোন কোন দপ্তর কি পরিমাণ করে অর্থ পি. এল. একাউন্টে জমা রেখেছিল? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No.149

Name of the Member :- Shri Prakash Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে বাঁশ দ্বারা নির্মিত ছাতির বাটের ফ্যাক্টরিগুলি চালাতে গিয়ে ফ্যাক্টরি মালিকদের বর্তমানে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং সমস্যাগুলি নিরসনে রাজ্য সরকারের শিল্প দপ্তর কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর

১) এমন কোন তথ্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের গোচরে আসে নাই।

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Wednesday, the 28th May, 2003 at 11 A.M.

### PRESENT

Shri Ramendra Ch. Debnath, Hon'ble Speaker in the Chair, The Hon'ble Chief Minister, the Hon'ble Deputy Speaker, 17 Ministers and 38 Members.

### QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :- আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বলিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। এখানে একটা কথা বলে রাখি, শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান দুটো এসেছে। যদিও আমাদের রুল্সে তেমন কিছু নেই, পার্লামেন্টারী প্র্যাক্টিস অ্যান্ড প্রসিডিউর অনুসারে একটার বেশী আনা যায়না। আমি অনুরোধ করব, মাননীয় মন্ত্রী এক দিনেই দুটো রিপ্লাইয়ের জন্য বলেছেন, এসে গেছে। ইট ইজ মে নট টেকেন অ্যাজ প্রিসিডেন্স। শর্ট নোটিশ প্রশ্ন এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল নাথ।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ-** অ্যাডমিটেড শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নং-২

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** অ্যাডমিটেড শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নং-২

**প্রশ্ন ঃ**

১) সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশানুসারে গত ১লা এপ্রিল, ২০০৩ ইং তারিখ থেকে রাজ্যের সাবোরডিনেট জুডিশিয়ারীর বিচারকদের উচ্চতর বেতনক্রম চালু না হওয়ার কারণ ?

২) কবে নাগাদ উক্ত বেতনক্রম চালু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

**উত্তর ঃ**

**১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ-** রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সুপ্রীম কোর্টের আদেশ অনুসারে সেটি কমিশনের সুপারিশকৃত বেতনক্রম ১লা এপ্রিল, ২০০৩ ইং তারিখ থেকে কার্যকর করা হবে। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করা হচ্ছে।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ-** আমার একটা সাপ্লিমেন্টারী ১লা এপ্রিল, ২০০৩ ইং তারিখ থেকে না দেওয়ার কারনে এর মধ্যেই কি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া জাজেস এসোসিয়েশান সুপ্রীম কোর্টে এনটেম্পট পিটিশান দাখিল করেছে?

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** এই ধরনের তথ্য আমার কাছে নেই কারণ মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের ৯ই মে যে জাজমেন্ট তাতে এটা পরিস্কার বলেছেন, পে- অফ স্কেল সম্পর্কে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিন সপ্তাহ মানে ৩০শে মের মধ্যে তারা যাতে এফিডেভিট করে সেটা সুপ্রীম কোর্টকে জানায়।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ-** অ্যাডমিটেড শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নং-৩ ঃ-

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** অ্যাডমিটেড শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নং-৩ ঃ-

**প্রশ্ন ঃ**

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের ঠিকাদারী কাজে মাফিয়াদের সংশ্রব রয়েছে?

২) ইহাও কি সত্য যে রাজ্যের বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার উক্ত মাফিয়াদের দৌরাত্মের কারনে পূর্ত দপ্তরের ঠিকাদারী কাজের টেন্ডার ফরম গ্রহণ ও জমা দিতে সক্ষম হচ্ছে না?

৩) সত্য হলে উক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

**উত্তর ঃ**

১) এইরকম কোন তথ্য দপ্তরের জানা নাই। তবে কিছু উচ্ছৃংখল যুবকের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরনের খবর দপ্তরের নজরে বিভিন্ন সময়ে এসেছে।

২) এইরকম কোন তথ্য দপ্তরের জানা নাই।

৩) ১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না। তবে উচ্ছৃংখল যুবকদের বিভিন্ন সময়ে ঘটনার বিস্তৃত বিবরন সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আজকে দেখলাম, একটা নতুন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, উচ্ছৃংখল যুবক। এন,বি,সি,সি'র কাজকর্ম নিয়ে যখন এই সেশানে বিধানসভায় আলোচনা চলছিল তখন মাননীয় দপ্তরের মন্ত্রী বলেছেন যে হ্যাঁ, ঠিকাদারী কাজকর্মের বেশ কিছু পোরশান ক্রিমিন্যালদের হাতে চলে যাচ্ছে। প্রয়োজনে উনি প্রসিডিংসটা দেখতে পারেন। এখন উনি বলছেন উচ্ছৃংখল যুবক। আসল হচ্ছে, ঠিকেদারীদের টোট্যাল কাজটা মনিটরিং যাদের পেশীশক্তি আছে, যারা বিভিন্ন ক্রিমিন্যাল কাজে লিপ্ত তারা। ইহা কি সত্য, এর পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তরের, রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে যে পারসেনটিজ কাজটা করার কথা, তার চেয়ে অনেক বেশী পারসেনটিজ কাজ করতে হচ্ছে। কারণ প্রত্যেকটা কাজ এই মাফিয়াদের নিগোশিয়েশানে হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রীর এই তথ্য জানা আছে কি না?

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মন যেটা বলছেন, প্রথমতঃ এন, বি,সি,সি'র কাজকর্ম সম্পর্কে বলেছেন। এন,বি,সি,সিকে পূর্ত দপ্তর কাজ দেয়না, তারা সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তারা কাজ পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সেখানে এন,বি,সি,সি তাদের ইঞ্জীনিয়ার লাগিয়ে এই কাজটা করার কথা। দেখা যাচ্ছে সেখানে সেটা না করে, লোক্যাল যে সমস্ত এই ধরনের কিছু কিছু ক্রিমিন্যাল আছে, যারা মার্ডার কেইসের আসামী হিসাবে যুক্ত, তাদের হাতে তারা কাজ তুলে দিয়েছেন। মানে বাই কনটাক্ট একজন থেকে আরেকজন এরকম ৪ বার ৫ বার শফট হয়েছে। সেই বিষয়টি আমরা এন,বি,সি,সি কর্তৃপক্ষকে বলেছি যে এটা ঠিক হয়নি। তারা এখন সেটা সংশোধন করেছেন এবং এখন সেভাবেই কাজটা করছেন।

**দ্বিতীয়ত ঃ** এখানে পূর্ত দপ্তর তাদের কাজের জন্য যে টেন্ডার করেন তাতে সবাই যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য এটাকে ডি-সেন্ট্রালাইজড করা হয়েছে। শুধু একটা বক্স না- এখন বিভিন্ন জায়গায়তে বক্স রাখা হয়েছে- প্রত্যেকটা ডিভিশনে বক্স রাখা হয়েছে যাতে সবাই টেন্ডার জমা দিতে পারেন। এখন উদয়পুর ডিভিশনের কাজ হলে টেন্ডার বক্স যেমন উদয়পুরে রয়েছে তেমনি অমরপুরেও রয়েছে শান্তিরবাজারেও রয়েছে। আবার অমরপুরের ডিভিশনের কাজ হলে— বক্স অমরপুরেও যেমন রয়েছে তেমনি উদয়পুরে এবং শান্তিরবাজারেও রয়েছে। যাতে কোন কন্ট্রাক্টরের টেন্ডার জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়। তবে এক কোটি টাকার বেশী হলে সেটা ওয়েভসাইটে ইন্টারনেশন্যালী টেন্ডার ফর্ম এর নমুনা সহ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী প্রচার ব্যবস্থাও আমাদের চালু রয়েছে।

এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে দুই একটা ডিভিশনে কিছু উশৃঙ্খল যুবক টেন্ডার জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করছে বিশেষ করে গকুলনগরে-আগরতলা ডিভিশন-২ সম্পর্কে বা উদয়পুরে তারা হামলা করেছে। যারা করেছে

তাদের বিরোদ্ধে মানাতে এফ.আই.আর করা হয়েছে। পুলিশ তাদের বিরোদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ঘটনাগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী খুব সহজভাবেই রিপ্লাইটা দিয়েছেন। আসলে মূল সমস্যাটা হচ্ছে টেন্ডার ফর্ম জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে। কারণ যখনই টেন্ডার ফর্ম আনতে যায় তখন অফিসে যে ক্লার্ক আছে— আমি যখন টেন্ডার ফর্ম কিনতে যাই তখন আমার নাম বাড়ী ইত্যাদি সমস্ত লিখে রাখে। পরে মাফিয়ারা সেই ক্লার্ক থেকে জেনে নেয় কারা কারা টেন্ডার ফর্ম নিয়েছে। এরপর তারা যারা টেন্ডার ফর্ম নিয়েছে তাদের বাড়ীতে গিয়ে চড়াও হয়- হামলা করে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখেছি একজন এইরকম কনট্রাকটর তার নাম স্বপন— উনার স্ত্রীকে মাফিয়ারা পিস্তল ধরিয়ে বলেছে টেন্ডার ফর্ম দিয়ে দেওয়ার জন্য এবং স্যার, এই ব্যাপারে মন্ত্রীদের মধ্যে, মন্ত্রীদের চেলাদের মধ্যে ক্ল্যাশ হয়েছে। যারা টেন্ডার ফর্ম কিনে নিয়ে আসে তাদের মাফিয়ারা কিভাবে আইডেন্টিফাই করেছে স্যার। এই অফিসে যে টেন্ডার ক্লার্ক আছে সেও একটা পার্সেন্টেজ টাকা পায়। কাজেই যাদের আইডেন্টিফাইড করেছে মাফিয়ারা তাদের সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না? আর পুলিশের মধ্যে স্যার, আমরা দেখেছি একটা নেকসাস আমরা খোঁজে পাচ্ছি। আজকে নেতাজী কমপ্লেকসে পূর্ত দপ্তরের ডিভিশন যেটা আছে সেখানে কনট্রাকটরা ঢুকতে পারেনা। পুলিশ সেখানে গেইটে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কিছুই করছে না। এরপর টেন্ডার এক্‌সেপ্ট হলে পরে সেই কনট্রাকটরকে অফিসে যেতে হয়— সে সময় তার উপর প্রচন্ড বাঁধা আসে। এই জিনিসগুলি শহরাঞ্চলে বেশী হচ্ছে এবং উনাদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সেই চক্রবর্তী ব্রাদার্স এবং আরো বিভিন্ন জায়গায়, যেমন- রামনগর বর্ডার এলাকায় গোলচক্করে এই রকম বিভিন্ন জায়গায় এইগুলি চলছে। এই ব্যাপারে কয়জনকে পুলিশ আটক করেছে? আর যারা টেন্ডার দেন তাদের যাতে মাফিয়ারা আইডেনটিফাই না করতে পারে। আর যারা মাফিয়া রয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও বলেছেন যে বিভিন্ন দপ্তরে ক্রিমিন্যালদের দৌরাত্ম রয়েছে— এই সব ক্রিমিন্যালদের দৌরাত্ম বন্ধ করার জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

এখন অনেক ঠিকাদার বাড়ীতে বসে রয়েছেন কাজ না পেয়ে। ঐ ক্রিমিন্যালদের হাতে টাকা গুজে টাকার বিনিময়ে জিনিসগুলি করছে এবং সমস্ত কাজগুলো রিক্যুজিশানের মাধ্যমে হচ্ছে। রিক্যুজিশনের ব্যাপারে যে হাই রেইটে কাজগুলো হচ্ছে এই বিষয়গুলো যাতে উনি উনার বক্তব্যের মধ্যে রাখেন।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আমি বলেছি কিছু কিছু এই ধরনের উচ্ছৃংখল যুবক টেন্ডার দেওয়া এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অফিসে এই ধরনের ঘটনা তারা করছে। সেগুলি সম্পর্কে যখন যেখানে অভিযোগ পাওয়া গেছে সেগুলি সম্পর্কে সরকার খুব শক্ত হাতে ব্যবস্থা নিয়েছে।

**দ্বিতীয়ত ঃ** এই বিষয়গুলি যখন আসে তখনই আমরা এইসমস্ত ডিসেন্ট্রালাইজ করলাম। ঠিকাদারদের এই কথা বলা হয়েছে যে সমস্ত ঠিকাদাররা টেন্ডার দিতে যাচ্ছেন বাঁধা পেলে পরে সুনির্দিষ্ট থানার কাছে বিশেষ করে নেজাজী চৌমুহনী সম্পর্কে যেটা বলেছেন পুলিশকে সেইভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে তারা যাতে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা কর্মী নিয়ে টেন্ডার জমা দিতে পারেন, সেই নির্দেশও তাদের কাছে দেওয়া আছে। টেন্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে উনারা খুব ভাল করে জানেন যে অফিসে গিয়ে টেন্ডার দিতে হবে তা না পোস্ট অফিসের মাধ্যমে অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা এখানে দেওয়া আছে। এখন এইরকম রেইট বা হাই রেইট এই সমস্ত না। রেইটের ব্যাপারে স্টেট অ্যাডভাইজারী বোর্ড আছে তারা সমস্ত কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, তারা সমস্ত বিচার বিবেচনা করে কাজের কি রেইট হবে না হবে তারা এগুলি নির্দ্ধারন করেন। এবং সেটাই চুড়ান্ত হিসাবে দেওয়া হয়। তারা যদি হাই রেইট দেখেন আমি নিজেও দেখেছি তারা অনেক টেন্ডার বাতিল করেছেন আবার নতুন করে টেন্ডার হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা আছে। নির্দিষ্টভাবে যদি কোন অভিযোগ সেখানে আসে একটা ক্ষেত্রেও দেখাতে পারবেন না সেখানে এই সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ-** স্যার, উত্তরটা কি দিল? আমার সাপ্লিমেন্টারীর উত্তর পেলাম না। যখন টেন্ডার হয়, যিনি

টেন্ডার ফর্ম ক্রয় করতে যায়, টেন্ডার ক্রয় করে তখন টেন্ডার ক্লার্ক এর নাম এবং ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে রেখে দেয়। তারপর ঐ ক্রিমিন্যালরা গিয়ে সেখান থেকে টুকে ঠিকাদারদের বাড়ীতে গিয়ে ফর্মগুলি সংগ্রহ করে নেয়। এই যে ঠিকাদারদের নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করার কাজটা সেখানে তাদের পরিচিতিটা কিভাবে গোপন থাকবে?

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন টেন্ডার যারা দেন এটা গোপন কি করে রাখা যাবে? তবু যেহেতু তিনি বলেছেন আমরা ভেবে দেখব।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলীয়নেতা) ঃ-** স্যার, যিনি টেন্ডার ফর্ম ক্রয় করছেন উনার আইডেনটিটি যাতে ডিসক্লোজড না হয় সেই সিক্রেসি মেনটেন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না?

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, আমি জানি না সরকারের কোন জিনিস আজকে গোপন থাকে। মাননীয় সদস্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তথ্য এখানে তুলে ধরেন। এগুলিতো পাওয়ার কথা না, সিক্রেট ডকোমেন্টও এখন চলে যায়। উনি যেটা বলেছেন যে, যারা টেন্ডার ক্রয় করেন তাদের নাম ঠিকানা গোপন রাখা এটাতো একটা না একটা জায়গায় নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে। যে লোকটার উপর দায়িত্ব দেওয়া হলো তারা সবাই যে এর উর্দ্ধে এই কথা কি করে জোর করে বলব যে সেই নাম পাবলিশ হবে না। তবুও মাননীয় সদস্য বলেছেন আমরা বলছি এটা আমরা ভেবে দেখব গোপন রাখার কোনরকম ব্যবস্থা আছে কি না।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা আপনি যখন বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলেন, বছর তিনেক আগে একজন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার সরকারী কাজে একটি গাড়ী (মারুতি অমনি) সাপ্লায়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করেন। এখন ঐ অফিস সংলগ্ন একটি ক্লাব ঐ ক্লাবকে ভিত্তি করে ঔখানে টেন্ডার ফর্ম জমা রাখা হয়। তা নাহলে ঐখানে টেন্ডার ফর্ম জমা দেওয়ার মত কারো ক্ষমতা নেই। সেখানে আমার একজন পরিচিত ছিল। অর্থাৎ ঐ ক্লাবকে যতরকম সন্তুষ্ট করতে, সন্তুষ্ট করার পরে সিঙ্গেল টেন্ডার পেল সে কাজটা পায়। এই ধরনের অনেক ঘটনা আছে। অবশ্য প্রমাণ করা দুসাধ্য কারণ, যে দিয়েছে সে স্বীকার করবে না কিন্তু ঘটনা এইরকম চলছে। এটা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা এখানে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এটাতো কেউ অস্বীকার করছে না। একটা অংশের উচ্ছৃংখল যুবকরা এইসমস্ত অফিসগুলোতে বিভিন্ন সময় তারা হামলা করছেন, হুজ্জুতি করছেন। আমরা যেখানে যতটুকু সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা সমস্ত রকমের উদ্যোগ নিয়েছি। মাননীয় বিধায়ক যেটা বলেছেন— এই ধরনের রিপোর্ট আমাদের কাছেও আছে। যে এলাকায় অফিসটি সেই এলাকার যুবকরা জোট বাঁধে। তাদের পয়সা না দিলে ঠিকাদারদের টেন্ডার জমা দিতে বাঁধা দেয়। এগুলিত আছেই। নির্দিষ্টভাবে যদি কোন অভিযোগ আসে বা আমাদের নজরে আসে বা যে সমস্ত ঠিকাদার টেন্ডার দিতে চান তিনি যদি ইনসিকিউর ফিল করেন তাহলে আমরা তাদেরকে সিকিউরিটি দিয়ে টেন্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করেছি। আমি বলব, এটা ভাল জিনিস যে মাননীয় সদস্যরা এটা নিয়ে তুলেছেন। তবে শুধু পূর্ত দপ্তর একার পক্ষে এর সমাধান করতে পারবে না। এটা সম্পর্কে সচেতনতার প্রয়োজন আছে। যাতে এই কাজগুলির মধ্যে অসুবিধা ত্রুটি না হয় সেই সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই ভূমিকা এবং দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব পালনে আমরা সবাই এগিয়ে আসবে এই আশাটুকু আমি প্রত্যেকের কাছেই রাখছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) ঃ-** এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার- ৬।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার- ৬।

শ্রী সুধীর চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার- ৬।

প্রশ্ন ঃ

১) উদয়পুর নগর পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত চক বাজারটি সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

২) থাকলে কি ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলে আশা করা যায়? না থাকলে তার কারণ?

উত্তর ঃ

১) উদয়পুর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত চক বাজারটি সংস্কারের কাজ পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনা মাফিক চলছে।

২) (ক) প্রথমতঃ চক বাজারস্থিত চাল বাজারে ১৮টি পাকা স্টল ঘর নির্মাণ করে চাল ব্যবসায়ীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে মৎস্য বাজারের পুর্ননির্মাণ, দুধ বাজারের নির্মাণ ও তৎসংলগ্ন পাকা ড্রেইন ও রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

(গ) তৃতীয় পর্যায়ে চক বাজারে আরো ১২টি মুদি দোকান ঘর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এইসব কাজগুলি এম.পি.এল.এ.ডি স্কীমে মঞ্জুরীকৃত অর্থে সম্পন্ন হয়েছিল। বর্তমানে চক বাজার সংস্কারের জন্য হাতে কোন অর্থের সংস্থান নেই। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হলে চক বাজারে আরো স্টলও ওপেন সেড নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে পর্যায়ক্রমে সংস্কারের কাজ চলছে। এই চক বাজারটি ১০০ বছরের পুরোনো বাজার। এখন সেখানে মুদি দোকান ঘরগুলি এবং সজি বিক্রির জন্য যে সেডগুলি আছে এগুলি এখন ব্যবসায়ীদের পক্ষে ব্যবসা করার অযোগ্য হয়ে পেড়েছে। এটাকে অবিলম্বে একটা পরিকল্পনা নিয়ে সংস্কারের কাজটি দ্রুত করা হবে কি না?

শ্রী সুধীর চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি উল্লেখ করেছি যে আমরা কিছু কাজ করেছি এবং আগামীদিনে বাকী কাজগুলির জন্য উদ্যোগ নেব।

শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি না, এই চক বাজারে স্থায়ী পাকা স্টল কয়টা আছে? এই স্টলগুলি কোন সালে নির্মাণ করা হয়েছিল? আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রীর এটা জানা আছে কি না যে উদয়পুর চক বাজারে ইতিপূর্বে একটা চাঁদিনা বাজার ছিল। এটা এই রাজ্যে যখন জোট সরকার ছিল তখন কোন কারনেই যেইউক একসিডেন্ট হয়ে বাজারটি পুড়ে যায়। কিন্তু তারপর থেকে এখন পর্য্যন্ত এই যে চাঁদিনা বাজার এটাকে পুর্ননির্মাণ করার জন্য কোন পরিকল্পনা ছিল না। কাজেই এটার জন্য কোন পরিকল্পনা দপ্তরের আছে কি না?

শ্রী সুধীর চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এখানে স্টলগুলি কোন সময়ে নির্মাণ করা হয়েছিল এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না। দ্বিতীয়তঃ চাঁদিনা বাজারের বর্তমান অবস্থা দূর করার জন্য আমাদের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। বাজার সংলগ্ন একটি সুপার মার্কেট রয়েছে। এটা তিনতলা দালানের মধ্যে রয়েছে। এখানে কিছু খালি জায়গা রয়েছে। আমরা চিন্তা করছি এই সুপার মার্কেটকে ভিত্তি করে সেখানে যে খালি জায়গাগুলিতে রাস্তার উপর যে সব ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদেরকে শিফট করে ঐ বাজারটিকে উন্নত করার জন্য আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, চক বাজারে যে স্থলগুলি আছে ঐ বাজারটাকে তো এখন শিফট করা হচ্ছে না। এই বাজারটা যদি সংস্কার করা না হয় তাহলে পরে এখানকার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারবে না। এখন এটা ব্যবসা করার অযোগ্য অবস্থায় আছে। এটাকে সংস্কার করার উদ্যোগ সার্বিকভাবে নেওয়া হবে কি না?

শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ- এটা তো স্যার, আমি উল্লেখ করেছি আমরা দেখব।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) ঃ-** এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার- ২৯।

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ২৯।

**১ নং প্রশ্ন ঃ-** এডিসির ক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কোন আলোচনা করেছে কি না? করে থাকলে তার বিবরণ, আলোচনার তারিখ ও প্রতিক্রিয়া সমেত।

**উত্তর ঃ-** এডিসির ক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে এখনো আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। গত ১৪-০৩-০১ ইং কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহমন্ত্রালয় থেকে এই সংক্রান্ত কিছু মতামত চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে একটা চিঠি পাঠায়।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রস্তাবের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিক্রিয়া কি?

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, আমরা যখন সেই ১৪-০৩-০৩ ইং তারিখে পেয়েছি, আমরা আলোচনা করে আমাদের মন্ত্রীসভা থেকে একটা উত্তর দেয়া হয়েছে। উত্তর দেওয়ার পর আর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আর কোন প্রতিক্রিয়া আমরা জানতে পারিনি। তবে পরে তারা আরও একটা চিঠি পাঠিয়েছেন কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করে। সেই চিঠিটার মোটামোটি ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম— ষষ্ঠ আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদের যে ষষ্ঠ তফশীল পরিবর্তন সাপেক্ষে। এখানে তার কারণ হিসাবে বলেছেন যে সেখানে স্বশাসিত জেলা পরিষদের ক্ষমতা হস্তান্তর এই সমস্তগুলি। এই সব বিষয়ে এখনো চূড়ান্তভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এবং তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আর কোন চিঠি আসেনি।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন সেখানে দেখা যায় বিশেষ করে রাজ্য সরকারের যে নেগেটিভ মনোভাব এটা পরিস্ফুঠিত হয়েছে। ৭৩তম এমেন্ডমেন্ড এটা যে পঞ্চায়েত এবং নগর পঞ্চায়েতকে একাদশ তফশীল এবং দ্বাদশ তফশীল এ যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতাও বর্তমানে এডিসির হাতে নেই। অথচ এডিসির হাতেও পঞ্চায়েতের সংস্থান রয়ে গেছে। এখন রাজ্য সরকার একাদশ তফশীল মোতাবেক পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দিয়েছে সেই ক্ষমতাও এডিসিকে দেওয়া সম্ভব নয়। এডিসির হাতে যদি সেই ক্ষমতা না থাকে তাহলে এডিসির পক্ষেও পঞ্চায়েতকে সেই ক্ষমতা দেওয়া সম্ভব না। এই অবস্থায় এডিসি এলাকার পঞ্চায়েতকে সেই ক্ষমতা দেওয়া সম্ভব না। সেখানে পাহাড়ে গ্রামেগঞ্জে একটা প্রতিবন্দকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থাটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে যখন হোম মিনিস্টার এসেছিলেন মিঃ আদবানী তাকে আমরা জানিয়েছিলাম। উনি স্বীকার করেছেন জিনিষটা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটা পজিটিভ রেসপন্স দেওয়া দরকার।

শ্রী অঘোর দেববর্মা মহোদয় যখন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ছিলেন তখন উনি আমাদেরকে নিয়ে একবার বৈঠকে বসেন। ঐখানেও বিস্তৃত ভাবে আমরা প্রপোজাল দিয়েছি। এবং অঘোর বাবু কথা দিয়েছিলেন যে তিনি এইগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন তাতে কোন মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের কি আলোচনা হয়েছে এটা সম্পর্কে উনি কোন কথা বলেননি।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য আপনি স্পেসিফিকভাবে বলুন। এটা নিয়ে তো অনেক আলোচনাও হয়েছে।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** আমি স্পেসিফিক বলছি স্যার। আর দ্বিতীয়তঃ যদি কোন মিনিস্টার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় খুশি হতে না পারেন, ফেবারেবল কোন কিছু না পান তা হলেতো মুখ্যমন্ত্রীকেও অনুরোধ করতে পারেন যে আপনি আলোচনা করেন। রাজ্যসরকার যেহেতু এটাতে উৎসাহিত, বরং যে ধরনের মনোভাব উনি ব্যক্ত করেছেন এটা সম্পূর্ণ মোর পাওয়ার দেওয়ার বিরুদ্ধে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী এটা রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করে যেভাবে কার্বিয়ালং.........................................।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য এটা নিয়ে তো কালকে আলোচনা হয়েছে বিস্তারিত ভাবে। আপনি সংক্ষেপে বলুন।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** ঠিক আছে স্যার। আমি জানতে চাইছি এই ধরনের পদক্ষেপ নেবেন কি না?

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, আমি এটা আলোচনা বলতে ঠিক সেই রকম ভাবে বুঝাইনি। আমাদের যে করসপন্ডেন্ট হয়েছে আমি সেটাকে বলছি। আমি করসপন্ডেন্টটা পড়ে শুনালাম। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কাছে কতগুলি ব্যাপারে আমাদের মতামত চেয়েছে, আমরা একটা ইন্টারিম মতামত পাঠিয়েছি। তার পরেও বলেছি যে এই বিষয়ে আমরা ফারদার আমাদের মতামত জানাব। এই ব্যাপারটা রয়েছে। আর যেটা বলেছেন ক্ষমতা সম্পর্কে— ৭৩তম সংশোধন হয়েছে ষষ্ঠ সিডিউলের তার এমেডমেন্টের অনেক পরে। কাজেই নগর পঞ্চায়েত ৭৩ এবং ৭৪তম এমেডমেন্ট এটা সম্ভবত ৯৩-৯৪ ইং সনে হয়েছে। কাজেই এর সাথে এডিসির যে এমেডমেন্ট যে এ্যাম্পাওয়ারমেন্ট পঞ্চায়েতগুলিতে এটা আসেনা। এবং সেখানেও যখন আমাদের এখানে ডিস্ট্রিক রুর‍্যাল ডেভলাপমেন্ট এজেন্সি এবং ডিস্ট্রিক প্লেনিং কমিটি ঠিক সেই রকমভাবে আমাদের এখানে হয়নি। কারণ কিভাবে ডিস্ট্রিক্ট প্লেনিং কমিটি হবে, ডিস্ট্রিক প্লেনিং কমিটি হতে হলে ৭৩, ৭৪ এমেডমেন্ট যেখানে তার এপ্লিকেবল উখানেই হবে। এই জায়গায় আমরা এখনো ক্লারিফিকেশান গভারনমেন্ট অব ইন্ডিয়া থেকে পাইনি। আর যে জায়গায় বলেছেন যে রাজ্য সরকারের মনোভাব নেই এটা সেই রকমভাবে প্রশ্নই উঠেনা, কারণ এটা এখনো ইন্টারিওজ স্টেইজে আছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদের মতামত চাওয়ার পর আমাদের মতামত দেওয়ার পর এটা করতে হবে এটা করতে হবে না এই রকম কোন হয়নি। আর এই জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের আলোচনা হয়না। এই আলোচনাটা হচ্ছে এন্টায়ারলি রাজ্য সরকারের সাথে। যে চিঠি এসেছে তার আলোচনার যে উত্তর ইত্যাদি এটা কোন দপ্তর থেকে নয় এটা রাজ্য সরকারের সাথেই আলোচনা হয়। কাজেই এই জাগাতে শুধু ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার না মুখ্যমন্ত্রী এবং সমস্ত মন্ত্রীগণ যুক্ত।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ-** সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, ন্যাশনল কমিশন অন কনস্টিটিউশান রিভিও তারা এডিসির এ্যামপাওয়ার সম্পর্কে একটা স্কীম তৈরী করে প্রত্যেক রাজ্য সরকারের কাছে এবং পলিটিক্যাল পার্টির কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কোন রকম আলোচনা বা তাদের মনোভাব কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন কিনা? বা ঐ রিপোর্ট নিয়ে কোন রকম ডিসকাশন হয়েছে কিনা?

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, এই যে চিঠি পাঠিয়েছেন এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার সেখানে হাই লেবেলে আলোচনা করেছেন। কেবিনেট মিটিংএ মিনিস্টার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, মিনিস্টার রুর‍্যাল ডেভলাপমেন্ট, চীফ সেক্রেটারী, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী আর. ডি. এবং সেক্রেটারী 'ল' সহ এই মিটিংএ আলোচনার পরই আমরা আমাদের ইন্টারিম যে আলোচনা আমি পড়ে শুনালাম এটা পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এর পর কেন্দ্রীয় সরকার তার পরিপ্রেক্ষিতে ফারদার কোন আলোচনার জন্য ডাকেননি এবং আমাদের ফারদার কিছু দেননি। এই জায়গায় এটা রয়েগেছে। কাজেই এই জায়গায় রাজ্য সরকারও চায় এমপাওয়ারমেন্ট কিন্তু এটা রাজ্য সরকার চাইলে তো হবে না। এর জন্য সংবিধান সংশোধন করা দরকার এই জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট তার স্টেট গভর্ণমেন্টকে প্রয়োজনে ডাকতে পারেন ঠিক সেই রকম আলোচনা এখন সংগঠিত হয়নি।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এডিসির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার-এর যে আলোচনা চলছে তাতে কিন্তু আর একদিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ন্যূনতম ক্ষমতা বৃদ্ধি করা রাজ্য সরকারের আছে। সেটা কার্য্যকরী করে রাজ্য সরকার এডিসির ক্ষমতা বৃদ্ধি করাবেন কি না? আর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য এই বিধানসভার তরফ থেকে সর্ব দলীয় কমিটি গঠন করে আলোচনা করার কোন প্রস্তাব আছে কি না?

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, এই এমেন্ডমেন্টের বাইরেও কি ভাবে আরও এডিসিকে স্টেংথেন করানো যায় এটা গতকালও আলোচনা হয়েছে। গতকাল যে সার্কোলার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সেখানে আমি পরিস্কার বলেছি যে আমাদের পরিকাঠামোগত দুর্বলতার কারনে এখন নট অনলি এডিসিকে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতকেও ঠিক সেই রকমভাবে ডেলিগেইট করা যায়নি। ইট ইজ আনডার এক্সসাইজ ইন একজামিনেশন। এই ক্ষেত্রে এডিসিকে মোর এমপাওয়ারমেন্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের তাতে কোন দ্বিমত নেই। এবং এটা আমরা চাইছি। এখন বিধানসভা থেকে এটা হবে কিনা লিডার অব দ্যা হাউস থাকলে বলতে পারতেন এখন অবশ্য তিনি নেই। তবে আমার তরফ থেকে কোন আপত্তি থাকবে না।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** স্যার, ত্রিপুরাতে রেল সম্প্রসারনের দাবিতে আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম। তখন আমরা ঐ সর্বদলীয় কমিটি গিয়ে দিল্লীর রেল মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি। কাজেই এটা এডিসির মোর পাওয়ার এটা নিয়ে কেন হবে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না ? আপনি এখন যেহেতু ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সেই জন্য আপনাকে আমি বলছি যে এই প্রসঙ্গটা আপনারই দিল্লীতে তোলা উচিত ছিল এবং ওখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন কিংবা ডেপুটি প্রাইমিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন এমন কোন নজির আপনি দেখাতে পারেননি। অথচ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার এবং ট্রাইবেল লিডার, দ্বিতীয়ত, আমি জানি না এই লবি থেকে এই রকম প্রস্তাব চিন্তা ধারার মধ্যে আছে কিনা। যেখানে রেল দাবি নিয়ে, ওবিসি দাবি নিয়ে এই রকম হয় সেখানে এই দাবি নিয়ে কেন হবে না। এবং এটা আরও বেশী প্রায়রিটি পাবে না কেন এটা মাননীয় মন্ত্রী চিন্তা করে দেখবেন কিনা ?

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, এই প্রথম মাত্র আমি দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। কাজেই দিল্লী যাওয়ার এখনও আমার সুযোগ হয়নি। নিশ্চয়ই ভবিৎষ্যতে দেখবেন আমি সেখানে দায়িত্ব পালন করি কিনা। আপনারা যেটা বলেছেন, এই হাউস থেকে সর্বদলীয় প্রতিনিধি বা এখান থেকে কোন প্রস্তাব যাবে কি না নিশ্চয়ই আমি এটার সাথে একমত। কারণ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের ওভার অল ডেভলাপমেন্ট পিস, ট্রাংকুলিটি সাসটিনিটি এভ্রিথিং ইজ ডিপেন আপন দিস। কাজেই এই সম্পর্কে আমার কোন দ্বিমত নেই। আমিও চাই এই রকম একটা প্রস্তাব যাক। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো এখন এখানে নেই তিনি থাকলে হয়তো বলতে পারতেন। তবে আমাদের তরফে কোন আপত্তি নেই।

**শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলীয়নেতা) ঃ-** স্যার, এডিসির ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশ্নের কথা হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয় রাজ্য সরকার এই এডিসি ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে আন্তরিক কিনা আমার সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কারনে যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প হলো মিড-ডে-মিল। সারা রাজ্যে চালু হয়েছে দেখা গেল এডিসিতে যখন মিড-ডে-মিল চালু হলো সেখানে এডিসি কর্তৃপক্ষকে কনফিডেন্সে আনা হলো না কেন ? মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে জানাবেন কি না ?

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, এটা মনে হয় মাননীয় বিরোধী দলনেতা এই সম্পর্কে তিনি খবর রাখেননি। সর্বশিক্ষা অভিযান, মিড-ডে-মিল স্কীম একটা কমিটি তৈরী হয়েছে একরডিং টু দি গাইড লাইন অব দ্যা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট। এবং সেখানে এডিসিকেও যুক্ত করা হয়েছে। সাবসিকিউয়েন্টলি এডিসি থেকে তারা বলছে যে এই কমিটি কমপোজিশান এটা অন্য রকম হওয়া দরকার। এবং সেখানে এডিসির দুই জন এগজেকিউটিভ মেম্বার সহ আন্ডার চেয়ারম্যানশীপ অব অনারেবল এড্যুকেশান মিনিস্টার এবং আমি নিজেও মিটিং করি। এবং এই বিষয়ে অলরেডি ডিসলব হয়েছে এবং সেই জায়গাতে কোন ধরনের ডিস পিউট নেই।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

**শ্রী সমীর দেব সরকার (খোয়াই) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং - ১৩২

**শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং - ১৩২

প্রশ্ন ঃ

১) খোলা জায়গায় মাংস, দুধ, মিষ্টি, কাটাফল ইত্যাদি বিক্রি নিষিদ্ধ কি না?

২) দুষিত ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক খাদ্যদ্রব্য এবং ভেজালযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে কী কী ব্যবস্থা কার্য্যকর আছে ? এবং

৩) প্রতিটি মহকুমা ও ব্লক স্তরে ঐসব খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করার জন্য পরিদর্শক অথবা এ ধরনের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা কত?

উত্তর ঃ

১) খোলা জায়গায় মাংস, দুধ, মিষ্টি, কাটাফল ইত্যাদি বিক্রি নিষিদ্ধ।

২) দুষিত ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক খাদ্যদ্রব্য এবং ভেজালযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয় এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৩) প্রতিটি মহকুমা ও ব্লক স্তরে খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করার জন্য পরিদর্শক অথবা এ ধরনের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী নেই তবে এ সমস্ত কাজ তদারকির জন্য জেলাস্তরে একজন করে ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার এবং ফুড ইন্সপেক্টর আছেন। খাদ্য পরিদর্শকগণ নিজ নিজ জেলার বিভিন্ন বাজার এবং দোকান থেকে খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করে থাকেন।

**শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্য জুরে টোট্যাল সেনিটেশান নিয়ে খুব তোলপাড় হচ্ছে। আমরা দেখছি রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে মাছ বাজার, মাংস বাজার বা খোলা বাজার সেখানে মাছি, ধুলাবালি প্রতিনিয়ত পড়ছে এবং এই খাদ্যগুলো সাধারণ মানুষ অনেক জায়গায় ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে একজন অফিসার আছে কিন্তু সাব-ডিভিশানে বা ব্লক লেভেলে এগুলো দেখার জন্য লোক নেই। কিন্তু একসময় ছিল হেলথ দপ্তরের। এটা বন্ধ করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা? শুধু এটা নয়, ভোজ্য তেল, আটা ময়দা এমনকি পানীয় জলের বোতল এগুলোতে ভেজাল মিশে যাচ্ছে। যেগুলো মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। এটা বন্ধ করার জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

**শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ-** উত্তর থেকে বুঝা গেছে স্বাস্থ্য দপ্তর এই জায়গার মধ্যে খানিকটা আমাদের ইনফারষ্ট্রাকচারের সটেজস রয়েছে। যেভাবে সমস্যাটা আসছে তাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এই জায়গাটাতে আরোও গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। কারন মানুষকে আমরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য বলছি, অন্যদিকে যারা ভেজালকারী, মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ব্যবসা করতে চান তাদের বিরোদ্ধে যাতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য পুরো বিষয়টাই আমাদের দপ্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে, যাতে এটাকে আরোও স্ট্রেং করতে পারি।

**শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা তো দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, প্রথম প্রশ্ন ছিল খোলাবাজারে মাছি যেখাবে ভন ভন করছে এবং ধূলাবালি পড়ছে এটা শুধু ইনফারষ্ট্রাকচারের কথা না, টোট্যাল আরো কিছু প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা। এবং সেখানে প্রতিষ্ঠানের যে সুপারিশ আছে নগর পঞ্চায়েতের যে সুপারিশগুলো আছে সেগুলো থেকে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা? এটাকে কার্যকরী করার জন্য চিন্তা করা দরকার।

**শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, মাননীয় সদস্য যে সাজেশান এখানে রেখেছেন উনাকে আমি ওয়েলকাম করছি এবং আমাদেরও মনে হয়েছে এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই সবাইকে যুক্ত হওয়া উচিৎ। বিশেষ করে যে সমস্ত নির্বাচিত সংস্থাগুলো আছে তাদেরকে যুক্ত হওয়া দরকার।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় (বনমালীপুর) ঃ-** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, দুষিত খাদ্যদ্রব্যগুলোর সেমপল নিয়ে উনারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। আমরা কি জানতে পারি গত আর্থিক বছরে দুষিত এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কোন দ্রব্য

ডিটেক্ট করেছে কি না ? এবং ডিটেক্ট করে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

**শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, এটা একটা কনটিনিউস ওয়ার্ক, এই মুহূর্তে আমার কাছে এর সংখ্যা এবং কি অ্যাকশান নেওয়া হবে এটা আমি বলতে পারব না।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ-** এডমিটেড কোয়েশ্চান নং - ১৬৩

**শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং - ১৬৩

**প্রশ্ন ঃ**

১) রাজ্যে ম্যালেরিয়া রোগী নির্মূল করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

**উত্তর ঃ**

১) আমাদের দেশে ১৯৫৮ সালে জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণ কর্মসূচী শুরু হয়, কিন্তু নানা কারনে ম্যালেরিয়ার পুনরুত্থান ঘটে। তাই নির্মূলীকরণের পরিবর্তে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে জাতীয় ম্যালেরিয়া বিরোধী কর্মসূচী নামে সংশোধিত কার্য্যক্রম গৃহীত হয়। এই কার্য্যক্রমের নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্যে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদি নিম্নরূপ ঃ-

ক) দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা — এজন্য ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রামে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রয়োজনুসারে ম্যালেরিয়ার ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র বা জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে এছাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে রাজ্যের সমস্ত চিকিৎসালয়ে ম্যালেরিয়া রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

খ) রক্তের স্লাইড সংগ্রহ— স্বাস্থ্য কর্মীরা জ্বরের রোগী খোঁজ করে ম্যালেরিয়ার জীবানু আছে কি না তা নিরূপনের উদ্দেশ্যে রক্তের স্লাইড নেয়।

গ) মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য— আগরতলা পৌর এলাকা ছাড়া রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে ঘরে ঘরে ডিডিটি নামক কীটনাশক ছড়ানো হয়। প্রতিবারে ৭৫ দিন করে বছরে দুইবার এই কীটনাশক ছড়ানো হয়। আগরতলা পৌর এলাকায় মশার লার্ভা ধ্বংসের জন্য সব সময়ই ড্রেনে কীটনাশক ছড়ানো হয়।

ঘ) ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা— যতদূর সম্ভব মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য মশারি ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ঙ) জনসচেতনতা বৃদ্ধি— এই লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচীর সঙ্গে জুন মাসকে ম্যালেরিয়া মাস হিসাবে পালন করা হয়।

চ) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা— দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের প্রতিবছর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ম্যালেরিয়া রোগ ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ব্যধির রোগ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর ম্যালেরিয়া রোগে বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে মানুষ মারা যাচ্ছে। কাঞ্চনপুর, ছাওমনু, গন্ডাছড়া, অমরপুর এবং সাব্রুম এলাকায় সর্বদাই ম্যালেরিয়া রোগে প্রতি বছর লোক মারা যাচ্ছে এবং আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়ও দেখি। কিন্তু এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এবং উনি যে তথ্য দিয়েছেন তার অর্ধেকই অসত্য।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** আপনি সাপ্লিমেন্টারী স্পেসিফিক কি জানতে চান সেটা বলুন।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ-** ম্যালেরিয়ার যে সময়টা উনি ধরেছেন তার আগে থেকে কেন প্রটেকশান নেওয়া হয় না ? যারা অতি দরিদ্র উপজাতি রয়েছে তাদের মশারি দেওয়ার কোন চিন্তা আছে কিনা ? ডিডিটি ছড়ানো হচ্ছে না কেন ? আর রক্ত পরীক্ষার কথা বলছেন স্যার, রইস্যাবাড়ীতে রক্ত পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেই। তারপরে গোবিন্দবাড়ীতে, টাকারজলাতেও

রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন ?

**শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, ম্যালেরিয়া নির্মূল করবার বিষয়টা এটা একটা ন্যাশনাল প্রবলেম। ম্যালেরিয়া নির্মূল করার বিষয়টা শুধু আমার ক্ষেত্রে নয় এবং তার জন্য গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তার যে গাইড লাইন রয়েছে সেই অনুযায়ী আমরা সেখানে অভিযান করছি স্টেটের ম্যালেরিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। মাননীয় সদস্য অনেক অভিযোগ এনেছেন কাজগুলির সম্পর্কে স্পেসিফিক বললে ভাল হয়। তবে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে যে উদ্বেগ এটা সকলের মধ্যেই উদ্বেগ আছে, এই রোগ সম্পর্কে আমাদের মধ্যেও আছে। কেন এটাকে আমরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছিনা। স্যার, যে তথ্য আছে তাতে দেখা যায় যে ২০০১ সালে আমাদের রাজ্যে প্রায় ১৮ হাজার পজেটিভ কেইস্ পাওয়া গেছে তা পরের বছরে কমে হয়েছে প্রায় ১৪ হাজারের মত। এই বছরের পুরো হিসাব এখোনো আমাদের হাতে আসেনি। উনি যে সাজেশানগুলি রেখেছেন এবং এটা কেন আগে থেকে করতে পারছেনা ? স্যার, এটা নিয়ে জাতীয় স্তরেও আলোচনা হয়েছে এটা অনেকগুলি ফেক্টের উপর নির্ভরশীল। আমাদের উত্তরপূর্বাঞ্চলের যে ক্লাইমেটিক কনডিশন অনুসারে আমাদের রাজ্যে আগেই বর্ষা শুরু হয়ে যায় এবং রেইনফলের যে পার সেন্টিজ তাতে বলা হয়েছে যে ইকলজিক্যাল তারতম্য রয়েছে সারা দেশের ক্ষেত্রে এটাও নর্থ ইষ্টার্ণ রিজনের স্টেটের জন্য মশাকে নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারার আর একটা অন্যতম কারণ। এবং সেখানে আমরা আলোচনা করেছি যে মার্চ মাসের আরম্ভ থেকে ডিডিটি স্প্রে করছি এটাকে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে শুরু করা যায় কিনা। দ্বিতীয় স্লেপে জুলাই মাসে যখন ডিডিটি স্প্রে সিজন হয় তখন নাকি আমাদের স্টেটে ফুল বর্ষা মরসুম থাকে। ফলে এটার কার্যকারীতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। এটার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। মসারি দেওয়ার যে প্রকল্পের কথা বলছেন এটার সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থের লোকেরাও বলেন যে একটা মাত্র মসকোয়েটু নেটস সুরক্ষা এখানে। স্যার, আমাদের যারা নাকি ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ আছেন। যারা এভাবে বছরের পর বছর কাজ করছেন তাদেরর ধারনা হচ্ছে ডিডিটি বা যে কীটনাশকই আমরা ব্যবহার করিনা কেন এটার কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ যে লিকিউড গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া সাপ্লাই করছে এটাই আমরা দিচ্ছি। এটা কত দিনের পুরোনো এবং কত দিন কার্যকারিতা থাকবে এটা নিয়ে নানান প্রশ্ন আমরাও তুলেছি সেগুলো স্বাস্থ্য মন্ত্রক (ভারত সরকার) পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। এবং ১৯৯৫ সালে ভারতসরকারের কাছে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, বিহার, পশ্চিম বাংলা, উত্তরপূর্বাঞ্চলের আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা মশা বিরোধী অভিযান চালাই। মহারাষ্ট্রে মসকোইটির পাইলটের উপর একটা প্রজেক্ট জমা দেয়। এবং ভারত সরকার সেটাকে একসেপ্ট করে। পরীক্ষামূলক আমাদের রাজ্যেও ১৯৯৫ সালে ৩৫ হাজার মশারি তারা দিয়েছে এবং তার পর থেকে ভারত সরকার থেকে আর ভাল মশারি আসেনি। ২০০০ সালে তারা ৭৫০টি মশারি পাঠাই। আমরা বলেছিলাম যে ১ লক্ষ মশারী দিতে হবে। সারে চৌদ্দ হাজারের মত ২০০১ সালের ডিমান্ড অনুসারে তারা সাপ্লাই করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময় পায়নি। এই নিয়ে দপ্তরে আলোচনা আমরা করেছি। মানুষকে সচেতন করার পাশা পাশি তার যে অভ্যাসগত সেটা মানুষের জীবন ধারার মধ্যে পরিবর্তন আনা যায় কিনা। বিশেষত আসাম আগরতলা রোড মেলেরিয়া অঞ্চল। এই অঞ্চলটি মোস্টলি ট্রাইবেল এরিয়া এবং পাশাপাশি কিছু সমতল জায়গার মধ্যেও আমরা চিহ্নিত করেছি সেগুলি আমরা আইডেনটি করেছি এবং একজেক্ট রিকোয়্যারমেন্ট আমরা গভর্ণমেন্টের কাছে নিয়ে আসছি। স্বাস্থ্য দপ্তর একা পারবেন আমি মনে করিনা কিন্তু অন্যান্য সমস্ত দপ্তরগুলিকে ক্লাব করতে পারি। গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া এই মশারি স্কিমটাকে উঠিয়ে দেয় তাহলে আমরা কি করবো। আমরা দেখছি আমাদের রাজ্য সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কতটা কভার করাতে পারি মশারি দিয়ে।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বোয়ালখালি, ভগীরথ, দলপতি, রতন নগর এই সমস্ত অঞ্চলে ডিডিটিসেপ্র করা হবে কিনা আমি স্পিসিফিক জানতে চেয়েছি। আর ম্যালেরিয়া কত প্রকার। ডাঃ বাবুরা বলছেন ছেলেগ্রাম ম্যালেরিয়া, মেলেগ্রাম ম্যালেরিয়া হলে পরে এই ঔষধ এখানে পাওয়া যায়না মানুষ

মারা যায়। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী কি জানাবেন ?

**শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, আমার কাছে ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত ন্যাশনাল এন্টি ম্যালেরিয়া প্রোগ্রাম এবং তার যে অ্যাকশান প্ল্যান পুরোটাই রয়েছে। আপনি যদি বলেন স্যার, আমি পড়ে দিতে পারি কত রকমের ম্যালেরিয়া আছে, কত প্রকার মশা আছে। আমাদের রাজ্যে বিশেষ ভাবে কি ভাবে এফেক্টেড হচ্ছে আপনি সময় দিলে সবটাই আমি পড়ে দিতে পারি।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** আপনি লে করে দিন।

**শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ-** স্পেসিফিক্যালি মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবু যে প্রশ্নটা করেছেন দলপতি, ভগীরথ সেই সব জায়গায় ডিডিটি স্প্রে করা হয়েছে কিনা এটা খবর নিয়ে দেখব স্যার।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রীজ্যোর্তিময় নাথ।

**শ্রী জ্যোর্তিময় নাথ (কদমতলা) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১৯৯।

**শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১৯৯।

**প্রশ্ন ঃ**

১) রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা কত ?

২) ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং প্রয়োজনীয় এনেসথেসিষ্ট অতি সত্বর নিয়োগ করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত বিভাগগুলিতে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও এনেসথেসিষ্ট নিয়োগ করা হবে।

১) রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মোট সংখ্যা ২১ জন।

২) ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেওয়ার জন্য সরকারী নির্দেশ গতকাল জারী হয়েছে। বর্তমানে এনেসথেসিষ্ট-এর সংখ্যা খুব কম। তাই আমরা শীঘ্রই এনেসথেসিষ্ট দিতে পারব না।

৩) এই প্রশ্নের উত্তর আমি বলেছি স্যার।

**শ্রী জ্যোর্তিময় নাথ ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই নির্দেশ কবে পর্য্যন্ত পৌঁছবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

**শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, সেটা যত শীঘ্র সম্ভব আমরা চেষ্টা করব।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ-** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছেন এনেসথেসিষ্ট নেই সে জন্য দেওয়া যাবে না তাহলে ইমারজেন্সী ডেলিভারী কেইসের সময় ডাক্তাররা কি ভাবে এনেসথেসিষ্ট-এর ব্যবস্থা করেন এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

**শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ-** স্যার, আমাদের রাজ্যে এর আগেও অধিবেশনে এই প্রশ্ন এসেছে। এনেসথেসিষ্ট আমাদের সর্টেজ আছে মাত্র ১৩ জন রয়েছেন। আমাদের জিবি হাসপাতালে অনেকগুলি ওটি চালাতে হয় সে জন্য এখানে ৮জন এনেসথেসিষ্ট আছেন, আরজিএম হাসপাতালে ২ জন, আম্বেদকর হাসপাতালে ১ জন, ত্রিপুরা সুন্দরী এবং আই. জি. এম. হাসপাতালে একজন করে আছেন। এই ধরনের সার্জিকেল কেইস যখন আসে ডাক্তাররা যদি আগে বুঝতে পারেন তাহলে কৈলাসহরে রেফার করে দেন এবং আরও সিরিয়াস কেইস এবং রোগী যদি রেসপন্স করে তাহলে আগরতলায় রেফার করে দেন।

ANNEXTURES - A & B

**মিঃ স্পীকার ঃ-** আজকের কার্য্যসূচীতে ২ (দুইটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি মাননীয় সদস্য জ্যোর্তিময় নাথ কর্ত্তৃক গত ২৬-৫-২০০৩ ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো ঃ-

"গত ১২ই মে, ২০০৩ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'ধর্মনগরে গণধোলাই-এ হত ডাকাতঃ আহত ১০ গ্রামবাসী' সংবাদ সম্পর্কে।"

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১২ই মে, ২০০৩ ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'ধর্মনগরে গণধোলাই-এ হত ডাকাত ঃ আহত ১০ গ্রামবাসী' সংবাদ সম্পর্কে।

গত ১০/১১-০৫-২০০৩ ইং রাত্রি আনুমানিক সাড়ে বারটা থেকে ১১/১২ জনের একদল ডাকাত মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমটিলা বড়গোল নিবাসী শ্রী পরিতোষ নাথ, পিতা নরেন্দ্র নাথ, সাং আমটিলা বড়গোল, থানা চোরাইবাড়ীর বসত ঘরের দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে এবং বাদী ও তার বড় ভাইকে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা রক্তাক্ত ও জখম করে ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র লুঠ করতে থাকে।

বাদী তাদের জীবন সম্পত্তি রক্ষার্থে হাতের কাছে যা ছিল তা দিয়ে ডাকাতদের বাধা দিতে থাকে। সেই সময় একজন ডাকাত বাদীর আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং সেই ফাঁকে বাদী ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ও প্রতিবেশীদের ডাকাতির খবর দেয়। কিছুক্ষণ পর বাদী প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখতে পায় ডাকাতরা তার মা, বড়ভাই, ছোটবোন এবং বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে আসা আত্মীয় স্বজনদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মারাত্মক জখম করে এবং ডাকাতদল বাড়ী থেকে নগদ ২৫,০০০ টাকা ও ৩/৪ ভরি সোনার গয়না ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্রাদি লুঠ করে বাড়ীর উত্তর পূর্ব দিক দিয়ে পালিয়ে যায়।

উক্ত ঘটনায় যারা আহত হয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন — (১) বাদী শ্রী পরিতোষ নাথ, (২) শ্রী আশুতোষ নাথ, (৩) শ্রীমতি শান্তি বালা নাথ, (৪) কুমারী অনিতা নাথ, (৫) শ্রীমতি পূরণ বালা নাথ।

এই ঘটনার সংশ্রবে চোরাইবাড়ী থানায় ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ৩৯৫/৩৯৭/৩০৭ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় একটি কেইস (নং ২৭/০৩) নথীভুক্ত করা হয়। তদন্তকালে ঘটনাস্থলের নিকটে জমির মধ্যে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ডাকাতের মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

ঘটনার তদন্তকালে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। (১) আলীম উদ্দিন, (২) আব্দুল শুককুর, (৩) আব্দুল হক।

ধৃতরা বর্তমানে জেল হাজতে আছেন। অনুমান করা হচ্ছে যে, উক্ত ঘটনা স্থানীয় ও বাংলাদেশী দুস্কৃতকারীরা সংঘটিত করেছে। ঘটনার পর কিছুদিন ঐ এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত। ঘটনাস্থল এবং নিকটবর্তী এলাকায় প্রতি রাতেই বিএসএফ ও পুলিশের রাত্রিকালীন টহল চলছে।

**শ্রী জ্যোর্তিময় নাথ ঃ-** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কদমতলা আউটপোস্টে পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স না থাকায় এবং ভেহিক্যালস না থাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। কদমতলা থানায় ১ ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টায় গিয়ে খবর পৌঁছায়। যদি পর্যাপ্ত পরিমানে ফোর্স ও গাড়ী থাকত, তাহলে এই ঘটনাটা রোধ করা যেত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কি কদমতলা

আউটপোস্টে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফোর্স দেওয়া হবে কিনা এবং ভেহিক্যালস দেওয়া হবে কিনা ?

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের উপক্রত অধ্যুষিত যে এলাকাগুলি সেখানকার থানাগুলিকে আমরা স্ট্রেংগদেন করছি এবং সমতলে এমন বেশ কিছু থানা আছে যেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কনস্টেবল বা মাঝারী স্তরের যে অফিসার সবটা আমরা দিয়ে উঠতে পারছি না। এখানে কিছু ঘাটতি আছে। এখন আমাদের ডিআরএ ট্রেনিং চলছে। ট্রেনিং শেষ হলে পরে তারা যখন বেরিয়ে আসবেন, তাদেরকে নিশ্চয়ই যে সমস্ত থানাগুলিতে ঘাটতি রয়েছে তাদের সেখানে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হবে। নিশ্চয়ই কদমতলাও থাকবে। গাড়ীর প্রশ্নে যেটা বলেছেন, গাড়ীর সংখ্যা বাড়ালেও গাড়ীর এখনও সমস্যা আছে। কাজেই আমরা সেই জায়গায় খোঁজ করে দেখব কিভাবে সাহায্য করতে পারি। আসল সমস্যা কিন্তু থানার ব্যাপার না। আসল সমস্যা হচ্ছে বর্ডার। কাজেই ঐ বর্ডারটার ব্যাপারে বিএসএফকে আমরা এই বিষয়টা দেখবার জন্য বলেছি। আমরা লক্ষ্য করছি, ভোটের আগে থেকে ধর্মনগর মহকুমায়, তার একটা বিরাট বর্ডার এলাকার মধ্যে এই জাতীয় বর্ডার ক্রাইম বাড়ছে, তাতে কখনও কখনও কোন কোন ঘটনায় সন্ত্রাসবাদীদের কেউ কেউ যুক্ত থাকছে আর কোথাও কোথাও এই দুস্কৃতকারী যারা তারা করছে এবং যে কোন ঘটনা ঘটলে একটা প্রবনতা আছে এটার সবটা সন্ত্রাসবাদীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। এটাও ঠিক না। সত্য জিনিসটা জানার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং ডিএম, এসপি, বিএসএফ তাদের একটা মিটিং হয়। সেই মিটিং-এ তারা এই বর্ডার এলাকার মধ্যে কয়েকটা জায়গায় এসপিও রেইস করার জন্য এলাকাবাসীর চাপ আসে। তাতে চারটা এই ধরনের স্পেশাল এসপিও বর্ডার এলাকায় নিরাপত্তা কর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমরা সেংশান করেছি এবং সম্ভবতঃ এগুলি রিক্রুট করে তাদের ট্রেনিং এর কাজ শুরু করবেন। তার বাইরেও এই সমস্ত বর্ডার এলাকার মধ্যে গ্রামরক্ষীবাহিনী যারা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা সেবামূলক, গ্রামের মানুষ তারা সাহায্য করেন। তাদেরকে সেখানে কি করে অরগেনাইজ করা যায় তার চেষ্টা চলছে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, এই যে কাজগুলি তাতে যদি তিনিও তার সংশ্লিষ্ট এলাকার থানাকে, জেলা পুলিশকে সাহায্য করেন তাহলে সুবিধা হবে। আর আমাদের বিএসএফের তরফ থেকে বাংলাদেশের যে বিডিআর আছে তাদের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করে বার বার বলা হচ্ছে, আপনাদের ঐ এলাকা থেকে কিছু মিসক্রিয়েন্টস এসে এই ঘটনাগুলি করছে।

আবার এটাও বুঝতে হবে যে এই এলাকায় যদি তাদের কিছু লিংক ম্যান না থাকে তাহলে তারা এই কাজ করতে পারে না। এবং এখানে এই লিংকম্যান আছে এবং উভয় দিকের দুস্কৃতিকারীরা মিলে এই সব ঘটনা করছে। এই ঘটনায় যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তারা সম্ভবতঃ আমাদের এই এলাকার লোক। এবং এই যে বিষয়গুলি সম্পর্কে যদি এলাকার সমস্ত অংশের মানুষের দিক থেকে একটা সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা থাকে তাহলে নিরাপত্তা কর্মীদের পক্ষে সুবিধা হয়, থানার পক্ষেও সুবিধা হয়।

**শ্রী জ্যোর্তিময় নাথ ঃ-** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা আহত হয়েছে তাদের সরকারীভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না বা সরকারী ভাবে চিকিৎসার খরচ- এর জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে কি না ? যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে তাদের চিকিৎসার জন্য খরচটা দেওয়া হবে কি না ?

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, এটাতো আমি চট-জলদি বলতে পারছি না। সাধারণতঃ একস্ট্রীমিস্ট ঘটনা ঘটলে আমরা সাহায্য করে থাকি। তবুও আমি বলব সেখানে যদি তারা এখনো চিকিৎসাধীন থাকেন আমি খোঁজ নিয়ে বলব আমাদের জেলা প্রশাসন যাতে তাদের চিকিৎসার জন্য সাহায্য করেন।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় এবং শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা কর্তৃক যুগ্মভাবে গত ২৬-০৫-২০০৩ ইং তারিখে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলির উপর অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত

বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো ঃ-

"প্রভিডেন্ট ফান্ড ও স্বল্প সঞ্চয় সুদের হার কমিয়ে দেওয়া সম্পর্কে।"

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হচ্ছে—'প্রভিডেন্ট ফান্ড ও স্বল্প সঞ্চয় সুদের হার কমিয়ে দেওয়া সম্পর্কে।' কেন্দ্রীয় সরকার (মিনিস্ট্রি অব ফিনান্স, ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনোমিক অ্যাফেয়ার্স) প্রত্যেক বৎসর জি.পি.এফ, সি.পি.এফ এবং আরো কয়েকটি প্রভিডেন্ট ফান্ডের জমার উপর সুদের হার নির্ধারন করেন। এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত রেজেলিউসান আকারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে প্রত্যেক বৎসর জানিয়ে দেয়। সেই মতে রাজ্য সরকার ঐ নির্ধারিত সুদের হার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জি.পি.এফ এ জমা টাকার উপর প্রদান করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতি বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যে গঠনের পর থেকেই চলে আসছে। ১৯৭২-৭৩ সালে জি.পি.এফ. এর জমানো টাকার উপর সুদের হার ছিল নিম্নরূপ—

১) ১,০০০ টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক ৬ পার্সেন্ট,

২) ১০,০০০ টাকার উপর বার্ষিক ৫.৩০ পার্সেন্ট।

উপরোক্ত সুদের হার বাড়তে বাড়তে ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বৎসরে দাঁড়ায় বার্ষিক ১০.৫০ শতাংশ। তাই এই ব্যাপারে অবশ্য জমা টাকার উপর কোন সীমা রাখা হয়নি। তবে ১৯৮৬-৮৭ ঐ বৎসরে সুদের হার গিয়ে দাঁড়ায় ১২ শতাংশ। এবং এই হার ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্য্যন্ত বজায় থাকে। ২০০০-০১ সাল থেকে এই সুদের হার নিম্নমুখি হয়। ২০০১-০২ সালে তা আরও কমে দাঁড়ায় ৯.৫ শতাংশ। ২০০২-০৩ সালে তা আরও কমে দাঁড়ায় ৯ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৩-০৪ অর্থ বৎসরের জন্য এই সুদের হার নির্ধারন করেন ৮ শতাংশ। প্রথা অনুযায়ী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ২০০৩-০৪ জি.পি.এফ. -এ জমানো টাকার উপর প্রদেয় সুদের হার ৮ শতাংশ নির্ধারন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জি.পি.এফ. এ প্রতি বৎসরে মোট জমানো টাকার ১০০ শতাংশ ঋণ হিসেবে রাজ্য সরকার পেয়ে থাকে।

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প সমূহ ভারত সরকারের অর্থ ও কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রক নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। রাজ্য সরকার স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সাধারণতঃ প্রতি বছরের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্য্যন্ত স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে জনসাধারণ অধিক মাত্রায় টাকা বিনিয়োগ করে থাকেন। কিন্তু ভারত সরকার ঐ নির্দিষ্ট সময়েই প্রতি বছর স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার কমিয়ে দিচ্ছেন। ফলস্বরূপ, সাধারণ ও মধ্যবিত্ত অংশের জনগণ অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সঞ্চয় প্রবণতা সংকুচিত হচ্ছে। পাশাপাশি, নন্-ব্যাঙ্কিং ফিনানশিয়াল কোম্পানীগুলি রাজ্যের জনগণকে অধিক সুদ প্রদানের লোভ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এব্যাপারে রাজ্য সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে নন্-ব্যাঙ্কিং কার্যধারা রুখে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গত পাঁচ বছরে প্রকল্প ভিত্তিক ক্রমহ্রাসমান সুদের হার নিম্নে দেওয়া হল—

| প্রকল্প সমূহ ঃ | ১-১-১৯৯৭ সুদের হার ছিল ঃ | | ১-৩-২০০৩ ইং সুদের হার হয়েছে ঃ | |
|---|---|---|---|---|
| ডাকঘর সঞ্চয় প্রকল্প | ৫.৫ | শতাংশ | ৩.৫ | শতাংশ |
| ৫ বর্ষীয় ডাকঘর জমা প্রকল্প | ১২.৫ | শতাংশ | ৮ | শতাংশ |
| ডাকঘর মেয়াদি জমা প্রকল্প | | | | |
| ক) ১ বর্ষীয় | ১০.৫ | শতাংশ | ৬.২৫ | শতাংশ |
| খ) ২ বর্ষীয় | ১১.০০ | শতাংশ | ৬.৫০ | শতাংশ |
| গ) ৩ বর্ষীয় | ১২.০০ | শতাংশ | ৭.২৫ | শতাংশ |

| | | |
|---|---|---|
| ঘ) ৫ বর্ষীয় | ১২.৫০ শতাংশ | ৭.২৫ শতাংশ |
| ৩ বর্ষীয় জাতীয় সঞ্চয় পত্র | ১০০০ টাকা | ১০০০ টাকা |
| মেয়াদ শেষে | ২০১৫ টাকা | মেয়াদ শেষে ১৬০১ টাকা |
| ৫ বর্ষীয় পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড | ১২ শতাংশ | ৯ শতাংশ |
| কিষাণ বিকাশ পত্র | সাড়ে পাঁচ বছরে দ্বিগুণ | এখন ৭ বছর ৮ মাসে দ্বিগুন হচ্ছে। |

উপরিউক্ত ক্রমহ্রাসমান সুদের হার থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৯ ইং থেকে প্রতিবছর ০.৫ থেকে ১.৫ শতাংশ হারে পর্যায়ক্রমে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলোর সুদের হার কমিয়ে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্যগুলির ন্যায় ত্রিপুরা সরকারও স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার হ্রাসের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছে।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় :-** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এই কেন্দ্রীয় সরকার বারংবার সুদের হার কমাচ্ছে তাতে আমাদের রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারীরা কি পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন ?

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :-** স্যার, স্বাভাবিক কারনেই শ্রমিক-কর্মচারী বিশেষ করে যারা চাকুরী থেকে অবসর নিচ্ছেন তাদের সেই সুযোগ কমে যাচ্ছে। আমাদের দেশের মূলত রিক্সা শ্রমিক থেকে শুরু করে গরীব বা নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তের লোকেরা স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে টাকাটা রাখতেন। যেহেতু ডাকঘরে সেই টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল সেহেতু সকলের কাছে এটা নিশ্চিত ছিল যে টাকা মার যাবে না। কিন্তু এখন সুদের হার কমতে থাকায় এজেন্টরাও সেভাবে কাজ পাচ্ছে না। ক্ষতিগ্রস্থ সকলেই। তার পরে বিশেষ করে এই সুদের হার কমে যাওয়ার দরুন নন-ব্যাঙ্কিং যে সমস্ত অর্গনাইজেশনগুলি যেগুলি হতে মানুষ বিভিন্ন সময় চিট হয়েছেন তারা একটু বেশী সুদের লোভ দেখান এবং তারা সেই দিকে নিয়ে যান। কিছু দিন টাকা জমা রাখার পরে সব ক্লোজ করে চলে যান। আমরা যখন এগুলি সম্পর্কে খুব সংগঠিতভাবে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম এবং আমরা একটা রুলসও তৈরী করেছি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কর্পোরেশনের উপর কারণ এগুলির নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এগুলির উপর লাইসেন্স ইস্যু করেন। এই ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এবং যে প্রকল্পটি সব চেয়ে বেশী সাহায্য করত এই স্বল্প সঞ্চয়। আর আজকে তারা সুদের হার কমিয়ে দেওয়ায় এই অংশের মানুষ তারাই সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে বিশেষ করে কেন্দ্রে বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এই সরকার আসার পর বিশেষ করে শ্রমজীবি মানুষ গরীব মানুষ যারা এই সমস্ত প্রকল্পগুলির সুযোগ তারা গ্রহণ করতেন সব চেয়ে বেশী এই সুদের হার কমানোর ফলে এরাই সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমি একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে বলতে পারি ই.পি.এফ এমপ্লয়িজ যারা সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারী যারা আছেন শিল্প ক্ষেত্রে সংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে এদের সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি সারা দেশে। এখানে তাদের যে সুদের হার কমাচ্ছে ই.পি.এফে সুদের হার কমাচ্ছে ব্যাঙ্কে সুদের হার কমাচ্ছে স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার কমাচ্ছে তারমানে এখানে যারা বড় পুঁজিপতি আছে কেপিটেলিস্ট আছেন তারা বলছে শিল্পের অবস্থা খারাপ, সুতরাং সুদের হার কমাতে হবে যাতে বেশী টাকা তারা সেখানে নিতে পারেন এবং এই সমস্ত কায়েমীস্বার্থবাদীদের স্বার্থটাকে লক্ষ্য রেখে তারা এই সুদের হার কমাচ্ছেন এবং নীতিগতভাবে এটা অনৈতিক কাজ। সাধারণ মানুষের উপর এটা একটা আক্রমণ।

## CALLING ATTENTON

**মিঃ স্পীকার :-** আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "কল্যাণপুর থেকে এক ইঞ্জিনীয়ার সহ অপহৃত চার এ.ডি.সির সদর দপ্তর থেকে এন.এল.এফ.টির স্বঘোষিত এরিয়া কমান্ডার কুখ্যাত জঙ্গী গ্রেপ্তার"— এই শিরোনামে গত ২০শে মে, ২০০৩ ইং, তারিখে ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ সম্পর্কে।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯.৫.২০০৩ ইং বেলা আনুমানিক ১টার সময় কল্যাণপুর পূর্ত দপ্তরের এস.ডি.ও ঠিকাদার জীবন পাল ও সুরজিৎ ভট্টাচার্য্য একটি মারুতি ভ্যান গাড়ীতে করে ঘুংরাইছড়া আর.সি.সি. ব্রীজের নির্মাণ কার্য পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে কল্যাণপুর বড়ময়দান রাস্তার উপর মোকাম নামক স্থানে পৌঁছিলে জলপাই রঙের পোশাক পরিহিত ৯,১০ জনের একটি সশস্ত্র উগ্রপন্থী দল তাদেরকে আটক করে এবং বন্দুকের নলের মুখে উক্ত এস.ডি.ও দুইজন ঠিকাদার এবং মারুতি ভ্যান গাড়ীর ড্রাইভার রামপ্রসাদ মল্লিককে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এস.ডি.ওর সঙ্গে পূর্ত দপ্তরের আরও তিনজন কর্মচারী ছিলেন, তারা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং কল্যাণপুর থানায় ঘটনা জানান।

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণপুর থানার পুলিশ স্টাফসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছান ও অপহৃতদের উদ্ধারের জন্য ব্যাপক তল্লাসী শুরু করে। ঘটনার দিন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ), এস.ডি.পি.ও (তেলিয়ামুড়া) এবং অন্যান্য পুলিশ অধিকারী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং অপহৃতদেব উদ্ধারের জন্য পুলিশী তল্লাসী তত্ত্বাবধান করেন। এই ঘটনা কল্যাণপুর থানায় ২০,৩০ নং মোকদ্দমা সংশ্রবে ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৮,১৪৯,৩৬৫ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অপহৃতদের নাম ও ঠিকানাঃ—

১. শ্রী সুরঞ্জন দাস (৪৪), পিতা মৃত খগেন্দ্র দাস, সাং- ইচারবিল, থানা তেলিয়ামুড়া (এস.ডি.ও, পূর্ত দপ্তর, কল্যাণপুর ডিভিশন)

২. শ্রী জীবন পাল (৪২), পিতা মৃত গোপীনাথ পাল, সাং -কামরাজমঠ, থানা তেলিয়ামুড়া (ঠিকাদার)।

৩. শ্রী সুরজিত ভট্টাচার্য্য (৪৪), পিতা শ্রী সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাং -জি.এম.রোড, থানা তেলিয়ামুড়া (ঠিকাদার)।

৪. শ্রী রামপ্রসাদ মল্লিক, পিতা শ্রী রসিক মল্লিক, সাং- ঘনার বিল, থানা তেলিয়ামুড়া (চালক, মারুতি ভ্যান)।

উপরিউক্ত অপহৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ঠিকাদার জীবন পাল ২৫.৫.০৩ ইং সকাল ১০.৪৫ মিনিটে বৈরী কবল থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে। বাকীরা এখন পর্য্যন্ত বৈরীর কবলে আছে।

উক্ত ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা—

১. শ্রী ধনীরাম দেববর্মা (৩৫), পিতা শ্রী কামিনী দেববর্মা, সাং- রীবচন্দ্র ঠাকুর পাড়া, থানা কল্যাণপুর।

২. শ্রী শৈলেন্দ্র দেববর্মা (৩২), পিতা শ্রী রাতরাম দেববর্মা, সাং -গোলাছড়ি, থানা কল্যাণপুর।

৩. শ্রী কুমুদ দেববর্মা (৩৩), পিতা শ্রী পুর্নরাই দেববর্মা, সাং- উদয় দফাদার পাড়া, থানা কল্যাণপুর।

উপরিউক্ত গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের বর্তমানে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

উক্ত ঘটনায় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে থানায় আনে ও জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১. শ্রী সুকুমার দেববর্মা, পিতা শ্রী সূর্য্য মোহন দেববর্মা, সাং-রজনী সর্দার পাড়া।

২. শ্রী কিশোর দেববর্মা, পিতা মৃত সুখরাম দেববর্মা, সাং-লক্ষ্মীরাম সর্দার পাড়া (রামদয়াল)

৩. শ্রী বিন্দু দেববর্মা, পিতা শ্রী আশারাম দেববর্মা, সাং-উদয় দফাদার পাড়া।

৪. শ্রী শৈলেন্দ্র দেববর্মা, পিতা শ্রী চন্দ্রমোহন দেববর্মা, সাং-কুঞ্জ মোহন পাড়া।

৫. শ্রী রাজকুমার দেববর্মা, পিতা মৃত মাগরাই দেববর্মা, সাং- পুরাতন গড়িয়া দফাদার পাড়া।

৬. শ্রী রাজেশ দেববর্মা, পিতা শ্রী সুধন্য মোহন দেববর্মা, সাং-রূপরাই।

৭. শ্রী নৃপেন দেববর্মা, পিতা শ্রী রাজেন্দ্র দেববর্মা, সাং-রূপরাই, থানা কল্যাণপুর।

২) এডিসির সদর দপ্তর খুমুলুঙ থেকে পুলিশ এন.এল.এফ.টির স্বঘোষিত এরিয়া কমান্ডার কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী জগন্নাথ দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত ১৯.৫.২০০৩ ইং ভোরবেলায় জিরানীয়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এডিসি সদর দপ্তর খুমুলুঙএ দুখমালী হাতি এবং টেন্ডিকর বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে রাস্তা থেকে এন.এল.এফ.টির তালিকাভুক্ত সক্রিয় সহযোগী বৈদ্য কোবরা পাড়ার শ্রী মিযুচন্দ্র দেববর্মার ছেলে শ্রী জগন্নাথ ওরফে জগবন্ধু দেববর্মাকে জিরানীয়া থানার মোকদ্দমা নং ৩১,০৩ সংশ্রবে ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৮,১৪৯.৩৫৩,৩২৬,৪২৭,৩০৭,৩০২ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা মূলে গ্রেপ্তার করেছে। উল্লেখ থাকে যে, উক্ত মোকদ্দমা এডিজিপি এসর্কট গাড়ীর উপর হামলা সম্পর্কিত। উক্ত জগন্নাথ দেববর্মা গত ১৬.১.২০০৩ ইং মান্দাই চৌমুহনীতে সংঘটিত বৈরী হামলার ঘটনার সঙ্গেও জড়িত আছে বলে প্রকাশ।

**শ্রী সুধন দাস ঃ-** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই ঘটনায় এখনো যারা উদ্ধার হয়নি বা বৈরীদের হাতে আছে তাদের উদ্ধার করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এডিসির খুমুলুঙ থেকে যে এনএলএফটির এড়িয়া কমান্ডারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার সহযোগিরা আরও এই খুমুলুঙএ ঘাটি করে আছে কিনা, সেগুলি তদন্ত করে দেখা হবে কিনা?

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** স্যার, ইঞ্জিনীয়ার এবং ঠিকাদার যাদেরকে অপহরণ করা হয়েছে সেই অপহৃতদের উদ্ধারের জন্যে শুধু আমাদের রাজ্যের পুলিশ না আসাম রাইফেল, সিআরপিএফ এবং ঐদিকে বিএসএফকে এলার্ট করা হয়েছে। সবাই মিলে তারা যুগ্মভাবে ক্যাম্পিং অপারেশন করছে। কিন্তু ফল এখনো পাওয়া যায়নি। উদ্ধারের কাজে তাদের তরফ থেকে যে অপারেশন সেটা এখনো জারি আছে। চেষ্টা চলছে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য।

দ্বিতীয়তঃ খুমুলুঙ সম্পর্কে প্রশ্ন এনেছেন এই অভিযোগ ইদানিং খুবই আসছে। এই খুমুলুঙএ বিশেষ করে এনএলএফটি যারা বিশ্বমোহন গ্রুপ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং তাদের সঙ্গে ঘুড়াফেরা করছেন। এই অভিযোগ আসছে এবং সেগুলির নিশ্চয়ই তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। পুলিশ এই ব্যাপারে সক্রিয়।

**শ্রী সুধন দাস ঃ-** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, গত ২৩শে মে এডিসি সদর দপ্তর থেকে এড়িয়া কমান্ডার গ্রেপ্তার। ২০শে মে এনএলএফটির নির্দেশে এডিসিতে রদবদল রাংখলকে মন্টু কলইয়ের চিঠি। এবং এর সঙ্গে কিছু নাম এখানে এইচ বিক্রম, ওরফে বিজয় রাংখল, সইক্রং, ডি নয়ক্রং এদের ছদ্ম নাম আসল হচ্ছে শ্যামাচারণ ত্রিপুরা, ডি নইক্রং- তার আসল নাম হচ্ছে এন সি দেববর্মা এই যে ছদ্ম নামে চিঠি দিলেন। তারপরে আমরা দেখলাম এডিসিতে রদবদল হলো। শুধু তাই না স্যার, ১২ই মে ২০০২ইং, এডিসির তিন কার্য্যনির্বাহী সদস্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে চার্জশীট দাখিল করলেন। তারা হচ্ছে মুলুকচান্দ দেববর্মা, বিনয় দেববর্মা, কৃষ্ণকান্ত জমাতিয়া। ৬৪ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে বাংলাদেশের এনএলএফটির ঘাঁটিতে এডিসির গাড়ী এবং সরকারের সমস্ত সুযোগ ব্যবহার করে তারা পৌঁছিয়ে দিয়ে আসলেন তার কারণে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র দ্রোহীতার অভিযোগ এসেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই এডিসির সদর দপ্তর এখন যেটা এনএলএফটি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাচ্ছে এবং তার পরিচালনা করছে আই এন পি টি দল। আই এন পি টি এবং এন এল এফ টি'র তার মধ্যে তফাৎ কোথায়?

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য, আপনি ক্লারিফিকেশানটা দিন।

**শ্রী সুধন দাস ঃ-** এটাই তো আমি বলছি স্যার। তার তফাতটা কোথায় এবং এই যে সদর দপ্তর তার অফিস তার কোয়াটার তার সমস্ত কিছু ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে শুধু তাইনা।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য, আপনি শুধু ক্ল্যারিফিকেশানটা বলুন।

**শ্রী সুধন দাস ঃ-** আমার ক্ল্যারিফিকেশানটা হচ্ছে স্যার, রাজ্যের মানুষ এখন দারুনভাবে ভয় এবং আতঙ্কের মধ্যে আছে। এদের সঙ্গেই সদ্যসমাপ্ত যে নির্বাচন হয়ে গেল এই নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে আতাত হয়েছে এবং এই আতাতে তাদের যে সহযোগিরা তারাও প্রত্যক্ষভাব এদেরকে মদত দিচ্ছে এবং শুধু এডিসি না এখানেও তাদের কোয়ার্টারগুলি উগ্রপন্থীদের ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি না ? যদি না থাকে এটা রাজ্যবাসীর ভয় আতঙ্ক থেকে রাজ্যবাসীকে মুক্ত করার জন্যই এই বিষয়গুলি তদন্তের অন্তরভূক্ত করবেন কিনা ?

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইগুলি হচ্ছে স্টেটমেন্ট। পুলিশ তার নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে, অভিযোগ নির্দিষ্ট থাকলে পুলিশ সেইভাবে ভূমিকা নেবে। বাকী যেগুলি বলছেন এইগুলিতো পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। তাদের সম্পর্কে বেরিয়েছে তাদের দায়িত্ব নিজেদের ডিফেন করা। আর যদি ডিফেন করতে না পারেন জনসাধারণের কাছে তারা এক্সপোজ হবেন এবং আইসোলটেড হবেন।

**শ্রীকাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) ঃ-** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ১৯ তারিখ বেলা ১টা নাগাদ গোংরাইছড়া থেকে ইঞ্জিনীয়ার সহ আরো তিন জন অপহরণ হয়। ঘটনার ঠিক ১৫ মিনিট পরেই থানাতে খবর দেওয়া সর্ত্বেও ওখানকার পুলিশ থানা থেকে দু'ঘন্টা পর রওনা দিয়ে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য গেল। এই জায়গাটা কল্যাণপুর থানা থেকে দেড় কিমি. আর বড়ময়দান সিআরপি ক্যাম্প থেকে দুই থেকে আড়াই কিমি. হবে। এই যে রওনা দিতে দেরী করলেন তারজন্য তাদেরকে উদ্ধার করা যায়নি। এই যে গাফিলতি করলেন রওনা দিতে সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ? দ্বিতীয়ত সেখানে আমি গিয়েছিলাম রবিবারে ওখানকার যারা সিআরপিএফ আছে দিনের বেলায় ডিউটি দেয় তারা আমাকে বলল যে, ঐখানকার এসডিপিও সিআরপিএফকে বারন করেছে যে তাদেরকে দিনের বেলায় ডিউটি দিতে হবে না, এটাও সত্য কিনা ? তৃতীয়ত- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় হাউসে কথা দিয়েছিলেন যে সেখানকার নিরাপত্তার স্বার্থে একটা সিআরপিএফ - এর হেড কোয়ার্টার সেখানে হবে এবং সেই জন্য আমরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়েছিলাম সেটা সম্পর্কে কি হয়েছে ? বিষয়গুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ? এবং সেখানকার মানুষের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা করবেন ? সেটা জানাবেন কি না ?

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** স্যার, তারা থানা থেকে যেতে দেরী করেছেন এই রকম কোন অভিযোগ আমার কাছে নেই বরং ঘটনা ঘটার পর আমি যখন খবর পাই তিনটা নাগাদ এবং জানবার চেষ্টা করি যে সেখানে ফোর্স মোভ করেছে কিনা। সেই সময় আমাদের এস পি, আসাম রাইফেল, আর্মি তাদের একটা মিটিং চলছিল এবং সেখানে মিটিং থেকেই তারা মোভ করে। কাজেই এটা কোথা থেকে মাননীয় সদস্য পেলেন, এটা আমি জানিনা। তবু উনি যেহেতু এনেছেন খবরটা নেওয়া যেতে পারে। এবং একটা জিনিস বুঝতে হবে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে চট করেই যাওয়া যায়না, কারণ প্রিপারেশান নিতে হয়। থানা জানেনা যে ১৫ মিনিট আগে ঐ জায়গায় আক্রমণ হবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন যেটা আসছে যে— সিআরপিএফ আপনাকে বলেছে কেন যে এসডিপিও তাদেরকে বলেছে দিনের বেলায় টহল না দিতে। অদ্ভুদ ব্যাপার। আপনিতো থানার কেউনা। তাদের যদি বলার থাকে তারা তাদের আইজি'র কাছে বলবে, এরিয়ার কমাডেন্ডকে বলবে, তারা এসএলসিসি আছে ওখানে বলবে। কে বলেছে এই সমস্ত কথাবার্তা ? এইগুলি মোটেই কথা না বরং তারা যা চায় তাই করবার জন্য আমরা পারমিশান দিচ্ছি।

তৃতীয়তঃ যেটা হচ্ছে- এটা হচ্ছে নিরাপত্তার ব্যাপার এটা যেমন প্রশাসনের দায়িত্ব আছে, সেই রকম এলাকার জনপ্রতিনিধিরও দায়িত্ব আছে, এলাকার মানুষদেরও সক্রিয় করা দরকার, সবাই মিলে উদ্যোগ নিন।

**শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ-** ওখানকার মানুষের নিরাপত্তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে সিআরপিএফ

ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়াটার করার কথা ছিল সেটা হবে কিনা, এবং কি অবস্থায় আছে?

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলছেন যে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থার।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** ব্যবস্থা কি স্যার, খোয়াই কল্যাণপুর এলাকায় সবচেয়ে বেশী নিরাপত্তা কর্মী, আর কি ব্যবস্থা বলব। এটা বলে লাভ নেই। উনি যেটা বলবার চেষ্টা করেছেন সিআরপিএফ ব্যাটেলিয়ানের একটা হেড কোয়াটার, এটা আমরা এখন করতে পারছি না। সেটা আমাদের প্রস্তাবের মধ্যে আছে কিন্তু ফাইনাল ডিসিশান হয়নি। একটা প্রশ্ন ছিল মাননীয় সদস্য-এর এবং তার আগেও তিনি বিধানসভায় প্রশ্নটা এনেছিলেন। এলাকার মানুষের আগ্রহ আছে কিন্তু সেই জায়গায়টায় করার ক্ষেত্রে সিআরপিএফ-এর দিক থেকে এখন পর্য্যন্ত উদ্যোগ আমরা দেখছিনা। আমরা প্রথম পর্য্যায়ে যেগুলি নিয়েছি সেইগুলির কাজও অনেক ক্ষেত্রে শুরু করার প্রশ্নে বিভিন্ন জটিলতা আছে এর মধ্যে গোটা দুয়েক জায়গায় আমরা কাজ শুরু করেছি। কাজেই এই মুহূতে কথা দেওয়া যাচ্ছে না ওখানে সিআরপিএফ ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়াটার করা যাবে।

**শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা ঃ-** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, খুমুলুঙ-এ কোন উগ্রপন্থী ধরা পরেছে, এটা আমাদের দেখার ব্যাপার নয়। এটা সরকারের ব্যাপার। যারাই রাষ্ট্র বিরোধী কাজে জরিত থাকবে তাদেরকে ধরা এটা সরকারের দায়িত্ব। এটার সঙ্গে একটা রাজনৈতিক দলকে জরিত করার এটা দূর্ভাগ্যজনক এবং যে তিন জনের নাম বলেছে এটা সাব জুডিস ব্যাপার। যদি তার অপরাধ না থাকে তাহলে সে মুক্তি পাবে। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা যে কৃপামোহন রিয়াংকে বাদ দিয়ে দেবব্রত কলুইকে সিএম করার জন্য আমাদের প্রসেস গত ৫ই মে থেকে শুরু হয়েছিল।৫ই মে এডিসির কাউন্সিল ভবনে প্রথম সি ডব্লিউ সির মিটিং হয়, সি ডব্লিউ সির মিটিং থেকে সেটা সেভেন ম্যান কমিটিতে রেফার করে দেয়। এই সেভেন ম্যান কমিটি আবার ৭ তারিখ বলে। তারপর থ্রি ম্যানের আর একটা কমিটি আছে হাই পাওয়ার কমিটি ঐ হাই পাওয়ার কমিটির কাছে রেফার করে দেয়। এই অনুসারে আমরা গভর্ণরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করি। কাজেই এটা সবটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এখানে সুধনবাবু ভুল করেছেন। এটা ডেইলী দেশের কথায় লেখা হয়েছে ১৬ তারিখে বিজয় কুমার রাংখলকে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছে। এজ সাচ বিজয় রাংখল কোন চিঠি পাননি এবং তিনি এটা প্রতিবাদও করেছেন। আর আমরা তো পাইনি। এই ধরনের কিছু নেই যদি থাকে আপনারা দিন। এটা প্রত্যেক দলেরই থাকে। এই রকম প্রশাসনকে পরিবর্তন করার এবং প্রয়োজনেই করা হয়েছে। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা? এর সঙ্গে উগ্রপন্থীর কি সম্পর্ক রয়েছে এটা একটু ক্লেরিফাই করবেন কিনা?

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রসেসের কথা বললেন এটা লং প্রসেস আমি জানি কিছু কিছু। আবার এমন কিছু জানি হয়তো সবটা এখানে বলতে যাওয়াটা এই মুহূর্তে সংঘত নাও হতে পারে। প্রথমত আপনি কথা বলেছেন, আমার চীফ সেক্রেটারীর সাথে যে আমরা এই রকম করতে চাইছি রাজ্যপাল এখন রাজ্যের বাইরে আছে আমরা দুইজন বদলাব। কাজেই ধারা আপনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। এই ধারায় করা যায় কিনা। চীফ সেক্রেটারী আমার মত জানতে চাইছেন আমি বলেছি যদি নিয়ম থাকে তাহলে করতেই পারেন। কাজেই সেই ব্যাপারে ইউ প্রসিড অন। বাট ইউ মাষ্ট কনসাল্ট আওয়ার ল সেক্রেটারী ফাস্ট। তিনি ল সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলেছেন। কথা বলে আমাকে জানিয়েছেন, বলছে যে এটা করতে কোন অসুবিধা নেই। ইয়েস গো হেড ইউ প্রসিড অন। তবে তাদেরকে বলা উচিত গভর্ণর না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। তবে এটা আপনাদের অভ্যন্তরীন ব্যাপার এটা আপনারা কি করবেন না করবেন এটা আপনাদের ব্যাপার। সাবসিকোয়েন্টলি একটা প্রস্তাব আসে দুইজনকে চেইঞ্জ করে দুইজনকে ইনডাক্ট করা হবে। মিটিং যেটা হয়েছে সেই মিটিং এর মধ্যে আপনাদের চেয়ারম্যান যদি তিনি ৫ জনকে নিয়ে মিটিং থেকে ওয়াক আউট করেছেন। এই খবর আছে আমাদের কাছে এবং তিনি বলেছেন কোন মতেই আমি চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করব না। সেকেন্ড, তার পরবর্তী সময়ে দেখা গেল প্রসেসটা একটু হলটেড হল এবং এর পরবর্তী সময়ে আবার প্রস্তাব গেল

আমাদের কাছে সেই প্রস্তাবের মধ্যে দুইজনকে করার জন্য প্রসেস আসল। এবং আমার কাছে ফাইল আসল। আবার প্রস্তাব আসল টেলিফোনিকেলী যে না এটা করবেন না কারণ এটা চেইঞ্জ হয়ে গেছে। চেইঞ্জ করে কি করতে হবে, বলেছে একটু অপেক্ষা করতে হবে, কি হয়েছে, যিনি চীফ একজিকিউটিভ মেম্বার তিনি রেজিগনেশান লেটার টেন্ডার কল করছেন। এখন তিনি যে তারিখে টেন্ডার করতে চাইছেন দেখা গেছে তার উপর চাপ সৃষ্টি করছে না আগে টেন্ডার করতে হবে রেজি গনেশান লেটার। তখন দেখা গেল উনি রেজিগনেশান লেটার লিখেছেন ৫ তারিখ। শেষ পর্যন্ত ৬ তারিখ গেল সেই কাগজ রাজ্যপালের কাছে রাত্রি বেলায় এবং গভর্ণর সাহেবের বাড়ী থেকে প্রথমে আমাকে রাত্র ১০টা ৪৫ মিনিটে যোগাযোগ করা হলো। এই রকম একটা চিঠি আমি পেয়েছি। অল রাইট, আই এম মেকিং দিস স্টেটমেন্ট হোয়াট কেন আই ডু।

**শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলীয়নেতা) ঃ-** সুধন বাবু থেকে শুরু হয়েছে শ্যামবাবু পর্যন্ত চলছে।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** ঠিক আছে, শ্যামবাবু যেটা জানতে চেয়েছেন এটা বলেছেন। ঠিক আছে, প্লীস বসুন।

**শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** সে যাই হোক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি তো আমাকে এলাও করেছেন। বিরোধী দলের নেতা প্রশ্ন তুলেছেন আমি তো নাচার আমি কি করব। আমি যদি না উত্তর দেই তাহলে শ্যামাচরণ বাবুরা যে সমস্যায় করে অনেক কিছু করতে হচ্ছে ত্রিপুরার মানুষ জানবে না দায়িত্বটা আমাদের কাঁধে চলে আসবে। কাজেই উয়ী হ্যাভ নাথিং টু ডু আই এম টু এক্সপোজ অল দিস থিংস। শ্যামাবাবু জানতে চেয়েছেন উনি তো একজন বয়স্ক মেম্বার না আপনাদের এলাইন্সের পার্টনার এই জায়গায় দাড়িয়ে সেখানে আমি মাননীয় গভর্ণরকে বলেছি ইউ প্লীস হেড একজিং টু রুলস এ্যান্ড রেগুলেশনস। পরদিন আমার কাছে চিঠি আসল। আমাদের কাউন্সিলে মিটিং ছিল আমরা সেখানে এপ্রোভ করে পাঠিয়েছি। নাউ ইট ইজ অন দি প্রসেসের। তারপর চিঠি ছাপানোটি পত্রিকায় এসেছে এইগুলি সম্পর্কে আমার পক্ষে মন্তব্য করা এখনই ঠিক হবে না।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, বলেছিলেন যদি তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে দেবেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল নাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ-"উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সংশ্রব থাকার কারণে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহমন্ত্রক কতৃক ত্রিপুরার ৬৯ (উনসত্তর) টি এন.জি.ও -কে কালো তালিকাভুক্ত করা সম্পর্কে।"

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** স্যার, এটা আমাদের সরকারের কাছে এমন কোন তথ্য নেই এবং আমি আজকেও বেলা ১১.৩০ মিনিট পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেছি হোম মিনিষ্টারের সঙ্গে কথা বলার জন্য এবং তাদের যে গুয়াহাটি সেন্টার আছে সেখানে কথা বলার জন্য আমার চীফ সেক্রেটারীকে আমি দায়িত্ব দিয়েছিলাম, তারা বলছেন তাদের কাছে এমন কোন তথ্য নেই। আমি বিরোধী দলনেতাকে বলব একটা পত্রিকার কাটিং থেকে ব্যাপারটা এসেছে যদি কনক্রিট কিছু থাকে আমরাও খবর নেওয়ার চেষ্টা করব, উনার কাছে যদি থাকে আমাদেরকে দিয়ে সাহায্য করুন আমরা সেইভাবে বিষয়গুলি দেখব।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলীয়নেতা) ঃ-** স্যার, দি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ২৪শে মে শনিবার এই সংবাদটি প্রথম পরিবেশিত হয়। টেলিগ্রাফের চারটি স্করন নর্থ ইষ্টের ব্যাপারে কাবার হয়েছে পরবর্তী সময় দৈনিক সংবাদ ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমার মনে হয় যেহেতু এত বড় সংবাদ বেড়িয়েছে এবং গৃহমন্ত্রকের হোম মিনিষ্টার রেফারেন্স

দিয়ে, ঠিক আছে আমি একটি চিঠির আকারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দেব যাতে এটা টেইক আপ করে। কারণ আমাদের রাজ্যের এনজিও সম্পর্কে ৬৯ ব্ল্যাক রেজিস্ট্রেইট করেছে সেই ব্যাপারে আমার মনে হয় আমাদেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনার চিঠি দেওয়ার প্রয়োজনই নেই। কারণ অল রেডি উই হেভ টেকেন আপ। বিধানসভায় যখন এসেছে এটা তো উনার ব্যক্তির ব্যাপার থাকছে না বিধানসভার সম্পদ হয়ে যাচ্ছে, একরডিংলি উই হেভ একটেড সো ফার টিল নাও একচুয়েলি এটা এজ সার্টেন করা যায়নি। চীফ সেক্রেটারীকে স্পেশাল আমি দায়িত্ব দিয়েছি এবং গত দুই দিন যাবৎ উনি চেষ্টা করছেন লাষ্ট যে কারনে আমার সেশানে প্রথম আসতে একটু দেরী হল। লেটেষ্ট যে ইনফরমেশান সেটা হচ্ছে ১১.৩৫ -এ তাদের কাছ থেকে কোন ইনফরমেশান আমাদের কাছে নেই। এনি হাউ এতগুলি আমাদের রাজ্যে আছে কিনা সেটাও আমি জানিনা। এনজিওদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদেরও কিছু রিজার্ভেশন আছে। অন্ততঃ আমি বলছি খুব বেশী এনকারিজ করার পক্ষে না আমি। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এখন একটা কায়দা নিয়েছেন সব এনজিওদের দিয়ে করানো এবং আমি সব এনজিওকে অপরাধী করছি না কিছু কিছু এনজিও আছে এটা তাদের কাছে ব্যবসার মত এবং গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়ার লক্ষ্যটা হচ্ছে কি আমেরিকা থেকে তারা কনসেপ্টটা ধার করেছেন। অর্থাৎ আমাদের কোন দায়িত্ব নেই, হাত তুলে রাখ কিছু টাকা দিয়ে দাও ১০০ টাকা দিলাম ৫০ করে দাও ৫০ খরচা হবে না। দিস ইজ নট কারেক্ট এট অল। এমন কি একটা প্রস্তাব এসেছে এখন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় জায়গা, জমির যে ডিসপোট আছে এইগুলি সাট আউট করার জন্য এনজিওকে দায়িত্ব দাও, অদ্ভুত কথা তাহলে প্রশাসনের দায়িত্বটা কি ? এই যে জায়গাটায় যাচ্ছে দিস ইজ ভেরী রং ওয়ে অব থিংকীং এবং রং ডাইরেকশানে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কাজেই এই দিক থেকে যারা বলেছেন যে যদি এইগুলি করে থাকে তারজন্য তো এরাই দায়ী। যদি এদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে তাহলে এরাই দায়ী হবেন। আমি অন্ততঃ কেন্দ্রীয় লেবেলে কথা বলতে গিয়ে বলছি বার বার কেন্দ্রের কথা বলবেন না। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে ব্যাপারটাতে কনফিডেন্সে নেওয়ার চেষ্টা করুন। এখন একটা জায়গায় এসেছে এনজিওর রেজিস্ট্রেশান বা টাকা পয়সা পেতে গেলে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে টেস্টে তারা নোডাল একটা ডিপার্টমেন্ট করেছেন তাদের ক্লিয়ারেন্স ছাড়া এটা হয়না। এটার অন্তত: মিনিমাম একটা চেক বাধ্য আছে। ভাল কাজ যারা করেন তাদের বিরুদ্ধে আমি বলছি না। ভাল কাজ করে এমন এনজিও তো আছেই আমাদের রাজ্যেও কয়েকটা আছে। ৬৯টি এনজিও আমাদের রাজ্যে আসলে আছে কিনা আমি ঠিক জানি না। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমাদেরও তো একটা আগ্রহ থাকবে । আমাদের তরফ থেকে এই দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমরা এড়াব না, আমরা দায়িত্ব নেব। আর মাননীয় সদস্যকে বলব উনার কাছে যদি আরো কোন তথ্য থাকে দিলে ভাল হবে।

## GOVERNMENT BILLS- Considered and passed in Amended form.

মিঃ স্পীকার ঃ- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Code of Criminal Procedure (Tripura Seventh Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)"

এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Code of Criminal Procedure (Tripura Seventh Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন কি আলোচনা রাখবেন।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলীয়নেতা) ঃ-** হ্যাঁ স্যার, আলোচনা রাখব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Code of Criminal Procedure (Tripura Seventh Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)" এটা মূলত করা হয়েছে তদন্ত মেনলি স্যার, একটা হল মৃত্যুদন্ড, একটা হল যাবৎ জীবন কারাদন্ড আর শেষের ৮টা ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ড। এই তিনটার ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় সিডিউল পিরিয়ড যেটা ক্রিমিনাল প্রোসিডিউরে সেন্ট্রাল এক্টে আছে এবং ৯০ দিনের মধ্যে পুলিশ তদন্ত শেষ করতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে যাতে তারা তদন্ত কার্য্য শেষ করতে পারে তার জন্য ৯০ দিনের জায়গায় ১৮০ দিন এবং এর নিচে অন্যান্য যা আছে ছয় বছর পাঁচ বছর বা এক বছর এইগুলি ৬০ দিনের জায়গায় ১২০ দিন করা হবে। তাহলে যাবৎজীবন কারাদন্ড হলে সব সেকশানেই কি এই সিআরপিসি এমেন্ডমেন্টে আছে কি না, নেই, যেমন ৩০৪ ধারা বধূহত্যা এটা আবার এখানের মধ্যে রাখা হয়নি, কারণ একচুয়েলী যে সময় এই প্রয়োজনটা টাইম টু টাইম রাজ্যে বিভিন্নভাবে স্টেট এমেন্ডমেন্ট করি, আমাদের রাজ্যের সাথে যে মূল আইনটা আছে সেটা ঠিক রেখে আমাদের রাজ্যের কতগুলি অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, সেজন্য আমরা এমেন্ডমেন্ট এনেছি যেমন ১০৫ ধারা ভরণপোষণের জন্য যে আইন ছিল সিআরপিসি তে সেটা খুব কম, ৫০০ টাকা ছিল আমরা এটা বাড়িয়ে দিয়েছি। স্যার, এখানে অবজেকটস এন্ড রিজনস্ বিশেষ করে ১৬৭ সিআরপিসিকে এমেন্ডমেন্ট করা হয়েছে ৯০ দিন এবং ৬০ দিন, এই দুটো ডাবল হয়েছে। এখানে কি বলেছে ইফ দি ইনভেষ্টিগেশান কেন নট বি কমপ্লিটেড উইদ ইন দ্যা স্পেসিফাইড পিরিয়ড এজ একোরসেইড রিলিজ অব এগেইন্টনেষ্ট পারসন অন্ বেইল ইজ মেন্ডাটরি, বলেছেন ৯০ দিনের মধ্যে যদি তদন্ত শেষ করতে না পারে তাকে জামিন দিয়ে দিতে হবে। এটার জন্য আদালতের কোন অপেক্ষা নাই। ইনভেস্টিগেশান্ কেসেস হোয়ার নটরিয়াস ক্রিমিনাল হো আর লাইক টু বি এসকর্ন আর ইনভলব কেন নট বি কমপ্লিটেড ইন সারটেন কেসেস, খারাপ লোক বেশী খারাপ, ল·ডিকসানারিতে এমন কোন ওয়ার্ড এর ব্যাখ্যা আমি পায়নি। আর নটরিয়াসের একটা ব্যাখ্যা আছে সেটা হলো কুখ্যাত, স্যার, আইনটা এনেছি আমরা যে লোকটা ধরা পরবে তাদেরকে যাতে ১৮০ দিন রাখা হয় । সেখানে টু এফসকর্ন সেখানে পালানোর সুবিধা কোথায়, এই শব্দটা এখানে কোন সিআরপিসি এখানে করেছে ১৬৭ যে লোকটা ভেতরে ঢুকবে সে যেন ১৮০ দিনের আগে না বেরোতে পারে আইনটা হলো এই জন্য, এখানে হচ্ছে আবার এফসকর্ন তাহলে আবার জেল থেকে ভাগবে সেটার কথা তো এখানে আসে না। যেটা বলতে চাইছি স্যার, এটা কবে থেকে শুরু হলো এই এমেন্ডমেন্টটা, এর আগেরটা কি এমেন্ডমেন্ট ৪র্থ এমেন্ডমেন্ট, এর আগেরটা কি থার্ড এমেন্ডমেন্ট, ১ম টা কি এটা হলো ফার্স্ট এমেন্ডমেন্ট, মূল উদ্দেশ্য যেটা স্যার, এখন আমার আসল কথা বলতে হচ্ছে আশ্চর্যজনকভাবে প্রথম দিন থেকে যে এমেন্ডমেন্টটা শুরু হয়েছে কি উদ্দেশ্যে করা হয়েছে রাজ্যের উগ্রপন্থীদের ব্যাপারে স্পেশাল এমেন্ডমেন্ট, এই রকম একটি কথাও নতুন এমেন্ডমেন্টে নেই, যেগুলি আছে ৪র্থ, ৩য়, সেকেন্ড, ফার্স্ট। এ.টি.টি.এফ, এন.এল.এফ.টি প্রত্যেকটি জায়গায় আছে এখানে উদ্দেশ্য অর্থাৎ এ.টি.টি.এফ, এন.এল.এফ.টি বা এক্সট্রিমিস্ট যারা তাদের ধরার জন্য আইন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্যার, এখানে দি কোড অব্ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড ত্রিপুরা ৪র্থ এমেন্ডমেন্ট একট্ ১৯৯৭ কেইম ইন টু ফোর্স ২৭শে জানুয়ারী, ৯৮ অর্থাৎ বলছে ৪র্থ এমেন্ডমেন্ট যেটা এটা ইনিসিয়ালী থ্রী ইয়ারস করা হয়েছে এর পর এক বছর করে করবে, তিন বছর পরে ইচ্ছা করলে নোটিফিকেশান করে টু ইয়ার ইন ওয়ান ইয়ার করে করা যাবে এবং এটার জন্য যে নোটিশ দেওয়া হবে সেটা নোটিফিকেশান দিয়ে বিধানসভায় লে করবে দিজ ইজ দ্যা প্রসিডিউর এবং স্যার এটা হলো বিল। আমরা স্যার, আইন তৈরী করি আইনের লিগেল ইন্টারপ্রিটেশান কে করবে আদালত, স্যার, এই যে ১৬৭ নিয়ে ব্যাখ্যা হলো এই আইনটাকে চেলেঞ্জ করল কোর্টে, এবং এডভোকেট জেনারেল আমাদের বিকাশ বাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিফোর পার্টিং উইদ দ্যা ফাইল আই রেকর্ড মাই টিপ এপ্রোসিয়েশান দি মেনার ইন হুইচ দ্যা লারনেড এডভোকেট জেনারেল এসিসটেড দি কোর্ট ইন এরাইভিং দিজ করক্লুশান বাই ফেয়ারলী কনসিডিং দি সাবমিশান অব ল এন্ড ইন্টারপ্রিটেশান অব এমেন্ডমেন্ট অব দি কোর্ট পার্টিকুলার দি ইন্টার প্রিটেশান অব স্টেটমেন্ট এন্ড অব জেকটস যেটা আমরা বলছি স্যার, খুব ভাল করে ব্যাখ্যা দিয়ে বলল অবজেকটস রিজন ব্রট আউট অব

দি ত্রিপুরা এমেন্ডমেন্ট এক্ট ৯৮ বলল। এখানে চেলেঞ্জ করেছিল স্যার, আসলে একটা লোককে ধরা হলো, ধরার পর সে বলল আমি এক্সট্রিমিস্ট নই আমাকে তুমি কেন ১৮০ দিন রাখবে। তখন এপিয়ার হলো কেইসে এবং ফেয়ারলী সাবমিট করে বলছে, এডভোকেট জেনারেল বলছে বিয়িং দি কোয়েশ্চান অব ল দি লারনেড এডভোকেট জেনারেল ত্রিপুরা ইজ ফেয়ারলী সাবমিট দ্যাট দি ইনটেনশান অব দি লেজিসলেচার নেসেসেনিটিং অব দ্যা এমেন্ডমেন্ট অব দ্যা এক্ট হেজ বিন ডিক্লোজড ইন দি স্টেটমেন্টস অব অবজেকটস্ অব এন্ড রিজনস এন্ড দিজ কোর্ট ওড ইন্টারপ্রিয়েট দ্যা এমেন্ডমেন্ট ইন দি কনটেস্ট অব দি স্টেটমেন্ট অ্যান্ড অবজেক্টস্ এ্যান্ড রিজনস্ এন্ড ১৬৭ সিআরপিসি দি ত্রিপুরা ফোর্স এমেন্ডমেন্ট ইজ কনফাইন্ড টু দি এক্সট্রিমিস্ট রিলেটেড অফেন্স অর এন্ড অফেন্স বাই দি এক্সট্রিমিস্ট, হয় উগ্রপন্থী সমস্যা হয় তার সাথে রিলেটেড সো ফর দ্য আদার জেনারেল কেসেস অব হেভিয়াস ক্রাইম যেমন মারডার বলেছে সে কেইস গুলিও এক্সক্লুডেড করা হয়েছে ১২৮, ১৩০, ১৩২, ২৩৮, ২৫৫, ৩০৪-বি যেটা বধু হত্যা, ৩১৩, ৪০৯, ৪৬৭ যেটা ফোজদারী এইসব আইনগুলিকে বাইর করা হয়েছে। তো স্যার, এখানে আইন আছে নটরিয়াস ক্রিমিনাল কি, যে মারডার করেছে তাকে এরেষ্ট করবে, যে বধু হত্যা করেছে তাকে এরেষ্ট করবে, ডাকাতি করবে এরেষ্ট করবে এতে আপত্তি কোথায়। এখানে কোন উদ্দেশ্যে এটিটিএফ এবং এন.এল.এফটি-এর নামটা বাদ গেল, তাহলে আমি যদি বলি যে কথা প্রথমদিন বলেছিলাম যে এই সরকার নির্বাচনের সময় উগ্রপন্থীদের মাধ্যমে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে তাদের সাথে কোন চুক্তি ছিল আমার কাছে পরিষ্কার জলের মত, আমি জানিনা এই ব্যাখ্যা কি দেবেন আইন মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী, ক্রিমিনাল তো ডাক্তার হলেও ক্রিমিনাল, এডভোকেট হলেও ক্রিমিনাল, এই রাজ্যে এই বিল পাশ হতে পারে কি না আমি জানি না। আইন ও ব্যাখ্যা হলেই হবে না। এখানে বিলের আক্ষরিক অর্থটা কি? এইবার এই বিলের ব্যাখ্যাটা জানতে চাই নিশ্চয় তাহলে সমর্থন করব। ফার্স্ট এমেন্ডমেন্ট বিল হচ্ছে ৮৩ কারন প্রথম এটিটিএফ সৃষ্টি হয়েছিল ওই সালেই। এখনও সেই এমেন্ডমেন্টে রয়েগেছে। আমরা প্রথমেই বলছি যে ৪র্থ এমেন্ডমেন্ট যেটা আছে সেটা কনটিডিশান করতে চাইছি আর এর সঙ্গে বিলও আনতে হয়না এখানে টাইম টু টাইম নোটিফিকেশন দিলেই হয়ে যায়। এই বিলটি নিয়ে কোর্টে চ্যালেঞ্জ হয়েছিল। ৪টি এমেন্ডমেন্টের মধ্যে উগ্রপন্থীর এমেন্ডমেন্ট বিলটি বাদ দেওয়ার কারণ কি? যদি উগ্রপন্থী আগের মত হুবহু হয় তাহলে আমার কোন অবজেকশন নেই। আপত্তি থাকার বিষয়ও নয়। যদি আইন মন্ত্রী বা আইন দপ্তর এই এমেন্ডমেন্টে বুঝিয়ে দিতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই সমর্থন করবো। নতুবা নয়।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে বিলটি নিয়ে বিধানসভার অনুমতি চাইছি এগুলি নতুন ব্যাপার না। মাননীয় সদস্য আলোচনা করতে গিয়ে এইগুলি বলেছেন যে স্টেটমেন্ট অবজেক্ট কথা উল্লেখ করেছেন এটা বিলের অঙ্গনা। আগে আমাদের বিলের অঙ্গটা যেভাবে তৈরী হয়েছে ওখানে এটিটিএফ ও এনএলএফটির কোন নাম নেই। কাজেই ওটা অবজেক্টে থাকতে পারে। মাননীয় সদস্য যে এখানে যে সন্দেহ করছেন এটা মনগড়া সন্দেহ। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে নাসাও চালু আছে কেউ কোন পার্টি বলতে পারবনা। গত সারে তিন বছর যে নাসা চালু আছে এই আইনটা কোন অপরাধীর নয়। কেউ নাসার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার হতে পারে এই রকম নাসা আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ এই আইনে এখানে প্রশ্ন উঠেছিল আমরা নাসা আইনের বিরোদ্ধে ছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনটাকে বাধ্য করে ছিল কাজেই খুব ফেয়ারলি, ক্লিনলি আমরা এই জিনিসগুলি করছি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জেল থানায় পুড়ে লড়াই করার যে বদ্ধ নীতি সেটা আমরা বিশ্বাস করি না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আদর্শগতভাবে, রাজনৈতিকগতভাবে, কর্মসূচীর মাধ্যমে আমরা লড়াই বিশ্বাস করি এবং সেই লড়াই নিয়ে মানুষের সমর্থন নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি। আমরা যদি এখানে দেরি করি তাহলে সন্ত্রাসবাদীদের সুবিধা হয়ে যেতে পারে। সন্ত্রাসবাদীদের সুবিধা হবে কারণ ৯০ দিন উত্তীর্ণ হলে আটকদের ছাড়তেই হবে। এটা বাধ্যতামূলক। তা নাহলে আমরা অসুবিধায় পড়ে যেতে পারি। সেই কারণে আমরা যেটা বলছি এই সুযোগটা তারা যাতে না নিতে পারে। এই কারনে এটা নিতে হবে এটা নতুন কিছু না আগেও এখানে চালু

হয়েছে। এবং আমি আশ্বস্ত করতে পারি মাননীয় সদস্যদের কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীকে এই আইন প্রয়োগ করে গ্রেপ্তার করে আমরা রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করব না এটা করলে আমাদের সলিল সমাধি হয়ে যাবে। কাজেই ওখানে বিস্তৃত কথা বলে সময় নেওয়ার কোন অর্থ নেই। মাননীয় বিরোধী দলনেতা প্রশ্নগুলি তুলেছেন, আমরা সেগুলি শুনলাম এই বিধানসভার মানুষ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষেরও কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।

**শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলীয়নেতা) ঃ-** অবজেকশন রিজন কেন আনলাম এখানে কারণ ৮৩ সন থেকেই শুরু হল এটিটিএফ বা উগ্রপন্থীদের সংস্থাকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার জন্য এটা করা হবে, আজকে হঠাৎ আইন মন্ত্রী এই ব্যাখ্যা কোথায় থেকে আনলেন এটিটিএফ বা এন.এল.এফ.টি বা উগ্রপন্থীর সংস্থার নাম বাদ দিলেন কেন ? স্টেটমেন্ট রিজন অর্থ কি স্যার, আমরা এখানে কোন একটা বিল আনতে হলে রিজন দিতে হবে । সুতরাং এখানে রিজন দিয়েছে। এই রিজনস কথা বলা হয়। আগে যেটা রয়েছে এটাকে কনটিনিউ করুক আমার কোন আপত্তি নেই। বা ৯৪ ৪র্থ এমেন্ডমেন্ট যেটা আছে সেটা করুক। যেটা রিজন দিয়েছে।

**শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পারটিকোলার ওয়ার্ড সম্পর্কে উনার মনে শংসয় থাকে তাহলে এই ওয়ার্ডটার সম্পর্কে করেনডিয়াম দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। এটা পার্ট অব দি বিল নয়। উনি আইনজীবি, আইন সমন্ধে খুব ভাল জানেন। কাজেই এখানে অবজেকটস এর পারটিকোলার ওয়ার্ডটার সমন্ধে কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে এটার করেনডিয়াম দিলে পর উনি সন্তোষ্ট হন আই হ্যাভ নো অবজেকশন।

**শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলীয়নেতা) ঃ-** তাহলে যে রকম ভাবে অফ দি ষ্ট্যাটমেন্ট অবজেকটস এ্যান্ড রিজনে এটিটিএফ, এনএলএফটি এ্যান্ড আদারস এক্সষ্ট্রিমিষ্টস আউট-ফিটস।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** আপনি আইনের লোক, আপনি তো সব চাইতে বেশী ব্যাপারটা বলেছেন এটা পার্ট অব দি বিল না তার ইনটেনশনটা বুঝতে হবে। আসলে ব্যাপারটা সন্ত্রাসবাদীদের মাথায় রেখেই করা হচ্ছে মেইন কথা। কাজেই এই জায়গায় এখানে যে বিষয়টা এসেছে যদি আপনি মনে করেন পারটিকুলার এই ওয়ার্ডটা বাদ দিয়ে এক্সষ্ট্রিমিষ্টরা যে কাজ করে এই ধরনের কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত এই কথাটা যুক্ত করলে পর আপনি যদি সন্তুষ্ট হোন আই হ্যাভ নো অবজেকশন।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলীয়নেতা) ঃ-** এই বিলটা তো যাবে প্রেসিডেন্টের কাছে ?

**মিঃ স্পীকার ঃ-** না, না। স্ট্যাটমেন্ট অব রিজন এটা যায় না।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলীয়নেতা) ঃ-** ষ্ট্যাটমেন্ট অব রিজনস না গেলে কিসের জন্য আনা হলো ?

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় বিরোধী দল নেতা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন কেন ? এত উত্তেজিত হবেন না। বিধানসভার মধ্যে আপনি আপনার পয়েন্ট রেইস করুন। এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে, কারণ বিধানসভাতো কথা বলার জায়গা।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলীয়নেতা) ঃ-** আপনি তো আরও বেশী উত্তেজিত হচ্ছেন।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** না, না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কি ব্যাপার চট্ করে এত উত্তেজিত হলে কি করে হবে ? আপনি তো আমাদের সাহায্য করবেন।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলীয়নেতা) ঃ-** স্যার, সাহায্য করব।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** এ্যাকজ্যাক্টলি। যুক্তি থাকলে যুক্তি দেবেন। আপনি একেবারে ক্ষেপে লাল হয়ে যান বুঝব কি করে, ফলে আপনার কথাই বুঝতে পারি না। প্লীজ হেলপ আস। আমরা আইনের ব্যাপার কম জানি।

কাজেই এখানে এটা যদি এই বিলের অঙ্গ হয়ে যায় তাতে এই শব্দ যেভাবে আমরা বললাম মডিফাইড হয়ে যাবে।

**শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলীয়নেতা) ঃ-** স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমি বেশী উত্তেজিত হয়ে যাই। উত্তেজিত বেশী হচ্ছেন হাউসের নেতা যিনি তিনি কারণ যখন আসল কথা বলা হয় তখনই উত্তেজিত হয়ে যান।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** রিসেসের পর এটার করিজেনডাম দেওয়া হবে।

**AFTER RECESS AT - 2.00 PM.**

**BULLETIN PART- II**

**Mr. Speaker :-** A Copy of the letter containing errata relating to the statement of objects and reasons of 'The Code of Criminal Procedure (Tripura Seventh Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)' as received from the Minister-in-charge of the Home Department, Tripura. এটা ৫-১০ মিনিটের মধ্যে সার্কুলেট হচ্ছে। আমি পড়ে দিচ্ছি।

For kind information of the hon'ble members of the House :- In the statement of the objects and reasons of the aforesaid Bill I intend to modify para three and four by giving following :

**ERRATA**

In the statement of objects and reasons, in paragraph three, for words "notorious criminals" the words "hardened criminals including ATTF, NLFT and other extrimists" Shall be substituted. In paragraph four after the words "hardened criminals" the words "Including ATTF, NLFT and other extremists outfits" shall be read. This modification may kindly be accepted. এটা নিয়ে আলোচনা শেষ হয়েছে।

**[GOVERNMENT BILLS- Considered and passed in Amended form].**

**মিঃ স্পীকার ঃ-** সভায় পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Code of Criminal Procedure (Tripura Seventh Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)" with Errata এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Code of Criminal Procedure (Tripura Seventh Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)" with Errata বিবেচনা করা হউক।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো— "The Code of Criminal Procedure (Tripura Seventh Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)" with Errata. বিবেচনা করা হউক।

(ভোটে দেওয়ার পর)

**মিঃ স্পীকার ঃ-** প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো। আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১, ২ ও ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে দেওয়ার পর)

**মিঃ স্পীকার ঃ-** বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো। এখন সভার সামনে প্রশ্ন

হলো— বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে দেওয়ার পর)

**মিঃ স্পীকার ঃ-** বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো। সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Code of Criminal Procedure (Tripura Seventh Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)" with Errata. পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Code of Críminal Procedure (Tripura Seventh Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)" with Errata. পাশ করা হউক।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো— "The Code of Criminal Procedure (Tripura Seventh Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 8 of 2003)" with Errata. পাশ করা হউক।

(ভোটে দেওয়ার পর)

আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

**Mr. Speaker :-** "The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of certain Tea Units) (Fourth Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 3 of 2003)." এটার ইরেটাতো সার্কুলেট হয়েছে, সবাই পেয়েছেন। গতকাল মাননীয় সদস্য প্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয় আলোচনা করেছেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী পবিত্র কর মহোদয়কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য বেশী নেই। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় সদস্য প্রকাশ বাবু তিনি বিরোধিতা করেননি। কতগুলি পয়েন্ট রেইজ করেছেন। এই ব্যাপারে আমি প্রথমেই যে কথাটা বলতে চাইছি, ১৯৮৬ সালে এই বিলটা যখন আনা হয়, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ৭টি বাগানের মালিক, এখন ৬টি আছে, আগে ৭টি বাগান ছিল। মালিকরা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তখন শ্রমিকরা প্রায় অনাহারে, অর্ধাহারে ছিলেন। সেই সমস্ত শ্রমিকদের অনাহার, অর্ধাহার থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারকে সাময়িককালের জন্য এই ম্যানেজমেন্ট গ্রহণ করে যাতে শ্রমিকদের রক্ষা করা যায় এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এই কারনেই আমরা এই ধরনের রুগ্ন বাগানগুলিকে সরকার শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তার ম্যানেজমেন্ট টেক-ওভার করি। এবং তখনই কথা ছিল যে মালিকরা এসে যদি ডিমান্ড করে আমরা আমাদের বাগান চালাতে চাই, আমরা ভালো করে চালাব- তখন আমরা এটা ফিরিয়ে দেব। একটি এসেছিল ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখন সেখানেও প্রবলেম চলছে, ফটিকছড়া বাগানে। সবাই জানেন যে বিশ্বায়নের কারণে মূলত দক্ষিণ ভারত, ত্রিপুরা এবং কাছাড়ে যে চা বাগানগুলি আছে সেগুলি খুবই সংকটের মধ্যে চলছে। শুধু সরকার কেন ? বড় বড় চা-বাগানের মালিকদেরও এখন বাগান চালাতে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। চা-এর বাজার মূল্য এত পড়ে গেছে যার ফলে সবাই আর্থিক সংকটে। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম না লাভ না লোকসান একটা সময় এই ভাবে চলছিল। চা-বাজার মূল্য কমে যাওয়াতে এখন এটাতে ঘাটতি হচ্ছে। আমরা প্রতি বছরই শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে বাগান একস্টেনশান করার চেষ্টা করছি। শ্রমিকদের মজুরী ইত্যাদি দেওয়ার চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্য এখানে কিছু বাস্তব বিষয় তুলে ধরেছেন। আরও যা যা দেওয়া দরকার ছিল আমাদের পক্ষে সবটা করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এগুলি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সচেতন। এখনও বলছি, যদি মালিকরা ফিরে আসে- আমরা দিয়ে দিতে চাই। ইতি মধ্যেই বিষয়টি আমাদের মন্ত্রিসভায় আলোচনা হয়েছে

এবং এটার একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া দরকার। কতদিন এইভাবে চলবে। তাকে ভিত্তি করে আমরা একটি কমিটি করে দিয়েছি। আমাদের অভিজ্ঞ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তারা দেখুক। আসাম এবং পশ্চিমবাংলায় এমন কিছু অধিগৃহীত বাগান আছে। এগুলি দেখে তাদের একটা সাজেসান আমাদের কাছে আসবে। আসলে পর আমরা সেটা বিচার বিবেচনা করব। শ্রমিকদের আমরা বুঝিয়ে বলছি। একটি বাগান আমরা শ্রমিকদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। কো-অপারেটিভ করে তারা চালাচ্ছে। শ্রমিকদের বলেছি, চা-বাগান যদি আপনারা চালাতে পারেন তাহলে আমরা আপনাদের সাপোর্ট করব। ফলে, শ্রমিকদের কথা চিন্তা-ভাবনা করে এই ধরনের রুগ্ন বাগানগুলি আমাদের কাছে রাখতে হচ্ছে। আইনগত বাধা আছে বলেই আবার আমরা এটাকে দুই বছর সময়কালের একস্টেনশান চেয়েছি। আমি আশা করব, এই পরিস্থিতি এবং শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এটাকে পাশ করার জন্য আমরা সবাই মিলে একমত হব এবং শ্রমিকদের যে বিষয়গুলি এখানে এসেছে আমরা এগুলি দেখব। তাদের সুযোগ-সুবিধাগুলি আরোও কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এই বিষয়টি আমাদের সরকারের নজরে আছে। আমার স্যার এটাই বক্তব্য। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো— "The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of certain Tea Units) (Fourth Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 3 of 2003)."

(অতঃপর ধ্বনী ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হল) ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ ও ২ নং ধারা দু'টি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতঃপর ধ্বনী ভোটে বিলের ধারা দু'টি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো) ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো— বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতঃপর ধ্বনী ভোটে বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো) ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো— "The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of certain Tea Units) (Fourth Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 3 of 2003)." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of certain Tea Units) (Fourth Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 3 of 2003)." পাশ করা হউক।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো— "The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of certain Tea Units) (Fourth Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 3 of 2003)." পাশ করা হউক।

(অতঃপর আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো) ।

## PRESENTATION OF PETITIONS.

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি ১০টি পিটিশন পেয়েছি। প্রথমটি

দিয়েছেন শ্রী পংকজ চক্রবর্তী ও অপর ১৫৬২ জন। পিটিশনটির বিষয়বস্তু হলো— জনস্বার্থে কুলাইতে ধলাই নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত। পিটিশনটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা।

দ্বিতীয়টি দিয়েছেন শ্রী যুগেশ দেবনাথ এবং অপর ১৯২ জন। পিটিশনের বিষয়বস্তু হলো, পূর্ব ডুলুছড়া হাইস্কুল বর্তমানে ছড়ার ভাঙ্গন ধারায় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ছড়া অতিক্রম করে স্কুলে যেতে অসুবিধা হয়। স্কুলের স্থান পরিবর্তন করে মধ্য পাড়ায় নতুন ভাবে স্কুল স্থাপন সংক্রান্ত। এই পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্ডার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়।

তৃতীয় পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী চিত্তরঞ্জন ধর এবং অপর ৬৬ জন। পিটিশনের বিষয়বস্তু হলো, ৫৩ কৈলাসহর বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের ৩৫ নং ভাগের তথা কৈলাসহর নগর পঞ্চায়েতের ১০ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন পদ্মের পার দুর্গাপুরস্থ পূর্ত বিভাগের রাস্তার সংস্কার সাধন সংক্রান্ত। পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজীৎ সিন্‌হা মহোদয়।

চতুর্থ পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রীপিযুস কান্তি দে এবং অপর ৭২ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো, ৫৩ নং কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৪ নং ভাগের অন্তর্গত কালীপুর জীতু দীঘিরপার রাস্তা (শ্রী সুধীর রায়ের বাড়ীর সামনে থেকে শ্রী দ্বীজমনি শর্মার বাড়ীর সামনে পর্য্যন্ত) এবং তৎসংলগ্ন মাটির রাস্তার (সত্যেন্দ্র মালাকারের বাড়ীর সামনে পর্য্যন্ত) সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং উক্ত রাস্তার দক্ষিণাংশের জমা জল নিষ্কাসনের জন্য বিনীত আবেদন। পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজীৎ সিন্‌হা মহোদয়।

পঞ্চম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী ননীগোপাল রূপিনী এবং অপর ১০০ জন। পিটিশানের বিষয়বস্তু হলো— "Construction of road with brick solling from Shri Durjoy Jamatia, residence of Dhan Chakma Bari to Kalikumar Rupini Bari TLM region of Hodrai Gram Panchayat." পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়।

ষষ্ঠ পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী প্রদীপ রঞ্জন দাস এবং অপর ১৩ জন। পিটিশনের বিষয়বস্তু হলো— "Prayer for installation of one Pump-Set to drainage the stagnant water from South Banamalipur." পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপালচন্দ্র রায় মহোদয়। (শ্রী রায় পিটিশানটি সভায় উৎথাপন করেন)।

সপ্তম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী ঠাকুরপদ ভৌমিক ও অপর ১৭ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো— ইলেট্রিক লাইন ও পানীয় জলের সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত। পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য। (শ্রী বৈদ্য পিটিশানটি সভায় উৎথাপন করেন)

অষ্টম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী বিজয় কুমার রূপীনি ও অপর ৩৯ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো, মন্ডলপাড়া ইলেট্রিক লাইন ও পানীয় জলের সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত। পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়।

নবম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী হীরণ দাস এবং অপর ৩৪ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো, হরিচরণ পাড়ায় ইলেট্রিক লাইন ও পানীয় জলের সমস্যা সংক্রান্ত। পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টারসাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়।

দশম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী বাবুল সরকার এবং অপর ১৩ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো, কপালী পাড়ায় ইলেকট্রিক লাইন সংক্রান্ত।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২৫৭ নং ধারা মূলে উক্ত পিটিশানগুলি পিটিশান কমিটিতে প্রেরণ করা হলো। এখন সচিব মহোদয় পিটিশনগুলি সম্পর্কে সভায় রিপোর্ট করবেন।

**Secretary (TLA) :-** Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the following petitions :-

১) জনস্বার্থে কুলাইতে ধলাই নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের গণ আবেদন পিটিশানটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়।

২) পূর্ব ডলুছড়া হাইস্কুল বর্তমানে ছড়ায় ভাঙ্গন ধরায় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ছড়া অতিক্রম করে স্কুলে যেতে অসুবিধা হয়। তাই স্কুলের স্থান পরিবর্তন করে মধ্য পাড়ায় নুতনভাবে স্কুল স্থাপন করার আবেদন।

পিটিশনটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত মহাদয় ।

৩) ৫৩ কৈলাসহর বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের ৩৫ নং ভাগের তথা কৈলাসহর নগর পঞ্চায়েতের ১০ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন পদ্মেরপার দুর্গাপুরস্থ পূর্ত বিভাগের রাস্তার সংস্কার সাধনের জন্য আবেদন। পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজীৎ সিন্‌হা মহোদয়।

৪) ৫৩ নং কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৪ নং ভাগের অন্তর্গত কালীপুর জীতু দীঘিরপার রাস্তা (শ্রী সুধীর রায়ের বাড়ীর সামনে থেকে শ্রী দ্বীজমনি শর্মার বাড়ীর সামনে পর্য্যন্ত) এবং তৎসংলগ্ন মাটির রাস্তার (সত্যেন্দ্র মালাকারের বাড়ীর সামনে পর্য্যন্ত) সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং উক্ত রাস্তার দক্ষিণাংশের জমা জল নিষ্কাসনের জন্য বিনীত আবেদন। পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজীৎ সিন্‌হা মহোদয়।

৫) "Construction of road with brick solling from Shri Durjoy Jamatia, residence of Dhan Chakma Bari to Kalikumar Rupini Bari TLM region of Hodrai Gram Panchayat." পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়।

৬) "Prayer for installation of one Pump-Set to drainage the stagnant water from South Banamalipur." পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপালচন্দ্র রায় মহোদয়।

৭) ইলেট্রিক লাইন ও পানীয় জলের সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য মহোদয়-এর নিকট প্রার্থনা। পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়।

৬) "Prayer for installation of one Pump-Set to drainage the stagnant water from South Banamalipur." পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপালচন্দ্র রায় মহোদয়।

৭) ইলেট্রিক লাইন ও পানীয় জলের সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য মহোদয়-এর নিকট প্রার্থনা। পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়।

৮) মন্ডলপাড়ায় ইলেকট্রিক লাইন ও পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা। পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়।

৯) হরিচরণ পাড়ায় ইলেকট্রিক লাইন ও পানীয় জলের সমস্যা সমাধান পাওয়ার জন্য মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা। পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়।

১০) কপালী পাড়ায় ইলেকট্রিক লাইন পাওয়ার জন্য মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা।" পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৫৭নং ধারা মূলে উক্ত পিটিশানগুলো কমিটিতে প্রেরণ করা হলো।

## DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YRAR 2003-2004.

**মিঃ স্পীকার ঃ-** সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ– "২০০৩-২০০৪ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং ভোটগ্রহণ।"

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ২৭টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আলোচ্য ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট দফতরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণদের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তভর্ক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলোর ভোটে এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। এখন আলোচনায় যারা অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের মধ্যে আই. এন. পি. টির ৬ জনের নাম এবং কংগ্রেস দলের তিন জনের নাম পেয়েছি। এখন মন্ত্রী মহোদয়রা বলবেন?

আইএনপিটি দলের ৬ জন সদস্য কাট মোশান এনেছেন। এবং কংগ্রেস থেকে এনেছেন ৩ জন। সুতরাং এখন কত জন বক্তব্য রাখবেন একটা নামের তালিকা দিলে পরে সুবিধা হবে।

**শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, আলোচনা তো দপ্তর ভিত্তিক হবে। কোন কোন দপ্তরের উপর কাট মোশান আনা হয়েছে সেই দপ্তরের উপর আলোচনা হবে।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** ঠিক আছে ৭ মিনিট করে প্রত্যেক সদস্য সময় পাবেন।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, পাঁচটা পর্য্যন্ত যতটা সময় কাভার করে সেটাকে ভাগ করে দিন। তার পরে আমাদের বলার প্রয়োজন যদি থাকে তাহলে আমরা বলব।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** (কক্‌বরক) ঃ মাসগীনাং স্পীকার সাহেব আং অর' কায়সা কাট মোশান তুবখা - অব' আঁংখা খেত অ' তাঁয় রীনানি বাগাঁই তৈয়সাঅ বান রীমানি কায়সা ডাই ভারসন প্রকল্প -ন' তাইআঁই। অজাগাঅ আংনুকখা খাসিং জরা অ হিনখাই চিনি বরকনি খেত অ' তাঁয় কাঁরাই। বনি বাগাঁই - ন' মাসিং জরাঅ চিনি বরক মায়, সুই - থাই খাঁলাইমান য়া। মাসিং জরাঅ হিনখাই পুন মাঁসুগ খায়া বেদাম ফিয়গাঁই তংঅ'। অজরাঅ যদি তাঁয় র হরখাই মায় মুই যতন আঁংখামুং চিনি তিপ্রাসারগ-ব' অসুক অভাব আঁংগালাক খামুং। অবনি বাগাঁই চাঁং সাঅ, ট্রাইবেল এলাকাঅ তাঁয় রীনানি হিনখাই অ ডাই ভারসন - ন রীনানি নাংনাই। লিভ এরিগেশান রাঁখাই নাংমানি জরাঅ হিনখাই খেত - অ বাঁখাই বন চালগনানি বাগাঁই কায়সা অপারেটরনি দরকার কারেন তংনানি নাংনাই অনেক সময় অপারেটর তংখাই কারেন কাঁরুই কারেন তংখাই অপারেটর কাঁরুই অমহায় কাঁবাংমা সমস্যা সুকজাগ - গ। হায়-ন হাই চিনি বরক খেত অ তাঁয় মানয়া খানাই। বনি নাইখাই ডাইভারসন খাঁলাই আঁই রাঁখাই তাঁয়নি বাগাঁই তাই কোন সমস্যা আঁংয়া। অজাগাঅ হিনখাই কারেন ব' নাংয়া

অপারেটর - ব নায়্যা অব তাই কোন সমস্যা কাঁরাই । চিনি বরকনি বাগাঁই বেলাই খে কাহাম । লিভ এরিগেশান তাঁয় সাংমানি জরাঅ হিনখাই মটর ফান হাময়া আঁংনাই , কারেন ফান কাঁরাই আঁংনাই । অমতাঁই খে - ন তাল থাম তালব্রুই থাংগাঁই পাই - অ তাই কাহাম আঁংয়া । এ. আই. ডি. পি. ১২ কোটি ২০ লক্ষ রাং বাঁখা শুধু ট্রাইবেল এলাকাঅ ডায়ভারসন খাঁলাই নানি বাগাঁই । কিন্তু অ সামুং তাংনানি বাগাঁই সরকারনি কোন নায়হর মুং কাঁরাই ।

ট্রাইবেল এলাকাঅ আলো, ফানতক, মস, কপি অমহায় পদেরাপদ মুইকুথুং আঁংখ বামফ্রন্ট সরকার অব নাইয়া। চিনি জোটানি আমল যেভাবে মুইকুথুং খাঁলাই রাঁখা অব তাবুক কাঁরাইখা । চিনি আমল মুইকুথুং কায়রাঁনানি বাগাঁই ১ কোটি ২৭ লক্ষ রাং বছরঅ সাঁপাই জাগাঁই তংগ । অব তাবুক পয়লা জরাঅ হিনখাই ৫০ লক্ষ তাইনি পরেঅ ১০ লক্ষ, তাইনি পরেঅ নিথাঁই ৫ লক্ষ আঁংখা , তাই পাইথাং জরাঅ হিনখাই কমিআঁই ৩ লক্ষ খাঁলাইজাগখা । চিনি বরক-ন' ভিখরা খাঁলাইআঁই তেইব খাংখারা খাঁলাইখা । মিঃ স্পীকার স্যার, খোয়াই তাই গোমতী অ - কায়নাঁই তাংগ ব চিনি এস টি ফান্ডনি ৬৪ লক্ষ রাং র - হর নানি নাসাঁই তংগ । ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার মিনিস্টার অব বাহাইখে চাজাগখা তাম চাজাগ - খা চাঁং সায়মানয়া মিডিয়াম এরিগেশান তাম অংগাঁই চিনি ট্রাইবেল এলাকাঅ আঁংয়া ? জোট সরকারনি আমল কৃষি দপ্তর চিনি বরগনি থাগ তংফুরুন ট্রাইবেল এলাকাঅ ডাইভারসন আঁংগ । অরুন কর তংগনাঁইনি বাগাঁই অ - দপ্তর ন আনি য়াগ কাঁলাংমোনি উল আং উদ্যোগ না আই করম ছড়া, সোনাই তাই মেলাক ছরা অ ডাইভারসন খাঁলাই রাঁ - অ । নাইনানি থাং খাই যতনি সমস্যা কতর চিনি ট্রাইবেল এলাকাঅ অবনি সমস্যা সমাধান খাঁলাই নানি বাগাঁই অ - দপ্তর - ন চিনি বরগনি য়াগ রাঁনানি দরকার ।

খগেন্দ্র - ন হাময়াহিনাঁই য়াফার য়া খাই জীতেন্দ্র চৌধুরী -ন রাঁদি । নারায়ন বাবু-ন রাঁদি হামাখাইবা প্রনব বাবু-ন রাঁদি । খগেন্দ্র চায়া হিনাঁই ব - ন কোন মতে বনি আঁই কো অপারেটিভ দপ্তর রাঁজাগ খা । কো অপারটিভ তাম ? মাত্র ৯ কোটি রাংনি কনজিউমারস । থাংগাঁই নাইদি কুসকান কাঁরাই, কিসাখাই খকজা-গ কিসাখাই - খকজা-গ । কায়বা থব্রুটন কামাগাঁই আং উায়সা থাংগাঁই - নাইখা । সাব অ থকটিন খকখা হিনমালে - অরনি ম্যানাজার রমননি থাংমালে রমাঁই সে মানলিয়া, তামনি বাগাঁই হিনখাই ব - রনজিৎ বাবুনি এক নাম্বার কাঁচাকনি বরগ । রমনানি সাহস মানালিয়া হা.খে - ন কো অপারেটিভ পাইআঁই পায় লাংখা । তিপ্রাসা পাড়াঅ থাংগাঁই চাকুরী মানজাগখা হিনখে নাঁং বা মা মানাই - আনি বা কো - অপারেটি ভসে আং মুংসাঁ চাকুরী রাইমানয়া । রাং পয়সা - নি কিসিসাচুগ সাহায্য সানখাঁই অব -ব ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনি খে । নাঁং তাম সাহায্য রাইমানখা বা ? নাঁংলে কিসাসে রাঁইমান লিয়া - অব লাচিমা সিনমায়া দের । পি জি পি দপ্তর অব - ত বুফাং সে আঁংয়া বুফাং বেদেক অবনি বাগাঁই অব - ন বেদেক মন্ত্রী হিন । উানসা ককবাই আগাছামন্ত্রী হিন । পিজি পি কোন দপ্তর য়া অব কায়সা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনি বেদেক নহর মানি সে । বন - যে মন্ত্রী মানখা হিনাঁই তংথকজাকলাই অ । অসুক বাই কোনদিন ট্রাইবেল নি সমস্যা - ন সমাধান খাঁলাই মানয়া । ট্রাইবেল পাহাড় এলাকাঅ লেখা পড়ানি যে সমস্যা অব' সাব' বুচিনাই বা ? পাহাড় এলাকাঅ মাস্টার কাঁরাই । ককবরক মাস্টার বাই হাই ইস্কুল চলিআঁই তং - অ অব সাব সাইমানাই । অ সমস্যা - ন সমাধান খাঁলাই নানি আপনি সং মানখা দে ? কোন সমাধান খাঁলাই মানয়া । তাম মানখা শুধু পি জি পি দপ্তর সিমিসে ।

আং পাই থাং জরাঅ ন্যাশনাল ফেমিলি বেনিফিট স্কীম - ন তাঁয়আঁই কিমা কক সানাই নকনিনকফাং থুইখাই অ-পরিবার - ন সাহায্যে খালাইমানি জাগাঅ ব' কাঁচাক কুকুর সাইজাগাঁই তংগ । কাকরা বন' যে ন্যাশনাল ফেমিলি ওয়েল ফেয়ার বেনিফিট স্কীম তাই ন্যাশনাল মেটার নেটিভ বেনিফিট স্কীম রাঁজাগমানি অ জাগাঅ কায়সা ফান আলদা দলনি বরগ মানয়া ।

অর আনি মাস্টার কেশব বাবু তংগ ব-ন অম' হায় সামুং খাঁলাই রাঁআঁই তংগ । ডি. এম. অ্যাপ্রুবাল খাঁলাই আঁই রাঁমানি পর্যন্ত বরগ রাঁলিয়া । চিনি বরগ - ত মানয়া ন বরং কংগ্রেস খাঁলাই নাই হিনখাই বুসে বুজাগ অ । ফতিমা বিবি

হিনাই কায়সা ব্রুরুইন আং অ্যাপ্রুবাল খীলাই রীমানি অং তাবুক পর্যন্ত মানয়া - খু অথচ বীসা মসুই হিমাই সে তংমাখা। ডি এম যে সমস্ত দরখাস্ত অ্যাপ্রুবাল খীলাই আঁই র - হর মানি অব তাবক পর্যন্ত ককরা বন - ন সগাইয়া খু । চিকমিনিসটারনি য়াগ পর্যন্ত দরখাস্ত জমা রীআঁই নায়খা কোন সামুং আঁংয়া । ন্যাশনাল বেনিফিট স্কীম ফান আঁংলাং - থ বা ভল্ড এইজ পেনশান ফান আঁংলাং - য় কোন বাজেট ফান সে মানলাংলিয়া, অব কাঁচাকনি বাজেট সে আঁংসি অ, কংগ্রেস তাই আই এন পি টি খীলাই নাই রগ মাননানি ককয়া। অবনি বাগাই - ন চাঁং অ - বাজেট ন সমর্থন খীলাইমানয়া কাট মোশান মা তীব অ । অ কক সাআঁই - ন আনি কক পাইরীখা । যতন হামবাই ।

## বঙ্গানুবাদ ঃ-

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি এখানে একটি কার্ট মোশান এনেছি, কাট মোশানটি হল, জমিতে জল সেচের জন্য নদীতে বান দেওয়ার একটি ডাইভারসন প্রকল্পকে নিয়ে ।এখানে আমি লক্ষ করেছি - শীতকালে উপজাতিদের জমিতে জল থাকেনা - ফলে শাক সব্জি রবিশষ্য বা অন্যান্য ফসলের চাষ করা হয় না। শীতকালে জমিতে কোন চাষ হয় না - বলে উপজাতিরা গরু ছাগল খোলা ছেরে দেয় ।ঐ সময়ের মধ্যে যদি জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে ধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম শাকসব্জির চাষ করা যেত এবং উপজাতিদের অভাব অনটন কিছুটা হলেও নিরসন হতো ।এর জন্য ট্রাইবেল এলাকাগুলোতে জল সেচের জন্য ডাইভারসন দরকার ।ডাইভারসন না যদি লিভ এরিগেশান দেওয়া হয় তাহলে প্রয়োজনের সময় জমিতে জল পাওয়া যাবেনা । লিভ এরিগেশান দেওয়া হলে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হবে ।কারণ লিভ এরিগেশান করতে গেলে কজন অপারেটরের দরকার, সেখানে বিদ্যুৎতের ব্যবস্থা থাকতে হবে, অনেক সময় বিদ্যুৎ থাকেনা - আবার, বিদ্যুৎ থাকলে অপারেটর থাকে না - ইত্যাদি নানা সমস্যা - ফলে কৃষকরা সময় মতো জমিতে জল পায়না ।এর চাইতে ডাইভারসন প্রকল্প চালু করলে কৃষকদের জমিতে সারা বছর জল থাকবে । সেখানে বিদ্যুৎ এবং অপারেটরের আর প্রয়োজন হবে না । লিভ এরিগেশান করলে প্রয়োজনের সময় জল পাওয়া যায় না, মটর বিকল হয়ে যায়, সারাই করতে তিন চার মাস সময় লেগে যায় এবং বিদ্যুৎ নিয়মিত থাকে না ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখাদেয় ।উপজাতি এলাকায় ডাইভারসন প্রকল্প চালু করার জন্য এ আই ডি পি ১২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে । কিন্তু কাজটি করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কোন উদ্যোগ নেই ।

উপজাতি এলাকায় আলো, বেগুন, টমেটো, লংকা এবং কপি ইত্যাদি শাকসব্জির ফলন হোক, এটা বামফ্রন্ট সরকার চায়না - জোট সরকারের আমলে যেভাবে কৃষকদের চাষ করানো হল, বর্তমানে এটা নেই ।আমাদের আমলে রবি শস্য চাষের খাতে বছরে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা খরচ করা হয় ।বর্তমানে এই খাতে ৫০ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ১০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে এই টাকা ৫ লক্ষ থেকে কমিয়ে ৩ লক্ষ টাকা করা হল ।এই ভাবে উপজাতিদের সর্বনাশ করে দিল । মাননীয়া স্পীকার সাহেব খোয়াই এবং গৌমতি ডাইভারসন প্রকল্পের জন্য আমাদের এস টি ওয়েলফেয়ার ফান্ড থেকে ৫৪ লক্ষ টাকা - দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে । উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী কেন এবং কি কারনে এই টাকা গুলো দিতে চায়ছে, তা আমরা জানি না ।উপজাতি এলাকায় কেন মিডিয়াম এরিগেশান করা হল না ? জোট আমলে কৃষি দপ্তর যখন একজন উপজাতি মন্ত্রীর হাতে ছিল, তখনই ট্রাইবেল এলাকাতে ডাইভারসন প্রকল্প চালু হয় ।অরূণ কর দুই মাসের জন্য যখন দপ্তর টি আমার হাতে দায়ীত্ব দেন, তখন আমি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে করমছড়া সোনাই এবং মৈলাক ছড়াতে তিনটি ডাইভারসন প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করি ।এখানে একটি কথা বলতে হয়, এর চেয়ে বেশী সমস্যা হল উপজাতি মন্ত্রীর হাতে এই দপ্তরের দায়ীত্ব দেওয়া দরকার । খগেন্দ্র জমাতিয়া দপ্তরটি যদি পরিচালনা না করতে পারেন তাহলে জীতেন্দ্র চৌধুরী নারায়ন রূপিনী বা প্রনব দেববর্মা তাদের মধ্যে যে কোন একজনকে দায়ীত্ব দেওয়া যায় ।আর খগেন্দ্র বাবুর যোগ্যতা নেই বলে তাকে কো - অপারেটিভ দপ্তরের দায়ীত্ব দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে ।

কো-অপারেটিভ কি ? কো-অপারেটিভ হল ৯ কোটি টাকার একটি কনজিউমার । গিয়ে দেখুন চুরী করে সব সমস্ত কিছু শেষ করে দিয়েছে ।

আমি একবার গিয়ে দেখেছিলাম, সেখানে ৫টি সরিষা তৈলের টিন চুরী হয়েছে । কে বা কাহারা এই তৈলের টীন চুরী করেছে ? শেষে খবর নিয়ে জানা গেছে, ম্যানেজার নাকি এই কান্ডটি করেছে । কিন্তু বিধায়ক রনজিৎ বাবুর একনিষ্ঠ পার্টির কর্মী বলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারল না । এই ভাবেই কো - অপারেটিভ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পক্ষে । চাকুরীর কথা কেই জিজ্ঞেস করলে আপনী এক কথায় বলে দেন যে, আমার কো - অপারেটিভ দপ্তরের কোন চাকুরী নাই। আর্থিক সাহায্য কেউ চাইলে এটা ও আপনি দিতে পারে না । কারণ উপজাতি কল্যাণ দপ্তর আপনার হাতে নাই । তাহলে, আপনী জন সাধারণকে কি দিতে পেয়েছে ? লজ্জার ব্যাপার আপনী জনসাধারণকে কোন কিছুই দিতে পারলেন না । আপনার শুধু পি. জি. পি. দপ্তর আছে যাহাকে বাংলা ভাষায় বলা হয় আগাছা মন্ত্রী । হইা কোন দপ্তর না, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের একটি শাখা মাত্র । আর এই দপ্তরকে আপনারা বড় করে দেখছেন । এই ভাবে কোন, দিন উপজাতিদের সমস্যা সমাধান হবে না । উপজাতি এলাকায় বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই, ককবরক মাস্টার দিয়ে হাই ইস্কুল চালানো হচ্ছে এই সমস্ত সমস্যার কথা কে বলবে । আপনারা কোন দিন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করে দেখছেন ? এই বিষয়ে চিন্তা করা আপনাদের সময় নেই । কেবল মাত্র পি. জি. পি. জপ্তর নিয়ে আপনারদের মাথায় চিন্তার ঘুরপাক খাচ্ছে ।

আমি পরিশেষে ন্যাশন্যাল ফেমিলি বেনিফিট স্কীম প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই - পরিবারে কোন কতা যদি মারা যায়, তাহলে সেই পরিবারকে ফেমিলি বেনিফিট স্কীম থেকে সাহায্য দেওয়া হয় । এই সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও পক্ষপতিত্ব করা হয়েছে । কাকরাবনে সে ন্যাশন্যাল ফেমিলি বেনিফিডি স্কীম এবং ন্যাশনাল মেটার নেটিভ স্কীম দেওয়া হল, সেখানে বিরোধী সমথিত কোন পরিবারকে দেওয়া হল না । ডি. এম. অ্যাপ্রুবাল করে প্যাঠিয়ে দেওয়ার পরও কাউকে দেওয়া হলনা। সেখানে আমার শিক্ষক মহাশয় কেশব বাবু এই কাজটি করিয়েছেন । উপজাতি অংশের মানুষকেও এই স্কীমের আওতায় থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে । আর যারা কংগ্রেস করে তাদের মারপিট করে অফিসে যেতে দেওয়া হয়না । প্রতিমা বিবি নামে একজন মহিলার দরখাস্ত আমি অ্যাপ্রুভ্যাল করে দিয়েছিলাম । কিন্তু এখনো পাওয়া গেলনা । আর ডি এম সে সমস্ত দরখাস্ত অ্যাপ্রুভ্যাল করে পাঠিয়েছিল, এটা এখনো কাকরা বনে গিয়ে পৌঁছেনি । মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ও দরখাস্ত জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন কাজ হল না । ন্যাশনাল বেনিফিট স্কীম এবং ওল্ড এইজ পেনসান স্কীম ও বিরোধী সমথকদের দেওয়া হয়না । এটা শুধু লাল কর্মী দের জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে । এখানে অন্য কোন পার্টীর লোক পাওয়ার কথা না । এই কারনের আমরা এই বাজেটকে সমর্থক করতে পারছিনা । কাট মোশান আনতে আমরা বাধ্য হয়েছে । এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি । সবাইকে ধন্যবাদ ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক দেববর্মা । ৭ মিনিটের মধ্যে বলবেন ।

**শ্রী অশোক দেববর্মা ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৬ তারিখ পেশ করা বাজেটের উপর আজকে যারা কাট মোশান এনেছেন তাদেরকে সমর্থক করে আমি ৪টা ডিমান্ডের উপর কাটমোশান এনে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করছি। আমি যে ডিমান্ডের উপর কাট মোশান এনেছি ডিমান্ড নাম্বার ৬, মেজর হেড ২০২৯। এখানে ল্যান্ড রেকর্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে আমি বলতে চাই স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখছি ভূমি নথিভুক্ত সম্পর্কে ত্রিপুরার মানুষ বেশী দুর্ভোগ ভোগেন আমরা দেখি যে বংশ পরমপরায় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করছেন। এখন পর্যন্ত তাদের নামে কোন ভূমি রেকর্ড হয় নাই। আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার প্রচার করছেন যে তারা ভূমিহীনদের ভূমি দেবেন, গৃহহীনদের গৃহ দেবেন। আজকে আমি লক্ষ্য করছি, আমি আমার বাড়ীর কাছাকাছি দেখেছি অন্তত কয়েকশত পরিবার আরো দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায় বাস করছেন তথাপি তারা এখন ভূমি ও মালিক হতে পারছেন না। তার একমাত্র কারণ, এই যে ল্যান্ড রেকর্ডের যে ত্রুটি বিচ্যুতি এই গুলি সংশোধন করা দরকার। এবং যারা এই দায়িত্বে আছেন তাদের নির্দিষ্ট ভাবে এই দায়িত্বগুলি পালন

করা দরকার। তা নাহলে এটা সম্ভব হবে না। কারণ এই ল্যান্ড রেকর্ডের উপরই ভুমিহীনদের ভুমির মালিক হওয়ার যে একটা সুযোগ থাকবে যদি সেটা ঠিক ঠিকভাবে পরিচালিত না হয়। তাহলে সেটা বৃথায় যাবে। এর জন্যই আমি তার উপর কাট মোশন এনেছি। আর দ্বিতীয় কাট মোশন এনেছি ডিমান্ড নাম্বার ৬ এবং মেজর হেড ২২৩৫। এখানে বিশেষ করে সোস্যাল সার্ভিস সম্পর্কে এবং এটা বিশেষ করে ওয়াকঅব বোর্ড এদের জন্য চাওয়া হয়েছে। আমি লক্ষ্য করছি স্যার, এই বার এই হেডে ৩৫ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্য গত বছরও এই হেডে ৩৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। এবার ৪ লক্ষ টাকা কম চাওয়া হয়েছে। জানি না এর পেছনে কি,কারণ আছে। কারণ আমি মনে করি এই রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায় তারা সংখ্যালঘু তারা সংখ্যালঘু বলতে তারা এতটা সংখ্যা লঘু না। আমি মনে করি এই রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায় তারা সংখ্যালঘু হতে কিন্তু সংখ্যালঘু বলতে এত নিকৃষ্ট মানের সংখ্যালঘু না তারা। তাদের ভাল একটা সংখ্যা আছে ত্রিপুরা রাজ্যে এবং ওয়াক অব বোর্ড তাদের জন্যই গঠন করা হয়েছে এবং তাদের ওয়েলফেয়ারের জন্যই ওয়াকঅব বোর্ড কাজ করে কিন্তু গত বছর থেকেও এবার ৪ লক্ষ টাকা কম চাওয়া হয়েছে কেন তা বুঝতে পারছি না। আমরা কি ধরে নেব যে মুসলমানের সংখ্যা এখান থেকে কমে গেছে। যদি তাই হয় তাহলে এটাকে না কমিয়ে একেবারে শেষ করে দিলেই হত। আমি এখানে কোন পক্ষপাতিত্বের কথা বলছি না কারণ আমাদের বিরোধী বেঞ্চে কোন মুসলমান প্রতিনিধি নেই ট্রেজারী বেঞ্চে দুইজন মুসলমান প্রতিনিধি আছেন এবং একজন মাননীয় মন্ত্রীও আছেন উনারা কিভাবে ধরে নেবেন জানিনা কিন্তু এটা দুর্ভাগ্য যে মুসলমান অনেক দুস্থ্য পরিবার এবং যারা লেখাপড়া করে তাদের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার একটা অধিকার এটা একমাত্র ওয়াক অব বোর্ড দেখতে পারে। কিন্তু এইভাবে যদি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের সর্বনাশ হতে পারে এই জন্যই আমি এটার উপরে কাট মোশান এনেছি। ডিমান্ড নং-১৫, মেজর হেড-২৭০২ এখানে লিপ্ট ইরিগেশন সম্পর্কে বলা হয়েছে। লিপ্ট ইরিগেশন সম্পর্কে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু কিছু বলে গেছেন এখানে আমারও কিছু বক্তব্য আছে লিপ্ট ইরিগেশনের যে সিসটেম এটা আমরা বিশেষ করে সমতল ভুমিতে দেখতে পারি আর সমতলের কিছু উজানের দিকে এর অস্তিত্ব আমরা দেখতে পারি না। যদিও থাকে সেটা বিভিন্ন কারনে অনেকাংশ নষ্ট হয়ে গেছে তার দেখবাল করার কোন লোক থাকে না তাই এইগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে এই লিপ্ট ইরিগেশন সিসটেমটাকে পরিবর্তন করে যদি ড্রাইভারশন সিসটেমে কিছু করা যায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে রেখেছিলেন যে বিভিন্ন নদীতে সেই প্রকল্পগুলি করা হয়েছে অনেক বড় বড় প্রকল্প। আমরা বড় বড় প্রকল্প চাইছি না আমরা যেখানে ছোট ছোট সোর্স আছে সারা বছর যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানে আমরা একটা ড্রাইভারশন প্রকল্পের মাধ্যমে একটু আপার সাইডে ইরিগেশনের ব্যবস্থা যদি করা যায় বিশেষ করে আমি দেখছি যে টাকারজলা অঞ্চল বেশী দূরে না ঐখানে এখনই জমি লাগাতে হয়। কারণ সেখানে শুধু বর্ষাকালেই ফসল হয় তারপরে আর কোন ফসলের সম্ভাবনাই থাকে না। সেখানে যদি আমরা বিভিন্ন সোর্স ব্যবহার করে যদি ইরিগেশনের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে ঐ অঞ্চলের পক্ষে সুবিধা হবে এবং শুধু টাকারজলা নয় ঐ সমস্ত ইনটেরিয়ার এলাকাতেই সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হোক। এই জন্যই আমি এটার উপরে কাট মোশান এনেছি। আর একটা কাট মোশান এনেছি এটা হল ডিমান্ড নং-৬, মেজর হেড ২২৫০ এখানে বলা হয়েছে রেসটুর দি টেমপল অব সানগ্রামমা। আমরা ধর্মভিরু মানুষ শুধু হিন্দু না আমরা মনে করি স্যার ভারতবর্ষের যারা বাসিন্দা তারা সবাই তাদের নিজস্ব ধর্মের প্রতি আনুগত্য আছে এবং ধর্মকে তারা বিশেষভাবে পালন করতে চায়। এটা অত্যন্ত ভাল কথা যে সায়েন্স এবং টেম্পলগুলি আরো সুন্দর করে তোলা। ডিমান্ডে তার জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। আমি এখানে বলতে চাই স্যার আগের রাজবাড়ী এই রাজবাড়ীর এলাকাতেই লক্ষ্মী নারায়ন বাড়ীর কাছাকাছি একটা সংগ্রামনামী মন্দির ছিল সেই মন্দির এখন অবনতি হয়ে গেছে। আমি চাই সেই রকম যে মন্দিরগুলির জন্য মানুষের যে চাহিদা বিশেষ করে সংগ্রামমা আমাদের ট্রাইবেল সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা বিশেষ একটা পূজা এটাকে আমরা লক্ষ্মীপূজা হিসাবে দেখি এটা আমরা প্রত্যেক বাড়ীঘরেও পালন করার চেষ্টা করি সেই রকম একটা মন্দির যদি পুনরুদ্ধার করে আমরা এখানে যদি প্রতিষ্ঠা করতে পারি সেটা অত্যন্ত ভাল হবে বলে মনে

করি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

**শ্রী অশোক দেববর্মা ঃ-** স্যার আমি শেষ করছি, আমার বক্তব্য হলো আমি চারটা কাট মোশান এনেছি, ট্রেজারি বেঞ্চের তারা বলে বিরোধী বলেই আমরা কাট মোশান আনি। আমরা কাট মোশান আনি সরকারের যে ক্রটি, ব্যর্থতা সেগুলো বলার জন্য জনসাধারনের স্বার্থের জন্য আমরা কাট মোশান আনি স্যার। আমি আশা করব আমার কাট মোশান এবং এই হাউসে বিরোধী পক্ষ যারা কাট মোশান এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ-** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার তো পাঁচটা কাট মোশান আছে, এবং বিরোধী দলের কাট মোশানকে সমর্থন করে আমি আমার আলোচনা শুরু করছি। এবং এটা কাট মোশানের সমর্থনে নয় এটা অন্য মোশানের সমর্থনে। আমি ৮ম এবং ৯ম বিধানসভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় পার্লামেন্টারী মন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছিলাম যে অধিকাংশ এমএলএ নতুন এবং অনেকেই রুলস এন্ড প্রসিডিউর সম্পর্কে ধারনা নেই। কাজেই অন্যান্য বিধানসভায় দেখিছি যেমন নাগাল্যান্ডে, আসামে এবং মেঘালয়ে তারা নতুন বিধানসভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ওয়ার্ক শপ করে। তো আমার প্রস্তাব ছিল যাতে এই রকম যেন একটা করা হয়। এখন সাবজেক্ট কমিটি গঠিত হওয়ার পরে এটা আরোও মোর রিলেভেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ বাজেটিং সিসেটেম, হোয়াট ইজ বাজেটিং সিসটেম? এন্ড হাউ টু এগজামিন ইট? এই কমিটি যাদের নিয়ে করেছেন তারা সবাই জানেন না এবং এই সম্পর্কে কারোর অভিজ্ঞতা নেই। অফিসাররাও জানেন না। কাজেই এটা নিয়ে ইমিডিয়েটলি একটা ওয়ার্কশপ একটা হচ্ছে বাজেটিং সিসটেম এন্ড দি টেকনোলজি অব এগজামিনিং বাজেট। দ্বিতীয়ত হলো ডিউটি এন্ড রেসপনিসিবিলিটি এন্ড পার্লামেন্টারি প্রেকটিস। ডিউটি অব দ্যা রেসপনসিবিলিটি অব দ্যা লেজিসলেটারস এন্ড পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস। এটা নিয়ে সিপার্ডে যত তাড়াতাড়ি ওয়ার্কশপ করা যায়। এখানে পি.এ সাংমা, সোমনাথ চ্যাটার্জি, প্রিয় রঞ্জন দাশ মুনসি তাদের মত লোককে ইনভাইট করলে ভাল হবে। আর আসামে যেহেতু এখানে স্টেনডিং কমিটি আছে স্টেনডিং কমিটির দুই একজন চেয়ারম্যানকে ইনভাইট করলে ভাল হবে। এটা করলে আমাদের সকলের লাভ হবে। অনেকে বলেছেন যে পার্লামেন্টে বা আসামে বা পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে টিমগুলো পরিদর্শন করলে ভাল হবে। আমার মনে হয় এখানে ওয়ার্কশপ করলেই ভাল হবে। কাজেই আমরা আজকে সাবজেক্ট কমিটির মেম্বার আছি, আগামী বছর থাকব না আরেকজন আসবেন। কাজেই অল এমএলএস সুড ব্রট আন্ডার দ্যা স্কীম। তারপরে এখানে সাবজেক্ট কমিটির ডিসকাশনে দেখা গেছে সেটা হচ্ছে কিছু কনসিলেশানের মানুষিকতা, এখানে যে কোন ডিমান্ডের মেজর হেডে পরের সাব মাইনর মেজর হেডে ফিফটি বলে আদার চার্জেস বলা আছে। সিক্সটি হচ্ছে ইনভেষ্টমেন্ট ফিফটি হচ্ছে আদার চার্জেস। এই আদার চার্জেস কি ঐ দপ্তরের ডাইরেক্টর ছাড়া সেক্রেটারীও জানেন না এমনভাবে বাজেট তৈরি করা হয়। শুধু সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং আরবান ডেভল্যাপমেন্টের যে কমিশনার জি.কে রাও উনি একমাত্র ট্রান্সপারেন্ট এই আদার চার্জের মধ্যে কি কি স্কীম আছে কি কি প্রোজেক্ট আছে উনি একমাত্র দেখিয়েছেন। সেটাই খরচ হয় এটা যাতে রিফ্লেকটেড হয় এবং ধারনাটা, স্কীম এবং প্রোজেক্ট ঐখানে পরিষ্কার একটা ডিটেইল হেড লেখা আছে যে অবজেকটিভ হেড এখানে অবজেক্ট থাকতে হবে। এই অবজেক্ট হেডটা এই বইএ নাই এটা বড় ধরনের ডিফেকটিভ। ডিমান্ড নং ৩১ আরডি অনিমেষ দেববর্মার একটা আছে এবং ২২১৫ এর উপর কোন কাট মোশান নাই। যেমন ধলাই এর জন্য রাখা হয়েছে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার, আগরতলার জন্য ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার, কুমারঘাটের জন্য ২৬ হাজার, উদয়পুরের জন্য ৫০ হাজার, এইচ.আর.ডি সেল ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার, রুর‍্যাল এমপ্লয়মেন্ট হেডকোয়ার্টার ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার, কমিউনিটি ডেভল্যাপমেন্ট চার লক্ষ, এই এ্যাডভারটাইজমেন্ট পলিসি এত কেন ডিফার করবে। এটা

আমার মনে হয় মন্ত্রীমহোদয়ের একটু ক্ষতিয়ে দেখা দরকার। আর মাননীয় স্পীকারের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে প্রত্যেক বিধানসভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয় এটা তো হয় নাই, আরেকটা হলো ৮ম বিধানসভার ৫ বছর হয়ে গেল কত বললাম একটা বই এখনো পাবলিস হলো না। লাস্ট দশরথ বাবুর আমলে তখনো বের হয়েছে কিন্তু দুঃখের ব্যাপার যে এটা কি মানিকবাবু বন্ধ করে দিলেন না স্পীকার বন্ধ করে দিলেন বুঝতে পারলাম না আমরা চাই ৮ম যেটা এটা তো করা দরকার আর এখন যেটা চলছে এটাও করা দরকার, ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস।

**শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ-** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সহ বিরোধী দলের সমস্ত কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি বক্তব্য রাখছি, আমি ১৪ টা ডিমান্ডের উপর কাট মোশান দিয়েছি। একটা হচ্ছে ডিমান্ড নং ১৫, ৪৭১১ ফ্লাড কনট্রোল, বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে যে ৫টা বড় নদী আছে, এইগুলি ভাঙ্গনের ফলে আমাদের ভৌগলিক মেপটা পাল্টে যাচ্ছে, বিশেষ করে তিন দিকে বাংলাদেশ এটাকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু এটা রক্ষা করার জন্য সরকার এর যে টাকা ধরা আছে একে আমি সমর্থন করছি, খোয়াই, কমলপুর মহকুমায় কাজ যা দেখলাম অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। ডিমান্ড ১৭ মেজর হেড ৫৪৫২ পপোলেজন অব ট্যুরিজম। আমরা সাবজেক্ট কমিটিতে এই নিয়ে আলোচনা করছি। ট্যুরিজম সমন্ধে কিছুই জানে নি। পাবলিসিটিতে বাজেট ধরা হয়েছে ৩১ লক্ষ টাকার উপরে আদারস চার্জেস। কি হিসাবে নেওয়া হয়েছে এটা অবজেকটে দেখানো হয়নি, সেখানে কোন স্কিম নেই, কোন ইস্যুও নেই। টুরিজমে গতবছর ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্ধকৃত টাকা কমে এইবার দেওয়া হয়েছে ৭৩ লক্ষ টাকা। তাহলে দুই লক্ষ টাকা কমে দাড়াল। ত্রিপুরায় টুরিজমের একমাত্র আকর্ষক স্থান নীরমহল ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের এখানে আছে সিপাইজলা, উনকোটি, আছে কৈলাসহর, জোলাই বাড়িতে পিলাক আছে। প্রসিদ্ধ স্থানে আকর্ষক করে তুলার জন্য জাপান সরকার আমাদের রাজ্যে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়েছে। এটার জন্য কোন উন্নতির রূপরেখা নেই। আই.সি.এ.টির মাধ্যমে সার্কিট হাউসে কনস্ট্রাকশন করা হয়েছিল। আর একটা করা হয়েছিল তেলিয়ামুড়ায় সেখানে দেখা গেছে অল্প বৃষ্টিতে বিল্ডিংএ জল ডুকে পড়ে। এইসব কাজগুলি নিম্নমানের হয় প্লেন ছাড়া হয় তাহলে ট্যুরিজমের স্যার কিছুই এগোলনা। এইগুলি সমর্থন করতে হয় তাহলে কাটমোশান ছাড়া কিছুই আসেনা স্যার, উপাই নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, কাজ হোক, ট্যুরিজম আসুক, বাইরে লোক আসুক, .. আসুক, ইনকাম হোক এটা আমরা চাই। আমাদের উত্তরপূর্বাঞ্চলের অনেক রাজ্য আছে যেখানে ট্যুরিজমের উপর নির্ভর করে ফিনান্সিয়্যাল এসটাব্লিস হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও অনেক স্কোপ আছে এখানেও ফিনান্সিয়াল এসটাব্লিস্ট হোক এটা আমরা চাই। ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী মহোদয়, সেই দিকে নজর রেখে কাজ করলে আমাদের কাট মোশন আনার কোন প্রশ্ন উঠে না। দ্বিতীয় আমার ডিমান্ড ১৯ মেজর হেড ২২৩৫ অন ওল্ড এজ পেনশন, এখানে সব বয়স্কদের ভাতা পাবে সেটাকে আমরা সমর্থন করি আরও ভাতা পাক। এখানে ধরা হয়েছে ৮৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বেতন ভাতাগুলি কারা পাচ্ছে। উদাহরণস্বরুপ বলছি, আমি নগেন্দ্র বাবুর এলাকায় গিয়ে দেখলাম লুঙফুঙ্গ নামক গ্রামে। সেখানে ৮০ বছরের বৃদ্ধ দয়াসিং হাউ কায়পেং সে বার্ধক্য ভাতা পায় না। বার্ধক্য ভাতা কারা পাচ্ছে যারা ৬০ বয়সের নীচে তারাই বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছে ঠিক তেমনি তোতাবাড়ীতে গিয়ে জানলাম অনন্ত হরি জমাতিয়া সে চার ভাইয়ের মধ্যে সব চেয়ে ছোট ভাই। সে ভাতা পায়। তার তিন ভাই হোতারাম জমাতিয়া, গয়ারাম জমাতিয়া, মিনু জমাতিয়া তারা কেউই বার্ধক্য ভাতা পায় না। স্যার, আমার এলাকাতে গীলাতলিতে বীরেন্দ্র পাল, পিতা- বিহারী পাল ৫০ বছর সেও বার্ধক্য ভাতা পায়। এই রকম যদি হয় স্যার তাহলে আমাদের কাট মোশন আনা ছাড়া কোন উপায় নেই। যারা সত্যি কারের ওল্ড এজ পেনশন পাবার কথা যাদের বয়স ৬৫ বছর। সেখানে দলবাজী হয়েছে। এই ওল্ড এজ আরও টাকা নিক নেওয়া হোক। বাজেটে বার্ধক্য ভাতা পেনশন আরও বাড়ানো হোক সেটাই আমরা চাই স্যার, আইটেম ১৯ মেজর হেড ৩২২৫ অন সাইন্স কম্প্রোমাইশন ইন ট্রাইবেল এরিয়া। এখানে ধরা আছে তিন লক্ষ টাকা। ট্রাইবেল এরিয়াতে বিজ্ঞানের আলো পৌঁছে

দেওয়ার জন্যই এখানে এই স্কিমটা রাখা হয়েছে। ট্রাইবেল এরিয়ায় এখনো ডাইনি অন্ধ বিশ্বাসে মেরে ফেলে। তাহলে এই সাইন্স সেখানে গিয়ে মানুষকে কেন বুঝাতে পারছেনা। এখনো অপদার্থ ডাইনি সন্দেহে খুন হয়। কমিমিউনিষ্ট এলাকায় বেশীর ভাগ ডাইনি মনে করে হত্যা করে। সাধু প্রকৃতি লোক এটা বন্ধ করার জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছুক সেটা আমরা চাই। বাজেটে এখানে আরও টাকা আসুক।

স্যার, ডিমান্ড নং ১৯, মেজর হেড-৪২১৫ সেনিটেশন সম্পর্কে। স্যার, এখানেও দলবাজী হয়। এখানে ধরা হয়েছে ১৪ লক্ষ টাকা। সৌচাগারকে যদি গর্ভণমেন্ট সেনিটেশন ভাবে আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারিনি। যদি স্কীমটা সৌচাগার হয়ে থাকে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ট্রাইবেল বেল্টে এই স্কীমটা কারা পায়? যাদের ২৫-৩০ কানি জমি আছে, চেয়ারম্যানরা, যাদের বাড়ীতে কর্মচারী আছে তাদেরএই স্কীমের আওতায় আনা হচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রকৃত যারা সেনিটেশনের জন্য বিভিন্ন অসুবিধা ভোগ করছে, অনেক সময় অসুখ ইত্যাদি হচ্ছে, বিভিন্ন কারনে তাদের লেট্রিন তৈরী হচ্ছে না তাদের এই সুযোগ দেওয়া হোক। কল্যাণপুরে একটা বিরাট বড় মার্কেট আছে এবং সেখানে একটা মটরস্ট্যান্ডও আছে কিন্তু এখানে সৌচাগার নেই। সেখানে যদি শৌচাগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তাহলে সেনিটেশনের ব্যাপারে যে বাজেট ধরা হয়েছে সেখানে আমি কাট মোশনের জন্য বলব না।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

**শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ-** শেষ করছি স্যার। স্যার, একচুয়্যালি এখানে ১৪টা আইটেম আছে কিন্তু আপনি বলছেন শেষ করতে, কথা না বললে হবে কি করে স্যার। ডিমান্ড নং ১৯, মেজর হেড ৪২১৬ এখানে ৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে হাউসিংএর ব্যাপারে। স্যার, আমার কথা হচ্ছে হাউসিং করুক এটা আমরা চাই। যারা গরীব যাদের ঘর নেই তাদের বিভিন্ন স্কীম করে কাউকে ১২ হাজার টাকা আবার কাউকে ৮ হাজার টাকা এই ভাবে দেওয়া হয়। এটা তো আমার চাই কিন্তু এই ব্যাপারে এত দলবাজী করা হয় যে ঘর না করে চেয়ারম্যান নাম দিয়ে দেন টাইবেল বেল্টে এটা করলে আমরা মানব কি করে? আমরা চাই সত্যিকারের যারা গরীব তারা ঘর পাক এটাতে আরও বাজেট বাড়ুক আমাদের কোন আপত্তি নেই। স্যার, ডিমান্ড নং ২০, মেজর হেড ২৪০১ জুটমিল। এখানে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। স্যার, এটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র জুটমিল। মাননীয় মিনিষ্টার উত্তরের সময় বলেছেন বাংলাদেশ থেকে পাট কিনে আনতে হয়। এখানে যদি পাট চাষে কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া হয়, সাবসিডি আরও বাড়ানো হয়, তাদের ফ্রি সার এবং বীজ দিলে এবং কাজের সুবিধা করে দিলে স্যার, আমাদের এখানেও কৃষকরা একদিন সাবলম্বী হবে। আমাদের রাজ্যের জন্য যে জুট বাংলাদেশ থেকে কিনে আনতে হয় এবং তাতে যে টাকা খরচ হয় সেটা না করে আমাদের কৃষকদের সাবসিটি দিয়ে উৎসাহিত করা হোক তাহলে আমি কাট মোশান আনব না, কাট মোশান তুলে নেব। এখানে স্যার, ফরেষ্ট কনজারভেশনের জন্য তফশীলি জাতিদের জন্য ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আজকে স্যার, সব জায়গায় তফশীলি জাতিরা উদ্বাস্তু হয়ে গেছে যেমন গন্ডাছড়া, মহারানীপুর, কল্যাণপুর, যেখানে যাবেন দেখবেন তফশীলি জাতিরা সব উদ্বাস্তু হয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে চলে গেছে। এখানে কি কাজ হচ্ছে? সত্যিকারের কাজের তো কিছুই হচ্ছে না। আমরা চাই আরও কাজ হোক কিন্তু কি কাজ হচ্ছে খালি দলবাজী হচ্ছে। তাই বলছি স্যার, এটা সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট হোক।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

**শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ-** ডিমান্ড নং ২০, মেজর হেড ৪২০২। এখানে ১০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। প্রাইমারী স্কুলের মেটেরিয়েলসের জন্য টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু দুর্গম এলাকায় ১০০ টার উপরে প্রাইমারী স্কুল বন্ধ আছে। কিন্তু বাস্তবে প্রাইমারী স্কুলের জন্য মেটেরিয়েলস কেনাই হচ্ছে না কারণ কাগজে-পত্রে অমুক স্কুল, অমুক স্কুলের নাম দেখিয়ে দেওয়া হয়। এই যে ১০ লক্ষ টাকা ফার্নিচারের জন্য দেওয়া হল যে ফার্নিচারে বসে ছাত্ররা পড়াশুনা করবে সেই ফার্নিচারই নেই? আমাদের কথা এই খাতে আরও টাকা বাড়ানো হোক যাতে ছাত্ররা বসে পড়াশুনা করতে পারে। এই ব্যাপারে ইনফ্রাষ্টাকচার

থাকতে হবে সে জন্য আরও টাকার দরকার সেটাও আমরা মেনে নেব কিন্তু বাস্তব রূপায়নে সেটা আমরা দেখতে চাই। আরও আমার কাট মোশান আছে। ডিমান্ড নং ২০ এর উপর একটা কাট মোশান এনেছি। এডুকেশানের উপর। এখানে ১০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে প্রাইমারী স্কুলের মেটেরিয়েলসের জন্য। ভিতরে প্রাইমারী স্কুল ৩০০ এর উপরে বন্ধ। স্যার, এক একটা স্কুলের নামে বিভিন্ন জায়গায় কাগজেপত্রে অর্ডার ৩০০ বেঞ্চ। সাপ্লাইয়ের বেলায় ৩০টা। নানা স্কুলের নাম বলে দেওয়া হয়। এই যে ১০ লক্ষ টাকা, যার জন্য এই ফার্নিচার, ছেলেরা বসে স্কুলে পড়াশুনা করবে, স্কুলই নেই, আরও বাড়ুক আমার আপত্তি নাই। কিন্তু ছেলেদের বসে পড়াশুনা করতে হবে, তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকতে হবে। সেজন্য টাকা বাড়াক, কিন্তু বাস্তবে যাতে সেটা রূপায়ন হয়।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

**শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় ঃ-** স্যার, উনার কাটমোশানগুলির উপর টাচ্ করে তো বক্তব্য রাখতে হবে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** না, না, এটা হয়না। ১৪টা কাটমোশান এনেছেন, তো ১৪টার জন্য কি ২৮ মিনিট দিতে হবে নাকি। আপনারা সহযোগিতা করবেন না চেয়ারকে? হাউস টাইম অ্যালট করে দিয়েছে, আমি কি করে টাইম বাড়াব?

**শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ-** স্যার, নিউক্লিয়াস বাজেটে এসটি'র জন্য ৮৬ লক্ষ টাকা এবং এসসি'র জন্য ৪৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু এটা স্যার, প্রকৃত রোগীরা পায়না। এটা নিয়ে ব্লকে বসে দলবাজি হয়। ব্লকে টাকা গেলেই চেয়ারম্যান, প্রধান ঘরে বসে বসে তাদের পেট ভোজনের জন্য সমস্ত টাকা নিয়ে যায়। স্যার, ডাইরেক্টার অফ এস,সি ওয়েলফেয়ার এবং ওবিসিতে আমরা যখন টাকার জন্য পাঠাই, উনারা বলে দেন, আমাদের কাগজপত্র নাকি ঠিক নেই, শাসক দলের লোক হলে দেখবেন, কাগজপত্র লাগে না। সার্টিফিকেটও লাগেনা, সব দিয়ে দেয়। আমার কথা হল, এদের জন্য যে টাকা ধরা আছে নিউক্লিয়াস বাজেটে তা আরও বাড়ানো হোক, কিন্তু প্রকৃত যারা রোগী তারা যেন এই সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আমি কারো বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন অভিযোগ করছি না। কাজকর্মের সমালোচনা করছি। আমি মন্ত্রী বাহাদুরকে বলব, এই নিউক্লিয়াস বাজেটের টাকা যাদের জন্য ধরা হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে তারা যাতে পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করবেন। আর একটা ব্যাপার বায়োগ্যাস।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** না, না এটা করবেন না। এভাবেতো চলতে দেওয়া যায়না। প্লিজ কনক্লুড করুন, প্লিজ বসুন।

**শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ-** গোবর গ্যাস হোক আমরা চাই। এতে এখানকার মানুষ উপকৃত হবে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

**শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ-** কাজেই বাজেটের টাকা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী রাজ্যেশ্বর দেববর্মা। ৭ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

**শ্রী রাজ্যেশ্বর দেববর্মা ঃ-** মান গীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার, অজাগাঅ বিরোধী দলবাই তুবজাগ'কাট মোশান - ন' সমর্থন খীলাইঅাই আং যতনি বীসাকাং অ কক থাইসা থাইনীয় নারুগনাই। ডিমান নাম্বার - ১৩, মেজর হেড ৩০৫৪ অজাগঅ Need to construction a road from sechowa Barar to Jampui Barar and Nograi Barar to Pittra Barar - চীং অর যতন' কাহামখে সাইমান' জম্পুই জলা তাই সেচুয়া বাজার কীচার হাজার হাজার হরগ' বসবাস খীলা আঁই তং অ'। অব' বলং কতর কায়লাই বরলাই তাই বাজার' থাং লাইসুনানি বেলাইখে সমস্যা আঁং তং - অ। উাতুই পামতুই নবার বাংরার বিসি ক্রম ক্রম বলং লামাতীয়-ন' যাতায়াত খীলাই আঁই তং - অ। ভারতবর্ষ

স্বাধীনতানি আগে বরগ যে অবস্থা অ তংমানি স্বাধীনতানি পর ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষ বাই যোগ রীমানি পর ব' বরগ আগিনি হায় - ন' তম-খু । কোন পরিবতন বা ডেভেলাপ মেন্টানি পিক্চার কীরাই । সরকার উন্নয়ননি বাগাঁই বিভিন্ন রকম স্কীম সীনাম পরিকল্পনা নাগাঁই তংগ কিন্তু অজাগানি বরগ নি বাগাঁই সরকার কোন উানসগয়া । অবনি বাগাঁই - ন চীং সরকার - নি বিরুদ্ধে কাট্‌মোশান মা - তুব - অ । অমতীয় হায় জাগাঅ উন্নয়ন খীলাই নানি বাগাঁই সরকার উানসগনানি নাং - অ বিধান সভাঅ তংনাই ৬০ জন জন প্রতিনিধি চীং যতন নাইঅ রাজ্যনি উন্নয়ন খীলাইনানি ।

চীং যতন' ডেভ্তেলাপমেন্টনি কক সাঅ কিন্তু উন্নয়ননি বাগাঁই কোন কায়সা মামুং অংয়া । উন্নয়ন খীলাই - নানি হিনখাই রোড কমিউনিকেশান বেশী দরকার । যে জাগাঅ যাতা য়াতনি কোন ব্যবস্থা কীরাই, অ - জাগা কোন দিন ডেভেলাপমেন্ট আঁংগাঁই মানয়া । মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, শুধু অব সিমিয়া, অ - বলং লামাতাঁই একসট্রিমিস রগ যাতায়াত খীলাই তংগ । অ - জাগাঅ যদি চীং লামা ফুগাঁই রাঁইমানখাই একস্‌ট্রিমিস - ন কাসনানি বাগাঁই পুলিশ প্রশাসনি - ব সুবিধা আঁংনাই । বনিকবগাঁই দপ্তরনি মন্ত্রী - ন আং অনুরোধ খীলাইনাই অম'হাই বিসিং - নি লামা রগ-ন' ডাকতি - ডাকতি পাইরীনানি বাগাঁই ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকাপ স্যার, আং হেলথ ডিপাটমেন্টস আঁই কিসা কক সানাই অব আঁংখা তিমান নাম্বার - ১৩ মেজর হেড ৪২১৬, হইদুতেইদু, মেচুয়া বাজার, বৃদ্ধি বাজার তাই টাকারজলা রুরাল হাসপাতালনি অবস্থা বেলাইখে হামযা । বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলনি হাজার হাজার বরগ অজাগাঅ চিকিৎসা খীলাইনানি ফাই - অ কিন্তু চিকিৎসানি কোন সু-ব্যবস্থা কীরাই । বিসিং অ যে সমস্ত পাইকারী হেলথ সেন্টার তংনাই অজাগঅ ডাক্তর তংফান ঠিক মত থাংয়া, নক কীরাই তীয় কীরাই অমতীয় হায় অবস্থা । টাকারজলা হাসপাতাল অনেকদিন আগে তাংমানি কীচাম আঁংগাঁই থাংখা যে কোন সময় অ বাইআঁই কীলাই মান । অ হাসপাতাল - ন' সংস্কার খীলাআঁই তেই ব কতর খীলাইআঁই এক্সটেনশান খীলাইনানি সরকারনি কোন পরিকল্পনা কীরুই । আং মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী - ন অনুরোধ খীলাইনাই জনগননি পরিসেবানি কক - ন উানসগাঁই ডাইতি ডাইতিখে অ - হাসপাতাল রগ-ন' সীনামগানি বাগাঁই । বরগনি বেমার বা হামযা আঁংখাই হামনানি একমাত্র উপায় আঁংখা হাসপাতাল । কাজেই হাসপাতাল রোগী চিকিৎসা খীলানানি পরিবেশ তুবনানি নাংনাই - অমতাঁই হায় চিন্তা ধারা সরকারনি তংনানি নাংনাই ।

পাহাড় আঞ্চলনি বরগ জি. বি. হাসপাতাল নাইজাগাঁই - ন' রোগী হামই থাংঅ কারন অজাগানি চিকিৎসানি পরিসেবা বেলাইখে কাহাম । পাহাড় অঞ্চল হাসপাতালনি চিকিৎসানি -ব জি. বি. হাসপাতাল হায় আঁংনানি নাংনাই । সরকার অমতীয় হায় কোন পদক্ষেপ নায়া অব বেলাই খে উানামাসিনসা কক্ । মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আং তাই বেশী কক সায়া কায়সা পয়েন্ট সাআঁই-ন পাইরুনাই - অব অংখা ইনফরমেশান সেন্টার । তাবুকনি জরাঅ ইনফরমেশান সেন্টার বেলাইখে নাংঅ । ত্রিপুরা রাজ্য অ' যে কয়েকটা ইনফরমেশান সেন্টার তংমানি অব বেলাইখে নিম্নমানে।রগনি জ্ঞান বারিরুনানি সিনানি নকনানি নানা রস বিষয়-ন' তুইআঁই তথ্য আদান প্রদান খীলাইনানি ত্রিপুরা রাজ্যনি বিভিন্ন জাগাঅ ইনফরমেশান সেন্টার খুলগনানি দরকার । বিশেষ খীলাই আঁই পাহাড় এলাকাঅ বেকার যুবকরগ বিভিন্ন রকম চাকরীন খবরা খবর বিশ্ব জগৎবাই যোগাযোগ তংনানি ইনফরমেশান সেন্টার তংনানি নাংগ । পাইথাং জরাঅ, আ হাউস বিরোধী রগবাই যে কাট্ মোশান তুবজাগমানি অ - কাট মোশান - সমর্থন খীলাই আনি কক অর-ন পাররুখা, যতন' হামবাই ।

## বঙ্গানুবাদ ঃ-

**শ্রী রাজেশ্বর দেববর্মা ঃ-** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধীদল কতৃক আনীত কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা বলবো । ডিমান নাম্বার - ১৩, মেজর হেড - ৩০৫৪, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে Need to construction a road from sechowa Barar to Jampui Barar and Nograi Barar to

Pittra Barar আমারা সবাই ভাল করে জানি যে, জম্পুই জলা এবং সেদ্দয়া বাজার মধ্যবতী স্থানে হাজার হাজার লোক বসবাস করছে। এটা বড়মুড়া পাহাড় রেঞ্জের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন রকম সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বাজারে যাতায়াত করতে তাদের ভীষন অসুবিধা হয়। বৃষ্টি বাদল এবং ঝড় তুফানের মধ্যেও তারা সারা বছর ধরে এই জঙ্গল রাস্তার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে থাকেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পরবর্তী সময়েও তাদের কোন পরিবর্তন নাই। কোন উন্নয়ণের ছোয়া তাদের গায়ে লাগেনি। সরকার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রকম কর্মসূচী হাতে নিলেও তাদের উন্নয়ণের জন্য কোন চিন্তা ভাবনা করছেনা। এসব কারনের জন্যই সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের কাটমোশান আনতে হয়েছে। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে উন্নয়নের জন্য সরকারের চিন্তা ভাবনার দরকার। বিধানসভার যে ৬০ জন জনপ্রতিনিধি আছে আমরা সকলেই রাজ্যের উন্নয়ণ চাই। আমরা মুখে উন্নয়ণের করতে হলে প্রথমে দরকার যোগাযোগের ব্যবস্থা। যেখানে কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই সেই সব জায়গায় কোনদিন উন্নয়ণ হয় না। মিঃ ডেপুটি মিঃ স্পীকার স্যার, ঐ সমস্ত জঙ্গল রাস্তার মধ্য দিয়ে উগ্রপন্থী সব সময় যাতায়াত করে থাকে। ঐ সমস্ত এলাকাতে যদি দ্রুত যোগাযোগর ব্যবস্থা সংযোগ করা যায়, তাহলে উগ্রপন্থী প্রতিরোধ করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের ও সুবিধা হইবে।

এই কারনে আমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো যাহাতে ঐ সমস্ত এলাকার রাস্তার কাজগুলি দ্রুত সম্পূর্ণ করা হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে হেলথ ডিপাটমেন্টের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যার ডিমান নাম্বার হল - ১৩, মেজর হেড ৪২১৬, তুইদু মেচুয়া বাজার, বৃদ্ধি বাজার এবং টাকার জলা গ্রামী হাসপাতালের অবস্থা খুবই খারাপ। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার রোগী এখানে চিকিৎসা করানোর জন্য আসে কিন্তু কোন সু - চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়না। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে সেখানে প্রয়োজনীয় ডাক্তার নেই, আর ডাক্তার থাকলেও ঠিকমতো সেন্টারে আসেনা, হেলথ সেন্টারগুলির অবস্থাও করুন অবস্থা যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। টাকার জলার হাসপাতাল বহু বছরের পুরানো যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়ে বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে। হাসপাতালগুলি সংস্কার করে আধুনিকরনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়তে অনুরোধ করবো জনগণের সেবার কথা চিন্তা করে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য। চিকিৎসার নিরাময় একমাত্র হাসপাতালে হয় গ্রামীন হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সরকারের দায়ীত্ব থাকার দরকার।

পাহাড় অঞ্চলের অধিকাংশ রোগী জি. বি. হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে ভাল হয়ে যায়, কারণ এখানে চিকিৎসার পরিষেবা খুবই ভাল। পাহাড় অঞ্চলের চিকিৎসা ব্যবস্থাও এ রকম হওয়া উচিৎ। কিন্তু সরকার কোন গঠনমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনা এটা খুবই চিন্তার বিষয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর বেশী কথা বলতে চাই না, আ র একটি কথা বলেই শেষ করবো। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে যে ইনফরমেশান সেন্টার আছে এটা খুবই নিম্নমানের। বর্তমান যুগে প্রতিযোগিতা মুলক বিভিন্ন খবর এবং তথ্য আদান প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ইনফরমেশান সেন্টার স্থাপন করার দরকার। বিশেষ করে প্রচ্যান্ত পাহাড় অঞ্চলে বেকার যুবক যুবতীরা যোগাযোগের অভাবে বিভিন্ন রকম সরকারী চাকুরীর সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। কাজেই বর্তমান বিশ্ব জগৎতের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার জন্য ইনফরমেশান সেন্টার অতি প্রয়োজন। পরিশেষে এ সভায় বিরোধী সদস্যদের কর্তৃক আনীত কাট মোশান গুলোকে সমর্থন করে সকলকে আন্তরীক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**Mr. Dy. Speaker :-** Hon. Member Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl.

**Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl :-** Mr. Dy. Speaker sir, except Home, PWD, Education, Agriculture, Forest, District Administration, Judicial, Horticulture, Health, Tribal welfare, power and Industries, the best department of the Govt. seems to be a simple

routine programme. So the funds are likely to be misused or rehabilitation of the Government staff. So sir, my motion to draw the attention of the treasury bench how do I support the budget which has no accountability for not succeding to achieve the programme of the Government drawn by the treasury bench or it's failure. Treasury bench hon'ble Ministers of Members are very easily excited when something is brought for discussion for the betterment of the State. They got excited and they want to avid very tactically and very tactfully they avoit the issue. So it is always very difficult to compromise. In this August House, everybody- i.e. we are friends, we may brought different issues and we have to discuss, but not from our hearts we are not enemies, we are friends here. So our approach should be as a friend. Why there should we quarrel? we quarrel not man to man, we are throwing our stones against the policy only. So sir, it is very difficult, but we will certainly co-operate and we will support provided they opened their broad heart for amending certain issues which will be for the development of the State. So to increase the budget we welcome it and unless budget is increased we can not develop our State. And in the public interest we need money. So why do I go to bring the cut motions and demand to decrease Rs. 1/- or Rs. 1000/ - also. It is very unfortunate but we certainly expect the standard, the works for the public. But if the budget is not properly utilized we are bound to go and say in the House. Assembly that this budget is unnecessary and that is why we go for cutting the motions. This is the real meaning I understand. Therefore sir, we want to untilize the valuable time in the interest of the public of the State. My question to the treasury bench whether thay are prepared from their hearts. If they are not prepared, they will be excited they will be showing their long face. Very unfortunate.

So we want to be insprit we want to co-operate. Yesterday, there we are very bad instance some Hon'ble minister were shouting that you are illiterate you have uttered something like that. But we are not of the standard we can forgive eachother it is our responsibility to come for work and talk each other and resolve the issue where we have some problem. We certainly honour the presentation of the Treasary Banch and it is for the people of the State. Therefore sir, unless we brought and unless we point out interesting point which will be useful for the public in the State. It is the Treasary Banch which will have to graw and they have to take some time as resoonsibility sir. After we pass the Bill we pass the budget we forget everything. Next time we never think but I have said the hon'ble minister never bring that issue which we have raise in the house. Therefore sir, there are many department we find in the state are seem to be all right. Therefore, the public interest be for the public but unless these are properly check and dressed we feel very difficult to work and when our people come to the ministers, meet the officials we can not reach them and when we raise some issue many a time they are all rest beyond development. You have right to do your politics but our bonafied suggestion. should also be taken into consideration, as long as in the people's interest. Therefore sir, before I consume my time I will like to appeal through you to the Treasary Banch they should open, their broad heart and come forward and certainly if they are not inspirit and in catter and do not accept our sussestion then we are equally unfortu-

nate and before I conclude, I will like to invite and appeal including Hon'ble opposition benches we are representing our people, so, I must support all the cut motion's brought by oppsition colleague and if Treasary Banch also will come forward with some modification with some amendment certainly will full heart we can support them. Thank you.

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** অসংখ্য ধন্যবাদ সময়মত শেষ করার জন্য। মাননীয় সদস্য শ্রী অনিমেষ দেববর্মা।

**শ্রী অনিমেষ দেববর্মা ঃ-** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার ডিমান্ড নং ৬, মেজর হেড ২২৪৫ এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপারে যেটা ধরা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করতে পারছি না। গত এক মাস আগে ঘুর্নি ঝড়ে খোয়াই মহকুমাতে এত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিন্তু রাজ্য সরকার সেখানে সঠিকভাবে সার্ভে করেনি এবং তাদের সাহায্যও সঠিকভাবে দেওয়া হয়নি। আমাদের মনে আছে কয়েক বছর আগে ওড়িষ্যাতে সাইক্লোনে প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এবং ভূমিকম্পে মহারাষ্ট্রের লাতুর এবং ভোজে গুজরাটে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এই সমস্ত জিনিস আমাদের মনে রাখা উচিৎ। যদি কোন একটা ডিজাস্টার মেনেজমেন্ট গ্রুপ যদি আমাদের রাজ্য সরকার দ্বারা হয়ে থাকে তাহলে খুবই ভাল। কিন্তু তাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য। কারণ এইবার ছোট একটা ঘটনা। সেটা ছোটই বলা চলে। কারণ একটা মহকুমায় যেহেতু এই ঘটনাটা হয়েছে। আমার মনে হয় না সেখানে যতটা পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা সরকারী সাহায্য পেয়েছে। গতকাল এই বিষয়ে রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলাম। উনি বলেছেন, হ্যাঁ দিয়েছি, যদি আমরা সেই সমস্ত ব্যাপারে সাহায্য করতে না পারি তাহলে আমি মনে করি এই বাজেটের কোন অর্থ নেই। এবং এই বাজেটকে সমর্থন করা যায় না। খোয়াই মহকুমায় যদি দেখতাম সেখানে সরকারী প্রতিনিধি দলে বলে গিয়ে সার্ভে করছে তাহলে বলতে পারতাম সেখানে কিছু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শুধু মাত্র একজন তহশীলদারের মাধ্যমে একটা মহকুমা সার্ভে করা কোন মতেই সম্ভব না। আমি এই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব খোয়াই মহকুমায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের যেন সঠিকভাবে সাহায্য দেওয়া হয়। আর ত্রিপুরাতে এই সব ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যদি আসে তাহলে সেখানে যাহাতে কাজ ভাল হয় তার জন্য একটা শক্তিশালী ডিজাস্টার গ্রুপ থাকা দরকার। জেল সম্পর্কে এখানে গতকাল আলোচনা হয়েছে, এখানে আমার বক্তব্য থাকবে যারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলে আছেন এখন তাদেরকে যেন ন্যূনতম সুযোগ যাহাতে দেওয়া হয় । ওখানে তাদের রিপেটেন্স এন্ড রিফর্মেসনের একটা ব্যবস্থা হউক। এমন যাহাতে না ভারতবর্ষে বিভিন্ন হিউম্যান রাইট অর্গানাইজেশান সুযোগ পেয়ে ঐ জেলে ঢুকে পড়েন। এবং সেই দিন ত্রিপুরা রাজ্যের জেল মন্ত্রীকে কেউ প্রশ্ন করবে না। সেটা ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরাবাসীর জন্য একটা লজ্জাজনক ব্যাপার হতে পারে। ইরাকে আমেরিকা এটাক্ট করেছে তার জন্য আমরা বিভিন্ন রেলি বা পথসভা বিভিন্ন দলের তরফ থেকে দেখেছি। কিন্তু আমাদের এখানে যে এই ধরনের হিউম্যান রাইট বাইওলেশন হচ্ছে তার জন্য অন্য রাজ্যে বা অন্য দেশে পথ সভা হচ্ছে না তার কি গ্যারান্টি আছে। যদি এমন কোন ঘটনা হয়ে থাকে, কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন হয়েছে খোয়াই জেলে। আমরা এটাকে যদি ভালভাবে ট্যাকেল দিতে না পারি, সেটা কংগ্রেস আই, এন.পি.টি বা সিপিএম-এর দুষ হবে না হবে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের। সুতরাং এই সমস্ত দিক বাজেটে না রাখা হয় তাহলে এই বাজেটকে সমর্থন করা যায় না। তার জন্যে কাট মোশান আনতে হয়েছে আমার। এখানে কো-অপারেশন দপ্তর সম্পর্কেও কাট মোশান আছে আমার। এখানে এক্সপেন্ডিচার অব কনজিউমার কো-অপারেশন ১৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। এখানে আমি যাহা দেখলাম আমাদের কনজিউমার কো-অপারেশনের দোকান আছে নো কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই অব গুডস, নো কাস্টমার কেয়ার, সেলসম্যান বা সপকীপার যারা আছেন নো প্রফেশন্যাল এটিটিউট, নট রেডী টু ফ্যাস কম্পিটিশন আজকে যেখানে কোয়ালিটি এন্ড কোয়ান্টিটি বলে সারা ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীতে কিউ এন্ড কিউ একটা প্রসেস চলছে। সেখানে কিউ এন্ড কিউ বা কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স, কোয়ান্টিটি এ্যাসুরেন্স এর মত প্রসেসে আমি আমার ব্যবসায়িক

ক্ষেত্রে যদি প্রয়োগ না করি তা হলে কোন কম্পিটিশানে আমরা ফেইস করতে পারবনা। অল দিস থিংস হেব টু বি টেইকেন ইন টু কনসিডারেশান, তখনই আমার মনে হয় এই কনজিওমার কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা যে ব্যয় করছি সেখান থেকে আমরা কিছুটা লাভ পেতে পারি। শুধু তা না উই মাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্টেন্ড হোয়াট কাস্টমার আর নিড। কাস্টমার কি চায়? একটা জায়গায় কাস্টমার চায় আমার এখানে ডাল চাউল বিক্রি হউক কিন্তু সেখানে আমি বিক্রি করছি সাবান আর সূতা। তাহলে হবে না। আই মাস্ট আন্ডারস্টেন্ড হোয়াট কাস্টমার আর নিডিং ইন দেট প্লেইস। সুতরাং আরো একটা সাজেশান আমি করছি, এখানে যে কো-অপারেশান ডিপার্টমেন্টকে যদি সুন্দর মত আমরা পরিচালনা করতে চাই ঐ ডিপার্টমেন্টের ভেতরে ইন্টারন্যাল অডিট ডিপার্টমেন্ট থাকা দরকার। এবং যে টাকা আমরা খরচ করছি সেই টাকাগুলি কিভাবে খরচ হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাল অডিট হউক। পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কিত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মিনি হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট করার মত অনেক জায়গা রয়ে গেছে। এইগুলির জন্য একটা এক্সপার্টের টীম হউক। এবং সেই এক্সপার্টদের দ্বারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ভিজিট হউক এবং কমন পাবলিক থেকে ফ্রম কমন পিপল থেকে সাজেশান নিতে হবে প্রজেক্ট সম্পর্কে এবং সেই প্রজেক্টকে বাস্তবায়িত করলে পরে দেখা যাবে আমাদের যে বিদ্যুৎ সংকট আছে এখানে এইগুলি মেটানো সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। অন্য পয়েন্ট স্যার, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কিত— এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দেখলাম যে স্কুলের স্টুডেন্টদের যে স্টাইপেন্ড দেওয়া হচ্ছে সেটা খুবই ইরেগুলার এমন অভিযোগ আছে। এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমার অনুরোধ থাকবে যে এই ইরেগুলার যেগুলি আছে সেগুলিকে রেগুলার করা হউক। কারণ যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিমাসে স্টাইপেন্ট দেওয়ার কথা সেখানে যদি আমরা ২/৩ মাস পর তাদের স্টাইপেন্ড দেই তাহলে তাদের যে পড়াশুনার খরচ রয়েছে বা অন্যান্য যে খরচগুলি রয়েছে সেই ক্ষেত্রে তাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এবং যে পরিমান স্টাইপেন্ড ট্রাইবেল স্টুডেন্টদের দেওয়া হচ্ছে প্রতিমাসে এইগুলি বৃদ্ধি করা হউক।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

**শ্রী অনিমেষ দেববর্মা ঃ-** স্যার, আরএক মিনিট -এর মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি। হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে যা দেখলাম- নিউট্রেশান প্রোগ্রাম। নিউট্রেশান প্রোগ্রামে সরকারীভাবে কিছুটা প্রোগ্রাম এখানে সেখানে হয়ে থাকে, তবে আমি মনে করি এটা যথেষ্ট না। এইগুলি কিছু নন গভারমেন্ট অরগানাইজেশানের মধ্যে এওয়ারনেস প্রোগ্রাম হউক। কারণ, সরকারের মাধ্যমে যদি হয় তাহলে সেখানে কংগ্রেসের এবং আইএনপিটি'র অনেকেই সেখানে যেতে চায় না। সুতরাং যদি এনজিও'র মাধ্যমে যদি হয় সেখানে রাজনীতির উর্ধে থেকে মানুষ সেখানে আসবে। এবং এই নিউট্রেশান প্রোগ্রামের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী এই দুটো সংস্থার মাধ্যমে এটা হউক আমি সেটা চাই। আর এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** প্লীজ বসুন। অনেক সময় নিয়েছেন।

**শ্রীঅনিমেষ দেববর্মা ঃ-** স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি। এগ্রিকালচার সম্পর্কিত অনেক ব্যাপার রয়ে গেছে আমি বলছি না। আশা করি এই কাট মোশানগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা দেখবেন। এবং এই সমস্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়। আপনি ১০ মিনিট বলুন।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ-** স্যার, না আমি বলবনা। কারণ এখানে আমার ৭টা কাট মোশান আছে ২ মিনিট করে যদি একটা কাট মোশানে বলি তা হলে ১৪ মিনিট সময় লাগবে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** আমি আপনাকে এত সময় দিতে পারবনা। তিন মিনিট সময় বেশী দিয়েছি।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ-** না স্যার আমি বলবনা।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয়। আপনার সময় ১৫ মিনিট বলুন।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ-** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কাট মোশান এনেছি তার ডিমান্ড নাম্বার ১৩, আর মেজর হেড ৪০৫৯ ফেইলিয়োর টু কনট্রোল এন্ড এলিমিনেট ওয়াষ্টফুল এক্সপেন্ডিচার অন ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স। ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স সম্বন্ধে মানুষ একটা আতঙ্ক হয়ে গেছে। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রীকে ব্যাথা দেওয়ার জন্য বলছি না। আজকে উনারা ওখানে আছেন হয়তো ৫ বছর পরেও এখানে আসবেন আমরা ওখানে যাব। এটা হতে পারে, নাও হতে পারে। উনারা ওখানে চিরদিন থাকবে মনে হয় না। এখানে মন্ত্রীদের কোয়াটারও হচ্ছে, হাইকোর্ট বিল্ডিং হচ্ছে এখানে গেষ্ট হাউস হচ্ছে, এখানে ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স ফেইস ওয়ান এবং ফেইস টু হচ্ছে। এখানে একটা দেওয়া হয়েছে এনপিসিসিকে, আর একটা দেওয়া হয়েছে মেকেনডাস বান্ড। এখন একটা সাব কন্টাক্ট নিয়েছেন চন্দন সেন, আর একটা সাব কন্টাক্ট নিয়েছেন স্বপন দেব। এখানে যে নিম্নমানের কাজ গচ্ছে এটা আমি আপনাদের ওয়াকিবহাল করতে চাই। এখানে পি ডব্লিউ ডি মিনিষ্টার মহোদয় আছেন। উনি আমাদের বিলোনীয়ারই লোক আমি আপনাকে বলছি। আপনাকে বলছি, আপনাদের কোয়াটার হচ্ছে। এখন কি হচ্ছে এখন বাংলাদেশ থেকে পাথর এনে কাজ হচ্ছে। ত্রিপুরাতে কি পাথর পাওয়া যায় না। আসামে পাথর পাওয়া যায় না, কেন বাংলাদেশ থেকে পাথর আনা হচ্ছে। খারাপ কোয়ালিটির পাথর এনে এখানে কাজ করা হচ্ছে। আজকে পি ডব্লিও ডির মিনিষ্টার এখানে যে সিডিউল দিয়েছে তার থেকে ৪০ প্যারসেন্ট বা ৫০ পারসেন্ট বেশী মূল্যে আমাদের যে টাকা এনপিসিসি এবং বাইরের কোম্পানিকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ওরা তো কাজ করছে না ওখানে সাব কন্টাক্টকে দিয়ে এখানে কাজ করাচ্ছে। আমরা এই ব্যাপারে এখানে আলোচনা করছি। অনেক মন্ত্রীর ব্যাপারে আমরা অনেক সন্তুষ্ট। আর এক দুইজনের ব্যাপারে আমি লাষ্টে আসব। এখানে মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে কথা বলছে, স্বাস্থ মন্ত্রী যেভাবে কথা বলছেন ইভেন জীতেন্দ্রবাবু যেভাবে কথা বলছেন তার মধ্যে স্পীট নিয়ে বুঝিয়ে বলছেন। এটা সত্যই প্রসংশার দাবি রাখে। এক দুইজনের সম্বন্ধে আমি ফের আসব। অবশ্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় চলে গেছেন। এখন আছে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমি এখানে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এই যে সাব টিন্ডারের কাজ হচ্ছে এই দিকে দয়া করে নজর দিন। আমরা এখানে কাট মোশান টাকা কমানোর জন্য আনিনি। আপনাদের সংশোধন করার জন্য আপনারা যে ঘুমিয়ে আছেন, এখানে কোটি কোটি টাকা চুরি হচ্ছে লুটতরাজ হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনাদের সতেজ করার জন্য এখানে আমার কাট মোশান এনেছি। আমার পরবর্তী ডিমান্ড নাম্বার হল ১৪, মেজর হেড ২৮০১, ডিস এপ্রোভাল অব দ্যা গভর্ণমেন্ট পলিসি অন পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে নতুন মন্ত্রী হয়েছেন আমরা সাধুবাদ জানাই। কিন্তু বক্তব্য হল, আমরা কিন্তু সরকার গড়তে পারিনি। কিন্তু আমাদেরকেও লোক পাঠিয়েছে মানুষের কথা বলার জন্য। এখানে কুটির জ্যোতি, কথা কি আছে ১৫ টাকা দেবে ২টা লাইট জ্বালাবে। যদি আপনাদের সমর্থক হয় তাহলে বিপিএল কার্ডের দরকার নেই, দুইখানে লাইট জ্বালানোর জন্য লাইন দেওয়া হচ্ছে। আর লাইন থেকে লাইন বিক্রি করা হচ্ছে তার থেকে অর্থ উপার্জনের একটা আখড়া হয়ে দারিয়েছে। আমাদের বক্তব্য হল যারা বিলো প্রপাটিতে আছে তাদের নিশ্চয়ই দেবেন। যারা গরীব, যারা বিপিএলে আছে নিশ্চই উনাদেরকে আপনারা দেখবেন। কিন্তু এখানে কুটির জ্যোতির নামে বাড়ীতে পাখা চালাবে, ফ্রিজ চালাবে সেটা নিশ্চয়ই ট্রেডারী বেঞ্চের সদস্যরা মানবেন না আমরা জানি। এখানে কি বলা হয়েছে, এখানে কুটির জ্যোতি থেকে যে ডিপুজিট আসবে এমনিই ডিপুজিট বাজেট তাহলে সেটা সাপসিডির আকারে এসে পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের আয় হিসাবে কেন এখানে গন্য হবে না। আপনারা বলছেন যে হোক লাইন বন্ধ করতে পারছি না। হোক লাইন কারা করছে হোক লাইনের নামে যারা আপনাদের দল করেনা আমাদের দল করে তাদেরকে হেরেসমেন করছে। আপনারা নিশ্চয়ই এর বিরোদ্ধে একশান নেবেন। কিন্তু হোক লাইন বন্ধ না করার যেটা এটা কি আপনাদের ব্যর্থতা নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেগ্ রিপোর্ট বললেই আসলে কেগ্ রিপোর্টটাতো পরিষ্কার কনট্রোল অব এডিটর জেনারেল এর এটা একটা রিপোর্ট। এই রিপোর্টটা আমরা রেফার করতে পারি। এখন ক্রেগ রিপোর্টএ পাওয়ার সম্পর্কে কি বলেছে পাওয়ার মিনিষ্টারের কি এটা জানা উচিৎ না। পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট সাপার্ড এ লস্ অব ৩৯/৪০ লক্ষ টাকা। ডিউ টু একসেস কনজামশান অব নেচারেল

গ্যাস বিয়ন্ড স্টেন্ডার্ড নর্মস। এটা আমার কথা না। আমি মাননীয় পাওয়ার মিনিষ্টারকে বলব আমরা কি এটা রেফার করতে পারি না মিস এপ্রোপ্রিয়েশান অব গভর্ণমেন্ট মানি অব রুপিজ ৫.০১ লক্ষ। অকার্ড ডিড্র টু ফেলিউর অব ডিভিশনাল অফিসার, গ্যাস সারমোন্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশান রুখিয়া টু ভেরিফাই দি পেমেন্ট অ্যান্ড কেস বুক উইথ দি হাউসেস। কেস বুকের সঙ্গে ভাউচারের মিল না করে ৫ লক্ষ ১ হাজার টাকা মিস এপ্রোপ্রিয়েশান হয়েছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এটা একটা পয়েন্ট টার্বো টাস্টার্স প্রকিউর বাই গ্যাস থারমোন্যাল ইলেকট্রাল ডিভিশান, বড়মুড়া— এতে টোট্যাল কষ্টা অব রুপিজ ১ কোটি ৩০ লক্ষ কোড নট বি পুট টু ইউজ ইন দেয়ার এক্সপেনডিচার আর্মস শুট ফুল বিসাইড চেয়ার ওয়াজ এ লস অব ইন্টারেস্ট অব ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার। আমি এখানে বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে উপেক্ষা করছি না এই ব্যাপারে কনট্রোল অব অডিটর জেনারেল যেটা দিয়েছে ফাইন্ডিংস সেই সম্বন্ধে সজাগ থেকে আপনার ডিপার্টমেন্টে যে চুরি হচ্ছে সেগুলি আপনি বলছেন আমরা বলছি না। আপনারা সজাগ হোন এটা ঠিক করুন। আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে বলব আগরতলা শহর একটু বৃষ্টি হলে জলমগ্ন হয়ে পড়ে তখন এখানে লোডসেডিং হয়ে যায়। লোডসেডিং হয়ে গেলে পাম্পগুলি চালানো যায় না। সুতরাং আমি আপনাকে অনুরোধ করব কারণ আপনি নতুন হলেও আপনার অভিজ্ঞতা আছে। আপনি আগরতলার বাইরে থেকে আসেননি। আমাদের সমীরবাবু বলেছিলেন যে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী এখানে নাই বিদ্যা ভয়ঙ্করীতে পরিণত হয়ে গেছে। আমি মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীকে বলব যখন বৃষ্টি হয় আগরতলা জলমগ্ন হয়ে যায়, আপনাকে অনুরোধ করব সমস্ত পাম্পগুলোকে ইমারজেন্সি লাইন দেওয়ার জন্য।

**মিঃ চেয়ারম্যান ঃ-** মাননীয় সদস্য আপনাকে শেষ করার দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ-** এখন ডিমান্ড নং ২৪, ৪৮৮৫, টি আই ডি সি। টি আই ডি সি হয়েছে বেকারদের লোন দিয়ে মানুষকে সাহায্য করে স্ব-নির্ভর করার জন্য। ইনডাষ্ট্রি করার জন্য। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, এখানে অটো লোন দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু মানুষ লোন পায় না। কারণ অটো লোন দিতে গেলে একজন গভর্ণমেন্ট কর্মচারীকে সিকিউরিটি হতে হবে। অথবা সব পরিমান অর্থ জমা দিয়ে টি আই ডি সি'র নামে লিখে দিতে হবে। তাহলে আমার কাছে যদি অটো রিক্সার ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা থাকে, আমি টি আই ডি সিতে যাব কেন। সুতরাং টি আই ডি সিতে যে অবস্থা হয়েছে তাতে বড় বড় ইনডাষ্ট্রি যায় না, বোর্ডের মিটিং হয় না, এপ্রোবেল দরকার হয় এখানে প্রজেক্ট এর এপ্রোবেল হয় না টাকার এপ্রোবেল পাওয়া যায় না। টি আই ডি সি যে অবস্থা আমি শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, প্রত্যেক রাজ্যে ইয়ারলি প্রটেনশীয়েল সার্ভে হয়ে থাকে, এই রাজ্যে হয় না। এখানে কোন এক্সপার্ট নেই, এখানে টি আই ডি সি কি করে হবে কারণ শিল্প দপ্তরে এক্সপার্ট এর অভাব। যেমন এখানে প্লাসটিকের একটা সম্ভাবনাময় ইনডাষ্ট্রি হতে পারে। কিন্তু প্লাস্টিক এক্সপার্ট শিল্প দপ্তরে নেই। তেমনি ত্রিপুরা রাজ্যের রাবার বাইরে চলে যাচ্ছে এখানে রাবার টেকনোলজিষ্ট নেই। তেমনি লেদার বাইরে চলে যাচ্ছে লেদার টেকনোলজিষ্ট এক্সপার্ট শিল্প দপ্তরে নেই।

**মিঃ চেয়ারম্যান ঃ-** মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ-** মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, আপনার দপ্তরে তিন বছর যাবৎ স্থায়ী কোন ডাইরেক্টর নেই। এটা কি অবস্থা। আমি এখানে শিল্পমন্ত্রী যেটা ত্রিপুরার শিল্প নির্ভর করছে সেখানে কোন ডাইরেক্টর নেই তিন বছর যাবৎ। এটা টি আই ডিসির উন্নতি হউক, লোন পাক। আমার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৯৯৩-৯৮ পর্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন, খয়েরপুর এবং এর সাবউন্ডিংয়ে প্রচুর লোন দেওয়া হয়েছে, কালেকশান না হওয়ার সব বেড্ ডেড্ হয়ে গেছে। মাননীয় চেয়ারম্যান আমার নেক্সট হচ্ছে ৩৯, ২২০৫ আপ গ্রেডেশান অব গর্ভ: মিউজিক কলেজ, আমি এখানে ফাইন আর্টস বা মিউজিক কলেজ করার জন্য বলছি কারণ এখানকার যারা স্কলার বা গোল্ড মেডেলিষ্ট তারা বি মিউজ দিতে পারে এম মিউজ দিতে পারে না। সুতরাং আমি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব যে সেটাকে আপ গ্রেডেশান করা হউক কারণ আমরা তো আর আদীম যুগে থাকতে পারি না। আমাদের এখানকার ছাত্র ছাত্রীদের তবলা বা অন্যান্য মিউজিকের জন্য মাস্টার ডিগ্রি

নিতে গেলে তাদেরকে বর্হিরাজ্যে যেতে হয়। এখানে মিউজিকের বেচেলার ডিগ্রি পর্যন্ত হয়। আমার পরবর্তী ডিমান্ড ৩৯, ২২০৫ নিড টু এন্ড রিচ দ্যা কালেকশান অব গভঃ মিউজিয়াম। আমি ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুদের এখানে বলছি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এখানে নেই, আমাদের যে মিউজিয়াম সেখানে পুরানোকালের যা ছিল এখনো তাইই আছে, এখানে শুধু আছে আদীম কিছু গয়না, কানের দুল, হার, আর রাজার আমলের দু চারটা টাকা আছে, আর কয়েকটা তামার মূর্ত্তি ছিল এইগুলিও চুরি হয়ে গেছে, এইগুলি প্রায় পনের থেকে বিশ লক্ষ টাকা হবে কিন্তু ব্যাপার হলো মিউজিয়ামের দূরত্ব হলো থানা থেকে রাস্তার অপর পাশে। মিঃ চেয়ারম্যান মহোদয় আমার পরবর্তী হলো মিস এপ্রোভাল অব গভঃ পলিসি অন মিড় ডে মিল। এই মিড় ডে মিলের যারা রান্না করে তাদেরকে বিশ টাকা দেওয়া হয়, আর যেখানে দুইশ ছাত্র আছে সেখানে পাঁচশ টাকা লেখা হয়, আর প্রত্যেকদিন খিচুরী সেটা হাইজেনিক ভাবে করা হচ্ছে কি না, অনেক জায়গায় ছেলেমেয়েরা খিচুরী খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কিন্তু খিচুরীর নামে যাতে পুকুর চুরি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

**মিঃ চেয়ারম্যান ঃ-** মাননীয় সদস্য এবার আপনাকে শেষ করতে হবে।

**শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ-** মাননীয় আরবান ডিষ্ট্রিকশন মিনিষ্টার এখানে শিক্ষা মন্ত্রী অনিল সরকার আছেন। যদিও আপনার মতো ডক্টরেট নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত নয়। আমার সৌভাগ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক কলেজ (এমবিবি) পড়াশুনা করতে পেরেছি। আমার অনেক বন্ধু বান্ধবও ছিলেন, আছেন। সমীর দেব সরকারের সঙ্গেও ইয়ারমিটে ছিলাম উনি চেনে কিনা জানিনা। আমাকে এখন তুমি বলে ডাকে? এখানে ধানভানতে শিবের গীত গাওয়ার মতো। হঠাৎ করে উরে এসে কমিন করে ফেলল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় অর্থাৎ ভাগ সংজম হওয়া উচিত। আমি জানিনা এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্থহীনভাবে যেভাবে কথা বলেন। এখানে সব মন্ত্রীরা কনভেনসি আকারে কথা বলেন। এখানে নিশ্চয় শিক্ষনীয় ব্যাপার আসে। একজন চীফ্ মিনিষ্টার দস্যু হয়ে যায়।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য গোপাল বাবু কন্ট্রোল করেন। প্লিজ বসুন।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় মন্ত্রী মনীন্দ্র রিয়াং বক্তব্য রাখুন ।

**শ্রী মনীন্দ্র রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ-** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা ২২২৫ এডমিটেড কোয়েশ্চান এ পুর্বে এ ব্যাপার নিয়ে বলেছিলাম। জুমিয়া পুনর্বাসন লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত টি আর পি সি লিমিটেড সেবা মূলক করপোরেশান ত্রিপুরা উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য যে বৃহৎ অংশ রাবার প্লেনটেশনের মাধ্যমে পূনর্বাসন স্থায়ীত্ব করার পরিকল্পনা। টি আর পি সি'র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাবলম্বি করার গঠনমূলক একক। এই সংস্থা একমাত্র সেবামূলক সংস্থা। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৯৪ সালে আবার (গঠকগু) পূনর্বাসন আইনে সংস্কার করার পরে এই করপোরেশানের যোজনা খাতে জুমিয়াদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পরে ব্যয় বরাদ্ধ বাড়ানো হয়েছে। এই করপোরেশানে ২০০০/০৩ আর্থিক বছরেও মোট ২ লক্ষ ৪০ হেক্টার রাবার বাগান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩ হাজার ২৬টি পরিবারকে অর্থনৈতিক পূনর্বাসন দেওয়া সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও এই আওতায় বেনিফিসিয়ারিদের তরোক্ষীর বাগান দিয়ে উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছে। যেহেতু পূনর্বাসনের মতো মহান কর্মসূচীতে করপোরেশানের উপর যা ন্যাস্থ করা হয়েছিলো তা টিআরপিসি বাধা বিগ্ন হওয়া সত্বেও সাফল্য আসতে পেরেছে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রনব দেববর্মা।

**শ্রী প্রনব দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ডিমান্ড নং-৩০, মেজর হেড ২৪০৭ এ একটা কাট মোশান এনেছেন। এখানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কারণ উনার আলোচনার সময় উনি এই বিষয় সম্পর্কে কিছু বলেননি। উনি এই দপ্তরের ডিসেন্ট্রেলাইড পিউপিল নার্সারিতে টাকা কমানোর জন্য প্রথমে

বলেছেন আবার পরবর্তী সময় এই স্কীমটা কার্য্যকরী করে তোলার ক্ষেত্রে আরো বেশী টাকার প্রয়োজন বলা হয়েছে। এই বিষয়টা কনট্রাডিকটরি হয়ে যাচ্ছে কাজেই উনি আলোচনা করলে আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারতাম। একবার বলছেন কাট করার জন্য আবার বলছেন আরও বেশী টাকার দরকার। স্যার আমি এই কথা বলতে চাই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে বনাঞ্চল এখানে রয়েছে তাকে আরও বেশী সমৃদ্ধ করার জন্য যেটা ন্যাচারেল বন আছে তাছাড়াও আমরা এখানে কৃত্রিম উপায়ে যাতে বনাঞ্চল গড়ে তুলতে পারি তার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা নার্সারী করা হয়। কিন্তু আমাদের রাজ্যের যে চাহিদা তার তুলনায় সব জায়গায় সেটা করতে পারিনি তার জন্য আমরা ডিসেন্ট্রেলাইজ এই যে পিউপিল নার্সারী এখানে যারা এনজিও আছে, মহিলা গ্রুপ, যুবকদের গ্রুপ এবং ব্যক্তিগত ভাবেও আমরা এই স্কীমে এখানে নার্সারী করার জন্য সুযোগ দেই। এই নার্সারী করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য হল এখানে কিছু মানুষের কাজের ব্যবস্থা হওয়া। শুধু কাজের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা নয় তার থেকে কিছু অর্থনৈতিক উপার্জনের বিরাট সুযোগ রয়েছে।

এখানে নার্সারী করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, এখানে কিছু মানুষের কাজের ব্যবস্থা হওয়া। শুধু কাজের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা না, তার থেকে মানুষের কিছু অর্থ উপার্জনের একটা বিরাট সুযোগ। অমরা এই সমস্ত এনজিও এই সমস্ত গ্রুপকে নার্সারী করতে দেই। তারপর চারাটা ম্যাচিউরড হলে পরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আমরা ক্রয় করি। কাজেই এই রকম নার্সারী করে সেখান থেকে কিছু আর্থিক উপার্জন করার সুযোগ রয়েছে। আমরা এই সমস্ত, আমাদের রাজ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও এনজিওকে দিয়ে আমরা করি। আমরা আমাদের রাজ্যের বন দপ্তর, ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতি, জিলা পরিষদ, যারা ইনডিভিজুয়েল করেন তাদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এই সমস্ত নার্সারীর কাজ করি। এই বৎসর রাজ্যের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা ১.৭৫ লক্ষ টাকা ধার্য করেছি। এটা আমাদের রাজ্যের যে চারার চাহিদা, এক বৎসরেই সেটার পূরণ করতে পারব না। আমরা বিভিন্ন সংস্থার কাছেও ডিপার্টমেন্ট থেকে জানাই। আমাদের ডিপার্টমেন্ট এই বৎসর এত চারা উৎপাদন করতে পেরেছে এবং আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, ব্লক, বিভিন্নভাবে বনমহোৎসবের মাধ্যমে এই সমস্ত চারা লাগিয়ে থাকেন। এটা একমাত্র ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সাপ্লাই করে। কাজেই আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্কীম ছাড়াও এখানে বিভিন্ন সংস্থা থেকে আমাদের কাছে রিক্যুইজিশান জানালে পরে, আমাদের এক বৎসর আগেই তার প্রিপারেশান নিতে হয়, এই চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে রিক্যুইজিশান পাওয়ার পর এক বৎসর আগে থেকেই এই নার্সারীর জন্য, সেখানে প্ল্যানটেশানের জন্য যে টাকাটা ধরা হয়েছে, আমাদের রাজ্যের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। এখানে আরও টাকা দেওয়ার জন্য বলেছেন। আমরা বলতে পারি যে, আগামীদিনে দপ্তর ছাড়া অন্যান্য সংস্থা থেকে আমাদের কাছে রিক্যুইজিশান আসলে পরে, আমাদের রাজ্যের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে, আমাদের রাজ্যের কোন জায়গা যাতে খালি না থাকে, চারার অভাবে তারা সেখানে প্ল্যানটেশান না করতে পারে সেটা আমরা করব না। কাজেই তাদের রিক্যুইজিশান পেলে পরে আমরা ভবিষ্যতে ডিপার্টমেন্টের প্ল্যানটেশান ছাড়াও, ডি সেন্ট্রেলাইজ পিওপিল নার্সারীকে আরও বেশী সুযোগ দানের জন্য আমরা চেষ্টা করব। কাজেই এই বৎসর আমরা আমাদের দপ্তরের চাহিদামতই বরাদ্দ সেখানে ধার্য করেছি। কাজেই মাননীয় সদস্য এখানে যে বিষয়টা এখানে উপস্থিত করেছেন নিশ্চয়ই আমাদের রাজ্যের বন দপ্তরে, যেভাবে বন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে রক্ষা করার জন্য এই সমস্ত নার্সারীর যে প্রয়োজন সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তার জন্য তিনি এই বিষয়টা উপস্থিত করেছেন, তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এই বিষয়টার উপর এখানে আরও বেশী টাকা দেওয়ার জন্য না বলে, তিনি বলেছেন এটা রিডিউস করার জন্য বলেছেন। কাজেই আমি তার সাথে একমত হতে পারছি না। বিরোধী দলের যারা এখানে কাট মোশান এনেছেন বিভিন্ন দপ্তরে, তার বিরোধীতা করে, এই বৎসরের জন্য ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের এখানে সংস্থান রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করলাম। সকলকে ধন্যবাদ, নমস্কার।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিন্‌হা।

**শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিন্‌হা (মন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বাজেটের উপরে যে কতকগুলি কাট মোশান এসেছে তার মধ্যে আমাদের বিরোধীদলের সদস্য মাননীয় শ্রী গোপাল চন্দ্র রায়, শ্রী বিজয় রাংখল মহোদয় দুইটি কাট মোশান এনেছেন আমার ডিমান্ড নাম্বার ২৫ এর উপর। আমি মনে করেছিলাম আমাদের বাজেটের সমালোচনা হোক বা এটাকে সংশোধন করা হোক তারজন্য আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করবেন বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু উনারা আলোচনার সুযোগ হয়তো পাননি । উনারা কাট মোশান এনেছেন হ্যান্ডিক্র্যাপ্ট এর উপরে যে হ্যান্ডিক্র্যাপ্ট আমরা শুধু ভারতবর্ষে নয় ত্রিপুরা রাজ্যে তো আছে— ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের সমস্ত এম্পোরিয়ামগুলিকে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য আমাদের রয়েছে। এর মধ্যে এই ডিমান্ড নাম্বার ২৫ এর মধ্যে বর্তমান রয়েছে আমাদের ব্যাঙ্গালুরে একটা এম্পোরিয়াম স্থাপন করার জন্য। তার সঙ্গে আরো ৬টা এম্পোরিয়ামকে যুক্ত করা আছে। আমরা চাই ত্রিপুরার সম্পদ এই হ্যান্ডিক্র্যাপ্ট,আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পদ যে বাঁশ-বেত তার উপর আমাদের দক্ষতা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা স্বয়ম্ভরতার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। এই স্বয়ম্ভর প্রকল্পটাকে আমরা বাস্তবায়িত করে আমরা শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও আমরা আমাদের উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে পৌঁছে দিতে চাই। কাজেই আমি এই কাট মোশানস দুইটিকে সমর্থন করতে পারছি না। এই হ্যান্ডিক্র্যাপ্টস এর প্রোডাক্টস যাতে আমরা আরো বেশী জোরদার করতে পারি তার জন্য চেষ্টা করছি। তার জন্য বর্তমানে যে ব্যয় বরাদ্দ যেটুকু অংশ ধরা আছে আগামীদিনে তার চেয়েও আরও বেশী আমরা প্রোজেক্ট নিয়ে বেশী করতে পারি।

আরেকটা কাট মোশান আনা হয়েছে সেরিকালচার এর উপরে। এই সেরিকালচারে বর্তমানে নর্থ, ধলাই এবং সাউথকে নিয়ে দুইটা প্রোজেক্ট চলছে আমাদের। এই দুইটা প্রোজেক্ট নিয়ে (এইগুলি হচ্ছে লাস্ট ইয়ারের।) এই লাস্ট ইয়ার থেকেই আমরা যেভাবে অগ্রসর হয়েছি—বিশেষ করে আমাদের মা বোনদের স্বয়ম্ভর করার জন্য চেষ্টা করছি। তাতে আমাদের দেখা যাচ্ছে এই সেরিকালচারকে বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে আমাদের নিজস্ব যে কতগুলি ট্রেডিশন্যাল কাজ রয়েছে সেগুলিকে আমরা বাস্তবায়িত করতে চাই। যেমন ত্রিপুরী বা ট্রাইবেল তাদের পোষাক তৈরী করা, এবং মনিপুরী যারা আছেন তাদের জন্য মনিপুরী পোষাক তৈরী করা এবং বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সিল্ক উৎপাদন হয় তা দিয়ে যে সিল্কের সাড়ি উৎপাদন হচ্ছে সেগুলিকে আমরা বিভিন্ন রাজ্যে পৌঁছে দিতে চাই। কাজেই এই সিল্ক প্রোডাকশনকে কেন্দ্র করে আমাদের সেরিকালচার ডিপার্টমেন্ট আরো ডেভেলাপড হোক তার জন্য বিভিন্ন প্রোজেক্টের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি আরও বৃদ্ধি করা হোক, এবং আগামীদিনে যাতে বাজেটকে আরও বেশী করে প্রকল্প নিয়োজিত করে করতে পারি এই দিকে লক্ষ্য রেখে আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এবং বিরোধীদলের সদস্যরা যেভাবে কাট মোশান এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না, তার জন্য আমি দুঃখিত। কাজেই আমরা আমাদের এই সেরিকালচার এবং হ্যান্ডলুম ও হ্যান্ডিক্র্যাপ্ট না বিভিন্ন দপ্তরের ডিমান্ডগুলির উপর যে কাট মোশানস এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-** মাননীয় মন্ত্রী শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া।

**শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সমবায় দপ্তরের উপর দুইটা কাট মোশানস এসেছে। একটি এনেছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী অনিমেষ দেববর্মা অন ডিমান্ড নাম্বার ১২, মেজর হেড ৪৪২৫ এবং মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাংখল এনেছেন অন ডিমান্ড নাম্বার ১২, মেজর হেড ২৪২৫। আমি প্রথমে আমাদের বিরোধী বন্ধুরা যারা কাট মোশান এনেছেন তাদেরকে সমর্থন করতে পারছি না। এবং আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চ এর সরকার পক্ষ থেকে যে আমরা ব্যয় বরাদ্দ ডিমান্ড করেছি তাকে পূর্ণ সমর্থন করে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ রাংখল উনার ডিমান্ড নিয়ে আলোচনার কোন সুযোগ তিনি পাননি। মিঃ অনিমেষ দেববর্মা উনার আনা কাট মোশানের উপর কিছু বলার চেষ্টা করেছেন। আমি এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। উনি ত্রিপুরা স্টেইট কনজিউমার্স ফেডারেশনের উপর কাট মোশান এনেছেন। উনার বক্তব্যে এই প্রসঙ্গে তিনি কি বলতে চেয়েছেন সেটা আমার বোধগম্য হয়নি। কারণ, উনি একদিকে কোয়ালিটি, কোয়ানটিটির কথা বলছেন এবং অপদিকে তিনিই এর উপর কাট মোশান চেয়েছেন। তবে আমার এতটুকু মনে হয়েছে যে এই ফেডারেশন থাকুক এটা তিনি চান। এই ফেডারেশনের আন্ডারে ১৬৩টি প্রাইমারী কনজিউমার্স সোসাইটি আছে। তার শেয়ার ক্যাপিটেল বিভিন্ন বিষয়গুলি আছে। এর ব্রাঞ্চ রয়েছে। এই ব্রাঞ্চগুলি থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধপত্র, কাপড়, গ্যাস সিলিন্ডার, কেরোসিন, সিমেন্টসহ বিভিন্ন সামগ্রী উচিৎ মূল্যে জন্য সাধারনের কাছে বিক্রি করা হয়। এই সমিতিগুলি স্টেশনারী সামগ্রীও বিক্রি করে থাকে। আমি শুধু এইটুকু বলব যে বাজারে যখন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু এই ফেডারেশন বিভিন্নভাবে সাহায্যে এগিয়ে আসে। এটা ক্রেতাদের সুযোগ দিয়ে থাকেন। আমরা চেষ্টা করছি ভাল জিনিস উচিৎমূল্যে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে। আইওসি'র এজেন্ট হিসাবে কেরোসিনও বিক্রি করে। সরকারী হাসপাতালগুলিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমরা সরবরাহ করি। তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরও দুর্বলতা রয়েছে। এই দুর্বলতাগুলিকে দূর করার জন্য আমরা সচেষ্ট। যেমন এখানে আইতরমা আছে। এটাকে আরো কিভাবে সাজানো যায় জনগণের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয় এই বিষয়গুলি এখন দেখা হচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এই আইতরমাকে কিভাবে একটি শ্রেষ্ঠ সমবায় বিক্রয় কেন্দ্রে পরিণত করা যায় আমরা এর চেষ্টা করছি। এছাড়া গ্রামীণ এলাকার ক্রেতা সাধারনের স্বার্থে গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন ল্যাম্পস এবং প্যাকসগুলিকে কিভাবে চাঙ্গা করা যায় এই প্রচেষ্টা আমরা নিয়েছি। কাজেই, যেহেতু এর উপর আনা কাট মোশানগুলির কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেহেতু আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব উনারা যেন উনাদের কাট মোশানগুলি প্রত্যাহার করে নেয়। আমি বলব আমাদের এই যে কনজিউমার ফেডারেশন এবং মিঃ রাংখল এখানে যে কাট মোশান এনেছেন আমি বলতে চাই, আমরা সমবায়কে চাঙ্গা করতে উদ্যোগ নিয়েছি। এই বলে শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় শিল্পমন্ত্রী বলুন, সংক্ষিপ্ত করে বলবেন।

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বিভিন্ন দপ্তরের ৫টি কাট মোশান এসেছে। তার মধ্যে কাজল দাস এনেছেন ২টি, মাননীয় সদস্য গোপাল রায় এনেছেন ১টি এবং অনিমেষ দেববর্মা এনেছেন ২টি। কাজল দাস এনেছেন ডিমান্ড নং ২০, এটাতে মূলত আমরা নিউক্লিয়াস বাজেট যারা রোগী তাদেরকে সাহায্য দেই। ওবিসি অংশের যারা মানুষ গত বছর আমরা ৫ হাজার এইরকম বিভিন্ন ধরনের যারা রোগী তাদের বিশেষ করে বিপিএল গরীব যারা আছে তাদের আমরা প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছি। আরও টাকার ডিমান্ড আছে। আরও যদি বেশী দিতে পারতাম তাহলে খুব ভাল হত। তাছাড়া এখানে যে সাবজেক্ট কমিটি করা হয়েছে সেই কমিটির মধ্যেও উনি আছেন। এই সাবজেক্ট কমিটি কিন্তু বলেছে এগুলির ক্ষেত্রে আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করা উচিৎ। তিনিও একজন মেম্বার আর এখানে কাট মোশান এনেছেন যে টাকা কমিয়ে দেওয়ার জন্য। আমার মনে হয় এখানে সাবজেক্ট কমিটি যে সুপারিশ করেছেন এটা ভাল আমরা এগুলি পরীক্ষা করে দেখব আরও কিভাবে করা যায়। ফলে এই সাহায্যগুলি যাতে প্রকৃতই রোগীরা পান তিনি বলেছেন এই কথা বলতে আমরা দেখব এটা দেখার জন্য আমাদের পদ্ধতি আছে আমরা সরকারী হাসপাতাল, ডাক্তারদের সুপারিশ, জনপ্রতিনিধি যারা আছে তাদের সুপারিশ তার ভিত্তিতেই দেওয়া হয়। এখানে কোন ধরনের দুর্নীতির প্রশ্নই আসে না। বরং এই টাকাটা খুবই প্রয়োজনে লাগে গরীব মানুষের জন্য। সুতরাং এটা সমর্থন করতে পারলাম না।

দ্বিতীয় যেটা এনেছেন ডিমান্ড নং ২৪ এটা হলো ভিলেজ এন্ড স্মল ইন্ডাসট্রিজ, খাদি বোর্ডের টাকা কমিয়ে দেওয়ার জন্য। সবাই জানে খাদি বোর্ড গ্রামীণ যারা কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প করেন তাদের জন্যই বরাদ্দটা সেখানে হয়। তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া তাদের উৎপাদিত পণ্য যেগুলি আসে আমাদের কাছে এগুলি আবার বাজার জাত করা। এখানেও সাবজেক্ট

কমিটির সুপারিশ আছে যে আমরা যাতে স্টলগুলিতে আরও বেশী করে দিতে পারি। স্টলগুলিকে আরও ভালভাবে ফিট করে যাতে আমরা আরও ভালভাবে কাজটা করতে পারি তাহলে আমাদের গ্রামীণ যারা শিল্পী তারা উপকৃত হবে। সুতরাং সেই দিক থেকে এইভাবে যদি রিডিউস করার জন্য বলে কি করে সমর্থ করব।

গোপাল রায় তিনি অবশ্য বলেছেন টি.আই.ডি.সি'র কথা ডিমান্ড নং ২৪, এই টি.আই.ডি.সি এখন আমাদের রাজ্যে শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা অন্যতম সংস্থা। এটা শুধু ঋণ দেওয়ার কাজ না আমাদের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এটা একটা বিরাট ভূমিকা এই টি.আই.ড.সি পালন করে থাকে। আমি শুধু গত বছরের বলব যে ২০০২-২০০৩ ইং সালে ৭৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। এবং ইতিমধ্যে আমরা ডিসবার্স করেছি ৭০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং গত বছর ১৮৫ লক্ষ টাকার ঋণ আদায় হয়েছে এটা রেকর্ড গত কয়েক বছরে যে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে। কারণ, যেহেতু গড়িমসি করছেন দিচ্ছেন না সুতরাং আইনগতভাবে এখানে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে টি.আই.ডি.সিকে একটু কড়াকড়ি করতে হচ্ছে। এটা আমাদের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাংলায় একটা কথা আছে যে চুন খেয়ে জিব পুড়ে যায় তাহলে দই খেতেও টেস্ট করে খাই । সুতরাং আমাদের উপায় নেই এটা করতে হচ্ছে। আমরা আরও সহজভাবে দিতে পারলে আমরা আরও খুশী হতাম। যেহেতু এটা বকেয়া পুরানো অনেক আইন আমাদের প্রয়োগ করতে হচ্ছে, আইন প্রয়োগ হওয়ার পরও অনেক ঋণ আমাদের পক্ষে আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। এই কারণে আমাদের একটু কঠিন করতে হয়েছে নিয়মকানুনগুলি। কিন্তু ঋণ আমরা দিচ্ছি এবং সেখানে যারা মোটামোটিভাবে ক্ষুদ্র শিল্প মাঝারি শিল্প সেই সমস্ত সিমগুলিতে আমরা ঋণ দিচ্ছি এবং তিনি গতকালও এই কথাগুলি বলার চেষ্টা করেছেন, যদিও এর সঙ্গে মিলে না। যে ডিমান্ড এনেছেন দপ্তরের ডিরেক্টর নেই, নিশ্চয়ই ডিরেক্টর নেই সত্যি কথা কিন্তু কাজের তো অসুবিধা হচ্ছে না। আমরা কথা বলেছি আমরা তিনটা কর্পোরেশন একজন এমডিকে দিয়ে চালাতে হচ্ছে আমাদের এইরকম অফিসারের সংখ্যা একটু কম আছে। আমরা বার বার কথা বলেছি কিন্তু আমি বলব এই সময়তো শিল্প দপ্তরের এজ এ হোল যে কাজ করছে সেটা আমরা রিফ্লেক্ট করেছি কোন কাজই আটকে থাকেনি এবং এটা বলব কাজ আটকাচ্ছে না। এবং আরও কতগুলি কথা বলেছি প্রত্যেক ইনডাস্ট্রি করার জন্য সমস্ত টেকনিক্যাল পারসনের প্রয়োজন হয় না তাহলে তো শিল্প দপ্তরের টেকনিক্যাল অফিসার রাখতে হবে শখানেক। ফলে সেখানে আমাদের শিল্প দপ্তরের যারা অফিসাররা আছে তারা নিজেরা সবটা মনিটর করেন। যারা প্রজেক্ট রিপোর্ট দিয়েছে সেটা আমাদের এক্সপার্ট কমিটি আছে, ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি আছে তাদের নিয়ে সেটা করা হয়। যারা প্রজেক্ট রিপোর্ট দিয়ে দেন তারা তাদের এক্সপার্ট কমিটি আছেন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি আছে সেটা করা হয়। দপ্তর শিল্প করে না। দপ্তর শিল্প করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। সুতরাং সেখানে আমাদের কোন কাজ আটকাচ্ছে না। সুতরাং আমাদের এই ডিমান্ডে রিডিউস করার যে কথা বলা হয়েছে সেটি তো আমি গ্রহণ করতে পারলাম না। অনিমেষ দেববর্মা, তিনি ডিমান্ড নং ৩০টি এস আই সি থেকে টাকা কমানোর জন্য বলেছেন। আমি এখানে কিছু তথ্য দিচ্ছি ১৯৯৯-০২ সালে এই টি এস আই সি টার্ন-ওভার ছিল ৫ শত ৮০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। আর গত বছর ২০০২-০৩ সালে তার টার্ন-ওভার হয়েছে ১ হাজার ৭৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। তাহলে অনুমান করা যায় এই সময়তে টি এস আই সি যা ডেভলাপ হয়েছে। সেখানে গত বছর ইট উৎপাদনের ক্ষেত্রে যারা কাঞ্চনপুর ইট ভাটা করবে না, গন্ডাছড়া করবে না, অমরপুর করছে না আমাদের সরকারী কাজ আটকে যাচ্ছে, সেখানে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেখানেও তো যেতে হচ্ছে। এই সাব কমিটি তারা আমাদের ফুড প্রসেসিং যারা আছে ফার্বার ইউনিট যেটা আছে সেই সবগুলিকে মতায়েন করার জন্য রিকমেন্ডেশান দিয়েছে। সেই দিক থেকে টি এস আই সির কাজ আরও বাড়াতে হলে আরও টাকার প্রয়োজন আমরা যা বাজেট বরাদ্দ করেছি তাহা যতার্থ না, আরও বাড়াতে পারলে ভাল। অনিমেষ দেববর্মা তিনি ডিমান্ড নাম্বার ৩৩ বিজ্ঞান প্রযুক্তির সেখানে একটা কাট মোশান এনেছেন। এটা সকলের জানা আছে ত্রিপুরা বিজ্ঞান প্রযুক্তি দপ্তর ছোট দপ্তর সেই কারনে বাজেটও কম। বাজেটের তুলনায় আমরা কাজ কিন্তু অনেক বেশী করেছি। বিজ্ঞানের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আমরা কাজ করছি সেখানে তিনটা চারটা

উইংস আছে। এই বছর আমরা চেষ্টা করছি কি করে উপজাতি এলাকাতে আমরা যা হতে আরও বেশী করে স্কীম করতে পারি। যুবক যুবতীদের সচেতন করার জন্য আমরা আমাদের বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কৃষি শিল্প তার কিভাবে আরও উন্নতি করা যায় আমরা তারজন্য বায়ো টেকনোলজি করেছি, যাতে করে আরও বেশী উন্নয়ন করা যায়। আমরা গ্রামীণ এলাকাতে সব চেয়ে বেশী কাজ করছি। আপনারা জানেন ছাওমনু ক্ষেত্রিছড়াতে আমরা বারমাস প্ল্যান করেছি এই বছর রইসাবাড়ীতে আরও একটা করব। যাহাতে করে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের বিদ্যুতের সুবিধা সেখানে পৌঁছে দিতে পারি। কাজেই রাজ্যের বরাদ্দ নিয়ে যে কাট মোশান এনেছেন তাকে কি করে সমর্থন করা যায়। আমি ডিমান্ডের উপর যত কাট মোশান এনেছেন সবটাকে বিরোধিতা করে এবং ডিমান্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী।

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার তিনটা দপ্তরে মোট ২৯টা কাট মোশান আনা হয়েছে। তার মধ্যে ডিমান্ড নাম্বার ১৯, ডিমান্ড নাম্বার ৩১, ডিমান্ড নাম্বার ৪২। আমি খুবই উদগ্রিব ছিলাম যারা এই কাট মোশান মোভ করেছেন তারা ভুল ত্রুটিগুলি তুলে ধরবেন এবং তা থেকে নিশ্চই এই বাজেটকে কিভাবে রিফ্রেম করা বা তার যে প্রোগ্রামগুলোকে রিড্র করা যায় এটা দেখার সুবিধা হত। কিন্তু এতে ঠিক সেই রকমভাবে যারা এনেছেন তারাও তুলেননি। তবে কয়েকটা বিষয়ে এখানে উৎথাপন করা হয়েছে, আমি সেই সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে চাই। স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু নেই। যদিও এটা আমার ডিমান্ড নয় কিন্তু, আমার সঙ্গে রিলেটেড সেইজন্য আমি একটু বলছি। উনি বলেছেন যে ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে সেচের অভাবে এই মরশুমে বা সুখা মরশুমে সব্জী করা যায়না বা কিছুই করা যায় না। স্যার এটা বোধ হয় অবগত হওয়া দরকার বা এই সম্পর্কে খোজ নিয়ে দেখা দরকার যে এআইবিপি এক্সিলেটেড ইরিগেশান বেনিফিট প্রোগ্রাম আদার দেন প্লেন বা নন প্লেনের যে প্রোগ্রাম এইগুলি বাদ দিয়েও এআইবিপি যে হয়েছে, এই এআইবিপি'র মধ্য দিয়ে আরডি ডিপার্টমেন্ট, ওয়াটার রিসোর্স, এগ্রিক্যালচার এবং এডিসি এই চারটি সংস্থা মিলে বিগত বছরে যে সমস্ত ছোট-খাট এবং মাঝারি ধরনের ডাইভারশান স্কীম করা হয়েছে তার অর্ধেকটাই হয়েছে ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে। এর আগে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কখনো এই এআইবিপি স্কীমে কোন টাকা গ্রহণ করেনি। গত চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের সময় থেকে এই টাকা আমরা গ্রহণ করেছি। এই টাকা দিয়ে শুধু লিফট ইরিগেশান না ছোট ছোট এই রকম ডাইভারশান স্কীম এগ্রিক্যালচার, আরডি, মাইনর ইরিগেশান এবং এডিসি করেছে। কাজেই এই ক্ষেত্রেতে যে হচ্ছে না ইরিগেশান ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে এই রকম ধারনা বা এই রকম একটা বক্তব্য রাখাই অমূলক। দ্বিতীয় হচ্ছে, মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু এখানে একটা বিষয় তুলেছেন এডভেটাইজমেন্ট পলিসি আরডি ডিপার্টমেন্টের কিছু কিছু টাকা কোন জেলায় বেশী দেখানো হয়েছে কোন জেলায় কম দেখানো হয়েছে। এই মুহূর্তে আমার কাছে বাজেট বই নেই, সেটা কিভাবে হয়েছে আমি নিশ্চই দেখব। এডভেটাইজমেন্ট পলিসিতে আর ডি থাকার কথা নয়। হয়তো বা এটা এইরকম হতে পারে যে আরডি ডিপার্টমেন্ট টোটাল সেনিটেশান প্রোগ্রাম এবং আরো কতগুলি প্রোগ্রাম সেখানে কন্ডাক্ট করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত এবং বিএসিগুলিকে নিয়ে, সেই খাতে হয়তো বা সেখানে প্রচারের জন্য সেখানে এই টাকা ধরা হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া আরডি ডিপার্টমেন্টে এই রকম এডভেটাইমেন্ট পলিসিতে টাকা থাকার কথা নেই। এখানে ডিমান্ড নং ১৯, সাধারণত এটা হলো মহারাষ্ট্রের মডেলে আমাদের রাজ্যেও সারা দেশেও সেখানে যে রাজ্যে যতটুকু এসসি বা এসটি পারসেন্টিজ ঠিক বাজেটে তত পারসেন্টিজ যে কোন ডিপার্টমেন্টের ঐ খাতে অর্থাৎ ডিমান্ড নং ১৯ এ রাখতে হয়। আমাদের এখানেও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এর ১৯ নং ডিমান্ড এ সমস্ত দপ্তরের টাকাই এখানে আছে। আবার ২০ নং ডিমান্ডে এসসি ওয়েলফেয়ারে এগিনিস্টে সেখানে আছে। কাজেই এখানে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের প্রোগ্রাম না। ট্রাইবেল সাব প্লেন এলাকাতে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের টাকা এখানে থাকে। এডমিনিস্ট্রেটিভ এপ্রোভাল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এই ডিমান্ড নং থেকে দেয়। এখানে মাননীয় সদস্য কাজলবাবু একটা প্রশ্ন

তুলেছেন যে অউল্ড এজেট পেনশান। এটা থ্রো ব্লক এবং সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট পেমেন্ট করে থাকে। তিনি কয়েকটা নাম এখানে বলেছেন যে বড় ভাই পায়নি কিন্তু ছোট ভাই পেনশান পেয়েছে। আমি সেই জায়গায় বলতে চাই যে এই জায়গায় এ সমস্ত বেনিফিসারী সিলেকশানে আইডিন্টিফাই করে থাকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত অথবা ভিলেজ ডেভলাপমেন্ট কমিটি। সেই জায়গায় মন্ত্রী এমএলএ বা এমপি কারোর কোন একটা ব্যক্তিকে সেখানে সিলেকশান করার কোন সুযোগ নেই। এবং গ্রাম সভা বা গ্রাম সংসদ সেই ভিত্তিতেই গ্রাম সভা থেকে আছে। এখন হয়তো বা এই রকম কোন ঘটনা হতে পারে উনি যেটা বলেছেন এটা হয়তো বা সত্য হতে পারে যে একটা পরিবার, মনে করুন এক্স জমাতিয়া তিনি সকলের ছোট কিন্তু তার বয়স ৬৫ এর উপরে, তার বড় আরো তিন ভাই রয়েছে ৭৫, ৮০, ৮৫ বৎসরের এখন তারা যদি তাদের ইনকাম কেটাগরি যদি এটা ঠিক সেই রকম না হয় দেখা যায় ছোট ভাই ইলিজেব্যল ৬৫ বছরের উর্দ্ধে তা হলে সেই জায়গায় নিশ্চই বড় ভাই কেন পেলনা, বড় ভাই যদি সেই রকম ভাবে অর্থনীতিতে স্বচ্ছল হয়ে থাকে তা হলে সে নাও পেতে পারে। ছোট ভাই ইলিজেব্যল রয়েছে এবং অর্থনীতির দিক থেকে যদি পাওয়ার সে উপযোক্ত হয় গ্রাম পঞ্চায়েত সিলেকশান করে, কাজেই এটা আমাদের পক্ষে ঠিক সেই রকমভাবে অর্থাৎ এটা হয়নি এই কথা বলার সুযোগ সেখানে নেই। তারপর তিনি বলেছেন সেনিটেশন কি হচ্ছে, আমি বলব ত্রিপুরা ইড দ্যা পায়রিং স্টেট ইন দ্যা কানট্রি হোয়িচ স্টেট ইমপ্লিমেন্টিং দিস স্কীম। এন্ড পারহেপস উইদ দ্যা ফাস্ট স্টেইট টু বি ডিক্লে ডি এস দি টোট্যাল সেনিটাইসড অর টোট্যাল সেনিটেশান ক্যাম্পিং সাকসেস ফুল ইন দ্যা কানট্রি। আমরা এই রাজ্যের সমস্ত বিপিএল ফেমিলিগুলি এক সাথে যুক্ত করেছি এবং তার সাথে কিছু এপিএলকেও যুক্ত করেছি। এখন সেই জায়গায় সিপিএম বলে বাদ দেওয়া, আই এনপিটি বলে বাদ দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। আপনাদের যদি এই রকম কোন বাদ থাকে হয় আমি অনেষ্টলি বলছি এই রকম যদি কোন বিপিএল ফেমিলি কোন একটা পঞ্চায়েতে সেখানে বাদ গিয়ে থাকে সেটা আমার কাছে দিন। কারণ এই জায়গাতে বৈষম্যর কোন সুযোগ নেই কেন তা আমরা যদি সিপিএম বা কংগ্রেস বা কাউকে বাদ দেই তাহলে হাউ সেনিটেশন কুড বি এচিইভ। এটা হতে পারে না। কাজেই এই জায়গাতে দল বাজী করার কোন সুযোগ নাই। বরঞ্চ টোট্যাল সেনিটেশনের ক্যাম্পিং এর যে কমিটিগুলি আমাদের হয়েছে আমরা বলছি টু এপ্রোচ ইচ এন্ড এভ্রি ওয়ান। এপিএল থেকে বলার জন্য কারণ শুধু বিপিএলদের স্বাস্থ্য সম্মত, বিজ্ঞান সম্মত এই রকম পায়খানা হল তার পাশের বাড়ীর এপিএলদের হল না। এতে তো কোন সুফল হবে না। আমি দেখছি সব জায়গায় কাজল বাবু বলতে গেলেই বলেন সিপিএম হবে টাকা পায় না, নিউক্লিয়াস বাজেটের টাকা পায় না, হাউ কেন দিস হেপেন। এটা তো টোট্যাল সেনিটেশন ক্যাম্পিং এর ক্ষেত্রে তিনি এই কথাটা বলেছেন আপনারা বিরোধী আছেন কাজেই ট্রেজারী বেঞ্চকে সব সময় অপোচ করতে হবে নিশ্চয়ই এটা সমিচিন না। নিশ্চয়ই আমি বলব যদি এই রকম কোন বিপিএল ফেমিলি বাদ গিয়ে থাকে ইউ প্লীজ গিব মি দ্যা লিস্ট। তারপর মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাংখল এস সাস হি হেজ নট মেনশান এনি পয়েন্ট অর এনি মেজর হেড অব সাব হেড হি জাষ্ট স্টেটেড হেয়ার দ্যাট দি মিনিস্টারস মেম্বার অব দি ট্রেজারী বেঞ্চ দে অপেন গেট ইরিটেটেড ইয়েন উই প্রপোস সামথিং কনস্টাকটেড। এন্ড উই দি অপজিশন মেম্বারস উই ওয়াস্ট টু লাইক টু হেল্প দি গভর্ণমেন্ট ট্রেজারী বেঞ্চ এন্ড গভর্ণমেন্ট এস হোল in later on spirit. I welcome the suggestion. But simultancous I would request Mr. Bijoy Kr. Hrangkhawl to extend your help in later on spirit in implementing the programmes of Govt. If it so, why only the little suggestion sught in the Assembly floor. There are number of programme disclosed yesterday our Revenue Minister. There are 1745 Trible families they got displaced from their own places. Why after the election since they have voted to a certain party that is why they got victim. They took in several place. Why you Hon'ble members are not helping us. If there really ready to help the Govt. in later spirit. I would like to appeal them you please to go to place like

Ananda Bazar, the Ganganagar., Chawmanu, Manikpur and see physicaly really you are ready to stand for develop in the state and development and for peace and trankuillity and that later on spirit is really surpress there?

স্যার, আমি নিশ্চয়ই আশা করব যে ইন একশানে আমরা সেই ভূমিকা মিঃ রাংখল থেকে পাব এবং উনাদের দলের লোকদের কাছ থেকে পাব এবং রবীন্দ্র বাবুর কাছ থেকেও পাব। মাননীয় সদস্য অনিমেষ বাবু এখানে নেই তিনি এখানে বলেছেন ইরেগুলেইট ইউরস স্টাইপেন্ড হ্যাঁ। স্যার, কখনো এটা হয়ে যায়, কেন না আমাদের স্টাইপেন্ডের টাকা বেশীর ভাগই আসে ফর্ম দি সেন্ট্রাল সোর্সেস। এটা অনেক সময় দেরী হয়ে যায় এটা ঠিকই। আমাদের যারা বর্ডারস তাদের একটা অসুবিধা হয়ে যায়। আমরা একটা পারসিউ করেছি এবং সেটা আমরা কখনও কখনও ফিনান্স ডিপার্টমেন্টকে বলেছি ইউ প্লীজ রিলিজ ইন এডভান্স সিন্স দি ফান্ড ইজ কমিটেড এসিউড মাস্ট বি এবং সেইভাবে আমরা করে থাকি। ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে এডভান্স রিলিজ করিয়ে কিভাবে এই স্টাইপেন্ড মেক আপ করা যায় আমরা এটা দেখি। ২য়ত যেটা বলেছেন যে দি রেইট অব দি স্টাইপেন্ড সোড বি এনহ্যাহ্স হ্যাঁ, স্যার উই ডু ফিল ইট কালকেও এটা প্রশ্ন ছিল। কিন্তু আমাদের যা বাজেটরী প্রভিশন আমরা ঠিক সেই রকমভাবে এটাকে করে উঠতে পারছি না। একটা কোড় কমিটি আমরা করেছি দ্যাট কোড় কমিটি ইজ দ্যাট সাজেসেটেড এটলিস্ট দ্যাট এমাউন্ট সোড বি এনহ্যান্স বাই এনাদার রুপিস ৩ পার ডে ফর ৩২২ ডেজ পার ইন এ ক্যালেন্ডার ইয়ার। আমরা একজামিন করেছি ভেরী অনেষ্টলি, সিনসিয়ারলি যদি আমরা এটা করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই এসটি, এসসি, ওবিসি, তাদের পক্ষে সুবিধা হবে এবং টাকা যদি মেনেজ হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা করব। স্যার, আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করছি। এখানে যে ২৯টি কাট মোশান এনে কোন যুক্তি দিয়ে বুঝাতে পারেননি তাহলে কেন তারা কাট মোশান এনেছেন তাই আমি এটাতে খুশি হতে পারছি না, তার কারনে এই কাট মোশান এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যে কাট মোশানগুলি এনেছেন একে অসমর্থন করে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় রেভিনিউ মিনিষ্টার।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, ৩টি ডিমান্ডে কয়েকজন সদস্য প্রায় ১০টি কাট -মোশান এনেছেন। এই প্রথমেই আমি যে সব ডিমান্ডের উপরে টাকা চেয়েছি তাকে সমর্থন করে এবং অন্যান্য মন্ত্রী সভার সদস্যরা যা এনেছেন বরাদ্দ চেয়েছেন সেইগুলিকে সমর্থন করে আমার দপ্তরের উপরে যে কাট -মোশান এসেছে তার যেমন বিরোধিতা করছি এবং অন্যান্য দপ্তরের উপরে যে কাট মোশান এসেছে তার বিরোধিতা করে আমি কিছু কথা বলতে চাইছি। স্যার, কাট মোশানগুলি দেখে আমার যেটা মনে হচ্ছে আমাদের নতুন মেম্বাররা কিছু কনফিউজ কাট মোশানে লিখতে গিয়ে আইটেমস সাব আইটেম ইত্যাদি করতে গিয়ে কিছু কনফিউজড হয়েছেন আমি অনুরোধ করব আপনাকে এটা হওয়ার জন্য তারা সম্পূর্ণ দায়ী, ঘটনা তা নয়। আমাদের বাজেট বইতে যা লেখা আছে কাট মোশানের ফর্মের মধ্যে ঠিক সেই অনুযায়ী লেখা নেই। আমাদের বাজেট বইতে কোথাও আইটেম সাব আইটেম ইত্যাদি মেনশান নেই ওখানে যা মেনশান আছে মেজর হেড, সাব মেজর হেড, মাইনর হেড, সাব হেড, ডিটেলস হেড এবং অবজেক্ট হেড। কোথাও আইটেম সাব আইটেম নেই। সূতরাং আইটেম সাব আইটেম করতে গিয়ে ওখানে যা খুশি তা লিখে দিচ্ছে কোথাও মেজর হেড এসে যাচ্ছে, কোথাও সাব মেজর হেড আসছে যার ফলে উদ্দেশ্যটা বুঝা যায় না। যেমন ধরুন এখানে কাট মোশান চেয়েছে আইটেম হিসাবে ২০২৯ ডিমান্ড-৬ এ আইটেম হিসাবে ১০৩ লিখে দিয়েছে এটা হচ্ছে মাইনর হেডের। এখানে যা আসে সেলারী আছে, ট্রেভেলিং এক্সপেনসেস আছে, লিপ্ট ট্রেভেল আছে মেডিক্যাল রি-ইনভেষ্টমেন্ট আছে, ইলেকট্রিক চার্জেস আছে সমস্ত কিছু আছে কিন্তু এটার মধ্যে কোনটার উপরে আপত্তি কি বিষয়ে এটা তো কিছুই বুঝা গেল না, না কি সবই আপত্তি তাও বুঝা যায় না। সূতরাং সেইজন্য আমি অনুরোধ করব এই যে গোলমালটা আছে এটাকে একটু ঠিক করে আমাদের যা ফর্ম আছে ফর্মটাকে একরডিংলি করে দেওয়া। বাজেট বইতে যা আছে সেই অনুযায়ী ফর্ম হলে মেম্বারসদের

পক্ষে সুবিধা হবে।

স্যার, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উষাকার। সেই সময় পার্লামেন্ট হতো এবং এ্যাসেমব্লিতে গিয়ে আমাদের দেখিয়ে আনত সেই সময় থেকে দেখতাম কাট মোশান কেন? এটা যখন শিখে এসেছি তখন থেকে দেখেছি জেনারেল ডিসকাশন বাজেটে হতে পারে। আরেকটা ধারনা আছে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে যখন বাজেট উৎথাপন হয় তখন সরকার পক্ষে যে এম এল এরা আছে তাদের বিধানসভার কি কি সমস্যা আছে এই বাজেটের মধ্যে রিফ্লেকটেড থাকে। কিন্তু বিরোধীরা বাজেটের মধ্যে সেরকম রিফ্লেটেড থাকে না। কারন এই জন্যে কাট মোশানের সুযোগটা বিরোধিরা নেন এবং তাদের বিধানসভার নির্বাচন ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো যেগুলির কাজ হচ্ছে না, কাজ বন্ধ হয়ে আছে, সরকার অন্য জায়গায় কাজ করছে। কোথায়ও টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকায় হচ্ছে না, সেই টাকায় শেষ হবে না সুতরাং এই জন্য মানি কাট আনছেন। আজকেও যা শুনলাম তার মানে জেনারেল ডিসকাশান। শ্যামা বাবু এই জন্য বলে নিয়েছেন। যাই হউক তিনি যা বলেছেন তাতে শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন নতুন সদস্যদের নিয়ে একটা যাতে ওয়ার্কশপ হয়, তার জন্য তিনি আমার কাছে চিঠি দিয়েছেন আমি উনাকে আশ্বস্ত করতে পারি আমরা অল রেডি এই প্রসেস শুরু করেছি। এবং টেনটেটিভলি আমরা ঠিক করেছি বাইরে থেকে যারা আসবে তারা আসলে পরে সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই ওয়ার্ক শপ হবে। এই সম্পর্কে আমরা দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। স্যার, অনিমেষ দেববর্মা বলেছে একজন তহশীলদার সার্ভে করছে, এটা তো ঠিকই একজন যদি সার্ভে যায় তাহলে তার বেশি সময় লেগে যেতে পারে। তার জন্য আমি চেষ্টা করব একজন না সেখানে যাতে একটা টিম যেতে পারে এবং গিয়ে সবগুলোকে সার্ভে ইত্যাদি করতে পারে। স্যার, অশোক দেববর্মা ও কিছু কিছু বিষয়ের উপর এনেছেন। তিনি ধর্ম সম্পর্কে এখানে বলেছেন, একটি ছত্রঙ্গি মন্দির যেটা এখানে ছিল আমি এই বিষয়ে উনাকে আশ্বস্ত করতে চাই এই মন্দিরটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর ছত্রঙ্গি দেবতার মন্দিরটা উমা মহেশ্বরী মন্দির হিসাবে যে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে সেই জায়গায় উঠে গেছে এবং তার পূজা পার্বন ইত্যাদি হচ্ছে। অর্থাৎ এর জন্য যে জায়গা আছে ১০ গন্ডা বা সাড়ে দশ গন্ডা ওখানে রয়েছে এই জায়গাতে উমা মহেশ্বরী মন্দির আছে। ছত্রঙ্গি দেবীর মন্দির ওখানেই পূজা ইত্যাদি হচ্ছে। কারোর ধর্মে আঘাত দেওয়া এটা গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্যে নয়। অশোকবাবু আরেকটা এনেছেন ওয়াক অব বোর্ড সম্পর্কে, ওয়াক অব বোর্ড সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে মুসলমানদের বিরোদ্ধে টাকা কমিয়ে আনার একটি অভিযোগ এনেছে উনারা। স্যার, ওরা সরকারে ছিলেন ১৯৮৮-৯২ ইং সাল পর্যন্ত। এই সময়ে ওয়াক অব বোর্ডের জন্য ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মতো বরাদ্দ ছিল। যখন ৩ লক্ষ ৫০ হাজার দিয়ে সারা রাজ্যের মুসলিমদের উদ্ধার করেছিলেন তখন তাদের মুসলমানদের প্রতি কত দরদ তা দেখা গেছে, আর যেখানে ৩৬ লক্ষ, ৩৯ লক্ষ কোন কোন সময় ৪০ লক্ষ টাকা ওখানে করা হচ্ছে শুধু ওয়াকফ বোর্ডের জন্য এছাড়া মাইনরিটি করপোরেশান ধরে তার মধ্যে দিয়েও তার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে তখন এখানে অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে এতে আমরা খুশি নই। আমরা বলি তাদের বিকাশের জন্য যদি আরও বেশী দিতে পারতাম তাহলে আমরা খুশি হতাম এবং আরও অনেক সমস্যার সমাধান হত। কিন্তু এটা তো সবাই জানে আমাদের বাজেটের প্রোভিশানের কি অবস্থা তা সত্বেও এটা আমরা করছি তাতে অশোক বাবুর এই অভিযোগের তো কোন ভিত্তিই পাওয়া যায় না। স্যার, আরেকটি এখানে আছে যেটি অনিমেষ দেববর্মা, তার কাট মোশানের ইত্যাদি হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এইগুলি সম্পর্কে গতকালও আলোচনা হয়েছে সুতরাং আজকে এটা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। মাননীয় সদস্য প্রকাশ চন্দ্র দাস উনি অবশ্য কিছু বলেনি। ট্রাইবেলদের যে ব্ল্যাক রেষ্টুরেশানের যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারের উপর কাট মোশান এনেছেন, কেন এটাতে কাট মোশান। আমরা ট্রাইবেলদের যাদের জায়গা ফেরত দিচ্ছি, নন ট্রাইবেল যারা ভূমিহীন হয়ে অশুবিধায় না পরে এর জন্য তাদের আর্থিক সাহায্য করা হবে, আগে ছিল ৪০০০ টাকা এখন ৮০০০ টাকা আমরা করে দিয়েছি। এখনকার যে জিনিস পত্রের দাম বেড়েছে তা যথেষ্ট নয় তা সত্বেও আমরা ৮০০০ টাকা করে দিচ্ছি এতে আপত্তি কি। মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র রায় তিনি তিনটি কাট মোশান এনেছেন, ঠিকই আছে একটির

উপর তো কিছু বলারই নেই পলিটেকনিক ওটার কাজকর্ম হচ্ছে, উনার সাজেশান হচ্ছে আরও উন্নতি করা যায় কিনা, তার পর মিউজিয়ামের উন্নতির ব্যাপারে। আর স্যার, উনি যে মিউজিক কলেজের কথা বলেছেন সেটা নর্থ ইষ্ট এর মধ্যে একমাত্র গভঃ মিউজিক কলেজ, এখানে বেচেলার ডিগ্রি পর্যন্ত হয়, পোষ্ট গ্রেজুয়েট হয় না, আর সেটাকে ইউনিভারসিটি হয় যদি পোষ্ট গ্রেজুয়েশান বাড়াবার সুযোগ থাকে সেক্ষেত্রে তখন সেটা করা যায়। আর এখন যা আছে তাই সঠিকভাবে চালানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে কারণ উপযুক্ত শিক্ষক এখানে পাওয়া যায় না। আর আমরা চেষ্টা করছি যাতে করে এর তাড়াতাড়ি উন্নতির বিধান করা যায়। এই বিষয়ে কাট মোশান আনার প্রশ্ন নয়, জেনারেল ডিশকাসনেই এই কথা বলেছেন আবার কাট মোশানের কি দরকার। একটা গ্রিভেন্স উনি জানিয়েছেন যে চারটি মূর্তি চুরি হয়ে গেল এটা তো ঠিক কথা, চুরি হয়ে গেছে তার জন্য চোরদের ধরার ব্যবস্থা করতে হবে তার জন্য তো কাট মোশানের দরকার নেই। একটা রেফারেন্সে উনি বলেছেন যে ৪টি মূর্তি চুরি হয়ে গেছে। ফলে এগুলি যাতে উদ্ধার করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় সদস্য গোপাল রায়ের বাড়িতে চুরি হতে পারে। এগুলি কাট মোশানের প্রশ্ন নয়। এইগুলি প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে যে সব অসুবিধাগুলি আছে এগুলিকে যাতে দূর করা যায় তাতে অনুরোধ করবো মাননীয় সদস্যদের। সরকারের অসুবিধাতো আছেই। আমাদের অসুবিধা আছেই সেগুলি যাতে মানুষের জন্য চালাতে পারি এবং মানুষের উপকার করা যায়। এই কথাগুলি বলে আমি যা যা কাট মোশানগুলি এনেছেন এই কাট মোশানের বিরোধিতা করি এবং যা বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে সেই বরাদ্ধকে সমর্থন করছি ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় পাওয়ার মিনিস্টার শ্রী মানিক দে।

**শ্রী মানিক দে (মন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্যরা সোস্যাল ওয়েলফেয়ারের এবং সোস্যাল এডুকেশনের ৫টি কাটমোশান এবং পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের ৪টি কাট মোশান ছাড়াও অন্য একটি কাট মোশান এনেছেন। এই কাট মোশানগুলি সম্পর্কে বিরোধী দলের দুই জন সদস্য কিছু আলোচনা করেছেন। অন্য সদস্যরা এই আলোচনায় যাননি। এখানে সোসেল ওয়েলফেয়ার এবং সোস্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কাটমোশানের যে বিষয়গুলি এনেছেন এই বিষয়গুলিকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। মহিলা আশ্রম চালাতে গিয়ে আমাদের যা টাকার দরকার সে টাকা আমাদের নেই। তাদের যা প্রয়োজন তা পুরোপুরি আমরা মিটাতে পারছিনা। তাতে আশ্রমগুলি চালাতে গিয়ে হিমসিম হয়ে পড়ে। কাজেই যে দৃষ্টিভঙ্গিতে কাট মোশান এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় সদস্য বিজয় বাবু যে কাট মোশানটি এনেছেন এটাও একই আইটেমের উপর এই কাট মোশানটিকেও সমর্থন করা সম্ভব নয়। ফিজিকেলি হেনডিক্যাপদের জন্য আমরা কিছু আশ্রম তৈরী করেছি। আশ্রমগুলিতে রিকোয়ারমেন তুলনায় টাকার বরাদ্ধ কম আছে। কাজেই সেখানে আশ্রম চালাতে কষ্টকর, সেখানে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়গুলি এনেছে যদি ব্যাখ্যা করতেন নিশ্চয় জানার থাকত। বা কিছু গ্রহণ যোগ্য হলে গ্রহণ করতাম। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু নেশন্যাল বেনিফিট স্কিম সম্পর্কে বলেছেন যে স্কিমটি ঠিকভাবে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অভিযোগ এনেছেন। নেশন্যাল বেনিফিট ব্লকগুলিতে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে আমরা পাঠাই। ব্লকগুলির নির্বাচিত মাধ্যম নেশন্যাল বেনিফিটএ নাম বা তালিকা ঠিক করে সেখান থেকে পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি পরিবারকে এই নেশান্যাল স্কিমে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী বা অত্যন্ত গরীব ওই পরিবারটিকে নির্দিষ্টভাবেই সাহায্যের দরকার থাকে সংশ্লিষ্ট ব্লকে সেটা আমরা পাঠিয়ে দিতে পারি বিষয়টি দেখার জন্য। দ্বিতীয় বিষয়টির ফিজিকেলি সাবস্টেন্স এলাউন্সে ৪৫৭৬ জনকে সাহায্য দান করেছি। এখানেও ব্যয় বরাদ্ধ কমানোর দাবী করেছেন সেখানেও আমরা একমত হতে পারছিনা। সাবজেক্ট কমিটির কিছু রিকমেনডেশন বিষয়গুলি রয়েছে এর মধ্যে যেগুলি কনষ্ট্রাকটিভ আমরা নিশ্চয় দেখতে হবে কি করা যায়। এছাড়া সাবজেক্ট কমিটি রিকমেনডেশন নেশন্যাল ওল্ড এজ পেনশন ব্যাপারে কমিটি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। আমাদের দপ্তর থেকে নির্দিষ্ট সময়ে যাতে টাকা দিতে পারি তার উদ্যোগ আছে। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের শেয়ার টাকা আসলেই সেখানে দেওয়া সম্ভব। আমরা

চেষ্টা করছি নির্দিষ্ট সময়ে আনা যায় কি না। নেশন্যাল ওল্ডএজ পেনশান রয়েছে ৬০৪১২ জন। সাবজেক্ট কমিটি আর একটি রিকমেনডেশনে বলেছেন যে আই সি এস ও সোসেল ওয়েল ফেয়ার এডুকেশান যে প্রজেক্টগুলি আছে এবং আইসিডিএস যে পোষ্টগুলি আছে সে পোষ্টগুলি ফিলআপ করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছি। টিপিএসি'র মাধ্যমে ডিপার্টমেন্টের (কিছু সুপারভাইজার) পোষ্টে এডভারটিজমেন্ট দেওয়া হয়েছে। টিপিএসসি ফাইন্যাল সিলেক্ট করার পরেই পোষ্টগুলি ফিলআপ হবে এটা সাবজেক্ট কমিটির রিকমেনডেশানেই আছে এই বিষয়টা। অপর একটি সাবজেক্ট কমিটির রিকমেনডেশানে উল্লেখ আছে প্রমোশন বিষয়গুলি। এগুলিও আমরা (কমিটি) দেখব। বর্ডার এরিয়া সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার বোর্ড এর প্রজেক্টগুলিতে আমরা দেই ২০ পারসেন্ট। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে হয় ৭৫ পারসেন্ট। সোসেল ওয়েল ফেয়ার বোর্ডে কর্মচারীদর বেতন বন্ধ হয়ে আছে এটাও ঠিকই আছে। এবং সাবজেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিষয়গুলি দেখার জন্য। গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত দেনা টাকা পরিষ্কার হয়েছে। আর আমাদের স্টেটের শেয়ার থেকে আমরা যা করনীয় সবটা আমরা করিয়ে দিয়েছি। কর্মচারীরা নির্দিষ্ট সময়ে বেতন পান তার ব্যবস্থার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে গিয়েছি। নিউট্রেশান প্রোগ্রামগুলি সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রী অনিমেষ দেববর্মা আলোচনার সময় বলেছেন যে এটা এনজিওর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য, এই ব্যাপারে আমরা এক মত হতে পারছি না কারণ এমনিতে কোন কোন এনজিও ভাল কাজ করছে কিন্তু আমাদের সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের আওতাধীন কিছু কিছু এনজিও সম্পর্কে এনকোয়ারি শুরু করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকেও জানিয়ে দিয়েছি এই এনজিওগুলি সম্পর্কে কিছু কিছু এনজিও আছে তারা ভালই কাজ করছে আবার কিছু কিছু এনজিও তাদের পারফরমেন্স ঠিক সেই পর্যায়েই নয়। কাজেই এটা যেহেতু সরকারী নিউট্রেশন প্রোগ্রাম এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের প্রোগ্রাম এবং এটা রাজ্য সরকার ও সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কার্যকরী হয়। কাজেই এনজিওকে দেওয়ার জন্য তিনি যেভাবে বলেছেন এই ব্যাপারে আমরা একমত হতে পারছি না। পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে কিছু বিষয় এখানে এসেছে এখানে রুর‍্যাল নেটওয়ার্ক চালু করতে গেলে আমাদের দিক থেকে যে টাকা আমরা বরাদ্দ চেয়েছি সে টাকার দরকার আছে। এখানে আরও কিছু বিষয় যেগুলি উপস্থাপিত করেছেন আমি অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র রায় কিছু আলোচনায় এনেছেন এবং তার সঙ্গে কমিটির কিছু অবজারভেশন আছে এই প্রসঙ্গে আসছি। এখানে হুক লাইন সম্পর্কে এবং অভার টাইম এলাউন্স সম্পর্কে সাবজেক্ট কমিটির কিছু রিকমান্ডডেশন আছে। অভার টাইম এলাউন্স আমরা কমানোর চেষ্টা করছি কিন্তু কি করা যাবে কারণ এটার সমস্যা আছে সেটা বুঝতে হবে। যেমন ধরুন ৫টা সাইক্লোন হয়ে গেছে কিছু দিন আগে তাই স্বাভাবিক কারণেই কর্মচারী বন্ধুরা দ্রুততার সঙ্গে পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎকে যদি পৌঁছে দিতে হয় তাহলে কোন কোন সময় অভার টাইম দিতে হয় এবং কতগুলি শিরোমনি থাকে সেই সময় এই বিষয়গুলি আমাদের মেনে নিতে হয়। কারণ কর্মী সল্পতা আছে বিরাট লাইন আমরা যেমন এ্যাকসটেনশন করছি কারণ কনজিউমারদের নূতন নূতন লাইন দিচ্ছি, এরিয়া এ্যাক্সটেনশন হচ্ছে তার সঙ্গে সাজুর্য্য রেখে কর্মচারী কিন্তু আমরা নিয়োগ করতে পারছি না গত দুই বছরের বেশী সময় ধরে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের পাওয়ার মন্ত্রক থেকে কতগুলি রেসট্রিকশন ইমপোজ করা হয়েছে তাই আমরা চাইলেই এইগুলি করা যাবে না, এই কারনে কোন কোন সময় অভার টাইম দিতে হয়। তবে এটা যাতে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এই সম্পর্কে আমরা একমত। কুটিরজ্যোতি সম্পর্কে এখানে যে বিষয়টা আলোচনায় এনেছেন যে কেউ কেউ কুটিরজ্যোতির প্রকল্পের নিয়ম ভেঙ্গে বেশী ব্যবহার করছেন। এটা ঠিকই কোথাও বেশী ব্যবহার করছে এইগুলি বন্ধ করার জন্য সবার সাহায্য চাই। আমাদের দপ্তর থেকে আমরা ইতিমধ্যে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করছি। কেন এমনটা হবে, এটাতো হওয়া উচিত নয়। শুধু হুক লাইন এবং কুটিরজ্যোতি নিয়ে গ্রামে যেমন হচ্ছে আবার শহরেও এই রকম ঘটনা কিছু ঘটে চলেছে এটাও আমরা দেখি। যেমন যাদের টাকা-পয়সা আছে আর্থিক সঙ্গতি ভাল এমন লোকরাও কোন সময় দেখি বাড়িতে পাম্প বসাচ্ছেন কিন্তু টাকা দিচ্ছেন না বা নানা ধরনের হিটার ইত্যাদি ব্যবহার করছেন। যাতে এইগুলি কমানো যায় তার জন্য

সভার সমস্ত মাননীয় সদস্যদের সক্রিয় সাহার্য্য চাই। ইতিমধ্যে আমরা কিছু ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছি।

(ভয়েসেস ফ্রম দি অপজিশান ব্যাঞ্চ- হুক লাইন সম্বন্ধে বলুন)।

বললাম তো বিশালগড়ে কয়েক জনকে ধরে ১৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। সবটা সম্ভব হয়নি। এটা ন্যাশনাল প্রবলেম এটা বুঝতে হবে এবং এটা শুধু একটা রাজ্যের সমস্যা নয়। স্যার, হুক লাইনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। সবটা সম্ভব হয়নি। এটা একটা ন্যাশনাল প্রব্লেম, এটা বুঝতে হবে। এটা শুধু রাজ্যের সমস্যা নয়, হুক লাইন নেই ভারতবর্ষে, আমিতো মিটিংএ গেলাম সব রাজ্য বলছে, সিরিয়াস অবস্থা এটা। এটা ন্যাশনাল প্রব্লেমে পরিণত হয়েছে। কাজেই এটা বন্ধ হওয়া দরকার। মাননীয় সদস্যদের উদ্বেগের সঙ্গে আমি নিজেও একমত। কিন্তু এটা বন্ধ করা বলাটা যত সহজ, কাজটা করা বড় কঠিন। সবাই যদি সাহায্য করে তাহলেই এটা সম্ভব। এখানে বিভিন্ন রিসোর্সগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা যাতে আরও প্রজেক্ট তৈরী করতে পারি, মাননীয় সদস্য অনিমেষ দেববর্মা এই বিষয়গুলি উপস্থাপিত করেছেন। আমরা আমাদের রাজ্যে যে রিসোর্সগুলি রয়েছে, সেগুলি আমরা ব্যবহার করছি এখানে আমাদের রিসোর্সের মধ্যে আমরা ব্যবহার করছি গ্যাস বেইসড প্রজেক্ট তৈরী করছি, আরও ৩টা প্রজেক্ট আমাদের জমা দেওয়া আছে। সেগুলি যদি আমরা পাই, নিশ্চয়ই সেগুলি আমরা কাজে লাগাতে পারব। আর এখানে সিএজি রিপোর্ট সংক্রান্ত দুটি বিষয় মাননীয় সদস্য গোপালবাবু উপস্থিত করেছেন। মাননীয় সদস্য গোপালবাবু যে দুইটি বিষয় এখানে এনেছেন, আমাদের গ্যাস নাকি কনজামপশান বেশী হচ্ছে এবং মিসইউজ হচ্ছে, এটা তিনি পরিস্কার বলার চেষ্টা করেছেন। এটা বুঝতে হবে, একটা মেশিন যখন নতুন বসানো হয়, টারবাইন, নতুন অবস্থাতে টারবাইনটাতে যতটুকু গ্যাস লাগে, পুরানো হলে তার চাইতে বেশী লাগে। যেমন গাড়ী যদি কেউ নতুন কিনে, তার প্রথম যে ফুয়েল কনজামপশান থাকবে, শেষ দিকে তা থাকবে না, তা বাড়বে। সেই কারনেই এটা হচ্ছে। তাছাড়া পিক-আওয়ার, অফ পিক-আওয়ার এই সব বিষয় আছে। আর একটা বিষয় যেটা বলেছেন, আমি শেষ করে আনছি, মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ মানি যেটা সিএজি রিপোর্টের রেফারেন্সে এনেছেন। আমাদের সরকারের কাছে এই ধরনের যদি কোন বিষয় আসে কাউকে ক্ষমা করার কোন বিষয় নেই। ইতিমধ্যে এটা আমাদের দৃষ্টিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অলরেডী ব্যবস্থা নিয়েছি। যে ক্যাশিয়ার তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং যে টাকাটা মিসইউজ করেছেন বা ভেঙ্গেছেন, সেই টাকা ডিপার্টমেন্টে জমা দিয়ে দিয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রসিডিংগ্রস ড্র করা হয়েছে, আমরা সিএজি রিপোর্ট আসার আগেই ব্যবস্থা নিয়েছি। সিএজি রিপোর্ট এই বিষয়টাকে আবার তুলেছেন। নিশ্চয়ই সেখানে পিএসি যখন ডাকবেন, তারা তাদের অবজারভেশান আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বলবে, বিষয়টা পরিস্কার হয়ে যাবে। কাজেই মাননীয় বিরোধি সদস্যরা এখানে যে কাট মোশানগুলি এনেছেন, এটা আমি সমর্থন করতে পারছি না, কারণ অনেকটা স্ব-বিরোধিতার মতই। উনারা নিজেরাই উন্নয়নের কথা বলেছেন, আবার টাকা কাটার জন্য বলছেন। এটা কিসের জন্য বলেছেন, তার কোন যুক্তি পেলাম না। কাজেই এটা সমর্থন করার কোন প্রশ্নই নাই। কাজেই আমার ডিপার্টমেন্টের যে বরাদ্দগুলি এই হাউসের কাছে প্লেইস করা হয়েছে তাকে সমর্থন করছি এবং তার পাশাপাশি মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাকে সমর্থন করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাদল চৌধুরী।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কাটমোশানগুলি বিরোধি সদস্যরা এখানে এনেছেন আমি সেগুলির বিরোধিতা করছি। এখানে মূলতঃ যে দপ্তরগুলি আমার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত আছে, মাননীয় বিরোধী সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই কারণ উনারা এর উপর তারা কাট মোশান আনেননি। মাননীয় বিধায়ক বিজয় রাংখল মহোদয় দুটো বিষয়ে এখানে কাট মোশান এনেছেন। দেশের যে আর্থিক অবস্থা, কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থনীতি অনুসরণ করছেন এবং বাজেটের যে জেনারেল ডিসকাশন হয়েছে তাতে আমার এটা মনে হয়েছে যে বিরোধী সদস্যরা বিশেষ করে এটা উপলব্ধি করতে

পেরেছেন যে কঠিন এবং জটিল অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের আর্থিক অবস্থা চলছে। সরকারের কাছে এছাড়া বিকল্প কিছু নেই। সেদিকে বিরোধী সদস্যদের ধন্যবাদ যে কাটমোশান এনে আর ভারাক্রান্ত করেননি। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় রাংখল যেটা বলেছেন যে পেনশন এবং অন্যান্য দিক থেকে এখানে একটা কাট মোশান এনেছেন। আমি বলব এই পেনশনের ব্যাপারটা হয়তো উনি জানেন না। এই পেনশনের বিষয়টা এজি এসেস করেন। এজি এসেস করে সেটা ফিনান্স ডিপার্টমেন্টকে জানান। এবং এজি'র এসেসমেন্ট অনুযায়ীই সেটা বাজেট করা হয়। গত বছরে তারা যেটা এসেসমেন্ট করেছিলেন তার থেকে বেশী টাকা লেখেছে— পরে সেটা রিভাইজড বাজেটে এডজাস্ট করা হয়েছে।

এছাড়া সেইল টেক্স ট্রাইবুন্যাল সম্পর্কে রাংখল সাহেব যেটা বলেছেন যে তার কাজকর্ম খুবই দুর্বল। এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে না, তা ঠিক নয়। তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে একটা তথ্য দিলে তিনি সেটা বুঝতে পারিবেন। ২০০০ সালে ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল ৩০টা পরে আরো ৩৩টা কেইস রেজিস্টার্ড হয়। এবং মোট ৬৩টি কেইস এরমধ্যে ডিসপোজড হয় ৩৫টা। তাহলে ২০০১ সালে ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল ২৮টা। এবং এই বছর রেজিস্টার্ড হয় ২৫টা কেইস। টোট্যাল কেইস ৫৩টা। কেইস ডিসপোজড হয় ৪৪টা। এবং পরের বছর ওপেনিং ব্যালেন্স থাকে ৯টা। ২০০২ সালে কেইস রেজিস্টার্ড হয় ১৫টা টোট্যাল ২৪টা। এই বছরে ডিসপোজড নীল। কাজেই ক্লোজিং ব্যালেন্স ২৪টাই থাকে। এবং আপ টু ৩০-৪-২০০৩ পর্যন্ত সেই ব্যালেন্স ২৪টাই রয়েছে। তার কারণ হলো সে সময় সেইল টেক্স ট্রাইবুন্যাল যিনি ছিলেন তিনি চলে গেছেন— পরে নতুন আরেকজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ট্রাইবনুন্যালে সেইল টেক্স সম্পর্কে যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তাহলে সেখানে আপিল করা হয়। সুতরাং এইটার বিরুদ্ধে কাট করার কোন প্রয়োজন নেই।

তারপর পি ডব্লিউ ডি দপ্তরের ডিমান্ড নাম্বার ১৩ এর বিভিন্ন মেজর হেড এর উপরে কাট মোশানস এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রাজেশ্বর দেববর্মা, শ্রী গোপাল চন্দ্র রায়, শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, শ্রী অনিমেষ দেববর্মা। তো মাননীয় গোপাল চন্দ্র রায় যেটা বলেছেন যে ক্যাপিট্যাল কমপ্লেক্সে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে এবং নিম্নমানের পাথর বাংলাদেশ থেকে এনে সে কাজ করা হচ্ছে। তো আমি বলব স্বাধীনতার পর এই রাজ্যে এই ধরনের কোন বিল্ডিং এখনো পর্যন্ত হয়নি। এই ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স ধলাই জেলা ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার্স, বা কনভেনশন হল যেখানে ৬টা মিটিং হল এক সঙ্গে এসেছে এবং এইগুলি সমস্ত রকমের আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা বিভিন্ন সোর্স থেকে টাকা সংগ্রহ করে এই ধরনের কাজে হাত দিয়েছি। এবং এইগুলি কাজেও যাতে গুণগত মান বজায় থাকে সে সমস্ত দিক থেকেও দপ্তর অত্যন্ত সজাগ রয়েছে। আর পাথরের দিক থেকে যেটা বলেছেন যে এটা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া এখন ট্রেড ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই আইনগতভাবেই সেগুলি এসেছে। আসলে এই স্টোনগুলি আসছে মেঘালয় থেকে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসে এবং সেগুলি আমাদের ত্রিপুরাতে সাপ্লাই করছে। এবং দরের দিক থেকেও আমাদের স্থানীয় পাথরের থেকে খুব একটা বেশী ফারাক থাকেনা। কিন্তু আমাদের কাছে এটা বড় বিষয় না, আমাদের কাছে বড় বিষয় হচ্ছে তার কুয়ালিটি অনেক ভাল। এবং এই কোয়ালিটি পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখার জন্য দুইটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে— তার একটি হল সিপিসিও কেন্দ্রীয় সরকারের এবং আরেকটা হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। তো, এই দুইটি সংস্থার ব্যাপারে মাননীয় গোপালবাবুর আপত্তি থাকতে পারে কি কারণে সেটা আমি জানি না। কিন্তু আমি বলতে পারি তারা এই দায়িত্বটা যথাযথভাবে করেছেন এবং এই ব্যাপারে আমাদের দপ্তরও অত্যন্ত সচেতন রয়েছে।

তারপর মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ বাবু ফটিকরায়ে কৈলাসহর-চেবরী রাস্তার সম্পর্কে বলেছেন। আমরা সেখানে এনইসি'র টাকায় কাজ করছি। তবে এটা ঠিক যে সেখানে ধীরগতিতে কাজটা চলছে। কারণ রাস্তাটির অধিকাংশ স্থানই ইনসার্জেন্সী এফেকটেড। এর মধ্যে দিয়েই রাস্তার কাজ হচ্ছে। সুতরাং অনেক সময় সেই কাজটা করার ক্ষেত্রে এজেন্সী যারা আছেন তাদের পক্ষে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা চেষ্টা করছি অন্তত এই অর্থ বছরেই রাস্তার মধ্যে যে সকল

ব্রীজ রয়েছে সেগুলির যাতে শেষ করে ফেলতে। ভেলি ব্রীজ আমরা করছি বিশেষ করে ইনটিরিরিওর এলাকায়। ব্রীজ আমাদের হাতে এসেছে কিন্তু সেগুলি করার মত কোন এজেন্সী দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসছেন না কাজ করতে। কাজেই সেজন্য একটু বিলম্বিত হচ্ছে। তবে আমরা মোটামোটিভাবে এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা করেছি। স্থায়ীভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিয়ে কিভাবে ব্রীজের কাজ সম্পন্ন করা যায় এই ব্যাপারেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজগুলি শেষ করা সম্পর্কে আমরা খুবই যত্নবান। মাননীয় সদস্য রাজেশ্বর দেববর্মা কাট মোশানে উল্লেখ করেছেন, ছেঁচুয়া বাজার থেকে জম্পুইজলা বাজার, নাগ্রাই বাজার থেকে পিত্রা বাজার এই কাজগুলি আমরা করতে চাই। এই সমস্ত দুর্গম অঞ্চল যেগুলি আছে সেগুলিকে যাতে মেইন স্টিমের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে সেটাই আমরা বেশী করে চিন্তা করছি। কেন আমরা করতে পারি না? এখানে টাকারজলা-জম্পুইজলা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। একজন অফিসার যেতে পারে না। পূর্ত দপ্তরের কোন কর্মচারীকে সেখানে পাঠানো যায় না, ইঞ্জিনীয়ার পাঠানো যায় না। আমরা বলে যখন পাঠাই তখন দেখা যায় ইঞ্জিনীয়ার কিডন্যাপ হয়ে যায়। এডিসিতে যারা কাজ করছে তাদের ইঞ্জিনীয়ারও কিডন্যাপ হয়েছিলেন। একজন কোন রকমে এসেছেন। বাকী দুজন তাদের হাতে খুন হয়ে গেলেন। এই সমস্ত দুর্গম অঞ্চলে কাজ তো বন্ধ থাকতে পারে না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী ও তাদের মদতদাতারা হচ্ছে এর সবচেয়ে বড় অন্তরায়। মাননীয় সদস্যদের বলব, সবাইতো জানেন, সেই এলাকায় নির্বাচনের সময় কি হয়েছিল? কি সব ঘটনা সেখানে হয়েছে এবং কারা এসব ঘটনার নিয়ন্ত্রনের মধ্যে ছিল— সবাই এটা জানেন। আজকে এই অবস্থাটাকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করুন। সরকারকে সাহায্য করুন। আমাদের ইঞ্জিনীয়ার-ঠিকাদার ও স্টাফরা সেখানে গিয়ে যাতে কাজ তুলে আনতে পারে সেই পরিবেশ গড়ে তুলার লক্ষ্যে সাহায্য করুন। তাহলে এই রাস্তাগুলি করার ক্ষেত্রে কোন রকম অসুবিধা থাকবে না। এখানে এই বাজেটে না আসলে পরেও এই রাস্তা সেই রকম যদি পরিবেশ ফিরে পাওয়া যায় তাহলে এই রাস্তা তৈরী করার দিক থেকে কোন রকম বাধা থাকবে বলে আমি মনে করি না। এখানে আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষ করে প্রবীন সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া সেচ সম্পর্কে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন তিনি তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে মাননীয় আরডি মিনিস্টার এর অধিকাংশ জবাবই দিয়ে ফেলেছেন। আমাদের এখানে জলের যে সোর্স আছে সেই জল পাহাড় থেকেই এসেছে। উপরে যারা আছেন তারা সেচের জল পাবেন না এটা কোন অবস্থাতেই হতে পারে না। করমছড়া, মনাইছড়া, সোনাই এই সমস্ত কাজগুলি এনপিসিসিকে করার জন্য আমরা দায়িত্ব দিয়ে ছিলাম। এটা একটা ভারত সরকারের সংস্থা। এখন তারা হাত পা ছেড়ে দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে আমাদের কাজ করার মত অবস্থা সেখানে নেই। আমরা সেখানে যেতে পারব না। এর জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হল ইন্সারজেন্স। তাদের সম্পর্কে নগেন্দ্রবাবুরাই সবচেয়ে বেশী ভাল জানেন। যাদের সাহায্য নিয়ে গত বিধানসভার নির্বাচন করেছেন। এটাতো এরাজ্যের সব মানুষের কাছে জানা। তাদের যদি স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার মত পরিবেশ তৈরী করতে পারেন তাহলে আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি সেই ডাইভার্সান স্কীমগুলি হবে। আমাদের সদিচ্ছার কোন অভাব নেই। আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের যা টাকা থাকবে তার অর্ধেক টাকা বা যা প্রজেক্ট আমরা করব তার অর্ধেক প্রজেক্ট উপজাতি দুর্গম অঞ্চলে আমরা আমাদের স্কীমগুলি সেখানে রূপায়িত করব। কাজেই আমি মাননীয় বিধায়কদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা এমন একটা অবস্থা ফিরিয়ে আনুন যাতে করে সেখানে কাজগুলি আমরা করতে পারি। সেচ সম্পর্কে আমি আমার বাজেট বক্তব্যেও বলেছি যে, সেচযোগ্য জমি যেটা আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি সেটা হল ১ লক্ষ ১৭ হাজার হেক্টর। আমরা ইতিমধ্যেই এর ৬০ শতাংশ এচিব করেছি। বাকী যে জায়গাটা আছে সেটা ৯০ শতাংশে পৌঁছানোর জন্য আগামী তিনটি বছরকে লক্ষ্যমাত্রা ধরে এগুচ্ছি। যেখানে শীতকালে নদীতে বাঁধ দিলে পরে জল জমানো যাবে— এই রকম জায়গা আছে সেখানে লিফ্ট ইরিগেশান করা যাবে। মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি অনুরোধ করছি, এই ধরনের যদি কোন প্রজেক্ট নেওয়ার মত অবস্থায় থাকে যেখানেই সেই প্রজেক্ট হোক আমরা সেই দায়িত্ব নেব। যেখান থেকেই হোক আমরা আমাদের টাকার ব্যবস্থা করব। আমাদের কর্মসূচীগুলির মধ্যে ইরিগেশানকে এক নম্বর হিসাবে অগ্রাধীকার দিচ্ছি। সুতরাং টাকার জন্য কিছুই অসুবিধা হবে না। টাকা যেখান থেকেই হোক সেটা আমরা

আনব। কিন্তু এই কাজগুলি আমরা করতে চাই। আমি সেদিক থেকে মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব এই সেচের ব্যাপারে আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। তিনি এই কথা বলার চেষ্টা করেছেন যেটা খুব আপত্তি জনক। যে ট্রাইবেল যখন মন্ত্রী ছিলাম আমি এই সমস্ত করেছি। আজকে তো এইগুলি ট্রাইবেলের দপ্তরে নেই। আপনি কিসের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন আমি জানি না। যে একজন ট্রাইবেল মন্ত্রীর হাতেও কোন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দেওয়া হয়নি। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে তাকান। মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুনাচল এই সব রাজ্যে একশ জন মন্ত্রীর মধ্যে একশ জনই ট্রাইবেল। তাহলে কি ট্রাইবেলরা সেখানে মুক্তি পাচ্ছে? নাগাল্যান্ড উগ্রপন্থীর হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে, মেঘালয় মুক্তি পাচ্ছে? অরুণাচল যেটা সব চেয়ে শান্তিপূর্ণ এলাকা ছিল আজকে সেই এলাকার অবস্থাটা কি? মিজোরামের অবস্থা কি, কি অবস্থার মধ্যে ছিল? সুতরাং ট্রাইবেল হলেই ট্রাইবেলের মুক্তি হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে নীতির প্রশ্ন। আপনারা যাদের সঙ্গে আছেন, যাদের সঙ্গে নিয়ে চলছেন, আঁতাত করেছেন সেই কংগ্রেসের হাতে উপজাতিরা সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হয়েছে। এই রাজ্যের ট্রাইবেলের যদি কেউ সর্বনাশ করে থাকে সেই সর্বনাশ করেছে কংগ্রেস দল। তাদের মাথায় নিয়ে হাঁটছেন, তাদের মাথায় নিয়ে চলছেন, আর এখানে এসে বলছেন ট্রাইবেলরা দায়িত্ব পাচ্ছে না। এরপরে বলছেন ভুল রাস্তায় চলছে, আপনারা ভুল রাস্তা থেকে সরে আসুন।

**শ্রীরতন লাল নাথ :-** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী রাজ্যের একজন অর্থমন্ত্রী, সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী উনি ইতিহাস জানেন না, উনি আবার বক্তব্য রাখছেন। দেখুন কিছুদিন আগে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কিছু দিন আগেও এখানে একটা রেভিউলিউশন আনা হয়েছিল যে এজ পার নেশান্যাল লেবেলে নেওয়ার জন্য ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য একটা প্রস্তাব আনা হয়েছিল আপনারা সেটা রিফিউজ করেছিলেন। আগে দেখুন কে এজ পার নেশান্যাল লেবেলে করেছে? কংগ্রেস করেছে। এটা ইতিহাস এটা জেনে তারপর বক্তব্য রাখুন।

**মিঃ স্পীকার :-** ঠিক আছে। বলুন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :-** সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের অবস্থাটা কি? ভাল করে জানেন।

**(গন্ডগোল)**

**মিঃ স্পীকার :-** মাননীয় সদস্য, বসুন, বসুন।

**(গন্ডগোল)**

**মিঃ স্পীকার :-** মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু বসুন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :-** মাননীয় সদস্য বলেছেন ফ্লাড কন্ট্রোল সম্পর্কে, মাননীয় অত্যন্ত সঠিকভাবে এখানে তুলেছেন বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমাদের বাজেট বরাদ্দ এখানে কম আছে।

**(গন্ডগোল)**

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :-** আমি পয়েন্ট অব অর্ডার বলছি।

**মিঃ স্পীকার :-** পয়েন্ট অব অর্ডার এইভাবে সব সময় হয় না।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :-** নগেন্দ্রবাবু বলেছেন ট্রাইবেল মন্ত্রী না হওয়াতে এই ইরিগেশনের অবনতি হচ্ছে ট্রাইবেল এলাকায়। আমি বলছি বন্যা নিয়ন্ত্রণ এখানে যে বরাদ্দর কথা বলা হয়েছে।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** আমি একটা পয়েন্ট তুলেছি এখানে উনি যে তথ্য দিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী, এই যে এখানে ডাইভারশন স্কীম চাংদুই ছড়াতে ৯ লক্ষ ৫ হাজার ধরেছেন কিন্তু এখানে অনেক টাকা কম খরচ হয়েছে মাত্র ৫০ হাজার টাকা খরচ করেছেন। উনি বলছেন যে কাজ করা যাচ্ছে না। এটা কি কাজের কাজ হলো ? এবার ধরেছেন ৯ লক্ষ এটা কত বছরে খরচ হবে ?

**মিঃ স্পীকার ঃ-** ঠিক আছে, বসুন। পয়েন্টটাতো তুলেছেন।

**(গন্ডগোল)**

**মিঃ স্পীকার ঃ-** প্লিজ মাননীয় সদস্য ডিস্ট্রাব করবেন না।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং আমি বলব এটার বাস্তববতা আছে। ডিস্টিবিউশন ডি-ফরেস্ট্রেশন হওয়ার জন্য আমাদের ছড়া নদীগুলি প্রচন্ডভাবে ভাঙ্গন হচ্ছে একটু বৃষ্টি হলে পরেই পুলের উপর দিয়ে জল যায়, জমির উপর দিয়ে জল যায় এতে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি বিশেষ করে সীমান্ত শহর যেগুলি আছে ঐ পারে যেহেতু বাংলাদেশ তারা বিদেশের সাহায্য নিয়ে বিরাট বিরাট বাঁধ তৈরী করছেন এমনকি আমাদের আগরতলা শহর রাজধানী আজকে সেখানে বিপন্ন হয়ে পড়ছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে এনেছি কেন্দ্রীয় সরকার অন্তত কয়েকটা শহর সম্পর্কে তারা আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেছেন বলে আমাদের আশ্বাস্ত করেছেন। এটি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ব্রহ্মপুত্র অপারেশন বোর্ড যাদের এড়িয়াতেও পরেছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য। ২২ বছর এই বোর্ডটা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ত্রিপুরার জন্য একটা পয়সাও বরাদ্দ করেননি কার্যকরী এখানে করেননি। এই কাজটা করার জন্য উদ্যোগ নেননি। সুতরাং সেই অবস্থার মধ্যেও আমরা বলেছি যে সব জায়গা .... ভাঙ্গন হচ্ছে সব না হলেও যে সব জায়গা গুরুত্বপূর্ণ অনুসারে সেই সব জায়গায় আমরা কাজ করছি। কেন্দ্রের একটা এক্সপার্ট টীম তারা আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন যেখানে নদী ভাঙ্গন হচ্ছে সেখানে যদি আমরা বাঁশগাছ লাগাতে পারি এটা ভাঙ্গন রোধ করতে সাহায্য করে। এই বিষয়টা আমরা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখছি। আমাদের দপ্তর থেকেও এই ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা নিয়েছি। আরও দুটি কাট মোশান এসেছে পাব্লিক হেলথ দপ্তরের উপর। রাংখল সাহেব এটা এনেছেন। আমরা সেখানে বলেছি গ্রামীন জল সরবরাহের ক্ষেত্রে আরডি দপ্তর করছে তার সঙ্গে জন স্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর। পাইপগুলি যাহাতে করে আরও বেশী এলাকা কাভার করতে পারে। যেখানে ঘনবসতী সেখানে মিনি ট্রিটমেন্ট তৈরী করা। বিশেষ করে যেখানে (৬০/৭০) ফুটের মধ্যে জল পাওয়া যায় না সেখানে আরও ডিপ রিগিং ম্যাসিন এনে সেখানকার জল মাটির নিচে থেকে তুলে এনে সেখানে যাহাতে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তার জন্য আমরা ইতিমধ্যে একটা মেসিন কিনেছি। আমাদের সাফল্য এসেছে। মাননীয় সদস্যরা এখানে যেতে পারি ৩৭ মাইল আপনারা সবাই চেনেন। ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে। আমরা সেখানে এই রিগ ম্যাসিন দিয়ে দিগ করার পর প্রায় সেখানে এখন ১৫ গ্যালন জল দৈনিক সরবরাহ করতে পারি। এই ধরনের জল সেখানে পাওয়া গেছে। আমরা আশা করছি এই ম্যাসিন যাহাতে আরও বেশী সংখ্যায় সংগ্রহ করতে পারি। সেই দিকে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। ম্যাসিনটা আসলে পরে সেই ধরণের আরও উচু জায়গাতে উদ্যোগ নিতে পারব। সেই দিক থেকে আমি বলব আমার দপ্তরের উপর যে সমস্ত কাট মোশান এটার কোন যুক্তিকতা নেই। নর্মেলী দপ্তরের এই সবগুলি খরচ থাকে। কারা ইরিগোশান, ফিল্টারেশান, ডিপ টিউবওয়েল, বিদ্যুতের খরচ মেনটেন্যান্স। তারপরেও আমি দেখেছি কাট মোশানগুলো দিয়েছেন। এই সমস্ত কাট মোশানের কোন যুক্তিকতা নেই, আমি আশা করি মাননীয় সদস্যরা এই সামগ্রিক আলোচনার মধ্যে এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এবং এই সমস্ত প্রস্তাব তারা প্রত্যাহার করে নিবেন। এবং এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করবেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, আমাকে একটা মিনিট সুযোগ দিন। গতকাল মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আগরতলা টু সাব্রুম জাতীয় সড়কের সমস্ত এসপিটি ব্রিজ২০০৮ সালের মধ্যে ভেলী ব্রিজে পরিণত হবে। কিন্তু আইএটি দপ্তর সেখানে তার প্রেস রিলিজে বলেছেন যে যেসমস্ত ভেলী ব্রিজ আছে সেটি এসপিটি ব্রিজে পরিণত হবে। কি ব্যাপার কি ধরনের খবর সেটি।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** না, মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা বলেছি আমাদের প্রেস রিলিজে যে সমস্ত এসপিটি ব্রিজ এবং আরসিসি ব্রিজ ভেলী ব্রিজে পরিণত হবে।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় এডুকশান মিনিস্টার মহোদয়।

**শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার তিনটা দপ্তর বিদ্যালয় শিক্ষা, তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন এবং তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর। শিক্ষা দপ্তরের ৪২০ কোটি ২৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, ব্যয় বরাদ্দ। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ১০ কোটি ৯৩ লক্ষ ৭০ হাজার ব্যয় বরাদ্দ এবং তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের ১২ কোটি ৯২ লক্ষ ৬০ হাজার ব্যয় বরাদ্দ। এই ব্যয় বরাদ্দ ইউজের কাছে দাবী করে এই সমস্ত দপ্তরের অর্থাৎ তিনটা দপ্তরের ১৫টা কাট মোশান এসেছে এইগুলির বিরোধিতা করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশানগুলি এসছে এইগুলিরও বিরোধিতা করছি। কাট মোশান আসলে এটা কাটের জন্য নয়, বক্তব্য রাখতে হবে তার ফেসিলিটি গ্রহণ করার জন্য। এটা পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর। এই জন্য তাদের কাট মোশান এলে পরে তাদের বক্তব্যটা আমরা জানতে পারি এবং সেই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। তাদের এটা সুযোগ। বিশেষত এডুকেশানের উপরে যে তিনটা কাট মোশান এসেছে সেটা রবীন্দ্র দেববর্মা, বিজয় কুমার রাংখল এবং গোপাল চন্দ্র রায় তারা এনেছেন। এনিয়ে তারা কেউ বক্তব্য রাখেননি, গোপালবাবু কিছু বক্তব্য রেখেছেন সেই মিড-ডে-মিলের উপরে। প্রথম কথা হলো যে, ইন্সপেকশান অব স্কুল যে আমাদের রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের কাট মোশান। আমাদের ২ হাজার ৭৭টা জুনিয়ার বেসিক স্কুল আছে, সিনিয়র বেসিক স্কুল ৪৪০টা। আমাদের সেই সর্বশিক্ষা অভিযানের লক্ষ্য ২০১০ সালের মধ্যে প্রতি কিলোমিটারে ১টি করে জেবি স্কুল, এবং ড্রপআউটকে শূন্যে নিয়ে যাওয়া। যাতে সঠিক ভাবে প্রাইমারী স্কুলগুলি পরিদর্শন হয় সেই জন্য আমাদের ১৭ টাইনিস্পেকটরিয়েট আছে এবং সেখানে ১৭ জন ইন্সপেক্টর অব স্কুল আছেন আর আছেন ডেপুটী ইন্সপেকটর অব স্কুল। যা এখনকার নিয়ম ইন্সপেক্টর ৪টা স্কুল পরিদর্শন করবেন মাসে এবং ডেপুটি ইন্সপেক্টর করবেন ১০টা স্কুল মাসে এবং প্রতি বৎসর প্রত্যেকটা জেবি স্কুল পরিদর্শন করা হবে। সেই জন্য আমরা বাজেট চেয়েছি সেই কাজগুলি যাতে করা যায়। আমাদের দ্বিতীয় এসেছে সর্বশিক্ষা অভিযান সম্পর্কে। ত্রিপুরা রাজ্যে জনবসতি আছে ৬ হাজার ৮০২। এর মধ্যে ৫ হাজার ১০৭টা জনবসতিতে ১ কিমির মধ্যে স্কুল আছে। ১ হাজার ৬৪২টাতে স্কুল নাই। আমরা ২০১০ সালের মধ্যে আরো ২ হাজার ৪৪৩টা এডুকেশান কেয়ার স্কীমের মধ্যে আমরা স্কুল করতে চাই। সেটা ননফর্মেল বলা চলে। এবং সেখানে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ১৩ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা পেয়েছি. সেখানে ২,৪৪৩ জন শিক্ষক তারা ১ হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত হবেন এবং চার ঘন্টা করে কাজ করবেন। এইভাবে আমরা ড্রপআউটকে, ড্রপআউট এখন প্রাইমারী স্কুলে আছে ৫০ পারসেন্টের বেশী এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুলে আছে ৬৩ পারসেন্ট। আমরা ২০১০ সালের মধ্যে এটা শুন্যতে নিয়ে আসতে চাই। এর পরে মিড-ডে-মিল সম্পর্কে বলা হয়েছে মাসে ছাত্রদেরকে প্রাইমারী স্কুলে তিন কেজি করে চাউল দেওয়া হতো। কিন্তু রিসেন্টলি দেখা গেল সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় যে মিড-ডে-মিল রান্না করা খাদ্য দিতে হবে। আমরা এটার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা বার বার বলেছি যে, চাউল দিয়ে দেওয়া হউক। কিন্তু এখন এটা দিতে হচ্ছে। এবং প্রতি মাসে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। এবং বছরে এটা ১৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। এবং ১লা এপ্রিল থেকে এটা আমাদের করতে হচ্ছে। কাজেই সেনিটেশানের কথা বা যেটা বলেছেন আমরা কখনো চাইনাই যে এইভাবে রান্না করা খাবার দিতে গেলে স্কুলের অনেক

জায়গার মধ্যে ঘর তুলতে হবে, তাও সেই ঘর-টরের ব্যবস্থা করা হবে। কাজেই যে সেনিটেশানের কথা বলেছেন তাতে আমরা কখনও চাই নাই যে এইভাবে রান্না করে দিতে গেলে স্কুলের মধ্যে অনেক জায়গায় ঘর তুলতে হবে। এবং সেখানে ঘরের ব্যবস্থাও করা হবে। তাছাড়া যারা রান্না করবে কোথাও ৪০০, কোথাও ১০০ এই ধরনের একটা সংখ্যা আলাদা আছে বলে অনেকের এটা পোষায় আবার অনেকের পোষায় না। কাজেই আই সি টি সম্পর্কে যে কাট মোশান এসেছে বিশেষ করে যেটা শ্যামাচরণ বাবু এনেছেন কিন্তু তিনি সেই লাইনে কথা বলেননি। যেটা বিশেষত এডভ্যাটাইজ সম্পর্কে এবং তিনি বিভিন্ন ডিষ্ট্রিকটের যে কথা বলছেন, এই ভাবে আমরা এডভ্যাটাইমেন্ট দেই না। এটা আমার জানাও নেই কোথায় থেকে এল। সেন্টালি আই সি আই টি দপ্তর থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং সেই জন্য সুনির্দিষ্ট একটা পলিসি আছে। এ ওয়ান পত্রিকাগুলি ৩৮.১৪ পার্সেন্ট বিজ্ঞাপন পাবে টোটাল বিজ্ঞাপনের মধ্যে যারা এ ৩০.১৫ পার্সেন্ট পাবেন। যারা বি ১৭.৬৩ পারসেন্ট পাবেন, যারা সি তারা পাবেন ১০.১৭ পার্সেন্ট এবং যারা বি উইকলি ৫.০৮ পার্সেন্ট যারা সি উইকলি তারা পাবে ৮.৪৭ পারসেন্ট, সুনির্দিষ্ট পলিসি গত ভাবে আমরা এটা করি। পত্র পত্রিকায় আমরা যে বিজ্ঞাপনগুলি দিচ্ছি সেই ২০০০-২০০১ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ হয়েছে ১ কোটি ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। ২০০১-২০০২ সালে খরচ হয়েছে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা এবং ২০০২-২০০৩ সালে খরচ হয়েছে ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ৫৪টা পত্রিকা এর মধ্যে ১৮টা পত্রিকা হল ডেইলি। আমি খুব সংক্ষেপে বলছি কাদের কি রকম সার্কোলেশন যারা এ ওয়ান আমি ২, ৩টা পত্রিকার কথা এখানে উল্লেখ করছি দেশের কথা তার সার্কোলেশন দেখা যাচ্ছে ১২ হাজার ৬০০, তার বিজ্ঞাপন হচ্ছে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার। সেই দৈনিক সংবাদ তার সার্কোলেশন হচ্ছে ৬১ হাজার ৯৫৬, তার বিজ্ঞাপন হচ্ছে ৮ লক্ষ ৪৮ হাজার, গণদূত তার সার্কোলেশন হচ্ছে ৩০ হাজার ৪০০ তার বিজ্ঞাপন হচ্ছে ৮ লক্ষ ১৬ হাজার, বিবেক একটি পত্রিকার তার সার্কোলেশন হল ১৮ হাজার ৩৩৩ তার বিজ্ঞাপন হল ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, এখন বি কেটাগরির বর্তমান ত্রিপুরা একটি পত্রিকা তার সার্কোলেশন দেখানো হচ্ছে ১৫ হাজার ৭৬৮ তার বিজ্ঞাপন হচ্ছে ২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, ভাবী ভারত আমি দেখলাম যে এই একটা পত্রিকা পেয়েছে এটা দুর্ভাগা নাকি বুঝতে পারছি না, তার সার্কোলেশন হচ্ছে ৯০৮ এবং তার বিজ্ঞাপন হচ্ছে ১৫ হাজার ৪৩৬ টাকা, আর অন্যান্য পত্রিকা আমি দিলাম না। টুরিজম সম্পর্কে কাজল বাবু কাট মোশান এনেছেন, কিন্তু সেটা নিয়ে তেমন কিছু বলেননি। আমাদের ১৬ লজ আছে ৭টা নির্মিয়মান, কেপেটারী ৮টা আছে আরও ৪টা পর্যটক এর। গত বছর বিদেশী পর্যটক এসেছেন ২ হাজার ৩০৭ জন। এবং আমাদের স্টেইটের যে পর্যটক তার হল ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৯ জন আর আয় হয়েছে ২০০২-২০০৩ সালে ৩৫ লক্ষ ১১ হাজার ৯০০ টাকা। এস ওয়েল ফেয়ার সম্পর্কে কাজল বাবু বলেছেন যে করাপশন হয়েছে এই হচ্ছে আসলে সেই সরকারী হাসপাতাল থেকে বা আউট ডোর থেকে যে সমস্ত রোগীরা যায় তাদেরকে সেটা দেওয়া হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যায় যে প্রাইভেট ডাকতার এখানে ওখানে নিয়ে করে এইগুলি বেশীর ভাগ দেখা যায় ফেব্রিকেটেড এবং নানা রকম একটা চক্র গড়ে উঠেছে এটা থেকে নানা রকম দুর্নীতি থাকতেই পারে। এবং সেটা কি করে আরও বেশী জাস্টিফাইড করা যায় সেটা নিশ্চয়ই দেখা হবে। গত বছর আমরা ৬ হাজার পেশেন্টকে ৫৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা সিডিউল কাস্টের মধ্যে আমরা মেডিক্যাল হেল্প করেছি। যারা এই রাজ্যের মধ্যে চিকিৎসিত তারা মেকসিমাম ২৫০ হাজার টাকা পায় আর যারা বাইরে যায় তারা মেকসিমাম ৫ হাজার টাকা পায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যদি স্পেশাল থাকে তাহলে সেখানে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এইভাবে তিনটি দপ্তর সম্পর্কে যে কাট মোশান এসেছে আর অন্যান্যগুলি সম্পর্কেও বিশেষ কিছু আলোচনা করলাম না। এই কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে বাজেট বরাদ্দের জন্য আবেদন আমি হাউসের সামনে রাখছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ২০০৩-২০০৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ২০০৩-২০০৪ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথম সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস) ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is the out Motions on the Demand No. 17 moved by Hon'ble member Shri Shyma Charan Tripura. Major Head 2220. That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt. Addvertisement policy".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is the cut Motions on the Demand No. 17 moved by Hon'ble member Shri Nagendra Jamatia. Major Head 2220. That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt. policy on press Information".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is the cut Motions on the Demand No. 17 moved by Hon'ble member Shri Rajeshwar Deb Barma. Major Head 2220. That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt. policy on Information Centre".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is the cut Motions on the Demand No. 17 moved by Hon'ble member Shri Kajal Chandra Das, Major Head 5452. That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt. policy on Tourism".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

**Mr. Speaker :-** Now, I am putting the demand No. 17 to vote. The queation before the House is the Demand No. 17 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Information, Culture Affairs & Torism Department, that a sum not exceeding of Rs. 10,03,55,000/- be granted to defray the charges. Which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 2004 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2205 Art and Culture. | Rs. 17, 50, 000/- |
| 2220 - Informatin and publicity | Rs. 7,89,74.000/- |
| 3452 - Tourism | Rs. 1,23,31.00/- |

5452 - Capital outlay on Tourism Rs. 73,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is the cut motions on the Demand No. 20 moved by Hon'ble member Shri Kajal Chandra Das, Major Head 2225 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & elimanate wasteful expenditure on O.B.C. Welfare".

(The cut motion was put to voice vote and lost.)

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is the cut Motions on the Demand No. 20 moved by Hon'ble member Shri Kajal Chandra Das, Major Head - 2225 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & elimanate wasteful expenditure on Nucleus Budget"

(The cut motion was put to voice vote and lost.)

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is the cut motions on the Demand No. 20 moved by Hon'ble member Shri Rajeshwar Deb Barma, Major Head - 2225 that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt. policy on Minorities Walfare"

(The cut motion was put to voice vote and lost.)

**Mr. Speaker :** Now the question before the House is the cut Motions on the Demand No. 20 moved by Hon'ble member Shri Kajal Chandra Das, Major Head - 2401 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Jute Development Programme."

( The cut motion was put to voice vote and lost.)

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is the cut Motion on the Demand No. 20 moved by Hon'ble Member Shri Kajal Chandra Das, Major Head - 2406 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Forest Conservation."

(The cut motion was put to voice and lost.)

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is the cut Motion on the Demand No. 20 moved by Hon'ble member Shri Rabindra Deb Barma, Major Head - 2515 that the amount of the Demand be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt, Policy on Pandhayat Raj"

(The cut motion was put to voice vote and lost.)

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is hte cut Motion on the Demand No. 20 moved by Hon'ble Member Shri Kajal Chandra Das, Major Head 4202 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure on supply & materials to Govt. Primary Schools."

(The cut motion was put to voice vote and lost.)

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is the cut Motion on the Demand No. 20 moved by Hon'ble member Shri Kajal Chandra Das, Major Head 4215 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

" Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Total Sanitation Programme."

(The cut motion was put to voice vote and lost.)

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is the cut motion on the Demand No. 20 move by Hon'ble member Shri Kajal Chandra Das, Major Head 4810 that the amount of the Demand br reduced by Rs. 1000/- to repersent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure on Bio - Gas Proggrame"

(The cut motion was put to voice vote and lost. )

**Mr. Speaker :-** Now, I am putting the Demand No. 20 to vote. The question before the House is the Demand No. 20 moved by the Hon'ble Minister -in-Charge of the Education Department, that a sum not exceeding of Rs. 56,13,87,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2202 - General Education | Rs. 11,49,80,000/- |
| 2204 - Sports and Youth Services. | Rs. 7,00,000/- |
| 2205 - Art and culture | Rs. 1,50,000/- |
| 2210 - Medical and public Health | Rs. 58,52,000/- |
| 2220 - Information and publicity | Rs. 4,00,000/- |
| 2225 - Welfare of Scheduled Castes, scheduled Tribes and other Backward Classes. | Rs. 14,29,49,000/- |
| 2230 - Labour and Employment | Rs. 20,000/- |
| 2235 - Social Security and Welfare | Rs. 1,31,10,000/- |
| 2401 - Crop Husbandry | Rs. 1,93,24,000/- |

| | |
|---|---|
| 2402 - Soil and Water Conservation | Rs. 17,70,000/- |
| 2403 - Animal Husbandry | Rs. 28,02,000/- |
| 2404 - Dairy Development. | Rs. 40,000/- |
| 2405 - Fisheries | Rs. 36,62,000/- |
| 2406 - Forestry and Wildilfe. | Rs. 93,55,000/- |
| 2407 - plantation | Rs. 23,00,000/- |
| 2425 - Co- Operation | Rs. 13,82,000/- |
| 2501 - Special Programme for Rural Development | Rs. 2,00,000/- |
| 2515 - Other Rural Development Programme | Rs. 6,18,08,000/- |
| 2702 - Minor Irrigation | Rs. 12,10,000/- |
| 2851 - Village and small Industries | Rs. 28,73,000/- |
| 3425 - Other Scientific Research | Rs. 3,00,000/- |
| 3452 Tourism | Rs. 5,95,000/- |
| 4070 Capital Outlay on other Administrtive Services | Rs. 2,34,000/- |
| 4202 Capital Outlay on Education, Sports, Arts & Cuture | Rs. 37,00,000/- |
| 4210 Capital Outlay on Medical & Public Health | Rs. 13,55,000/- |
| 4215 Capital Outlay on watersupply & sanitation | Rs. 47,95,000/- |
| 4216 Capital outlay on Housing | Rs. 4,71,000/- |
| 4225 Capital outlay on Welfare of Scheduled caste, Scheduled Tribes & other Backward classes. | Rs. 6,47,20,000/- |
| 4401 Capital outlay on crop Husbandry | Rs. 17,00,000/- |
| 4403 Capital outlay on Animal Husbandry | Rs. 8,16,000/- |
| 4406 Capital outlay on Forestry & Wild Life. | Rs. 17,81,000/- |

| | |
|---|---|
| 4425 Capital outlay on Co-operation | Rs. 27,02,000/- |
| 4435 Capital outlay on other Agricultural programme | Rs. 14,00,000/- |
| 4515 Capital outlay on other Rural Development programme | Rs. 23,93,000/- |
| 4701 Capital outlay on Major & medium Irrigation | Rs. 84,00,000/- |
| 4702 Capital outlay on Minor Irrigation, | Rs. 4,88,00,000/- |
| 4711 Capital outlay on Flood control projects | Rs. 24,70,000/- |
| 4801 Capital outlay on power Projects | Rs. 57,99,000/- |
| 4810 Capital outlay on Non-Conventional Sources of Energy | Rs. 1,40,000/- |
| 5054 Capital outlay on Roads & Bridges, | Rs. 2,34,43,000/- |
| 5425 Capital outlay on other scientific & Environmental Research | Rs. 3,00,000/- |
| 5452 Capital outlay on Tourism | Rs. 20,00,000/- |
| 6425 Loans for Co-operation | Rs. 2,96,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House is the cut motion (s) on the Demand No. 40 moved by Shri Gopal Chandra Roy 40- 2202 that the Amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt. Policy on mid - day-meals"

Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl 40 - 2202 That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt. Policy on Sarva Shiksha Abhiyan".

Shri Rabindra Deb Barma 40 - 2202 That the amount of the demand be reduced by Rs,. 1000/- to reprensent the economy that can be effected on the particular matter viz:-

"Failure of the Govt. on Inspection of Schools".

Shri Bijoy Kr. Hranghawl 40-2202 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure on Education Guarantee & Alternative and Innpvatove Edication" ?

(The cut motion(s) was put to voice vote and Lost)

**Mr. Speaker :-** Now, I am putting the Demand No. 40 to vote. The question before the House is the Demand No 40 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department.

On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding of Rs. 440,75,00,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2202 General Education, | Rs. 404,67,03,000/- |
| 2236 Nutrition | Rs. 4,89,02,000/- |
| 4202 Capital outlay on education sports , Arts & Culture. | Rs. 31,18,95,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker :-** Now, the question before the House is the cut motion (s) on the Demand No. 13 moved by. Shri Rajeshwar Deb Barma 13-3054 That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :-

"Need to construct a Road from Sesua Bazar to Uampui Bazar and Nagrai to Pitra Bazar.

Shri Gopal ch. Roy 13-4059 that the amount of the demand be reduced Rs. 1000/ - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on capital complex."

Shri Rajeshwar Deb Barma 13 - 4216 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100. to ventilate the specific grievance that :-

"Need to construct building at the following Hospital / P.H.C. a) Taidu 2) Sesua, 3) Briddhi Bazar 4) Takarjala Rural Hospital.

Shri Prakash Ch. Das 13-4216 That the amount of the Demand be reduced by 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on the construction of State Legislatures".

Shri Animesh Deb Barma 13-4216 That the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/- to ventilate the specific grievance that :-

"Need to extend Amarpur Jail, Khowai Jail for better accommodation of the prisoners."

Shri Shyama Charan Tripura 13-4552 That the amount of The Demand be re-

duced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on construction of the Road of Fatikroy - Kailashahar & Perharthatichebri".

Shri Praksh ch. Das 13 - 5054 That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represensent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of policy on transporttation Central Road Fund".

(The Cut Motion (S) was put to voice vote and lost)

**Mr. Speaker :-** Now, I am putting the Demad No 13 to vote. The question before the House is the Demand No 13 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department.

On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding of Rs. 237,38,67,000 (excluding the charged amount Rs. 42,03,25,000/-) be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 13 under the following Mojor Heads :-

| | |
|---|---|
| 2045 other Taxes and Duties on Commodities and Services. | Rs. 22,55,000/- |
| 2059 Public Works | Rs. 96,06,01,000/- |
| 2216 Housing | Rs. 81,25,000/- |
| 3054 Roads & Bridges | Rs. 10,66,00,000/- |
| 4059 Capital outlay on Public Works | Rs. 13,03,30,000/- |
| 4216 Capital outlay on Housing | Rs. 48,47,00,000/- |
| 4552 Capital outlay on North Eastern Areas | Rs. 10,00,00,000/- |
| 5054 Capital outlay on Roads and Bridges | Rs. 58,12,56,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed)

**Mr. Speaker :-** Now, the question before the House is the cut motion (s) on the Demand No. 15 Moved by-

1) Shri Ashok Deb Barma 15-2702.

2) Shri Nagendra Jamatia 15-4701.

3) Shri Animesh Deb Barma 15-4711.

4) Shri Kajal Ch. Das 15-4711.

(The Motions was put to voice vote and losed).

Now I am putting the Demand No. 15 to vote. The questions before the house is the Demand No. 15 Moved by the Hon'ble Minister in Charge of the Minor Irrigation & Flood Control Department, that a sum not exceeding of Rs. 68,62,22,000/- (excluding the

charged amount Rs. 17,00,000/-) be granted to defray the charges. which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 15. under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2702- Minor Irrigation. | Rs. 41,91,80,000/- |
| 2711- Flood control & Drainage, | Rs. 07,02,59,000/- |
| 4701- Capital outlay on Major and Medium Irrigation, | Rs. 04,67,00,000/- |
| 4702- Capital outlay on Minor Irrigation, | Rs. 13,51,93,000/- |
| 4711- Capital outlay on Flood control Projects. | Rs. 01,48,90,000/- |

The Demand was put to voice vote and passed.

Now the questions before the House is the Cut Motion on the Demand No. 43 Moved by- Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl Major Head 43-2071

(The motion was put is voice vot and lost).

Now I am putting the Demand No. 43 to vote. The questions before the house is the Demand No. 43 Moved by the Hon'ble Minister in Charge of the Finance Department, that a sum not exceeding of Rs. 37,45,30,000/- (excluding the charged amount of Rs. 355,37,85,000/-) be granted to defray the charges. which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No.43 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2052- Secretariat General Services | Rs. 46,80,000/- |
| 2071- Pensions and other Retirement Benefits. | Rs. 259,58,00,000/- |
| 4070- Capital outlay on Administrative Services | Rs. 165,50,00,000/- |
| 7610- Loans to Government Servantsetc. | Rs. 11,90,50,000/- |

(The demand was put to voice vote and passed )

Now I am putting the Demand No. 44 to vote..The questions before the house is the Demand No. 44 Moved by the Hon'ble Minister in Charge of the Finance Department, that a sum not exceeding of Rs. 78,48,000/- be granted to defray the charges. which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No.44 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2047- Other Fiscal Services. | Rs. 78,18,000/- |
| 2075- Misceellaneous General Services. | Rs. 30,000/- |

(The demand was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 44 Moved by- Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl Major Head 45-2040

(The Motion was put to voice vote and passed).

**Mr. Speaker :-** Now I am putting the Demand No. 45 to vote. The questions before the house is the motion Moved by the Hon'ble Minister in Charge of the Public Works

Department, that a sum not exceeding of Rs. 2,59,37,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No.45 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2020- Collection of Taxes on Income and Expenditure. | Rs. 19,01,000/- |
| 2039- State Excise. | Rs. 61,66,000/- |
| 2040- Taxes on Seles, Trade etc. | Rs. 1,63,70,000/- |
| 4070- Capital outlay on other Administrative Services. | Rs. 15,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed.)

**Mr. Speaker :-** Now I am putting the Demand No. 46 to vote. The questions before the house is the motion Moved by the Hon'ble Minister in Charge of the Public Works Department, that a sum not exceeding of Rs. 2,32,90,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No.46 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2030- Stamps and Registration | Rs. 10,00,000/- |
| 2054- Treasury and Accounts. | Rs. 2,22,90,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed.)

**Mr. Speaker :-** Now I am putting the Cut Motion before the house the cut motion moved by the Hon'ble Members Shri Bijoy Kr. Hrankhawl on Demand No. 51 and Major Head 'three' 2215, 2215 & 2215.

(The Motion was put to voice vote and Lost)

**Mr. Speaker :-** Now I am putting the question before the house the hut motion moved by the Hon'ble Members Shri Gopal Chandra Roy on Demand No. 14 Major Head 2801.

(The Motion was put to voice vote and Lost)

**Mr. Speaker :-** Now I am putting the Cut Motion to vote the question before the house the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Bijoy Kr. Hrankhawl on Demand No. 14 and Major Head 2801.

(The Motion was put to voice vote and Lost)

**Mr. Speaker :-** Now I am putting the Cut Motion to vote the question before the house the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Animesh Deb Barma on Demand No. 14 Major Head two 2801 and 2801.

(The Motion was put to voice vote and Lost)

**Mr. Speaker :-** Now I am putting the Cut Motion to vote the question before the house the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura on Demand No. 19 and Major Head 4433.

(The Motion was put to voice vote and Lost)

**Mr. Speaker** :- Now I am putting the Cut Motion to vote the question before the house the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 19 Major Head 4701.

(The Motion was put to voice vote and Lost)

**Mr. Speaker** :- Now I am putting the Cut Motion to vote the question Before the House the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma on Demand No. 19 Major Head 4801.

(The Motion was put to voice vote and Lost)

**Mr. Speaker** :- Now I am putting the Demand No. 41 to vote. The questions before the house is the Motion Moved by the Hon'ble Minister in Charge of the Power Department, that a sum not exceeding of Rs. 181,22,54,000/- (excluding the charged amount of Rs. 15,50,00,000/-) be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No.41 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2801- Power. | Rs. 92,09,28,000/- |
| 4552- Capital outlay on North Eastern Areas. | Rs. 20,00,00,000/- |
| 4801- Capital outlay on Power Projects. | Rs. 69,13,26,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed.)

**Mr. Speaker** :- Now, I am putting the Demand No.41 to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Power Depart Deptt. that sum nit exceeding of Rs. 63,55,06,000/-be granted to defray the charge,which will come in course of payment during the ending year on the 31st March 2004 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heades :-

| | |
|---|---|
| 2202-General Education. | Rs. 26, 51,41, 000/- |
| 2235-Social Security and Welfare. | Rs. 28,53,49,000/- |
| 2236-Nutrition. | Rs.50,16,000/- |
| 4235-Social Security and Welfale. | Rs. 8, 00,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

**Mr. Speaker** :- Now I am putting the Demand No.1 to vote the question before the house is the motion moved by the Hon'ble Lether of the House that a sum not exceding of Rs. 4,25,93,000/- (excluding the charged amount of Rs. 7,85,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on 31st March,2004 in respect of Demand No.1 under the following Major Head:-

2011-parliament, State/Union Rs.4,25,93,000/-

Territory Legislatures.

(The Demand was put to voice vote and passed).

**Mr. Speaker :-** Next,Damand for Grant No. 6. There are 6(six) cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote, first and then the main motion.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member.Shri Ashok Deb Barma.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate Wasteful expenditure on Land Records".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

The question before the House is the Cut motion moved by Hon'ble member Shri Prakash Chandra Das that the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt. policy on Rehabilitation"-

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

The question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble member Shri Ashok Deb Barma that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt. policy on wakof Board".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

The question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble member Shri Animesh Deb Barma that the amount of the Demand be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demaned viz :-

"Disapproval of Govt. policy on Relief measures on Matural calamities"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

The question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble member Shri Ashok Deb Barma that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :-

"Need to set up 1 Restore the Temple of Sangrangme which had been encoached".

(The cut motion was put to voice vote and lost).

The question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble member Shri Bijoy Kr. Hrangkhawi that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on regulation of Weights & Measures throughout the State".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now I am putting the Demand No.6 to vote. The question before the House is the Demand No.6 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department that a sum not of Rs.45,50.18,000/-be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March,2004,in respect of Demand No.6. under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2029- Land Revenue | Rs. 10,14,58,000/- |
| 2030- Stamps and Registration | Rs. 99,33,000/- |
| 2053- District Administration | Rs. 9,78,61,000/- |
| 2235- Social Security and Welfare | Rs. 2,16, 50,000/- |
| 2245-Relief on Account of Natural Calamities | Rs. 6,01,00,000/- |
| 2250- Other Social Services | Rs. 45,00,000/- |
| 2506- Land Reforms | Rs. 8,48,21,000/- |
| 3475- Other General Economic Services. | Rs. 1, 15, 80,000/- |
| 4070- Capittal outlay on other Adiministrative Services | Rs. 6,26, 15,000/- |
| 4250- Capital outlay on other Social Services | Rs. 5, 00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No.6. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote, first, and then the main motion.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shyama Charan Tripura that the amount of the Demand be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt. policy on Reang Refuges".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Now I am putting the Demand No.22 to vote.The question before the House is the Demand No.22 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief and Rehabilitation Department that a sum not exceeding of Rs.10, 30,78,000/- be garnted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31 st March, 2004 in respect of Demand No. 22 under the following Major Head :-

| | |
|---|---|
| 2235- Social Secarity and Welfare. | Rs. 10,30,78,000/- |

(The Demand was put to Voice Vote and passed).

Next Demand for Grant No.39. There are 3 cut motions on this demand I am putting the cut motions to vote, first and then the main motion.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Gopal Chandra Roy that the amount of the Damand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :-

"Need a polytechnic Instituation at Khumulung, Ampi & Gandhachara".

(The cut motion was put to voice vote and lost).

The question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble member Shri Gopal Chandra Roy that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :-

"Need to upgrade the Govt. Muic College into an University".

(The cut motion was put to voice vote and lost).

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shrix Gopal Chandra Roy that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grienvance that :-

"Need to enrich the collection in Govt. Musum".

(The cut motion was put to voice vote and lost).

Now I am putting the Demand No. 39 to vote.

The question before the House is the Demand No.39 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education (Higher) Department. that a sum not exceeding of Rs. 42,61, 14,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending of the 31 st March, 2004 in respect of Demand No.39. under the following Major Heads:-

| | |
|---|---|
| 2202- General Education | Rs. 23,08,64,000/- |
| 2203- Technical Education | Rs. 3,89,65,000/- |
| 2204- Sports and Youth Services | Rs. 1,34,53,000/- |
| 2205- Art and Cutare | Rs. 2,58,75,000/- |
| 4202- Capital outlay on Education | |
| Sports, Art and Culture | Rs. 11,69, 57,000/- |

(The Demand was put to Voice Vote and Passed).

**Mr. Speaker :-** Next, Demand for Grant No.19. There are as many as 27(twenty seven) cut motions on this demand. So, I am putting the cut motions to vote one by one, first and then the main motion.

1) The question before House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rabindra Deb Barma that the amount of the demand under Major Head-2220 be reduced by Rs. 1/- to represent the disapproval of the policy underlying the demand vize:- "Disapproval of Govt. Policy on Youth Welfate."

(The motion was put voice vote and lost)

2) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Bijoy Kr. Hrangkhal that the amount of the demand under the Major Head-2204 be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter vize:- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Song & Drama Services."

(The motion was put to voice vote and lost)

3) The question before the house is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Bijoy Kr. Hrangkhwal that the amount of the demand under the Major Head-2225 be reduced by Rs. 1/- to represent the disapproval of the policy underlying the demand vize:- "Disapproval of Govt. Policy on Sixth Schedule."

(The motion was put to voice vote and lost)

4) The question before the house is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Animesh Deb Barma that the amount of the demand under the Major Head-2225 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :- "Need to pay stipend regularly on monthly basis."

(The motion was put to voice vote and lost)

5) The question before the house is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Animesh Deb Barma that the amount of the demand under the Major Head-2225 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :- "Need to pay increase post matric Scholarship and Stipend."

(The motion was put to voice vote and lost)

6) The question before the house is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Bijoy Kr. Hrangkhal that the amount of the demand under the Major Head-2225 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand vize:- "Disapproval of Govt. Policy on Surrendered Extremists."

(The motion was put to voice vote and lost)

7) The question before the house is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Kajal Chandra Das that the amount of the demand under the Major Head-2235 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand vize:- "Disapproval of Govt. Policy on Old age pension."

(The motion was put to voice vote and lost)

8) The question before the house is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Animesh Deb Barma that the amount of the demand under the Major Head-2236 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand vize:- "Disapproval of Govt. Policy on Special Nutrition Programme."

(The motion was put to voice vote and lost)

9) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Bijoy Kr. Hrangkhwal that the amount of the demand under the Major Head-2401 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand

vize:- "Disapproval of Govt. Policy on Manure & Fertilizers."

(The motion was put to voice vote and lost)

10) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Animesh Deb Barma that the amount of the demand under the Major Head-2401 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand vize:- "Disapproval of Govt. Policy on Vegetable Cultivation on Trible Areas."

(The motion was put to voice vote and lost)

11) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Bijoy Kr. Hrangkhwal that the amount of the demand under the Major Head-2401 be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter vize:- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Development of Progeny Orchard."

(The motion was put to voice vote and lost)

12) Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rabindra Deb Barma that the amount of the demand under the Major Head-2403 be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter vize:- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Veterinary Services."

(The motion was put to voice vote and lost)

13) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nagendra Jamatia that the amount of the demand under the Major Head-2405 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand vize:- "Disapproval of Govt. Policy on Fishery-Development."

(The motion was put to voice vote and lost)

14) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nagendra Jamatia that the amount of the demand under the Major Head-2515 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand vize:- "Disapproval of Govt. Policy on Panchayat Raj in TTAADC Areas."

(The motion was put to voice vote and lost)

15) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Bijoy Kr. Hrangkhal that the amount of the demand under the Major Head-2851 be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter vize:- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Sericulture Industries."

(The motion was put to voice vote and lost)

16) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Kajal Chandra Das that the amount of the demand under the Major Head-3425 be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular

matter vize:- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Science Popularisation in Tribal Areas."

(The motion was put to voice vote and lost)

17) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rabindra Deb Barma that the amount of the demand under the Major Head-4202 be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter vize:- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Materials & Supplies in Secondary Schools."

(The motion was put to voice vote and lost)

18) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Kajal Chandra Das that the amount of the demand under the Major Head-4215 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand vize:- "Disapproval of Govt. Policy on Total Sanitation Compaign"

(The motion was put to voice vote and lost)

19) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Kajal Chandra Das that the amount of the demand under the Major Head-4216 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand vize:- "Disapproval of Govt. Policy on Housing"

(The motion was put to voice vote and lost)

20) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Animesh Deb Barma that the amount of the demand under the Major Head-4225 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand vize:- "Disapproval of Govt. Policy on S.T. Development Corporation"

(The motion was put to voice vote and lost)

21) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rajeshwar Deb Barma that the amount of the demand under the Major Head-4401 be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter vize:- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Watershed Development Project in Shifting Cultivation."

(The motion was put to voice vote and lost)

22) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rajeshwar Deb Barma that the amount of the demand under the Major Head-4425 be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter vize:- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on investment on Consumer's Co-operatives."

(The motion was put to voice vote and lost)

23) Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Shyama Charan Tripura that the amount of the demand under the Major Head-4435 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz :- "Need to repair

the Market Sheds/Stalls of Kasko Bazar, Sesua Bazar of Amarpur."

(The motion was put to voice vote and lost)

24) Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nagendra Jamatia that the amount of the demand under the Major Head-4701 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand vize:- "Disapproval of Govt. Policy on Medium Irrigation"

(The motion was put to voice vote and lost)

25) Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Shyama Charan Tripura that the amount of the demand under the Major Head-4702 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :- "Need to Construct Diversion Schemes at Palkuchara, Ekjanchara of Amarpur and Rajdharchara."

(The motion was put to voice vote and lost)

26) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rabindra Deb Barma that the amount of the demand under Major Head-4801 be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter vize:- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on R.E.C."

(The motion was put to voice vote and lost)

27) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rabindra Deb Barma that the amount of the demand under Major Head-5054 be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter vize:- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on District Roads."

(The motion was put to voice vote and lost)

**Mr. Speaker :-** Now, Iam putting the Demand No.19 to vote. The question before the House is the Demand No. 19 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department, that sum not exceeding of Rs. 154,91,49,000/-be granted to defray the charge, which will come in course of payment during the ending year on the 31st March 2004 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heades :-

| | |
|---|---|
| 2029- Land Revenue | Rs. 3,43,000/- |
| 2202- General Education | Rs. 23,58,15,000/- |
| 2204- Sperts and Youth Services | Rs. 13,00,000/- |
| 2205- Arts and Culture | Rs. 2,50,000/- |
| 2210- Medical and Public Health | Rs. 65,48,000/- |
| 2220- Information and Publicity | Rs. 7,20,000/- |
| 2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes. | Rs. 53,31,02,000/- |
| 2230- Labour and Employment. | Rs. 30,000/- |

| | |
|---|---|
| 2235- Social Security and Welfare. | Rs. 2,52,30,000/- |
| 2236- Nutrition. | Rs. 31,11,000/- |
| 2401- Crop Husbandry. | Rs. 5,39,77,000/- |
| 2402- Soil and Water Conservation. | Rs. 47,66,000/- |
| 2403- Animal Husbandry. | Rs. 54,23,000/- |
| 2404- Dairy Development. | Rs. 78,000/- |
| 2405- Fisheries. | Rs. 67,16,000/- |
| 2406- Forestry and Wildlife. | Rs. 1,67,15,000/- |
| 2407- Plantation. | Rs. 5,00,000/- |
| 2425- Co-operation. | Rs. 29,97,000/- |
| 2501- Special Programme for Rural Development. | Rs. 2,00,000/- |
| 2515- Other Rural Development Programme. | Rs. 11,97,53,000/- |
| 2702- Minor Irrigation. | Rs. 19,60,000/- |
| 2851- Village and Small Industries. | Rs. 56,54,000/- |
| 3425- Other Scientific Research. | Rs. 3,00,000/- |
| 3452- Tourism. | Rs. 19,00,000/- |
| 3604- Compensation and Assignments to Local Bodies & Panchyat Raj Institutions. | Rs. 9,17,52,000/- |
| 4202- Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture. | Rs. 66,00,000/- |
| 4210- Capital Outlay on Medical and Public Health. | Rs. 73,54,000/- |
| 4215- Capital Outlay on Water Supply and Sanitation. | Rs. 84,17,000/- |
| 4216- Capital Outlay on Housing. | Rs. 9,40,000/- |
| 4225- Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Calsses. | Rs. 12,49,50,000/- |
| 4401- Capital Outlay on Crop Husbandry. | Rs. 4,60,13,000/- |
| 4403- Capital Outlay on Animal Husvandry. | Rs. 15,87,000/- |
| 4406- Capital Outlay on Forestry and Wildlife. | Rs. 32,56,000/- |
| 4425- Capital Outlay on Co-operation. | Rs. 44,02,000/- |
| 4435- Capital Outlay on Other Agricultural Programme | Rs. 33,50,000/- |
| 4515- Capital Outlay on Other Rural Development | |

| | |
|---|---|
| Programmes. | Rs. ,000.2,54,87 |
| 4701- Capital Outlay on Major and Medium Irrigation. | Rs. 94,00,000/- |
| 4702- Capital Outlay on Irrigation. | Rs. 12,20,00,000/- |
| 4711- Capital Outlay on Flood Control Projects. | Rs. 42,70,000/- |
| 4801- Capital Outlay on Power Projects. | Rs. 1,00,00,000/- |
| 4810- Capital Outlay on Non-Conventional Sources of Energy. | Rs. 2,75,000/- |
| 5054- Capital Outlay on Roads and Bridges. | Rs. 4,54,22,000/- |
| 5425- Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research. | Rs. 3,00,000/- |
| 5452- Capital Outlay on Tourism. | Rs. 30,00,000/- |
| 5465- Investment in General Financial and Trading Institutions. | Rs. 25,00,000/- |
| 6425- Loans for Co-Operation. | Rs. 4,86,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker :-** Now, the question before the House is the cut motion on the Demand No. 31 moved by Hon'ble Shri Animesh Deb Barma on Major Head-4215 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz:- "Failure on Water Supply (PMGY)."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

**Mr. Speaker :-** Now, Iam putting the Demand No.31 to vote. The question before the House is the Demand No. 31 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department, that sum not exceeding of Rs. 68,46,32,000/-(Excluding charged amount of Rs. 7,00,000/-) be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 31 under the following Major Heades :-

| | |
|---|---|
| 2070- Other Administrative Services. | Rs. 7,50,000/- |
| 2215- Water Supply and Sanitation. | Rs. 55,78,27,000/- |
| 2501- Special Programme for Rural Development. | Rs. 3,89,72,000/- |
| 2505- Rural Employment. | Rs. 4,64,31,000/- |
| 2515- Other Rural Development Programmes. | Rs. 2,43,83,000/- |
| 4215- Capital Outlay on water supply and sanitation. | Rs. 1,02,65,000/- |
| 4216- Capital Outlay on Housing. | Rs. 9,40,000/- |
| 4515- Capital Outlay on Other Rural Development Programmes. | Rs. 50,64,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker :-** Now, the question before the House is the cut motion on the Demand No. 42 moved by Hon'ble Member Shri Rajeshwar Deb Barma on Major Head-2552 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievace that :- "Need to construct playing grounds in S.T. Sub Plan Areas."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

**Mr. Speaker :-** Now, Iam putting the Demand No. 42 to vote. The question before the House is the Demand No. 42 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Sports and Youth Programme Department, that sum not exceeding of Rs. 14,26,04,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 42 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2204- Sports and Yourth Services. | Rs. 12,42,43,000/- |
| 2552- North Eastern Ageas. | Rs. 31,32,000/- |
| 4202- Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture. | Rs. 1,52,29,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker :-** Now, Iam putting the Demand No. 53 to vote. The question before the House is the Demand No. 53 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Welfare of SC/ST/OBC Deptt., that a sum not exceeding of Rs. 40,14,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 53 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2225- Welfare of Scheduled castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes. | Rs. 40,14,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker :-** Now, the question before the House is the cut motion on the Demand No. 24 moved by Hon'ble Member Shri Kajal Chandra Das, Major Head-2851, that the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz:- "Disapproval of Govt. Policy on Khadi & Village Industries".

2nd cut motion moved by Hon'ble Member Shri Gopal Chandra Roy, Major Head-4885, that the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz:- "Disapproval of Govt. Policy on T.I.D.C.".

3rd cut motion moved by Hon'ble Member Shri Animesh Deb Barma, Major Head-5465, that the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz:- "Disapproval of Govt. Policy on Tripura Small Industries Corporation".

(The motion was put to voice vote and lost)

**Mr. Speaker :-** Now, Iam putting the Demand No. 24 to vote. The question before the House is the Demand No. 24 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industrues & Commerce Department, that a sum not exceeding of Rs. 33,00,54,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heades :-

| | |
|---|---|
| 2230- Labour and Employment. | Rs. 1,49,45,000/- |
| 2407- Plantation. | Rs. 13,00,000/- |
| 2851- Village and Small Industries. | Rs. 12,25,22,000/- |
| 2875- Other Industries. | Rs. 17,87,000/- |
| 4070- Capital Outhlay on Other Administrative Service. | Rs. 2,02,00,000/- |
| 4860- Capital Outhlay on Consumer Industries. | Rs. 9,80,00,000/- |
| 4875- Capital Outhlay on Other Industries. | Rs. 4,03,00,000/- |
| 4885- Other Capital Outhlay on Industries and Minerals. | Rs. 80,00,000/- |
| 5465- Investments in General Financial and Trading Instutions. | Rs. 2,30,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed)

**Mr. Speaker :-** Now, the question before the House is the cut motion on the Demand No. 33 moved by Hon'ble Member Shri Animesh Deb Barma on Major Head-3426, that the amount of the demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz:- "Failure on Science Popularisation."

(The Motion was put to voice vote and lost)

**Mr. Speaker :-** Now, Iam putting the Demand No.33 to vote. The question before the House is the Demand No. 33 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Science, Technology & Environment Department, that a sum not exceeding of Rs. 93,83,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 33 under the following Major Heades :-

| | |
|---|---|
| 2501- Special Programmes for Rural Development. | Rs. 1,00,000/- |
| 2801- Non-Conventional Sources of Energy. | Rs. 45,35,000/- |
| 3425- Other Scientific Research. | Rs. 45,48,000/- |
| 4810- Capital Outlay on Non-Conventional Source of Energy. | Rs. 1,00,000/- |
| 5425- Capital Outlay on other Scientific and Evniornmental Research. | Rs. 1,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker :-** Now, Iam putting the Demand No. 56 to vote. The question before the House is the Demand No. 56 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Information Technology Department, that a sum not exceeding of Rs. 40,83,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 56 under the following Major Heades :-

| | |
|---|---|
| 2070- Other Administrative Services. | Rs. 40,83,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker :-** Demand No. 12. There are 2 (two) Cut Motions on this Demand. Now, I am putting the Cut Motions one by one to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl on Demand No. 12 Major Head- 2425.

"That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz:- "Disapproval of Govt. Policy on Co-operation".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

**Mr. Speaker :-** Now, the question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Animesh Deb Barma on Demand No. 12, Major Head-4425, that the amount of the demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz:- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on consumer Co-operation."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

**Mr. Speaker :-** Now, Iam putting the Demand No. 12 to vote. The question before the House is the Demand No. 12 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department, that a sum not exceeding of Rs. 7,21,28,000/-(excluding the charged amount of Rs. 80,43,000/-) be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 12 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2425- Co-operation | Rs. 5,95,45,000/- |
| 4059- Capital Outlay on Public Works. | Rs. 6,85,000/- |
| 4425- Capital Outlay on Co-operation. | Rs. 1,13,80,000/- |
| 6425- Loans for Co-operation. | Rs. 5,18,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed)

**Mr. Speaker :-** Demand No. 25. There are 2 (two) Cut Motions on this Demand. Now, I am putting the Cut Motions one by one to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl on Demand No. 25, Major Head- 2851.

"That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of

the policy underlying the demand viz:- "Disapproval of Govt. Policy on Govt. Emporium".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Ch. Roy on Demand No. 25, Major Head-2851, that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievace that :- "Need to develop Infratructure on Sericulture Project."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

**Mr. Speaker :-** Now, Iam putting the Demand No. 25 to vote. The question before the House is the Demand No. 25 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce (H.H. & S.) Department, that a sum not exceeding of Rs. 11,55,14,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2851- Village and Small Industries. | Rs. 8,25,14,000/- |
| 4425- Capital Outlay on Co-operation. | Rs. 1,05,00,000/- |
| 5465- Investment in General Financial and Trading Institutions. | Rs. 2,25,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker :-** Now, I am putting the Cut Motions to vote. The question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura on the Demand No. 30, Major Head- 2406, that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievace that :- "Need to provide more fund for Decentralised people Nursery."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

**Mr. Speaker :-** Now, Iam putting the Demand No. 30 to vote. The question before the House is the Demand No. 30 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department, that a sum not exceeding of Rs. 36,68,69,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2402- Soil and water conservation. | Rs. 1,61,75,000/- |
| 2406- Forestry and Wild Life. | Rs. 22,32,20,000/- |
| 2552- North Eastern Areas. | Rs. 3,91,70,000/- |
| 4406- Capital Outly on Forestry and Wild Life. | Rs. 8,83,04,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker :-** Demand No. 32. There are 2 (two) Cut Motions on this Demand. Now, I am putting the Cut Motions one by one to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl on Demand No. 32, Major Head- 2225.

"That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz:- "Disapproval of Govt. Policy on T.R.P.C."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

**Mr. Speaker :-** Now, I am putting the Cut Motion to vote. The question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Animesh Deb Barma on Demand No. 32, Major Head-2225.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure on Rehabilitation of P.G. Tribes."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

**Mr. Speaker :-** Now, Iam putting the Demand No. 32 to vote. The question before the House is the Demand No. 32 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the T.R.P. & P.G.P. Department, that a sum not exceeding of Rs. 5,14,62,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2004 in respect of Demand No. 32 under the following Major Heads :-

| | |
|---|---|
| 2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. | Rs. 2,94,54,000/- |
| 2406- Forestry and Wild Life. | Rs. 2,20,08,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed)

**GOVERNMENT BILLS- passed**

**মিঃ স্পীকার ঃ-** সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "The Tripura Appropriation Bill, 2003 (Tripura Bill No. 7 of 2003)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** মাননয়ী অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation Bill, 2003 (Tripura Bill No. 7 of 2003)" বিবেচনা করা হউক।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** কেউ আলোচনা করলে করতে পারেন।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যখন এডিসি'র মূল পাওয়ার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল কাট মোশানের উপর তখন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী উনার কাছে আমাদের প্রস্তাব ছিল যে সর্বদলীয় কমিটি

বা প্রতিনিধি মিলে আমরা দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডেপুটেশান দেই, যে ভাবে ওবিসি নিয়ে করা হয়েছে। রেল নিয়ে করা হয়েছে, সেই রকম একটা করা হউক। সেই সময়ে উনি কোন নেগেটিভ রিপ্লাই দেননি। লিডার অব দি হাউস না থাকাতে, আমরা সবাই এক মত হলে একটা ডিসিশান নিতে পারি। এখন লিডার অব দি হাউস আছেন উনি যদি রাজি থাকেন তা হলে শেষ সময়ে আমরা একটা খুব শুখকর সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকের এই বাজেট অধিবেশন শেষ করতে পারি। এটা মাননীয় লিডার অব দি হাউস বলবেন কি?

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আমি এক্ষনি কথা দিচ্ছিনা। এই রকম যদি প্রয়োজন মনে করি আপনার মাধ্যমে অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে ভবিষ্যতে এটা দেখা যাবে। এখন আমি কোন কথা দিচ্ছি না।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Tripura Appropriation Bill, 2003 (Tripura Bill No. 7 of 2003)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনিভোটে গৃহীত হলো)।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তরগত ১,২ ও ৩ নং ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

(বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো)।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন আমি বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো— বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গন্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো)।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো— "The Tripura Appropriation Bill, 2003 (Tripura Bill No. 7 of 2003)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ-** মাননয়ী অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation Bill, 2003 (Tripura Bill No. 7 of 2003)" পাশ করা হউক।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো— "The Tripura Appropriation Bill, 2003 (Tripura Bill No. 7 of 2003)" পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো)।

## VALEDICTORY SPEECH MADE BY THE SPEAKER

**মিঃ স্পীকার ঃ-** মাননীয় সদস্য মহোদয়গন নবগঠিত নবম বিধানসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হওয়ার দিন থেকে আজ অবদি সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনাদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা কামনা করেছি তা আমি পেয়েছি। তার জন্য মাননীয় সকল সদস্য মহোদয়গণকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী দলের সকলেই আপনাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন বলে আমি মনে করি। ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ঘটনা সমূহ মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ সুচিন্তিত ভাবে যে ভাবে উৎথাপন করেছেন আমি আশা করব আপনাদের এই সুচিন্তিত পদক্ষেপ জনকল্যানকারী কাজ করতে রাজ্য সরকারের পক্ষে একান্তই সহায়ক হবে। আগামী দিনে সংসদীয় গণতন্ত্রের সুরক্ষা কল্পে আপনাদের কাজকর্ম ত্রিপুরা তথা সমগ্র দেশকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করে তুলবে।

এই সভায় বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিক বন্ধুরা উপস্থিত থেকে কার্য বিবরণীর বিষয়বস্তু তাঁদের সংবাদপত্রে পরিবেশন করার জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সভা পরিচানার ক্ষেত্রে বিধানসবার সচিব, অন্যান্য অফিসার ও কর্মীবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীবৃন্দ এবং আরক্ষা দপ্তরের নিযুক্ত কর্মীবৃন্দ যে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সকলকে আবারও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করছি।

# PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE (QUESTIONS & ANSWERS)

## Admitted Starred Question No - 4

**Name of the Member :- Shri Joy Gobinda Debroy**

**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Co-operative Department be pleased to state.**

প্রশ্ন ঃ-

১) বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজ্যে কতগুলি সমবায় সমিতি রয়েছে ?

২) সমস্ত সমবায়গুলি সচল আছে কিনা ?

৩) সমবায়গুলির বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষা করা হয় কিনা ?

উত্তর ঃ-

১) বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১৫৭৪ টি বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি রয়েছে ।

২) বর্তমানে মোট ৭৪১ টি সমবায় সমিতি সচল অবস্থায় আছে ।

৩) হ্যাঁ, সমিতিগুলির বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষার কাজ যথারীতি চলছে ।

## Admitted Starred Question No - 34

**Name of the M.L.A. :- Shri Joy Gobinda Debroy**

**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) রাজ্যে বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসকের সংখ্যা কত ?

২) কতগুলি চিকিৎসকের পদ শূন্য রয়েছে ?

৩) উক্ত শূন্যপদ পূরণের জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর ঃ-

১) রাজ্যে বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে কর্মরত চিকিৎসকের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

| | | |
|---|---|---|
| ক) এলোপ্যাথিক | - | ৭৬২ জন |
| গ্রেড -১ | - | ১ জন |
| গ্রেড -২ | - | ১১ জন |
| গ্রেড -৩ | - | ১২০ জন |
| গ্রেড -৪ | - | ৫৪৪ জন |
| এম ও একস কেডার ৮৬ জন | | |
| খ) হোমিওপ্যাথিক | - | ৬৪ জন |
| গ) আয়ুর্বেদিক | - | ৪৫ জন |

ঘ) দন্ত চিকিৎসক - ৪১ জন

২) ক) এলোপ্যাথিক - ১৬৯ টি

গ্রেড -১ - ৩টি

গ্রেড - ২ - ৫২ টি

গ্রেড - ৩ - ৪৪ টি

গ্রেড - ৪ - ৩৬ টি

এমও এস কেডার - ৩৪ টি

খ) হোমিওপ্যাথিক - ৯টি

গ) আয়ুর্বেদিক - ২টি

৩) গ্রেড -১ এর শূন্যপদ পুরণের জন্য বর্তমানে টি.এইচ. এস. রুলস অনুযায়ী কোন উপযুক্ত প্রার্থী নেই ।

গ্রেড - ২ এবং গ্রেড - ৩ এর শূন্যপদ পুরণের জন্য দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । গ্রেড - ৪ মেডিকেল অফিসার, মেডিক্যাল অফিসার একস কেডার, হোমিও চিকিৎসক এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক এর শূন্যপদ পূরণের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রিকিউজিশান পাঠানো হয়েছে কিন্তু উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে শূন্যপদগুলি পূরণ করা যায়নি ।

**Admitted Starred Question No - 131**

**Name of M.L.A :- Shri Samir Deb Sarkar**

**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) রাজ্যের কতটি মহকুমা হাসপাতালে রক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা / ব্লাড ব্যাংক আছে ? ( নাম সহ)

২) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে রক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা / ব্লাড ব্যাংক কবে নাগাদ চালু হবে ?

**উত্তর ঃ-**

১) বর্তমানে রাজ্যে ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক আছে ।

২) খোয়াই হাসপাতালে খুব সহসাই রক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হবে ।

**Admitted Starred Question No - 134**

**Name of M.L.A :- Shri Samir Deb Sarkar**

**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Tribal Rehabilitation in Plantation and Primitive Group Progrmme Department be pleased to state.**

**প্রশ্ন ঃ-**

১) বর্তমানে রাজ্যে প্রীমিটিভ গ্রুপের অন্তর্গত উপজাতি পরিবারের সংখ্যা কত ?

২) প্রীমিটিভ গ্রুপের অন্তর্গত উপজাতিদের পুনবর্বাসনের জন্য বর্তমানে কি কি প্রকল্প চালু আছে ?

উত্তর ঃ-

১) ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রিয়াং গোষ্ঠী ( প্রীমিটিভ গ্রুপ) এর অন্তর্গত জনসংখ্যা ১,১১,৬০৬ । ২০০১ সালের জনগণনার হিসাব এখনও প্রকাশিত হয়নি । আদমসুমারীর প্রদত্ত পরিসংখ্যানে পরিবারের সংখ্যার উল্লেখ নেই। শুধু জনসংখ্যার হিসাব লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।

২) প্রীমিটিভ গ্রুপের অন্তর্গত উপজাতিদের পুনর্ব্বাসনের জন্য রাজ্য প্রকল্প এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু আছে । উপরোক্ত প্রকল্পগুলিতে প্রদত্ত সুবিধাগুলি হল ঃ

ক) ব্যক্তিগত সুবিধা ঃ-

১) বনায়ণ - সেগুন, বাঁশ ইত্যাদি ।

২) গৃহ নির্মাণ অনুদান ।

৩) পশুপালন অনুদান শুকর, ছাগল, ইত্যাদি ।

৪) ফলের বাগান - কলা, অনারস ইত্যাদি ।

৫) স্কুলের পোশাক ।

৬) স্ব-নির্ভরতার জন্য আর্থিক অনুদান ।

খ) যৌথ সহায়তা ঃ-

১) জল ও ভূমি সংরক্ষণ ক্ষেত্র ।

২) পানীয় জলের উৎস ।

৩) মিটিং হল ।

৪) গ্রামীন রাস্তার উন্নয়ণ ।

৫) ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পরিসেবা ।

৬) মৎস্য চাষ ।

**Admitted Starred Question No - 160**

**Name of M.L.A :- Shri Rabindra Debbarma**

**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

প্রশ্ন ঃ-

১) রাজ্যে সার্স রোগ প্রতিরোধের জন্য সরকার কি কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ? এবং

২) কোন সার্স রোগীর সন্ধ্যান রাজ্যে পাওয়া গিয়েছে কি না ?

৩) পাওয়া গিয়ে থাকলে আরোগ্যের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে ?

উত্তর ঃ-

১) সার্স রোগ প্রতিরোধের জন্য রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন ঃ-

ক) রাজ্য, জিলা ও মহকুমাস্তরে তদারকি কমিটি গঠন করা হয়েছে ।

*খ) আগরতলা জি. বি. হাসপাতাল, হাপানিয়াস্থিত ডঃ বি. আর. আম্বেদকর মেমোরিয়াল হাসপাতাল, উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতাল এবং কৈলাশহরের আর জি এম হাসপাতালে সার্স ক্লিনিক খোলা হয়েছে।*

গ) আগরতলা বিমানবন্দর এবং আখাউড়া সীমান্ত চেকপোষ্টে যাত্রীদের নজরদারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঘ) সমস্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীককে স্বস্ব এলাকার সীমান্ত অঞ্চলে রাজ্যে আগত যাত্রীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঙ) পত্র পত্রিকায় সার্স রোগ সম্বন্ধীয় প্রচার করা হয়েছে এবং দুরদর্শনেও আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

চ) ৫টি করে মাক্স, রেসপিরেটর ও ক্যানিস্টার দিল্লী থেকে আনা হয়েছে এবং আরও প্রয়োজনীয় মাস্ক ও অন্যান্য প্রতিরোধকারী সরঞ্জাম আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ছ) সার্স রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র কেনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

জ) সার্স রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

২) রাজ্যে এখনও পর্যন্ত কোন সার্স রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩) প্রশ্ন আসে না।

**Admitted Starred Question No - 180**

**Name of Member :- Shri Rabindra Debbarma**

**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Co-operation Department be pleased to state.**

১) রাজ্যে বর্তমানে কয়টি লেম্পস ও প্যাকস আছে ?

২) এবং কয়টি ল্যাম্প ও প্যাক্স - এর নির্বাচন হয়েছে ?

৩) যে সব ল্যাম্পস ও প্যাকস এর নির্বাচন করা হয়নি ঐ সব ল্যাম্পস ও প্যাক্স এর নির্বাচন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

**উত্তর ঃ-**

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে মোট ৫৬টি ল্যাম্পস ও ২১৩ টি প্যাক্স রয়েছে।

২) ৫৬টি ল্যাম্পস - এর মধ্যে মোট ২৯টিতে এবং ২১৩টি প্যাক্স এর মধ্যে মোট ১৫২ টিতে নির্বাচন হয়েছে।

৩) হ্যাঁ, যে সমস্ত ল্যাম্পস ও প্যাক্স এর নির্বাচন করা হয়নি - তাদের নির্বাচন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

**Admitted Starred Question No - 202**

**Name of Member:- Shri Shyama Charan Tripura**

**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.**

১) লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা ও মানিকপুরের ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস সংস্কার করার এবং ছাওমনু, নালছড়ায় নতুন রেষ্ট হাউস নির্মানের পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হবে বলে আসা করা যায় ?

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর ঃ-

১) লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা ও মানিকপুরের ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস (টি.আর.এইচ) সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে । ছাওমনু একটি ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস নির্মানের কাজ চলছে । লালছড়ায় টি আর এইচ নির্মানের কোন পরিকল্পনা নেই ।

২) এই অর্থ বছরের মধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে ।

৩) এক নং প্রশ্নের উত্তরেই বিস্তৃত বলা হয়েছে । কাজেই পুরনাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই ।

**Admitted Starred Question No - 203**

**Name of Member :- Shri Shyama Charan Tripura**

**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.**

১) লংতরাইভ্যালি মহকুমার ময়নামা মাধবচন্দ্র স্কুল সংলগ্ন উপজাতি ছাত্রাবাসের আসন সংখ্যা দুইশত ( একশত ছাত্র, একশত ছাত্রী) পর্যন্ত বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২) থাকিলে কবে পর্যন্ত উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে, এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর ঃ-

১) না । এই রকম কোন পরিকল্পনা নেই ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

৩) এরকম কোন প্রস্তাব বিবেচনার জন্য আসেনি ।

**Admitted Starred Question No - 204**

**Name of Member :- Shri Shyama Charan Tripura**

**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.**

১) লংতরাইভ্যালি মহকুমার ধুমাছড়ায় একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২) থাকিলে কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর ঃ-

১) না । এই রকম কোন পরিকল্পনা নেই ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

৩) প্রশ্ন উঠে না ।

**_Admitted Starred Question No - 219_**

**Name of Member :- Shri Prakash Chandra Das**

**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.**

১) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারনে রাজ্যের বিভিন্ন ছাত্রাবাসের ছাত্র ছাত্রীদের স্টাইপেন্ডের হার বৃদ্ধির জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

২) যদি নেওয়া হয়ে থাকে তা হলে কবে নাগাদ বৃদ্ধি করা হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৩) বৃদ্ধি করা না হলে তার কারণ কি ?

**উত্তর ঃ-**

১) হ্যাঁ, হয়েছে । দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত কারনে স্টাইপেন্ডের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে ।

২) এই কোর কমিটি ছাত্রাবাসের উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের স্টাইপেন্ডের হার ১৫ টাকা থেকে ১৮ টাকা করার জন্য প্রস্তাব করেছে । বর্তমানে কোর কমিটির রিপোর্টটি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন ।

৩) প্রশ্ন উঠে না ।

**Admitted Starred Question No - 222**

**Name of M.L.A. :- Shri Rajeshwar Debbarma**

**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) টাকারজলা গ্রামীণ হাসপাতালে এক্সরে মেশিন, এ্যাম্বুলেন্স আছে কি, থাকলে তাহা ব্যবহৃত না হওয়ার কারণ কিনা ?

২) এই হাসপাতালে লেবরেটরী না থাকার কারণ কি ?

৩) টাকারজলা গ্রামীন হাসপাতালে ডাক্তারদের থাকার কোয়ার্টার আছে কি, না থাকিলে কবে নাগাদ নির্মান কাজ শুরু হবে ?

**উত্তর ঃ-**

১) টাকারজলা গ্রামীণ হাসপাতালে এক্স-রে মেশিন ও এ্যম্বুলেন্স আছে । এক্স-রে মেশিনটি উপযুক্ত স্থানে স্থাপন না করায় ব্যবহার করা যাচ্ছে না । মেশিনটি উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করার জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ার পাঠাতে ফ্যাক্স যোগে গত ৭-৫-২০০৩ ইং তারিখে অনুরোধ করা হয়েছে । এ্যম্বুলেন্স গাড়ীটি ড্রাইভারের অভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না । পূর্ব্বের ড্রাইভার প্রমোশন পাওয়ার পর অন্য দপ্তরে বদলী হয়েছেন । পরিবর্তে একজন ড্রাইভারকে শীঘ্রই পোষ্টিং দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ।

২) এই হাসপাতালে ল্যাবরেটরী আছে । ল্যাবরেটরিতে একজন টেকনিশয়ানও আছে ।

৩) টাকারজলা গ্রামীণ হাসপাতালে ডাক্তারদের জন্য কোয়ার্টার আছে । আরও একটি নূতন কোয়ার্টার নির্মাণ করার জন্য পূর্ত দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে ।

**Admitted Starred Question No - 225**
**Name of M.L.A. :- Shri Animesh Debbarma**
**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

1) Is the Tulasikhar PHC functioning property ?
2) If not the reason ?

**Answer :-**

1) Tulasikhar PHC is functioning property as a new norm PHC.
2) Does not arise.

**ANNEXURE - 'B'**

**Admitted Un-Starred Question No - 41**
**Name of the M.L.A :- Shri Samir Deb Sarkar**
**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে কতটিতে এ্যম্বুলেন্স - এর ব্যবস্থা আছে ? (মহকুমা ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নামসহ) ।

২) খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর ও চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এ্যম্বুলেন্স দেয়া হবে কি না ?

**উত্তর ঃ-**

১) রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে ৫৯টিতে এ্যম্বুলেন্স আছে । প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হলো ঃ-

**সদর মহকুমা ঃ-**

| | | |
|---|---|---|
| মোহনপুর পি.এইচ. সি | - | ১টি |
| নরসিংগড় পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| বামুটিয়া পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| কাতলামারা পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| মান্দাই পি. এইচ. সি | - | ১টি |

**খোয়াই মহকুমা ঃ-**

| | | |
|---|---|---|
| বাইজলবাড়ী পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| মুঙ্গিয়াবাড়ী পি. এইচ. সি | - | ১টি |

**বিশালগড় মহকুমা ঃ-**

| | | |
|---|---|---|
| বিশ্রামগঞ্জ পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| আনন্দনগর পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| মধুপুর পি. এইচ. সি | - | ১টি |

**উদয়পুর মহকুমা ঃ-**

| | | |
|---|---|---|
| কাকড়াবন পি. এইচ. সি | - | ৩টি |
| মহারানী পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| কিল্লা পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| আঠারভোলা পি. এইচ. সি | - | ১টি |

**সাব্রুম মহকুমা ঃ-**

| | | |
|---|---|---|
| শ্রী নগর পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| কলাছড়া পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| শিলাছড়ি পি. এইচ. সি | - | ২টি |
| মনুবংকুল পি. এইচ. সি | - | ১টি |

**অমরপুর মহকুমা ঃ-**

| | | |
|---|---|---|
| করবুক পি. এইচ. সি | - | ১টি |

| | | |
|---|---|---|
| **সোনামুড়া মহকুমা ঃ-** | | |
| কাঠালিয়া পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| বক্সনগর পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| কমলনগর পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| **বিলোনীয়া মহকুমা ঃ-** | | |
| ঋষ্যমুখ পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| নিহারনগর পি. এইচ. সি | - | ২টি |
| শান্তিরবাজার পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| জোলাইবাড়ী পি. এইচ. সি | - | ২টি |
| মুহুরীপুর পি. এইচ. সি | - | ২টি |
| বড়পাথরী পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| **কাঞ্চনপুর মহকুমা ঃ-** | | |
| জম্পুই পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| আনন্দ বাজার পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| দামছড়া পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| দশদা পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| **কমলপুর মহকুমা ঃ-** | | |
| নাকাশিপাড়া পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| মরাছড়া পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| গঙ্গানগর পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| **আমবাসা মহকুমা ঃ-** | | |
| কুলাই পি. এইচ. সি | - | ৩টি |
| **কৈলাশহর মহকুমা ঃ-** | | |
| ফটিকরায় পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| কাঞ্চনবাড়ী পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| ইরানী পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| **ধর্মনগর মহকুমা ঃ-** | | |
| কদমতলা পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| পানিসাগর পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| তিলথৈ পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| ব্রজেন্দ্রনগর পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| বুংনাং পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| **লংতরাইভ্যালি মহকুমা ঃ-** | | |
| ছাওমনু পি. এইচ. সি | - | ২টি |
| মনু পি. এইচ. সি | - | ২টি |
| ৮২ মাইল পি. এইচ. সি | - | ১টি |
| **গণ্ডাছড়া মহকুমা ঃ-** | | |
| রইস্যাবাড়ী পি. এইচ. সি | - | ১টি |

২) খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এ্যম্বুলেন্স দেওয়া হবে।

**Admitted Un-Starred Question No - 42**
**Name of the M.L.A :- Shri Samir Deb Sarkar**
**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) চেবরী পি. এইচ. সি. তে ডাক্তার নার্স, ও অন্যান্য কর্মচারীদের থাকার জন্য মোট কতটি কোয়ার্টার নির্মান করা হয়েছে ও কতটিতে কাজ চলছে ?

২) কোয়ার্টার নির্মানে মোট কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে ?

৩) বর্তমানে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারী কতজন কোয়ার্টারে থাকেন ?

**উত্তর ঃ-**

১) চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে ১৫টি স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মান কাজ গত বৎসর শেষ হয়েছে এবং আরও ২টি স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মান কাজ শেষের পথে ।

২) এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্টাফ কোয়ার্টার নির্মানে ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২৬ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে ।

৩) বর্তমানে কোন কর্মচারী এই স্টাফ কোয়ার্টারে থাকেন না ।

**Admitted Un-Starred Question No - 43**
**Name of the M.L.A :- Shri Samir Deb Sarkar**
**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে আল্ট্রোসনোগ্রাফি মেশিন টি কবে বসানো হয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত কতজন রোগী এর সুবিধা ভোগ করতে পেরেছেন ?

২) কত দিন যাবত মেশিনটি নষ্ট হয়ে আছে ?

৩) উক্ত হাসপাতালে নতুন আল্ট্রোসনোগ্রাফি মেশিন যোগান দিতে আরও কতদিন সময় লাগবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর ঃ-

১) ১৩-৫-১৯৯৮ ইং তারিখে আল্ট্রোসনোগ্রাফি মেশিন টি বসানো হয়েছিল । মোট ১২৪ জন রোগীর আল্ট্রোসনোগ্রাফি করা হয়েছিল ।

২) মেশিনটি বিগত ২০০১ সালের ২রা জুলাই থেকে নষ্ট হয়ে আছে ।

৩) আল্ট্রোসনোগ্রাফি মেশিন কেনার জন্য দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া চলছে । বর্তমান আর্থিক বছরে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের জন্য নতুন আল্ট্রোসনোগ্রাফি মেশিন যোগান দেওয়ার পরিকল্পনা আছে ।

**Admitted Un-Starred Question No - 44**
**Name of the M.L.A :- Shri Samir Deb Sarkar**
**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) রাজ্যে বর্তমানে সি. এইচ. জির সংখ্যা কত ( ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ।

২) জনসংখ্যা অনুপাতে কতজন সি এইচ জি থাকা প্রয়োজন ( ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩) সি এইচ জি দের শূন্যস্থানে নূতন লোক নিয়োজিত করার জন্য পঞ্চায়েত সমূহকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর ঃ-

১) রাজ্যে বর্তমানে সি. এইচ. জি. এর সংখ্যা ১৩৪৪, ব্লক ভিত্তিক হিসাবের তালিকা উত্তরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

২) জনসংখ্যা অনুপাতে মোট ৩,১৯৩ জন সি এইচ জি থাকা বাঞ্চনীয় । ব্লক ভিত্তিক হিসাবের তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল ।

৩) বর্তমানে এ ধরনের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ।

**রাজ্যে বর্তমানে সি. এইচ. জি-র ব্লক ভিত্তিক হিসাব**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) | দশদা | - | ২১ |
| ২) | গৌড়নগর | - | ৮২ |
| ৩) | কদমতলা | - | ৭৩ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪) | কুমারঘাট | - | ১৩ |
| ৫) | পানিসাগর | - | ১৮ |
| ৬) | পেঁচারথল | - | ১২ |
| ৭) | ভাংমুন | - | ৬ |
| ৮) | অমরপুর | - | ২৭ |
| ৯) | বগাফা | - | ৮১ |
| ১০) | ঋষ্যমুখ | - | ২২ |
| ১১) | কাকড়াবন | - | ৩৭ |
| ১২) | কিল্লা | - | ২০ |
| ১৩) | করবুক | - | ২ |
| ১৪) | মাতাবাড়ী | - | ৩১ |
| ১৫) | রাজনগর | - | ৪১ |
| ১৬) | রূপাইছড়ি | - | ১০ |
| ১৭) | সাঁতচান্দ | - | ৫৮ |
| ১৮) | বিশালগড় | - | ৭১ |
| ১৯) | বক্সনগর | - | ২৬ |
| ২০) | ডুকলী | - | ৭০ |
| ২১) | হেজামারা | - | ২৮ |
| ২২) | জম্পুইজলা | - | ১৬ |
| ২৩) | জিরানীয়া | - | ৬৮ |
| ২৪) | কল্যাণপুর | - | ২৫ |
| ২৫) | কাঠালিয়া | - | ২০ |
| ২৬) | খোয়াই | - | ৩৪ |
| ২৭) | মান্দাই | - | ১৭ |
| ২৮) | মেলাঘর | - | ৬১ |
| ২৯) | মোহনপুর | - | ১২৮ |
| ৩০) | মুঙ্গিয়াকামী | - | ৩ |
| ৩১) | পদ্মবিল | - | ১৭ |
| ৩২) | তেলিয়ামুড়া | - | ৫৭ |
| ৩৩) | তুলাশিখর | - | ২২ |
| ৩৪) | সালেমা | - | ৭৪ |
| ৩৫) | মনু (ধলাই) | - | ২৩ |
| ৩৬) | ডম্বুরনগর | - | ১০ |
| ৩৭) | আমবাসা | - | ২০ |
| | | মোট | ১৩৪৪ |

জনসংখ্যা অনুপাতে সি. এইচ. জি-র ব্লক ভিত্তিক প্রয়োজন

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) | দশদা | - | ২১ |
| ২) | গৌড়নগর | - | ২৫ |
| ৩) | কদমতলা | - | ১৩ |
| ৪) | কুমারঘাট | - | ১৮ |
| ৫) | পানিসাগর | - | ১০ |
| ৬) | পেঁচারথল | - | ২৩ |
| ৭) | ভাংমুন | - | ১৩ |
| ৮) | অমরপুর | - | ২০ |
| ৯) | বগাফা | - | ২৩ |
| ১০) | ঋষ্যমুখ | - | ৭ |
| ১১) | কাকড়াবন | - | ৪৩ |
| ১২) | কিল্লা | - | ২৯ |
| ১৩) | করবুক | - | ১০ |
| ১৪) | মাতাবাড়ী | - | ৮৩ |
| ১৫) | রাজনগর | - | ৩৭ |
| ১৬) | রূপাইছড়ি | - | ২৪ |
| ১৭) | সাঁতচান্দ | - | ২০ |
| ১৮) | বিশালগড় | - | ১৪৯ |
| ১৯) | বক্সনগর | - | ৩২ |
| ২০) | ডুকলী | - | ২০০ |
| ২১) | হেজামারা | - | ১০ |
| ২২) | জম্পুইজলা | - | ১৮ |
| ২৩) | জিরানীয়া | - | ১৪২ |
| ২৪) | কল্যাণপুর | - | ৪৬ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৫) | কাঠালিয়া | - | ৩৪ |
| ২৬) | খোয়াই | - | ৭৮ |
| ২৭) | মান্দাই | - | ৫০ |
| ২৮) | মেলাঘর | - | ১২৬ |
| ২৯) | মোহনপুর | - | ১০৮ |
| ৩০) | মুঙ্গিয়াকামী | - | ১৬ |
| ৩১) | পদ্মবিল | - | ৩৬ |
| ৩২) | তেলিয়ামুড়া | - | ১০৫ |
| ৩৩) | তুলাশিখর | - | ৫১ |
| ৩৪) | সালেমা | - | ১১২ |
| ৩৫) | মনু (ধলাই) | - | ৫৬ |
| ৩৬) | ডম্বুরনগর | - | ৩০ |
| ৩৭) | আমবাসা | - | ৩০ |
| | | মোট | ১৮৪৯ |

**Admitted Un-Starred Question No - 52**
**Name of the M.L.A :- Shri Samir Deb Sarkar**
**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের মূল বাড়ীটি কোন্ সালে নির্মান করা হয়েছিল ? এবং
২) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের জন্য নতুন বাড়ী নির্মান করার পরিকল্পনা নেয়া হবে কিনা ?

**উত্তর ঃ-**

১) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের মূল বাড়ীটি ১৯৫৯ - ১৯৬০ ইং সালে নির্মান করা হয়েছিল ।
২) না ।

**Admitted Un-Starred Question No - 59**
**Name of the M.L.A :- Shri Samir Deb Sarkar**
**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

এস.টি. করপোরেশান থেকে গত পাঁচ বৎসরে (৯৮ - ৯৯ ইং থেকে ২০০২ -২০০৩) বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে ঋণ দেয়া হয়েছে ? এবং

মোট কতজনকে এবং কত টাকা উপরোক্ত সময়ে কতজনকে শুধুমাত্র গাড়ী ক্রয়ের জন্য ঋণ দেয়া হয়েছে ?

**উত্তর ঃ-**

১) এস. টি করপোরেশান থেকে গত পাঁচ বছরে (১৯৯৮-৯৯ ইং থেকে ২০০২-২০০৩ইং ) বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে

মোট ৬৫১ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং মোট টাকার পরিমান - ৭,৯৩,৪৫,৫২১ টাকা । (সাত কোটি তিরানব্বই লক্ষ পয়ঁতাল্লিশ হাজার পাঁচশত একুশ টাকা মাত্র) ।

২) উক্ত সময়ে শুধুমাত্র গাড়ী ক্রয়ের জন্য ২৩৮ জনকে ঋণ দেয়া হয়েছে ।

**Admitted Un-Starred Question No - 60**
**Name of the M.L.A :- Shri Samir Deb Sarkar**
**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) আগরতলা শহরের পার্শ্ববর্তী নাগেরজলা ও চন্দ্রপুর বাঁধের নিকট নতুন মোটর স্ট্যান্ড নির্মাণ করার কাজ শুরু করা হয়েছে কিনা ?

২) যদি শুরু হয়ে থাকে তবে তার অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে ? এবং

৩) না হয়ে থাকলে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

**উত্তর ঃ-**

১) আগরতলা শহরের নাগেরজলায় নতুন মোটর স্ট্যান্ড নির্মানের কাজ শুরু করা হয়েছে । চন্দ্রপুরে নতুন মোটর স্ট্যান্ডের নির্মাণ কাজ এখনও শুরু করা হয় নাই ।

২) নাগেরজলায় মোটর স্ট্যান্ড নির্মাণের জন্য এপ্রোচ রোড সহ জলার একাংশ মাটি ভরাট করা হয়েছে । আসন্ন বর্ষায় মাটি থিতু হওয়ার পরে প্রয়োজনীয় ব্রিক সয়েলিং ও মেটেলিং কাজ করে যাহাতে আংশিকভাবে শুরু করা যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।

চন্দ্রপুর নতুন মোটর স্ট্যান্ডের ক্ষেত্রে ১ নং প্রশ্নে উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না ।

৩) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাগেরজলায় নতুন মোটরস্ট্যান্ড নির্মানের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন উঠে না ।

চন্দ্রপুরে নতুন মোটর স্ট্যান্ড নির্মানের জন্য ৫,৩০০৫ একর জমি আধি গ্রহণের কাজ বর্তমানে শেষ পর্যায়ে। অধিগ্রহণের জমির টাকা এখনো মঞ্জুর হয়নি । জমি অধিগ্রহণের পর্ব সমাপ্ত ও আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের পরে প্রয়োজনীয় নির্মানের প্রক্রিয়া শুরু হবে । কাজেই এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া সম্ভব নহে ।

**Admitted Un-Starred Question No - 64**
**Name of the M.L.A :- Shri Samir Deb Sarkar**
**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে নগর পঞ্চায়েত সমুহে ( অনুমোদিত পদের সংখ্যা কম থাকায়) উন্নয়ণমূলক কাজ ব্যহত হচ্ছে ?

২) সত্য হলে কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা ?

**উত্তর ঃ-**

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য ।

২) রাজ্য সরকারের অনুমোদিত পদের সংখ্যা কম থাকায় প্রত্যেক নগর পঞ্চায়েত তাদের উপর ন্যাস্ত কাজ সু-সম্পন্ন করার জন্য কিছু সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করেছেন এবং অবসর প্রাপ্ত কিছু কর্মচারী নির্দিষ্ট অনারেরিয়াম ভিত্তিক নিযুক্ত করেছেন ।

নগর পঞ্চায়েতগুলিতে কর্মী স্বল্পতা দূর করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্যের কয়েকটি নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। নগর উন্নয়ণের অধিকর্তাকে উক্ত কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি নগর পঞ্চায়েতগুলির জন্য ১২৭২ টি বিভিন্ন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব রাখে। ঐ প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজন ভিত্তিক বিভিন্ন পদ সৃষ্টির জন্য এক প্রস্তাব রাজ্য সরকারের জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশান (এ আর) দপ্তর ও অর্থ দপ্তরের নিকট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তাবিত পদ সৃষ্টির জন্য অর্থ দপ্তরের অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

পরবর্তী সময়ে প্রত্যেক নগর পঞ্চায়েতের জন্য ১১টি করে মোট ১৩২ টি পদ সৃষ্টির জন্য আবার অর্থ দপ্তরে পুনঃ বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। অর্থ দপ্তর এই প্রস্তাবটির উপর কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য দপ্তরে প্রস্তাবটি পুনরায় ফেরত পাঠায়, শীঘ্রই এই প্রস্তাবটি পূর্ণ তথ্য সহ আবার অর্থ দপ্তরে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

**Admitted Un-Starred Question No - 68**
**Name of the M.L.A :- Shri Samir Deb Sarkar.**
**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) ২০০৩-২০০৪ ইং অর্থ বৎসরে কোন প্রাথমিক হাসপাতালকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা দপ্তরের আছে কি না ?

২) যদি থাকে, তবে কদমতলা প্রাথমিক হাসপাতালকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করা হবে কি না ? এবং

৩) না করা হলে তার কারণ ?

**উত্তর ঃ-**

১) আছে।

২) নাই

৩) ১টি গ্রামীণ হাসপাতাল করতে হলে ১ লক্ষ জনসংখ্যা প্রয়োজন এবং এই গ্রামীণ হাসপাতালের অন্তর্গত ৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকতে হবে। এই ক্রাইটেরিয়া না থাকায় কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীন হাসপাতালে উন্নীত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়নি।

**Admitted Un-Starred Question No - 72**
**Name of the M.L.A :- Shri Samir Deb Sarkar.**
**Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) রাজ্যে কয়টি আয়ুবের্দিক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী রয়েছে ? (নাম সহ ঠিকানা)

২) কদমতলা বিধানসভা এলাকার মধ্যে একটি আয়ুবের্দিক হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের আছে কিনা ?

৩) থাকলে কোন অর্থ বৎসরে উক্ত হাসপাতাল খোলা হবে বলে আশা করা যায় ?

৪) না থাকলে তাহার কারণ ?

**উত্তর ঃ-**

১) রাজ্যে একটি আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল রয়েছে । নাম স্টেট আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল । ঠিকানা - আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনী এবং ৩৮টি ডিসপেনসারী রয়েছে । নীচে নাম সহ ঠিকানা দেওয়া হল -

<u>পশ্চিম ত্রিপুরা - ২০টি</u>

**সদর ঃ-** ১) বড়জলা সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

২) গান্ধীগ্রাম সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৩) বামুটিয়া সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৪) কামালঘাট সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৫) সিধাই মোহনপুর সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৬) জিরানীয়া সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৭) মাধববাড়ী সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৮) কলাবাগান সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

**বিশালগড় ঃ** ১) ডুকলী সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

২) চড়িলাম সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৩) বিশালগড় সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৪) কমলাসাগর সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৫) আমতলী সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

**সোনামুড়া ঃ** ১) মেলাঘর সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

২) সোনাপুর (ধনপুর) সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

**খোয়াই ঃ** ১) তুইসিন্দ্রাই সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

২) মোহরছড়া সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৩) উত্তর মহারাণীপুর সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৪) খোয়াই পুরান বাজার সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৫) পূর্ব সিঙ্গিছড়া সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

<u>দক্ষিণ ত্রিপুরা - ১০টি</u>

**অমরপুর ঃ** ১) যতনবাড়ী সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

**উদয়পুর ঃ** ১) কুপিলং সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

২) ফুলকুমারী সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৩) প্যারাতিয়া সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৪) মির্জা সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

বিলোনীয়া ঃ ১) শান্তিরবাজার সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

২) কুশানঘাট সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৩) দক্ষিণ সোনাইছড়ি সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৪) রাজনগর সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

সাব্রুম ঃ ১) দক্ষিণ ভুরাতলী সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

উত্তর ত্রিপুরা - ৫টি

ধর্মনগর ঃ ১) ধর্মনগর সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

২) পানিসাগর সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৩) লক্ষ্মীনগর সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

কৈলাশহর ঃ ১) কৈলাশহর সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

২) কুমারঘাট সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

ধলাই - ৩টি

১) কমলপুর সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

২) সালেমা সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

৩) আমবাসা সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী ।

২) নেই ।

৩) প্রশ্ন উঠে না ।

৪) বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল খোলার কোন পরিকল্পনা নেই ।

**Admitted Un-Starred Question No-80**
**Name of Member :- Shri Gopal Chandra Roy.**
**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.**

১) রাজ্যের সরকারী হাসপাতালগুলিতে কি কি ধরনের রোগের কতজন করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্মরত অবস্থায় আছেন? (মহকুমা ভিত্তিক)

১) রাজ্যের সরকারী হাসপাতালগুলিতে বিভিন্ন রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা এবং তাদের কর্মরত অবস্থান মহকুমা ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হল ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ক) | M.D. (obst.& Gynae/ D.G.O) | |
| 1. | I.G.M. Hospital, Agartala | -24 |
| 2. | T.S. Hospital, Udaipur | -2 |
| 3. | R.G.M. Hospital Kailashahar | -3 |
| 4. | Khowai Sub-Divisional Hospital | -1 |
| 5. | Melaghar Sub-Divisional Hospital | -1 |
| 6. | Amarpur Sub-Divisional | -1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | Sabroom Sub-Divisional Hospital | -1 | |
| 8. | Dharmanagar Sub - Divisional Hospital | -1 | |
| 9. | Kamalpur Sub - Divisional Hospital | -1 | |
| 10. | Directorate of F.W.& P.N | -1 | |
| 11. | Bishalgarh Sub - Divisional Hospital | -1 | |
| | | 37 | |
| খ) | M.D. (Paediatric) D.C.H.) | | |
| 1. | I.G.M. Hospital, Agartala | -12 | |
| 2. | T.S. Hospital, Udaipur | -2 | |
| 3. | R.G.M. Hospital Kailashahar | -3 | |
| 4. | Khowai Sub-Divisional Hospital | -1 | |
| 5. | Melaghar Sub-Divisional Hospital | -1 | |
| 6. | Amarpur Sub-Divisional Hospital | -1 | |
| 7. | Kamalpur Sub-Divisional Hospital | -1 | |
| | | 21 | |
| গ) | M.D. ( Medicine) / Tropical Medicine/ D.T.M .&.H. | | |
| 1. | G.B. Hospital, Agartala | | -16 |
| 2. | Dharmanagar Sub-Divisional Hospital | | -1 |
| 3. | R.G.M. Hospital, Kaliashahar | | -1 |
| 4. | Amarpur Hospital, Amarpur | | -1 |
| 5. | T.S. Hospital, Udaipur | | -1 |
| 6. | Kadamtala P.H.C | | -1 |
| 7. | B.S.M. Hospital, Kamalpur | | -1 |
| 8. | Dr B.R.A.M. Hospital | | -1 |
| | | | 23 |
| ঘ) | M.S. ( General Surgery) | | |
| 1. | G.B. Hospital, Agartala | | -14 |
| 2. | T.S. Hospital, Udaipur | | -2 |
| 3. | R.G.M. Hospital, Kaliashahar | | -1 |
| 4. | DharmanagarSub- Divisional Hospital | | -1 |
| 5. | B.S.M. Hospital, Kamalpur | | -1 |
| 6. | I.G.M Hospital, Agartala | | -2 |
| | | | 21 |
| ঙ) | M.S. Ortho/D.ortho | | |
| 1. | G.B. Hospital, Agartala | | -11 |
| 2. | T.S. Hospital, Udaipur | | -2 |
| 3. | R.G.M. Hospital, Kaliashahar | | -1 |
| 4. | B.S.M. Hospital, Kamalpur | | -1 |
| | | | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| চ) | M.S. E.N.T./D.L.O | |
| 1. | G.B. Hospital, Agartala | -10 |
| 2. | T.S. Hospital, Udaipur | -2 |
| 3. | R.G.M. Hospital, Kaliashahar | -1 |
| 4. | Dharmanagar Sub- Divisional Hospital | -1 |
| 5. | Kanchanpur Sub- Divisional Hospital | -1 |
| 6. | Melagarh Hospital | -1 |
| | | 16 |
| ছ) | MD ( Pathology) / Microbiology/ Biochemistry/Lab. Medicine | |
| 1. | G.B. Hospital, Agartala | -9 |
| 2. | I.G.M. Hospital, Agartala | -5 |
| 3. | Directorate of Health Services | -2 |
| 4. | Cancer Hospital, Agartala | -2 |
| 5. | T.S. Hospital, Udaipur | -3 |
| 6. | R.G.M Hospital, Kailashahar | -2 |
| 7. | Dr. B.R.A.M Hospital, Hapania | -1 |
| 8. | B.S.M Hospital, Mamalpur | -1 |
| | | 25 |
| জ) | M.S. opthalmology/ D.O. | |
| 1. | Dr.B.R.A.M Hospital, Hapania | -10 |
| 2. | B.S.M Hospital, Kamalpur | -1 |
| 3. | T.S Hospital, Udaipur | -2 |
| 4. | DharmanagarSub- Divisional Hospital | -2 |
| 5. | Khowai Sub- Divisional Hospital | -1 |
| 6 | R.G.M. Hospital, Kailashahar | -2 |
| 7. | Manu ( North) P.H.C. | -1 |
| 8. | Kalyanpur P.H.C. | -1 |
| | | 20 |
| ঝ) | M.D. ( Psychaiatry) /D.P.M | |
| 1. | G.B. Hospital, Agartala | -8 |
| 2. | T.S. Hospital, Udaipur | -1 |
| 3. | R.G.M. Hospital, Kaliashahar | -1 |
| | | 10 |
| ঞ) | D.P.H. ( Diploma In Public Health | |
| 1. | Chief medical office ( south) | -1 |
| 2. | Chief Medical offier ( West) | -2 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Chief Medical officer ( Dhalai) | -1 |
| 4. | Health Directorate | -1 |
| 5. | Directorate F.W.&.P.M | -3 |
| 6. | Khowai Sub-Divisional Hospital | -1 |
| 7. | Dr. BRAM Hospital, Hapania | -1 |
| | | 10 |
| ট) | M.D Anaesthesia) / D.A. | |
| 1. | G.B Hospital, Agartala | -8 |
| 2. | I.G.M. Hospital, Agartala | -2 |
| 3. | Dr. B.R.A.M. Hospital, Hapania | -1 |
| 4. | T.S. Hospital, Udaipur | -1 |
| 5. | R.G.M. Hospital, kailashahar | -1 |
| | | 13 |
| ঠ) | M.D. ( Chest) /D.T.G.D. | |
| 1. | District Tuberculosis Center, West | -1 |
| 2. | District Tuberculosis Center, North | -1 |
| 3. | G.B Hospital, Agartala | -1 |
| 4. | T.S Hospital, Udaipur | -1 |
| 5. | Bishalgarh Sub-Divisional Hospital | -1 |
| | | 5 |
| ড) | M.D. ( R.D) /D.M.R.D. ( Radiology) | |
| 1. | G.B. Hospital, Agartala | -3 |
| 2. | IGM Hospital, Agartala | -1 |
| | | 4 |
| ঢ) | D.M.C.W. | |
| 1. | IGM Hospital, Agartala | -6 |
| 2. | Urban M.C.H. Clinic | -1 |
| 3. | Health Directorate | -1 |
| 4. | Melaghar Sub-Divisional Hospital | -1 |
| 5. | C.M.O ( North) | -1 |
| 6. | Bamutia P.H.C | -1 |
| 7. | Niharnagar P.H.C. | -1 |
| 8. | C.M.O. ( West) | -2 |
| 9. | Tilthai P.H.C. | -1 |
| 10. | Khowai Sub- Divisional Hospital | -1 |
| 11. | Amarpur Hospital | -1 |
| 12. | Sonamura Rural Hospital | -1 |

13. GB Hospital, Agartala -1

19

ণ) M.D. ( .Skin & V.M.)
1. G.B Hospital, Agartala -1
2. T.S Hospital, Udaipur -1

2

ত) D.M.V. ( Diploma in Medical Virology)
1. G.B Hospital, Agartala -1
2. T.S Hospital, Udaipur -1

2

থ) D.S.M. ( Diploma in Sports Medicine)
1. G.B. Hospital, Agartala -2

দ) M. D. ( Physical Medicine)
1. G.B Hospital, Agartala -2

ধ) D.H.S. ( Diploma in Health Statistics)
1. Directorate of Health Service -1

ন) M. D. ( Community Medicine)
1. Directorate of F.W.& P.M. -1

প) MD ( Forensic Medicine)
1. I.G.M. Hospital, Agartala -2

ফ) M.D. ( TR) /D.M.R.T.
1. Cancer Hospital, Agartala - 4

ব) D.R.M.
1. Cancer Hospital, Agartala -1

**Admitted Un-Starred Question No-81**
**Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.**
**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (AR) Department will be pleased to state.**

**প্রশ্ন ঃ**

১) তরুণ দত্ত কমিশনের সুপারিশকৃত ১৯৩ টি বিষয়ের মধ্যে রাজ্য সরকার যে ১৬৫ টি সুপারিশ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে এখন পর্যন্ত কয়টি কার্য্যকর করা হয়েছে?

২) যদি কার্য্যকর করে থাকেন তবে সেগুলি কি কি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে?

৩) কার্য্যকর না করা হলে এর কারণ কি?

**উত্তর ঃ-**

১নং এবং ২ নং উত্তর - তরুণ দত্ত কমিশনের সুপারিশকৃত ১৯৩টি বিষয়ের মধ্যে রাজ্য সরকার যে ১৬৫টি সুপারিশ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৯৭টি কার্য্যকর করা হয়েছে। ১২টি সুপারিশ কার্য্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর

ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ৫০টি সুপারিশ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।(বিস্তারিত তালিকা সংযোজিত করা হল)।
৩) ৬টি সুপারিশ কার্য্যকর সম্ভব নয় বলে বিবেচিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে প্রশাসনিক সংস্কার একটি অবিচ্ছিন্ন ও চলমান প্রক্রিয়া।

**STATEMENT SHOWING THE SERIAL OF THE RECOMMENDATIONS OF CAR WHICH WERE IMPLEMENTED / AT DIFFERENT STAGES OF IMPLEMENTATION / BEING IMPLEMENTED ETC.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| - | 2 | - | - | - |
| - | 3 | - | - | - |
| - | 4 | - | - | - |
| - | - | - | 5 | - |
| 6 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 7 |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 15 |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| - | - | 19 | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 22 |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |

**PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE**
**(QUESTIONS & ANSWERS)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| - | 25 | - | - | - |
| - | 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 29 |
| 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 31 |
| 32 | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 34 |
| - | 35 | - | - | - |
| - | - | 36 | - | - |
| - | - | - | - | 37 |
| 38 | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - |
| - | 40 | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - |
| - | 42 | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - |
| - | 44 | - | - | - |
| - | 45 | - | - | - |
| - | 46 | - | - | - |
| - | 47 | - | - | - |
| - | - | - | - | 48 |
| 49 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 50 |
| - | 51 | - | - | - |
| - | - | 52 | - | - |
| - | 53 | - | - | - |
| - | 54 | - | - | - |
| - | 55 | - | - | - |
| - | - | 56 | - | - |
| 57 | - | - | - | - |
| 58 | - | - | - | - |
| 59 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | - | - | - | - |
| 61 | - | - | - | - |
| - | 62 | - | - | - |
| - | 63 | - | - | - |
| 64 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 65 |
| - | - | - | - | 66 |
| - | 67 | - | - | - |
| 68 | - | - | - | - |
| - | 69 | - | - | - |
| - | 70 | - | - | - |
| - | 71 | - | - | - |
| - | 72 | - | - | - |
| - | - | - | - | 73 |
| - | 74 | - | - | - |
| - | - | 75 | - | - |
| - | - | 76 | - | - |
| 77 | - | - | - | - |
| - | 78 | - | - | - |
| - | - | - | - | 79 |
| 80 | - | - | - | - |
| 81 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 82 |
| - | 83 | - | - | - |
| 84 to 86 | - | - | - | - |
| - | 87 to 88 | - | - | - |
| 89 to 92 | - | - | - | - |
| - | 93 to 94 | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - |
| - | - | 96 | - | - |
| - | - | - | - | 97 to 98 |
| 99 | - | - | - | - |
| - | - | - | 100 | - |
| 101 | - | - | - | - |

## PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE (QUESTIONS & ANSWERS)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| - | 102 to 103 | - | - | - |
| 104-107 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 108 |
| 109-111 | - | - | - | - |
| - | 112 | - | - | - |
| 113 to 121 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 122 |
| 123 | - | - | - | - |
| - | - | 124 | - | - |
| - | 125 to 126 | - | - | - |
| 127 to 128 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 129 to 130 |
| - | 131 | - | - | - |
| - | - | - | 132 | - |
| - | 133 | - | - | - |
| - | - | - | - | 134 to 138 |
| 139 | - | - | - | - |
| - | 140 | - | - | - |
| - | - | 141 to 143 | - | - |
| 144 to 146 | - | - | - | - |
| - | 147 | - | - | - |
| - | 148 | - | - | - |
| 149 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 150 |
| 151 | - | - | - | - |
| - | - | - | 152 | - |
| 153 to 156 | - | - | - | - |
| - | 157 to 158 | - | - | - |
| 159 to 162 | - | - | - | - |
| - | - | - | 163 | - |
| - | - | - | - | 164 |
| - | 165 | - | - | - |
| 166 to 167 | - | - | - | - |
| - | 168 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 169 | - | - | - | - |
| - | 170 | - | - | - |
| 171 to 175 | - | - | - | - |
| - | - | - | 176 | - |
| 177 | - | - | - | - |
| 178 | - | - | - | - |
| - | 179 | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - |
| - | 181 | - | - | - |
| 182 | - | - | - | - |
| - | 183 | - | - | - |
| 184 | - | - | - | - |
| 185 | - | - | - | - |
| - | 186 to 187 | - | - | - |
| 188 to 189 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 190 |
| - | - | 191 | - | - |
| 192 | - | - | - | - |
| 193 | - | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| Implemented | - | 97 |
| Different Stage of Implementation | - | 50 |
| Being Implemented | - | 12 |
| Can't be Implemented | - | 06 |
| Not approved | - | 28 |
| | Total | 193 |

**Admitted Un-Starred Question No-106**
**Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.**
**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Panchayat" Department will be pleased to state.**

**প্রশ্ন ঃ-**

১) ২০০২ - ২০০৩ ইং অর্থ বর্ষে পঞ্চায়েত উন্নয়ণ তহবিলের অর্থে সমগ্র রাজ্যে কি কি প্রকল্পে কি কি কাজ হয়েছে? (প্রকল্প ভিত্তিক এবং পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব ) ।

২) উক্ত অর্থ বছরে প্রকল্প ভিত্তিক কি পরিমান করে অর্থ ব্যয়িত হয়েছে ? (পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩) উক্ত অর্থ বছরে অব্যয়িত অর্থের পরিমান কত ? (প্রকল্প ভিত্তিক ও পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব) ।

**উত্তর ঃ-**

তথ্য সংগ্রহাধীন ।

**Admitted Un-Starred Question No-107**
**Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.**
**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Panchayat" Department will be pleased to state.**

১) গত ৫ই অক্টোবর, ২০০২ ইং তারিখে আগরতলা জি বি হাসপাতালের সুপার স্পেশিয়ালিটি কমপ্লেকসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় সুপার স্পেশিয়ালিটি কমপ্লেকসে যে সকল হৃদরোগী চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি হয়েছিলেন তাদের নাম ও ঠিকানা কি ?

২) রোগীদের চিকিৎসার জন্য পরবর্তী সময়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?

**উত্তর ঃ-**

১) গত ৫ই অক্টোবর, ২০০২ ইং তারিখে আগরতলা জি বি হাসপাতালের সুপার স্পেশিয়ালিটি কমপ্লেকসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় নি । তবে গত ৪ঠা অক্টোবর ২০০২ ইং তারিখে জি বি হাসপাতালের টেলিমেডিসিনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় কিছু হৃদরোগীকে প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য জি বি তে ভর্ত্তি করা হয় । এদের নাম ও ঠিকানা নীচে দেওয়া হইল ঃ-

১) নবণীতা দাসগুপ্ত - ৩০ বৎসর
প্রযত্নে ঃ চিন্টু মোহন দাস
গ্রাম ঃ কুঞ্জবন টাউনশীপ, আগরতলা ।

২) অর্পিতা দাস
পিতা ঃ অমূল্য দাস
গ্রাম ঃ সিনাইহানি
পোঃ উষাবাজার (এয়ারপোর্ট)
আগরতলা, ত্রিপুরা ( পশ্চিম)

৩) কল্পনা ঘোষ - ৩৭ বছর
স্বামী ঃ নারায়ণ ঘোষ
গ্রাম ঃ শচীন্দ্র নগর কলোনী
পোঃ জিরানীয়া, ত্রিপুরা পশ্চিম ।

৪) মাধবী দাস - ১৫ বৎসর
পিতা ঃ শংকর দাস
গ্রাম ঃ কলেজটিলা,
আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম) ।

৫) দিলীপ রুদ্রপাল - ২৪ বৎসর
গ্রাম ঃ নরসিংগড়
পো ঃ বিমানঘাটি, আগরতলা ।

৬) চন্দ্রানী দাস - ২২ বৎসর
পিতা ঃ মনোরঞ্জন দাস
গ্রাম ঃ জয়নগর, দশমীঘাট, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম ।

৭) অজিত সেনগুপ্ত - ৩৪ বৎসর
ইন্দ্রনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম ।

৮) হরিমোহন ধানুক - ৫২ বৎসর
সেভেনটিনাইটিলা,
কোয়ার্টার নং - টাইপ ১/৭

৯) হরিপ্রসন্ন পাল - ৫২ বৎসর
পিতা ঃ মৃত মহানন্দ পাল
গ্রাম ঃ টাউন বড়দোয়ালী
মন্ত্রীবাড়ী এক্সটেনশন, আগরতলা ।

১০) তারিণী ঋষিদাস
গ্রাম ঃ পশ্চিম ডুকলী, মধুবন ।
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ।

১১) প্রতিমা সাহা - ৩৬ বৎসর
স্বামী ঃ হরিপদ সাহা
৭৯ টিলা, আগরতলা ।

১২) নারায়ণ ঘোষ - ৩০ বৎসর
প্রযত্নে ঃ ব্রজলাল ঘোষ
নূতন নগর কো-অপারেটিভ ।
থানা ঃ নরসিংগড়, আগরতলা ।

১৩) শেখর নম - ১৫ বৎসর
পিতা ঃ হরি নামঃ
গ্রাম ঃ রাধানগর, লেইক চৌমুহনী,
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম ।

১৪) রবীন্দ্র রায় - ৪২ বৎসর
প্রযত্নে ঃ রতন বিশ্বাস
গ্রাম ও পোঃ দুর্জয়নগর
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম ।

১৫) তৃপ্তি মজুমদার - ৩৫ বছর
স্বামী ঃ শ্যামলাল মজুমদার
গ্রাম ঃ বাধারঘাট
পোঃ এ. ডি. নগর, আগরতলা,
ত্রিপুরা পশ্চিম ।

১৬) কণক রঞ্জন গোস্বামী - ৫০ বৎসর
রেডিওগ্রাফার, জি.বি.পি. হাসপাতাল,
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম ।

১৭) অরুণা দাস - ১৬ বৎসর
পিতা ঃ মোহনলাল দাস
গ্রাম ঃ অভয়নগর, আগরতলা ।

১৮) বিশ্বমানব ভট্টাচার্য্য
প্রযত্নে ঃ শিবানী ভট্টাচার্য্য
গ্রাম ঃ ভট্টপুকুর, এ. ডি. নগর
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম ।

২) রোগীদের চিকিৎসার জন্য পরবর্তী সময়ে একজন রোগীকে জরুরী চিকিৎসার স্বার্থে মেডিক্যাল ওয়ার্ডে স্থানান্তরীত করা হয় এবং চারজনকে ত্রিপুরার বাইরে রেফার করা হয় । বাকী ১৩ জনকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল ।

**Admitted Un-Starred Question No-128**
**Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath**
**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department will be pleased to state.**

১) ইহা কি সত্য ট্রেন্সফার ফান্ড খাতে (কর্মচারীদের বেতন ভাতা) এ ডি সি রাজ্য সরকার থেকে প্রচুর টাকা প্রাপ্য রয়েছেন ?

২) সত্য হলে বৎসর ভিত্তিক হিসাব ? ( ১৯৯৫-১৯৯৬ ইং থেকে ২০০২-২০০৩ পর্যন্ত) ।

৩) এ ডি সির প্রাপ্য বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

৪) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত টাকা দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

**উত্তর ঃ-**

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য যে এ ডি সি রাজ্য সরকারের এডুকেশন এবং সোসিয়েল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে ডেপুটেশনে কর্মরত কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ কিছু বকেয়া টাকা প্রাপ্য রয়েছে ।

২) ১৯৯৫-৯৬ ইং থেকে ২০০২-২০০৩ ইং পর্যন্ত এ ডি সির প্রাপ্য টাকার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

| বৎসর | মোট টাকার পরিমান |
|---|---|
| ১৯৯৫ - ৯৬ | ১৬৫.৭৮ |
| ১৯৯৬ - ৯৭ | ১১৮.৮১ |
| ১৯৯৭ - ৯৮ | ৮১.৫৪ |
| ১৯৯৮ - ৯৯ | নাই |

| | |
|---|---|
| ১৯৯৯ - ২০০০ | নাই |
| ২০০০ - ২০০১ | নাই |
| ২০০১-২০০২ | নাই |
| ২০০২-২০০৩ | নাই |
| | ৩৬৬.১৩ লক্ষ টাকা |

বকেয়া টাকার মধ্যে সোসিয়েল ওয়েল ফেয়ার তার সব টাকা মিটিয়ে দিয়েছে । স্কুল এডুকেশান বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন ।

৩) হ্যাঁ, আছে ।

৪) আগামী ২০০৪-২০০৫ অর্থ বর্ষের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে ।

**Admitted Un-Starred Question No-153**
**Name of Member :- Shri Shyama Charan Tripura.**
**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department will be pleased to state.**

১) উপজাতি গ্রামগুলিকে রি-গ্রুপিং করার কাজ কতটুকু এগিয়েছে ?

২) ২০০৩-২০০৪ ইং অর্থ বছরে কয়টি স্থানে রি-গ্রুপিং করার পরিকল্পনা আছে ? এবং

৩) ছাওমনু ব্লক অন্তর্গত মালিব গোবিন্দ বাড়ী গাঁওসভায় বসবাসকারীদের রি-গ্রুপিং করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর ঃ-

১) উপজাতি গ্রামগুলিকে রি-গ্রুপিং করার কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা অবস্থায় আছে । এই উদ্যোগ গত ১৭/৫/২০০২ ইং তারিখে রাজ্য বিত্তিক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, রাজ্য স্তরে একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং এই কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন মুখ্যসচিব এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, কৃষি, স্বরাষ্ট্র, বন প্রভৃতি দপ্তরের প্রতিনিধিগণও থাকবেন এই কমিটিতে। বিভাগীয় স্তরে ডি এফ ও সংশ্লিষ্ট মহকুমার এস ডি এম গণ, এস টি ডব্লিউ ওদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হবে সার্ভে করার জন্য এবং এটি কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রকে পাঠানো হবে অনুমোদনের জন্য । বন দপ্তর নোডাল দপ্তর হিসাবে প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকিবে ।

২) এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি ।

৩) প্রশ্নই উঠে না ।

**Printed by :**
Secretary,
Tripura Press Owner's Association
AGARTALA, TRIPURA

**Price. Rs. 337.00**